আমার জীবন

LIBRARY
COOCH BEHAR.

পঞ্চম ভাগ

নবীনচন্দ্র সেন

কলিকাতা,
২৫নং রায়বাগান ষ্ট্রীট, ভারতমিহির যন্ত্রে
শ্রীমহেশ্বর ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত
ও
সান্যাল এণ্ড কোম্পানীর দ্বারা
প্রকাশিত।

১৩২০।

মূল্য ১৲ এক টাকা।

নিবেদন।

"আমার জীবন" শেষ হইল। এই পঞ্চম ভাগের শেষে একটি পরিশিষ্ট সংযুক্ত করিব মনস্থ করিয়াছিলাম, এবং উহাতে স্বর্গীয় পিতৃদেব তাঁহার বন্ধুবান্ধবগণকে যে সকল পত্র লিখিয়াছিলেন তাহাই সন্নিবেশিত হইবে চতুর্থ ভাগ প্রকাশ কালে এইরূপ জ্ঞাপন করিয়াছিলাম। কিন্তু এই ভাগের আয়তন এত বৃহৎ হইয়াছে যে তাহা আর সম্ভবপর হইল না। অতএব ঐ সমস্ত পত্র এবং অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয় নিবদ্ধ করিয়া পৃথক এক গ্রন্থ প্রকাশ করিব ইচ্ছা রহিল।

পত্রগুলি এই সঙ্গে প্রকাশ না করার আর এক কারণ এই যে আমার আশানুরূপ পত্র এখনও হস্তগত হয় নাই। এ কারণে আমি আমার পিতৃদেবের বন্ধু মহোদয়দিগের নিকট এবং তাঁহাদের অবর্ত্তমানে তাঁহাদের কৃতী পুত্র বা অন্য আত্মীয়দিগের নিকট বিনীত প্রার্থনা করিতেছি যেন তাঁহারা তাঁহাদের নিকট পিতৃদেব-লিখিত পত্র থাকিলে অনুগ্রহপূর্ব্বক অল্পদিনের জন্য আমাকে প্রেরণ করিয়া আমার ঐ সংকল্প কার্য্যে পরিণত করিতে সাহায্য করেন।

কার্য্যের সুবিধার জন্য তাঁহারা অনুগ্রহপূর্ব্বক কলিকাতা ৫৫নং চুনাপুকুর লেন এই ঠিকানায় শ্রীযুক্ত সরলকুমার বসু মহাশয়ের নিকট ঐ পত্রগুলি পাঠাইয়া বাধিত করিবেন। পত্রগুলি যত সত্বর সম্ভব ফেরত পাঠান হইবে।

স্বর্গীয় পিতৃদেবের এই জীবনী মুদ্রণ বিষয়ে আমার পিতৃবন্ধু শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় আমাকে যথেষ্ট সাহায্য

করিয়াছেন। তিনি ঐরূপ সাহায্য না করিলে ইহা প্রকাশ করা আমার পক্ষে একরূপ অসম্ভব হইত। তিনি তাঁহার শত কার্য্যের মধ্যেও অবসর করিয়া এই বৃহৎ পুস্তকখানি আদ্যোপান্ত দেখিয়া দিয়াছেন, এবং এই কার্য্যের দ্বারা পিতৃদেবের প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় বন্ধুত্বের ও স্নেহের পরিচয় দিয়াছেন। আমি ক্ষুদ্র, তাঁহার এই ঋণ পরিশোধ করিতে অসমর্থ। অতএব তাঁহাকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

রেঙ্গুন
আশ্বিন ১৩২০।

শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র সেন।

195 81 e
6.6 E
18 FEB 1912
COOCH BEHAR

আমার জীবন।

পঞ্চম ভাগ।

কলিকাতা।

আলিপুর বা আমলাপুর।

১৮৯৫ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে কলিকাতায় পৌঁছিয়া প্রথম [illegible], পরে আলিপুরের কালেক্টর কলিনের সঙ্গে দেখা করিতে গেলাম। কলিন আমাকে খুব সমাদরে গ্রহণ করিলেন; কারণ, বলিয়াছি তিনি নদীয়ার অস্থায়ী কালেক্টর থাকিবার সময়ে আমার প্রতি বড় সুপ্রসন্ন ছিলেন। তিনি প্রথমতঃ আমাকে ফৌজদারির কার্য্যভার দিতে চাহিলেন। আমি বলিলাম আমি অনুমান বিশ বৎসর সব ডিভিসনে ফৌজদারির কার্য্য করিয়া উক্ত কার্য্যের প্রতি আমার মনে অপ্রীতির সঞ্চার হইয়াছে। বিশেষতঃ আমি একেই চিরদিন 'খালাসে হাকিম' বলিয়া পরিচিত, তাহাতে বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে জেলের ও বেত্রাঘাতের প্রতি আমার অধিকতর অপ্রীতি হইয়াছে। উপর হইতে নিতান্ত তাড়া না খাইলে পাশবিক দণ্ড বেত্রাঘাত আমার কলমে কখনও আসে না। তিনি হাসিয়া বলিলেন যে তিনি নদীয়া থাকিতে দেখিয়াছেন আমি মিউনিসিপ্যাল কার্য্যের অনুরাগী। ২৪ পরগণায় বহু মিউনিসিপ্যালিটী। উহাদের কার্য্য ভাল চলিতেছে না, অতএব উক্ত কার্য্য এবং তৌজি মেনুয়াল প্রচলনের

ভার আমার হস্তে দিবেন। উহা জেলার ম্যাজিষ্ট্রেটের হাতে ছিল। আলিপুরের ম্যাজিষ্ট্রেটকে ভাড়াটিয়া গাড়ীর ঘোড়ার মত খাটিতে হয়। তাঁহার 'তিলার্দ্ধ 'সময় নাই। কাযেই ফৌজদারির হেড কেরাণী বাবু সমস্ত মিউনিসিপ্যালিটিদের 'একমেবাদ্বিতীয়' কর্ত্তা। তিনি এ প্রভুত্ব সহজে ছাড়িবেন কেন? তিনি মিউনিসিপ্যালিটির ভার মাজিষ্ট্রেটের ত্যাগ করা সম্বন্ধে ঘোরতর প্রতিবাদ করিলেন। তিনি কলিনের প্রিয়পাত্রও ছিলেন। কাযেই উক্ত ভার আর আমার স্কন্ধে পড়িল না। পড়িল তৌজি, রোডসেস্ এবং বাঁধ (Embankment)। দেখিলাম আলিপুর দিল্লীকা লাড্ডু বিশেষ। কোথায় মনে করিয়াছিলাম বাঙ্গালার সর্ব্বপ্রধান জেলার এবং কলিকাতার উপনগর আলিপুরের কাছারি রাজপ্রাসাদ তুল্য হইবে, আর দেখিলাম কতকগুলি জঘন্য গুদাম। ভাড়াটিয়া গাড়ীওয়ালাদের কাছে উহা 'স্কুল কাছারি' বলিয়া পরিচিত। প্রত্নতত্ত্ববিৎ কালেক্টরের নাজির মহাশয়ের কাছে শুনিলাম যে ওয়ারেন হেষ্টিঙ্গের আমলে এইটি সিভিল মিলিটারি সার্ভিসের অপূর্ব্ব বাঙ্গালা শিখিবার জন্য স্কুল ছিল। তাই "স্কুল কাছারি" বলিয়া পরিচিত।' সব-ডিভিসন গৃহের গোছলখানার মত একটি আলো বাতাস বর্জ্জিত, সেঁতসেঁতে পুতিগন্ধযুক্ত ক্ষুদ্র কক্ষ আমার যুগপৎ এজলাস ও আফিস হইল। ডিপার্টমেণ্টগুলির অবস্থাও তাই। আমি যে আলিপুরের 'পিঁজারাপোল' নাম দিয়াছিলাম তাহা ঠিক হইয়াছিল। জৈনদিগের বৃদ্ধ অকর্ম্মণ্য গরুর গোশালার নাম 'পিঁজরাপোল'। আলিপুর বৃদ্ধ বাত-ব্যাধিগ্রস্ত সেলামপটু এবং তোষামোদ ব্যবসায়ী ডেপুটিগণের গোলক। আফিসগুলির বাহ্যিক ও আভ্যন্তরিক অবস্থা দেখিয়া বোধ হইল উহা প্রকৃতই গোশালা। আমলাগণ দু একজন ছাড়া প্রায়ই গোজাতীয়। তাঁহারা প্রায়ই ভূতপূর্ব্ব সেরেস্তাদার ও হেডকেরানি বাবুদের পাচক

কি শ্যালক সম্প্রদায়ভুক্ত জীবতত্ত্ব অধ্যয়নের উপযুক্ত পদার্থ বিশেষ। কিন্তু এ দিকে সর্ব্বপ্রধান জেলার কর্ম্মচারী বলিয়া তাঁহাদের আত্মাভিমান গগনস্পর্শী। আমি আলিপুর পৌঁছিয়াই দেখিলাম এই 'মান বা অভিমান তরঙ্গে' আলিপুর টলটলায়মান। প্রথম বঙ্কিমবাবুর কনিষ্ঠ ভ্রাতা পূর্ণ বাবুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলে তিনি আমার চেহারায় তাঁহার মত বার্দ্ধক্যের কোনও চিহ্ন নাই দেখিয়া একপ্রকার মূর্চ্ছাপ্রাপ্ত হইলেন। তাহার পর অত্যন্ত ম্লানমুখে যাহা বলিলেন বুঝিলাম আলিপুর আমলাপুর—আমলার রাজ্য। তিনি বলিলেন, আমার মত তেজস্বী লোক এখানে আসিয়া ভুল করিয়াছি। তাহার পর আমার কলেজ সহপাঠী পুলিস ম্যাজিষ্ট্রেটের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে গেলে তিনি আমাকে জড়াইয়া ধরিয়া তাঁহার খাস কামরায় লইয়া গিয়া এক দীর্ঘ উপন্যাস শুনাইলেন। নাজিরকে তিনি কি এক আদেশ দিয়াছিলেন, তাহাতে 'প্লিজ' কথা ছিল না। "সন্তুষ্ট হইয়া নাজির এ কার্য্য করিবেন" না লিখিয়া শুধু "নাজির এ কার্য্য করিবেন" লিখিয়াছিলেন। তাহাতে নাজিরের অভিমানে ঘোরতর আঘাত লাগিয়াছে। সে সেই হুকুমের নীচে তাহার অঙ্গদের সিংহাসন হইতে লিখিয়াছে—"আলিপুরের আমলারা এরূপ আদেশ প্রাপ্ত হইতে অভ্যস্ত নহে। আমি এই আদেশ গ্রহণ করিব না।" বন্ধুবর অবশ্য মুসলমান ও একজন ক্ষুদ্র নবাব। জাষ্টিস্ নরম্যান ও লর্ড মেওর সময় হইতে এ সকল পদ মুসলমানদের একচেটিয়া হইয়াছে। নাজিরের উক্ত উত্তরে তাঁহার মুণ্ডটা ঘুরিয়া গিয়াছে। আলিপুরের ডেপুটি মহল এই অকথ্য অবমাননায় স্তব্ধ। বন্ধু কালেক্টরের কাছে এই অপমানের জন্য নালিশ করিয়াছেন। এ দিকে আমলাগণ দলবদ্ধ হইয়া কালেক্টরের কাছে উপস্থিত। তাঁহাদের অগ্রণী সেই হেড কেরাণী। তাঁহারা বলেন আলিপুর বঙ্গের (premier) প্রধান ডিষ্ট্রীক্ট। তাহার আমলাগণ

বিশেষ সম্মানভাজন। ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট 'প্লিজ' না লেখাতে তাহাদের সম্মান একবারে কালীঘাটের কাটাগঙ্গায় ডুবিয়া গিয়াছে। কালেক্টর প্রথম লিখিলেন—"নাজিরকে সসপেণ্ড করা গেল।" প্রিয় হেড কেরাণী কাঁদা কাটা করিলে ঐ হুকুম কাটিয়া লিখিলেন—"নাজিরকে জরিমানা করা গেল।" প্রিয়বর তাহাতেও কাঁদিতে লাগিলে, এই হুকুমও কাটিয়া লিখিলেন—"নাজিরকে সতর্ক করিয়া দেওয়া হইল।" আলিপুরে আমলা মহলে একটা আনন্দের কাকতালি উঠিল। ডেপুটি মহল এই অপমানে কর্ণে অঙ্গুলি দিয়া বসিয়া আছেন। এ অসময়ে আমি এ রসময় আলিপুরে কার্য্য ভার গ্রহণ করিলাম। ইহারই জন্য পূর্ণচন্দ্র আমলারাজ্যের কথা বলিয়াছিলেন। বন্ধু পুলিস মাজিষ্ট্রেটের সঙ্গে দেখা করিতে গেলে তিনি আমাকে খাসকামরায় লইয়া "বিনাইয়া নানাছাঁদে" এই অপমানের পালা গাহিলেন। আমি তাঁহাকে ভর্ৎসনা করিয়া বলিলাম আলিপুরের পিঁজরাপোলে কি এমন শান্ত মস্তিষ্ক ডেপুটি কেহই ছিলেন না যে এ মানের শ্রাদ্ধটা এতদুর গড়াইল! এ ছাই কালেক্টরের কাছে রিপোর্ট না করিয়া শুধু হুকুমটার আগে একটা 'প্লিজ' লিখিয়া উহা নাজিরের কাছে আবার পাঠাইলে কি ক্ষতি ছিল? তাহাতে বরং নাজিরই অপ্রতিভ হইত। আমার সেই বিবরে সিংহাসনস্থ হইবামাত্র সেই হেড কেরাণি ও নাজির দুই জনেই আসিয়া উপস্থিত হইলেন, এবং নিতান্ত গৌরবের সহিত হেড কেরাণী আমাকে কালেক্টরের সেই ত্রিখণ্ড আদেশ হাসিতে হাসিতে দেখাইলেন, এবং অনুগ্রহ করিয়া বলিলেন—"দুটি দিন পূর্ব্বে আপনি আলিপুরে আসিলে এই ঢলাঢলিটা হইত না। আপনি আজ আসিয়াই যেরূপ আমাদের সঙ্গে ব্যবহার করিতেছেন, ইহা আপনার নামের উপযুক্ত। বিশেষতঃ আপনি আমাদিগকে দুকথা গালি দিলেও আমরা সহিতে

পারিব। কিন্তু আর সকল ডেপুটিরা কে? আমাদের অপেক্ষা কোন অংশে শ্রেষ্ঠ যে তাহাদের হাত নাড়া আমরা সহিব।"

ইহার দু চারিদিন পরে মৌলবি বন্ধু আবার আর এক 'মানভঙ্গের' তরঙ্গ তুলিলেন। তিনি এজলাসে বসিয়া কি এক মোকদ্দমা বিচারের সময়ে এক মোক্তারকে কি গালি দিয়াছিলেন। মোক্তারেরা দল বাঁধিয়া মাজিষ্ট্রেটের কাছে নালিশ উপস্থিত করিল। বন্ধু আমার কাছে আসিয়া সমস্ত বৃত্তান্ত বলিলেন। আমি বলিলাম যে আমি উহা এখনই থামাইয়া দিব। আমি মোক্তারদের প্রধান কয়েক জনকে ডাকিলাম, এবং বুঝাইয়া বলিলাম যে আমরা একস্থানে সকলেই কার্য্য করিতেছি। কোথায় পরস্পরকে সহিয়া সুখে থাকিব, না বরাবর এই মানের পালা অভিনয় করিব। ইহাতে মাহাত্ম্যই বা কি, সুখই বা কি? তাঁহারা বলিলেন —"আলিপুরে এক আসিয়াছিলেন বঙ্কিম বাবু, তাহার পর আসিয়াছেন আপনি। বঙ্কিম বাবু আপনার মত এরূপ কোমলমিষ্টভাষী ছিলেন না। তিনি বড় চিড়চিড়ে মেজাজের লোক ছিলেন। কথায় কথায় চটিয়া রূক্ষ কথা বলিতেন। কিন্তু কাছারি হইতে বাড়ী যাইবার পূর্ব্বে যাহাকে অপমান করিয়াছেন তাহাকে ডাকিয়া হাসিতে হাসিতে বলিতেন—'বাপু হে! বুড় মানুষ, সমস্ত দিন খাটি। এ অবস্থায় একটা দেবতারও মেজাজ ঠিক রাখা অসাধ্য। অতএব তোমাকে যাহা বলিয়াছি তাহা আর মনে করিও না।' আমরা সকলই ভুলিয়া যাইতাম। এরূপ ঘটনা কখনও হয় নাই।" আমি বলিলাম—"আমিও ত সময়ে সময়ে আপনাদের ভর্ৎসনা করি। কই আপনারা আমার নামেত কখনও এরূপ নালিশ করেন নাই।" তাঁহারা বলিলেন—"নালিশ করিব কি বরং আপনার ভর্ৎসনা ও ঠাট্টা শুনিবার জন্য, আপনি দেখিয়া থাকিবেন, আমরা অবসর সময়ে সকলে আপনার এজলাসে বসিয়া থাকি।" এক দিন একটি

ঘটনা ঘটিয়াছিল। আমি তখন আলিপুরে আসিয়াছি মাত্র। একটা ফৌজদারি মোকদ্দমার বিচার সময়ে এক মোক্তার বড়ই বিরক্ত করিতে লাগিল। আমি তাহাকে একটুক ব্যঙ্গ করাতে সে চটিয়া তাহার বোচ্‌কা বিড়ি বাঁধিয়া আমার এজলাস হইতে চলিয়া গেল। লোকটি কে, কিরূপ শ্রেণীর মোক্তার, আমার বেঞ্চক্লার্ককে জিজ্ঞাসা করিলে, সে এবং উপস্থিত অন্য মোক্তারেরা—তাঁহারা যেন তাহার ব্যবহারে বিরক্ত হইয়াছেন—বলিলেন—"তিনি একজন প্রথম শ্রেণীর মোক্তার! তবে বড় চিড়চিড়ে লোক। ধর্ম্মাবতার! আপনি কিছু মনে করিবেন না।" "অরসিকেষু রসস্য নিবেদনং মম শিরসি মা লিখ মা লিখ।"—বলিয়া আমি হাসিয়া উঠিলাম। বলিলাম—"ঠাট্টা বুঝিবার জন্য আলিপুরের মোক্তারদের অস্ত্র-চিকিৎসা আবশ্যক হইবে আমি মনে করি নাই।" আমি কায করিতে লাগিলাম। একজন মোক্তার উঠিয়া গেলেন, এবং মুহূর্ত্ত পরে সে মোক্তার তাঁহার সঙ্গে আসিয়া আমাকে করযোড়ে বলিলেন—"আমি বড় অন্যায় ব্যবহার করিয়াছি, আমাকে ক্ষমা করুন! আপনি যখন বিরক্ত হন দুটো গালি দিবেন, কিন্তু এরূপ মিষ্ট বিদ্রূপ করিবেন না। বড় গায়ে লাগে।" কোর্ট শুদ্ধ সকলে হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। আর একজন মোক্তার উঠিয়া বলিলেন—"না, ধর্ম্মাবতার! উনি অন্যায় বলিয়াছেন। আমরা বঙ্কিম বাবুর পর এরূপ বাকচাতুরি ও মিষ্ট বিদ্রূপ শুনি নাই। উহা আমাদের একটা বিশেষ আনন্দের কারণ হইয়াছে। আপনি ইঁহার কথায় আমাদের এ সুখ হইতে বঞ্চিত করিবেন না। আমরা এজন্য দলে দলে অবসর সময়ে আপনার এজলাসে আসিয়া বসিয়া থাকি।" বাস্তবিকই আমি আমার সমস্ত দাসত্ব জীবন বা ডেপুটি জীবন এজলাসে বসিয়া অভিনয় করিয়াছি মাত্র। ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করিয়া, এবং উহা শুনিয়া কোর্টের শুষ্ক কার্য্য বড় আমোদে কাটাইয়াছি। ইঁহারা যেরূপ বলিলেন

অন্য স্থানের মোক্তারেরাও সেরূপ বলিয়াছেন, এমন কি, শুনিয়াছি অনেক দর্শক ও শ্রোতা কেবল এরূপ ব্যঙ্গ বিদ্রূপ শুনিবার জন্য আমার কোর্টে আসিতেন। মোক্তারগণ আমাকে উপরের দৃষ্টান্ত স্মরণ করাইয়া দিয়া বলিলেন—"আপনার কোর্টে মোকদ্দমা চালান আমরা একটা গৌরব ও আনন্দের কার্য্য মনে করি। আপনি আমাদিগকে গালি দিলেও সহিব। কিন্তু ইঁহাদের কাছে সহিব কেন?" যাহা হউক আমি বলিলাম যে এরূপ গোলযোগ আমি আলিপুরে থাকিতে আর হইবে না। বন্ধুবর আমার শিক্ষামতে সেই দিনই কোর্টে সেই অপমানিত মোক্তারকে ডাকিয়া বলিলেন—"তুমি কি আমার কথায় অপমান মনে করিয়াছ? সারা দিন পুলিস কোর্টের খাটুনিতে মেজাজ ঠিক রাখিতে পারি না। কখনও কিছু বলিলে ইচ্ছা করিয়া বলি না। অতএব তুমি কিছু মনে করিও না।" তখন সমস্ত মোক্তার উঠিয়া বলিল—"ধর্ম্মাবতার! ইহার পর আমরা কখনও আপনার কোনও কথায় চটিব না।" তাঁহারা তখনই কালেক্টরের কাছে নালিশ প্রতিহার করিলেন, এবং তাহার পর বন্ধু, আমলা ও মোক্তারেরা আমার কোর্টে আসিয়া আমাকে অসংখ্য ধন্যবাদ দিলেন। সকলে বলিলেন যে আলিপুরে হাকিম ও আমলা মোক্তারদের মধ্যে যে বিদ্বেষ সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহা এতদিনে নিবিয়া গেল। বাস্তবিকই আমার দুই বৎসরকাল আলিপুরে অবস্থানকালে আর এরূপ উৎপাত হয় নাই। সকলে বড় আনন্দে ছিলাম।

এ সকল উপন্যাসের দ্বারা আলিপুরের আমলা মোক্তারের অভিমান বুঝিতে পারা যাইবে। কিন্তু আমলাদের মধ্যে পূর্ব্বেই বলিয়াছি যোগ্য লোক প্রায়ই ছিল না। আর ডেপুটি কালেক্টর মহাশয়েরা প্রায় সকলেই পিঁজরাপোলের উপযোগী। প্রায় সকলেই জীবনশূন্য মাংসপিণ্ড বিশেষ। কলিকাতার কোনও অজ্ঞাত গলিতে তাঁহাদের দৌলতখানা। তাঁহাদেরই

ন্যায় বাতগ্রস্ত ও আসন্ন-পেন্‌সন ঘোটক ও কায়া-ত্যাগশীল শকট তাঁহাদের সম্বল। প্রাতে সকালে সকালে দুর্ম্মূল্য শাক ভাত খাইয়া তাঁহারা আলিপুরের পাড়ী যোগাইতে আরম্ভ করেন। হটর হটর করিয়া তাঁহাদের রথ চলিতেছে এবং জ্যামিতির নানা রেখায় ও চক্রে মুণ্ডটি দোলাইতে দোলাইতে অর্দ্ধ-নিদ্রিত অবস্থায় ধর্ম্মাবতারগণ কাছারি যাইতেছেন। কদাচিৎ নক্ষত্রবেগে চালিত শ্বেতাঙ্গদিগের গাড়ীর গম্ভীর রবে ও বজ্রসম অশ্বপদাঘাত ধ্বনিতে নিদ্রাভঙ্গ হইলে চক্ষুরুন্মীলন করিয়া প্রভুরা এদিক সে দিক দেখিতেছেন। এ দৃশ্য দেখিয়া হাসিতে হাসিতে আমার পার্শ্বব্যথা উপস্থিত হইত। এরূপ ভাবে এক ঘণ্টা নিদ্রিত-মুণ্ড ও দেহ দোলাইয়া ধর্ম্মাবতারগণ আফিসে অবতীর্ণ হইতেন। তাহার পর ঘন ঘন তাম্রকুট ও টানাপাখার বাতাস সেবন করিয়া কাষ্ঠাসনে উপবিষ্ট অবস্থায় নাসিকাধ্বনি করিয়া নিদ্রা যাইতেন। কাহারও মস্তক বুকের উপর পড়িয়া আছে, কাহারও বা হাস্যকর ভঙ্গিতে কাষ্ঠাসনের শীর্ষভাগে পড়িয়া আছে। এক একবার কোনও আমলা আসিয়া সেই দিবানিদ্রা পদশব্দে ভঙ্গ করিতেছে, ও কাগজ দস্তখত মাত্র করাইয়া লইতেছে। কার্য্যভার তাহাদেরই উপর। এরূপ অবস্থায় 'প্রিমিয়ার' (প্রধান) জেলার কার্য্য চলিতেছে। অথচ আলিপুর লেঃ গবর্ণরের প্রাসাদ-ছায়ায় অবস্থিত। প্রদীপের তলেই অন্ধকার। কাষে কাযে কোনও ডিপার্টমেণ্টেরই কার্য্যের নিয়ম বা শৃঙ্খলা কিছুই নাই। আমলা মহাশয়ের বিদ্যা, বুদ্ধি ও ইচ্ছা মাত্রই কার্য্যপরিচালক। তাঁহাদেরও বেতনের পরিমাণ অনুসারে দিবসের কিয়দংশ নিদ্রার নিয়ম আছে। অথচ আমার এক বদ্‌ অভ্যাস যে আমি কোনও কার্য্যই একটা নিয়ম না করিয়া করিতে পারি না। সবডিভিসনে আমার পূর্ব্ববর্ত্তীরা প্রভাত হইতে রাত্রি দশটা পর্য্যন্ত খাটিয়া কায সামলাইতে পারেন নাই, আমি

কেমন করিয়া তিন চার ঘণ্টা মাত্র কায করিয়া তাহা সহজে শেষ করিতাম, তাহার নিগূঢ় তত্ত্ব অনেক ম্যাজিষ্ট্রেট আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। নিগূঢ় তত্ত্ব একটি এই যে আমি সকল কার্য্যের একটা নিয়ম করিয়া লইয়া থাকি। কিন্তু এখানে নিয়ম করিতে গেলে প্রথম রোডসেসের হেড কেরানি মহাশয় একটুক বিদ্রূপের হাসি হাসিয়া বলিলেন—"এ আলিপুর; অন্য জেলা নহে। আমি যে ভাবে কার্য্য করিতেছি তাহা বড় বড় হাকিমদের সময় হইতে চলিয়া আসিতেছে। তাঁহারা কেহ মূর্খ ছিলেন না।" অথচ তাঁহার বিদ্যাবুদ্ধি এরূপ যে দুই লাইন চিঠিও তিনি শুদ্ধরূপে মুসাবিধা করিতে পারেন না। উহা আগা গোড়া আমাকে কাটিতে হয়। তিনি লম্বা লম্বা বিচিত্র ভাষায় অনাবশ্যক নোট লিখিয়া তাঁহার বিদ্যা দেখাইতে চাহেন। আমি উহা পরিত্যক্ত কাগজের টুক্‌রিতে নিক্ষেপ করি। তিনি চটিয়া লাল। আমার মুখের উপর ব্যঙ্গ করিতে লাগিলেন, এবং আলিপুরের আমলাদিগকে তাঁহার এই অপমানের কথা বলিয়া আমাকে সকলের অপ্রিয় করিয়া তুলিতে লাগিলেন। যখন দেখিলাম যে তিনি কিছুতেই আমার আদেশ মতে কার্য্য করিবেন না, তখন আমি যে কার্য্য প্রণালী প্রচলিত করিতে চাহি তাহা লিখিয়া কালেক্টরের কাছে লিখিয়া পাঠাইলাম, এবং তিনি আমাকে ধন্যবাদ দিয়া উহা মঞ্জুর করিলেন। হেড কেরাণী মহাশয়ের সকল পাপ ক্ষালনের মন্ত্র ছিল 'Previous practice'—'পূর্ব্ব প্রচলিত নিয়ম।' কালেক্টর একেবারে তাহার আমূল রহিত করিয়াছেন, এবং তাহার উপর আমাকে ধন্যবাদ দিয়া আমার নূতন নিয়মাবলীই মঞ্জুর করিয়াছেন,—এ যে চূড়ামণি মহাশয়ের ভাষায়—"বেদের অকথ্য অবমাননা ও সর্ব্বনাশ!" কালেক্টরের হুকুমের নীচে আমি লিখিয়া দিয়াছি যে হেড কেরানি যদি এখনও এ নিয়মমতে কার্য্য না করেন, তবে আমি তাঁহার পদচ্যুতির জন্য

রিপোর্ট করিতে বাধ্য হইব। তখন তিনি বুঝিলেন যে এ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডটা আর বেশী দিন আলিপুরের রোডসেস্ আফিসের এ বিপ্লবে টিকিবে না। কিন্তু কি করিবেন, তিনি যুদ্ধ ভঙ্গ দিয়া নিদ্রা অবলম্বন করিলেন। এ দিকে নূতন নিয়মাবলী মতে কায কলে চলিতে লাগিল। আগে তাঁহাকে লইয়া আমার প্রায় দুই ঘণ্টা সময় নষ্ট করিতে হইত। এখন রোডসেস কার্য্যে আমার আধ ঘণ্টাও লাগে না।

এই পালা আমাকে বাঁধ বিভাগেও (Embankment Department) অভিনয় করিতে হইল। সেখানে দেখিলাম ওয়ারেন হেষ্টিংসের আমল হইতে বাঁধের মোকদ্দমা চলিয়া আসিতেছে। তাহার আগাগোড়া কিছুই নাই। আমলা মহাশয় হুকুম একটা লিখিয়া আনেন, এবং ডেপুটি মহাশয় দস্তখত করেন। যুগের পর যুগ এ নিয়ম চলিয়াছে। অথচ আমলা মহাশয়কে কোনও মোকদ্দমার ইতিহাস জিজ্ঞাসা করিলে তিনি কবুল জবাব দেন—তাঁহার হাতে এত কার্য্য যে তিনি ইহার কিছুই জানেন না। আন্দাজে হুকুম লিখিয়া আনেন মাত্র। এ কার্য্যটি যে কি কখন কোনও ডেপুটি কালেক্টর উল্টাইয়া দেখেন নাই। তিনিও দেখিবার সময় পান নাই। অথচ ইহার কিছু একটা নিয়ম করিতে চাহিলেই তিনি মহামন্ত্র 'প্রিভিয়স প্রেকটিস' উচ্চারণ করিয়া তাহার ঘোরতর প্রতিবন্ধকতা করেন। আমি প্রত্যেক মোকদ্দমার এক Precis (মন্তব্য) প্রস্তুত করিলাম; এবং এই বিভাগের কার্য্য সম্বন্ধেও একটা নূতন নিয়মাবলী লিখিয়া কালেক্টরের কাছে পাঠাইলাম। কালেক্টর এ বিভাগের এ অবস্থা দেখিয়া বিস্মিত হইলেন এবং তাঁহাকে উহা বিদিত করার জন্য আমাকে এবার অশেষ ধন্যবাদ দিয়া আমার নিয়মাবলী মঞ্জুর করিলেন। দেখিতে দেখিতে পুরাতন আবর্জ্জনা পরিষ্কার হইয়া এ কার্য্যও কলের মত চলিল।

তাহার পর "তৌজি মেনুয়েল"। সে এক উৎকট ব্যাপার। লেঃ গবর্ণর ইলিয়ট ও আমাদের কালেক্টর মিঃ কলিন তিন মাস যাবত তাঁহাদের মস্তিষ্ক বিলোড়ন করিয়া এই তৌজি মেনুয়েল প্রসব করিয়াছেন। তৌজি সম্বন্ধে আবহমান প্রচলিত প্রণালী উঠাইয়া দিয়া এক নূতন প্রণালী উদ্ভাবিত হইয়াছে। পূর্ব্বে রাজস্বের ও রোড সেসের স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র তৌজি ছিল। তাঁহারা প্রস্তাব করিয়াছেন উভয়ের এক তৌজি হইবে। তাহার উপর এত ডাল পালা ছড়াইয়াছেন যে 'তৌজি মেনুয়েল' রাজস্ব বিভাগে এক ক্ষুদ্র বিপ্লব উপস্থিত করিয়াছে। পরীক্ষাধীন এই সম্মিলিত তৌজি প্রণালী আলিপুর ও আরও দুই একটি স্থানে প্রচলিত করিবার আদেশ হইয়াছে। কলিন আমাকে এই ইতিহাস বলিয়া বলিলেন যে বড় কঠিন বলিয়াই এ কার্য্যের জন্য তিনি আমাকে নির্ব্বাচন করিয়াছেন। আমি প্রায় বিশ বৎসর যাবৎ কেবল সবডিভিসন আফিসারি করিয়াছি, অতএব কালেক্টরির কার্য্য এক প্রকার ভুলিয়া গিয়াছি। 'তৌজি মেনুয়েল' পাঠ করিতেই গলদ্ঘর্ম্ম হইলাম। কার্য্য আরম্ভ হইল। প্রত্যেক পদে ব্যাসকূট বাহির হইতে লাগিল। আলিপুরে তৌজিনবিস একজন কর্ম্মক্ষম ও বুদ্ধিজীবী লোক ছিলেন। প্রথম কাছারিতে প্রায় দুই ঘণ্টা প্রত্যহ আমরা দুই জনে মাথা ঘামাইয়া এ সকল কূটের একটা সিদ্ধান্ত করিতাম। কিন্তু জ্বালার উপর জ্বালা হইল—প্রত্যহ অন্য স্থানের কালেক্টর কমিশনার 'তৌজি মেনুয়েলের' এ স্থানের অর্থ কি, ঐ স্থানের 'রুল' মতে কিরূপে কার্য্য চলিবে, এ স্থানের সঙ্গে ঐ স্থান কিরূপে সঙ্গত ইত্যাদি প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। কারণ মিঃ কলিন তৌজি মেনুয়েলের যমজ প্রণেতা বা দ্বিতীয় মনু। তিনি এ সকল পত্র আমার কাছে পাঠাইতেন এবং লিখিতেন—"বাবু এন্ সি সেন! আপনি ইহার একটা উত্তর দিতে পারেন কি?" মেনুয়েলের মনু তিনি, উত্তর দিব আমি!

যাহা হউক আমি ও আমার তৌজিনবিস উপযুক্ত টীকাকার। আমরা এ সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে লাগিলাম। এক স্থানে একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছে। পাটনার কমিশনার উহা বুঝিতে পারেন নাই। দেখিলাম উহা কোনও মতে খাটে না। এবার আমরা উভয়ে লাচার হইয়া কবুল জবাব দিলাম—"হেবে না অবধড়!" কলিন আমাকে ডাকিয়া হাসিয়া বলিলেন—"সে কি, উহা খাটে না।" আমি বলিলাম—"না। বোধ হয় ছাপার কোনও ভুল হইয়া থাকিবে।" তিনি নিজে অনেক চেষ্টা করিলেন। শেষে বলিলেন যে এ দৃষ্টান্তটি সার চার্লস্ ইলিয়টের স্বকৃত। কিছুক্ষণ ভাবিয়া আমি আর একটি দৃষ্টান্ত প্রস্তুত করিয়া দিতে পারি কি না, জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি বলিলাম তাহা অনায়াসে পারি। তাহাই করিলাম,এবং তিনি পূর্ব্ব দৃষ্টান্তে ছাপার ভুল বলিয়া পাটনার কমিশনারকে উত্তর দিয়া নূতন দৃষ্টান্তটি পাঠাইয়া দিলেন, এবং উহা সর্ব্বত্র প্রচারের জন্য বোর্ডে পাঠাইলেন। ইলিয়ট চলিয়া গিয়াছেন। সার এলেকজেণ্ডার মেকেঞ্জি বঙ্গের বিধাতাপুরুষ হইয়া আসিয়াছেন। সকল ডেপুটিরা সেলাম দিতে ছুটিয়াছেন। লাট বেলাট দর্শনে আমি বড় অপটু, এবং তাহাতে আমার বড় অপ্রীতি। অথচ 'বেলভিডিয়ারের' ছায়াতলে থাকিয়া একমাত্র আমি 'প্রণামি' না দিলে উহা লক্ষ্যের বিষয় হইবে বলিয়া আমার বন্ধুগণ বলিতে লাগিলেন। অতএব আমি এক দিন 'বেলভিডিয়ার' মন্দিরে বঙ্গের রজতগিরিনিভ দেবাদিদেবকে দর্শন করিতে গেলাম। প্রথমতঃ আমাদের জন্য সিবিলিয়ান শাস্ত্রানুসারে যে বাঁধা আলাপ আছে, কত দিন চাকরি, আলিপুরে কতদিন, আর কোথায় চাকরি করিয়াছি তাহাই হইল। আমার ২৮ বৎসর চাকরি শুনিয়া বিস্মিত হইয়া বলিলেন—"আপনার বয়স কত? আমি মনে করিয়াছিলাম পঁয়ত্রিশ ছত্রিশ বৎসর।" আমি বলিলাম সাত আট বৎসর বয়সেত আর ডেপুটি কালেক্টর

হওয়ার সম্ভাবনা নাই। আমার অমৃত ভায়ার কলু অনারারি ম্যাজিষ্ট্রেট মধু বলিয়াছিল—"যেখানে যাই সেখানে জাতের খোঁটা। এখন হইতে মধুসূদন ব্রহ্মানন্দ হইব।" আমি মনে করিলাম আমিও এখন হইতে গোঁপে চুলে খড়ি মাখাইব। যেখানে সেখানে বয়সের খোঁটা! তার পর আমি তৌজি বিভাগের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী শুনিয়া তিনি বিস্ফারিত নয়নে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"নূতন তৌজি মেনুয়েল সম্বন্ধে আপনার মত কি?" আমি বলিলাম—"স্বয়ং সার চার্লস্ ইলিয়ট ও আমার কালেক্টর মিঃ কলিন যাহার প্রণেতা, আমি "অল্প বিষয়া মতি" কর্ম্মচারী তৎ সম্বন্ধে কি মত প্রকাশ করিতে পারি।" তিনি বলিলেন—"উহা লইয়া চারি দিকে হুলু স্থূলু পড়িয়া গিয়াছে। কেহ তাহার (head or tail) মাথা মুণ্ড ঠিক করিতে পারিতেছে না। আপনি উহার প্রচলন কার্য্য কিরূপ করিতেছেন?" আমি বলিলাম—"কই আমিত এ পর্য্যন্ত এমন খট্‌কা কিছু পাই নাই। বিশেষতঃ মিঃ কলিন আমার কালেক্টর।" তিনি হাসিয়া বলিলেন—"আপনি কিছু খট্‌কা পান নাই? 'তৌজি মেনুয়েল' সহজে, কার্য্যে পরিণত করিতে পারিতেছেন! তাহা হইলে আপনার একটা প্রতিমূর্ত্তি স্থাপিত হওয়া উচিত।" যাহা হউক তৌজি বিভ্রাটও ক্রমে কলের মত চলিতে লাগিল। কিন্তু যে সময়ের মধ্যে 'কিস্তওয়ার রিটার্ণ' দেওয়ার নির্দ্দেশ ছিল সেই সময়ে উহা দেওয়া অসাধ্য হইল। কলিন মহা চটিলেন। বলিলেন আমি দয়া করিয়া আমলাদের খাটাইতেছি না। গরিবের ছেলেরা একবার প্রাতে আসিয়া ৯টা পর্য্যন্ত খাটে, তাহার পর রাত্রি ১০টা পর্য্যন্ত। ইহার উপর আমি ব্রাহ্ম ভায়াদের মত একটা "২৪ ঘণ্টা ব্যাপী সঙ্গত" কিরূপে চালাইব? আমি কবুল জবাব দিলাম আমি তাহা পারিব না। কলিন একটুক শান্ত হইলেন। আগের কিস্তে কত রাজস্ব উশুল হইয়াছে তাহার ঠিক অঙ্ক কেহ দিতে পারিত না। দশ বিশ

টাকা বেশ্‌কম হইত এবং ইহার জন্য ইংরাজ টলিত না। এখনই ইলিয়টি খেয়ালে এক পয়সা বেশ কম হইতে পারে না। পাশাপাশি ঘরে অঙ্ক বসাইতে যদি ভুল ক্রমে রোডসেসের দু পয়সা রাজস্বের ঘরে, কি রাজস্বের দু আনা রোডসেসের ঘরে পড়িল, তবেই সর্ব্বনাশ। এই ভুল ধরিতে ১৫।২০ দিন যাবত সমস্ত চালান আবার তৌজির সঙ্গে মিলাইয়া এই বৃটিশ রাজ্যধ্বংসী ভুল বাহির করিতে হইবে। এই ভুলের জন্য 'রিটার্ণ' পাঠাইতে প্রত্যেক কিস্তে বিশ পঁচিশ দিন দেরী হইতে লাগিল। কলিন বড় চটিলে, আমি এক দিন তাঁহাকে বলিলাম যে এ রিটার্ণ দুই মাস কি দুই বৎসর পরে গেলেও বৃটিশ রাজ্যেরত কোন বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা দেখিতেছি না, এই সকল বৃহৎ ও মহামূল্য রিটার্ণ আমি জানি, কমিশনা-রের আফিসে গেলে কমিশনার দূরে থাকুক, পার্শনেল এসিষ্টেণ্টও একবার চোক বুলাইয়া দেখে না। এক জন ২০ টাকার কেরাণী তাহা পরীক্ষা করে এবং যে জেলার তৌজিনবিসের সঙ্গে তাহার সদ্ভাব নাই, তাহার "রিটার্ণের" উপর 'টির' মাথা কাটা যায় নাই, 'আইয়ের' উপর শূন্য পড়ে নাই, ঐ কলমের সঙ্গে ঐ কলমের এক পয়সা অমিল হইতেছে, ইত্যাদি গুরুতর তত্ত্বসম্বলিত এক রিজলিউসন লিখিয়া পার্শনেল এসিস্‌টেণ্টের ও কমিশনারের দস্তখত করিয়া উক্ত তৌজিনবিসের উপকারার্থ পাঠান। তাহাতে কি লেখা থাকে তাহাও কমিশনার কি তাঁহার এসিস্টেণ্ট অনেক সময়ে জানেন না। অতএব এই 'রিটার্ণ' দুইদিন পরে গেলে বৃটিশ সাম্রাজ্যের কি ক্ষতি? তিনি হাসিতে লাগিলেন। তার পর এক দিন দেখিলাম 'বোর্ড' লিখিয়াছেন সময়মতে কোনও জেলাই 'রিটার্ণ' দিতে পারিতেছে না। আমাদের 'রিটার্ণ' বরং সর্ব্বাগ্রে গিয়াছে। অতএব "রিটার্ণ" প্রেরণের সময় 'বোর্ড' দেড় মাস পিছাইয়া দিয়াছেন। কলিন আমাকে ডাকিয়া লইয়া হাসিতে হাসিতে চিঠি খানি আমার হাতে দিয়া

বলিলেন—"আরও দেড় মাস পরে রিটার্ণ গেলে বৃটিশ সাম্রাজ্য ধ্বংস হইবে না।"

ইহার পর ডায়মণ্ড হারবারের সব ডিভিসনাল আফিসার দশ দিনের ছুটী লইলে, তিনি আমাকে বলিলেন যে আলিপুরের ডেপুটিদের মধ্যে কাহারই সবডিভিসন সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা নাই। অতএব আমাকে যাইতে হইবে। আমি কলিকাতার কাষ্ঠ ইষ্টকের সৃষ্টিতে, এবং ধূম্র ধূলি পূতি-গন্ধপূর্ণ বাতাসে আধমরা হইয়াছিলাম। আমি আনন্দের সহিত এই পরিবর্ত্তন গ্রহণ করিলাম। ডায়মণ্ড হারবার প্রকৃতই স্থানমাহাত্ম্যে এক খণ্ড ডায়মণ্ড বা হীরক বিশেষ। হীরক বন্দর উহার উপযুক্ত নাম। আদৃষ্টি-সীমা-বিস্তৃতা ও তরঙ্গায়িতা ভাগিরথীর তীরে একখানি সুন্দর গৃহ সবডিভিসনাল আফিসারের আবাস। গৃহে প্রবেশ করিবা মাত্র সুরধনীর স্নিগ্ধ সলিলকণাবাহী সমীরণে শরীরে যেন অমৃত বর্ষণ করিল। ভাগি-রথীর অপর তীরস্থিত মেদিনীপুর জেলার বৃক্ষশ্রেণী আকাশপটে একটি মনোহর কানন চিত্রের মত শোভা পাইতেছে। স্মরণ হয় সেই স্থানে রূপনারায়ণ কি আর একটি বিস্তৃত নদ বা নদী ভাগিরথীর বিশালবক্ষে আত্মসমর্পণ করিয়াছে। কি সুন্দর দৃশ্য। দশটি দিন আমি অতৃপ্ত নয়নে আপ্রভাত-অর্দ্ধরজনী এই শোভা নয়ন ভরিয়া দেখিয়া এবং নদী তীরে বেড়াইতে বেড়াইতে বিশুদ্ধ বায়ু সেবন করিয়া নব জীবন লাভ করিলাম। গঙ্গা হইতে একটা ক্ষুদ্র খাল (Creek) উঠিয়াছে। তাহার উভয় তীরে ডায়মণ্ড হারবার। মুন্‌সেফের আফিস ও বাজার অন্যতীরে। পার হইবার জন্য খেয়াঘাট ও তাহার শ্রুতিপ্রসিদ্ধ তরী। তাহাতে উঠিলেই, "হরি! পার কর আমায়!" বলিয়া ত্রাহি ত্রাহি করিতে হয়। দুই চারি দিনে একবার উহা ডুবিয়া যায়। তার পর ভাগিরথীর জলবায়ুতে পাপ-ক্ষালন হইলেও তদ্দ্বারা ক্ষুধার ত নিবৃত্তি হয় না। অথচ ডায়মণ্ড হারবারে

উহাই একমাত্র আহার্য্য বা পানীয় বলিলেও চলে। . প্রত্যেক দিন সন্ধ্যার পর মৎস্য ও তরকারিতে পরিপূর্ণ একটা ট্রেণ কলিকাতায় রওনা হইয়া পাঁচটার সময়ে সেখান পৌঁছে। কিন্তু ডায়মণ্ড হারবারের মগরা হাটের হংসডিম্ব ও শুষ্ক মৎস্যই ভরসা। সাহেবদের তোষামাদী ও তস্য বংশধর কলিকাতাবাসী ডেপুটিরা ডায়মণ্ড হারবার একচেটিয়া করিয়াছেন। কলিকাতা অঞ্চলবাসীদের মিতব্যয়িতা প্রবাদ মধ্যে পরিগণিত। ইহারা সত্য-সত্যই বায়ুভক্ষণ করিয়া জীবন ধারণ করিতে পারে। কলিকাতার নিকট-বর্ত্তী স্থানে থাকাই ইহাদের এক মাত্র ধ্যান। স্থানটির উন্নতির ভাবনা ইহাদের মস্তিষ্কে কখনও প্রবেশ করে নাই। আমি সকলকে বলিতাম আমি স্থায়ী সবডিভিসনাল অফিসার হইলে দেখিতে দেখিতে খালের উপর সেতুনির্ম্মাণ করাইতাম, এবং রেলওয়ে ষ্টেসনের সম্মুখে একটি কনেষ্টবল মোতায়েন করিয়া আগে স্থানীয় বাজারের জন্য মাছ তরকারি রাখিয়া পরে বেপারিদের অবশিষ্ট কলিকাতায় লইতে দিতাম। ফলতঃ দশটি দিন বড়ই আহারের কষ্ট পাইয়াছিলাম। এ কারণে, এবং আমার দশ দিনের মাত্র কার্য্যে ও বিচারে স্থানীয় লোকেরা এত প্রীত হইলেন যে তাঁহারা দল বাঁধিয়া আসিয়া বলিলেন যে তাঁহারা আমাকে এখানে স্থায়ীরূপে রাখিবার জন্য আবেদন করিবেন। কেহ কেহ মিঃ কলিনের সঙ্গে ইতিমধ্যে দেখা করিতে গিয়া এরূপ প্রার্থনা জানাইয়া আসিয়াছেন। কিন্তু আমি তাহাতে সম্পূর্ণরূপে অসম্মত হইলাম। কারণ একে আমি বিশ বৎসর যাবৎ সবডিভিসনে সবডিভিসনে ঘুরিয়াছি, স্ত্রীপুত্র কলিকাতা ছাড়িতে নারাজ। তাহাতে স্থায়ী ডেপুটি বাবুও আমার একজন বন্ধু! যাহা হউক বড় আনন্দে দশ দিন কাটাইয়া ফিরিবার পর আবার কলিন আমাকে ডায়মণ্ড হারবারে প্রেরণ করিলেন। তাহার কারণ দুই জন স্থানীয় জমীদারের মধ্যে একটা জমী লইয়া ঘোরতর বিবাদ বহুদিবস

যাবৎ চলিতেছে এবং তাহা লইয়া ১৪৫ ও ১০৭ ধারা মতে দখলের ও শান্তি রক্ষার জন্য প্রায় ১৫০ মোকদ্দমা উপস্থিত হইয়াছে। সব-ডিভিসনাল অফিসার লিখিয়াছেন যে একজন সহকারী ডেপুটি না পাইলে তিনি কায চালাইতে পারিতেছেন না। কলিন আমাকে ডাকিয়া বলিলেন—"আমি রাণাঘাটে আপনার কৃতিত্ব দেখিয়া আসিয়াছি। এই উৎপাত নিবারণের জন্য কিছু দিনের জন্য আপনাকে আবার ডায়মণ্ড হারবার যাইতে হইতেছে। আমি এ সকল মোকদ্দমা উঠাইয়া আপনার ফাইলে দিয়াছি। আপনি কয়েক দিনের জন্য মগরাহাটে শিবির স্থাপন করিয়া এই বিবাদ মিটাইয়া, কিম্বা এ সকল মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করিয়া আসিবেন। আপনাকে অনুমান মাস তিনেক থাকিতে হইবে। অবশ্য আপনি যখন ইচ্ছা কলিকাতায় আসিতে পারিবেন।" আমি বড় চিন্তিত হইলাম। কোথায় সেই ম্যালেরিয়ার রাজ্যে গিয়া তিন মাস তাঁবুতে থাকিব! বর্ষাও আগত-প্রায়। যাহা হউক এ ভাবের আদেশের প্রতিবাদ করাও উচিত নহে, করিলেও কোনও ফল হইবে না। ওয়েষ্ট-মেকট আমার নাম শুনিয়াই ঘোরতর আপত্তি করিয়াছিলেন। কলিন জিদ করিয়া আমাকে এ কার্য্যে পাঠাইতেছেন। অতএব ওয়েষ্টমেকটকে আর একবার আমার হাত দেখাইতে কর কণ্ডূয়ন উপস্থিত হইল। আমি মগরাহাটে গেলাম। বৃহৎ হাট, কিন্তু তাঁবু ফেলিবার স্থানটুকু পর্য্যন্ত নাই। একস্থানে কোনও মতে উহা দাঁড় করাইলাম। সকলে বলিলেন—"কবি কি সুন্দর স্থান নির্ব্বাচন করিয়াছেন, এবং দুই এক দিনের মধ্যে স্থানটি স্বর্গতুল্য করিয়াছেন।" এমন কি ডেপুটি ও মুনসেফ বাবুরা পর্য্যন্ত একদিন ডায়মণ্ড হারবার হইতে এ উপন্যাস শুনিয়া বেড়াইতে আসিয়া আহার করিয়া গেলেন। আমি বিবাদটা বেশ তলাইয়া দেখিলাম। বুঝিলাম এই এক রাশি ছাই ভস্ম মোকদ্দমার

বিচার করিতে গেলে উহা আমার বাস্তবিকই তিন মাসের খোরাক। একবার বিরোধীয় স্থানটি খুব ভাল করিয়া দেখিলাম। তাহার পর আমার পুরাতন 'পার্লিয়ামেণ্টারি' হাত চালাইলাম। উভয় পক্ষকে ডাকাইয়া খুব সম্মান ও সমাদর দেখাইয়া যোগশাস্ত্র বুঝাইলাম। তাঁহারা উভয়ে বলিলেন—"আপনি বঙ্গ দেশের গৌরব। আপনি যেরূপ মীমাংসা করিয়া দিবেন, আমরা মানিয়া লইব।" আমি মনে করিলাম যদি এ বিগ্রহ মিটাইতে পারি তবে যথার্থই "বঙ্গদেশের গৌরব" হইব। একটুক চিন্তা করিয়া আমি এমন কৌশল করিলাম যে উভয়ে আনন্দের সহিত আমার নিষ্পত্তি গ্রহণ করিলেন। তখনই উভয়ের দরখাস্ত লইয়া সমস্ত মোকদ্দমা খারিজ করিয়া কলিন বাহাদুরকে তখনই ট্রেনে একজন পেয়াদা পাঠাইয়া লিখিলাম যে তিন মাসের কার্য্য আমি তিন দিনে নিষ্পন্ন করিয়াছি। তিনি আমাকে লম্বা চৌড়া ধন্যবাদ প্রেরণ করিয়া লিখিলেন যে, যে পর্য্যন্ত আমার নিষ্পত্তি মতে প্রজার সঙ্গে পাট্টা কবুলিয়ৎ উভয় পক্ষের লেখা পড়া হইয়া রেজিষ্টারী না হয়, সে পর্য্যন্ত আমাকে মগরায় থাকিয়া এই বিবাদের অঙ্কুর পর্য্যন্ত নিঃশেষ করিতে হইবে। আমিও তাই চাহি। কোনও কায নাই। প্রত্যহ দশটার ট্রেনে কলিকাতা হইতে আসিতাম, আবার চারটার ট্রেনে ফিরিয়া যাইতাম। সমস্ত দিন তাঁবুর খোলা বাতাসে বসিয়া সংবাদ পত্রের প্রবন্ধাদি লিখিতাম ও গল্প করিতাম। তিন দিনে আমি বহুবৎসরব্যাপী এই জটিল বিবাদ মিটাইয়াছি শুনিয়া আমার সবডিভিসনাল অফিসার বন্ধু পর্য্যন্ত বিস্মিত। তিনিও আমাকে বহু ধন্যবাদ দিয়া লিখিলেন—"সার্ব্বিসে' আমার এত বড় নাম কেন তিনি এত দিনে বুঝিলেন। তাঁহারা আমার শিষ্যের উপযুক্ত।" যাহা হইক আমি আরও সপ্তাহ কাল মগরা হাটের বায়ু ভক্ষণ করিয়া, এবং পাট্টা কবুলিয়ৎ লেখা ও রেজিষ্টারি

শেষ করিয়া আলিপুরে ফিরিলাম। এ সকল কারণেই কলিন স্বয়ং কটন সাহেবের কাছে গিয়া ওয়েষ্টমেকটের গ্রাস হইতে আমার "প্রোমোশন" উদ্ধার করিয়াছিলেন ।

কেরোসিনের আগুন।

আমি রাণাঘাট ছাড়িয়া কলিকাতায় আসিলাম। কিন্তু সে কেরোসিনের আগুণ নিবিল না। আমার স্থানে যে 'কালা সিবিলিয়ান' গিয়াছিলেন, তিনি একজন বাঙ্গালি ধুতি-চাদর-পরা ডেপুটির কাপুরুষতা অবলম্বন করিবেন কেন? তিনি গরুড় সাজিলেন, এবং ম্যাজিষ্ট্রেট-মিশনরি বিগ্রহ তাঁহার স্কন্ধে আরোহণ করিলেন। শুনিলাম তিনি ও তাঁহার সহধর্ম্মিণী উভয়ে এই মহাবিগ্রহের মন্দিরে যাতায়াত ও তাঁহার চরণে তৈল মর্দ্দন করিতেছেন। তাহার ফলে তৎক্ষণাৎ সেই কেরোসিন ডিপোর স্বত্বাধিকারীর নামে উহা বন্ধ করিবার জন্য ফৌজদারির কার্য্যবিধির ১৪৪ ধারা মতে নোটিস জারি হইল। 'ভারুদত্ত' বগল বাদ্য করিয়া রাণাঘাটে নৃত্য করিতে লাগিল। এ দিকে সেই 'ডিপোর' স্বত্বাধিকারী কেরোসিন-ব্যবসায়ী গ্রেহেম কোম্পানির কর্ম্মচারী ছিলেন বলিয়া তাঁহারা তাঁহার পৃষ্ঠপোষকতা করিয়া হাইকোর্টে ঐ নোটিসের বিরুদ্ধে মোসন উপস্থিত করিলেন। হাইকোর্ট হইতে নোটিস 'রুল' জারি হইল। কেরোসিনের আগুন কলিকাতার সংবাদ পত্রে দাউ দাউ করিয়া জ্বলিতে লাগিল। বিগ্রহ, তস্য বাহন, ও নদীয়ার ম্যাজিষ্ট্রেট—জগন্নাথ, সুভদ্রা এবং বলভদ্র—কালা পাহাড়ের এ আগুনে দগ্ধ হইতে লাগিলেন। কালা পাহাড়ও বুঝি এমন কেরোসিনের আগুন জ্বালাইতে পরিয়াছিল না। অমৃত পদার্থটি অর্থাৎ সিভিল সার্ভিসের 'প্রেষ্টিজ' (প্রভুত্ব) এ অগ্নি হইতে রক্ষা করিবার জন্য কমিশনার অষ্টমেকট ছুটিলেন। সকলে চূর্ণীতে ঝাঁপ দিলেন। রাণাঘাটে একটি মহতী কিষ্কিন্ধ্যা সভা বসিল। চারিটি মস্তক বহু কণ্ডূয়নের পর 'রুলের' কৈফিয়ত লেখা হইল। কিন্তু বাইবলে ত রুলের কৈফিয়ত নাই। তদ্ভিন্ন বাইবল বলে "ঈশ্বরের নামে

শপথ করিও না।" কিন্তু খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী ইংরাজ রাজ্যের ধর্ম্মাধিকরণে ঈশ্বরের নামে শপথ করিয়া সাক্ষ্য না দিলে কোন কথাই প্রমাণ বলিয়া গৃহীত হয় না। খৃষ্টধর্ম্ম ধ্বংসই খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বীদের ধর্ম্মাধিকরণের মূলমন্ত্র! নথিতে কোনও প্রমাণ দূরে থাকুক, কোনও পুলিস রিপোর্ট কি নালিশ পর্য্যন্ত নাই যে এই 'ডিপোটা' সাধারণের পক্ষে আশঙ্কাজনক। কি সর্ব্বনাশ! অতএব বাইবল এই কেরোসিণের আগুণে পোড়াইয়া 'অষ্টমেকট' স্বয়ং সাক্ষী সাজিয়া এবং শপথ করিয়া হাইকোর্টের রেজিষ্ট্রারের কাছে গোপনে এক 'এফিডেভিট' বা সাক্ষ্যপত্র এই মর্ম্মে দাখিল করিলেন যে কেরোসিন ডিপোটি রাণাঘাটবাসীর পক্ষে একটা ঘোরতর আশঙ্কাজনক পদার্থ। ক্রুলের শুনিবার দিন এই মহামূল্য দলিল খানি খ্যাতনামা জষ্টিস চন্দ্রমাধব ঘোষ দেখিলেন। রাণাঘাটের ত্রিমূর্ত্তির অদৃষ্ট মন্দ যে এ মোকদ্দমা তাঁহার সমক্ষে উপস্থিত হইল। তিনি একে কৃষ্ণাঙ্গ, তাহাতে স্বাধীনচেতা, বিচার-ক্ষেত্রে দৃঢ় অটল। খৃষ্টধর্ম্মেত 'বাপতাইজ' হনই নাই, সিবিল সার্ভিসের 'প্রেস্‌টিজ'-রক্ষা ধর্ম্মেও তাঁহাকে 'বাপতাইজ' করা অসম্ভব। নথিতে এই 'এফিডেভিট' কোথা হইতে আসিল জিজ্ঞাসা করিলে গবর্ণমেণ্টের পক্ষে 'ডেপুটি লিগাল রিমেম্‌ব্রেন্‌সার' বলিলেন তিনি তাহার কোন খবরই রাখেন না। তিনি উহা খৃষ্টধর্ম্মের একটা 'মিরাকেল' বা অলৌকিক কার্য্য বলিলেও 'হিদেন' চন্দ্রমাধব বিশ্বাস করিতেন না। তখন রেজিষ্ট্রারকে ডাক পড়িল। তিনি কম্পিত কলেবরে কোর্টের সমক্ষে উপস্থিত হইয়া কবুল জবাব দিলেন। "জগদম্বা! আপনি বাঁচ্‌লে বাপের নাম।" তিনি বলিলেন যে অষ্টমেকট উহা গোপনে দাখিল করিয়া নথিভুক্ত করিয়া রাখিতে তাঁহাকে অনুরোধ করিয়াছিলেন। অষ্টমেকট একজন ডিভিসনাল কমিশনার, সিবিল সার্ভিসের পুরাতন কর্ম্মচারী, রেজিষ্ট্রার যুবক।

কাষেই তিনি উহা বৈধকার্য্য বলিয়া কমিশনারের এ গুপ্ত পাপের প্রতিবন্ধকতা করেন নাই। তখন কেরোসিনের আগুণ গিয়া 'অষ্টমেকটের' ঘাড়ে পড়িল। তাঁহার নামে এ অবৈধ কার্য্যের কৈফিয়ত দিবার জন্য 'রুল' জারি হইল। হাইকোর্টে ও কলিকাতার সংবাদ পত্রে একটা হাসির তুফান ছুটিল! নিরূপিত দিবসে চক্ষুদানের পাঠার মত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্রাকৃতি অষ্টমেকট দৃষ্টিহীন চক্ষে ডবল চষমা চড়াইয়া কাঁপিতে কাঁপিতে কোর্টে উপস্থিত হইয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন—"দোহাই তোমাদের, বাবা! ঘাঁট হয়েছে। আর এমন করবো না।" জষ্টিস চন্দ্রমাধবের এজলাস কৃষ্ণগাউনধারী বেরিষ্টার এবং শকট-চক্র-শীর্ষ উকিল ও বহুপরিচ্ছদ-সজ্জিত দর্শকে পূর্ণ হইয়াছিল। চারি দিকে বিদ্রুপাত্মক চাপা হাসি। আর বিদ্রুপের পাত্র কে, স্বয়ং অষ্টমেকট, যাহার নামে ডেপুটি ও কেরাণিদের বক্ষ শুষ্ক হইয়া যায়, এবং পৃথিবীটিও যাঁহার অভিমান ও 'বদ মেজাজের' ভারবহনে অক্ষম! তাঁহার ফাঁসি হইলেও, বোধ হয়, এরূপ কষ্ট তাঁহার হইত না। হাইকোর্ট কাটা ঘায়ে নুণের ছিটা দিলেন। তাঁহার মহামূল্য 'এফিডেভিট' অবিশ্বাস করিয়া এবং প্রভুর চেলা রাণাঘাটের ও নদীয়ার ম্যাজিষ্ট্রেটের বিচারে সন্দিহান হইয়া কেরোসিন ডিপোর মোকদ্দমার বিচারভার হুগলির ম্যাজিষ্ট্রেটের হস্তে অর্পণ করিলেন। অষ্টমেকট মুমূর্ষু অবস্থায় হাইকোর্ট হইতে কোনওরূপে ডবল চষমার সাহায্যে নামিয়া রাণাঘাট ছুটিলেন। কিন্তু 'বাইবলে' চন্দ্রমাধব-বধের কোনও বিধান পাওয়া গেল না। হুগলির ম্যাজিষ্ট্রেট গিক সাহেবকে বশীকরণের কোনও মন্ত্রও 'বাইবলে' নাই। সকল চেষ্টা নিষ্ফল হইল। মিঃ গিক নিজে সিবিলিয়ান হইয়াও সিবিল সার্ভিসের মাহাত্ম্য, এবং খৃষ্টধর্ম্মের এ অধ্যায় কিছুতেই হৃদয়ঙ্গম করিলেন না। তিনি রাণাঘাটে আসিয়া কেরোসিন 'ডিপো' দেখিয়াই রাণাঘাটের কালা

সিবিলিয়ান সবডিভিসনাল অফিসারের এই ঐতিহাসিক নোটিশ রহিত করিয়া দিলেন। তিনি সিদ্ধান্ত করিলেন যে 'ডিপো' রাণাঘাটবাসীর কোনওরূপ আশঙ্কার কারণ হইতে পারে না। কি ভয়ানক কথা! একজন ম্যাজিষ্ট্রেট-মিশনারির জিদ, শ্বেতাঙ্গ কৃষ্ণাঙ্গ দুই ম্যাজিষ্ট্রেটের আফিসিয়াল পৃষ্ঠপোষকতা ও একজন কমিশনারের শপথোক্তি সকলই মিথ্যা হইল! আশ্চর্য্য যে বঙ্গদেশটা তখনই বঙ্গোপসাগরের অতলে ডুবিয়া গেল না।

কেরোসিনের আগুন এরূপে রাণাঘাটে নিবিল, কিন্তু তাহার সহিত প্রভুদের মনের আগুন দ্বিগুণ জ্বলিয়া উঠিল এবং সেই কেরোসিনের আগুন আমার কপালে আসিয়া পড়িল। রাণাঘাটের কালা সিবিলিয়ান শুনিলাম তাঁহার বাহক ত্রিমূর্ত্তিকে বুঝাইয়া দিয়াছেন যে তাঁহাদের এ অকথ্য পরাভব ও অপমানের মূল কারণ আমি। আমি বড় ক্ষমতাশালী লোক, সংবাদপত্রে যে কেরোসিনের আগুন জ্বলিয়াছিল উহা আমারই কার্য্য, ঐ সকল প্রবন্ধ আমারই লেখা, হাইকোর্টে মোকদ্দমা আমি চালাইয়াছি, জাষ্টিস চন্দ্রমাধব ঘোষ আমার মত পূর্ব্ব বঙ্গবাসী ও আমার বন্ধু। তখন—

"কোতোয়াল, যেন কাল, খাড়া ঢাল, ঝাকে।
ধরি বাণ, খরসান, হান্ হান্, ডাকে।"

তিন মহারথীই বিশেষতঃ অষ্টমেকট তখন আমাকে নিপাত করিতে ছুটিলেন। এক দিন প্রাতে চিফ সেক্রেটারি কটন সাহেবের সঙ্গে দেখা করিতে গিয়াছি, তিনি ম্লান ও গম্ভীর মুখে বলিলেন—"নবীন! ওয়েষ্ট-মেকট তোমার বিরুদ্ধে অত্যন্ত মন্দ মন্তব্য লিখিয়াছে। তোমার বড় বিপদের কথা!" আমি অবাক হইয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম। আমি বলিলাম আমি কি গুরুতর অপরাধ করিয়াছি যে তিনি আমার প্রতিকূলে এরূপ মন্তব্য লিখিয়াছেন। কটন তখন আমাকে একটা বাক্স দেখাইয়া উহা হইতে উপরের 'ফাইল'টা বাহির করিয়া লইতে

বলিলেন। আমি উহা উঠাইয়া দিলে তিনি প্রেসিডেন্সি বিভাগের সাল-তামামির ষ্টেটমেণ্ট খুলিয়া আমাকে দেখাইলেন। ওয়েষ্টমেকট আমার প্রতি এক ত্রিশূল ত্যাগ করিয়াছেন। তাহাতে লিখিয়াছেন আমি (১) কার্য্য হইতে পাশ কাটাইয়াছি, (২) শিবিরে ফৌজদারি মোকদ্দমা মোটেও লই নাই, এবং (৩) সাক্ষীদিগকে বহু দিন জবানবন্দি না করিয়া ঘুরাইয়াছি। শেষে চুম্বক পাথরের মত ইহার উপর চুম্বক বসাইয়াছেন—Bad(মন্দ)। আমি বলিলাম প্রথম ও তৃতীয় কথা একেবারে মিথ্যা। যদি কটন সাহেব একবার রাণাঘাট পরিদর্শন করিতে যান, কিম্বা একটা ষ্টেটমেণ্ট তলব করেন, তিনি দেখিবেন যে আমি রাণাঘাট ত্যাগ করিবার সময়ে কোন কার্য্যই বাকী রাখিয়া আসি নাই। ফাইলে সামান্য কয়েকটি মোকদ্দমা ছিল মাত্র। আর সাক্ষীকে আমি প্রায়ই প্রথম দিনই বিদায় দিয়াছি। তবে শিবিরে মোকদ্দমা লই নাই তাহা সত্য। কারণ শিবিরে মোকদ্দমা লইলে অর্থী প্রত্যর্থী ও সাক্ষীদের এবং আমলা মোক্তারদের অত্যন্ত কষ্ট হয়। আমার আন্দোলনের ফলে এ কারণে সার ষ্টুয়ার্ট বেলি আদেশ প্রচার করিয়াছিলেন যে সবডিভিসনের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারীরা সপ্তাহের অর্দ্ধেক সময়ে শিবিরে থাকিয়া মফঃস্বলের কার্য্য করিবে, এবং অপর অর্দ্ধেক সময়ে যথাসাধ্য মহকুমায় থাকিয়া ফৌজদারী কার্য্য করিবে। যে যত অল্প মোকদ্দমা শিবিরে লইবে, তাহার ততই কার্য্যকারিতা স্বীকৃত হইবে। আমার জ্ঞাতসারে কোনও সবডিভিসনাল অফিসার এ আদেশ প্রতিপালন করিতে পারেন নাই। অথচ কেবল রাণাঘাটে নহে, ফেণীতেও নয় বৎসর কাল আমি এ আদেশ প্রতিপালন করিয়াছি। অতএব কোথায় এ কার্য্য-দক্ষতার জন্য আমি পুরস্কৃত হইব, না আমি অপরাধী হইলাম। কটন বলিলেন—কেবল ইহা নহে। মহাপ্রভু স্বয়ং লেঃ গবর্ণরের কাছে আমার প্রতিকূলে যথাসাধ্য বলিয়া

তাঁহার মন আমার প্রতি এরূপ বিষাক্ত করিয়াছেন যে কটন সাহেব আশঙ্কা করেন যে এবার আমার 'প্রোমোশন' মারা যাইবে। আমি বলিলাম আমি ওয়েষ্টমেকটের এ মন্তব্যের প্রতিবাদ গবর্ণমেণ্টে উপস্থিত করিতে পারি কি? তিনি বলিলেন এ মন্তব্য যে নিতান্ত গোপনীয় (most confidential) তাহা আমি জানি। তিনি আমাকে অনুগ্রহ করেন বলিয়া উহা আমাকে দেখাইয়াছেন। অতএব আমি উহার প্রতিবাদ করিব কি প্রকারে? আমি বলিলাম তবে কি তিনি আমাকে চিরদিন অনুগ্রহ করিয়া, এবং আমার কার্য্যের বিষয় সম্পূর্ণ জানিয়া শুনিয়া আমাকে এরূপে অবিচারে মারা যাইতে দিবেন। তিনি বলিলেন তিনি যতদূর পারেন আমাকে বাঁচাইতে চেষ্টা করিবেন, কিন্তু মিশনারি প্রভু সার চাল্‌র্স ইলিয়টের মন আমার প্রতি যেরূপ বিষাক্ত করিয়াছেন, তিনি কৃতকার্য্য হইবেন বড় আশা নাই। ফলে তাহাই হইল। ওয়েষ্টমেকটের মন্তব্যের কটন ঘোরতর প্রতিবাদ করিয়া লিখিলেন যে তিনি নিজেই আমাকে বহুদিন হইতে প্রভিন্‌সিয়াল শাসন বিভাগে একজন নিতান্ত দক্ষ কর্ম্মচারী বলিয়া জানেন। এমন কি এরূপ যোগ্য কর্ম্মচারী, এবং সবডিভিসন শাসনে এরূপ সিদ্ধহস্ত লোক সার্ভিসে অতি অল্প আছে বলিলেও হয়। তবে আমার দোষ আমি বড় স্বাধীনচেতা। আমি উপরিস্থের মন যোগাইয়া কার্য্য করিতে জানি না। এজন্য সময়ে সময়ে উপরিস্থ কর্ম্মচারীর এরূপ বিরাগভাজন হইয়া থাকি। কিন্তু তজ্জন্য আমার প্রোমোশন বন্ধ করা উচিত হইবে না। "চোরা নাহি শুনে ধর্ম্মের কাহিনী।" ইলিয়ট তাহা শুনিবার লোক নহেন, শুনিলেনও না। আমাকে ডিঙ্গাইয়া আমার নীচের দুজনকে প্রোমোশন দিলেন। তাঁহাদের একজন আলিপুরেই ছিলেন। তিনি নিজে বিস্মিত হইয়া আমাকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন।

আমার সৌভাগ্যবশতঃ ওয়েষ্টমেকট আমেরিকার 'রেটেল' সর্প (rattle snake) বিশেষ। ভয়ানক বিষাক্ত বলিয়া রেটেল সর্প হইতে জীবদিগকে রক্ষা করিবার জন্য ঈশ্বর তাহার গতিতে ঝুনঝুনির মত একরূপ শব্দ দিয়াছেন, যে সেই জন্যই তাহার নাম 'রেটেল সর্প'। 'রেটেল' অর্থ শিশুদের ঝুনঝুনি। তদ্রূপ ওয়েষ্টমেকটকেও ঈশ্বর বিষের অধিকারী করিয়াও জীবদিগকে রক্ষা করিবার জন্য সেই বিষ প্রয়োগের উপযুক্ত শক্তি তাহাকে দেন নাই। তাহার দংশনের দোষেই অনেকে তাহার দন্ত হইতে রক্ষা পাইয়াছে। সে কেবল 'অত্যন্ত গোপনীয়' সালতামামির ষ্টেটমেণ্টে এরূপ মন্তব্য লিখিয়া চুপ করিয়া থাকিলে আমার আর রক্ষার উপায় ছিল না। কিন্তু সে তাহাতে ক্ষান্ত না হইয়া ঐরূপ মন্তব্য তাহার সালতামামিতেও লিখিয়াছে, এবং বেঙ্গল আফিসের কোনও কেরানি জ্ঞাত কি অজ্ঞাতসারে গবর্ণমেণ্টের বার্ষিক মন্তব্য মধ্যে উক্ত ত্রিশূল উদ্ধৃত করিয়া কলিকাতা গেজেটে ছাপিয়া দিয়াছে। আমি তখন ছুটিয়া কটন সাহেবের কাছে গিয়া বলিলাম যে এখনত আর ওয়েষ্টমেকটের মন্তব্য 'অত্যন্ত গোপনীয়' মূল্যবান রাজকীয় দলিল (State document) নহে। তাঁহার হাঁড়ি এখন হাটের মাঝে ভাঙ্গিয়াছে। অতএব কটন অনুমতি দিলে আমি এখন প্রতিবাদ করিয়া তাঁহার ত্রিশূল বায়বাস্ত্রে উড়াইয়া দিতে পারি। কটন উক্ত মন্তব্য 'কলিকাতা গেজেটে' প্রকাশিত হইয়াছে শুনিয়া বিস্মিত হইলেন। গেজেট দেখিয়া বলিলেন উহা বেঙ্গল আফিসের ভুলেই ছাপা হইয়াছে। "যাহা হউক যখন ছাপা হইয়াছে"—তিনি ঈষদ হাসি হাসিয়া বলিলেন—"তখন তুমি ইহার প্রতিবাদ করিতে পার, কিন্তু উহাতে আগুণ ঢালিও না, খুব সংযত ভাষায় প্রতিবাদ করিও।" তাঁহার হাসিতে বোধ হইল যে ইলিয়ট তাঁহার এরূপ তীব্র মন্তব্যের সম্মান

না করিয়া আমার প্রোমোশন রহিত করিয়াছিলেন বলিয়া তিনি অন্তরে আঘাত পাইয়াছিলেন, এবং এ মন্তব্য ছাপা সম্বন্ধে তিনি নিতান্ত অনভিজ্ঞ নাও থাকিতে পারেন। বোধ হয় ওয়েষ্টমেকট ও ইলিয়টকে অপ্রতিভ করিবার জন্য তিনি উহা ছাপা সম্বন্ধে দ্বিরুক্তি করেন নাই। আমি বলিলাম প্রতিবাদ লিখিয়া তাঁহাকে দেখাইব। তিনি বলিলেন প্রয়োজন নাই। আমি ইচ্ছা করিলে যে সংযত ভাষায় বিচক্ষণ প্রতিবাদ লিখিতে পারি তাহা তিনি জানেন। তবে আমার প্রকৃতিতে অগ্নির আধিক্য বলিয়া তিনি সাবধান করিয়া দিলেন মাত্র।

আমি তখন রাণাঘাট হইতে অঙ্ক আনাইয়া দেখাইলাম যে ওয়েষ্টমেকটের প্রথম ও তৃতীয় অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যা, এবং দ্বিতীয় অভিযোগ সম্বন্ধে লিখিলাম যে সবডিভিসনাল অফিসারদের মধ্যে একা আমিই সম্পূর্ণরূপে সার ষ্টুয়ার্ট বেলির আদেশ পালন করিতে পারিয়াছি। অতএব এ কার্যাকারিতার জন্য দণ্ডিত না হইয়া আমি পুরস্কৃত হইবার যোগ্য। প্রতিবাদ ছাপিয়া কটন সাহেবের হাতে দিলে তিনি উহা পড়িয়া সন্তুষ্ট হইলেন, এবং রাখিলেন। তাঁহার ভাবে বোধ হইল তিনি বুঝিলেন এবার ইলিয়ট, ওয়েষ্টমেকট ও খঞ্জপাদ মিশনারি প্রভুকে চিনিবেন। ইলিয়ট একগুঁয়ে হইলেও ওয়েষ্টমেকটের মত সত্যের অপলাপ করিয়া লোকের অনিষ্ট করিতে আনন্দ অনুভব করিতেন না। আবার তিন মাস পরে প্রোমোশনের সময় আসিয়াছে। আলিপুরের কালেক্টর মিঃ কলিন (Collin) তিন মাসের জন্য নদীয়ার কালেক্টর হইয়া গিয়াছিলেন, এবং সেই সময়ে আমার রাণাঘাটের কার্য্যকলাপ দেখিয়া আমার প্রতি তাঁহার সুনজর পড়িয়াছিল। তিনি মিশনারি প্রভুর আমার প্রতি খৃষ্টধর্ম্ম কথাও জানিতেন। সেইজন্য আলিপুরে মিঃ কলিনের কৃত "তৌজি মেনুয়েল" পরিচালনের ভার আমার উপর দিয়াছিলেন। উহাতে

সমস্ত দেশ তোলপাড় হইতেছিল। স্বয়ং সার চার্লস্ ইলিয়ট ও তিনি এই 'তৌজি মেমুয়েল' প্রণেতা। ইহার কথা পরে লিখিব। এ কার্য্য উপলক্ষেও তিনি আমার প্রতি বড় অনুকূল হইয়াছিলেন। আমি তাঁহাকে এ সময়ে এক দিন কথায় কথায় এই 'কেরোসিন ডিপোর' উপাখ্যান এবং আমার পোড়া কপালে যে পোড়া কেরোসিনের আগুন তখনও জ্বলিতেছিল তাহা বলিয়া আমার প্রোমোশনের জন্য দুটি কথা মিঃ কটনকে বলিতে বলিলাম। তিনি উপাখ্যান শুনিয়া বিস্মিত হইলেন। বোধ হইল তিনিও ওয়েষ্টমেকটের প্রতি বড় সন্তুষ্ট ছিলেন না। শুনিয়াছি এই হতভাগ্যের আপন পরিবারবর্গও নহে। তিনি বলিলেন তিনি সেই রাত্রিতে কটনের বাড়ী আহার করিবেন, এবং সে সময়ে আমার কথা বলিবেন। সেই রাত্রি প্রায় এগারটার সময়ে তিনি আলিপুর হইতে আর্দ্দালির দ্বারা এক পত্র পাঠাইয়াছেন। আগ্রহের সহিত খুলিলাম। তিনি লিখিয়াছেন যে কটনের সঙ্গে আমার সম্বন্ধে তাঁহার আলাপ হইয়াছে। তিনি বড় সুখী হইয়াছেন যে সেই গেজেটেই আমি প্রোমোশন পাইব। আমি পরদিনই আলিপুর হইতে আসিবার সময়ে আমাদের ছোট চিত্রগুপ্ত বেঙ্গল আফিসের হেড এসিসটেণ্ট মহাশয়ের কাছে গিয়া খবর জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি বলিলেন মুখে আর কি বলিব, কত বড় ব্যাপার হইয়া গিয়াছে আপনি স্বচক্ষে ফাইল দেখিলে বুঝিবেন। আপনি বাহাদুর! ওয়েষ্টমেকটের মত দুষ্ট লোককে এমন জব্দ হইতে আমি আর দেখি নাই। ফাইল আনাইয়া আমাকে দিলে খুলিয়া দেখিলাম কটন বাহাদুর পূর্ব্ববার প্রোমোশনের সময়ে উক্তরূপ প্রতিবাদ করিলে ইলিয়ট তাহার নীচে কথাটি মাত্র না বলিয়া কেবল লিখিয়াছেন—"না, নীচের দুজনকে প্রোমোশন দেও।" এবারও কটনের অনুকূল মন্তব্যের নীচে ইলিয়ট লিখিয়াছিলেন—"নবীনের নীচের ব্যক্তিকে

প্রোমোশন দেও।" কটন তাহার নীচে লিখিয়াছেন—"নবীন প্রতিবাদ করিয়াছে। তাহার প্রতিবাদ সঙ্গীয় ফাইলে আছে। উহা দেখুন।" ইলিয়ট তাহার নীচে লিখিয়াছেন—"আচ্ছা। নবীনকেই প্রোমোশন দেও।" ছোট চিত্রগুপ্ত হাসিয়া বলিলেন—"দেখ্‌লেন তামাসা! কাল গেজেটেই প্রোমোশন পাইবেন।" তখনই কটন বাহাদুরের কাছে গিয়া কৃতজ্ঞতা জানাইলে, তিনি তাঁহার অভ্যস্থ কৌতুক কণ্ঠে বলিলেন—"আস্তে! এখনও বড় ভরসা করিও না। তোমার বন্ধুরা এ রাত্রির মধ্যে একটা বিপ্লব ঘটাইতে পারে।" তাহার পর গম্ভীর ভাবে বলিলেন—"তাহারা বড় ক্ষমতাশালী লোক। একজন সার চার্লস্‌ ইলিয়টের বিশেষ বন্ধু। অতএব এখন হইতে বড় সাবধানে কার্য্য করিও। আমি বড় সন্তুষ্ট হইয়াছি যে তোমার সম্বন্ধে কলিনের এত উচ্চ মত।"

তাঁহার আশঙ্কা অমূলক হইল না। ওয়েষ্টমেকট এবারও নিষ্ফল মনোরথ হইয়া আমার উপর আরও খড়্গহস্ত হইলেন। কলিন থাকিতে তিনি নিরব রহিলেন। যেই কলিন তিন মাস ছুটী লইয়া গেলেন, এবং তাঁহার স্থানে মিঃ ভিনসেণ্ট (Vincent) আসিলেন, অমনি মেকট তাঁহাকে লিখিলেন যে আলিপুরে কার্য্য অল্প বলিয়া ডেপুটি কালেক্টরেরা চেষ্টা করিয়া আলিপুরে বদলি হইয়া আসে। তিনি শুনিয়াছেন যে আমার কোনও কায নাই। অতএব কোন ডেপুটির হাতে কি কার্য্য আছে তাহার এক রিপোর্ট চাহিয়াছেন। মিঃ ভিনসেণ্টও লোক ভাল। তিনি আমাকে ডাকিয়া এ পত্র দেখাইয়া, আমার প্রতি মেকটের বিশেষ কৃপার কারণ কি জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি আমূল বৃত্তান্ত তাঁহাকে বলিলে তিনি খুব হাসিলেন। যাহা হউক কার্য্য ভাগের রিপোর্ট গেল। তাহার উপর মেকটের আদেশ আসিল যে আমার হাতে কোনও কায নাই বলিলে চলে। অতএব সম্প্রতি স্থানান্তরিত জইণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেটের ফৌজদারি

কার্য্য ভার আমার স্কন্ধে চাপাইতে আদেশ করিয়াছেন। কালেক্টর বলিলেন আমার হাতে তিনটি বড় ডিপার্টমেণ্ট রহিয়াছে—তৌজি, রোডসেস, ও বাঁধ। তাহার মধ্যে নূতন 'তৌজি মেনুয়েল' নিবন্ধন প্রথমটি বড়ই উৎকট কার্য্য। তাহার উপর জইণ্টের ফৌজদারী ফাইলও আমাকে দিলে আমি কার্য্য কিরূপে চালাইব তিনি বুঝিতে পারিতেছেন না। আমি বলিলাম তিনি প্রতিবাদ করিলেও মেকট আমাকে ছাড়িবে না। অতএব এ কার্য্যও আমার স্কন্ধে পড়িল। তবে ফৌজদারী কার্য্যে আমি সিদ্ধহস্ত। বড় বড় সবডিভিসনের কার্য্য ২০ বৎসর যাবত করিয়া আমার হাত পাকিয়া গিয়াছে, এবং ফৌজদারী কার্য্য অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছে। আমি কার্য্যের একটুক নিয়ম ও শৃঙ্খলা করিয়া লইয়া এ কার্য্যও অনায়াসে চালাইতেছিলাম। বোধ হয় ডেপুটিদের মধ্যে কেহ মেকটের গোয়েন্দা ছিলেন। সার্ভিসে এরূপ নরাধমের অভাব নাই। ইহারা সহ কর্ম্মচারীদের পৃষ্ঠদংশন করিয়া আপনার উন্নতির পথ পরিষ্কার করে। মেকট আবার কিছু দিন পরে লিখিলেন যে তিনি অবগত হইয়াছেন এখনও যথেষ্ট কার্য্য আমার হস্তে নাই। আমি বারটার সময়ে আফিসে গিয়া চারি টার সময়ে চলিয়া আসি। তাহা ঠিক। উহা আমার চির নিয়ম। অতএব এখন হইতে কালেক্টর মফঃস্বলে যাইবার সময়ে তাঁহার কার্য্যভার আমার হাতে দিয়া যাইতে আদেশ দিয়াছেন। মিঃ ভিনসেণ্ট আমাকে এ পত্রও দেখাইলেন, এবং কিরূপে আমি এত কার্য্য চালাইব তাহা ভাবিতে লাগিলেন। আমি বলিলাম জেলার ভার আমার হাতে দিলে আমার 'সিনিয়ার' ডেপুটিদেরও অপমান করা হইবে। তিনি বলিলেন সিনিয়ারদের মধ্যে ফৌজদারী কার্য্যাভিজ্ঞ এমন কেহ নাই যে তিনি জেলার ভার তাঁহার হাতে দিতে পারেন। অতএব মেকটের এ আদেশ না আসিলেও ফৌজদারী মোকদ্দমা আমার হাত হইতে উঠাইয়া লইয়া তাঁহার মফঃস্বল যাইবার

সময়ে জেলার ভার আমার হাতে রাখিয়া যাইতে তিনি নিজেও সঙ্কল্প করিয়াছেন। আমি বলিলাম তাহা হইলে আমি উহাও যেরূপে পারি চালাইব। তিনি তজ্জন্য যেন চিন্তা না করেন। তিনি মফঃস্বল চলিয়া গেলে আমি আবার আমার স্কন্ধের কার্য্যের নূতন নিয়ম করিলাম। আফিসে গিয়া সবডিভিসনের মত আমি প্রথমতঃ চিঠি ও রিপোর্টের কার্য্য করিতাম। তজ্জন্য প্রত্যেক ডিপার্টমেণ্ট হইতে বাক্স আসিয়া আমার আফিসে পৌছিবার পূর্ব্বে সজ্জিত থাকিবে। এ কায শেষ করিয়া আমি ফৌজদারীতে হাত দিতাম। তাহার পর অন্যান্য কালেক্টরি ডিপাটমেণ্টের কার্য্য বারটা হইতে চারিটার মধ্যে শেষ করিয়া বাড়ী চলিয়া যাইতাম। অবশ্য কার্য্য ক্ষিপ্রতার সহিত করিতে হইত। এমন কি আমার পূর্ব্ব অভ্যাস মতে এক সময়ে দুই তিনটি কায করিতাম। এবার মেকট লাচার হইলেন। তিনিত আর সমস্ত আলিপুরের কার্য্য আমার ঘাড়ে চাপাইতে পারেন না। বিশেষতঃ এ সময়ে মিঃ কলিন ফিরিয়া আসিলেন। তাঁহার রিপোটমতে তৎক্ষণাৎ একজন জইণ্ট আসিলেন, এবং আমি উপরোক্ত দুই কার্য্য হইতে অব্যাহতি পাইলাম, কারণ সাদা জইণ্ট থাকিতে কালা ডেপুটির উপর জেলার কার্য্যভার দিলে সিভিল সার্ভিসের কেন্দ্রস্থল পর্য্যন্ত কাঁপিয়া উঠিত। ইহার পর মেকট আর হাত দেখাইলেন না। কেবল বাৎসরিক বিজ্ঞাপনী লিখিবার সময়ে প্রত্যেক বৎসর রাণাঘাটের কেরোসিনের আগুনে তাঁহার অন্তর্দাহ উপস্থিত হইত, এবং তিনি আমার প্রতিকূলে ঘোরতর মন্তব্য লিখিয়া সে জ্বালা নিবাইতে চেষ্টা করিতেন—

"এ ভীষণ জ্বালা যদি পারি নিবাইতে।"

—o—

চণ্ডী, খৃষ্ট, ও অমিতাভ।

'রৈবতকের' মত 'কুরুক্ষেত্র' শেষ করিয়াও উহা কিরূপে গৃহীত হয় দেখিবার অপেক্ষায় 'প্রভাসে' হাত দিলাম না। এই অবসর সময়ে চণ্ডীর অনুবাদ ও বাইবেলের 'মেথু গস্‌পেলের' অনুবাদ রচনা ও প্রকাশ করি। আমার উদ্দেশ্য সমস্ত অবতারদের লীলা একবার ধ্যান করিয়া বুঝিতে, এবং যেরূপ নিজে বুঝি তাহা বুঝাইয়া পরস্পর ধর্ম্মদ্বেষ নিবারণ করিতে চেষ্টা করিব। এই পরস্পর ধর্ম্মদ্বেষ বশতঃ পৃথিবীতে, বিশেষতঃ ইউরোপখণ্ডে, ধর্ম্মের নামে যত ঘোরতর অধর্ম্মের কার্য্য হইয়াছে, এমন বোধ হয় আর কিছুতেই হয় নাই। ব্রাহ্মদের 'লিবারেল' পত্রিকায় মনস্বী কৃষ্ণবিহারী সেন 'খৃষ্টের' অনুবাদের ও ভূমিকার একটি দীর্ঘ সম্পাদকীয় প্রবন্ধে বিশেষ প্রশংসা করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন যে ধর্ম্মের সামঞ্জস্য (Harmony of Scriptures) ব্রাহ্মরা অনেক দিন হইতে প্রচার করিয়াছিলেন। হিন্দুপক্ষ হইতে উহা আমার দ্বারা এই ভূমিকায় বিচক্ষণতার সহিত প্রথম প্রদর্শিত হইয়াছে। খৃষ্টের শিক্ষার মত এমন সরল শিক্ষা একস্থানে বোধ হয় অন্য কোনও ধর্ম্মগ্রন্থে নাই। উহা শিশুরা পর্য্যন্ত বুঝিতে ও শিখিতে পারে। 'খৃষ্ট' রচনা করিবার ইহাই আমার দ্বিতীয় উদ্দেশ্য। সকল ধর্ম্মের জন্মস্থান "এসিয়া"। খৃষ্টও এসিয়ার লোক। কেবল তাহা নহে, তাঁহার চিত্র ও চরিত্র দেখ, দেখিবে তিনি এক জন কৌপীনধারী হিন্দু সন্ন্যাসী। তিনি ত্রিশ বৎসর কোথায় ছিলেন, কি করিতেছিলেন, তাহা কেহই জানে না। ইতিহাস বলে সেই সময়ে মিশরের রাজধানী 'আলেক্‌জেন্ড্রিয়াতে' ভারতীয় সমস্ত গ্রন্থ এবং ভারতীয় পণ্ডিত মণ্ডলী ছিলেন। বাইবেলে দেখি যে খৃষ্ট বাল্যে এই মিশরে গিয়াছিলেন। ইতিহাস আরও বলে যে সে সময়ে 'জেরিউজিলামের'

নিকট বৌদ্ধ সন্ন্যাসী সম্প্রদায় ছিল। একজন ভারতীয় সন্ন্যাসীই প্রচার করেন যে খৃষ্ট আসিয়াছেন, এবং ভারতবর্ষের দিক হইতে জ্ঞানী লোকেরা গিয়া প্রচার করেন তিনি আসিয়াছেন, এবং ভারতীয় ধর্ম্মমতে তাঁহার পূজা করেন। অতএব খৃষ্ট কি এই ত্রিশ বৎসর ভারতীয় শিক্ষক ও সন্ন্যাসীদের কাছে ধর্ম্মশিক্ষা করিয়াছিলেন? এই ত্রিশ বৎসর অরণ্যে শিক্ষা ও সাধনার নাম কি বাইবেলোক্ত খৃষ্টের "চল্লিশ দিনের অরণ্য-ভ্রমণ?"

ইহার পর 'অমিতাভ' লিখিতে আরম্ভ করি। 'অমিতাভ' শ্রীবুদ্ধদেবের এক নাম। ফেণীতে 'অমিতাভের' দুই তিন সর্গ মাত্র লিখিত হইয়াছিল। ফেণী ক্ষুদ্র সবডিভিসন। ক্ষুদ্র বলিয়া আমার সাহিত্য সেবার সুবিধার জন্য উহা বাছিয়া লইয়াছিলাম। সেখানে প্রাতঃকালে একটুক্ লিখিবার সময় পাইতাম। রাণাঘাট সবডিভিসন একে কলিকাতার কাণের কাছে, তাহাতে উহা বহু শিক্ষিত লোকের বাসস্থান, তাহার উপর তিনটা মিউনিসিপেলিটীর ভার আমার স্কন্ধে। কাযেই সকাল বেলাটাও প্রায় অন্য কাযে কাটিয়া যাইত। অতি কষ্টে পাঁচ সাত দিন পরে দুই চারি লাইন লিখিয়া কাব্যখানি শেষ করিয়া আনিলাম। বলিয়াছি বুদ্ধদেবের ও বৌদ্ধধর্ম্মের লীলাভূমি বেহার দর্শন করিয়া, এবং সেখানে বহু বৌদ্ধগ্রন্থ পাঠ করিয়া, আমি বুদ্ধদেবের ও বৌদ্ধধর্ম্মের মহিমায় অভিভূত হইয়াছিলাম। রৈবতক, কুরুক্ষেত্র ও প্রভাসের মত বেহারে 'অমিতাভের' বীজও আমার হৃদয়ে রোপিত হয়। উহা ক্রমে অঙ্কুরিত হইয়া এত কাল পরে এই কাব্যবৃক্ষে পরিণত হইতে চলিল। বেহারেই বৌদ্ধধর্ম্মের বহু গ্রন্থ পড়িয়াছিলাম। তাহার পরও অনেক পড়িয়াছি। কিন্তু প্রায় সর্ব্বত্র, এমন কি এডুইন আর্ণল্ডের 'লাইট অফ এসিয়ায়' (Light of Asia) পর্য্যন্ত বুদ্ধ-চরিত্র অতিরঞ্জিত,

অতিমানুষিক ভাবে চিত্রিত। তাহাতে ঠিক রক্ত মাংসের বুদ্ধ দেখিতে পাই না। অথচ অবতারেরা মানুষ ছিলেন, মনুষ্য-দেহ লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। মানুষের মত কার্য্য করিয়া মানুষের শিক্ষাদানই অবতারত্বের একমাত্র সার্থকতা। অতি-মানুষিকের কার্য্য মানুষে করিতে পারিবে কেন, এবং অতিমানুষিক শিক্ষাই বা মানুষ গ্রহণ করিতে পারিবে কেন? অতএব আমরা যে ভাবে বুদ্ধদেবকে চক্ষের উপর দেখিতে পাই, তাঁহাকে ধারণা করিতে পারি, সে ভাবে চিত্র করাই আমার উদ্দেশ্য। কিন্তু অন্তিম সময়ে তাঁহার মুখে যখন বৌদ্ধধর্ম্মের সারাংশের ব্যাখ্যা দিতে আসিলাম, তখন বড়ই সঙ্কটে পড়িলাম। বৌদ্ধধর্ম্মের ব্যাখ্যা যাহা পড়িয়াছি, একটাও আমার মনোমত হইল না। 'এডুইন আর্ণল্ডের' ব্যাখ্যাতেও যেন বেদান্তের ছায়া পড়িয়াছে। বুদ্ধদেব কোনও রূপ (power Divine) 'ঐশ্বরিক শক্তি' মানিতেন কি না সন্দেহের কথা। অতএব এই সর্গ লিখিতে আমার বড়ই কষ্ট হইয়াছিল। এক এক বার খানিকটা লিখিতাম, আবার উহা ছিঁড়িয়া ফেলিতাম। এরূপে বহুবার লিখিলাম ও ছিঁড়িয়া ফেলিলাম। আর একদিন শান্তিপুর হইতে প্রাতঃকালে ফিরিয়া অশ্বপৃষ্ঠ হইতে আসিয়া লিখিতে বসিলাম। সম্মুখে আমার নিজের কল্পিত 'রাইটিং টেবলের' উপর বুদ্ধদেবের ছবি ছিল। এইরূপ রাধা-কৃষ্ণের 'যুগল মিলনের' ছবি—রাধা আত্মহারা 'তন্মনা' হইয়া আপনাকে কৃষ্ণ মনে করিয়া কৃষ্ণের বাঁশি বাজাইতেছেন, এবং চৈতন্যদেবের ছবিও আমার টেবলের উপর সর্ব্বদা থাকে। ছবিখানি লক্ষ্য করিয়া নিমীলিত নেত্রে ও অবনত মস্তকে আমি পৌত্তলিক বুদ্ধদেবের ধ্যান করিয়া বলিলাম—"তোমার ধর্ম্ম তুমি লেখাইয়া দেও। আজ যাহা লিখিব, আমি আর ছিঁড়িব না।" তাহাই হইল। সে দিনই ১৮৯৩

খৃষ্টাব্দে তাঁহার ধর্ম্মব্যাখ্যা ও 'অমিতাভ' শেষ করিলাম। তথাপি উহা ঠিক হইল কি না জানিবার জন্য তিব্বত ভ্রমণকারী আমার আত্মীয় বাবু শরৎচন্দ্র দাসের কাছে পাঠাইলাম। তিনি ব্যাখ্যাটির অত্যন্ত প্রশংসা করিয়া লিখিলেন যে তিনি বৌদ্ধধর্ম্মের এরূপ সংক্ষেপ ও সরল ব্যাখ্যা আর কোথাও দেখেন নাই, বুদ্ধদেব যেন আমার হৃদয়ে বসিয়া উহা লেখাইয়া দিয়াছেন। তাহার পর আনন্দের সহিত 'অমিতাভ' রাণাঘাট হইতেই ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে ছাপিতে পাঠাইলাম।

ইতিমধ্যে 'বঙ্গবাসীর' সহ-সম্পাদক রাণাঘাটে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। তাঁহার সঙ্গে অনেক কথা হইল। পূজার্হ রাম-মোহন রায়ের মত 'বঙ্গবাসী'ও আর একবার দেশ রক্ষা করিয়াছে। আমরা যেরূপ ইংরাজী সভ্যতার স্রোতে বিজাতীয় (Denational) পথে ভাসিয়া যাইতেছিলাম, 'বঙ্গবাসী' চাবুক পিটাইয়া তাহার গতি কথঞ্চিৎ প্রতিরোধ করিয়াছে। সমাজ সংস্কারের যেমন প্রয়োজন, যাহাতে সংস্কারের শ্রাদ্ধটা গড়াইতে না পারে, তাহার জন্য একটা চাবুক প্রয়োজন। 'বঙ্গবাসী' সে চাবুকের কায করিতেছে। কিন্তু তাহা বলিয়া দেশের যে সকল বরপুত্রগণ আমাদের ধর্ম্ম, সমাজ, ও রাজনীতির সংস্কারের জন্য যত্ন করিতেছেন, তাঁহারা ভ্রান্ত হইলেও তাঁহাদের এরূপ অপাঠ্য ভাষায় গালি দেওয়া নিতান্ত ঘৃণার কার্য্য বলিয়া আমি মনে করি। সকল রকম অন্ধ গোঁড়ামিই মন্দ। 'বঙ্গবাসী' দেশের নিম্নশ্রেণীর অন্ধ বিশ্বাসের প্রশ্রয় দিয়া যে পেষাদারি হিন্দু ধর্ম্মের এক ঘেয়ে রাগিণী ধরিয়াছে, তাহাতে এখন দেশের প্রভূত অনিষ্ট হইতেছে। সহ-সম্পাদক মহাশয় বলিলেন যে তাঁহারা তাহা এখন বুঝিতে পারিতেছেন, তথাপি সংস্কারের শ্রাদ্ধ যাহাতে না গড়ায় তজ্জন্য তাঁহাদের এরূপ সুর রাখা আবশ্যক হইয়াছে। তবে এখন হইতে যদি 'বঙ্গবাসী' কাহাকেও কোথায়

গালি দিয়াছে দেখি, তবে তাঁহাকে তাহা দেখাইয়া দিয়া পত্র লিখিলে তিনি অনুগৃহীত হইবেন। মোট কথা এখন হইতে কর্কশ গালাগালির সুর ফিরাইবেন। বোধ হয় তাহার পর মধ্যে কিছু দিন ফিরিয়াও ছিল। এ সকল কথার পর তিনি আমাকে তাঁহাদের 'জন্মভূমি' মাসিক পত্রিকায় লিখিতে অনুরোধ করেন। আমি বলিলাম খণ্ড কবিতা লেখা আমি অনেক দিন হইতে ছাড়িয়া দিয়াছি। এ সবডিভিসনের বোঝা বহিয়া এখন বুদ্ধদেবের জীবনী লইয়া একখানি কাব্য লিখিতেছি। অতএব খণ্ড কবিতা লিখিবার সময়ও আমার নাই। সেই কাব্যখানি "জন্ম-ভূমিতে" ক্রমে ক্রমে প্রকাশ করিতে তিনি আমাকে ধরিয়া পড়িলেন। আমি বলিলাম সে কি কথা! বুদ্ধদেবের নাম শুনিলেও তাঁহাদের হিন্দুয়ানির অন্ন উদ্গীরিত হয়। তাঁহারা কেমন করিয়া বুদ্ধদেবের লীলা ছাপিবেন। তিনি বলিলেন তাঁহারা উহা আগ্রহের সহিত ছাপিবেন। অন্যধর্ম্মবিদ্বেষী এ গোঁড়া হিন্দুদের কাছে বুদ্ধের লীলা ও ধর্ম্ম কেমন লাগে তাহা বুঝিবার জন্য আমার কুতূহল হইল। আমি বলিলাম সম্পূর্ণ কাব্যখানি দিতে পারিব না; কয়েক সর্গ পাঠাইব। এরূপে কয়েক সর্গ তাঁহাদের পাঠাইয়াছিলাম। এক এক সর্গ পাইয়া সম্পাদক লিখিতেন যে সর্গটি পঁহুছিবা মাত্র 'বঙ্গবাসী' আফিসে একটা sensation হইত। একজন পড়িতেন, এবং অবশিষ্ট স্তম্ভিত হইয়া শুনিতেন। বুদ্ধদেবের লীলা যে এমন অদ্ভুত, এবং তাঁহার শিক্ষা যে এমন উচ্চ, তাঁহারা জানিতেন না। ভিমরুলের বাসায় ঢিল পড়িল। অন্যান্য মাসিক পত্রের সম্পাদকেরা লক্ষ্মীছাড়া 'জন্মভূমি' পত্রিকায় এমন সুন্দর কবিতা দিতেছি, অথচ তাঁহাদের অনেকে আমার বন্ধু হইলেও তাঁহাদের কিছু দিতেছি না বলিয়া রাশি রাশি অনুযোগ করিতে লাগিলেন। আমি তাঁহাদের কাছে লিখিলাম যে ঘোরতর পরধর্ম্মবিদ্বেষী গোঁড়া বঙ্গবাসী

যে বুদ্ধলীলা আগ্রহের সহিত ছাপিতেছেন ইহা কি একটা বিশেষ সন্তোষের কথা নহে?

১৮৯৫ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে আলিপুর বদলি হইয়া কলিকাতায় আসিলাম। তাহার কিছুদিন পরে 'অমিতাভ' প্রকাশিত হইল। কলিকাতায় থাকাতে 'অমিতাভ' কিরূপ গৃহীত হইল তাহা জানিবার জন্য বেশী দিন অপেক্ষা করিতে হইল না। কলিকাতার যেখানে যাই সেখানেই 'কুরুক্ষেত্রের' ও 'অমিতাভের' প্রশংসা শুনিতে লাগিলাম। কোনও কোনও সংবাদপত্র 'অমিতাভের' মুখপত্রের বড় সুখ্যাতি করিলেন। বলিলেন উহা অমূল্য। এত কাল সকলের বিশ্বাস ছিল যে বৌদ্ধধর্ম্ম হিন্দুধর্ম্ম হইতে বিভিন্ন ও বিরুদ্ধ মতাবলম্বী, এবং বৌদ্ধধর্ম্ম ভারতবর্ষ হইতে নিষ্কাসিত হইয়াছে। কেহ কেহ বলিলেন আমি এ সকল ভ্রম-সিদ্ধান্ত দূর করিয়া ধর্ম্মজগতের ইতিহাসে একটা যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছে। আমি দেখাইয়াছি যে বুদ্ধ নিজে হিন্দু ছিলেন, হিন্দু শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, এবং হিন্দু যোগশাস্ত্রমতে যোগ সাধনা করিয়াছিলেন। হিন্দু ধর্ম্মের কর্ম্মবাদ ও জন্মান্তরবাদ সম্প্রসারিত হইয়া বৌদ্ধধর্ম্মে পরিণত হইয়াছে। কেবল বুদ্ধ নিজে ঈশ্বর সম্বন্ধে নীরব, তাহার কারণ ঈশ্বরকে ধর্ম্মের ভিত্তি করিতে গেলে মানুষ ঈশ্বরে মানুষের প্রকৃতি আরোপ করিয়া যাগযজ্ঞে এবং জীবরক্তে তাঁহার পূজা করাই ধর্ম্ম বলিয়া মনে করে। আর কে বলিল বুদ্ধধর্ম্ম ভারতবর্ষ হইতে বিলুপ্ত? ভারতের বৈষ্ণবধর্ম্ম রূপান্তরিত বৌদ্ধধর্ম্ম মাত্র। মনস্বী রাজেন্দ্রলাল মিত্র দেখাইয়াছেন বৈষ্ণবদের প্রধান তীর্থ—বুদ্ধ, ধর্ম্ম ও সঙ্ঘ মণ্ডলের মূর্ত্তিই শ্রীক্ষেত্রের জগন্নাথ, সুভদ্রা ও বলভদ্র। এখনও জগন্নাথ বুদ্ধাবতার বলিয়া পরিচিত। বৌদ্ধদের যাবতীয় তীর্থই আজ হিন্দু তীর্থ; এবং

বুদ্ধ-মূর্ত্তিই কি গয়া কি পুষ্করে হিন্দু দেবদেবীর মূর্ত্তি। 'অমিতাভের' উপসংহারে আমি বলিয়াছি যে শ্রীভগবানের মহম্মদ অবতার দর্শন করা আমার ভাগ্যে হইবে না। আমার আর কেবল তাঁহার কাঙ্গাল গৌরমূর্ত্তি মাত্র দেখিবার আকাঙ্ক্ষা। রাজা বিনয়কৃষ্ণ প্রমুখ অনেক হিন্দু ও মুসলমান শিক্ষিত লোক আমাকে মহম্মদের লীলা লিখিতেও বিশেষ অনুরোধ করিলেন। মহম্মদের লীলা লিখিতে অনেক আরবীয় স্থানের ও ব্যক্তির নাম লিখিতে হইবে। উহা বাঙ্গালা কবিতায় ভাল শুনাইবে না। এজন্য আমি তাঁহার লীলা লিখিবার আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করিয়াছিলাম। তাঁহারা বলিলেন যখন আমি দর্শন-প্রধান কঠিন বৌদ্ধধর্ম্ম এরূপ সরল সুমধুর কবিতায় লিখিতে পারিয়াছি, মাহম্মদীয় ধর্ম্মও লিখিতে পারিব। সকল ধর্ম্মের মূলের অভিন্নতা প্রতিপাদন করাই আমার এ সকল অবতার লীলা লিখিবার উদ্দেশ্য।

একদিন আলিপুর কোর্টে ফৌজদারি মোকদ্দমায় নিবিষ্ট আছি, এমন সময় ডাকে একখানি পত্র পাইলাম। পত্রপ্রেরক লিখিয়াছেন যে তিনি একজন নিতান্ত ঘৃণিত চরিত্রের ইন্দ্রিয়পরায়ণ লোক ছিলেন। ৺রামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের চরণছায়া পাইয়া তিনি উদ্ধারলাভ করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন আমার 'রৈবতক', 'কুরুক্ষেত্র' ও 'অমিতাভ' তিনি তাঁহার ধর্ম্মগ্রন্থ বলিয়া মনে করেন। 'অমিতাভ' পাঠ শেষ করিয়াই পত্র লিখিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন আমি বারম্বার জিজ্ঞাসা করিয়াছি শ্রীভগবান তাঁহার শ্রীমুখের কথা প্রতিপালন করিবার জন্য আবার কবে আসিবেন—"পূর্ণ কাল; পূর্ণ ব্রহ্ম আসিবে কখন?" কিন্তু তিনি যে আসিয়াছিলেন তাহা কি আমি টের পাই নাই? তিনি ত্রেতার 'রাম' নাম এবং দ্বাপরে 'কৃষ্ণ' নাম একত্র করিয়া 'রামকৃষ্ণ'

নামে আবার আসিয়াছিলেন। অতএব আমাকে এই 'রামকৃষ্ণের' লীলাও লিখিতে হইবে।" এ কয়টি কথায় আমার প্রাণ স্পর্শ করিল। তাঁহার পত্রের ভক্তির উচ্ছ্বাসে আমার অশ্রুধারা বহিতে লাগিল। আমি যে নরকতুল্য কোর্টে বসিয়াছিলাম তাহা আমি ভুলিয়া গিয়াছিলাম। আমার অশ্রু দেখিয়া সমবেত আমলা, উকিল ও মোক্তারগণ মনে করিলেন আমি কোনও শোক সংবাদ পাইয়াছি! আমি তখন সাশ্রু হাসিয়া পত্রখানি তাঁহাদের পড়িয়া শুনাইলাম। দেখিলাম পত্র তাঁহাদেরও হৃদয় স্পর্শ করিল। কিছুক্ষণ উহার লিখিত বিষয় সম্বন্ধে তাঁহাদের দুই এক জনের সহিত আলোচনা হইল। সমস্ত কোর্ট নীরবে ভক্তিভাবে শুনিল, এবং সেই নরকেও কেমন একটি পবিত্র গাম্ভীর্য্যের ছায়া আসিয়া পড়িল। উকিল মোক্তারগণ বলিলেন যে ইহার পর আর ফৌজদারী মোকদ্দমা করিতে তাঁহাদের মন যাইতেছে না। অতএব মোকদ্দমার তারিখ ফেলিয়া দিয়া সেই কোর্টে বসিয়া উক্ত পত্রখানির উত্তর দিলাম, এবং অবশিষ্ট সময় কেমন এক বিহ্বল অবস্থায় কাটাইলাম। বহুপূর্ব্ব হইতে ৺রামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের আমি একজন অযোগ্য ভক্ত ছিলাম। কিন্তু তাঁহার নাম ইতিপূর্ব্বে এমন আমার প্রাণে লাগে নাই।

ইহার পরে 'অমিতাভ' সমালোচিত হইতে আরম্ভ হইল। সুকবি গিরিজানাথ মুখোপাধ্যায় লিখিলেন—

গরিবপুর

৭ই অগ্রহায়ণ, ১৩০২।

"এ কয়দিন আপনার "অমিতাভের" অমৃতে ডুবিয়া আছি। গিরিশ ঘোষের "বুদ্ধদেব রচিত" অভিনয় দেখিয়াছিলাম—আর আজ আপনার "অমিতাভের" অমৃত পান করিলাম।

যেমন ভাগিরথী তীর তরুছায়া, নীলানন্ত প্রতিবিম্ব প্রভৃতি শত সহস্র শোভা বুকে করিয়া সমুদ্র অনুসারিণী; আপনার কাব্যতরঙ্গিণীও সেইরূপ শোভাময়ী, গাম্ভীর্য্যময়ী, আবেগময়ী হইয়াও অনন্ত অনুসারিণী। সেই অনন্তের ছায়া আপনার কবিতার ছত্রে ছত্রে অনুভূত হয়। এই শক্তি আর কোনও কবিরই দেখিতে পাই না। বুঝি আর কোন কবিরই সে শক্তি নাই। কি যেন ঐন্দ্রজালিক শক্তিতে পাঠককে মোহিত করে—অথচ গন্তব্যপথে লইয়া যায়। বুঝিলাম, "পলাশি" ও "কুরুক্ষেত্রের" কবির শক্তি অনন্ত। "অমিতাভ" আপনার পূর্ব্ব সঞ্চিত যশঃ প্রবর্দ্ধিত করিবে। "পলাশির" কনিষ্ঠ বলিয়া অনুরূপ আদরে গৃহীত হইবে।

খ্যাতনামা 'অমৃতবাজার' পত্রিকায় এই সমালোচনা বাহির হইল—

Amitava.—A poem on the life and religion of Lord Buddha by Babu Nabin Chandra Sen. One result of the spiritual revival of Bengal that has been gathering force during the last decade and half, is the spiritualising of the national literature. This is most apparent on the stage; religious and mythological dramas have been, during the past few years, the order of the day. But the men of letters, in whom that revival has been focussed and who lent it the highest potency, are Babus Bankim Chandra Chatterjee and Nabin Chandra Sen. Nabin Babu, with his characteristic genius, set himself to expound in exquisite poetry the life and teachings of the world-*avatars.* His *Khrista* (Life of Christ) and *Raibatak* and *Kurukshetra* (Life of Krisna) are well known to the Bengali reading public. To these he has now added the Life of Buddha (*Amitava*) which, we are happy to read, concludes with a pious promise that the poet would next take upon himself the noble task of composing a poem on the life and teachings of Sri Gauranga. *Amitava* fully sustains the author's reputation as the premier poet of Bengal after Madhusudan. In relating the incidents of Lord Buddha's life the poet has mainly followed the Buddhist canonical writers, also made use of by Sir Edwin Arnold in his *Light of the East,*—with this characteristic difference that our poet has, so far as possible, kept in the back-ground the supernatural element in that life.

Buddna is represented as an *Avatar* of *Narayana* who, incarnating as a man, strove like men to attain to blissful *Nirvana.* In the concluding chapter, the poet has given us a profound exposition of the teachings of Gautama Buddha which differs, in some material particulars, from the exposition of the author of the *Light of the East.* In a matter of this kind we cannot pretend to speak with authority; but, we read in the Preface that Sri Sarat Chander Dass, the well-known Buddhist Scholar, endorses our poet's exposition. Pathos in our author's *forte*, as the reader of *Kurukshetra* well knows; and, the pathos, exquisite in its heart-rending intensity, that is poured into the asceticism of Gopa, Buddha's consort; and the meeting after the Lord's enlightenment, of the members of Buddha's family with him, is not surpassed by anything in Bengali literature. The poem is characterised by the poet's usual command over the resources of language and versification.

অসাধারণ মানসিক শক্তিসম্পন্ন শ্রীরমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ও লিখিলেন—

"I have looked through it (*Amitava*) with the greatest pleasure, and am certain it will sustain and enhance the high reputation which you have already won in the Literature of Bengal".

সিংহল ও শ্যামরাজ্য হইতে পর্য্যন্ত 'অমিতাভ' সম্বন্ধে দেবনাগর অক্ষরে সংস্কৃত ভাষায় পত্র পাইয়াছিলাম। সিংহলের পত্র নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম—

श्री:

नम: सर्व्वलोकार्च्चिताय सम्बुद्वाय ॥

श्रीमतो नवीनचन्द्र सेनाख्यस्य पण्डित महाशयस्य

प्रचुराशीर्व्वादपूर्व्वकं कृपावित्तेन निवेदनमिदम् ॥

मत्परममित्रशिरोमणे !

अमङ्भिर्मत्प्रहितम् "अमिताभ"नामकं नूतनं वङ्गकाव्यपुस्तकं लब्धम्। तत्तु भवदीयस्य सुमन: सौरभप्रतन्यमानस्य नैसर्गिक एव

गुणविशेष इति मां प्रतिभाति। यत्तत्र कृतौ भगवतः शाक्यमुनेः परिशुद्ध गम्भीरोत्तुङ्गनिर्म्मलचर्य्याविशिष्टगुणसंमुदयसमुद्योतनं मधुरकोमलपदावलिनिबद्धैर्वङ्गभाषामयपद्यविसरैः समुद्भासितम्। तदप्यतिशय कर्म्मरसायनं भक्तिपावनं पारक्यं सदर्थैबहुलं प्राञ्जलमाह्लादजनकं शाक्यमुनिभक्तावावलम्बानां भारतवासिनां सहृदयानां हृदयाधिक्यप्रमोदवर्द्धनं प्रशस्तपुस्तकमिति सर्व्वेषां मनीषिनाम्प्रतिगम्यते॥

तदवलोक्याहमपि प्रसन्नः संस्तदर्थं मम तुष्टिमेव प्राभृतं कृत्वा भवते सम्पाददामि। सत्य खलु भवदीयः परिश्रमः सकलैः कार्य्यविद्भिः प्रशंस्य एव। एतेन भवदीयकीर्त्तिलता पुनः पुनः प्रायः पल्लवयत्येव देशदेशान्तरीयेषु विद्वद्न्देषु। अपिच तत्र पुस्तके यत्र यत्र स्थानेष्वपि दाक्षिणात्यानां बौद्धधर्म्मपुस्तकैः काचित् काचिदिसदृशतापि भूयो दृश्यते। तास्व पुनर्मुद्रणे परिशोधनीयाः। अपिच भवदीये तद्ग्रन्थसंस्थापनेपि यस्य शरच्चन्द्रदासमहाशयस्य नामसंकीर्त्तनं कृतम्। सतु ममातीव प्रियसहायः। तेषान्तु बौद्धधर्म्मपुस्तकप्रचारसभायाम् अहमपि धर्म्मलेखनसम्पादकप्रधानसामाजिकोऽस्मि। इयन्तु बौद्धधर्म्मपुस्तक प्रचारसभा सम्प्रति भारतवासिनां मनुष्याणां हिताय सुखाय च वर्त्तते। अत एव सा सभा चिरकालं प्रवर्त्ततादिति मम प्रार्थना। मत्कृतया रत्नमालाख्यया टीकया समलङ्कृतं भक्तिशतकं नाम प्रशस्तबौद्धस्तोत्रपुस्तकं भवतोधर्म्म प्राभृतं कृत्वा अनेन सार्द्धं प्रेषयामि तद्भवद्भिः कृपया प्रतिग्राह्यम्। मम कृपा भवत्स्वपि सततं भवतादिति। शम्॥

१८१८ शालीयशकाब्दे
तुलासंक्रान्त्या द्वाविंशतिमे,
शनिवारे लङ्कायां शैलविम्बा
रामविहारात्प्रहितम्।

भवदीयादृष्टसहायस्य
श्रीशीलस्कन्धस्थविरस्य
C. A. Seelakkhandha.

এমন কি বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ আমার কাছে নির্ব্বাণ ভিক্ষা করিয়া পত্র লিখিতে লাগিলেন। আমি বড়ই সঙ্কটে পড়িলাম। তাঁহারা কিছুতে বিশ্বাস করিবেন না যে আমি মূর্খ, বৌদ্ধধর্ম্মের কিছুই জানি না। কেবল শ্রীবুদ্ধদেবের কৃপায় মাত্র আমি 'অমিতাভ' লিখিতে সক্ষম হইয়াছি। এখনও বাড়ী গেলে চট্টগ্রামের বৌদ্ধ 'রাওলিতে' (ভিক্ষুতে) আমার গৃহ পূর্ণ হইয়া যায়। শ্রীবুদ্ধদেবের কি লীলা! আজ ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে জুন মাসে বৌদ্ধক্ষেত্র ব্রহ্মদেশের রাজধানী রেঙ্গুনে বসিয়া এত বৎসর পরে এই পবিত্র উপাখ্যান লিখিতেছি। এখানেও বহু ভিক্ষু আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসিয়া থাকেন।

কলিকাতার চতুর্ব্বর্গ।

(১) জলকষ্ট।

ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ,—চতুর্বর্গের মধ্যে কলিকাতায় অর্থ ও কাম, অন্য দুটিকে বিসর্জ্জন দিলে, পাওয়া যায় শুনিয়াছিলাম। কেহ ধর্ম্ম কি মোক্ষ কলিকাতায় লাভ করিয়াছেন শুনি নাই। অবশ্য উভয়ের প্রচারক ও শিক্ষক কলিকাতার গলিতে গলিতে আছেন। তাঁতির ছেলে হলা এখন "হল" হলানন্দ স্বামী" হইয়া কলিকাতা ছাইয়া ফেলিয়াছে তাহা জানিতাম। অতএব কলিকাতায় এ চতুর্বর্গ লাভের আশা আমার ছিল না। যে দিন বন্ধুর পত্রে জানিলাম আমি কলিকাতার উপনগর আলিপুরে বদলি হইয়াছি, আমি ভাবিতে লাগিলাম শ্রীভগবান্ আমাকে কলিকাতায় কেন লইতেছেন। দয়াময় এরূপে আমাকে মেজিষ্ট্রেট-মিশনরি প্রভুর গ্রাস হইতে উদ্ধার করিলেন তাহা বুঝিলাম। কিন্তু কলিকাতায় আমার মত তৃণের কোনও কার্য্য আছে কি? দেখিলাম কলিকাতায় আমার এক প্রকারের চতুর্ব্বর্গ আছে, উহা সাধিত হওয়া না হওয়া অবশ্য সেই সর্ব্বার্থ-সাধকের ইচ্ছা। সেই চতুর্ব্বর্গ—এক,—জলকষ্ট নিবারণ; দুই,—শিবিরে বিচারকার্য্য নিবারণ; তিন,—শিক্ষাপ্রণালী সংস্কার; চারি,—তীর্থ রক্ষা। মনে মনে স্থির করিলাম কলিকাতায় পঁহুছিয়া এ চারিটি কার্য্যে সেই সিদ্ধিদাতার নাম করিয়া হাত দিব। হ্যারিসন রোডের একটি গৃহে একটুক বসিবার স্থান করিয়া এক শুক্রবার সন্ধ্যার সময়ে খ্যাতনামা শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় মহাশয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে গেলাম। তখন 'বেঙ্গলী' সাপ্তাহিক। উহা শনিবারে বাহির হইত। সুরেন্দ্র বাবু সেজন্য শুক্রবার রাত্রি বারাকপুর

বাড়ীতে না গিয়া কলিকাতায় থাকিতেন। ইতিপূর্ব্বে যদিও পত্রের দ্বারা 'বেঙ্গলীর' বহু প্রবন্ধ লেখক স্বরূপ পরিচিত ছিলাম, কিন্তু কখনও সাক্ষাৎ সম্বন্ধে তাঁহাকে দেখি নাই। আমার কার্ড পাইবা মাত্র সুরেন্দ্র বাবু উঠিয়া আসিয়া বড় সমাদরে আমাকে গ্রহণ করিলেন। দেখিলাম একটি তেজস্বী বীরমূর্ত্তি। বর্ণ গৌর, দেহযষ্ঠি বলিষ্ঠ, ও মুখাকৃতি দীর্ঘ, মস্তকে ঘনকৃষ্ণ কুঞ্চিত কেশ, স্থূল যুগ্ম ভ্রূ, তাহার নিম্নে তীক্ষ্ণ সমুজ্জল চক্ষু, বদন মণ্ডল ঘনকৃষ্ণ বিরলশুভ্র গুম্ফ ও শ্মশ্রু-মণ্ডিত। জ্যোতিষ্মান চক্ষু অদম্য তেজ ও সাহস, এবং স্থূল অধরোষ্ঠ দৃঢ়তাব্যঞ্জক। সুরেন্দ্র বাবু সুশ্রী, সুরূপ, সুপুরুষ। সহস্র লোকের মধ্যেও তাঁহাকে দেখিলে তোমার নয়ন তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইবে, এবং দর্শনমাত্র বুঝিবে তিনি একজন ক্ষণজন্মা অসামান্য পুরুষ, দুঃখিনী বঙ্গমাতার একটি দুর্ল্ভ রত্ন। বঙ্গমাতা কেন, সুরেন্দ্র বাবুর তুলনা সমগ্র ভারতবর্ষেও বিরল। তাঁহার মুখভঙ্গি ও বীরাবয়ব দেখিলেই তুমি বুঝিতে পারিবে তিনি কিরূপে সর্ব্বশক্তিমান ইংরাজ রাজপুরুষের সমবেত শক্তি ও ষড়যন্ত্রে নিষ্পেষিত হইয়াও মস্তক উত্তোলন করিয়াছেন, এবং সেই নীচ ও ঘৃণিত ষড়যন্ত্র পদদলিত করিয়া, সেই শক্তিকে তাঁহার প্রতিভা ও বাগ্মিতায় প্রকম্পিত করিয়া সমগ্র ভারতবর্ষ দ্বারা পূজিত হইতেছেন। "মাণিকের ছটা কি কাপড়ে পায় বন্ধ ?"—না, ইংরাজের ষড়যন্ত্র জাল ভেদ করিয়া আজ মাণিকের ছটা সমস্ত ভারত ছড়াইয়া পড়িয়াছে। কে বলে বীরত্ব কেবল যুদ্ধক্ষেত্রে ? সুরেন্দ্র সমাজক্ষেত্রে যে বীরত্ব দেখাইয়াছেন, তাহা যুদ্ধক্ষেত্রেও বিরল।

বাতবিক্ষুব্ধ, তরঙ্গোদ্বেলিত সিন্ধুতলে শান্তির নীরবতা। যে সুরেন্দ্রবাবুর বক্তৃতাবাতে ও রাজনৈতিক তরঙ্গে দেশ ও ইংরাজরাজ্য আন্দোলিত, তাঁহার গৃহখানি বা কার্য্যক্ষেত্র 'বেঙ্গলী আফিস' সম্পূর্ণ

আড়ম্বরহীন। উহা দেখিলে—"ভারতউদ্ধার, মূল্য ।০ আনা" চটিখানিতে তাঁহার 'ভারতসভার' যে বিদ্রূপাত্মক বর্ণনা আছে, উহা প্রকৃত বলিয়াই মনে হয়। জানবাজার অঞ্চলে একটি প্রশস্ত একতল কক্ষ। তাহার দেয়াল মলিন, এবং যুগব্যাপী বহু কলঙ্ক-চিহ্নে কলঙ্কিত। কোনও কালে যদি তাহাতে চূণ পড়িয়া থাকে, প্রাচীর চতুষ্টয় তাহা বহুদিন বিস্মৃত হইয়াছে। মধ্যস্থলে সংবাদপত্র ও বহুবিধ আবর্জ্জনাভারে প্রপীড়িত একখানি সামান্য পালিশশূন্য ও মশিরঞ্জিত 'টেবিল'। তাহার সম্মুখে একখানি ময়লা জীর্ণ চেয়ার পঞ্জর ও তাহাতে স্বয়ং সুরেন্দ্রবাবু আসীন। 'টেবিলের' বামপার্শ্বে একখানি কাষ্ঠের বেঞ্চ, এবং অপর দুদিকে তিন চারি খানি পুরাতন ময়লা চেয়ার কোনটা হস্তহীন, কোনটা বা খঞ্জপদ। সমস্তই তালিযুক্ত। এই কক্ষটিই স্বনামখ্যাত সুরেন্দ্রনাথের সম্পাদকীয় তীর্থক্ষেত্র—Editorial sanctum। উহাতেই ভারতবর্ষের ও পৃথিবীর অন্যস্থানের বহু খ্যাতনামা ব্যক্তি সুরেন্দ্রনাথের সাক্ষাৎলাভ করেন। কক্ষ ও কক্ষস্থ উপকরণাদি দেখিয়া আমার হাস্য সম্বরণ করা কঠিন হইল। একদিন আমি ঠাট্টা করিয়া বলিলাম, যে আমার ইচ্ছা হয় আমি আপনার কক্ষটি সাজাইয়া দি। তিনি বড় করুণ কণ্ঠে বলিলেন —"নবীনবাবু আমি যে বড় গরীব। আমার কিছুই নাই। এত খাটিয়া খুটিয়াও বেশী কিছুই করিতে পারি নাই। আপনার কাছে বলিতে কি আমার মোটে ত্রিশটি হাজার টাকা মাত্র আছে।" আমি বহুবার পরিচয় পাইয়াছি যে, যে সুরেন্দ্র কুটিল রাজনৈতিক বলিয়া খ্যাত, সে সুরেন্দ্র বালকের মত সরল। ষ্টার থিয়েটারে অমৃত বরাবর সুরেন্দ্রকে বিদ্রূপ করেন বলিয়া আমি তাঁহার সঙ্গে সর্ব্বদা কলহ করিতাম। তিনি আমাকে বলিতেন আমি সুরেন্দ্র বাবুকে চিনি নাই, আমি তাঁহাকে বলিতাম তিনি তাঁহাকে চিনেন নাই। আমি ইঁহাদের মধ্যে বন্ধুতা

স্থাপন করিয়া দেশের একটি সুসন্তানের এরূপ ক্লেশকর বিদ্রূপ নিবারণ জন্য এক দিন সুরেন্দ্র বাবুকে বলিলাম—"এক দিন ষ্টার থিয়েটার দেখিতে চলুন!" সুরেন্দ্র বালকের মত সরলভাবে বলিলেন—"নবীন বাবু! আমি আনন্দের সহিত যাইব। আমার স্ত্রীও বড় থিয়েটার দেখিতে ভালবাসেন। কিন্তু শুনি অমৃত বোস আমাকে বড় ঘৃণা করে, এবং আমাকে বড় গালি দিয়া ষ্টেজে আমার অভিনয় করায়। আমার জীবন বড় নিরানন্দ। কেবল ভাড়াটিয়া গাড়ীর ঘোড়ার মত দিনরাত খাটি। আমার আমোদের মধ্যে, ৪ টার সময় যখন বারাকপুর ফিরিয়া যাই (সেখানে তাঁহার বাড়ী), তখন আমার শিশুপুত্রটিকে একটি টাট্টুর উপর চড়াইয়া, তাহার পশ্চাতে পশ্চাতে এক লাঠি লইয়া আমি টাট্টুটিকে ভাড়াই।" এ সারল্য মানুষের, না দেবতার?

যাহা হউক, আমি একখানি জীর্ণ ছারপোকাযুক্ত চেয়ারে বসিলে, সুরেন্দ্র বাবু প্রথমতঃ আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ লাভে আনন্দ ও শিষ্টাচার প্রকাশ করিয়া বলিলেন—"নবীন বাবু! দেওঘরের ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট 'হার্ড' বেটাকে এবার জব্দ করিয়াছি। সে একটি লোককে বেআইনী বেত মারিয়াছে। সে সম্বন্ধে আমি কাউন্সিলে প্রশ্ন পাঠাইলে—তদন্ত সাপেক্ষ—আমাকে এ সপ্তাহে প্রশ্নটি স্থগিত রাখিতে কটন লিখিয়াছিলেন। আমি তাহাতে অসম্মত হইয়াছি। কাল প্রশ্ন কাউন্সিলে উঠিবে।" আমি বলিলাম—"আপনি কেন এরূপ অন্যায় জিদ করিলেন?" চারি দিকে তাঁহার যে পারিষদ ও স্তাবকগণ বসিয়াছিলেন, তাঁহারা ক্রোধে খিল খিল করিয়া উঠিলেন। বলিলেন—"কেন মহাশয়? কি অন্যায় হইয়াছে? প্রশ্নটি স্থগিত থাকিলেত কেহ টের পাইত না। এখন সকলে জানিবে এবং সাহেব বেটারা জব্দ হইবে।" আমি একটুক বিদ্রূপাত্মক কণ্ঠে বলিলাম—"ঠিক কথা! প্রশ্নটি কাল কাউন্সিলে উঠিলে 'হার্ডের'

৭

ফাঁসি হইবে, এবং আগামী সপ্তাহের মেলে সমস্ত ইংরাজ ভারত ছাড়িয়া পলায়ন করিবে।” এই বিদ্রূপে তাঁহারা ক্ষেপিয়া উঠিলে, সুরেন্দ্র বাবু তাঁহাদের কাছে আমার পরিচয় দিয়া থামাইলেন। আমি বলিতে লাগিলাম—“একে ত ইনি অবিবেকী ও হটকারী (indiscreet and impulsive), তাহাতে আপনারা কই আগুন নিবাইবেন, না আরও উহা উস্কাইয়া দেন। আমার চরিত্রেও এই দুটি গুরুতর দোষ আছে। তজ্জন্য আমি এক জীবন ভুগিতেছি। তবে তাহাতে আমার নিজের অনিষ্ট হয় মাত্র,কিন্তু ইঁহার এ দুই দোষে সময়ে সময়ে সমস্ত দেশের অনিষ্ট হয়।” আমি সুরেন্দ্র বাবুর দিকে চাহিয়া বলিলাম—“আপনি জানেন মেসিডনের অধিপতি ফিলিফের একটি ভৃত্য ছিল। সে প্রত্যহ প্রভাতে ফিলিফের শয়ন কক্ষদ্বারে আঘাত করিয়া বলিত—“ফিলিফ তোমারও মৃত্যু আছে”—(Philip ! thou art mortal)। আমিও যত দিন কলিকাতায় থাকিব আপনি অনুমতি দিলে আপনার কক্ষদ্বারে প্রত্যহ আঘাত করিয়া বলিব—“সুরেন্দ্র বাবু, আপনি বড় indiscreet and impulsive”. সুরেন্দ্রবাবু চেয়ার হইতে উঠিয়া আসিয়া আমাকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন—“নবীন বাবু আমি এ কার্য্যের জন্য আপনার কাছে বড় কৃতজ্ঞ থাকিব। আমি জানি যে আমি বড় indiscreet and impulsive”। আমি বলিলাম—“তাহার বিশেষ কারণও আছে। স্থিরচিত্তে কোনও বিষয়ের চিন্তা করিবার জন্য আপনার পাঁচটি মিনিট সময়ও নাই।” তিনি বলিলেন—“নবীন বাবু আপনার একথাও ঠিক। আমার খাটনির কথা শুনিলে আপনি আশ্চর্য্য হইবেন। আমি প্রাতে উঠিয়া একটুক চা খাইয়া, দৈনিক পত্রগুলিন দেখিয়া ও দুই একটা প্রবন্ধ লিখিয়া স্নান করি এবং তাড়াতাড়ি ভাত চারটি মুখে গুঁজিয়া দিয়া কলিকাতায় ছুটি, এবং ১০টার ট্রেণে এখানে পঁহুছিয়া, আবার ঘণ্টাখানিক রাশি রাশি পত্রাদির উত্তর

দিই, এবং আবার প্রবন্ধ লিখি। ১২টায় কলেজে যাই, সেখানে ২৷৷০ ঘণ্টা পড়াইতে হয়। তাহার পর এ মিটিঙ্গ, সে মিটিঙ্গ, এ কার্য্যে ও সে কার্য্যে ভাড়াটিয়া গাড়ীতে ঘুরিয়া ঘুরিয়া চারটার ট্রেণে বারাকপুর ফিরি। সন্ধ্যা পর্য্যন্ত পরিবারবর্গ কি দর্শকদের সঙ্গে কাটাইয়া একটুক বিশ্রাম করিয়া আহার করি। তাহার পর রাত্রি বারটা একটা পর্য্যন্ত সংবাদপত্রাদি পাঠ করি ও নানা কার্য্য করি। আমার লোহার মত শরীর, আমার কখনও পীড়া হয় না। তাই আমি এ খাটনি খাটিতে পারি। আমার বিশ্বাস এমন খাটনি এ ভারতবর্ষে কাহারও নাই। কাযেই আমি কোনও বিষয়ের চিন্তা করিবার সময় পাই না।”

আমি বলিলাম—“তাহার ফলে আপনি দেশের প্রকৃত অভাব কি তাহা বুঝিতে পারেন না। কোথায় কোন হার্ড কোন হতভাগাকে দুটা বেশী বেত মারিয়াছে, তাহা লইয়া তোলপাড় করেন। ইহারই নাম “পলিটিকেল এজিটেশন”। এদিকে বাঙ্গালির ঘরে অন্ন নাই, পুকুরে জল নাই। এই চৈত্র বৈশাখ মাসের রৌদ্রে আমি দেখিয়া আসিয়াছি সমস্ত রাণাঘাটব্যাপী লোক জলের জন্য হাহাকার করিতেছে। পিপাসায় ছাতি ফাটিয়া যাইতেছে। পুরাতন পুষ্করিণী ও ইন্দারা সকলই সংস্কারাভাবে বুঁজিয়া গিয়াছে। সংস্কার করিবার শক্তিও এ দুর্মূল্যের দিনে গ্রামবাসী কাহারও নাই। যাহার অবস্থা একটুক ভাল হইয়াছে বা হইতেছে, সে গ্রাম ছাড়িয়া পলায়ন করিয়াছে, ও এখনও করিতেছে, এবং কলিকাতায় কি অন্য নগরে গিয়া বাড়ী করিতেছে। গ্রাম সকল শ্রীহীন জলহীন হইয়া মেলেরিয়ার রঙ্গভূমি হইয়াছে। স্বনাম পরিচিত উলা, সিমলা, মালিপোতা, চাকদহ, গোঁড়পাড়া, জাগুলি, সুবর্ণপুর শ্মশানে পরিণত হইতেছে। যুবতী কুলবধূরা পর্য্যন্ত কলসি লইয়া দুপুর রৌদ্রে চার পাঁচ মাইল হাঁটিয়া নিকটস্থ কোনও ‘বাঁওড়’

হইতে জল আনিতেছে। তাহাও এত দূষিত যে, কলিকাতার পশুরাও তাহা পান করিবে না। এক এক স্থানে জলকষ্ট দেখিয়া আমি অশ্রু সম্বরণ করিতে পারি নাই। বেরেকপুর হইতে রেলে কলিকাতায় আসেন, কলিকাতা হইতে রেলে বেরেকপুরে ফিরিয়া যান। দেশের অবস্থা কলিকাতাবাসী আপনারা কিছুই জানেন না। নেশনেল কংগ্রেস, স্বায়ত্ত শাসন ইত্যাদি "দিল্লীকা লাড্ডু" শিকায় তুলিয়া রাখুন। এখন কিসে দেশের লোকেরা এক মুঠো ভাত ও এক ঘটী পানীয় জল পাইবে তাহার চেষ্টা করুন।"

আমার করুণ বিলাপে সুরেন্দ্র বাবুর চক্ষু ছল ছল করিয়া উঠিল। তিনি উপস্থিত ভদ্রলোকদের চাহিয়া বলিলেন—"কই, আপনারা ত এরূপ জলকষ্টের কথা আমাকে কখনও বলেন নাই।" আমি আবার বিদ্রূপ করিয়া বলিলাম—"তাহা বলিবেন কেন? হার্ড সাহেবের বেত মারার প্রশ্ন কাউনসিলে উঠিলেই যে ভারত উদ্ধার হইবে।" এবার এ তীব্র বিদ্রূপ তাঁহারা নীরবে সহিলেন। বরং একজন বলিলেন যে আমি রাণাঘাটের যেরূপ জলকষ্টের কথা বলিলাম, ডায়মণ্ড হারবারেও সে অবস্থা। বলা বাহুল্য তিনি ডায়মণ্ড হারবারের লোক। সুরেন্দ্র বাবু আমার দিকে কাতরভাবে চাহিয়া বলিলেন—"নবীন বাবু! আমি আপনার হাতে সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করিলাম। এখন হইতে আপনি আমাকে যেরূপে চালাইবেন, আমি সেরূপ চলিব।" আমি সেখানে বসিয়াই জলকষ্ট সম্বন্ধে প্রশ্ন লিখিয়া দিলাম। উহা কাউন্সিলে উঠিল। এ দিকে সমস্ত সংবাদপত্রে আগুণ জ্বালাইলাম। আমি যখন যে কাযে হাত দিতাম, আলিপুরে বসিয়া সমস্ত দিন তৎসম্বন্ধে প্রবন্ধ চারি দিকে ছড়াইতাম। এলেকজেণ্ডার মেকেঞ্জির সিংহাসন টলিল। অনেক লেখালেখির পর প্রতি বৎসর জলকষ্ট নিবারণের জন্য যথেষ্ট

টাকা ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের বজেটে নির্দ্ধারিত করিয়া রাখিতে, এবং প্রত্যেক গ্রামের পানীয় ও অপানীয় পুষ্করিণীর এক রেজেষ্টারি প্রস্তুত করিয়া উক্ত অর্থের দ্বারা অবস্থানুক্রমে গ্রামে গ্রামে জলাভাব দূর করিবার জন্য তিনি আদেশ প্রচার করিলেন। তদবধি 'ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের' বজেটে যে গণ্ডুষ পরিমাণ জলের টাকা রাখা হয়, তাহাও পূর্ব্বে হইত না। এত বৎসর পরে আজ জলকষ্টের যে আন্দোলন উঠিয়াছে, ইহার নামমাত্রও তখন ছিল না।

(২) শিবির ক্লেশ।

সঙ্গে সঙ্গে সবডিভিসনের 'ধর্ম্মাবতার'দের জ্যৈষ্ঠের 'খরায়' শ্রাবণের ধারায় এবং মাঘের শীতে মফঃস্বল ভ্রমণে অর্থী, প্রত্যর্থী, আমলা ও উকিল মোক্তারদের যে অকথ্য দুর্গতি হয় তাহা নিবারণ সম্বন্ধেও হস্তক্ষেপ করিলাম। সার ষ্টুয়ার্ট বেলী আমার পূর্ব্ব আন্দোলনের ফলে আদেশ প্রচার করিয়াছিলেন যে সবডিভিসনাল অফিসারগণ অর্দ্ধ সপ্তাহ মফঃস্বলে থাকিবেন, এবং ফৌজদারী মোকদ্দমা শিবিরে না লইয়া সপ্তাহার্দ্ধ সদরে থাকিয়া তাহার বিচার করিবেন। কাউন্সিলে ও কাগজে আন্দোলন তুলিলাম যে এই আদেশ প্রতিপালিত হইতেছে না। কেবল আমি মাত্র সে আদেশ প্রতিপালন করিয়াছি, এবং তজ্জন্য মিশনারি-ওয়েষ্টমেকটি বিদ্বেষে ঘোরতর দণ্ডিত হইয়াছি। শ্বেতকৃষ্ণ প্রভুরা লোককে উৎপীড়িত করিবার, এবং ভার্ত্তা ভক্ষণ করিবার, এমন সুবিধা ছাড়িবেন কেন? তাঁহারা ঘোরতর প্রতিবাদ করিলেন যে এরূপ আদেশ পালন করা অসাধ্য। কিন্তু আমি যেরূপে তাহা অতি সহজে বড় বড় সবডিভিসনে পালন করিয়াছি, তাহা সংবাদ পত্রে দেখাইলে লাট মেকেঞ্জি তাঁহাদের সমবেত প্রতিবাদ অগ্রাহ্য

করিয়া উক্ত আদেশ প্রতিপালন করিবার জন্য আবার তীব্র আদেশ প্রচার করিলেন। ওয়েষ্টমেকটের বুঝিবার বাকী রহিল না যে এ কার্য্যও আমার। তাহার পর হইতে তিনি আলিপুরের মেজিষ্ট্রেটের কাছে আমার জন্য পূর্ব্বলিখিত স্নেহপূর্ণ সুপারিস সকল পাঠাইতে লাগিলেন। কিন্তু মেকেঞ্জি পীড়িত হইয়া বঙ্গ সিংহাসন অকালে শূন্য করিয়া চলিয়া গেলেন, এবং তাঁহার স্থলে পোড়া কাষ্ঠ (Woodburn) নিয়োজিত হইয়া অবধি উক্ত আদেশ প্রভুরা চাপা দিয়াছেন। পুলিশ ও বিচার বিভাগ স্বতন্ত্র করিবার জন্য ভারত-বিলাতে আন্দোলন চলিতেছে। কিন্তু দেশীয় রাজনৈতিকদের এমন সহজ-নিবারণ-সাধ্য একটি গুরুতর দেশব্যাপী দুর্গতির প্রতি চক্ষু পড়ে না। তাহা পড়িবে কেন? তাঁহারা এখনও বুঝিতে পারেন নাই যে কর্জ্জন-ফ্রেজারি পুলিশ সংস্কারের ন্যায় পুলিশ ও বিচার বিভাগের স্বাতন্ত্র্যও আর একটি অজাযুদ্ধ মাত্র হইবে। যখন জজ, মেজিষ্ট্রেট এবং পুলিশের বড় প্রভুরা তিনজনই গৌরাঙ্গ, তখন প্রোমোশন-সর্ব্বস্ব ডেপুটিগুলিকে মেজিষ্ট্রেটের গোয়াল হইতে জজের গোয়ালে লইয়া গেলে "যে তিমিরে তুমি সে তিমিরে" মাত্র হইবে। এখন এক-মাত্র পুলিশ প্রভুর খাতিরে মেজিষ্ট্রেটেরা ডেপুটিদের গলা টিপেন। তখন পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ও মেজিষ্ট্রেট উভয়ের খাতিরে জজ গ্রীবা নিষ্পীড়নটা দ্বিগুণ করিবেন। যে পর্য্যন্ত বার্ষিক গুপ্ত রিপোর্টের উপর ডেপুটিদের প্রোমোসন নির্ভর করিবে, তাহারা জজের অধীনে থাকুক, আর মেজিষ্ট্রেটের অধীনেই থাকুক, কোথায়ও স্বাধীনভাবে কার্য্য করিতে পারিবে না। কোনও মেজিষ্ট্রেট কোনও ডেপুটির বিরুদ্ধে বাৎসরিক রিপোর্টে, কি 'মাই ডিয়ার কনসৃটম' ডেমি অফিসিয়েল পত্রে, কিছু লিখিলে তাহার নকল ডেপুটি বেচারিকে দিয়া

তাহাকে যদি প্রতিবাদ করিবার অবসর দেওয়া হয়, এবং গবর্ণমেণ্ট গৌরাঙ্গ মেজিষ্ট্রেটের 'প্রেষ্টিজের' (প্রতিপত্তির) দিকে না চাহিয়া যদি ধর্ম্মতঃ বিচার করিয়া তাহার প্রোমোসনের বিঘ্ন না ঘটান, তবেই তাহারা সাহস ও স্বাধীনতার সহিত কার্য্য করিতে পারিবে; তাহাদের কেবল জজের অধীনস্থ করিয়া "দাসত্বের বিনিময়ে দাসত্ব স্থাপন" করিয়া কোনও ফলই হইবে না। তাহাদের জন্য এখানে যে ঘাস আর জল, সেখানেও সে ঘাস আর জল মাত্র হইবে। অধিক কথা কি, এখন সবজজ মুন্‌সেফেরা কি শ্বেতাঙ্গ সম্বলিত মোকদ্দমায় স্বাধীনভাবে বিচার করিতে পারেন? আমার সঙ্গে চট্টগ্রামের একজন 'লেগ্রি' জাতীয় 'টি প্লেণ্টারের' মোকদ্দমা হইয়াছিল। আমার পক্ষে পরিষ্কার মোকদ্দমা। তথাপি সব জজ মহা বিপদে পড়িলেন। তিনি তাহাকে এজলাসে চেয়ার দিয়া জজের মত সম্মান করিয়া বসাইতেন, এবং তাহার কত খোসামুদিই করিতেন! শেষে অনেক ফিকির করিয়া, অনেক চুল-ছেঁড়া-ছিঁড়ি করিয়া, ও আমার সত্যতার ও চরিত্রের প্রতি দোষারোপ পর্য্যন্ত করিয়া তাহাকে ১০০৲ একশত টাকা পরিমাণ অবৈধরূপে ডিক্রি দিলেন, এবং তাহাকে দীর্ঘ সার্টিফিকেট দিয়া অবশিষ্ট দাবি অগ্রাহ্য করিলেন। ঐ হুকুম দিয়াও তাঁহার হৃৎকম্প অবস্থায় আমার উকিলকে ও একজন বন্ধুকে ডাকিয়া বলিলেন,—"লোকটি জজ সাহেবের পরম বন্ধু। তাহার মেয়েরা জজসাহেবের সঙ্গে বেড়ায়। আমি তাহার প্রায় সমস্ত দাবি অগ্রাহ্য করিলাম। না জানি জজসাহেব আমার কি সর্ব্বনাশই করেন। আপনারা আপিলটা খুব ভাল করিয়া চালাইবেন।" যে পর্য্যন্ত আপিল নিষ্পত্তি না হইয়াছিল সে পর্য্যন্ত তাঁহার আর শান্তি ছিল না। তিনি বরাবর আপিলের খবর লইতেন। ইহার পর তিনি যখন শুনিলেন

জজসাহেব সেই ১০০ একশত টাকার দাবিও ডিস্‌মিস্‌ করিয়া আমার পক্ষ সমর্থন করিয়াছেন, তখন তাঁহার মুখ চুণ হইয়া গেল। অতএব চা-করের স্থল মেজিষ্ট্রেট ও পুলিস সুপারিণ্টণ্ডেণ্ট গ্রহণ করিলে ডেপুটিদের কি অবস্থা হইবে, তাহা সহজে বুঝা যাইতে পারে। অথচ কি ফৌজদারি কি দেওয়ানি বিচার বিভ্রাটের প্রধান কারণ 'গুপ্ত রিপোর্ট' ও 'গুপ্ত হত্যা'। ইহার প্রতিকূলে, এবং অন্যান্য সহজসাধ্য বিচার-ক্লেশ নিবারণের জন্য, আমাদের রাজনৈতিকেরা অস্ত্র না ধরিয়া পুলিস ও বিচার বিভাগের স্বাতন্ত্র্যরূপ আর এক 'দিল্লীকা লাড্ডুর' জন্য ক্ষেপিয়া উঠিয়াছেন। এ জন্যই রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রতি লোকের অশ্রদ্ধা হইতেছে, এবং উহাও এরূপ নিষ্ফল হইতেছে।

---

(৩) স্কুলপাঠ্য পুস্তক ও শিক্ষা-বিভ্রাট।

বিশ বৎসর কাল সবডিভিসনাল অফিসারের কার্য্যে আমি গ্রাম্য বিদ্যালয় সকল পরিদর্শন করিয়া বুঝিয়াছিলাম যে ইদানীং বালকের শিক্ষাদান নহে, পাঠ্যপুস্তকের সত্বাধিকারীদের ও তস্য পৃষ্ঠপোষক শিক্ষা-বিভাগের দিগ্‌গজ কর্ম্মচারী বিশেষের স্বার্থসাধনই শিক্ষাবিভাগের একমাত্র উদ্দেশ্য। সাত আট বৎসরের শিশুর পাঠ্য হয় নাই ভূভারতে এমন জিনিসই নাই। দর্শন, বিজ্ঞান, প্রত্নতত্ত্ব, ক্ষেত্রতত্ত্ব, ভূতত্ত্ব, খতত্ত্ব, কাঁটালের আমসত্ব এবং পাঠ্যপুস্তক-প্রণেতাদের প্রেততত্ত্ব সকলই ইহাদের পাঠ্য। শিশুর বয়সের সংখ্যা অপেক্ষা পুস্তকের সংখ্যা বেশী হইয়াছে। কাহারও কাহারও সমস্ত পুস্তক বহন করাও অসাধ্য হইয়াছে। ইহাতে আবার গভীর তত্ত্ব সকলও আছে। এক বিদ্যালয়ের একটি বালক পড়িতে লাগিল—"মানুষ দ্বিপদ। সে দুই পায়ে

হাঁটিয়া চলে।” বল দেখি, এমন নিগূঢ় তত্ত্ব পুস্তকে না পড়িলে কি বালকদের আর শিখিবার উপায় আছে? আমি বালকটিকে জিজ্ঞাসা করিলাম—“আচ্ছা, বল দেখি যাহারা তোমাদের জন্য এরূপ অপূর্ব্ব বহি লিখিয়াছে সেই গ্রন্থকারগণ কয়পদ?” শিশু গ্রন্থকার শব্দ শুনিয়া ভাবিল কোনও জন্তু বিশেষ হইবে। সে উত্তর করিল—“তাহারা চতুষ্পদ!!” আমি বলিলাম—“ঠিক!” শিক্ষকগণ হাসিয়া উঠিলেন। আমি প্রধান শিক্ষককে জিজ্ঞাসা করিলাম—“এরূপ এক রাশি বহি পড়াইয়া কি ফল?” তিনি বলিলেন—“শিশুদের মুণ্ডপাত।” তাঁহার কাছে শুনিলাম প্রত্যেক বহির পশ্চাতে এক এক জন শিক্ষা বিভাগের কর্ম্মচারীর ছায়া আছে। কর্ম্মচারীরা তাহাদের শালা ভগ্নীপতিদের দ্বারা, কি তাহাদের নামে এ সকল পুস্তক সংকলন করাইয়াছেন, এবং তাঁহাদের নিজের বা আশ্রিতের প্রেসে ছাপাইয়াছেন। পরের পুস্তক হইতে অধিকাংশ স্থলে এ সকল ‘পাঠ্য’ বা আপাঠ্য পুস্তক সঙ্কলিত বা চুরিকৃত। দেখিলাম আমার কাব্যাবলী হইতেও অনেক অংশ উদ্ধৃত হইয়াছে, অথচ আমি তাহার কিছুই জানি না। সঙ্কলনকারীর নামও কখন শ্রবণ করি নাই। আমি হেমবাবুর কাছে এই চুরি নিবারণ জন্য প্রস্তাব করিলাম যে কলিকাতা গেজেটে বিজ্ঞাপন দিব যে আমাদের অনুমতি ভিন্ন যাহারা এরূপ তস্করতা করিবে, আমরা তাহাদের নামে ফৌজদারী অভিযোগ উপস্থিত করিব। জীবিত কবিদের মধ্যে এই তস্করদের শিকার তখন আমরা দুজন। ‘রবি’ তখনও উদিত হন নাই। হেম বাবু লিখিলেন যে তাঁহার কাব্যাবলী অতি অল্পই বিক্রয় হয়, অতএব এই তস্কর-বৃত্তির দ্বারা তিনি বিশেষ ক্ষতিভাজন নহেন। আমাকে ঐরূপ বিজ্ঞাপন দিয়া এই ঘৃণিত ব্যবসায় বন্ধ করিতে পরামর্শ দিলেন। আমি তদনুসারে কলিকাতা গেজেটে বিজ্ঞাপন দিলাম। তাহাতে

চারি দিক হইতে সকরুণ পত্র সকল আসিতে লাগিল। কলিকাতা অঞ্চলের শিক্ষা বিভাগের দক্ষিণহস্ত-রক্ষিত একজন "খ্যাতনামা" স্কুলপাঠ্য সঙ্কলনকারী লিখিলেন—"আপনার শিক্ষক জগদীশ তর্কালঙ্কার মহাশয় আমার স্বগ্রামবাসী। তিনি আমাকে একবার বলিয়াছিলেন যে আপনি আপনার পুস্তক হইতে কবিতা উদ্ধৃত করিতে আমাকে অনুমতি দিয়াছেন। আমি তদনুসারে পঁচিশ বৎসর যাবৎ আপনার কবিতা উদ্ধৃত করিয়াছি। এখন আমার ৫০০০ পাঁচ হাজার বহি যন্ত্রস্থ। দোহাই আপনার! এ যাত্রায় আমাকে অনুমতি দেন। আমি আর এমন কর্ম্ম করিব না।" আমি উত্তরে লিখিলাম—"আপনি এক প্রকার স্বীকার করিয়াছেন যে আমার অনুমতি না লইয়া আমার কবিতা আপনি যদৃচ্ছা পঁচিশ বৎসর কাল উদ্ধৃত করিয়াছেন, এবং শুনিয়াছি এই সঙ্কলিত পাঠ্য পুস্তকের দ্বারা আপনি একজন বড় মানুষ হইয়াছেন। কিন্তু যাহাদের মস্তিষ্ক চুরি করিয়া আপনি শিক্ষাবিভাগের কৃপায় এরূপ ধনী হইয়াছেন তাহাদের কি একটি সিকি পয়সাও দিতে আপনার কর্ত্তব্য বোধ হয় নাই? এত দিন পরেও আমার অনুমতি চাহিতে আপনি আমাকে কিছু দেওয়া উচিত বিবেচনা করেন নাই। অতএব এরূপ কৃপাপাত্রকে অনুমতি না দিয়া কি করিব?" ইহার পর হইতে দেখিলাম যে তিনি আমার কবিতা বাদ দিয়াছেন। অথচ তাঁহার পুস্তক পূর্ব্ববৎ সমানভাবে বিদ্যালয়ে চলিতেছে। লাভের মধ্যে পূর্ব্বে বালকেরা আমাকে যাহা একটুক কবি বলিয়া জানিত, এখন তাহাদের কাছে আমার নাম লুপ্ত। শুনিলাম এরূপ পুস্তক কোনও গুণ বিশেষের জন্য বিদ্যালয়ের পাঠ্য হয় না। হয় কেবল পুস্তক সঙ্কলনকারী নিজে শিক্ষা-বিভাগের কোনও ক্ষমতাশালী কর্ম্মচারী, কিম্বা তস্য শ্যালক বা আত্মীয় বলিয়া। শুনিলাম বিদ্যালয়ের পাঠ্য পুস্তক "টেক্সট

বুক কমিটির” ত্রিমূর্ত্তির একচেটিয়া ব্যবসায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। উক্ত কমিটির সভাপতি পুণ্যশ্লোক জষ্টিস গুরুদাস বন্দোপাধ্যায়। তিনি একটি কীট পতঙ্গের মনেও ক্লেশ দিতে চাহেন না। এই ত্রিমূর্ত্তি তাঁহার আত্মীয়। ইহারা তাঁহার সদাশয়তার ফলে কলিকাতায় বাড়ীর উপর বাড়ী, তালার উপর তালা এই ঘৃণিত ব্যবসায়ের দ্বারা শিশুরক্তমাংসে নির্ম্মাণ করিতেছে। আমার “পলাশির যুদ্ধ” প্রকাশিত হইবার অল্প দিন পরেই আমি অকস্মাৎ পূর্ব্ব-বঙ্গের ইন্‌স্‌পেক্টার মিঃ মার্টিন হইতে এক টেলিগ্রাম পাই যে আমার ‘পলাশির যুদ্ধ’ পূর্ব্ববঙ্গের ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার পাঠ্য নির্ব্বাচিত হইয়াছে। আমি তখন ছাত্রবৃত্তি কাহাকে বলে, তাহার পাঠ্যনির্ব্বাচনের অর্থ কি, তাহাও জানিতাম না। আমি তখন মাত্র প্রথমবার চট্টগ্রাম কমিশনারের পার্শনেল এসিষ্ট্যাণ্ট হইয়াছি। আমার সেরেস্তাদার মহাশয় পূর্ব্ববঙ্গের লোক, তাঁহাকে টেলিগ্রাম দেখাইলে, তিনি আমাকে বলিলেন, আমি ইহাতে আট দশ হাজার টাকা পাইব। আমি তখন ইংরাজী windfall শব্দটির অর্থ বুঝিলাম। সময় সময় বুঝি এরূপে বাতাসে মানুষের সৌভাগ্য আনিয়া দেয়। অন্ততঃ বিদ্যুতে দুই দুইবার আমাকে এরূপ সৌভাগ্য আনিয়া দিয়াছে। দুইবার এরূপে “পলাশির যুদ্ধ” স্কুলে পাঠ্য হইল। কিন্তু তাহার পর চুপ। কয়েক বৎসর পরে পূর্ব্ববঙ্গের তদানীন্তন ইন্‌স্পেক্টার বাবু দীননাথ সেন ফেনী স্কুল পরিদর্শনে আসিলে আমি তাঁহাকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি বলিলেন যে দুইবার আমার পুস্তক স্কুলপাঠ্য হওয়ায় “টেক্সটবুক কমিটি” নিয়ম করিয়াছেন যে তাঁহাদের দ্বারা এক পাঠ্য তালিকা প্রচারিত হইবে, এবং ইন্‌স্‌পেক্টারগণ সেই তালিকাভুক্ত পুস্তকই কেবল স্কুলপাঠ্য করিতে পারিবেন। তিনি বলিলেন এ কৌশল সেই ত্রিমূর্ত্তির। তাহার ফলে পূর্ব্ব-বাঙ্গলার কোনও লেখকের কি সঙ্কলন-

কারীর পুস্তক আর স্কুলপাঠ্যতালিকা ভুক্ত হইতেছে না। পশ্চিম বাঙ্গালারও ঐ ত্রিমূর্ত্তির নিজের, কি শালা, ভগ্নীপতি বা উচ্ছিষ্টভোজীর পুস্তক ভিন্ন অন্য কাহারও পুস্তক তালিকায় স্থান পায় না। দীন বাবু বলিলেন, তিনি "পলাশির যুদ্ধ" তালিকাভুক্ত করিতে বহুবার রিপোর্ট করিয়াছেন, কিন্তু কোনও উত্তর পর্য্যন্ত পান নাই। আরও শুনিলাম যে সঙ্কলিত খণ্ড কবিতা ভিন্ন কোনও কাব্য স্কুলপাঠ্য তালিকায় উঠে না, কারণ ত্রিমূর্ত্তিরদের নিজের কি শালাদের কাব্য প্রণয়ন করিবার শক্তি নাই। তখন আমার কর কণ্ডূয়ন উপস্থিত হইল। এই ঘৃণিত চাতুরী ভেদ করিবার জন্য আমার "অবকাশ রঞ্জিনীর" কয়েক পৃষ্ঠা বদলাইয়া এক পত্রসহ "টেক্সট্ বুক কমিটির" কাছে পাঠাইলাম। যে সকল পৃষ্ঠায় রাজনীতির কি আদিরসের গন্ধ ছিল তাহা বদলাইলাম, এবং পত্রে লিখিলাম—আমাদের খণ্ড কবিতা যাহারা উদ্ধৃত করে, তাহাদের সঙ্কলিত পুস্তক পাঠ্য হইতেছে, অথচ কাব্যকার আমাদের মূল গ্রন্থ পাঠ্য হয় না। এরূপ তস্করতার প্রশ্রয় দিয়া 'টেক্সট্ বুক কমিটি' এক দিকে গ্রন্থকারদের ক্ষতি, ও অন্যদিকে প্রকৃত সাহিত্যের অবনতি ঘটাইতেছেন। যদি কেবল খণ্ড কাব্য স্কুলপাঠ্য করা তাঁহাদের শিক্ষানীতি হইয়া থাকে, তবে, আমার 'অবকাশরঞ্জিণী'ও খণ্ড কবিতাগ্রন্থ। উহা হইতে বহু কবিতা সঙ্কলনকারীরা স্কুলপাঠ্য পুস্তকে উদ্ধৃত করিয়াছেন। অতএব উহা পাঠ্য করিলেও উক্ত নীতির অবমাননার সম্ভাবনা নাই। বলা বাহুল্য ইহার কোনও উত্তর পাইলাম না।

রাণাঘাটে 'ত্রিমূর্ত্তির' আদি বা বিরাট মূর্ত্তির সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হইল। তিনি কার্য্যোপলক্ষে রাণাঘাটে আসিয়াছিলেন। 'পলাশির যুদ্ধ' তাঁহাদের তালিকায় স্থান পায় না কেন জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন— "আপনার 'পলাশির যুদ্ধ' বাঙ্গলার classic (আদর্শ গ্রন্থ)। উহা কি

বালকের পাঠোপযোগী হইতে পারে ?" কলিকাতায় বদলি হইয়া অন্য দুই মূর্ত্তির সঙ্গে সাক্ষাৎ হইলে একজন বলিলেন—"ভায়া হে! তোমার বহিতে স্থানে স্থানে Political hit (রাজনৈতিক ঠেস) আছে।" আর একজন বলিলেন—"আপনার বহির অপেক্ষা উৎকৃষ্ট বালকদের পড়িবার বহি আর কি হইতে পারে ? তবে স্থানে স্থানে আদিরস আছে। তাই যা আপত্তি।" কিন্তু গুরুদাস বাবু আসল কথা খুলিয়া বলিলেন— "আপনি 'টেক্সট্ বুক্ কমিটিকে' যে পত্র খানি লিখিয়াছিলেন, তাহা কি ভুলিয়া গিয়াছেন ? উহার দ্বারা কি আপনি কমিটির অপমান করিয়াছিলেন না ? অতএব কমিটি আপনার প্রতি ত সদয় হইবার কথা নহে। যাহা হউক 'পলাশির যুদ্ধ' খানি আর একবার 'টেক্সট্ বুক কমিটির' কাছে পাঠাইয়া দিবেন।" কলিকাতায় আসিয়া দেখিলাম 'টেক্সট্ বুক কমিটির' নীচাশয়তা ও স্বার্থপরতার কলঙ্কে নগর পরিপূর্ণ। কোনও গ্রন্থকার বহি লইয়া গেলে ত্রিমূর্ত্তিরা না কি এ পর্য্যন্ত বলিতেন—"ছি! কি বিশ্রী কাগজে ছাপা! অমুকের দোকান হইতে কাগজ না কিনিয়া অমুক প্রেসে না ছাপাইলে কি তাহা স্কুলপাঠ্য হইবার যোগ্য হইতে পারে ?" রাশি রাশি তাঁহাদের নিজের স্বনামা ও বিনামা বহি স্কুলপাঠ্য হইতেছে। উহা নির্ব্বাচিত হইবার সময়ে যাহার পুস্তক তিনি কমিটির বাহিরে যান, আর অন্য দুই মূর্ত্তি জোর করিয়া তাহা পাশ করান! নিমা দত্ত বলিয়াছিল—"বলরাম দাদার চোকে কাপড় বাঁধিয়া জগন্নাথ সুভদ্রা দিদির সঙ্গে বিহার করেন।" ফলতঃ শ্রাদ্ধ এত দূর গড়াইয়াছে, যে ত্রিশ বত্রিশ জন স্কুলপাঠ্য পুস্তকলেখক 'টেক্সট্ বুক কমিটির' কলঙ্কপূর্ণ এক আবেদন গবর্ণমেণ্টে প্রেরণ করিয়াছেন।

আমি কলিকাতায় আসিয়া এই শিশুরক্ত-শোষন, এবং তাহাদের দরিদ্র অভিভাবকদের কৃৎস্নসাধ্য-মুষ্ঠ্যন্নপহরণরূপ মহাপাতক নিবারণ

ব্রতেও হস্তক্ষেপ করিলাম। সুরেন্দ্র বাবু ও আনন্দমোহন বসুর দ্বারা কাউন্‌সিলে প্রশ্নের দ্বারা, ও দৈনিক ও সাপ্তাহিক সংবাদ পত্রে প্রবন্ধের দ্বারা, 'টেক্সট্‌বুক্‌ কমিটির' ও শিক্ষা বিভাগের এই কুকীর্ত্তি উদ্‌ঘাটিত করিতে লাগিলাম। লেঃ গবর্ণর মেকেঞ্জির চক্ষু খুলিয়া গেল, তিনি আমাদের চেষ্টার প্রতি সহানুভূতি দেখাইতে লাগিলেন। 'টেক্সট্‌বুক কমিটির' শ্রীমতী রাধিকা ও তাঁহার পদবল্লভধারী কৃষ্ণ নষ্টচন্দ্র ও তস্য বাহন গজেন্দ্র বা গরুড়েন্দ্রের অন্তর্দাহে, অন্য দিকে ঘৃণাযুক্ত উপহাসের হাসিতে কলিকাতা তোলপাড় হইল। একদিন জষ্টিস্‌ গুরুদাস বাবু আমাকে বলিলেন যে 'টেক্সট্‌বুক্‌ কমিটির' বিরাট পুরুষ তাঁহার কাছে দুঃখ করিয়া বলিয়াছেন যে আমি তাঁহার মৃত ভ্রাতার বন্ধু হইয়াও তাহার একখানি বহির প্রতিকূলে প্রশ্ন করাইয়া তাহার বিধবা পত্নীর মুখের গ্রাসটি নষ্ট করিতেছি। আমি বিস্মিত হইলাম, কারণ আমি চিরদিন কার্য্যের প্রতিকূলে প্রতিবাদ করি, কিন্তু কোনও ব্যক্তির প্রতিকূলে অস্ত্র ধরি না। গুরুদাস বাবু যে প্রশ্নের কথা বলিলেন, আমি বলিলাম আমি সেই প্রশ্নের বিষয় কিছুই অবগত নহি। তিনি ইচ্ছা করিলে সুরেন্দ্র বাবুকে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন। তাঁহার অনুরোধমতে আমি সুরেন্দ্র বাবুর কাছে গেলে, তিনি বলিলেন উক্ত প্রশ্ন একজন ব্রাহ্ম তাঁহাকে দিয়াছিলেন এবং এবার 'টেক্সট্‌বুক কমিটির' আসল মহাপাপীটি ধরা পড়িয়াছে। বিষয়টি এই। আমি এক প্রশ্ন করিয়াছিলাম—কোনও বহি স্থায়ীরূপে স্কুলপাঠ্য করা গবর্ণমেণ্ট অনুমোদন করেন কি না? তাহার উত্তরে সেই প্রধান ব্যক্তি, যিনি শিক্ষা বিভাগের সর্ব্ব শক্তিমান পুরুষ, এবং ডিরেক্টারের দক্ষিণ হস্ত, গবর্ণমেণ্টের দ্বারা উত্তর দিয়াছিলেন, যে সকল পুস্তকই সময়ে সময়ে পরিবর্ত্তন করা হয়। তখন আমরা সমস্ত স্কুলপাঠ্য পুস্তকের তালিকা চাহি, এবং কোনটি কতকাল

আছে, কোন প্রেসে ছাপা হইয়াছে তাহা জানিতে চাহি। এই তালিকায় উক্ত মহাপুরুষ মহাসঙ্কটে পড়িলেন। প্রায় সমস্ত বহিই তাঁহার প্রেসে ছাপা। কেবল তাহা নহে, তাঁহার ভ্রাতার এক বহি "কায়েমি" পাঠ্য! এখন উহা যদি "কায়েমি" বলিয়া দেখান হয়, তবে তাহার পুত্রপৌত্রাদি ক্রমে ভোগ দখলের "মৌরসি" সত্ত্ব উঠিয়া যায়। অতএব তিনি এই বহিখানির পার্শ্বে ক্ষুদ্র অক্ষরে parmanent "কায়েমি" শব্দটি লিখিয়া দিয়াছেন। আমি উহা লক্ষ্য করিয়াছিলাম। কিন্তু এক দিকে ব্যক্তিগত আক্রমণ আমার নীতি নহে, দ্বিতীয়তঃ শিক্ষা প্রণালী সংস্কার সম্বন্ধে আমি যে তুমুল আন্দোলন তুলিয়াছিলাম, এই মহাপুরুষ তাহাতে ভয়ে ভয়ে কিঞ্চিৎ সহানুভূতি দেখাইতে ছিলেন। অতএব আমি আর এ বিষয়ে কিছু গোলযোগ করি নাই। কিন্তু ব্রাহ্মভায়া আসিয়া উহা ধরাইয়া দিয়াছেন। এই প্রশ্ন পাইয়া মেকেঞ্জি চটিয়া লাল হইয়াছেন, কারণ কোনও পুস্তক 'কায়েমি' নাই বলিয়া তিনি কাউনসিলে পূর্ব্বে উত্তর দিয়াছেন। এখন তিনি এ তালিকার দ্বারা মিথ্যুক প্রমাণিত হইয়াছেন। তিনি শিক্ষাবিভাগে আগুণ জ্বালাইয়াছেন। কেন কাউনসিলে ডিরেক্টার এ মিথ্যা উত্তর, তাহার পর এই জুয়াচুরিপূর্ণ তালিকা পাঠাইয়াছেন, তাহার জন্য ঘোরতর অসন্তোষ প্রকাশ করিয়া কৈফিয়ৎ চাহিয়াছেন। ডিরেক্টার তাঁহার দক্ষিণ হস্ত কাটিতে অসি তুলিয়াছেন। তাই দক্ষিণ হস্তের বিধবা ভ্রাতৃবধূর মুখের গ্রাস বিপন্ন। আমি তখন দক্ষিণ হস্ত মহাশয়কে লিখিলাম যে এ কার্য্য আমার নহে, উহা কোনও স্কুলপাঠ্য-লেখক ব্রাহ্মভায়ার ভ্রাতৃপ্রেম। তিনি আমাকে দীর্ঘ ধন্যবাদ দিয়া এ পত্রের উত্তর দিলেন, এবং লিখিলেন যে এই মারাত্মক প্রশ্ন আমার নহে শুনিয়া তাঁহার বুক হইতে একখানি পাথর নামিয়া গেল। যাহা হউক প্রশ্নটি না জিজ্ঞাসা

করিবার জন্য আমি গুরুদাস বাবুর প্রবর্ত্তনায় সুরেন্দ্র বাবুকে বিশেষ অনুরোধ করিয়াছিলাম। তাহার পর দিন কাউনসিলের অধিবেশন। তিনি বলিলেন প্রশ্ন প্রতিহারের সময় নাই। অতএব প্রশ্ন কাউনসিলে উঠিল এবং গবর্ণমেণ্ট উক্ত permanent 'কায়েমি' শব্দটি ভুল বলিয়া স্বীকার করিলেন। বিধবার মুখের গ্রাস পঁচিশ ত্রিশ বৎসর পরে খসিয়া পড়িল। কিন্তু ইতিমধ্যেই বিধবা বা "দক্ষিণহস্ত মহাশয়" প্রায় লক্ষ টাকা পাইয়াছেন। অতএব বিধবাটি কুম্ভকর্ণ কিম্বা 'দক্ষিণ হস্তের' তুল্য বৃহৎ ক্ষুধাগ্রস্ত না হইলে, তাঁহার গ্রাসের বড় অভাব হইবার কথা নহে।

এ সময়ে আবার কাটা ঘায়ে নুণের ছিটা পড়িল। আমার "পলাশির যুদ্ধের" এ সময়ে একটা নুতন সংস্করণ হইতে ছিল। আমি এই সুযোগে যে যে স্থানে রাজনৈতিক গন্ধ, কি আদিরসের ছায়া ছিল, তাহা বাদ দিয়া সঙ্গে সঙ্গে একটা সংক্ষিপ্ত সংস্করণ ছাপিয়া তাহার বিশ কপি 'টেক্সট্ বুক কমিটির' কাছে পাঠাইলাম। এবার ত্রিমূর্ত্তি বড়ই মুস্কিলে পড়িলেন। কমিটিতে তিনজনে তুমুল বিতণ্ডা তুলিলেন। তাঁহারা কোনও মতে এ অপাঠ্য বহি স্কুলপাঠ্য তালিকাভুক্ত হইতে দিবেন না। তাহা হইলে একদিকে পূর্ব্ববঙ্গের লোক আসিয়া তাঁহাদের একচেটিয়া বাণিজ্যে প্রবেশ লাভ করিবে, অন্য দিকে মৌলিক কাব্য পাঠ্য হইলে, তাহাত তাঁহাদের, কি তাঁহাদের শালাসম্বন্ধীর লিখিবার সাধ্য নাই। কাযেই এ সুখের ব্যবসাটা, যাহাতে কয়েক বৎসরের মধ্যে শিশুরক্ত ও মাংসে তাঁহাদের কোটাবালাখানা হইয়াছে, একেবারে মারা যাইবে। কিন্তু এবার গুরুদাস বাবু দৃঢ় হইয়া রহিলেন, এবং হর প্রসাদ শাস্ত্রী প্রভৃতি কয়েকজন তাঁহার পক্ষাবলম্বন করিলেন। কাযেই কমিটির শিশু-শোণিত-শোষী ত্রিবিক্রম পরাভূত, এবং

তাঁহাদের শিশুরক্তপোষিত দলপতি ধরাশায়ী হইলেন। কমিটির সভাতলে যেন ধবলাগিরির শৃঙ্গ ভাঙ্গিয়া পড়িল। হাসিতে হাসিতে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী আমার ১০ নং গোমেস লেনের বাড়ীতে আসিয়া আমাকে এই সংবাদ দিলেন। কমিটির বিরাট পুরুষ মহাদেব, তাঁহার দুই সহচর নন্দি ও ভৃঙ্গি। নন্দিকে তাঁহার কাব্যে রবি বাবু "হিংটিংছট্" উপাধি দিয়া, এবং তাহার বামনরূপ বর্ণনা করিয়া অমরত্ব প্রদান করিয়াছেন। নন্দি ক্রোধ সম্বরণ করিতে পারিলেন না। এই পরাজয়ে মর্ম্মাহত হইয়া পর দিবস প্রাতে আমার মস্তকে পত্ররূপী এক শূল নিক্ষেপ করিলেন। বোধ হয় রাত্রিতে তাঁহার নিদ্রা হয় নাই। এই বহুমূল্য পত্রখানি উদ্ধৃত করিলাম, কারণ ইহাতে আমার ঘোরতর ভবিষ্যৎ বিপদের অঙ্কুর নিহিত ছিল।

৺ ৫ নং ——— ——— ———

২৩ এ অগ্রহায়ণ—১৩০৩

নবীন,

টেক্সটবুক্ কমিটির সংস্রবে আমি তোমার "পলাশির যুদ্ধের" প্রতিকূলে মত দিয়াছিলাম। তোমার পুস্তকে বালকদিগের অনুপযোগী অনেক কথা দেখিয়াছিলাম। তন্মধ্যে কেবল সেই গোরার গানের কথা তোমাকে বিশেষ করিয়া বলিয়াছিলাম। আরও আপত্তিজনক কথা আছে ইহাও তোমাকে বলিয়াছিলাম—কি কি তাহা বলি নাই। তুমি যখন স্কুল সংস্করণ প্রস্তুত কর, তখন আমাকে দেখাইয়াও লও নাই। তোমার স্কুল সংস্করণে অনেক আপত্তিজনক কথা আছে। তথাপি কমিটীতে যখন স্কুল সংস্করণ পেশ হয়, তখন আমি এই মাত্র বলিয়াছিলাম যে ইহাও আমার অনুমোদিত নহে, তবে অপর সকলে যদি অনুমোদন করেন তাহা হইলে আমি প্রতিকূলতা করিব না। স্কুল সংস্করণ সেই জন্য বিনা আপত্তিতে অনুমোদিতও হইয়াছিল। আরও এক কথা। আমি তোমার 'পলাশির যুদ্ধ' বুঝিতে পারি না। 'পলাশির যুদ্ধে' মুসলমান বাঙ্গলা হারাইল। হিন্দুর তাহাতে উচ্ছ্বাস কিসের ও কেন? মোহনলালই বা দুঃখ করে কেন?

মুসলমানের চাকর বলিয়া? তুমি হিন্দু, সেটা কি তোমার গায়ে সয়? আর মোহন লালের মুখে ওরূপ আক্ষেপোক্তি দিয়া তুমি কি বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের প্রতি disloyalty দেখাও নাই? বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের প্রতি disloyaltyর ভাব তোমার পুস্তকের আরও কয়েক স্থানে স্পষ্টতঃ না থাকুক, একটুক প্রচ্ছন্নভাবে আছে। এ কথাটা কিন্তু আমি কমিটিকে জানাই নাই। (ক)

পলাশির যুদ্ধ সম্বন্ধে হিন্দুর মনে ভাবের তরঙ্গ কেন উঠে বুঝিতে পারি না। জনকতক হিন্দু বাঙ্গালাটা ইংরাজকে ধরিয়া দিয়াছিল বলিয়া কি? যদি তাহাই হয়, তুমি কি সত্য সত্যই বিশ্বাস কর যে পলাশিতে ইংরাজ হারিলে বাঙ্গালায় বা ভারতে হিন্দুরাজ্য স্থাপিত হইত? যদি সেই বিশ্বাসেই পলাশির যুদ্ধ লিখিয়া থাক, তাহা হইলে অভিপ্রায়টা যে একেবারেই ফুটাইতে পার নাই ইহা বলিতে হইতেছে। আরও অনেক রকমে পলাশির যুদ্ধ বুঝিবার চেষ্টা করিয়াছি, কিন্তু বুঝিতে পারি নাই।

এ সব কথা ছাড়িয়া দিলেও যাহা লিখিয়াছ শুদ্ধ তাহা দেখিলেও মনে হয় যে পলাশির যুদ্ধ বালকের পাঠ্য হওয়া উচিত নয়। (খ) ঐ সব রাজনীতিক মন্ত্রণা, ষড়যন্ত্র ইত্যাদি সরল সাদা প্রাণ শিশুকে বুঝিতে দেওয়া ভাল কি? আর বুঝিতে বলিলেই কি সে তাহা বুঝিতে পারিবে? ও সব বুড়া ছেলেদের দিলে সাজে, কচি ছেলে যাহারা মলা, মন্ত্রণা, ষড়যন্ত্রের নাম পর্য্যন্ত শুনে নাই, তাহাদের কচি সাদা মনে, ঐ সব পাপের কথা ঢালিয়া দিয়া যন্ত্রণা দেওয়া কেন? ইতি।

শ্রী ——————

আমি ইহার এই উত্তর দিলাম।

১০ গোয়েস লেন।

১৬।১২।৯৬

দাদা মহাশয়,

আপনার পত্র পাইয়া অনুগৃহীত হইলাম। আমি ইহার কি উত্তর দিব?

‘পলাশির যুদ্ধ’ প্রকাশিত হইয়াছে আজ বিশ বৎসর। বঙ্গের শিক্ষিত আবাল বৃদ্ধ সকলেই বোধ হয় উহা পড়িয়াছেন, এবং উহা ইতিপূর্ব্বেও দুইবার পূর্ণানয়নে পাঠ্য পুস্তক

(ক) কি উদারতা!

(খ) কেবল তাঁহার সরস ও সরেস ‘নূতন কাঠ’ যাহাতে দারোগার মোকদ্দমার কেচ্ছা আছে, তাহাই পাঠ্য।

হইয়াছিল। অতএব এখনও যে উহার সম্বন্ধে, বিশেষতঃ আপনার অভিপ্রায়ানুসারে প্রকাশিত বিদ্যালয়ের পাঠ্য সংস্করণ সম্বন্ধেও, আপনার এতগুলিন ভুল ধারণা রহিয়াছে, উহা কাব্য ও কাব্যকার উভয়েরই দুর্ভাগ্য বলিতে হইবে।

যাহা হউক 'পরিষদের' গত অধিবেশনে শিক্ষা সমিতির আবেদন পত্র যেরূপ সংশোধিত হইয়াছে, বোধ হয় "পলাশির যুদ্ধ" আর বিদ্যালয়ের পাঠ্য হইবে না।

ভরসা করি আপনার অসুখ সারিয়াছে এবং এখন আপনি সুস্থ শরীরে সুখে আছেন। কলিকাতার সাহিত্যসেবীদের মধ্যে আপনার অপেক্ষা আমার পুরাতন পরিচিত আর কেহ নাই। সেই প্রীতি হইতে যেন বঞ্চিত না হই।

প্রীতিপ্রার্থী

শ্রীনবীনচন্দ্র সেন।

এই মহাপুরুষই 'পলাশির যুদ্ধ' প্রকাশিত হইবার কিছু দিন পরে তাহার রচয়িতার সঙ্গে জষ্টিস গুরুদাস বাবুকে ধরিয়া পরিচিত হইয়া তাহার কত গুণানুবাদ করিয়াছিলেন। স্বার্থে আঘাত লাগিলে মানুষ বৃদ্ধ বয়সেও এরূপ অন্ধ হয়! আমি পত্র খানি গুরুদাস বাবুর কাছে পাঠাইলাম। সাহিত্য পরিষদের শিক্ষাসমিতির প্রত্যেক অধিবেশনে আমি এই স্কুল পাঠ্য 'একচেটিয়া ব্যবসায়ে' ও শিক্ষা প্রণালী সংস্কারে হাত দিয়াছি বলিয়া এই মহাপুরুষ আমার প্রতি দুর্ব্যবহার করিতেছিলেন। তিনি গুরুদাস বাবুর বন্ধু। গুরুদাস বাবুকে আমি দেবতার মত ভক্তি করি! গুরুদাস বাবুর অনুরোধে আমি তাহা নীরবে সহিতেছিলাম। অতএব এই অপূর্ব্ব পত্রখানি আমি গুরুদাস বাবুর কাছে পাঠাইলাম, এবং লিখিলাম যে আমি ইঁহার সমস্ত কুকীর্ত্তি উচ্ছেদ করিয়া এই পত্র সমস্ত সংবাদ পত্রে ছাপিয়া দিব। গুরুদাস বাবু হাইকোর্ট হইতে ফিরিবার সময়ে আমার গৃহে আসিলেন, এবং আমার দুই হাত ধরিয়া বলিলেন যে তাঁহার বন্ধুর মাথা খারাপ হইয়াছে। তাঁহার বিশেষ অনুরোধ আমি যেন পত্র খানি না ছাপাই। আমি বুঝিলাম 'টেক্সট্-

বুক কমিটির' এ ত্রিমূর্ত্তির কলঙ্ক একে ত দেশে কাণ পাতিবার যো নাই, তাহাতে যদি আমি প্রকাশ্য সংবাদ পত্রে তাহা লিখিয়া হাটের মাঝে এই হাঁড়ি ভাঙ্গি, তবে উক্ত কমিটির সভাপতি স্বরূপ গুরুদাস বাবুও কতক পরিমাণে সেই কেলেঙ্কারির জন্য দায়ী হইবেন। তিনি বলিলেন যে তিনি উক্ত সভাপতিত্ব ছাড়িয়া দিবেন স্থির করিয়াছেন। আমি বলিলাম,—আমি বামন মহাশয়ের ব্যবহার যে হাসিয়া উড়াইয়া দিই তাহা তিনি দেখিয়াছেন। আমিও মনে করি যে স্বার্থের আঘাতে তিনি ক্ষেপিয়াছেন, কিন্তু আমার আশঙ্কা যে লোকটি যেরূপে পারে আমার ঘোরতর অনিষ্ট করিবে। লোকে বলে কবিরা ভবিষ্যতজ্ঞ। এরূপে অনেকবার ভবিষ্যত-ছায়া আমার হৃদয়ে পড়িয়াছে। গুরুদাস বাবু বলিলেন যে তিনি তাহাকে ঠাণ্ডা করিয়া দিবেন, এবং আমার কাছে বামনের দ্বারা ক্ষমা চাহিয়া পত্র লেখাইবেন। তাহার দুই একদিন পরে আমি এই সরলতা পূর্ণ পত্র পাইলাম।

৫ নং——

৪ঠা পৌষ ১৩০৩।

ভাই নবীন,

আমি কখনও কাহারও সহিত কলহ করি নাই। কখন কাহারও সম্বন্ধে মনে অসদ্ভাব পোষণ করি নাই। ওরূপ করা আমি পাপ মনে করি। ওরূপ করিতে আমি পারিয়া উঠি না। যাঁহাকে আমি অত্যন্ত ভালবাসিয়াছি, আমার সাক্ষাতে তিনি আমাকে যৎপরোনাস্তি অপমান করিয়াছেন, মনঃকষ্ট দিয়াছেন—কিন্তু তাঁহার সম্বন্ধে আমার মনের ভাব একটুক পরিবর্ত্তিতও হয় নাই। দুই দিনের জন্য আসিয়া মনোমালিন্য কেন? মরিয়া গেলে মানও যাইবে অপমানও যাইবে। তবে অপমানিত হইলাম বলিয়া রাগ করি কেন? আর আমি যদি প্রকৃত মানী হই, তবে আমার অপমানই বা করে কে? তুমি আমার কাছে আগেও যেমন ছিলে, এখনও তেমনি আছ? যতদিন বাঁচিব ততদিন থাকিবে। আর আমার ইচ্ছা, তোমার কাছে আমি আগেও যেমন ছিলাম, চিরকাল যেন তেমনি থাকি।

তোমার বয়স ও জ্ঞান যেমন বৃদ্ধি হইতেছে তুমি তেমন ঠাণ্ডা হইতেছ না দেখিয়া তোমার দাদা বলিয়া তোমাকে এই কথা বলিলাম। (ক)

আমি এখনও কাশিতে ভুগিতেছি। আমার শরীর বড় দুর্ব্বল। কোনও মতে আপিসে যাইতেছি। বোধ হয় শীঘ্র একটু লম্বা ছুটি লইব। ইতি

শ্রী——————

পত্রখানি পড়িয়া পাঠকদের মনের ভাব কি হইবে জানি না। আমি বড়ই হাসিলাম। লোকটার প্রতি আমার pity (দয়া) হইল। যদিও সাহিত্য সম্বন্ধে জানিতাম যে তিনি 'বঙ্কিম' সূর্য্যের প্রতিভায় প্রতিভাত চন্দ্রমাত্র, সন্ধ্যার সময়ে বঙ্কিম বাবুর বাড়ী প্রত্যহই জুটিতেন, এবং বঙ্কিমবাবু যে সন্ধ্যায় যে বিষয়ে আলাপ ও ব্যাখ্যা করিতেন, তিনি তাহা বিনাইয়া, ফেনাইয়া প্রবন্ধ লিখিতেন, তথাপি লোকটির গদ্য-ভাষার উপর বেশ অধিকার আছে বলিয়া আমি শ্রদ্ধা করিতাম। ইহার যে এতই অধঃপতন হইবে স্বপ্নেও জানিতাম না। পরে তাহা দেখাইব। যাহা হউক গুরুদাস বাবুকে এ পত্রও দেখাইলাম। তিনি বলিলেন—"আপনি যেরূপ তাঁহাকে সাহিত্য পরিষদের সভায় ঠাট্টা করিয়া ক্ষেপাইয়া তুলিয়াছেন, এই পত্রই যথেষ্ট বলিয়া গ্রহণ করুন। ইহা লইয়া আমার অনুরোধ আর নাড়াচাড়া করিবেন না।" করিলাম না।

কিন্তু এ সময়ে আবার কানা চোকে কুটা পড়িল এবং তাহার যন্ত্রণা অসীম হইল। "পলাশির যুদ্ধ" স্কুল-পাঠ্য তালিকাভুক্ত হওয়া মাত্র ডিরেক্টার মার্টিন (Martin) উহা আবার পূর্ব্ব কেন্দ্রের ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার পাঠ্য করিলেন। শিক্ষা বিভাগের ও 'টেক্সট্ বুক কমিটির'

(ক) ব্রাহ্মণীর ঐ মাত্র দোষ, কাণে কম শুনে।

বিরাট দেবের ঘোরতর বিপক্ষতায় তিনি তাঁহার কেন্দ্রে তাহা স্কুলপাঠ্য করিতে দেন নাই। সেখানে তাঁহার দলের জনৈকের এক অপূর্ব্ব সঙ্কলন (Compilation) পাঠ্য হইয়াছে। মার্টিন সাহেবের সঙ্গে আমার তখন পর্য্যন্ত পরিচয় হয় নাই। তিনি বারম্বার 'পলাশির যুদ্ধের' প্রতি এই অযাচিত অনুগ্রহ দেখাইয়াছেন, এবং আমিও তখন কলিকাতায় আছি। অতএব এবার তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া কৃতজ্ঞতা না দেখাইলে নিতান্ত অশিষ্টতা হয় বলিয়া আমি তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলাম। তিনি বড় আদরে অভ্যর্থনা করিয়া বলিলেন, আমার কৃতজ্ঞতা তাঁহার প্রাপ্য নহে, উহা একটি মৃতব্যক্তির প্রাপ্য—ডেপুটি ইন্সপেক্টার ৺ বিদ্যাধর দাস। মার্টিন বলিলেন যে ইনিই 'পলাশির যুদ্ধের' প্রতি তাঁহার প্রথম দৃষ্টি আকর্ষিত করেন, এবং তাঁহার অনুরোধে তিনি উহা দুইবার পূর্ব্ব বাঙ্গালায় সম্পূর্ণ আকারে ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার পাঠ্য করেন। আমি বিস্মিত হইলাম, কারণ বিদ্যাধর দাস মহাশয়কে আমি চিনিতামও না। তিনি কেবল ঢাকা কলেজের একজন সাহিত্যানুরাগী খ্যাত্যাপন্ন ছাত্র ও ডেপুটি ইন্সপেক্টার বলিয়া শুনিয়াছিলাম। "পলাশির যুদ্ধের" জন্য এতদূর করা তাঁহার পক্ষে কেবল নিষ্কাম সাহিত্যানুরাগ মাত্র। "পলাশির যুদ্ধের" অনুকূলে এই নিঃস্বার্থ দেবতা, ও অন্য দিকে 'স্কুলবুক কমিটির' একচেটিয়া ব্যবসায়ী ঘোরতর স্বার্থপর ও বিদ্বেষপর ত্রিমূর্ত্তি! মানব চরিত্রের কি বিপরীত সমাবেশ! আমি মার্টিন সাহেবকে বলিলাম ৺ বিদ্যাধর দাস আমার সম্পূর্ণরূপে অপরিচিত। তিনি বলিলেন তাহাতে তিনি বিস্মিত হইলেন না, কারণ বিদ্যাধরের মত নিঃস্বার্থ ও যোগ্য কর্ম্মচারী তিনি দেখেন নাই। পূর্ব্ব বাঙ্গালার দুরদৃষ্ট! ইঁহার অকালে মৃত্যু না হইলে তিনিও বিরাট পুরুষের স্থান গ্রহণ করিতেন, এবং তাহাতে বঙ্গদেশ ও বাঙ্গালি

জাতিকে কলঙ্কিত ও ঘৃণিত না করিয়া গৌরবান্বিত করিতেন। আমি মার্টিন সাহেবের গৃহ হইতে বাড়ী ফিরিবার সময়ে উপরোক্ত বিষয়ে নীরবে আকাশের দিকে চাহিয়া আলোচনা করিলাম, এবং স্বর্গীয় বিদ্যাধর দাস মহাশয়কে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা উপহার দিলাম। কলিকাতার স্কুলপাঠ্য লেখকদের মধ্যে একটা হুলুস্থুলু পড়িয়া গেল। তাঁহারা দলে দলে আসিয়া ত্রিমূর্ত্তির পরাভবে আনন্দ প্রকাশ করিয়া বলিলেন—"ত্রিমূর্ত্তি ও তাঁহাদের শালা ভগিনীপতি ভিন্ন স্কুলপাঠ্য পুস্তক ছাপাইয়া তিন বৎসর ত্রিমূর্ত্তির দ্বারে ধন্না দিয়া পড়িয়া থাকিলে এবং তাহাতে কৃপা হইলে উহা পাঠ্য তালিকাভুক্ত হয়। তাহার পর আর তিন বৎসর তাঁহাদের আদি দেবের পদলেহন করিতে পারিলে, তবে উহা কদাচিৎ স্কুলপাঠ্য হয়। আর আপনার "পলাশির যুদ্ধের" যেই স্কুলপাঠ্য সংস্করণ ছাপা হইল, অমনি উহা স্কুলপাঠ্য তালিকায় উঠিল, আর অমনিই উহা ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার পাঠ্য হইল! আপনি বাহাদুর; ত্রিমূর্ত্তির এমন পরাভব আর কখনও হয় নাই।" অতএব এই 'রাজদ্রোহপূর্ণ' পুস্তক পাঠ্য হওয়াতে স্বয়ং ত্রিমূর্ত্তির কি গাত্রদাহ উপস্থিত হইয়াছিল তাহা অনুমেয়!

কিন্তু ত্রিমূর্ত্তির ত্র্যহস্পর্শজনিত স্কুলবুক কমিটির পাপের মাত্রা পূর্ণ হইয়াছিল। আমি কাউনসিলের প্রশ্নে ও সংবাদপত্রের প্রবন্ধে যে গোলাগুলি তাহার প্রতি বর্ষণ করিয়াছিলাম তাহাতে ত্রিমূর্ত্তির দুর্গ 'স্কুলবুক কমিটি', এবং তাহাদের একচেটিয়া ব্যবসা ভাঙ্গিয়া পড়িল। গবর্ণমেণ্ট এই কুকীর্ত্তি বুঝিয়াছিলেন। দেখিতে দেখিতে 'স্কুলবুক কমিটি' উঠিয়া গেল। তবে পাপ করিল এই তিন জন। তাহারা এই শিশু রক্তের দ্বারা যে অর্থ সঞ্চয় করিয়াছে, তাহাদের ত আর অর্থের ভাবনা নাই। কিন্তু ক্ষতি হইল দেশের। দেশীয়দের হাতে এই ক্ষমতাটুক ছিল,

এবং ইহার দ্বারা অনেক দরিদ্র স্কুলপাঠ্যলেখক প্রতিপালিত হইতে পারিত, এবং বাঙ্গালির ও বাঙ্গালা সাহিত্যের বহু উপকার সাধিত হইতে পারিত। এখন এই ক্ষমতা একমাত্র শিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টারের হাতে এবং তাঁহার প্রতিপালিত ইংরাজী পাঠ্যপুস্তক-লেখক কোম্পানীর হাতে ও তাহার পদলেহনকারীদের হাতে গিয়াছে। এই তিন স্বার্থপর ব্যক্তির পাপের আজ সমস্ত বাঙ্গালি প্রায়শ্চিত্ত করিতেছে।

সাহিত্য-পরিষদ ও শিক্ষাপ্রণালী।

হীরেন্দ্র বাবু যখন রাণাঘাটে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে যান, তিনি আমাকে শোভাবাজারের রাজা বিনয়কৃষ্ণের বাড়ীস্থিত সাহিত্য-পরিষদে (তখন উহার নাম বোধ হয় Bengal Literary Academy ছিল) যোগদান করিতে অনুরোধ করেন। আমি বলিলাম সংবাদপত্রে উহার যেরূপ কার্য্য বিবরণ দেখিতেছি, উহা একটা ছাত্রদের ছেলেমি (School-boys' Debating Club) মাত্র। বিশেষতঃ আমি এক জীবন সভা সমিতির ত্রিসীমার মধ্যে কখনও যাই নাই। সভায়, এবং তাহার বাক্যবাগীশ বাঙ্গালির বাক্য-প্রবাহে, দেশ হাবুডুবু খাইতেছে। যেখানে কিছু কার্য্য হয়, সেখানে আমার যোগ দিতে আপত্তি নাই। কিন্তু এরূপ কার্য্যকরী সভা সমিতি বড় দেখিতে পাই না। অতএব আমার ক্ষুদ্র শক্তির আয়ত্তে যদি কোনও ক্ষুদ্র কায পাই, তাহাই করি, এবং তাহাতে আমার বড় আনন্দ। সভা-শ্রাদ্ধ গড়াইতে গড়াইতে এখন ইংরাজের অনুকরণে "শোক-সভা" পর্য্যন্ত আরম্ভ হইয়াছে। বঙ্কিমবাবুর জন্য 'শোক-সভা' হইবে, রবিবাবু শোক-প্রবন্ধ পাঠ করিবেন, তাহার সভাপতিত্ব করিতে আমি আহূত হইয়াছিলাম। আমি উহা অস্বীকার করিয়া লিখিলাম যে সভা করিয়া কিরূপে শোক করা যায় আমি হিন্দু তাহা বুঝি না। সভা করিয়া শোক! অশ্রু রাখিবার জন্য কত গামলার বন্দোবস্ত হইয়াছে একজনকে ঠাট্টা করিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। এ সকল কথা শুনিয়া রবিবাবু স্বয়ং লিখিলেন যে আমার সভাপতিত্বের ছায়ায় তিনি তাঁহার শোক-প্রবন্ধ উক্ত সভায় পাঠ করিতে চাহেন। আমার স্মরণ হইল বঙ্কিম বাবু মৃত্যুর কিছুদিন পূর্ব্বে 'রবির ছায়া' নামক এক প্রবন্ধ 'প্রচারে' প্রকাশ করিয়াছিলেন, এবং তাহাতে রবি বাবু ও

তাঁহার মধ্যে বড় সদ্ভাব প্রকাশ পাইয়াছিল না। অতএব শোক-সভাতে শোকটা রবি বাবু করিবেন, আমার কেমন কেমন লাগিল। আমি রবি বাবুকে লিখিলাম যে আমি বনের জোনাকি, পাতার আড়ালে ও অন্ধকারে আমার মিটমিটে আলোটুক জ্বলে। তিনি আমাকে জোর করিয়া টানিয়া কলিকাতার গেসলাইট ও বৈদ্যুতিক লাইটের মধ্যে লইলে উহাও নিবিয়া যাইবে। যাহা হউক শোক-সভা হইল, রবি বাবু বিনাইয়া বিনাইয়া দীর্ঘ শোক করিয়া যখন অশ্রু মুছিয়া বসিলেন, শুনিলাম অমনি শ্রোতৃমণ্ডলী চারি দিক হইতে বলিতে লাগিল—"রবি ঠাকুর! একটা গান কর।" শোকের এ বিচিত্র পরিণতি দেখিয়া সভাপতি মাননীয় গুরুদাস বাবু বিরক্ত হইয়া উঠিয়া বলিলেন, যে রবি বাবুর গলা আজ ভাল নাই, তিনি গাইতে পারিবেন না। কিন্তু তথাপি "শোক-সভা" সম্বন্ধে আমার উপরোক্ত মতের প্রতিবাদ করিয়া রবি বাবুর "সাধনাতে" এক প্রবন্ধ বাহির হইয়াছিল। বোধ হয় উহা শোক-সভার শোকান্ত পরিণতির পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছিল। ইংরাজী প্রবাদে বলে অনেকে গির্জায় উপাসনার জন্য নহে, সঙ্গীতের জন্যই যাইয়া থাকে। বোধ হয় পরিচ্ছদের ঘটা দেখিবার ও দেখাইবার জন্য বলিলে আরও সঙ্গত হয়। তদ্রূপ আমাদের শোক সভায়ও অধিকাংশ দর্শক পান চিবাইতে চিবাইতে এবং অমৃত বাবুর শেষ প্রহসনের আড়খেমটা গান গাইতে গাইতে, 'রবি ঠাকুরের' রমণী দুর্ল্লভ কণ্ঠের গান শুনিতে, কিম্বা হুজুগ দেখিতে উপস্থিত হইয়া থাকে। আমাদের শোক কাল ফিতায় দেখাইবার জিনিস নহে। আমাদের শোক বড় নিভৃত ও পবিত্র। উহা সভা করিয়া একটা তামাসার জিনিস করা আমি মহাপাতক মনে করি। অবস্থা যেরূপ দাঁড়াইতেছে, বোধ হয় আর কিছু দিন পরে পিতামাতার শ্রাদ্ধ করিতে হইলেও এক সভা হইবে, এবং তাহাতে

সর্ব্ববাদী সম্মতিক্রমে প্রতিজ্ঞা গৃহীত হইয়া উহা সংবাদ পত্রে প্রেরিত হইবে।

যাহা হউক আমার আপত্তি শুনিয়া হীরেন্দ্র বাবু আর কিছু বলিলেন না। আমি কলিকাতা বদলি হইয়া গেলে হীরেন্দ্র বাবু আবার বলিলেন যে রাজা বিনয়কৃষ্ণ আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে চাহেন, এবং কখন আপনার সুবিধা হইবে জানিতে চাহিয়াছেন। আমি বলিলাম আমি কলিকাতায় নবাগত, আমারই তাঁহার সঙ্গে অগ্রে সাক্ষৎ করা উচিত। এক রবিবার প্রাতে হীরেন্দ্র আমাকে সঙ্গে করিয়া তাঁহার শোভাবাজারস্থ পুরাতন প্রাসাদে লইয়া গেলেন। তিনি আমাকে সসম্মান অভ্যর্থনা করিয়া "পরিষদে" যোগদান করিতে বিশেষরূপে অনুরোধ করিলেন। সভা সমিতি সম্বন্ধে আমার মত তাঁহাকে আমি সরলভাবে খুলিয়া বলিলাম। তবে সাহিত্য-পরিষদের ঘটন ও কার্য্যপ্রণালী পরিবর্ত্তিত করিয়া উহা Debating club হইতে যদি কার্য্যকরী সভা করেন, বলিলাম তবে আমি তাহাতে যোগ দিতে পারি। সভার আরও কয়েকজন সভ্য বোধ হয় আমার প্রতীক্ষায় উপস্থিত ছিলেন। তাঁহারা আমার কথা নীরবে শুনিতেছিলেন। সকলেই যেন বড় প্রীত ও উত্তেজিত হইলেন। রাজা বিনয়কৃষ্ণ বলিলেন যে সভার সম্যকভার তিনি আমার হস্তে প্রদান করিলেন। আমি যেরূপভাবে উহা চালাইতে চাহি, তাঁহারা তাহাতে সম্মত হইবেন। আমি চিন্তা করিয়া ও হীরেন্দ্র বাবুর সঙ্গে পরামর্শ করিয়া একটা নূতন প্রাণালী স্থির করিলাম, এবং সভার দ্বারা অনুমোদিত করাইয়া ক্রমে ক্রমে সভাকে বর্ত্তমান সাহিত্য-পরিষদে পরিণত করিলাম। পূর্ব্বে উহাতে কিরূপ ছেলেমি প্রবেশ করিয়াছিল, এবং কিরূপে উহার কার্য্য চলিতেছিল, দুটি উদাহরণ দিয়া বুঝাইয়া দিব। সভায় একবার গাম্ভীর্য্যের সহিত প্রস্তাব উপস্থিত হইয়াছিল যে সভায় যে সভ্য

ইংরাজী কথা বলিবে তাহার এক পয়সা জরিমানা হইবে! আর একবার এক সভ্য অন্য একজনের লিখিত একটি প্রবন্ধ সাহিত্য পরিষদ পত্রিকায় ছাপাইবার জন্য সম্পাদক মহাশয়ের কাছে সুপারিস পাঠাইয়াছিলেন। যদিও পত্রিকায় তখন বহু হাস্যকর বিষয় মুদ্রিত হইয়া সভ্যগণকে আপ্যায়িত করিত, কারণ তখন পত্রিকার অন্য পাঠক কেহই ছিল না, তথাপি বিজ্ঞ সম্পাদক উহা মুদ্রিত করিলেন না। তজ্জন্য সুপারিসকারী সভ্য মহাশয় তাঁহার উপর এক তীক্ষ্ণ পত্রাস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন। সম্পাদক মহাশয়ও রবি বাবুর সেই 'হিং টিং ছট্'। তাঁহার ও তস্য বাহন গজেন্দ্রের তখন পরিষদে একাধিপত্য। আমি প্রথম দিন সভায় গজেন্দ্রের গর্জ্জন শুনিয়া, লোকটি কে জিজ্ঞাসা করিলে বন্ধু হীরেন্দ্রনাথ তাঁহার গম্ভীর কণ্ঠে ধীরে ধীরে বলিলেন—"লোকটি দাম্ভিকতার প্রতিমূর্ত্তি। প্রেমচাঁদ বৃত্তি পাইয়া ধরাকে সরা জ্ঞান করে।" গজেন্দ্র তাহার বাহকের এই অপমানে একেবারে উন্মত্ত হইয়াছে। সে রাজা বিনয়কৃষ্ণকে সঙ্গে করিয়া আমার বাসায় গিয়া উপস্থিত হইল, এবং গর্জ্জনে আমার ক্ষুদ্র গৃহের ছাদের বিঘ্ন ঘটাইবার সম্ভাবনা করিল—"তিনি (সম্পাদক) একজন সদাশিব! তাঁহার এই অকথ্য অপমান! অতএব সভামধ্যে এক বৃহৎ 'রিজলিউসন' দ্বারা তাঁহার নষ্টমান উদ্ধার করিতে হইবে এবং তাঁহার অপমানকারীকে তিরস্কৃত করিতে হইবে।" তাহার ইচ্ছা সে সভা মধ্যে সেই মহাপাতকীর কর্ণমর্দ্দন করিয়া দিবে। আমি তাহাকে অনেক বুঝাইয়া তাহার ক্রোধের উপশম করিলাম, এবং বলিলাম যে ইহার নিষ্পত্তির ভার আমি গ্রহণ করিলাম। ইহার জন্য এই ক্ষুদ্র পৃথিবীটাকে তাহার দন্তের দ্বারা বিদারিত করিতে হইবে না। তাহার পর আমি সুপারিসকারী সভ্যকে অনেক বলিয়া কহিয়া তাঁহার দ্বারা একখানি মানভঞ্জন-পত্র লেখাইলাম, আর পৃথিবীটা সে যাত্রা রক্ষা

পাইল। সেই গঠন ও কার্য্য প্রণালীর উপর পরিষদ এখনও দাঁড়াইয়া আছে। কিন্তু আমার একটি প্রস্তাব এখনও কার্য্যে পরিণত হয় নাই। আমি প্রস্তাব করিয়াছিলাম, এবং পরিষদও তাহা গ্রহণ করিয়াছিলেন, যে পরিষদ পত্রিকার তিন ভাগ হইবে। প্রথম ভাগে প্রাচীন কাব্য, দ্বিতীয় ভাগে সাময়িক প্রবন্ধ, এবং তৃতীয় ভাগে ভারতীয় সাময়িক সাহিত্যের অনুবাদ থাকিবে। বিলাতের কোনও একটা অজ্ঞাত স্থান হইতেও কোনও একটা সামান্য পুস্তক কি প্রবন্ধ বাহির হইলে, আমরা তাহা আগ্রহে পাঠ করি, এবং পৃথিবীর সমস্ত স্থানের সাহিত্যের গতি ও মতি আমরা ইংরাজী ভাষার দ্বারা জানিতে পারি। কেবল ভারতবর্ষের বম্বে, মান্দ্রাজ, মধ্যভারত, পশ্চিম ভারত, পঞ্জাব, উৎকল প্রভৃতি নানা স্থানের সাহিত্যের কিছুই আমরা জানিতে পারি না। সে সকল দেশের সাহিত্যসেবীরা আমাদের সাহিত্যের কিছুই খবর রাখেন না। অতএব আমি প্রস্তাব করিয়াছিলাম, ভারত বর্ষের যে স্থানে যে কোন পাঠযোগ্য পুস্তক কি প্রবন্ধ বাহির হয়, কি পাঠযোগ্য কোনও পুরাতন পুস্তক থাকে, তাহার অনুবাদ পরিষদ পত্রিকার এই তৃতীয় ভাগে প্রকাশিত হইবে। শিক্ষিত বাঙ্গালি ভারতের সকল স্থানে এবং সমগ্র ভারতের শিক্ষিত লোক কলিকাতায় আছেন। অতএব একটুক চেষ্টা করিলে এই প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করা যাইতে পারে। এমন কি নেশনেল কন্‌গ্রেসের সঙ্গে সঙ্গে, কি স্বতন্ত্র ভাবে, একটা ভারতীয় ভাষার কন্‌গ্রেস করিলে, ভারতীয় রাজনীতির ন্যায় ভারতীয় সাহিত্যেরও একপ্রাণতা সাধিত হইতে পারে। এই প্রস্তাবের উপকারিতা আর কি বুঝাইব? কিন্তু আমার কলিকাতা পরিত্যাগ করাতে এই প্রস্তাবটি মাটি চাপা পড়িয়া আছে। বলা বাহুল্য যে পরিষদের গঠন ও কার্য্যাবলীর পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে উক্ত "হিং টিং ছট্" বা 'ড নৃকুইক্সট্' ও তস্য বিশ্বস্ত ভৃত্য 'সেঙ্কো'

ঘোরতর আপত্তি করিয়াছিলেন। তাঁহারা ‘স্কুলবুক কমিটির’ মত পরিষদটাও একচেটিয়া মহল করিয়া তুলিয়াছিলেন। এখানেও আমি প্রবেশ করিয়া তাহা ধ্বংস করিতেছি দেখিয়া তাঁহাদের ক্রোধানল ধূমাইতে লাগিল। তাহার পর যখন আমি শিক্ষাপ্রণালী সংস্কারে হাত দিলাম তখন তাহা দাবানলে পরিণত হইল।

আমি স্থির করিয়াছিলাম মাননীয় গুরুদাস বাবুকে হাত করিতে না পারিলে আমি শিক্ষাপ্রণালী সংস্কারে কৃতকার্য্য হইতে পারিব না। অতএব প্রথমতঃ নারিকেলডাঙ্গা হইতে কার্য্যারম্ভ করিলাম। তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া এই বিষয়ের উল্লেখ করিলে দেখিলাম তিনি তদানীন্তন শিক্ষাপ্রণালীর একজন দৃঢ় পৃষ্ঠপোষক। হইবারই কথা, তিনি দুই দুইবার ভাইস চানসেলার ছিলেন। তিনি আমার সঙ্গে ঘোরতর তর্কযুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। তিন সন্ধ্যা এরূপে কাটিয়া গেল। দ্বিতীয় সন্ধ্যায় তিনি অসুস্থ ছিলেন। ভৃত্য বার বার আসিয়া ‘পথ্য প্রস্তুত’ বলিতেছিল, আমি বারবার উঠিয়া যাইতে চাহিলেও তিনি কিছুতে আমাকে ছাড়িলেন না। শেষে আমি জোর করিয়া চলিয়া আসিলে, তিনি আমার আক্রমণে এত দূর উত্তেজিত হইয়াছিলেন যে আমার গাড়ীর কাছ পর্য্যন্ত আসিয়া, নৈশ অন্ধকারে দাঁড়াইয়া তর্ক করিতে লাগিলেন। তাঁহার শরীর সুস্থ হইলে আমি আবার আর এক সন্ধ্যা এ বিষয়ে তাঁহার সঙ্গে কাটাইব বলিয়া প্রতিশ্রুত হইলে তিনি আমাকে ছাড়িলেন। তৃতীয় সন্ধ্যায় তিনি ধীরে ধীরে আমার প্রস্তাব সকল অনুমোদন করিতে লাগিলেন। তখন আমি প্রস্তাব করিলাম যে পরিষদের একটি শিক্ষাসমিতি গঠিত করিয়া, এবং উক্ত সমিতির দ্বারা এ সকল প্রস্তাব আলোচিত ও অনুমোদিত করিয়া, ডিরেক্টারের ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সিণ্ডিকেটের কাছে এ সকল প্রস্তাব পরিষদের পক্ষে উপস্থিত করিব, এবং যাবৎ উহারা

গৃহীত না হয়, তাবৎ এ বিষয়ের একটা তুমুল আন্দোলন তুলিব। তিনি ইহারও অনুমোদন করিলেন। আমি করযোড়ে এই সমিতির সভাপতিত্ব গ্রহণ করিতে তাঁহাকে বহু অনুনয় করিলাম। তিনি বলিলেন তিনি যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ফেলো' এবং ভূতপূর্ব্ব ভাইস্ চেনসেলার তখন তাঁহার সভাপতি হওয়া উচিত হইবে না। অগত্যা তিনি উক্ত সমিতির সভ্য হইয়া আমার পৃষ্ঠপোষণ করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। তবে তিনি হাসিয়া ইঙ্গিত করিলেন যে পরিষদের দ্বারা যে এরূপ একটা শিক্ষা-সমিতি আমি গঠিত করিয়া তুলিতে পারিব, তাঁহার কিঞ্চিৎ সন্দেহ আছে। আমি বুঝিলাম যে তিনি এ বিষয়ে পরিষদের 'যুগল রূপের' সঙ্গে আলাপ করিয়াছেন, এবং তাহারা তাহাদের সর্ব্বনাশ আশঙ্কা করিয়া কাণ আল্‌গা করিয়া আমার কার্য্যের অপেক্ষা করিতেছে। তবে আমি বুঝিলাম যে যদি গুরুদাস বাবু আমার পক্ষ অবলম্বন করেন 'ডনকুইক্সটের' ও তাহার 'সেঙ্কোর' প্রতিকূলতা সেই ঐতিহাসিক wind mill এর (বায়ু চালিত কলের) সঙ্গে যুদ্ধে পরিণত হইবে। প্রকৃত প্রস্তাবে তাহাই হইল। ঠিক সে সময়ে সভাপতির আসন শূন্য হওয়াতে সমবেত পরিষদ গুরুদাস বাবুকে সভ্য মনোনীত করেন। কিন্তু সভৃত্য 'ডনকুইক্সট' আমার কার্য্যের সাড়া পাইয়া স্থির করিয়াছেন যে প্রভু স্বয়ং সভাপতি হইয়া আমার কার্য্য নিষ্ফল করিবেন। তিনি তাঁহার সভাপতিত্বের এ অভিলাষ গুরুদাস বাবুকে জানাইয়া তাঁহার সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছেন, এবং তাঁহাকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করিয়াছেন। অতএব সভাস্থলে প্রথমতঃ আমাকে, তাহার পর রবি বাবুকে সভাপতি করিবার প্রস্তাব উপস্থিত হইলে আমরা উভয়ে অস্বীকার করিয়া দুজনেই পরামর্শ করিয়া গুরুদাস বাবুকে মনোনীত করি। তিনি তাহাতে অসম্মত হন। আমি উঠিয়া বলি—"দেবতার পূজা করিব, তাহাতে আবার দেবতার

সম্মতি কি? গুরুদাস বাবু অসম্মত হইলেও আমরা তাঁহার চরণে আমাদের এই সামান্য পূজা প্রদান করিব।" তিনি কৃত্রিম ক্রোধ করিয়া উঠিয়া বলিলেন—"এ বড় সুন্দর কথা। বঙ্গ সাহিত্যে যাঁহাদের কীর্ত্তি অমর, সেই নবীন বাবু ও রবি বাবু সভাপতির আসন গ্রহণ করিবেন না। আমার বাঙ্গলা সাহিত্যের সঙ্গে কোনও সম্পর্ক নাই, অথচ কি হাস্যকর কথা, যে আমি তাঁহাদের সমক্ষে সেই আসন গ্রহণ করিব।" আমরা কোনও মতে সম্মত না হইলে, তিনি উঠিয়া উক্ত প্রভুকে প্রস্তাব করেন, এবং বিশ্বস্ত ভৃত্য উঠিয়া উহা তৎক্ষণাৎ সমর্থন করেন। সকলে বিস্মিত হইলেন। সকলে গুরুদাস বাবুকে সাধ্য সাধনা করিলেন, কিন্তু তিনি কিছুতেই সম্মত হইলেন না। আমার বন্ধু হীরেন্দ্র আমার কাণে কাণে বলিলেন—"বোধ হয় এই মহাপুরুষ গুরুদাস বাবুকে আগে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন, আর আপত্তি করা নিষ্ফল।" আমরা সভাপতি হইতে ঘোরতর আপত্তি করিতেছি, কিন্তু তিনি চন্দ্রমুখ হেঁট করিয়া নীরবে বসিয়া আছেন। তাঁহার মুখের উপর তাঁহার বিরুদ্ধে কিছু বলা অভদ্রতার বিষয়। তিনি টেক্সট বুক কমিটিতে এ খেলা খেলিয়া পাকিয়া বসিয়াছেন। শিষ্টাচারের অনুরোধেও একবার অসম্মতি প্রকাশ করিয়া গুরুদাস বাবুকে সভাপতি হইতে অনুরোধ করিতেছেন না। কাযেই যে আসনে আমরা গুরুদাস বাবুকে বসাইব, সে আসনে বসিলেন 'হিং টিং ছট'! আমি বুঝিলাম এ দুর্গ আমারই জন্য প্রস্তুত হইল। যাহা হউক আমি তাহাতে পৃষ্ঠভঙ্গ না দিয়া শিক্ষাপ্রণালীর সংস্কার আলোচনা করিবার জন্য একটি শিক্ষা-সমিতি গঠনের প্রস্তাব উপস্থিত করিলাম। আমি পরিষদকে বুঝাইলাম যে বর্ত্তমান শিক্ষা-প্রণালী শিশু-মুণ্ডমালিনী মহাকালী বিশেষ। তাঁহার সমস্ত দেহ শিশুরুধিরে চর্চ্চিত। এই রাক্ষসী শিশুদের রক্তমাংস ত্রিধারায় শোষণ

করিতেছে ;—বহু বিষয়, বহু পুস্তক, বহু পরীক্ষা। এই তিন "বহুতে" (too many) দেশের শিশুগণ নিষ্পেষিত হইতেছে। এই তিন অস্ত্রে শিক্ষাপ্রণালী বাঙ্গালির মনস্বী মধ্যশ্রেণী (intelectual middle class) ধ্বংস করিতেছে। আট দশ বৎসরের শিশুরা ভূতত্ত্ব, খতত্ত্ব, উদ্ভিজ্জতত্ত্ব কত অপূর্ব্ব তত্ত্বই পাঠ করিতেছে, কেবল পড়িতেছে না যাহা তাহার পড়িবার আবশ্যক। এ দরিদ্র দেশে পূর্ব্বে শিশুরা ধূলাতে ও তাহার পর কলাপাতে মাত্র লেখাপড়া শিখিত, এবং অক্ষর লিখিতে পারিলেই আপনার পিতামাতার ও পূর্ব্ব পুরুষের এবং দেবদেবীর নাম লিখিত ও পড়িত। এরূপে মাতৃস্তন্যের সঙ্গে তাহাদের সুকুমার হৃদয়ে পিতৃ-পুরুষদের ও দেবদেবীর প্রতি ভক্তি অঙ্কুরিত হইত এবং আপনার কুলজি শিক্ষা করিত। এখন মাতৃস্তন্য ত্যাগ করিয়াই শিক্ষার নানাবিধ বিদেশীয় উপকরণ কিনিতে হইবে, এবং শিখিবে "পশ্বাবলি" ইত্যাদি চতুষ্পদ স্কুলপাঠ্য লেখকদের মাথা আর মুণ্ড, এবং ইংলণ্ডের কুইন এনের সপ্তপুরুষের নাম! বিষয় 'বহু' না হইলে পুস্তক 'বহু' হয় না এবং পরীক্ষা 'বহু' না হইলে পুস্তক বৎসর বৎসর পরিবর্ত্তন হয় না ও কাটে না। কাযেই শিক্ষা বিভাগের 'বহু' শিশু-রক্ত লোলুপ নরপিশাচের, ও তাঁহাদের 'বহু' শালাভগিনীপতির 'বহু' পরিবার প্রতিপালিত হয় না। পুস্তকের সংখ্যা এত 'বহু' যে তাহা বহু শিশু নিজে বহন করিয়া লইতে পারে না। আমি বসিবামাত্র হীরেন্দ্র ভায়ার "দাম্ভিকতার প্রতিমূর্ত্তি" 'সেকো' দণ্ডায়মান হইয়া আমার প্রস্তাবের ঘোরতর আপত্তি করিয়া বলিলেন যে শিক্ষাপ্রণালীর সঙ্গে সাহিত্য পরিষদের কি সম্পর্ক এবং পরিষদ কেন তাহার অমূল্য সময় এ অনধিকার চর্চ্চায় কাটাইবে, তাহা তিনি তাঁহার গজেন্দ্র বুদ্ধিতে বুঝিতে পারিতেছেন না। আমি ইহার কেবল এইমাত্র উত্তর দিলাম যে

দেশের শিক্ষাপ্রণালীর সঙ্গে দেশের সাহিত্যের কাযে কাযে 'সাহিত্য পরিষদের' সম্বন্ধ এত গুরুতর ও প্রমাণিত, যে তাহা বুঝাইতে যাওয়া আর পরিষদের শিক্ষিত সভ্যদিগের অবমাননা করা আমি একই কথা মনে করি। গজেন্দ্রের প্রতিবাদ কেহই "দ্বিতীয়েলেন" না। তাঁহার বাহক সভাপতি মহাশয় দেখিলেন বেগতিক, পৃষ্ঠভঙ্গ দেওয়াই উচিত। অতএব তিনি বলিলেন যে তিনিও উক্ত সম্পর্ক বড় ভাল করিয়া বুঝিতে পারেন না, তবে পরিষদের মত হইলে আমার প্রস্তাব গৃহীত হইতে তাঁহার কোনও আপত্তি নাই। তখন দুই একজন সভ্য তাঁহার তীব্র প্রতিবাদ করিলেন। পরিষদ একবাক্যে আমার প্রস্তাব গ্রহণ করিলেন, এবং শিক্ষা সমিতির সভ্য মনোনীত করিলেন। ইহাতে পরিষদের সমস্ত অগ্রণী ব্যক্তি ছিলেন।

'স্কুলবুক-কমিটির' বিরাট পুরুষ নিজে সাহিত্য পরিষদে পদার্পণ করিতেন না। তাঁহার নন্দী ভৃঙ্গি ও বলদটিকে শিক্ষা-সমিতিতে আমার চেষ্টা নিষ্ফল করিতে নিয়োজিত করিয়াছিলেন। 'হিং টিং ছট' বা 'ডন্ কুইক্সট্' নন্দি। রবি বাবু তাহার এমনই তৈলচিত্র আঁকিয়া দিয়াছেন যে আমি তাহার খর্ব্ব বামন-লাঞ্ছিত রূপ বর্ণনা করিতে গিয়া ইন্দ্রধনুর রঙ্গ ফলাইতে চেষ্টা করিব না। "সেক্কো" ভৃঙ্গি, তাহার শ্রীমুখখানি ভৃঙ্গিরই মত, তবে ভৃঙ্গিরও এমন কণ্টক-কোমল শ্মশ্রুজালে বদনমণ্ডল মণ্ডিত ছিল না। তাঁহার দন্ত ও গর্ব্বপুর্ণ মুখভঙ্গি দেখিলেই তোমার চাণক্যের "শৃঙ্গিণাং দশ হস্তেন" মনে পড়িবে। বাস্তবিকই আমি তাঁহার দশ হাতের মধ্যে পদার্পণ করিতাম না। আর তাঁহাদের বলদ 'নিধিরাম' একটি 'চিজ'। তিনি তাঁহার দুই মুনিবের পশ্চাতে পশ্চাতে থাকেন এবং সুযোগ পাইলেই শিঙ্গ নাড়েন। তাঁহার জম্বুক প্রকৃতি। শিক্ষা-সমিতিতে এই ত্র্যহস্পর্শ সঞ্চারিত হইল, এবং এই ত্রিমূর্ত্তি পদে পদে

আমার ঘোরতর বিপক্ষতা করিতে লাগিলেন। আমি সমিতির প্রথম অধিবেশনে নিম্নলিখিত দশ প্রস্তাব উপস্থিত করিলাম—

1. That the present system of education is proving disastrous to the health, intellect and morals of the students, and therefore the principles of the old system of education, which had proved so eminently successful, should, as far as practicable, be reverted to.

2. That the primary schools should teach only three "R's".

3. That the Upper Primary schools being done away with, the Middle Vernacular schools should be assimilated with the last four classes of the Entrance schools, and should teach, in addition to the three "R's", at a higher stage some easy History and Geography of India through the medium of Vernacular with Sanskrit. English Literature and Grammar should be taught only to those who wish to receive University Education.

4. That the Entrance Course should be lightened in all its branches, and the History of England, Physical Geography, and Science should be done away with.

5. That the F. A. Examination should be abandoned, and the students should be left free to go up to B. A. after Entrance.

6. That Bengali should be taught as a separate subject of examination, being made compulsory both in the Entrance and B. A.

7. That except in the case of examination for degrees, a certificate of general proficiency, based on a system of daily marks on each subject, given by the head of the school, and countersigned by the School Committee, should entitle a student to prosecute his studies further.

8. That the examination should be confined to boys, who seek scholarships, up to the Entrance and should be made simpler, sufficient only to test the general knowledge of the students, the questions being clear, direct and confined to the text books.

9. That the students should be passed on an aggregate

number of marks obtained in all the subjects as in the days of Junior and Senior Scholarship examinations, and those that have secured 25 per cent. marks in any subject should be exempted from further examination in it.

10. That the text books of all the classes of all the schools should be fixed by the Text Book Committee and fixed for at least three years and three examinations.

11. That up to the Entrance the education should be left to the people, the present expenditure being given them as aid, so that they may introduce separate moral and religious education for the students of each religion.

13. That a petition embodying proposals 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10 and 11, and another embodying proposals 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 and 11 be submitted to the Government and the Calcutta University respectively.

প্রায় প্রত্যেক প্রস্তাব সম্বন্ধেই এই ত্রিমূর্ত্তি ঘোরতর আপত্তি, ও দিনের পর দিন ব্যাপী তর্ক উপস্থিত করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের মূল আপত্তি এই যে শিক্ষাপ্রণালী আমার প্রস্তাব মতে পরিবর্ত্তিত হইলে তাঁহাদের নিজের ও তাঁহাদের উচ্ছিষ্টভোজীদের বহি সকল মারা যাইবে। আত্মমুখ খুলিয়া এ কথা বলিতেও পারেন না। কাযে কাযে ডাল পালা লইয়া টানাটানি করিতে লাগিলেন। আমার এমন বদ্ অভ্যাস হইয়াছিল যে এই ত্রিমূর্ত্তির রূপ ও তর্কের অসরলতা ও অর্থশূন্যতাজনিত বিকৃত মুখভঙ্গি দেখিলেই আমার হাসি আসিত, এবং আমি একটুক হাসিলেই তাঁহারা তিনজনেই ক্ষেপিয়া উঠিয়া টেবিলে সজোর করাঘাত করিয়া চীৎকার করিয়া উঠিতেন—"এ উপহাসের স্থান নহে। হাসিবার স্থান নহে।" আমি ধীরে ধীরে বলিতাম—"তবে কি কাঁদিবার স্থান!" তখন তাঁহারা ক্ষেপিয়া উল্লম্ফন আরম্ভ করিতেন। এক দিনের ঘটনা বলিব। আমি এক বেরিষ্টার বন্ধু মিষ্টার——কে পরিষদের

সভ্য মনোনীত করাইয়াছি। 'বলদ নিধি' তাঁহাকে বাবু ——বলিয়া তাঁহার পূরা নাম লিখিয়া তাঁহার ঠিকানা চাহিয়াছেন। ইংরাজি বলিলে ইঁহাদের এক পয়সা জরিমানার ঐতিহাসিক প্রস্তাব স্মরণ করিয়া একটুক ঠাট্টা করিয়া লিখিলাম—"বন্ধুর নাম বাবু—— ও তাঁহার ঠিকানা চক্রবর্ত্ম (Circular Road), বলিয়া লিখিলে তিনি পত্র পাইবেন কিনা সন্দেহ। ইংরাজি ঠিকানা লিখিলেও ভয় হয় পাছে আমাকে এক পয়সা দণ্ড দিতে হয়। অতএব কলিকাতার রাস্তাগুলির নামের একটা বাঙ্গলা সংস্করণ আবশ্যক। যথা 'কলেজ ষ্ট্রীট' বিদ্যালয় বর্ত্ম, 'কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট' কর্ণবালিশ বর্ত্ম হইতে পারে। 'ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট' ও অন্যান্য ষ্ট্রীট গুলির এরূপে কি বাঙ্গালা নাম হইবে, তাহা আপনারা সাহিত্য পরিষদের পণ্ডিতমণ্ডলী স্থির করিয়া পোষ্ট আফিসে এ নব ব্যবস্থা প্রেরণ করিলে আমরা উপরোক্ত দণ্ড হইতে উদ্ধার পাইতে পারি।" ইহাদের সঙ্গে আমি প্রায় ঠাট্টা ভিন্ন কথা কহিতাম না, পত্র লিখিতাম না। আমি মনে করিয়াছিলাম নিধিরাম এ ঠাট্টাও, আমার প্রতি নির্জ্জনে দুই চারিটা শিষ্টাচারবিরুদ্ধ বাক্যাস্ত্র বর্ষণ করিয়া, নীরবে সহিবে। ইহার পরের অধিবেশনে আমায় সভাপতির আসন লইতে হইল। পূর্ব্ব সভার কার্য্য বিবরণী সম্পাদক পাঠ করিলে দেখিলাম যে আমার ঐ মহামূল্য পত্র আমার অনুপস্থিতে সমিতির কাছে উপস্থিত করা হইয়াছিল, এবং তাহার উপর এই মহামূল্য প্রস্তাবও গৃহীত হইয়াছে যে এরূপ শিষ্টাচারবিরুদ্ধ পত্রকে সাহিত্য-পরিষদের পুস্তকশূন্য লাইব্রেরীতে স্থান দেওয়া হইবে না। আমি উঠিয়া বলিলাম পত্রখানির পরিষদ লাইব্রেরীতে স্থান প্রাপ্ত হইয়া অমরত্ব লাভের জন্য আমি লিখিয়াছিলাম না। ঠাট্টা বুঝিতে যাহাদের অস্ত্র-চিকিৎসা আবশ্যক করে না, তাঁহারা পত্রখানি পড়িলেই বুঝিতে পারিবেন যে উহা বন্ধুভাবে ঠাট্টা করিয়াই লেখা

হইয়াছিল। তখন যে যে সভ্য পূর্ব্ব অধিবেশনে আমার মত অনুপস্থিত ছিলেন তাঁহারা উহা দেখিতে চাহিলেন। কিন্তু নিধিরাম কিছুতেই বহুক্ষণ তাহা উপস্থিত করিলেন না, কারণ পত্র শুনিলেই সকলেই হাসিয়া উঠিবে। সভ্যগণ জিদ করাতে তিনি বহুক্ষণ পরে বহু অন্বেষণে তাহা পাইয়াছেন বলিয়া দাখিল করিলেন। একজন তাহা পাঠ করিতে লাগিলেন, আর সমস্ত সভ্য হো হো করিয়া হাসিতে লাগিলেন। ক্রোধে ত্রিমূর্ত্তি অধীর হইলেন, এবং গজেন্দ্র গর্জ্জন করিয়া বলিলেন—"একে এ অপমান, তাহার উপর এ হাসি! এ গুরুতর বিষয় হাসিয়া উড়াইবার কথা নহে। ইহার বিচার করিতে হইবে।" বৃদ্ধ, বহুনাটক রচয়িতা জনৈক সভ্য মহাশয় বলিলেন—"বিচার ছাই! এ কি ছেলেমি! ঐ প্রস্তাবটা কাটিয়া দেও! লোকে দেখিলে যে পাগল মনে করিবে।" ত্রিমূর্ত্তির ঘোরতর প্রতিবাদ না শুনিয়া সমিতি এ প্রস্তাব গ্রহণ করিলেন। তখন গজেন্দ্র উঠিয়া দণ্ডায়মান হইয়া এবং বহু বাতণ্ড আন্দোলন করিয়া মহঃ গর্জ্জন করিতে লাগিলেন—"নিধিরাম! নিয়ে আয় কাগজ কলম! এখনই resign করিব।" হস্তসঞ্চালনটা গুরুতর দেখিয়া আমি সরিয়া পার্শ্বের কক্ষে গিয়া চা পান করিতে লাগিলাম, এবং গল্প করিতে লাগিলাম। এই বিভ্রাটে ৩টা হইতে রাত্রি ৯টা কাটিয়া গেল। গজেন্দ্রের গর্জ্জনে রাজা বিনয়কৃষ্ণের গৃহের ছাদ ফাটিতেছিল। তাহার সেই এক কথা—"নিধি! নিয়ে আয় কাগজ কলম। এখনই সভ্যগিরি resign (এস্তেফা) করিব। এত অপমান!" সমবেত সভ্যগণ এই ছয় ঘণ্টা কাল চেষ্টা করিয়া তাহাকে কোনও মতে বুঝাইতে পারিলেন না যে পত্রখানি কেবল পরিহাস মাত্র, তাহাতে অপমানের কথা কিছুই নাই। সে কিছুতেই সেই প্রস্তাব কাটিতে দিবে না। আবার অন্য পক্ষে কেহ কেহ জিদ ধরিয়াছেন যে পরিষদের সুনামের জন্য উহা কাটিতেই

হইবে। রাত্রি ৯ টার সময়ে রাজা বিনয়কৃষ্ণ স্বয়ং আসিয়া আমাকে বলিলেন যে আপনি একবার চেষ্টা না করিলে এই বিভ্রাটে আজ রাত্রি প্রভাত হইবে। গজেন্দ্রকে কেহই থামাইতে পারিতেছে না। আমি ও অন্যান্য সভ্য কয়েকজন এখানে এতক্ষণ বসিয়া সেই মহাবিতণ্ডা ও শনৈঃ শনৈঃ গর্জ্জন শুনিয়া হাসিতে হাসিতে আমাদের পার্শ্ববেদনা উপস্থিত হইয়াছিল। অতএব আমরা উঠিয়া আবার সভাকক্ষে গেলাম। আমি বলিলাম—"এ প্রস্তাবটি রাখিতে যাঁহারা জিদ করিতেছেন তাঁহাদের উদ্দেশ্য আমার কিঞ্চিৎ অবমাননা। কিন্তু সভ্যগণের এই ছয় ঘণ্টাব্যাপী ঘোরতর বিতণ্ডার পর আমি উহা রাখা মোটেই অপমান বলিয়া মনে করি না। বরং সম্মান মনে করিব। মনে করিব—'অরসিকেষু রসস্য নিবেদনম্ মম শিরসি মা লিখ।' অতএব আমি করযোড়ে সভ্যদিগকে অনুনয় করিয়া বলিতেছি যে তাঁহারা এ মহামূল্য প্রস্তাবটি গজেন্দ্র বাবুর কীর্ত্তির ও সম্মানের ধ্বজা স্বরূপ বঙ্গদেশের ভবিষ্যৎ পুরুষদের উপকারার্থ রাখিয়া আমার পত্রখানির অমরত্ব বিধান করুন!" এ কথা শুনিয়া যে সভ্যেরা শিষ্টাচারের অনুরোধে উহা কাটাইতে এতক্ষণ জিদ করিতেছিলেন, তাঁহারা বলিলেন যে আমার এরূপ অনুরোধের পর তাঁহাদের আর কিছু বলিবার নাই। গজেন্দ্র সটান দণ্ডায়মান হইয়া দুই বাহু ভীষণরূপে আন্দোলিত করিয়া এবং টেবেলে বজ্র মুষ্ঠ্যাঘাতে সমস্ত গৃহ কম্পিত করিয়া, বলিল—"এ কি হইল! এত আরও দ্বিগুণ অপমান করা হইল!" আমি সভা ভঙ্গ করিয়া তৎক্ষণাৎ অদৃশ্য হইলাম, এবং সভ্যগণও চলিয়া গেলেন। বলা বাহুল্য যে সে দিন সভার কার্য্য এ পর্য্যন্তই হইল। রাস্তা হইতে আমরা গজেন্দ্রের চীৎকার শুনিতেছিলাম—"নিধিরাম! এ কি হইল! ইহারা চলিয়া গেল যে! নিয়ে আয় কাগজ কলম! এখনই resign (এস্তেফা) করিব।"

কিন্তু শিক্ষাপ্রণালী পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে আমার প্রস্তাবের পর প্রস্তাব গৃহীত হইতেছে দেখিয়া ইঁহারা আর এক ষড়যন্ত্র করিলেন। আমি প্রায় বিশ বৎসর সবডিভিসনাল অফিসাররূপে "উচ্চ প্রাইমারী", "নিম্ন প্রাইমারী" প্রভৃতি মহামারী পাঠশালা সকল ঘাঁটিয়াছি, অথচ ইঁহারা কেহ তাহাদের কোনও খবর রাখেন না। ইঁহাদের কলিকাতার মহারাষ্ট্র খাতের মধ্যে বাস। তাঁহাদের ধারণা ধান গাছে জন্মায়। অথচ ইঁহারাই দেশের দরিদ্র শিশুদের জন্য অপূর্ব্ব পাঠ্যপুস্তক সৃষ্টি করিয়া তাহাদের রক্ত ও অর্থ শোষণ করেন। কাযে কাযে তাঁহারা যাহা বলিতেন তাহা এত হাস্যকর ও অমূলক হইত যে আমি উহা হাসিয়া উড়াইয়া দিতাম। তাঁহারা প্রথমতঃ 'অমৃতবাজার পত্রিকার' মতিভায়াকে হাত করিয়া আমাকে এই কার্য্য হইতে নিবৃত্ত করিতে চেষ্টা করিলেন। মতিভায়া এক অপরাহ্ন সভায় একরাশি পাঠ্যপুস্তক লইয়া উপস্থিত। তিনি সভা ভঙ্গের পর আমাকে পাকড়াও করিয়া ভয়ানক ভর্ৎসনা করিতে লাগিলেন, এবং যে সকল বহি তিনি আনিয়াছেন তাহাদের সঙ্গে 'টেক্স্ট বুক কমিটির' কাহারও কিছু সম্পর্ক আছে কি না দেখাইতে আমাকে challenge করিলেন। আমি বলিলাম আমি শিক্ষাপ্রণালী লইয়া এই অন্দোলন উপস্থিত করিয়াছি। উহা টেক্স্টবুক কমিটির কোনও ব্যক্তি বিশেষের বিরুদ্ধে নহে। অতএব তাঁহার challenge গ্রহণ করিবার আমার কোনও কারণ নাই। আমাদের বাক্‌বিতণ্ডা শুনিয়া কয়েকজন সভ্যও সেখানে আসিয়াছিলেন। এই challenge তাঁহারা গ্রহণ করিলেন, এবং দেখাইলেন যে ঐ সকল পুস্তকের সঙ্গেও পরোক্ষে ঐ ত্রিমূর্ত্তির, কি তাঁহাদের শালা ভগিনীপতি বা উচ্ছিষ্টভোজীদের সম্পর্ক আছে। মতি বাবু কিছু নরম হইলেন। তথাপি উহা far-fetched (দূর সম্পর্ক) বলিয়া উড়াইয়া দিলেন।

আমি দেখিলাম তাঁহার পশ্চাতে সংক্রান্তির মত একটি মূর্ত্তি দণ্ডায়মান। মতিবাবু 'অমৃত বাজার পত্রিকাতে' ও শিক্ষাসমিতিতে এত দিন আমার পৃষ্ঠপোষণ করিতেছিলেন। 'অমৃতবাজারে' আমার প্রবন্ধের পর প্রবন্ধ প্রকাশিত হইতেছিল। আজ তাঁহার এ ভাবান্তর দেখিয়া বুঝিলাম যে সংক্রান্তিটিই তাহার কারণ। আমি তাঁহাকে এক পার্শ্বে ডাকিয়া লইয়া জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি তাহা স্বীকার করিলেন। তিনি বলিলেন সংক্রান্তিটি টেক্স্ট্ বুক কমিটির ও শিক্ষা বিভাগের বিরাট পুরুষের একজন অধীনস্থ কর্ম্মচারী, এবং প্রভুর দ্বারা প্রেরিত। ইহার পর বলা বাহুল্য যে সংক্রান্তির নিজেরও পাঠ্য বা অপাঠ্য পুস্তক আছে। তিনি মতিবাবুর আত্মীয়। মতিবাবু আগ্রহের সহিত বলিলেন—"নবীন! তুমি যদি একবার ইঁহার মুখে সকল কথা শুন, তবে তুমি বুঝিবে যে তুমি ভ্রমবশতঃ অনর্থক এই agitation (আন্দোলন) করিতেছ।" আমি শুনিয়াছিলাম এই ব্যক্তিই শিক্ষা বিভাগের ও শিশুরক্তজীবীদের প্রেতাত্মা স্বরূপ ছায়ার মত কলিকাতা ঘুরিয়া মতিবাবু প্রভৃতিকে হাত করিবার চেষ্টা করিতেছে। আমি বলিলাম—"ক্ষমা কর দাদা! ইনি চুল্লিতে যাত্রা করুন! ইনি যাঁহার প্রেতাত্মা সেই বিরাটদেব স্বয়ং বলিলেও আমি বিশ বৎসর যাবৎ চক্ষে দেখিয়া ও চিন্তা করিয়া যাহা স্থির করিয়াছি, তাহা ভ্রম বলিয়া স্বীকার করিতে পারিব না। তাহার পরের অধিবেশনে দেখি সেই প্রেতাত্মা জড়ত্ব লাভ করিয়া সভ্যগণের সঙ্গে নন্দি ভৃঙ্গি ও বলদ নিধির পার্শ্বে বসিয়া আছেন। তিনি সভ্য নন বলিয়া তাঁহার উপস্থিতি সম্বন্ধে আমি আপত্তি করিলে, নন্দি 'হিং টিং ছট্' তাঁহার ক্ষুদ্রমুষ্টি টেবলে প্রহার করিয়া বলিলেন, তাঁহাদের এ সকল স্কুল সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা না থাকাতে, তাঁহারা আমার প্রতিপক্ষতা করিতে পারিতেছেন না। অতএব শিক্ষা বিভাগের একজন লোক কমিটিতে

উপস্থিত থাকিবার জন্য তাঁহারাই ঐ সংক্রান্তি মহাশয়কে আনিয়াছেন। আমি বলিলাম তিনি গোয়েন্দা না হন, ভদ্রলোক হন, বসিতে পারেন, কিন্তু সমিতির তর্কে যোগদান করিবার তাঁহার অধিকার নাই। কাযে কাযে সে দিন হইতে তিনি প্রত্যেক অধিবেশনে একবার ইঁহাকে একবার উঁহাকে বড় হাস্যজনক ভাবে কর্ণমন্ত্র দিতে লাগিলেন। কিন্তু জানি না কেন লোকটির প্রতি আমার এমন একটা ঘৃণা হইয়াছিল যে আমি কখনও তাহার সঙ্গে কোনও তর্কে যোগ দিতাম না। যাহা হউক তাহার গুপ্তচরত্বে আমার কোন কোন প্রস্তাব কিঞ্চিৎ রূপান্তরিত হইল মাত্র। এ রূপে প্রায় ছয় মাস প্রত্যেক শনিবার অপরাহ্নে মল্লযুদ্ধের পর শিক্ষা সমিতির দ্বারা আমার অধিকাংশ প্রস্তাব গৃহীত হইল। পূজনীয় গুরুদাস বাবু ঐ প্রস্তাবানুসারে ডিরেক্টারের ও বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে দুই আবেদন পত্রের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করিয়া আমাকে দেখিতে দিলেন। উহা যথা সময়ে শিক্ষাসমিতি অনুমোদন করিলেন। পরিষদের যে অধিবেশনে উহা উপস্থিত হইল তাহাতে আমি ও শিক্ষাসমিতির সভ্য আরও কেহ কেহ কোনও কার্য্যগতিকে উপস্থিত হইতে পারেন নাই। সকলে মনে করিয়াছিলেন যে পরিষদে উহা কেবল বিনা আপত্তিতে গৃহীত হইবে। সে দিন বলা বাহুল্য, ত্রিমূর্ত্তি ও তাঁহাদের সংক্রান্তি ষড়যন্ত্র করিয়া যে ঘোরতর প্রতিবাদ করিবেন তাহা তাঁহারা মনেও স্থান দেন নাই। ইঁহারা এই সুযোগ বুঝিয়া আবার মহা আপত্তি উপস্থিত করেন যে দেশের শিক্ষাপ্রণালী ও পাঠ্য সম্বন্ধে হস্তক্ষেপ করা পরিষদের পক্ষে, অনধিকার চর্চ্চা হইতেছে। এই তর্কে আবার পরাজিত হইয়া অবশেষে ধরিয়া বসেন যে ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার পাঠ্যে ইতিহাস ও স্বাস্থরক্ষা থাকিবে, তাহা না হইলে,—"বাচসপোত্‌ দাদা! একেবারে আমাদের বিরাট প্রভু ও আমরা ধনে প্রাণে মারা গেলাম।" চক্ষুলজ্জাতে কেহ

কেহ এই স্বার্থে সায় দিয়া তাঁহাদের পক্ষে এক কি দুই ভোট মাত্র বেশী করেন। কিন্তু শুধু ইহা হইলে আমার প্রতি প্রতিহিংসা হইল কই? মাননীয় গুরুদাস বাবুর পাণ্ডুলিপিতে শিক্ষাসমিতির গৃহীত প্রস্তাব মতে এই পরীক্ষায় সংগ্রহ-কবিতা পাঠ্য না হইয়া কাব্য কবিতা poetical pieces পাঠ্য হইবে বলিয়া লিখিত ছিল। ইঁহারা ঘোরতর যুদ্ধ করিয়া ঐরূপে 'poetical pieces' কাটাইয়া দ্বিতীয় ধারার (*a*) প্রকরণে 'selections from standard poets' লেখাইলেন। তাহা হইলে একদিকে 'পলাশির যুদ্ধের' মত অপাঠ্যপুস্তক আর স্কুলপাঠ্য হইবে না, এবং তাঁহাদের স্বকৃত ও শ্যালককৃত অপূর্ব্ব সঙ্কলন (selections) সকল পাঠ্য হইবে। বস্, বাজী জিত্, আর চাহি কি? আমি দেশের শিশুগুলিকে তাঁহাদের গ্রাস হইতে যেমন রক্ষা করিতে চাহিয়াছিলাম, আমারও পাপের তেমন দণ্ড হইল। উপস্থিত প্রণালী মতে 'পলাশির যুদ্ধ' বরাবর স্কুল পাঠ্য হইতেছে। এখন হইতে আমার সে গুড়ে বালি পড়িল। নিম্ন প্রকাশিত আবেদন পত্র দুখানি ডিরেক্টার ও বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিষ্ট্রারের কাছে প্রেরিত হইল।

From

———————————

President, Bangiya Sahitya Parisad.

To

The Director of Public Instruction, Bengal.

The 16th December 1896.

Sir,

1. On behalf of the Bangiya Sahitya Parisad I beg leave to submit this memorial for your consideration.

2. I should at the outset state for your information that the Bangiya Sahitya Parisad is a literary association, established on the 8th Sraban 1300, B. S. (23rd July, 1893). chiefly for the improvement of the Bengali language and literature and it

includes amongst its members many of the best writers in Bengali and other leading members of the native community of Bengal A list of the members of the Parisad is herewith submitted.

3. At a meeting of the Parisad held on the 29th Ashar, 1303, B.S. (12th July 1896), on the motion of Babu Nabin Chandra Sen, one of its Vice-Presidents, who in his capacity as Deputy Magistrate and Deputy Collector has had considerable experience of the working of Vernacular Schools in the Moffussil, a Committee * consisting of the members named in the margin was appointed to draw up two memorials, one to be addressed to you and the other to the Syndicate of the Calcutta University, embodying suggestions for altering the rules and regulations relating to our Public Examinations in such manner as might be deemed necessary; and the memorial now submitted to you is one of these two,

---

* (1) Babu Chandra Nath Bose, M. A. B. L., (President.)
(2) „ Nobin Chandra Sen, B. A. (Vice-President.)
(3) „ Rabindra Nath Tagore, „ „
(4) Hon'ble Justice Guru Das Banerji, M. A. D. L.
(5) Sir Romes Chandra Mitra, Kt.
(6) Raja Benoy Krishna Deb Bahadur.
(7) Hon'ble A. M. Bose, M. A. (Bar-at-Law).
(8) Ray Jatindra Nath Chaudhuri, M. A. B. L.
(9) N. N. Ghose Esqr., (Bar-at-Law) Principal, Metropolitan Institution.
(10) Babu Mati Lal Ghosh, (Editor, Amrita Bazar Patrika.)
(11) „ Hirendra Nath Datta, M. A. B. L.
(12) „ Umes Chandra Datta, (Principal, City College.)
(13) „ Rajkrishna Ray Chaudhuri, (Late Dy. Ins. Schools.)
(14) „ Isan Chandra Ghosh, M. A., (Dy. Ins. Schools.)
(15) „ Rajani Kanta Gupta.
(16) „ Nagendra Nath Basu, (Editor, Biswakosh.)
(17) „ Rajendra Chandra Sastri, M. A. (Secretary)
(18) Pandit Mohendra Nath Vidyanidhi, (Asst. Secretary.)

adopted by the Parisad at a meeting held on the 13th December 1896.

4. The Parisad respectfully begs to submit that, considering the ages at which students generally appear at the Lower Primary, Upper Primary, and Middle Scholarship Examinations, the Courses of Study fixed for those Examinations are a little too long for the candidates thoroughly to read, and some of the subjects prescribed are a little too difficult for them properly to understand. In saying this the Parisad does not overlook the fact that a certain amount of reading is necessary to enable the student to acquire even a moderate knowledge of the written language of his country, and that the subjects to which it takes exception deal with matters of which it is certainly desirable that the student should know something as early as possible. But while attaching full value to the importance of making the student go through a fair quantity of reading in certain subjects, and of storing his mind with useful knowledge on a variety of subjects, the Parisad ventures to think that still greater value attaches from an educational point of view to the importance of making the student read thoroughly what he has got to read and of having his intellectual powers trained properly by such healthful exercise as is afforded by reading only those subjects which he is able fully to grasp. It is hardly necessary for the Parisad to point out that want of thoroughness in reading, specially in the earlier stages of a student's progress, can never be compensated by its extent or variety.

5. These considerations have induced the Parisad to submit the following suggestions for your special consideration :—

1st. That in the Lower Primary Examination—

(*a*) Mensuration and Sanitation should be omitted from the list of subjects. The former, so far as it can be within the grasp of a candidate for this exmination, that is, so far as it relates to rectangular areas, will be learned by him as part of his course in Arithmetic and Subhankari ;' and the latter, so far as

it can be intelligible to him, ought to be taught in the shape of lessons forming part of his course in literature, the marks allotted to that subject being raised in proportion.

(*b*) That the existing minimum pass mark be insisted upon only in Literature and Arithmetic (including Subhankari.).

2nd. That in the Upper Primary Examination—

(*a*) The Course in Bengali Prose and Poetry should be so fixed as to give effect to the suggestion contained under the next head (b), and to enable students to read their course thoroughly.

(*b*) Euclid, Mensuration, Physics and Sanitation should be omitted from the list of subjects, the first two being unsuitable and difficult and the last two in their most elementary parts being more fitly included in the Course in Prose ; and agriculture should be made a compulsory subject.

(*c*) The Elements of Bengali Grammar (omitting Taddhit and Kridanta) and the general Geography of the four quarters, including only the names of Countries and their Chief Towns, with a somewhat detailed information about Bengal should be prescribed to be read, in each subject from the same text book (so far as possible) as that fixed for the Middle Scholarship Examination, with a view to prevent the waste of time, energy and to some extent of money which the reading of these subjects from two different text books for the two examinations must entail on the student.

3rd. That in the Middle Scholarship Examination—

(*a*) The Course in Bengali Prose and Poetry should be reduced with a view to ensure thoroughness of reading ; the lessons in Prose should be arranged methodically in two groups, contained either in one volume or in two separate volumes, the one serving to increase the student's knowledge of the material world with reference to important and useful subjects and the other serving to teach him by story and precept his principle duties in the moral world ; and the lessons in Poetry should consist of poetical pieces calculated to develop the higher feelings of the student.

(*b*) The Course in History should consist of a brief elementary History of India.

(*c*) The Course in Physics should be materially reduced in extent and made to consist of a few elementary propositions which the student can clearly comprehend at this early stage of his progress.

(*d*) Sanitation and Physical Geography should be prescribed in the alternative with English Prose and Poetry ; the reason for this suggestion being that students who go in for the Middle English Examination, as a rule, intend to prosecute their studies further with a view to increase their general knowledge and are not likely to profit much by the little knowledge of those subjects which they may acquire at this early stage.

4th. That the rule which requires that a candidate shall not be allowed to appear at a higher examination unless he has passed the next lower, should be rescinded. The reason for making this suggestion is that the student should not be compelled to go through his early education in any particular way, but should be left free to choose at what stage of his progress he should commence to read with a view to prepare for a public examination.

5th. That with a view to facilitate the work of teaching and the acquisition of knowledge the standards for the different classes in Middle English Schools should be assimilated with those of the different classes in Entrance Schools below the third, English being taught in the latter as in the case of the Middle English Schools as a second language.

6th. That text books should be changed less frequently than at present, so as to avoid the possibility of causing any hardship to poor boys and to unsuccessful candidates for examination competing a second time.

7th. That examinations should aim at testing a general but intelligent knowledge of the subjects and questions that are very minute and very difficult should as a rule be avoided.

6. In conclusion, the Parisad begs to state that it has

anxiously considered the question as to what changes are desirable in the existing rules and regulations relating to our public examinations, and that it is its full and clear realisation of the grave importance of the question that forms its justification for approaching you with the foregoing suggestions. And it humbly entertains the hope that those suggestions will receive from you all the consideration that they appear to it to deserve.

I have the honour to be,
Sir,
Your most obedient servant,
President Bangiya Sahitya Parisad

Bangiya Sahitya Parisad Office
106/1, Grey Street,
The 16th December, 1896.

From

President, Bangiya Sahitya Parisad.

To

J. H. Gilliland, Esqr. M. A.
Registrar, Calcutta University.
Calcutta, The May, 1897.

Sir,

1. As President of the Bangiya Sahitya Parisad, a literary association, which has had the honour of addressing the University on the question of encouraging the vernacular languages and literatures of India, I beg to submit the following propositions for the consideration of the Syndicate, and to request the favour of your laying them before the Syndicate at its next meeting.

2. I should, at the outset, state that though the propositions submitted by me may at first sight appear to be calcfilated to lower the standards of our examinations, they will in reality raise instead of lowering the standard of education which the examinations are intended to test. If the object of education is, not merely to store the mind with knowledge but to call forth and develop its powers so as to fit it for the investigation and comprehension of truth, increase in the courses of study, which does not leave time for thorough and thoughtful reading, lowers instead of raising the standard of education; while a judicious

reduction in the quantity of matter to be read, may improve the quality of reading by giving the student more time to think over what he reads. There is a widespread complaint that the course for the F. A. Examination generally and that for the Entrance and the M. A. Examination in certain particular subjects, are too long and difficult to be read and understood thoroughly by any but the exceptionally intelligent student. It is with a view to remove the ground of this complaint, and to give our students more time to think over what they read, that this letter is submitted to the Syndicate.

3. My propositions are shortly these :—

I. That for the *Entrance Examination*—

(*a*) The fourth Book of Euclid be omitted from the Course, as not being absolutely necessary for the general student ;

(*b*) Physical Geography be omitted from the Course as too difficult;

(*c*) in lieu of Clarke's Class Book of Geography and the Manual of Geography by the Christian Literature Society, which are a little too long, some more elementary text book on Geography be prescribed ;

(*d*) the second paper in the Second Languages be, with a view to encourage the study of vernacular literature, made to contain in addition to passages for translation questions on prescribed text-books in an allied vernacular language ; and

(*e*) the method of prescribing text-books on Grammar be modified so as to encourage the study of Grammar, so far as it is a help towards learning languages.

II. That for the *First Examination in Arts*—

(*a*) With a view to lighten a little the burden that weighs on the students, and to give fuller and freer scope to the option that is now allowed with regard to certain subjects, the subjects be grouped as follows :—

1. English.
2. A second Language.

3. Mathematics, including—
Arithmetic.
Algebra.
Euclid, Books I—IV.
Book V, Definitions.
Book VI. Propositions I—XIX.
Trigonometry.
4. Elementary Physics.
5. and either 6. { Geometrical Conics and Chemistry. } or { History and Logic. }

(*b*). the Course in English be in point of quality composed of such selections from standard authors as may be suited to the capacity of Indian youths of seventeen or eighteen years of age, and in point of quantity be such as can be conveniently mustered by them within the time allowed; and it be changed less frequently than it is at present;

(*c*). the Syllabus in Physics be reduced so as to give the student time to grasp the fundamental notions and the general principles of the subject, and a suitable text-book be prescribed; and

(*d*). text books of the same degree of fullness in the Histories of Greece and Rome, and of bulk intermediate between the two volumes of Smith and the two Historical Primers now prescribed in alternate years, be selected.

III. That for the *M. A. Examination*, the course in Sanskrit, which is long and complex, be divided into two alternative courses;

one consisting of Sanskrit Language and Literature as the principal subject with Sanskrit Philosophy as a subsidiary subject, and

the other consisting of Sanskrit Philosophy as the principal subject with Sanskrit Language as a subsidiary subject;

A somewhat similar division into alternative courses being already adopted in Mathematics and in Physics and the object of such division being to enable candidates to attain greater proficiency in their respective subjects.

The syllabus of the two courses to be as follows :—

(1). Language course ;

(2). Philosophy course :—

and the required selections be made by competent scholars appointed by the Syndicate.

I have the honour to be

Sir,

Your most obedient servant.

আমি তখনই ডিরেক্টার ডাক্তার মার্টিনের সঙ্গে দ্বিতীয়বার সাক্ষাৎ করিলাম। আমাকে দেখিবামাত্র তিনি উক্ত আবেদনের কথা তুলিয়া আমার সঙ্গে উহার প্রত্যেক প্রস্তাব সম্বন্ধে আলোচনা করিলেন, এবং তাহার পর তাহার কোনও কোনও প্রস্তাব বিরাট পুরুষের প্রতিকূলতা সত্ত্বেও গ্রহণ করিয়া পরিষদকে লিখিলেন যে অবশিষ্ট প্রস্তাব গ্রহণ করিতেও যদি পরিষদ জিদ করেন, তবে পরিষদের কয়েকজন প্রতিনিধির সহিত তিনি এই বিষয়ের পরামর্শ করিতে চাহেন। ঠিক এ সময়ে আমি কলিকাতা হইতে আমার ইচ্ছামতে চট্টগ্রামে স্থানান্তরিত হইলাম। উক্ত চতুর্মুখের সাধ্য সাধনায় ও ষড়যন্ত্রে পরিষদ আর কিছুই করিলেন না। তাহার পর ভারতে কর্জ্জন-পেডলারের শুভাগমনে রামরাবনের যুদ্ধ উপস্থিত হইল। রামরূপী ভারতবাসীর সীতারূপিণী লক্ষ্মী সকল দিকে হৃতা হইলেন। পেডলার বাঙ্গালা শিক্ষাপ্রণালীর আলোচনার জন্য নিজে এক কমিটি নিযুক্ত করিলেন, এবং টেক্সটবুক কমিটি স্বকৃত পাপে ত্রিমূর্ত্তিসহ অর্দ্ধচন্দ্র প্রাপ্ত হইলেন। নূতন এক কমিটি স্থাপিত হইয়াছে, তাহার আদি অন্ত মধ্য স্বয়ং ডিরেক্টার। পরিষদের অনেক প্রস্তাব তিনি গ্রহণ করিয়াছেন, এবং তদুপরি 'কিণ্ডারগার্টেন' চালাইয়াছেন। স্কুলপাঠ্য পুস্তক মেকমিলান কোম্পানীর একচেটিয়া হইয়াছে, আর সঞ্চালক ভগিনীপতি ত্রিমূর্ত্তি "হায়! হোসেন হায়! হোসেন!"

বলিয়া এখন বুক কুটিতেছেন। তাহাদের সঙ্গে দেখা হইলে বলিতাম—

"ঐন্দ্রিলে! ঐন্দ্রিলে! জান না কি হেমকুম্ভ
ভাঙ্গিলে দ্বিখণ্ড করি চরণ আঘাতে।"

এই পাপিষ্ঠদের ঘোরতর স্বার্থপরতায় দেশের সাহিত্যসেবীদের যে এক মুষ্ঠি অন্ন ছিল তাহাও বিলাত যাত্রা করিল। শুধু তাহা নহে, স্বার্থপরতায় বিশ্ববিদ্যালয়ও দেশের যে অনিষ্ট করিতেছিলেন তাহার প্রতিও লর্ড কর্জ্জনের চক্ষু পড়িল। সে দিকেও শিক্ষাকমিটি বসিল। তাহার পরিণামে নূতন আইনের দ্বারা বিশ্ববিদ্যালয় গভর্ণমেণ্টের আর এক ডিপার্টমেণ্টে পরিণত হইয়াছে, এবং যাহাতে ভারতে উচ্চ ইংরাজী বিদ্যা প্রচলিত হইয়া, ইংরাজদের সঙ্গে ভারতবাসীর প্রতিযোগিতা বৃদ্ধি না করে, তাহার শতবিধ উপায় অবলম্বিত হইতেছে। পরিষদ্ চাহিয়াছিলেন Reform (সংস্কার)। লর্ড কর্জ্জন উপস্থিত করিয়াছেন Revolution (বিপ্লব)। এরূপে উচ্চশিক্ষা যাহা ভারতবাসীর হাতে ছিল তাহা হইতেও ভারতবাসী বঞ্চিত হইল। পূর্ব্ব বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বার্থপরতা পাপেরও এরূপ প্রায়শ্চিত্ত হইয়াছে। পরিশ্রমে হাড় অস্থি কালি করিয়া, এবং অর্দ্ধমৃত হইয়া, উচ্চ ইংরাজী শিক্ষা লাভ করিয়া যে ভারতবাসী এক মুঠো অন্ন পাইত তাহার পথও বন্ধ হইল। দেশের ব্যবসায়ের মধ্যে আছে দুই 'চ' কার—চাষ আর চাকরি। চাকরির পথ লর্ড কর্জ্জন সকল দিকে বন্ধ করিতেছেন। এখন চাষটিও ইংরাজের হাতে গেলে ভারতের নির্ব্বাণ লাভ হইবে। গ্রীক গিয়াছে, রোমান গিয়াছে। হা বিধাতঃ! ভারতবাসীও লুপ্ত হইবে ইহাই কি তোমার বিধিলিপি?

তীর্থ রক্ষা।

তীর্থ রক্ষা,—ইহা আমার একটি জীবনব্যাপী ব্রত। ইহার আমূল বৃত্তান্ত লিখিতে গেলে আর একখানি বহি হইবে। অতএব সংক্ষেপে বলিতেছি। ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে আমি ভবুয়া হইতে চট্টগ্রাম বদলি হই। তাহার পরের বৎসর শিবচতুর্দ্দশী উপলক্ষে "সীতাকুণ্ডের" মেলার ভার প্রাপ্ত হই। এইবারই আমি প্রথম 'সীতাকুণ্ড' দেখিলাম। বিদেশীয়েরা ইহাকে "চন্দ্রনাথ তীর্থ" বলেন। চট্টগ্রাম জেলাকে উত্তর দক্ষিণ দ্বিখণ্ড করিয়া যে পর্ব্বতমালা নানা বিচিত্র শৃঙ্গে ও উপশৃঙ্গে বিরাজ করিতেছে উহাই 'চন্দ্রনাথ' গিরিশ্রেণী। উহা উত্তরে হিমালয়-সংস্পৃষ্ট 'আসাম' পর্ব্বতমালা হইতে দক্ষিণে ও পূর্ব্বে ব্রহ্মদেশীয় শৈলশ্রেণী পর্য্যন্ত বিস্তৃত। এই পর্ব্বতশ্রেণীর একটি উচ্চ শৃঙ্গ "চন্দ্রশেখর" বলিয়া পরিচিত। এই শৃঙ্গোপরি একটি ক্ষুদ্র মন্দির। তাহাতে যে শিবলিঙ্গ আছেন, তাঁহার নাম 'চন্দ্রনাথ'। মন্দিরটি বহু দূর হইতে অশ্বত্থ পাদপ ছায়ায় উপবিষ্ট একটি কাপোতের মত বোধ হয়। চন্দ্রশেখরের পদতলে 'ব্যাসকুণ্ড' ক্রোড়দেশে 'শম্ভুনাথ' বা 'স্বয়ম্ভূনাথের' মন্দির। শম্ভুনাথও শিবলিঙ্গ। উহা পর্ব্বতের সঙ্গে একাঙ্গ। এজন্য ইহার নাম 'স্বয়ম্ভূ'। উহা স্বতন্ত্র স্থাপিত শিবলিঙ্গ নহে। এই লিঙ্গের চতুর্দ্দিকের প্রস্তর কাটিয়া আমার পিতামহ ৺ত্রিপুরাশরণ রায় 'অষ্টমূর্ত্তি' অঙ্কিত করিয়া দিয়াছেন। বলিয়াছি তিনি একজন অসাধারণ প্রতিভাশালী স্বাভাবিক শিল্পী (born artist) ছিলেন। তিনি কখনও গৃহের বাহির হন নাই, কাহারও কাছে কখনও শিক্ষা করেন নাই, অথচ এমন শিল্পবিদ্যা নাই যাহাতে তিনি পারদর্শী ছিলেন না। সেই শিল্পশক্তি আমার পিতৃদেবে কাব্যপ্রিয়তা

ও কবিতাশক্তি সঞ্চারিত করে। আর সেই কবিতাশক্তি হইতেই আমি কবি। যাঁহারা এই অষ্টমূর্ত্তি দেখিয়াছেন, তাঁহারা আমার পিতামহের শিল্প প্রতিভা বুঝিতে পারিবেন। চন্দ্রশেখরের বক্ষঃস্থলে 'বিরূপাক্ষের' মন্দির। 'বিরূপাক্ষ' স্থাপিত শিবলিঙ্গ। তাহার পর শিখরের সানুদেশে চন্দ্রনাথের মন্দির। তুমি যতই পর্ব্বতারোহণ করিবে ততই তোমার চক্ষে চারি দিকে ইন্দ্রজাল সৃষ্টিবৎ নৈসর্গিক শোভা ভাসিয়া উঠিবে, এবং চন্দ্রশেখরের সানুদেশস্থ মন্দির ও অশ্বত্থ ছায়ায় দাঁড়াইয়া তুমি যে দৃশ্য দেখিবে তাহার তুলনা ভারতবর্ষে নাই! তোমার উত্তরে দক্ষিণে চন্দ্রশেখর পর্ব্বতমালা তরঙ্গ খেলিয়া যতদুর দেখা যায় চলিয়া গিয়াছে। তাহার অনন্ত বৃক্ষলতাবৃত শ্যামল শোভায় নয়নে অমৃতবর্ষণ করিতেছে। বৃক্ষে বৃক্ষে কত ফুল ফুটিয়াছে! কতরূপ পাখী উড়িতেছে, বসিতেছে এবং কলকণ্ঠে কাননের নির্জ্জনতায় সঙ্গীতলহরী তুলিতেছে! হরিণের কাননভেদী কণ্ঠধ্বনি, বনকুক্কুটের মধুর বংশীধ্বনি, শ্রবণে অমৃতবর্ষণ করিতেছে। তোমার পূর্ব্বে, পশ্চিমে, সম্মুখে ও পশ্চাতে অনন্ত গ্রামব্যূহ উপবনের মত স্বর্ণপ্রসূ শস্যক্ষেত্র সুরঞ্জিত কোমল গালিচার মত, এবং গো, ছাগ, মহিষাদি ক্ষুদ্র পুষ্পের মত, এবং নদ নদী রজত সর্পের মত শোভা পাইতেছে পূর্ব্বে দীর্ঘায়ত শস্য-শ্যামল সমতল ক্ষেত্রের পর—মরি! মরি! কি দৃশ্য! অনন্ত পয়োধির অনন্ত! লহরী-লীলা তটাসাতি কর্দ্দম-ধবল সলিলরাশি ক্রমে কেমন নীল, নীলতর, নীলতম হইয়া আকাশের সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে। চন্দ্রশেখরের তিন মাইল দক্ষিণে "বাড়বকুণ্ডে"র জল সহিত অগ্নি ক্রীড়া করিতেছে। তাহারও তিন মাইল দক্ষিণে নিবিড় কানন মধ্যে 'কুমারীকুণ্ড'। সমস্ত কুণ্ডই পার্ব্বত্য নির্ঝর। আগুন দেখিলেই কুণ্ডসলিল জ্বলিয়া উঠে। চন্দ্রনাথের উত্তরে 'লবণাক্ষ' কুণ্ড। এখানে লবণ, মধুর ও উত্তপ্ত সলিলবাহী বহু নির্ঝর। তাহার পার্শ্বে ক্ষুদ্র

গিরিপ্রপাত 'সহস্র ধারা'। কি নির্ম্মল, সুশীতল সলিল, সহস্র ধারায় শতহস্ত উদ্ধ হইতে পড়িতেছে! এই লবণাক্ষের 'গুরুধ্বনি' তীর্থে, ও চন্দ্রশেখর-পাদ-তলে জ্যোতির্ম্ময় তীর্থে, প্রস্তর বিদীর্ণ করিয়া অগ্নিশিখা কিঁ কৌতুকক্রীড়া করিতেছে! এমন সুন্দর ও বিস্ময়কর তীর্থ ভারতে নাই। জগতে আছে কি না জানি না। প্রবাদ এরূপ যে "রামাওত" সম্প্রদায়ের 'গিরি' সন্ন্যাসীরা আগে এই তীর্থের মোহন্ত ছিলেন। 'রামসীতা' নামক এক কুণ্ডের লুপ্ত চিহ্ন এখনও বর্ত্তমান। কিন্তু 'বন' সম্প্রদায় বলপূর্ব্বক অধিকার করিয়া ইহাকে শৌর তীর্থ করিয়াছেন। 'বারাহীতন্ত্র' চন্দ্রশেখর তীর্থের ভূগোল। ইহার মতে এখানের মূল বিগ্রহ 'চন্দ্রশেখর' পর্ব্বত,—"চন্দ্রশেখরমারুহ্য পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে।" চন্দ্রশেখর,—ভৈরব। শক্তি—"দক্ষিণা কালী। ত্রিপুরাধিপতি এই কালীকে তাঁহার রাজধানী উদয়পুরে লইয়া যান। তিনি এখনও উদয়পুরে আছেন। প্রবাদ উক্ত ত্রিপুরাপতি শম্ভুনাথকেও লইতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু এই বিগ্রহ পর্ব্বতের অঙ্গমাত্র বলিয়া স্থানান্তর করিতে পারেন নাই।

'বন' সম্প্রদায়ের মোহন্ত গোমতি বন ও রতন বন উভয়েই সিদ্ধ সন্ন্যাসী ছিলেন। তাঁহারা সর্ব্বদা ধুনির সমক্ষে যোগাবস্থায় থাকিতেন। সমস্ত দেশ তাঁহাদের দেবতার মত শম্ভুনাথের পর পূজা করিত। দেবোত্তর সম্পত্তির সঙ্গে ইঁহাদের কোনও সম্পর্কই ছিল না। মেলার ভার প্রাপ্ত হইয়া সীতাকুণ্ডে গিয়া দেখিলাম এ দেবতাদের আসনে একটি বানর উপবিষ্ট হইয়াছে। ইহার নাম লিখিয়া পবিত্রভাষা কলুষিত করিব না। শুনিয়াছি এক হিন্দুস্থানী দ্বারোয়ান তীর্থ দর্শণে সীতাকুণ্ডে আসিয়া মরে। তাহার অনাথ শিশুকে দেখিয়া রতন বনের দয়া হয়, এবং তিনি তাহাকে তাঁহার চতুর্থ চেলা করেন। তাঁহার সমাধি প্রাপ্ত সময়ে ব্যভিচারের জন্য একজনকে পদচ্যুত করিয়া তিনি উইল করিয়া যান যে অবশিষ্ট তিন

চেলারা বয়ঃক্রমে মোহস্তের আসন পাইবে, কিন্তু কাহারও চরিত্র মোহন্তের অযোগ্য হইলে দেশের প্রধান ব্যক্তিরা তাহাকে পদচ্যুত করিয়া অন্য মোহন্ত মনোনীত করিতে পারিবেন। প্রথম চেলা প্রকৃত সন্ন্যাসী। সে বিষয়ে লিপ্ত হইতে চাহিল না। দ্বিতীয় চেলারও অকস্মাৎ মৃত্যু হয়, কিরূপে কেহ জানে না! এই দ্বারবান-পুত্র কিশোর বয়সে মোহন্তপদে আমার পিতা ও দেশের অন্যান্য প্রধান ব্যক্তির দ্বারা নিয়োজিত হয়। ইহার অপ্রাপ্ত বয়স বশতঃ কিছুকাল দেবোত্তর সম্পত্তির ভার কালেক্টার গ্রহণ করেন। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট এরূপে তীর্থরক্ষা করিয়া পৌত্তলিকতার প্রশ্রয় দিতেছেন বলিয়া খৃষ্টান মিশনারিরা ঘোরতর আন্দোলন উপস্থিত করিলে, গবর্ণমেণ্ট তীর্থের ভার প্রথম 'লোকাল এজেণ্টের' তাহার পর ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দের ২০ আইন দ্বারা স্থানীয় 'এণ্ডাওমেণ্ট কমিটির' হস্তে সমর্পন করেন। মিশনারিদের কৃপায় আইনটি এরূপ ভাবে গঠিত হয় যে উহার দ্বারা কমিটির পক্ষে তীর্থরক্ষা অসম্ভব। তীর্থাদির ধ্বংসই মিশনারিভীত গবর্ণমেণ্টের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল। মোহন্ত ও মতয়োলিরা আইন মতে নামতঃ এ কমিটির অধীন হইল। কিন্তু ইহারা কমিটির অধীনত্ব অস্বীকার করিলে,—এই পাপিষ্ঠ বারম্বার তাহাই করিয়াছিল—কমিটির দীর্ঘ দেওয়ানি মোকদ্দমা করা ভিন্ন ইহাদের পদচ্যুত করিবার উপায়ন্তর নাই। সেই মোকদ্দমা করিতেও পূর্ব্বে কালেক্টরের কি 'এডভোকেট জেনারেলের' অনুমতি চাহি। তাহার পর কমিটির আপন ব্যয়েই মোকদ্দমা করিতে হইবে, আর ব্যভিচারী মোহন্তেরা তীর্থের অর্থরাশির দ্বারা প্রিভি কাউন্সিল পর্য্যন্ত লড়াই করিবে। ইহাতেও দেববৃত্তি রক্ষিত না হইয়া বরং ধ্বংসিত হইবে, এবং মোকদ্দমার নিষ্পত্তি বিশ পঁচিশ বৎসর, এমন কি মোহন্তের জীবিতকালে হইবে কি না সন্দেহ। এই দ্বারবানপুত্রের বয়সের সঙ্গে সঙ্গেই ব্যভিচার স্রোত বৃদ্ধি হইতে আরম্ভ হয়। উক্ত আইন

প্রচারের পর দেশের প্রধান ব্যক্তিদের হস্তক্ষেপ করিবার পথ নাই। এরূপ অবস্থায় একটি শিক্ষাশূন্য দ্বারবানের পুত্র বিপুল বিষয়ের অধিকারী হইলে, তাহার সন্ন্যাস ব্যভিচার ভিন্ন আর কি হইবে। দেশের যে সকল কালজয়ী উৎকৃষ্ট বিধানাবলী ছিল, তাহা ধ্বংস করিয়া গবর্ণমেণ্ট এরূপে হিন্দু মুসলমানের তীর্থ ও ধর্ম্মবৃত্তি গুলিরও ধ্বংস সাধন করিতেছেন। আর দেশের লোক নিরুপায় হইয়া চাহিয়া আছে। আমি মেলার ভারপ্রাপ্ত হইয়া যখন সীতাকুণ্ডে যাই, এই 'মোহন্তের' তখন প্রথম যৌবন। সে সন্ন্যাসী না হইয়া একজন ঘোরতর বিলাসী। সে শম্ভুনাথের মন্দিরের সম্মুখে কয়েক হস্ত মাত্র দুরে, অনুমান ২০,০০০ টাকা ব্যয় করিয়া এক দ্বিতল অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়া উহা বহুমূল্য বিলাতি উপকরণে সজ্জিত করিয়াছে। উহা দেখিয়া কোনও ধনী ইংরাজের গৃহ বলিয়া আমার ভ্রম হইল। তাহাতে প্রথম শ্রেণীর বিলাসিতার ও নানাবিধ ব্যভিচারের উপকরণ সকলই প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান। তাহার বহুমূল্য সৌখিন পরিচ্ছদ এবং উৎকৃষ্ট গাড়ী, ঘোড়া, ও হাতি। তাহার সঙ্গে আমার কিশোর বয়স হইতে পরিচয় ছিল। সে চট্টগ্রাম সহরে গেলে প্রায়ই আমার পিতার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে যাইত এবং ব্যাপারাদির সময়ে আমাদের পল্লীগ্রামস্থ বাড়ীতেও যাইত। আমি তাহাকে বন্ধুভাবে প্রথমতঃ অনেক করিয়া বুঝাইলাম। কিন্তু সে কিছুমাত্র গ্রাহ্য করিল না। তখন আমি আমার নিজমূর্ত্তি ধরিয়া তাহার বিলাসিতার স্বপ্নের মধ্যে বজ্রক্ষেপ করিলাম। পূর্ব্ব পূর্ব্ব মোহন্তদের যাত্রীরা দেবতার মত ভক্তি করিত, এবং যথেষ্ট 'প্রণামী' দিত। কিন্তু এরূপ নরাধমকে তাহারা প্রণামই বা করিবে কেন? 'প্রণামী' দেওয়া দুরের কথা। কাযেই সীতাকুণ্ডের ও বাড়বের মোহন্তেরা নিজে পৈতৃকব্যবসানুযায়ী প্রহরী সাজিয়া ও মুসলমান প্রহরী রাখিয়া বলপূর্ব্বক শম্ভুনাথের মন্দিরের দ্বারে ১৲ এক টাকা,

ও বাড়বকুণ্ডের দ্বারে আট আনা টেক্স যাত্রীর উপর ঘোরতর উৎপীড়ন করিয়া আদায় করিতেছে। কেবল লবণাক্ষের মোহন্ত তাহা করিত না। এ লোকটি কিঞ্চিৎ ধর্ম্মনিষ্ঠ ছিল বলিয়া যাত্রীরা অযাচিত তাহাকে প্রণামী দিত। এ প্রণামীর নাম উপরোক্ত দুই স্থানে হইয়াছে—'কর', অর্থাৎ আরঙ্গজিবের 'জেজিয়া'। ইহাতে সীতাকুণ্ডের পাপিষ্ঠ বৎসর দশ পনর হাজার টাকা পাইতেছে। তদ্ভিন্ন দেবসম্পত্তির আরও প্রায় দুই তিন হাজার টাকা আছে। এই তস্করবৃত্তির উপার্জ্জন সীতাকুণ্ডের মোহন্ত সমাক তাহার বিলাসিতায় ব্যয় করিতেছে। বাড়বের মোহন্ত সন্ন্যাস ধর্ম্মের নাম পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিয়া বিবাহ করিয়া সন্তান জন্মাইতেছে, এবং এই 'করের' ও দেবসম্পত্তির আয়ের দ্বারা তাহার স্ত্রীপুত্রের নামে ভূ-সম্পত্তি কিনিতেছে। আমি ঘোষণা করিয়া দিলাম যে মোহন্তদের বলপূর্ব্বক 'কর' আদায় করিবার অধিকার নাই। যাত্রীরা যাহা আপন ইচ্ছায় দিবে, তাহাই গ্রহণ করিবে। তাহার ফলে সীতাকুণ্ড ও বাড়বের মোহন্ত এই বৎসরের মেলায় একটা পয়সাও পাইল না। যাত্রীদের আনন্দের সীমা নাই। আমি যেখানে যাইতেছি সেখানেই দুহাত তুলিয়া আমাকে আশীর্ব্বাদ করিতেছে। শম্ভুনাথের মন্দিরের সম্মুখে দরিদ্র বৈরাগী ও বৈরাগিণীরা আমাকে বেড়িয়া আনন্দে কীর্ত্তন করিতে লাগিল, কারণ 'কর' দিতে অক্ষম বলিয়া ইহাদের দেব-দর্শন প্রায় ঘটিয়া উঠিত না। তাহাদের মধ্যে আমার চট্টগ্রামের স্কুলের সেই পণ্ডিত ও কবিতা শিক্ষক জগদীশ তর্কালঙ্কার মহাশয়ও ছিলেন। তিনি তখন চট্টগ্রাম নর্ম্মাল স্কুলের প্রধান শিক্ষক. এবং ব্রাহ্মধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া বৈরাগী হইয়াছেন। তিনিও গোমুখা হস্তে নৃত্য করিতেছিলেন এবং ঘন ঘন পদধূলি লইতে আমার। মস্তকের কাছে চরণ উত্তোলন করিতেছিলেন। আমার তখন প্রথম যৌবন। ২২বৎসর মাত্র বয়স। আমার বিলাসপ্রিয়তা জানিয়া

পণ্ডিত মহাশয় আমাকে বড় সুবিধাজনক বৈরাগ্যধর্ম্মে এ শম্ভুনাথের মন্দিরের দ্বারেই দীক্ষিত করিলেন। আমার এক কর্ণ ধারণ করিয়া বলিলেন—"বল—

"মাগুর মাছের ঝোল,
যুবতীর কোল,
তবু হরি হরি বোল।"

আমি মন্ত্রপাঠ করিতে লাগিলাম, আর সকলে হাসিতে লাগিল। আমিও আমোদের হাসি হাসিতেছিলাম। বহুবর্ষ পরে যখন পড়িলাম যে চৈতন্যদেব এক ধোপাকে বলিতেছেন—"বাপু! কাপড় কাচ, আর সঙ্গে হরি হরি বল দেখি!" তখন বুঝিলাম ইহার কি গভীর অর্থ। তখন বুঝিলাম পঞ্চ মকারের দ্বারা তান্ত্রিক উপাসনার অর্থও—

"মাগুর মাছের ঝোল,
যুবতীর কোল
তবু হরি হরি বোল!"

যাহা খাইতে ইচ্ছা হয় খাও, করিতে ইচ্ছা হয় কর, কেবল একবার সে সঙ্গে হরি হরি বল। তাহা হইলে তুমি ক্রমে প্রবৃত্তির পথ হইতে নিবৃত্তির পথে যাইবে। মেলা হইতে ফিরিয়া তীর্থাদির ও মোহন্তদের শোচনীয় অবস্থা, এবং আমার ক্রিয়া কলাপ, আদ্যোপান্ত 'রিপোর্ট' করিয়া তীর্থাদির উন্নতির জন্য কয়েকটি প্রস্তাব করিলাম। মেজিষ্ট্রেট তাহা সম্পূর্ণরূপে অনুমোদন করিয়া উক্ত প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করিতে মোহন্তের নামে আদেশ প্রচার করিলেন। এক বৎসর চলিয়া গেল, সে কিছুই করিল না। ঐ অপূর্ব্ব আইনের কল্যাণে মেজিষ্ট্রেটেরও আর কিছু করিবার ক্ষমতা নাই। পরের বৎসর 'শিবচতুর্দ্দশীর মেলাতে'ও তিনি আমাকে সীতাকুণ্ডে পাঠাইলেন। আমার বন্ধু বাবু উমাচরণ দাস তখন সীতাকুণ্ডের পুলিশ

ইনেস্‌পেক্টার। মোহস্ত আমার সেই 'কর'-ধ্বংসী অস্ত্রে আহত হইয়া তাঁহাকে ডাকিয়াছে বাপ। তিনি আমাকে ধরিয়া পড়িলেন। বলিলেন একেবারে 'কর' উঠাইয়া দিলে মোহস্ত আমার প্রস্তাবিত উন্নতির কার্য্য করিতে টাকা কোথায় পাইবে। দেবসেবাও বন্ধ হইবে। তাঁহার অনুরোধে আমি বলিলাম যে মোহস্ত যদি এ সকল কার্য্য এ বৎসর করিবে বলিয়া তাঁহার সাক্ষাতে প্রতিজ্ঞা করে, তবে আমি তাহাকে কিছু 'কর' দেওয়াইয়া দিব। সে আমার কাছে আসিয়া অনেক কাঁদাকাটা করিয়া ঐরূপ প্রতিজ্ঞা করিল। আমি সেই বৎসর সীতাকুণ্ডে আট আনা ও বাড়বে চারি আনা কর দিতে সক্ষম যাত্রীদের অনুরোধ করিয়া ঘোষণা দিলাম। তাহাতে উভয় স্থানের মোহস্ত যথেষ্ট টাকা পাইল। ইহার অব্যবহিত পরে আমি চট্টগ্রাম কমিশনারের প্রথমবার পার্শনেল এসিস্‌টেণ্ট হইলাম। পরের বৎসর মেজিষ্ট্রেট স্বয়ং জইণ্ট মেজিষ্ট্রেটকে মেলায় প্রেরণ করিলেন। তিনি আমার কার্য্যাবলী অনুমোদন করিয়া লিখিলেন যে মোহস্ত আমার কোনও প্রস্তাবই কার্য্যে পরিণত করে নাই। মেজিষ্ট্রেট তখন নিরুপায় হইয়া কমিশনারের উপদেশ প্রার্থনা করিলেন। ১৮৬৩ সালের ২০ আইনে কমিশনরেরও হাত বন্ধ। তিনি কি উপদেশ দিবেন। উক্ত আইনমতে 'এণ্ডাওমেণ্ট কমিটি' মাত্র তীর্থাদির একমাত্র তত্ত্বাবধারক। তখন আমি পুরাতন কাগজ পত্র বাহির করিয়া এই তীর্থাদির সমস্ত ইতিহাস উদ্‌ঘাটিত করিয়া দেখিলাম যে প্রথমে গবর্ণমেণ্ট 'লোকাল এজেণ্টের' হস্তে এবং তাহার পর উক্ত কমিটির হস্তে উহাদের ভারার্পণ করিয়াছেন। কমটির সদস্য প্রায়ই নরলীলা সম্বরণ করিয়াছেন। অনেক লেখালেখি ও চেষ্টার পর আবার একটা কমিটি গঠন করাইয়া, কমিটির দ্বারা মোহস্তের গ্রীবা নিষ্পীড়ন আরম্ভ করিলাম। ইহাতেই তিন বৎসর চলিয়া গেল। যেই ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে আমি বিপদস্থ হইয়া পুরী

স্থানান্তরিত হইলাম, আর সকল নির্বিঘ্ন গেল। মোহন্তদের পথ নিষ্কণ্টক হইল, এবং অবরোধমুক্ত সমুদ্রগামী নদীর মত তাহাদের ব্যভিচার বর্দ্ধিত বেগে ছুটিল।

শ্রীক্ষেত্রে পৌঁছিয়াই আমি শ্রীমন্দিরের ভার প্রাপ্ত হই। জগন্নাথ দেবের যাহা ভূসম্পত্তি ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট শ্রীক্ষেত্রের রাজ্যচ্যুত দরিদ্র রাজার হস্তে রাখিয়াছেন তাহার আয় কেবল আঠার হাজার টাকা মাত্র। শুনিয়াছি মহারাষ্ট্র সময়ে লক্ষ টাকা ছিল। তাহার দ্বারা এবং মন্দিরের প্রণামী ও মহাপ্রসাদের বিক্রয়ের দ্বারা বৎসর যাহা পাওয়া যায়, তাহাতে অতি কষ্টে মন্দিরের ব্যয় নির্ব্বাহিত হয়। ভারতবর্ষের স্বাধীন রাজাগণ যে বিপুল সম্পত্তি জগন্নাথদেবের সেবার জন্য দান করিয়াছেন, তাঁহার দুর্ভাগ্যবশতঃ শ্রীক্ষেত্রের রাজার হস্তে না দিয়া তাহার শাসনভার এক এক মঠের উপর দিয়া উহাকে 'ট্রষ্টি' বা তত্ত্বাবধারক করিয়াছেন। তাঁহারা মনে করিয়াছিলেন শ্রীক্ষেত্রের রাজা দুরবস্থাপন্ন, এবং মঠধারীরা নির্লিপ্ত সন্ন্যাসী। ফল তাহার বিপরীত হইয়াছে। শ্রীমন্দিরের আয় সম্যক তাহাতে ব্যয়িত হয়। অন্য দিকে শ্রীক্ষেত্রের তিন শত মঠের আয় প্রায় তিন লক্ষ টাকার সামান্য অংশ মাত্র জগন্নাথের সেবায় ও দাতব্যে ব্যয়িত হয়। এ সকল মঠের মোহন্তগণও সীতাকুণ্ডের মোহন্তের অন্য সংস্করণ মাত্র। তাহাদের বিলাসে ও ব্যভিচারে এই বিপুল অর্থ ব্যয়িত হইতেছে দেখিয়া আমি একটি 'মন্দির কমিটি' গঠন করিয়া ঘোরতর আন্দোলন উপস্থিত করি। ইহাতে একজন প্রধান মোহন্তও ছিলেন। দেখিলাম ১৮৬৩ সালের ২০ আইন পরিবর্ত্তিত না হইলে এই ধর্ম্মার্থ-অর্পিত সম্পত্তির রক্ষার ও সদ্ব্যবহারের উপায়ান্তর নাই। আমরা এ মর্ম্মে গবর্ণমেণ্টে আবেদন উপস্থিত করিলাম। ঠিক সে সময়ে মান্দ্রাজ-বাসীদের আন্দোলনের ফলে মান্দ্রাজ গবর্ণমেণ্ট স্থানীয় কাউনসিলে এক

'বিল' উপস্থিত করিলেন। বেঙ্গল গবর্ণমেণ্টও আমাদের প্রস্তাব অনুমোদন করিলেন। তখন ভারত গবর্ণমেণ্ট মান্দ্রাজ কাউনসিলের 'বিল' স্থগিত রাখিতে আদেশ দিয়া সমস্ত ভারতব্যাপী এক 'বিল' গবর্ণর জেনারেলের কাউন্সিলে উপস্থিত করিলেন। দেবতাদের অদৃষ্ট মন্দ। ঠিক সেই সময়ে লর্ড লিটনের আফগান যুদ্ধ আরম্ভ হইল। এই সময়ে ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে গবর্ণমেণ্ট ভীত হইলেন, এবং এই 'বিল'টিও চাপা পড়িল। এরূপে আমার শ্রীক্ষেত্রের সম্যক চেষ্টাও নিষ্ফল হইল। কেবল সাত মাস কাল শ্রীক্ষেত্রে অবস্থিতির পর ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে আমি বদলি হইয়া মাদারিপুর এবং তথা হইতে বেহারে যাই। বেহারেও দেখিলাম সে অঞ্চলের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হিন্দু মঠগুলিরও শোচনীয় অবস্থা। সুরক্ষিত জৈন মন্দিরগুলি দেখিলে এ অবস্থা আরও শোচনীয় বোধ হয়।

১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে আমি যখন নোয়াখালি বদলি হইয়া যাইতেছিলাম, শম্ভুনাথের বাড়ীতে গিয়া আমার আতঙ্ক উপস্থিত হইল। যে শম্ভুনাথের বাড়ী আমি লোকারণ্য দেখিয়াছি; কত সন্ন্যাসী, বৈরাগী কত স্থানে বসিয়া শাস্ত্র পাঠ ও ধর্ম্মালাপ করিতে শুনিয়াছি, সে শম্ভুনাথ বাড়ী আজ জনমানব শূন্য। জগন্নাথ বাড়ী, কালী বাড়ী ও অন্যান্য দেবতাদের মন্দিরের ও গৃহের চিহ্ন মাত্র নাই। বৈষ্ণব ও শাক্ত বিগ্রহ সকল একটি পাঁচ সাত হাত কুড়ে ঘরে ধর্ম্মবিদ্বেষ ভুলিয়া এক কেরোসিনের বাক্সের উপর বিরাজ করিতেছেন। আছে কেবল অসংস্কৃত অবস্থায় শম্ভুনাথের মন্দির, এবং তাহার সমক্ষে ভগ্নপ্রায় মোহন্তের সেই বিশ হাজার টাকার দ্বিতল গৃহ। লোক কোলাহলপূর্ণ স্থানের দিবাভাগে এই নির্জ্জনতা ও নীরবতা আমার হৃদয়ে ভীতি সঞ্চার করিল। আমি সভয় পাহাড় হইতে নামিয়া আসিতেছিলাম, পথে একজন ব্রাহ্মণ ও ভৃত্যের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল। তাহারা বলিল যে আমি শম্ভুনাথ বাড়ীতে

গিয়াছি শুনিয়া মোহন্ত তাহাদের পাঠাইয়াছেন। তাহাদের মুখে শুনিলাম 'আস্তান' মোহন্ত নীচে লইয়া গিয়াছেন। তীর্থ সকল ধ্বংসপ্রায়, দেবসেবা বন্ধ। চন্দ্রনাথের ও বিরূপাক্ষের পূজা হয় না। শম্ভুনাথেরও পূর্ব্বের মত পূজা ও ভোগ ইত্যাদি নাই। কেবল পূর্ব্বাহ্নে তাহারা দুই জন আসিয়া তাঁহাকে জল ফুল মাত্র দিয়া যায়। পূজার অন্য উপকরণও বন্ধ। তাহারা আমাকে মোহন্তের নূতন আস্তানে লইয়া গেল। দেখিলাম সেখানে আর এক কদাকার বৃহৎ দ্বিতল গৃহ ত্রিশ চল্লিশ হাজার টাকায় নির্ম্মিত হইয়াছে। কিন্তু শুনিলাম মোহন্ত অধিকাংশ সময়ে নিকটবর্ত্তী উপপত্নীর আলয়ে বিরাজ করেন। তাহার মূর্ত্তি দেখিয়া আমার হৃৎকম্প হইল। পুরাতন উপদংশ রোগের শেষ অবস্থা। তাহার সমস্ত শরীরের চর্ম্ম বিবর্ণ হইয়া মৎস্যের আমিষের মত উঠিয়া যাইতেছে, এবং কুষ্ঠ রোগ সঞ্চারিত হইতেছে। তিনি বলিলেন যে উপরের জল বাতাস তাঁহার সহ্য হয় না বলিয়া তিনি 'আস্তান' পর্য্যন্ত নীচে আনিয়াছেন। ঐ ভৃত্যেরা আমাকে ইঙ্গিতে বলিয়াছিল যে পর্ব্বতোপরে মন্দিরের সমক্ষে তাঁহার ব্যভিচারের অসুবিধা হয় বলিয়া তিনি এই কর্ম্ম করিয়াছেন। ক্রোধে, ঘৃণায় আমার গা জ্বলিতেছিল। আমি বলিলাম—"আস্তানের জলবাতাস সহ্য না হয় তুমি দার্জ্জিলিং চলিয়া যাও। আমি তোমাকে মাসিক দুই শত টাকা দিব। তথাপি তীর্থটি রক্ষা হউক।" সে আমাকে বহু অনুনয় করিয়া বলিল ছয় মাস সময় দিলে সে পুনর্ব্বার ধ্বংসিত দেবালয়াদি নির্ম্মাণ করিয়া দিবে। নোয়াখালিতে সে সর্ব্বদা আমাকে পত্র লিখিত যে গৃহাদির উপকরণ সঞ্চয় করিতেছে। কিন্তু ফেণী হইতে প্রথম বৎসর পূজার সময় বাড়ী যাইতে আমি দেখিলাম যে সে কিছুই করে নাই। ইতিমধ্যে চট্টগ্রামের এক নরাধম সাহেবসেবক, কাযেই ক্ষমতাপন্ন,

বাক্‌ব্রাহ্মধর্ম্মাবলম্বী তাহার পৃষ্ঠপোষক জুটিয়াছে। সে তাহাকে তাহার অপূর্ব্ব ইংরাজীতে "Boozam friend" বলিয়া ডাকিত ও লিখিত। এবার সে বলিল যে অর্থাভাবে দেবগৃহাদি নির্ম্মাণ করিতে পারিতেছে না। নরাধম একদিকে এখন উক্ত পাপিষ্টের পৃষ্ঠপোষকতায় ও পুলিসের সাহায্যে মুসলমান দ্বারবান রাখিয়া, এবং রেলওয়ের টিকিটের মত টিকিট করিয়া, যাত্রীগণ হইতে ঘোরতর অত্যাচারপূর্ব্বক প্রত্যেক বৎসর বিশ পঁচিশ হাজার টাকা টেক্স উশুল করিতেছে। তাহার 'কর' এখন পাঁচ সিকি কি দেড় টাকা! অন্য দিকে দেবপূজক ব্রাহ্মণবংশীয়েরা, যাহারা 'অধিকারী' বলিয়া পরিচিত, মন্দির হইতে এক প্রকার নিষ্ক্রান্ত। সে তাহাদের যাহা প্রাপ্য তাহাও আত্মসাৎ করিয়া বহু বৎসরব্যাপী মোকদ্দমা করিতেছে।

আমি দেখিলাম যে এই পাপিষ্টের পদচ্যুতির জন্য দেওয়ানি মোকদ্দমা করা ভিন্ন উপায় নাই। কারণ কমিশনার লায়েল সাহেবের কাছে তীর্থের এতাদৃশ শোচনীয় অবস্থার কথা লিখিলে তিনি উত্তরে লিখিলেন যে মোহন্তের বিরুদ্ধে তিনি স্ব-ইচ্ছায় ফৌজদারি মোকদ্দমা স্থাপন করিলে দেশব্যাপী "Hindu relegion in danger" (হিন্দু ধর্ম্ম সঙ্কটাপন্ন) বলিয়া চীৎকার উঠিবে। সে সময়ে মান্দ্রাজের ত্রিপতির মোহন্তের দেববৃত্তির অপব্যয়ের জন্য তিন বৎসর কারাবাসের আদেশ হইলে আমি সেই মোকদ্দমার রায় লায়েল সাহেবের কাছে পাঠাইলাম। তিনি তখন বলিলেন যে দেশীয় কেহ সীতাকুণ্ডের মোহন্তের বিরুদ্ধে এরূপ মোকদ্দমা উপস্থিত করিলে, তাহা গ্রহণ করিবার জন্য তিনি আদেশ দিবেন। কিন্তু মোকদ্দমা উপস্থিত করিবে কে? চট্টগ্রামের 'এণ্ডাওমেণ্ট কমিটি' মোকদ্দমা করা দূরে থাকুক, বরং সন্ন্যাস ধর্ম্ম ভ্রষ্ট বাড়বের মোহন্তের গৃহী পুত্রকে তাঁহারা—লোকের সন্দেহ—দক্ষিণা

গ্রহণ করিয়া, বাড়বের মোহন্ত করিলেন! চট্টাগ্রামের উকিলগণ? বরং কেহ মোকদ্দমা করিলে ইঁহারা দল বাঁধিয়া মোহন্তের পক্ষ গ্রহণ করেন, কারণ সে বেশী ফিস দিতে পারে। দেশের প্রধান ব্যক্তিদের কাছে সাহায্যের জন্য লিখিলে একজন লিখিলেন যে মোহন্ত ও তিনি উভয়েই ৺পুরী বাবাজির শিষ্য। তিনি মোহন্তের বিরুদ্ধাচরণ করিতে পারেন না। আমি লিখিলাম যে আমি ৺পুরী বাবাজির সর্ব্বপ্রথম শিষ্য। কিন্তু তাঁহার শিষ্যত্বের অর্থ যদি এই হয় যে তাঁহার শিষ্য একজন মহাপাপী হইলেও আমাকে তাহার পাপের প্রশ্রয় দিতে হইবে, তবে আমি তাঁহার শিষ্যত্ব স্বীকার করিব না। যাহা হউক পদচ্যুতির মোকদ্দমা স্থাপন করিবার জন্য আমি অল্প দিনের মধ্যে দুই হাজার টাকা চাঁদা স্বাক্ষর করাইলাম। পূজার বন্ধের সময়ে ফেণী হইতে বাড়ী গেলে হাই কোর্টের উকিল· আমার খুড়তত ভাই দাদা অখিলবাবুর সাহায্য চাহিলাম। তিনি বলিলেন যে সীতাকুণ্ডের মোহন্তের কাছে তিনি বৎসর পাঁচ শত টাকা ফিস পাইয়া থাকেন, অতএব সীতাকুণ্ডের সমস্ত তীর্থ ধ্বংস হইলেও তাঁহার আপত্তি নাই। তাঁহার ফিস পাইলেই হইল। অথচ ইঁহার পিতা প্রতি বৎসর সীতাকুণ্ডে গিয়া তান্ত্রিক উপাসনা করিতেন! যাহা হউক তাঁহার মাতা তাঁহার এই মনুষ্যত্বপূর্ণ অভিপ্রায় শুনিয়া বিরক্ত হইয়া দুই শত টাকা চাঁদা স্বাক্ষর করিলেন। তিনি বলিলেন যে একবার চন্দ্রগ্রহণের সময়ে তিনি সীতাকুণ্ডে গিয়াছিলেন। গ্রহণ আরম্ভ হইল। কিন্তু মন্দির অন্ধকার। মোহন্ত একটি সামান্য মাটির প্রদীপ কি একজন ভৃত্য পর্য্যন্ত মন্দিরে পাঠায় নাই। তিনি নিজে বাজার হইতে লণ্ঠন আনাইয়া মন্দিরে আলো দিলেন। তাহার পর যাত্রীগণ শম্ভুনাথ দর্শন করিল। তিনি বলিলেন এই পাপপিষ্ঠকে পদচ্যুত করিতে যত ব্যয় হয় তিনি সমস্ত দিবেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কি সাধে

প্রথমে সরলা গোপবালাদের কাছে তাঁহার ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন। হিন্দু রমণী আছে, তাই ভারতে হিন্দু ধর্ম্ম আছে। যাহা হউক দাদা আমার বড় ফাঁফরে পড়িলেন। তিনি আমাকে বলিলেন যে তিনি হাই কোর্টের এবং তাঁহার কনিষ্ঠ কৈলাস জজ কোর্টের উকিল। অতএব মোহন্তের নামে মোকদ্দমা করিতে চাঁদার ও অন্যের সাহায্যের কি প্রয়োজন? তিনি ও আমি একযোগ হইলে এরূপ শত মোকদ্দমা চলিবে। তিনি বলিলেন তিনি শীঘ্র সীতাকুণ্ডে যাইবেন, এবং মোহন্তকে সংশোধন করিতে চেষ্টা করিবেন। যদি না পারেন, তবে তৎক্ষণাৎ মোকদ্দমা উপস্থিত করিবেন। আমাদের কুলমাতার সমক্ষে তাঁহাকে আমি এই প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করাইলাম, এবং চাঁদা সংগ্রহ বন্ধ করিলাম। তিনি কিছু দিন পরে সীতাকুণ্ডে সত্য সত্যই আসিলেন। আমি আমার বাড়ীতে বলিদান উঠাইয়া দিলে তিনি কমিটি করিয়া তাহার প্রতিবাদস্বরূপ আমার বাড়ীতে সমস্ত বংশীয়দের কুলমাতা দশভূজার পূজা পাঠাইয়া জোর করিয়া পাঁঠা কাটিবার সংকল্প করিয়াছিলেন। কিন্তু আমি যখন বলিলাম যে তাহা হইলে নিরীহ অজশিশুকে মায়ের কাছে বলি না দিয়া যে পাঁঠা লইয়া আসিবে আমি তাহাকেই বলি দিব, তখন তাঁহারা পৃষ্ঠভঙ্গ দিয়াছিলেন। কিন্তু শম্ভুনাথ কি চন্দ্রনাথ Vegetarian (নিরামিষাহারী) বিগ্রহ। তাঁহাদের কাছে বলি চলে না। সে জন্য তিনি সত্তরটি খাসি কাটিয়া সীতাকুণ্ডের মৎস্য-মাংস-খোর বামনদের নিমন্ত্রণ করিয়া এবং মোহন্তের সঙ্গে 'ভাই' পাতাইয়া ও ফিসের আরও সুবিধা করিয়া কলিকাতায় চলিয়া যান। তাহার পর আমাকে পত্র লেখেন যে সীতাকুণ্ডের মোহন্ত অপেক্ষা বাড়বের মোহন্ত আরও দুরাচারী। সেও তাহার পিতার মত বিবাহ করিয়া তীর্থরক্ষা ছাড়িয়া বংশরক্ষার দ্বারা মোহন্তের সন্ন্যাস ধর্ম্ম

"এণ্ডাওমেণ্ট কমিটির" কৃপায় পালন করিতেছে। তিনি লিখিলেন যে মোকদ্দমা করিতে হয়, তাঁহারই নামে করা উচিত। আমি লিখিলাম তাহাতে আমার আপত্তি নাই। তিনি তাহাই করুন! মাসের পর মাস চলিয়া গেল। অনেকবার তাঁহাকে পত্র লেখার পর উত্তর আসিল যে এ সকল মোকদ্দমা করা তিনি উকিল, তাঁহার কার্য্য নহে। আমি রাজকর্ম্মচারী, আমার কার্য্য! এরূপে আমার এ চেষ্টাও নিষ্ফল হইল।

সে সময়ে বঙ্গদেশে হিন্দুধর্ম্ম প্রচারের "শশধরী হুজুগ" উঠিয়াছে। পেশাদারি হিন্দুয়ানির ঢক্কা নিনাদে কর্ণ বধির হইতেছে। কোনও বাঙ্গালা সাপ্তাহিক তারকেশ্বরের মোহস্তের প্রতিকূলে সনাতন হিন্দুধর্ম্মের তোপ দাগিতেছেন। আমি জানিতাম না যে উহা কেবল Blank cartridge (ফাঁকা আওয়াজ)। আমি তাঁহাদের কাছে পত্র লিখিলাম। তাঁহারা লিখিলেন যে প্রথমতঃ তারকেশ্বরের মোহস্তকে পদচ্যুত করিয়া পরে সীতাকুণ্ডের মোহস্তের বিরুদ্ধে মোকদ্দমা করিবেন। এই সময়ে তর্কচূড়ামণি ও বেদান্তবাগীশ চট্টগ্রামে হিন্দুয়ানি প্রচার করিতে আসেন। বেদান্তবাগীশ ফেণীর পথে চট্টগ্রাম যাইতে আমাকে বলেন যে তাঁহারা শীঘ্র তীর্থরক্ষা কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবেন এবং সীতাকুণ্ডের ও তারকেশ্বরের মোহস্তদের মত পাপিষ্ঠ মোহস্তদের তাড়াইবেন। তিনি চট্টগ্রামে এ বিষয়ের বক্তৃতা দিতেও প্রতিশ্রুত হন। কিন্তু সীতকুণ্ডে গিয়া শুনিয়াছি সামান্য কয়েকটি অখণ্ড মণ্ডলাকার রজত মুদ্রা মোহস্তের কাছে পাইয়া তাহার মহা প্রশংসা করিয়া সেখানে এক বক্তৃতা দেন এবং যাহারা তাহার নিন্দা করে তাহাদের মস্তকে সব্রহ্মশাপ বেদান্তী অস্ত্র নিক্ষেপ করেন। তাহার কিছু দিন পরে উক্ত সাপ্তাহিকে ও তারকেশ্বরের মোহস্ত সম্বন্ধে আন্দোলন নিবিয়া গেল। কেবল তাহা নহে এখন

তাঁহারাও বৈদ্যনাথবাসী শিশিরদাদার "অমৃতবাজার পত্রিকার" মত মোহন্তদের ঘোরতর পৃষ্ঠপোষক! হা বিধাতঃ!

ফেণী হইতে রাণাঘাট বদলি হইবার কিছু দিন পরে স্বনামখ্যাত ভূম্যধিকারী রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়। বঙ্গদেশের মধ্যে তিনি ও মহারাজা সূর্যাকান্তই প্রকৃত জমীদার। অন্য জমীদারেরা ন্যূনাধিক জমীদারির বিত্তভোগী (annuitant) মাত্র। সাক্ষাৎ সম্বন্ধে জমীদারির কোন কার্য্যই করেন না। প্যারীমোহন একটি সামান্য ফৌজদারি মোকদ্দমা নিজে চালাইবার জন্য রাণাঘাটে উপস্থিত হইয়াছেন! আমি তাহাতে বিস্মিত হইলে তিনি বলিলেন যে তিনি তাঁহার সমস্ত মোকদ্দমা নিজে চালান, এবং তাঁহার বিস্তীর্ণ জমীদারির সমস্ত কার্য্য নিজে দেখেন। আমি সুরেন্দ্রবাবুর দ্বারা কাউন্সিলে তীর্থ সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলে গবর্ণমেণ্ট উত্তর দিলেন যে তীর্থদিগের শোচনীয় অবস্থা গবর্ণমেণ্ট অবগত নহেন, এবং তদ্বিষয় তদন্ত করিতেও চাহেন না। কটন সাহেব গোপনে সুরেন্দ্র বাবুকে বলিলেন যে যদি, 'ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান সভার' দ্বারা একটা আবেদন উপস্থিত করাইতে পারি, তবে গবর্ণমেণ্ট এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিবেন। আমি রাজা প্যারীমোহনকে ধরিয়া উক্ত সভার দ্বারা এক আবেদন পত্র গবর্ণমেণ্টে উপস্থিত করিলাম। আমার কাছে তাহার মুসাবিদা রাজা প্রেরণ করিয়াছিলেন। তাঁহারা আমার মত কিঞ্চিত রূপান্তরিত করিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই আবেদনের গবর্ণমেণ্ট কি উত্তর দিয়াছিলেন মনে নাই। মোট কথা ইহার দ্বারাও কোন ফল হইল না। অতএব কলিকাতায় আসিয়া আমি আবার দ্বিগুণ উৎসাহে তীর্থরক্ষা কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিলাম। আমি 'বেঙ্গলীতে' একটি আইনের পাণ্ডুলিপি প্রচার করিলাম, এবং ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দের ২০ আইনের অকর্ম্মণ্যতা (impractibility) দেখাইয়া বহু প্রবন্ধ উক্ত

পত্রে লিখিলাম। আমি পাণ্ডুলিপিতে প্রস্তাব করিয়াছিলাম যে কালেক্টার দেশের প্রধান হিন্দু মুসলমান ও অন্য ধর্ম্মাবলম্বীদের স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র তালিকা প্রস্তুত করিয়া তাহাদের দ্বারা নূতন স্বতন্ত্র 'এণ্ডাওমেণ্ট কমিটি' তিন বৎসর অন্তর গঠিত করিবেন। এই কমিটির হস্তে স্ব স্ব ধর্ম্মের তীর্থ ও দেবত্রের ভার অর্পিত হইবে, এবং মোহন্ত নিযুক্ত ও পদচ্যুত করিবার সম্পূর্ণ ক্ষমতা তাঁহাদের থাকিবে। তাঁহাদের আদেশ আদালতের ডিক্রির মত জজ কার্য্যে পরিণত করিবেন। ভারতব্যাপী এই বিলের সমালোচনা হইল, এবং কলিকাতার মুসলমান নেতাগণও ইহার সমর্থন করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। আমি উক্ত সমালোচনা মতে পাণ্ডুলিপিটি কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত করিয়া ভারত কাউন্সিলের সদস্য মান্দ্রাজের প্রতিনিধি আনন্দ চার্লু মহাশয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলাম। মান্দ্রাজ অঞ্চলেও তীর্থাদির এরূপ শোচনীয় অবস্থা যে তিনি আগ্রহের সহিত আমার সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। তার পর তিন দিন তিনি আমার কলিকাতার গোমেস লেনস্থ গৃহে বসিয়া আমার সাক্ষাৎ আমার পাণ্ডুলিপি পাঠ করিলেন, এবং তাহার প্রত্যেক প্রস্তাব ও শব্দ লইয়া তর্ক করিয়া পাণ্ডুলিপিটি স্থানে স্থানে পরিবর্ত্তন করিলেন। এই পরিবর্ত্তিত পাণ্ডুলিপি পঞ্চাশ কপি 'বেঙ্গলী প্রেসে' ছাপাইয়া তাঁহাকে দিয়া আমি সেই রাত্রিতেই চট্টগ্রাম বদলি হইয়া রওনা হইলাম।

‘প্রভাস কাব্য’।

কুরুক্ষেত্রের আশাতীত সমাদর ও সম্মান দেখিয়া দ্বিগুণ উৎসাহে রাণাঘাটে শ্রীশ্রী জগদ্ধাত্রী পূজার দিন ১৮৯৪ খৃঃ নবেম্বর মাসে প্রভাস রচনা আরম্ভ করি, এবং দুই সর্গ সেখানে শেষ করিয়া কলিকাতায় বদলি হই। কলিকাতায় কিছু দিন অবস্থিতির পর আমার আশৈশব প্রিয়তম সুহৃদ্ উমেশের (Dr U. C. Mukerji, Civil Surgeon)—হায়! সে উমেশও আজ স্বর্গে!—শেয়ালদহের ১০ নং গোমেস লেনের বাড়ীতে বসিয়া আবার ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাস হইতে ‘প্রভাস’ লিখিতে আরম্ভ করিলাম। বলিয়াছি প্রাতঃকাল ভিন্ন অন্য কোনও সময়ে আমি কবিতা কি অন্য কোনও গুরুতর বিষয় লিখিতে পারি না। শেয়ালদহ হইতে আলিপুর পাঁচ মাইলের ব্যবধান। অতএব ঠিক সাড়ে দশটা কি তৎপূর্ব্বে আমাকে আলিপুরে পাড়ি যোগাইতে হইত। যদিও এজন্য জুড়ী করিয়াছিলাম, তথাপি অর্দ্ধঘণ্টার কম পাড়ি ঘাটে লাগিত না। কাযেই সকালে তিন ঘণ্টা কাল মাত্র আমার অবসর। এ সময়ে রাশি রাশি চিঠি, কিম্বা যে সকল আন্দোলনে হাত দিয়াছিলাম তাহার জন্য সংবাদ পত্রে পত্র এবং প্রবন্ধও লিখিতে হইত। ইহার উপর কলিকাতায় আর এক নূতন উৎপাত ভোগ করিতে হইত,—বঙ্গভাষার ‘বিখ্যাত’ গ্রন্থকারদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করা। বঙ্গভাষার একে পাঠকের সংখ্যা হইতে গ্রন্থকারের সংখ্যা অধিক, তাহাতে আবার বিজ্ঞাপনে দেখিবে সকলই ‘বিখ্যাত’। প্রতি দিন কলিকাতার মুদ্রাযন্ত্র যত আবর্জ্জনা উদ্গীরণ করিতেছে, তাহাও কলিকাতার অন্য আবর্জ্জনার মত পরিষ্কার করিবার জন্য মিউনিসিপালিটির গাড়ীর বন্দোবস্ত করা আবশ্যক। এখন সকল

ব্যবসা অপেক্ষা সংবাদ পত্র খুলিয়া সম্পাদক হওয়ার পর বহি লেখার মত এমন সহজ-সাধ্য ব্যবসা আর নাই। যাহার আর কিছু জুটিল না, সে একখানি কাগজ খুলিল, কিম্বা একখানি বহি লিখিল। এই গ্রন্থকার-রোগে কত দরিদ্র হাতের অন্নমুষ্টিও হারাইতেছে। 'বঙ্গদর্শন' চাবুক পিটিয়া একবার এ রোগের 'এপিডেমিক' (প্রাদুর্ভাব) থামাইয়াছিলেন। বঙ্কিম বাবু নিজমুখে বলিয়াছিলেন যে তাহাতে তাঁহার এত শত্রু হয়, বঙ্গদর্শন বন্ধ করিবার উহাও একটা প্রধান কারণ। এখন 'সাপ্তাহিক' ও 'মাসিকের' আনুকুল্যে আবার এ রোগ 'প্লেগের' মত দেশব্যাপী হইয়া পড়িয়াছে। প্রত্যহ প্রাতে দুই চারি জন গ্রন্থকার, কেহ কেহ বহুদুর হইতে, সাক্ষাৎ করিতে আসিতেন। সকলের মুখে এক কথা—তাঁহার অবস্থা বড় শোচনীয়। তাঁহার উন্নতি করিবার জন্য একখানি বহি লিখিয়াছেন। উহা অধিকাংশ স্থলে উপন্যাস ও নাটক, তাহার পর কবিতা। কবিতায় তথাপি চৌদ্দের জন্য একটু মাথা ঘামাইতে হয়। উপন্যাস ও নাটকের পথ পরিষ্কার। একটা কিছু লিখিলেই উপন্যাস ও নাটক হয়। কিন্তু অরসিক বাঙ্গলা পাঠক ধর্ম্মঘট করিয়া এ সকল বহির একখানিও কিনিতেছেন না। অতএব গ্রন্থকার তাঁহার বহিখানির বিক্রয়ের জন্য আমার 'মত' চাহেন, কিম্বা চাহেন যে তাঁহার এক এক খণ্ড বহি কিনিয়া তাঁহার দুর্ভিক্ষগ্রস্ত পরিবারকে রক্ষা করি। কেহ কেহ সোজাসুজি অর্থ-ভিক্ষা চাহেন। একজন বলিলেন যে 'প্রেসওয়ালা' বলিয়াছিল যে তাঁহার বহিখানি একচোটে বিক্রয় হইবে। অতএব তাঁহার ভদ্রাসন বন্ধক দিয়া বহিখানি ছাপাইয়াছেন। তাহাতেও ছাপার সম্যক্ বিল আদায় হয় নাই। বাকী টাকার জন্য ছাপাওয়ালা ডিক্রি করাইয়া উহা জারিতে দিয়াছে। তাঁহার কপোল বাহিয়া দর দর ধারায় অশ্রু পড়িতেছে। তাঁহার দুরবস্থার কথা শুনিলে পাষাণও বিদীর্ণ হয়।

আমি তাঁহার যথাসাধ্য অর্থানুকূল্য করিলাম। দেখি কিছু দিন পরে তিনি আবার উপস্থিত। বলিলেন আমি ও কলিকাতার অন্যান্য ভদ্র-লোকেরা তাঁহার সাহায্য করাতে তিনি ঋণমুক্ত হইয়াছেন। এখন তিনি আর একখানি বহি লিখিয়াছেন, এবং তাহার ছাপার খরচের সাহায্যের জন্য আসিয়াছেন! আর একজন বলিলেন তাঁহার দিনান্তে অন্ন জোটে না। তাহার উপর অবশ্য পত্নী ও বহু সন্তান আছেন। তাঁহার শিক্ষাও এণ্ট্রেন্স স্কুলের পঞ্চম শ্রেণী পর্য্যন্ত। অথচ তিনি লিখিয়াছেন কি?—না, এক স্কুলপাঠ্য পুস্তক। তিনি চাহেন উহার জন্য আমার একটা অনুকূল মত। বলিলেন স্বয়ং গুরুদাসবাবুও সেরূপ মত দিবেন আশা দিয়াছেন। আর চাহেন কিঞ্চিৎ ছাপা খরচ। তিনি 'টেক্সটবুক কমিটির' ত্রিমূর্ত্তির জনৈক বিখ্যাত স্কুলপাঠ্য-পুস্তক লেখকের একখানি বহির নাম বিকৃতরূপে 'নূতন কাঠ' বলিয়া, বলিলেন যে আমি পড়িয়া দেখিলে বুঝিতে পারিব যে উক্ত 'নূতন কাঠ' অপেক্ষা তাঁহার বহি অনেক ভাল! যাহা হউক এই গ্রন্থকার-প্লেগগ্রস্তদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া আমার অনেক সময়ের সদ্ব্যবহার হইত। হা ভগবন্! তুমি কতরূপ দুর্গতিই বাঙ্গালির ভাগ্যে লিখিয়াছ! বঙ্গসাহিত্য ব্যবসায় হইবার এখনও অনেক দিন বাকী আছে। কখনও হইবে কিনা জানি না। যাহারা বঙ্গভাষার প্রথিতনামা লেখক, তাঁহাদেরও সাহিত্য সেবার দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ হয় না। হয় কেবল স্কুলপাঠ্য পুস্তক লেখক, শিক্ষা বিভাগের ও স্কুল বুক কমিটির আইনত বা বে-আইনত কুটুম্বদের। তথাপি লোকে কেন নিজে এরূপ দুর্গতি ভোগ করে, এবং দরিদ্র মাতৃ-ভাষারও দুর্গতি ঘটায়? আমি প্রত্যেক বহি লিখিতে কেবল দীর্ঘকাল কাটাইয়াছি তাহা নহে, বহুদিন ফেলিয়া রাখিয়া নিতান্ত নিরুৎসাহে ছাপিতে দিয়াছি। মুদ্রাকরও দয়া করিয়া উহা দীর্ঘকাল তাঁহার লৌহ-

গ্রাসে আশ্রয় দিয়া রাখিয়াছেন। অতএব দেশে কেন যে এই 'গ্রন্থকার-রোগ' প্লেগের সঙ্গে বাড়িতেছে, তাহা কিছুই বুঝিতে পারি না। যাহা হউক, এ সকল কাযের পর প্রাতঃকালে যে সময়টুক থাকিত, সেটুক সময় উপরের তলার পূর্ব্বদিকের কক্ষে বসিয়া আকাশের ও পার্শ্বস্থ বাড়ীর প্রাঙ্গনের কোণায় আম্র-নারিকেলের একটি ক্ষুদ্র স্তবকের (tope) দিকে চাহিয়া 'প্রভাস' লিখিতাম। এই স্নিগ্ধ শ্যামল স্তবকটি মাত্র কলিকাতায় আমার সান্ত্বনার বিষয় ছিল। তদ্ভিন্ন যতদূর দেখা যায় বাড়ীর চারিদিকে অবশিষ্ট দৃশ্য কেবল শোভা সৌন্দর্য্যহীন পাকা বাড়ীর উপর পাকা বাড়ী, এবং পাকা ছাদের উপর পাকা ছাদ! একদিন আফিস হইতে আসিবার সময় দেখি নিষ্ঠুর কুলিরা এই গাছগুলিও কাটিয়া ফেলিয়াছে। আমি গাড়ী হইতে নামিয়া তাহার কারণ জিজ্ঞাসা না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। শুনিলাম সবজজ গৃহস্বামীর আদেশ আসিয়াছে যে বৃক্ষাবলির স্থলে একখানি একচালা প্রস্তুত করিতে হইবে। কি অপূর্ব্ব দেওয়ানি রুচি! আমার ইচ্ছা হইল আমিও কবিগুরু বাল্মিকীর মত—"মা নিষাদ!" বলিয়া এই হৃদয়হীন গৃহস্বামীর উপর সেই ঐতিহাসিক অভিশাপ বর্ষণ করি। আমার বোধ হইল যেন আমার একটি পরম-বন্ধু-বিচ্ছেদ ঘটিল। সুখের বিষয় তখন 'প্রভাস' শেষ হইয়াছিল। অন্যথা সেই ছাদ সমষ্টির বিকৃত বিস্তার দেখিয়া কলিকাতায় আমার 'প্রভাস' লেখা হইত না। প্রত্যেক স্থানের একটি স্বতন্ত্র বাতাস (atmosphere) আছে। পশ্চিমে শরীর এত ভাল থাকিত, কিন্তু কেমন মানসিক কোনও কার্য্য করিতে ইচ্ছা হইত না। বঙ্গদেশের মফস্বল হইতে কলিকাতার বাতাস যেন অধিক intellectual. বেশী লেখাপড়া ও কার্য্য করিতে ইচ্ছা হয়। প্রাতে 'প্রভাস' লিখিতাম, আফিসে অধিকাংশ সময়ে সংবাদপত্রের জন্য পত্র ও প্রবন্ধ

লিখিতাম। তথাপি প্রভাস লিখিতেও প্রায় দেড় বৎসর লাগিয়াছিল। উহা ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দের ৯ই মে শেষ হয়।

লিখিবার সময়ের একটি ঘটনার উল্লেখ করিব। এ তিনখানি কাব্য লিখিবার সময়ে প্রায়ই কখন বা ভাবে, কখন বা ভক্তিতে, কখন বা করুণ রসের উচ্ছ্বাসে, কপোল বাহিয়া অশ্রুধারা বহিত। কখন বা সমস্ত প্রাতঃকাল এরূপে অশ্রু-বিসর্জ্জন করিতাম। 'কুরুক্ষেত্রের' শেষ কয়েক সর্গ লিখিতে আমি অনর্গল কাঁদিয়াছি। কখনও এরূপ কান্না পাইত যে কাগজ ভিজিয়া যাইত, লিখিতে পারিতাম না। 'প্রভাসের' "বীণাপূর্ণতান" সর্গ লিখিয়া যেখানে জরৎকারু ভগবানের শ্রীঅঙ্গে অস্ত্রত্যাগ করিতেছে সে স্থানে আসিয়াছি। অনন্ত-ভক্ত-সেবিত কুসুমকোমল শ্রীঅঙ্গে অস্ত্রপাতের কথা আমি পাষাণ হৃদয়ে কেমন করিয়া লিখিব! আমার হৃদয় ফাটিয়া যাইতেছে; আমার চক্ষু ফাটিয়া অশ্রু অবিরল ধারায় পড়িতেছে। কাগজ ভিজিয়া যাইতেছে, অক্ষর ভাসিয়া যাইতেছে। আমি সেই কাগজ ফেলিয়া দিয়া স্নানকক্ষে গিয়া বার বার চক্ষু প্রক্ষালন করিয়া আসিয়া বার বার লিখিবার চেষ্টা করিতেছি, বার বার লেখা অশ্রুজলে ধুইয়া যাইতেছে। আমি ছট্‌ফট্ করিতেছি, এমন সময়ে আমার ভায়েরাভায়ের স্ত্রী কি কার্য্য উপলক্ষে উপরের ঘরে আসিয়া আমার এ অবস্থা লক্ষ্য করিয়া তাঁহার স্বামীকে ডাকিয়াছেন। তাঁহারা সে সময়ে কলিকাতায় এক পীড়িত পুত্র লইয়া আসিয়াছিলেন। তাঁহাদের সঙ্গে তাঁহার কন্যা ও আমার স্ত্রীও আসিয়াছেন। তাঁহারা চুপে চুপে আসিয়া, চুপে চুপে কপাটের আড়ালে দাঁড়াইয়া, আমার এ অভিনয় দেখিতেছেন। আমি কিছুই টের পাই নাই। আমার বাহ্যজ্ঞান মাত্র নাই। নির্ম্মল একথা শুনিয়া ছুটিয়া আমার কক্ষে আসিয়া দাঁড়াইয়া আমার অবস্থা দেখিয়া অবাক্ হইয়া অশ্রু বিসর্জ্জন

করিতেছে। তখন আমার বাহ্যজ্ঞান হইল। তাহাকে বলিলাম—"বাবা! আমার বুক ফাটিয়া যাইতেছে। তুই একবার আমার বুকে আয়!" সে ছুটিয়া আসিয়া আমার বুকে পড়িল। আমার নিজের কল্পিত একখানি লিখিবার মেজ্‌ ও লিখিবার 'সোফা' আছে। এই সোফায় তাহাকে বুকে লইয়া পিতাপুত্রে খুব কাঁদিলাম। আমার আত্মীয় আত্মীয়ারাও তখন কপাটের আড়াল হইতে বাহির হইয়া আসিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। বলিলেন—"এ ভক্তি মানুষের নহে। শ্রীভগবান্ আমার হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হইয়া আমাকে এরূপ ভক্তিতে পাগল করিয়া তুলিয়াছেন।" তাঁহাদের সমালোচনা বন্ধ করিয়া আমাকে ছাড়িয়া যাইতে বলিলাম। নির্ম্মলকে বিদায় দিয়া আমি আবার স্নানকক্ষে গিয়া খুব ভাল করিয়া মুখ প্রক্ষালন করিয়া আবার টেবিলের উপরস্থিত শ্রীভগবানের ছবির দিকে চাহিয়া ধ্যান করিয়া, আর একখানি নূতন কাগজ লইয়া লিখিতে লাগিলাম। এ কাগজও অশ্রুজলে সিক্ত হইল। এবার অতি কষ্টে সর্গটি শেষ করিলাম। অস্ত্রপাতের কথা কিছুতেই লিখিতে পারিলাম না। লিখিলাম—"হায়! ভগবন্! অতীতের কত কবি তোমার এ দৃশ্য স্মরণ করিয়া আমার মত পত্নীপুত্র বুকে লইয়া কাঁদিয়াছে, এবং ভবিষ্যতের আরও কত কবি এরূপ ভাবে কাঁদিবে। এ ভাবে বিহ্বল অবস্থায় প্রভাস শেষ করিলাম। ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে কাব্য-ত্রয়ের ধ্যান আরম্ভ করি, এবং ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে 'প্রভাস' শেষ করি। নৈমিষারণ্যে ঋষিরা দ্বাদশ বার্ষিক যজ্ঞ করিয়া 'মহাভারত' শুনিয়া-ছিলেন। আমি চতুর্দ্দশ বৎসরব্যাপী এ যজ্ঞ করিয়া শ্রীভগবানের মহাভারতীয় লীলা ধ্যান করিয়াছিলাম। এই চতুর্দ্দশ বৎসর আহারে, বিহারে, বিচারাসনে, অশ্বারোহণে, গৃহে, শিবিরে আমি এই ধ্যানে নিমগ্ন ছিলাম। যখন যে সর্গ লিখিতেছি উহার দৃশ্য দিনরাত্রি আমার

চক্ষের উপর ভাসিত। আমি আর কিছু দেখিতে পাইতাম না। আমি সম্পূর্ণরূপে সময়ে সময়ে আত্মহারা হইতাম। আহারে বসিয়া কি খাইতেছি জানিতাম না। কোনও কোনও ব্যঞ্জন কি খাদ্য খাইতে ভুলিয়া যাইতাম। স্ত্রী ভৎর্সনা করিতেন—"দূর হউক ছাই, খাওয়ার সময়েও কি একটুক অন্যমনা না হইয়া খাইতে পার না।" আমি নিবিষ্ট মনে লিখিতেছি। তিনি তাঁহার সাংসারিক গুরুতর বিষয়ের পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিতেছেন। আমি কি বলিতে কি বলিয়াছি। তিনি ক্রোধে গরগর করিয়া বলিলেন—"কি কথা জিজ্ঞাসা করিলাম, আর উত্তর কি পাইলাম।" কোর্টের কার্য্য আমি কলের পুতুলের মত করিতে অভ্যস্ত হইয়াছিলাম। সাক্ষীর জবানবন্দি আমি অনর্গল্ লিখিয়া যাইতেছি, স্থানে স্থানে উকীল মোক্তারদের প্রশ্ন ও উত্তর পর্য্যন্ত লিখিতেছি, এবং নোট করিতেছি, অথচ কি লিখিতেছি আমি কিছুই জানি না। সময় সময় আমি যে সর্গ লিখিতেছি তাহার দৃশ্যে আমার মন নিবিষ্ট হইয়া রহিয়াছে। আমাকে উকীল মোক্তরগণ বলিতেন যে অন্য হাকিমগণ মোকদ্দমা ধরিবামাত্র তিনি কোন দিকে যাইতেছেন তাঁহারা বুঝিতে পারেন। কিন্তু মোকদ্দমার সওয়াল জবাব শেষ হইয়া গেলেও, হুকুম দেওয়ার পূর্ব্বক্ষণ পর্য্যন্ত আমি আসামীকে শাস্তি দিব কি ছাড়িয়া দিব তাঁহারা বুঝিতে পারিতেন না। আমি যখন নিজেই বুঝিতে পারিতাম না, তাঁহারা কিরূপে বুঝিবেন? মোকদ্দমা শেষ হইয়া গেলে, আমি জবানবন্দি ও কাগজপত্র পড়িয়া তবে 'রায়' লিখিতে বসিতাম। অনেক সময়ে শাস্তি দিব স্থির করিয়াও লিখিতে লিখিতে খালাস দিতাম, খালাস দিব স্থির করিয়া শাস্তি দিতাম। তাহার কারণ, লিখিতে আরম্ভ করিবার পূর্ব্বক্ষণ পর্য্যন্ত আমার মন আমার কাব্যের চিন্তায় নিমজ্জিত থাকিত। কি 'যাত্রায়' কি 'থিয়েটারে'

কৃষ্ণ সাজিয়াছে দেখিলে আমার অশ্রুজলে বুক ভাসিয়া যাইত। মুখে রুমাল গুঁজিয়া দিয়াও আমি রোদনের আবেগ থামাইতে পারিতাম না। চারি দিকের দর্শকগণ অবাক হইয়া আমার দিকে চাহিয়া থাকিত। রাজকৃষ্ণ রায় স্বয়ং আমাকে এক দিন তাঁহার 'প্রহ্লাদ চরিত্র' অভিনয় দেখাইতে লইয়া গিয়া আমার এ অবস্থা দেখিয়া বলিয়াছিলেন যে তিন বৎসর প্রহ্লাদ চরিত্রের অভিনয় হইয়া গিয়াছে, কিন্তু সে দিন তাঁহার 'প্রহ্লাদ চরিত্র' রচনা সার্থক হইল। এরূপে 'প্রভাস' শেষ করিলাম। আমার বোধ হইল আমার চৌদ্দ বৎসরের ধ্যান ভাঙ্গিল; আমার চৌদ্দ বৎসরের স্বপ্ন শেষ হইল। কি যেন এক অপরিজ্ঞাত শক্তির আবির্ভাবে আমার হৃদয় ও মস্তিষ্ক ভারাক্রান্ত হইয়াছিল। এ ভার সময়ে সময়ে আমাকে অবসন্ন করিয়া ফেলিত। কি যেন এক অচিন্তনীয় শক্তির হস্তে আমি ক্রীড়া পুতুলের মত এ চৌদ্দ বৎসর পরিচালিত হইয়াছিলাম। এ শক্তি সময়ে সময়ে আমাকে বিহ্বল, আত্মহারা করিত। আজ যেন সে শক্তি অন্তর্হিত হইল, আমার ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ করিয়া অনন্তে মিশিয়া গেল। আমার সমস্ত শরীর যেন কি এক ভারমুক্ত হইল। আমার হৃদয় ও মস্তিষ্ক যেন শূন্য হইল; সমস্ত সংসার যেন শূন্য হইল। আমি বুঝিলাম আমার কাব্য জীবন ফুরাইল।

শুনিয়াছি হেম বাবুর কবিতা মুদ্রাঙ্কণের পূর্ব্বে তাঁহার বহু বন্ধু দেখিয়া দিতেন। কলিকাতায় থাকিয়াও কাহাকে আমার কবিতা দেখাইতে, কি পড়িয়া শুনাইতে, আমার ইচ্ছা হইল না। আমার সর্ব্বদা কবি 'বাইরণের' সেই উপহাস মনে হয়—"কেহ যদি বলে সে ৫০ লাইন কবিতা লিখিয়াছে, তোমার ভয় হয়, পাছে সে তাহা পড়িয়া শুনায়।"*

* পূর্ব্বে যখন যে সর্গ লিখিতাম স্ত্রী পড়িয়া শুনাইতেন।

'অমিতাভ' রচনার আরম্ভ হইতে যখন যে সর্গ লিখিতাম পুত্র পড়িয়া শুনাইত। আমি কখন একা, কখনও সস্ত্রীক, নীরবে শুনিতাম। 'প্রভাসের'ও কিশোর পুত্র পাঠক এবং সমালোচক। নির্ম্মল তখন হিন্দু স্কুলের প্রথম শ্রেণীতে পড়িতেছে। এরূপ ভাবে শেষ হইয়া 'প্রভাস' প্রেসে গেল, এবং পিতা পুত্রের নিত্য তাড়নায় ছয় মাসে মুদ্রাঙ্কন শেষ হইয়া ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দের পূজার বন্ধের সপ্তাহ পূর্ব্বে প্রেস হইতে আমার কাছে বিতরণের ২৫ এবং বিক্রয়ের জন্য ২৫ কপি মাত্র আসিল।

'রৈবতক' ও 'কুরুক্ষেত্র' অপেক্ষাও, প্রভাস কিরূপ হইল জানিবার জন্য অধিক ব্যাকুল হইলাম। 'কারণ 'রৈবতক' যেরূপ নিরুৎসাহ বুকে ঠেলিয়া লিখিয়াছিলাম, জানিতাম উহা কেহ পড়িবে না, পড়িলেও গালি দিবে। বঙ্কিমবাবুর মত লোকের ধারণা কখনও এত অমূলক হইবে না। 'বৈরতক' বঙ্গ-সাহিত্যে একরূপ দাঁড়াইয়াছে দেখিয়া যখন 'কুরুক্ষেত্র' লিখিলাম, তখন মনে আশঙ্কা হইল, কি জানি ইহার দ্বারা পাছে 'রৈবতকের' প্রতিপত্তিও হারাই। এখন 'রৈবতক' 'কুরুক্ষেত্র' উভয়ের প্রতিপত্তি হইয়াছে। 'রৈবতক' হইতে বরং 'কুরুক্ষেত্রের' প্রতিপত্তি অধিক হইয়াছে। কাযেই 'প্রভাস' সম্বন্ধে আশঙ্কা অনেক বেশী হইয়াছে। উহা যদি অগ্রবর্ত্তী দুই কাব্যের উপযুক্ত না হয়, তাহা হইলে যে—"ডুবালে কনক লঙ্কা, ডুবিলে আপনি"। 'প্রভাস' আপনিও ডুবিবে, সঙ্গে সঙ্গে কনক লঙ্কা সদৃশ 'রৈবতক' 'কুরুক্ষেত্রের' কবিযশঃও ডুবিবে। অতএব 'প্রভাস' কেমন হইয়াছে জানিবার জন্য বড়ই ব্যস্ত হইলাম।

'প্রভাস' বাহির হইবার পর দিন সন্ধ্যার পর কলিকাতার চিকিৎসকাগ্রণী দেবপ্রতিম ডাক্তার নীলরতন সরকার আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ

করিতে আসিলেন। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের এক দিকে এম,এ, অন্যদিকে এম, ডি। এরূপে সাধারণ বিদ্যায় ও চিকিৎসা বিদ্যায় তিনি সমান পারদর্শী। বাঙ্গালা সাহিত্যে তাঁহার বিশেষ অনুরাগ। আবার তিনি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের একজন নেতা ও প্রধান স্তম্ভ। ব্যবসায়ে তিনি দেশীয় ডাক্তারদের শীর্ষ স্থানে। এমন সহৃদয় ও নির্ম্মল চরিত্র লোক বুঝি এ জগতে বড় বেশী নাই। তাঁহার সঙ্গে যদিও আমার অল্প দিনের মাত্র আলাপ, তিনি আমাকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করেন। এরূপ সময়ে সময়ে বহুরোগীদর্শনে ক্লান্ত হইয়া, সন্ধ্যার পর তিনি আমার গৃহে আসিয়া একটুক বিশ্রাম করিতেন, এবং নানা বিষয়ে আলাপ করিতেন। সে দিন আসিয়াই তাঁহার সেই সুপ্রসন্ন জ্ঞানমাধুর্য্যমণ্ডিত মুখে বলিলেন—"আমি আপনার প্রভাস পড়িয়াছি।" আমি বিস্মিত হইয়া বলিলাম—"সে কি! ইতি মধ্যে আপনি আমার 'প্রভাস' পড়িয়াছেন! কই, আমি ত 'প্রভাস', আপনাকে এখনও উপহার পাঠাই নাই। কাল পাঠাইব স্থির করিয়াছি।" তিনি বলিলেন যে 'প্রভাস' বাহির হইলেই তাঁহাকে এক কপি দিতে আমার পুস্তক-বিক্রেতাকে তিনি বলিয়া রাখিয়াছিলেন। পূর্ব্ব দিন সন্ধ্যার সময় তাঁহার দোকানের সম্মুখ দিয়া যাইবার সময়ে তাঁহার গাড়ী থামাইয়া পুস্তকবিক্রেতা এক কপি তাঁহাকে গাড়ীতে দিয়াছিলেন। তিনি বাড়ী ফিরিয়া রাত্রি দুইটা পর্য্যন্ত জাগিয়া উহার পাঠ শেষ করেন, এবং নিজে পাঠ করিয়া বহিখানি বৈদ্যনাথে তাঁহার স্ত্রীকে দিতে একজন বৈদ্যনাথগামী বন্ধুকে দিয়াছেন। আমি আগ্রহের সহিত বহিখানি তাঁহার কেমন লাগিয়াছে জানিতে চাহিলাম। তিনি তাঁহার স্বাভাবিক বিনয়ের সহিত বলিলেন—"আপনার বহি সম্বন্ধে মত প্রকাশ করিব সেরূপ শক্তি আমার নাই। তবে যদি ক্ষমা করেন, বলিব যে আমার মতে আপনার 'রৈবতক' প্রথম, 'প্রভাস' দ্বিতীয়,

'কুরুক্ষেত্র' তৃতীয়। আপনি 'প্রভাসে', ভাষার উপর যেরূপ অসাধারণ অধিকার দেখাইয়াছেন, এমন আর কোথায়ও দেখি নাই।" আমি বলিলাম বহি তিনখানিই আমার। কোনটা প্রথম, কোনটা দ্বিতীয়, কোনটা তৃতীয়, তাহাতে কিছুই আসে যায় না। তাঁহার ক্ষমা চাহিবার কোনও প্রয়োজনই ছিল না। বরং 'প্রভাস' সম্বন্ধে তাঁহার মত লোকের মত জানিবার জন্য আমি এত ব্যাকুল হইয়াছিলাম যে তাঁহার মত শুনিয়া আমার হৃদয় হইতে একটি গুরুতর আশঙ্কা দূরীভূত হইল। ইহার জন্য তিনি আমার আন্তরিক ধন্যবাদার্হ। তার পরে 'প্রভাসের' চরিত্র-চিত্রন ও ভক্তির ও ভাবের উচ্ছ্বাস লইয়া অনেকক্ষণ আলাপ হইল। আমি বড়ই আশ্বস্ত হইলাম।

কেবল নীলরতন বাবু বলিয়াই নহে, অনেকেই কলিকাতায় এখানি প্রথম ওখানি দ্বিতীয় বলিতেন। আমি দেখিতাম যাঁহাদের মন philosophical (দর্শনপ্রবণ) তাঁহারা 'রৈবতককে' প্রথম, যাঁহাদের মন emotional (ভাবপ্রবণ) তাঁহারা 'কুরুক্ষেত্রকে' প্রথম, এবং যাঁহাদের হৃদয় devotional (ভক্তিপ্রবণ) তাঁহারা 'প্রভাসকে' প্রথম বলিতেন।

তাহার পর মাননীয় গুরুদাস বাবুর পত্র পাইলাম। উহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

শ্রীহরিঃ

শরণম্।

নারিকেলডাঙ্গা

৯ই নবেম্বর ১৮৯৬।

কল্যাণবরেষু—

আপনার 'প্রভাস' পাঠ করিতেছি, এখনও পাঠ সম্পূর্ণ হয় নাই। যতদূর পাঠ করিয়াছি তাহাতে (আপনার অপূর্ব্ব ভাষায় বলিতে যদি অনুমতি দেন)

"প্রেমে ঝরিয়াছে নেত্র, প্রেমে ভরিয়াছে বুক।"

যদিও কোন কোন স্থানে কিঞ্চিৎ শব্দ বাহুল্য আছে বলিয়া কাহারও বোধ হইতে পারে, কিন্তু ভাবের মাধুর্য্য ও গাম্ভীর্য্যে এত বিমুগ্ধ হইতে হয়, যে ভাষার প্রতি বড় লক্ষ্য থাকে না।

বিশ্বব্যাপী প্রেম আপনার কাব্যের মূল মন্ত্র এবং বিশ্বপতিই ইহার নায়ক। এইরূপ কাব্যরস পান করিলে মোহান্ধ জীবের নয়ন উন্মীলিত হয়, এবং জীব কিঞ্চিত দেখিতে পায় যে

"সম্মুখে অজ্ঞাত সিন্ধু, ভাসে কৃষ্ণ পদতরী।
এই তীরে সন্ধ্যা, উষা অন্য তীরে মুগ্ধকরী।"

এই দুইটী পংক্তিতে আপনি কি পবিত্র, কি মধুর কি অপূর্ব্ব গীতই গাহিয়াছেন। আর অধিক কি লিখিব। ইতি

শুভানুধ্যায়ী
শ্রীগুরুদাস বন্দোপাধ্যায়

এ পত্রে কই জরৎকারু সম্বন্ধে কোনও কথা নাই। অথচ তাহা জানিবার জন্য আমি সর্ব্বাগ্রে তাঁহার কাছে 'প্রভাস' উপহার পাঠাইয়াছিলাম। এই পত্রের উত্তরে তাঁহার সেই "স্থগিত রায়" (suspended judgment) প্রকাশ করিতে প্রার্থনা করিলে, তিনি 'প্রভাস' পাঠ শেষ করিয়া দ্বিতীয় পত্র লেখেন। দুঃখের বিষয় আমি সে পত্র খানি হারাইয়াছি। স্মরণ হয়, তাহাতে তিনি লিখিয়াছিলেন যে জরৎকারুর প্রতি তিনি অবিচার করিয়াছিলেন। এখন বুঝিয়াছেন তাহার তুল্য চরিত্র কোনও সাহিত্যে নাই। আবার প্রভাসের শেষ দুই ছত্র

"সম্মুখে অজ্ঞাত সিন্ধু, ভাসে কৃষ্ণ পদতরী।
এই তীরে সন্ধ্যা; উষা অন্য তীরে মুগ্ধকরী।"

উদ্ধৃত করিয়া লিখিয়াছিলেন যে ভগবানকে আমি চৌদ্দ বৎসর ধ্যান করিয়াছি, তাঁহার কাছে যেন প্রার্থনা করি আমার মত তিনি ও

আমার অন্ত পাঠকেরাও যেন এই জীবনের সন্ধ্যার সঙ্গে সঙ্গে অন্ত জীবনে ঊষা দর্শন করিতে পারেন।

ইহার দুই এক দিন পরে গুরুদাস বাবুর বাড়ীতে ৺ জগদ্ধাত্রী পূজার নিমন্ত্রণে সন্ধ্যার পর গিয়াছি। কলিকাতার শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি মাত্রই নিমন্ত্রণোপলক্ষে উপস্থিত হইয়াছেন। আমাদের প্রাচীন নিয়মানুসারে বাড়ীর কর্ত্তা গুরুদাস বাবু একখানি মলিন ধুতি ও চাদর মাত্র পরিহিত। আমি দেবীকে প্রণাম করিয়া উঠিবামাত্র তিনি আমাকে জড়াইয়া ধরিয়া সমবেত নিমন্ত্রিতের কাছে লইয়া গিয়া আমাকে তাঁহারা চিনেন কিনা জিজ্ঞাসা করিলেন। তাঁহাদের অনেকেই এ গরীবকে চিনেন বলিয়া বলিলে, গুরুদাস বাবু বলিলেন—"না, আপনারা এখনও তাঁহাকে ভাল করিয়া চিনেন না। আমার বোধ হয় আপনারা কেহ এখনও তাঁহার 'প্রভাস' পড়েন নাই।" তাহার পর আমাকে জড়াইয়া ধরিয়া তাঁহার পার্শ্বে বসাইয়া তিনি 'প্রভাসের' এত প্রশংসা করিতে লাগিলেন যে আমি মাথা হেঁট করিয়া সলজ্জভাবে বসিয়া রহিলাম। সর্ব্বশেষে 'প্রভাসের' শেষ কয়েক লাইন

"যাও মা করুণাময়ি! পূর্ণ ব্রত মা তোমার!"

হইতে মুখস্থ আবৃত্তি করিয়া বলিলেন—"বলুন দেখি! ইহার তুলনা সাহিত্যে আছে কিনা?" তাঁহাদের অনুরোধ মতে তিনি ঐ কয়েক লাইন আবার আবৃত্তি করিলেন। তাঁহারা সকলে শুনিয়া যেন মুগ্ধ হইলেন, এবং গুরুদাস বাবুর প্রশংসার সমর্থন করিলেন। পরদিন অপরাহ্নে বন্ধু শ্যামাধব আসিয়া তাহার বড় চক্ষু দুটি আরও বিস্তৃত করিয়া বলিল—"ব্যাপার খানা কি বল দেখি! কাল গুরুদাস বাবুর জগদ্ধাত্রী পূজার নিমন্ত্রণে গিয়া দেখি কিনা গুরুদাস বাবু জগদ্ধাত্রী পূজা ফেলিয়া তোমাকে ধরিয়া বসিয়া আছেন, এবং তোমার কি বহির

ভয়ানক প্রশংসা করিতেছেন। বলি, ব্যাপারখানা কি?" শ্যামাধব একজন রসিক পুরুষ। সে এরূপ মুখভঙ্গি করিয়া বলিল যে আমি ও উপস্থিত বন্ধুগণ সকলে হাসিয়া উঠিলেন। শ্যামাধব তবু ছাড়ে না। বলিল—"হুঁ হুঁ হাসিয়া উড়াইলে হইবে না। যদিও বাঙ্গালাটা আমার আসে না, তথাপি বহিখানা আমাকে পড়িতে হইবে। এক কপি আমাকে দিতে হইবে। সহজ কথা! গুরুদাস বাবু জগদ্ধাত্রী পূজা ফেলিয়া অনর্গল মুখস্থ কবিতা আওড়াইতেছে!" আমরা আবার হাসিলাম।

রবিবার অপরাহ্নে কখন কখন কলিকাতার সাহিত্যিক বন্ধুগণ আমার বাড়ীতে বেড়াইতে আসিতেন। 'প্রভাস' বাহির হইবার পরের রবিবারও তাঁহারা আসিয়াছেন। কবি-সুহৃদ অক্ষয় কুমার বড়াল বলিলেন তিনিও 'প্রভাস' পড়িয়াছেন। বলিলেন যে 'প্রভাস' পড়িবার জন্য তাঁহার এত আগ্রহ ছিল, যে তিনি উপহারের অপেক্ষা না করিয়া, আমার পুস্তকবিক্রেতার মুখে প্রভাস বাহির হইয়াছে শুনিয়া এক কপি কিনিয়া লইয়া রাত্রি জাগিয়া পড়িয়াছেন। তিনি বলিলেন 'প্রভাস' 'রৈবতক কুরুক্ষেত্রের' উপযোগী হইয়াছে। তবে 'প্রভাসে' ভাষা সম্বন্ধে আমি স্থানে স্থানে কিছু অসাবধান। আমি তাঁহাকে হাসিয়া প্রথমতঃ নীলরতন বাবুর মত বলিলাম। তাহার পর 'প্রভাসের' "বীণা ছিন্নতান" সর্গে শ্রীভগবানের শ্রীঅঙ্গে জরৎকারুর সেই অস্ত্র ত্যাগের কথা লিখিবার সময়ে আমার কি অবস্থা হইয়াছিল তাহা তাঁহাকে বলিলাম। বলিতে বলিতে অশ্রুতে আমার নয়ন ছল ছল করিয়া উঠিল। বলিলাম, এরূপ অবস্থায় মানুষের ভাষার প্রতি লক্ষ্য থাকিতে পারে না। অতএব নীলরতন বাবু যে 'প্রভাসের' ভাষার প্রশংসা করিয়াছেন, তাহা হয় ত নহে। সম্ভবতঃ অক্ষয় বাবুর মতই ঠিক। 'প্রভাসের' ভাষায়

সাবধানতার অভাব। এরূপ অবস্থায় লেখক ভাষা সম্বন্ধে সাবধান হইতে পারে না।

ইহার পর কবি-ভ্রাতা গিরিজানাথ মুখোপাধ্যায়ের পত্র পাইলাম। আমার রাণাঘাট অবস্থিতি সময়ে তাঁহারা দুই ভাই গিরিজা ও কুমার এবং তাঁহাদের খ্যাতনামা পিতা 'ধাতৃশিক্ষার' ডাক্তার যদুনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের স্নেহের নিদর্শন স্বরূপ গিরিজার পত্রখানি এখানে উদ্ধৃত করিলাম, কারণ গিরিজা নিজেও কবি।

৮ই কার্ত্তিক ১৩০৩।

দাদা মহাশয়,

প্রভাস অনেক দিন পাইয়াছি। ভাবিয়াছিলাম পড়িয়া প্রাপ্তি স্বীকার করিব। প্রভাস পড়িলাম। "কুরুক্ষেত্রের" যশঃ "প্রভাসে" উজ্জ্বলীকৃত হইবে—ইহাই আমার বিশ্বাস। প্রভাসের প্রথম সর্গ ভাবে গভীর—ভাষায় চূড়ান্ত কবি-শক্তি প্রকটিত। প্রথম সর্গ অতি সুন্দর লাগিল। দুর্ব্বাসার চিত্র পরিবর্ত্তন ব্যাপারটা সংক্ষিপ্ত হইয়াছে যেন বোধ হইল। শৈলজা ও জরৎকারুর পরিণাম অপূর্ব্ব। সপ্তম সর্গের মত ভয়ঙ্কর বর্ণনা পড়িয়াছি, মনে হয় না। পড়িতে পড়িতে হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। লিটনের Last Days of Pompeii উপন্যাসে পম্পি নগর ধ্বংসের চিত্রও তত ভয়ঙ্কর নহে। একাদশ সর্গের মত প্রভাসে আর সর্গ নাই। ভাবে, ভাষায় এই সর্গ তুলনা-রহিত।

"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাং স্তথৈব ভজাম্যহম্।
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ-সর্ব্বশঃ।"

প্রভৃতি গীতায় শ্রীভগবানের উক্তি নবম সর্গে প্রতিফলিত। কৃষ্ণ-চরিত্রের এইখানে পূর্ণ বিকাশ। কোন সর্গ ভাল লাগে নাই, বলিতে পারি না। মোটামুটি কতকগুলি লিখিলাম। একবার পড়িয়া তৃপ্তি হয় নাই। হয় ত সকল বেশ অন্তরস্থও হয় নাই। আর দু' একবার পড়িব। আপনার জন্ত আমায় মাইকেল ও হেমচন্দ্রকে ত্যাগ করিতে হইয়াছে। কাহারও ভাষা আপনার মত মিষ্ট লাগে না। ইস্তক "পলাশী" নাগাইত

"প্রভাস।" 'প্রভাস' যে ভাবে লিখিয়াছেন, তাহাতে আপনার Interpretation সকলে গ্রহণ করিবে—নিশ্চয়ই। "প্রভাস" কি এতদিন বুঝি নাই—আজ বুঝিলাম।

আপনার ব্রত পূর্ণ হইয়াছে। বাঙ্গালা সাহিত্যে রৈবতক—কুরুক্ষেত্র—প্রভাস সম্মিলিত কীর্ত্তিমন্দির চিরদিন প্রতিষ্ঠিত থাকিবে। আপনার নাম অক্ষয় হইবে।

স্নেহাকাঙ্ক্ষী—
শ্রীগিরিজানাথ মুখোপাধ্যায়।

'রৈবতক' ও 'কুরুক্ষেত্রের' সমালোচক পণ্ডিতপ্রবর বাবু হীরেন্দ্রনাথ দত্তের মতের জন্য আমি, বলা বাহুল্য, বিশেষ উৎকণ্ঠিত ছিলাম। তিনি বড় সাবধান পাঠক। বিশেষতঃ এ সময়ে তিনি অসুস্থ ছিলেন বলিয়া তাঁহার মত জানিতে বিলম্ব হয়। তিনি প্রভাসের সমালোচনা করেন নাই। এ সময়ে 'অমৃতবাজার পত্রিকায়' যে সমালোচনা প্রকাশিত হইয়াছিল উহা তাঁহার লেখা বলিয়া শুনিয়াছিলাম। তাঁহার পত্র ও উক্ত সমালোচনা এখানে উদ্ধৃত করিলাম।

শ্রীহরি

১৩।১০।৯৬

দাদা মহাশয়,

ইতিমধ্যে জ্বর হইয়া অসুস্থ হইয়াছিলাম, সেইজন্য বৈদ্যনাথ যাত্রা স্থগিত আছে। 'প্রভাস' দুইবার পড়িয়া শেষ করিয়াছি। প্রথমবার কৌতুহল তাড়িত হইয়া বড় দ্রুত পড়িয়াছিলাম। আর একবার না পড়িয়া মতামত লেখা সঙ্গত মনে করি নাই। সেইজন্য এই বিলম্ব।

এক কথায়, প্রভাস, কুরুক্ষেত্র ও রৈবতকের উপযোগী Conclusion। ইহাতে আপনার কবি-প্রতিভার কিছু খর্ব্বতা লক্ষিত হয় না। কবিতার প্রবাহ সমান উচ্ছলবেগে প্রবাহিত। কাব্যাংশে প্রভাস অতি উৎকৃষ্ট কাব্য। আপনার সৃষ্ট চরিত্র সকলগুলিরই (বাসুকি, দুর্ব্বাসা, জরৎকারু ও শৈল) অতি সুন্দর পরিণাম ঘটাইয়াছেন—সুন্দর Con-

sistent এবং কাব্যোপযোগী। আর কৃষ্ণপ্রেমের যে বন্যা বহাইয়াছেন তাহাতে সকল সমালোচনাই ভাসিয়া যায়। 'মহাপান' ও 'মহাপ্রস্থান' এ অংশে বাঙ্গালা সাহিত্যে অতুল। যদুদিগের গৃহবিবাদ ও দ্বারাবতী ধ্বংসের যে কারণ আবিষ্কার করিয়াছেন তাহা আপনারই উপযুক্ত। কিন্তু ইতিহাসাংশে, যদুবংশ ধ্বংসের ফলাফল পাণ্ডবদের মহাপ্রস্থান ও বলরামের সমুদ্রযাত্রার অনুমোদন করিতে পারা যায় না। প্রভাসের মহাধ্বংসের ফলস্বরূপ উক্ত দুই ঘটনায় সমাবেশ করাতে এবং তাহাদের ঐতিহাসিকতা সম্বন্ধে সন্দেহ হওয়াতে কৃষ্ণের অন্ত্য লীলা সম্বন্ধে সন্দেহ রহিয়া যায়। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের ফল সম্বন্ধে যেরূপ কুরুক্ষেত্র পড়িয়া সন্দেহ থাকে না, এ সেরূপ নহে।

আর এক কথা। কৃষ্ণ সম্বন্ধে মহাপ্রস্থান সর্গে অতিপ্রকৃতের অধিক সমাবেশ করিয়া কাব্যত্বের কিছু হানি হইয়াছে। জরৎকারুও বাসুকিকে কৃষ্ণের নিমিত্তমাত্র ও মহাভক্ত বলিয়া ফল কি? বরং বিষ্ণুপুরাণ শিশুপাল সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন সেরূপ বলিলে চরিত। ইহার ফলে বাসুকি প্রভৃতির সমস্ত পূর্ব্বজীবন যেন অলীকতায় পরিণত হইয়াছে। ইতি

স্নেহার্থী—

শ্রীহীরেন্দ্র।

REVIEW.

Provas—By Babu Nabin Chandra Sen : Published by Sanyal & Co. Price 1—4. This volume completes the grand and sublime trilogy of epic poems about India's Divine National Hero, Srikrishna, upon which the poet embarked about fourteen years ago. Raibatak, dealing with the early life of Srikrishna, first made its appearance about 10 years ago. The novelty of the historical truths therein embodied and the sublimity of its philosophical deductions made it at first "Caviare to the general." This has always been the first reception given to world-poetry by the public. It has to create a taste for itself before it can be appreciated. *Kurukshetra* appeared about four years ago, in which the poet expounded that part of the life-work of Srikrishna which culminated in the war of Kurukshetra. It was greeted with a chorus of applause and in its light the public came to

understand and thus to appreciate *Raibatak* which, in the meantime, had secured a fit audience though few.

And now *Provas* has made its appearance, dealing with the closing part of Srikrishna's career, which came to consummation on the sea-coast of Provas.

The chief merit of this Srikrishna trilogy, that which stamps it as the most enduring poem in the language and lays the nation under deep obligation to the poet, is that it has been the means of restoring Srikrishna to the national heart as its Divine National Hero. Ages of superstition and ignorance had served to tarnish the glory of Srikrishna's life-work by making Him appear in a false and distorted light. This has been effectually dispelled by the poet; and in his work, Srikrishna shines forth in His true glory and splendour which one has only to look upon to love Him and fall at his lotus feet as the Incarnation of the Supreme Being, the Divine Teacher of the Gita, and the founder of a united and imperial India.

Speaking of the poem (*Provas*) which is now before us, we would confine ourselves to noticing certain prominent characteristics thereof, because the space at our disposal would not permit anything like an exhaustive review. We find that the poetic powers of the author do not show any signs of decay or abatement; for we meet with a great many passages in the poem which for depth of feeling, sublimity of sentiment, high seriousness of thought, sweetness of rhythm, and beauty of expresssion may challenge comparison with the best and highest portion of Bengali poetry. There are some grand descriptions in the poem—that of the Jadava battle, amidst the dust ashes, lava discharge and earthquake of a volcanic eruption, or of the battle-field after the extermination of the Jadu race, which cannot fail to extort admiration. Tne consummation of the three original characters introduced into the poem—Jaratkaru, Basuki and Durbasa and the master-touch of poetic art in making Jaratkaru murder Srikrishna, demand the highest praise.

The current of Krishna-bhakti (devotion) which flows through the 5th and the 11th Canto in sweet abundance has the inevitable result of carrying one along with it, engulfing his hard-hearted scepticism, and Basuki in his self-forgetful devotion and abiding feeling of the pervasiveness of the God-head reminds one of his prototype Sri Gouranga. The historical reader may be apt to find fault with the poet's heresies in making Balaram lead an expedition of civilising and proselytising colonisation to Greece and identifying him with the Greek Hercules and also in making the Pandava Princes depart upon a divine errand round the Red Sea and the Mediterranean Sea, but he will, we think, be propitiated with the exquisitely beautiful vision of the future set forth in the closing canto where the poet passes in review, the mission of the world prophets, Buddha and Christ and Mahomed and Sri Chaitanya and which ends with the triumph of *Harinama* in this world of sin and anguish.

ইহার কয়েক দিন পরে রাজা বিনয়কৃষ্ণের বাড়ী হীরেন্দ্র বাবুর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়। তাঁহাকে পার্শ্বের একটি কক্ষে লইয়া দুজনে এক সোফায় বসিলাম। সেখানে অন্য কেহ ছিলেন না। হীরেন্দ্র 'প্রভাসের' খুব সুখ্যাতি করিয়া আবার বলিলেন 'প্রভাসের' উপসংহারে আমি যে বলদেবের গ্রীসে সমুদ্রযানের এবং পাণ্ডব ও যাদবদের আরব ও এসিয়া মাইনর ভ্রমণের ইঙ্গিত করিয়াছি, তাহা ঐতিহাসিক বলিয়া কেহ স্বীকার করিবে না। অতএব শ্রীকৃষ্ণ-জীবনে এরূপ একটি কাল্পনিক ঘটনার আরোপ করিয়া 'প্রভাস' শেষ করাতে শ্রীকৃষ্ণের ও 'প্রভাসের' গৌরবের হানি হইয়াছে। কিন্তু উহা যদি প্রকৃত ঘটনা বলিয়া প্রমাণ করিতে পারি, তাহা হইলে এরূপ গুরুতর ঐতিহাসিক তত্ত্বের আবিষ্কারের জন্য 'প্রভাসের' মূল্য আরও দ্বিগুণ বর্দ্ধিত হইবে। তখন 'প্রভাসের' পরিশিষ্টে উহার ঐতিহাসিকতা দেখাইবার জন্য যে সকল প্রমাণ দিয়াছি,

তাহা তাঁহার কাছে উল্লেখ করিলাম। তাহার পর তাঁহারই বিশেষ অনুরোধ মতে মুদ্রিত 'প্রভাসে' উক্ত পরিশিষ্ট সংযোজিত হইয়াছিল। কলিকাতায় আসিয়া অবধি হীরেন্দ্র আমাকে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার মত শ্রদ্ধা ভক্তি করেন। এমন একজন দেব-ভ্রাতা প্রাপ্ত হওয়া আমিও আমার দুঃখ-দুর্য্যোগ-সঙ্কুল জীবনের একটি সুখ-সৌভাগ্যের কথা মনে করি। সেই অবধি আমি তাঁহাকে "হীরেন" বলিয়া সম্বোধন করি। বোধ হয় এই আত্মীয়তার দরুণ, তিনি 'প্রভাসের' সমালোচনা করেন নাই। 'রৈবতক' সমালোচনার সময়ে আমি তাঁহার কাছে সম্পূর্ণরূপে অপরিচিত, এবং 'কুরুক্ষেত্র' সমালোচনার সময়েও অপেক্ষাকৃত অপরিচিত ছিলাম। যাহা হউক, 'প্রভাস' সম্বন্ধে ঐ সকল মত পাইয়া এবং 'প্রভাসের' বিক্রয় দেখিয়া, আমি 'প্রভাস' সম্বন্ধেও নিশ্চিন্ত হইলাম।

কলিকাতার দলাদলি।

'রাজস্থানের' ইতিহাস-পাঠক মাত্রেই জানেন যে একটি সামান্য বিষয়ে বিরোধ হইলে জয়পুরের মহারাজা জয় সিংহ উদয়পুরের মহারাজা অভয় সিংহের কাছে লেখেন—"আপনি স্মরণ রাখিবেন আমার নাম জয় সিংহ।" অভয় সিংহ উত্তরে লেখেন—"আপনার নাম জয় সিংহ, আমার নামও অভয় সিংহ।" ইহাতে যে অভিমানের দাবানল জ্বলিয়া উঠে, তাহাতে 'মার্থার' সমরক্ষেত্রে রাজপুতনার স্বাধীনতা ভস্মীভূত হয়। কলিকাতায় পঁহুছিয়া দেখিলাম, কেবল পল্লীগ্রাম নহে, মহানগরী কলিকাতাও দলাদলির ভীষণ রঙ্গভূমি। মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর বলেন—আমার নাম মহারাজা সার যতীন্দ্রমোহন। রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বলেন—আমার নামও রাজা বিনয়কৃষ্ণ। 'বেঙ্গলীর' সুরেন্দ্র বাবু বলেন—আমার নাম সুরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়। 'অমৃতবাজাব পত্রিকার' মতি ভায়া বলেন—আমার নামও শ্রীমতিলাল ঘোষ এবং আমার দাদার নাম শ্রীল শিশিরকুমার ঘোষ। রঙ্গমঞ্চে গিরিশ ভায়া বলেন—আমি বাঙ্গলার 'গেরিক' গিরিশ্চন্দ্র ঘোষ। অমৃত ভায়া বলেন—অবশ্য তোমাকে গুরু বলিয়া মানি, কিন্তু আমার নামও অমৃতলাল বোস। বেদ বিভিন্ন, স্মৃতি বিভিন্ন, এমন মুনি নাই যাহার ভিন্ন মত নাই—তাহা জানি। কিন্তু তাই বলিয়া ঋষিঠাকুরেরা যে তাহার জন্য মাথা ভাঙ্গাভাঙ্গি করিতেন তাহা ত শাস্ত্রে লেখে না। সুরেন্দ্র বাবুর সম্পাদকীয় মূর্ত্তির ও তীর্থের বর্ণনা সংক্ষেপে পূর্ব্বে দিয়াছি। যে অমৃতবাজার পত্রিকার ভ্রাতাযুগলের রাজনৈতিক সাহস ও সূক্ষ্ম সূচিভেদ্য বুদ্ধি কৌশলে ইংরাজ রাজপুরুষেরা জর্জ্জরিত, এখানে তাঁহাদের কথা কিছু বলিব। বলিয়াছি তাঁহাদের সঙ্গে আমার আযৌবন যশোহরের 'অমৃতবাজার লাইবেল মোকদ্দমা' হইতে

বিশেষ বন্ধুতা। তাঁহারা আমাকে ভ্রাতৃ নির্ব্বিশেষে স্নেহ করেন, এবং আমি তাঁহাদের আন্তরিক শ্রদ্ধা করি। আমি শিশির বাবুকে দেববৎ ভক্তি করি। মতি বাবুর মত আমিও তাঁহাকে 'সেজদা' বলিয়া ডাকি। দুটি ভ্রাতাই খর্ব্বাকৃতি, কঙ্কাল-শেষ, যেন বাতাসে ভাঙ্গিয়া পড়িবে। ক্ষুদ্র গণ্ড দুটি ভাসিয়া উঠিয়াছে, এবং চক্ষু কোঠরস্থ। কিন্তু তাহাতে কি তীব্র জ্যোতিঃ! তাঁহারা তোমার দিকে চাহিলে, তোমার বোধ হইবে যেন তোমার অন্তঃস্থল পর্য্যন্ত তাঁহারা স্ফটিকের মত দেখিতেছেন। সাহিত্যে ও সঙ্গীতে উভয়েরই অসাধারণ অধিকার। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে উভয়ে অদ্বিতীয়। ইঁহাদের কৃতিত্বের কথা এই বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে যে 'অমৃতবাজার পত্রিকা" বাঙ্গালা কাগজে লাউয়ের ও কাঠের অক্ষরে যশোহর জেলার একটি অজ্ঞাত পল্লীগ্রামে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল, আজ তাহার কীর্ত্তি ইংলণ্ড এমেরিকা পর্য্যন্ত ছড়াইয়া পড়িয়াছে। উহা আজ ইংরাজ রাজপুরুষদের ও এঙ্গলো ইণ্ডিয়ানদের চক্ষুশূল। দুটি ভাই আয়েনার ছবি,—যেমন চতুর যে কত মতে, কত রূপ আইন পরিবর্ত্তন করিয়াও কত বার তাঁহাদের ধরিয়া জেলে দিতে ক্রোধোন্মত্ত রাজপুরুষেরা চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু প্রত্যেক বার তাঁহাদের প্রতি বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠি দেখাইয়া হো হো করিয়া হাসিয়া, বগল বাজাইয়া দুই ভাই সরিয়া পড়িয়াছে। 'অমৃতবাজারকে' পাকড়াও করিবার জন্য লর্ড লিটন ও ইডেন দিনে দিনে "ভার্ণাকিউলার প্রেস একৃট্" পাশ করিলেন। আর 'অমৃতবাজার' তাহার পরদিন প্রভাতেই বাঙ্গলা পরিচ্ছদ ত্যাগ করিয়া ইংরাজি ভাষায় বাহির হইল! সমস্ত বঙ্গদেশ হাসিতে লাগিল, আর ক্রোধে লিটন-ইডেন, আপনার ঠোঁট কাটিতে লাগিলেন। তাঁহাদের আইন ইংরাজি ভাষায় প্রচারিত সংবাদপত্রকে খাটে না। কে জানিত এক রাত্রির মধ্যে 'অমৃতবাজার' এ খেলা খেলিয়া তাঁহাদের এরূপ উপহাসভাজন করিবে?

ইডেন পরদিন বলিলেন—"ইহারা বহুরূপী (Chameleon)। ইহদের ধরিবার যো নাই।" তাঁহাদের অপরাধ, তিনি শিশির বাবুকে ডাকাইয়া তাঁহার হাতের পুতুল হইতে এবং তাঁহার মন যোগাইয়া চলিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। শিশির বাবু বলিলেন—"হেব না অবধড়!" কোথায় অমৃতবাজারকে গলা টিপিয়া তাঁহারা মারিয়া ফেলিবেন, না ইংরাজি আকারে উহার প্রতিপত্তি আরও শতগুণ বর্দ্ধিত হইল, ও সমস্ত ভারত ছড়াইয়া পড়িল। বরদা রেলওয়ে ষ্টেশনে একসময়ে দাঁড়াইয়া আছি, একজন মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ আমার সঙ্গে আলাপ করিয়া কথায় কথায় বলিলেন—"আমাদের একমাত্র আশা 'অমৃতবাজার পত্রিকা' ও 'কন্‌গ্রেস'।" তাহার পর 'সহবাস সম্মতির আইনের' আন্দোলনে 'অমৃতবাজার' দেশে আগুণ জ্বালাইতেছে দেখিয়া, লর্ড ল্যান্সডাউন ক্ষিপ্রহস্তে উহা আইনে পরিণত করিতে চেষ্টা করিতেছিলেন। 'অমৃতবাজার' তখন সাপ্তাহিক। এই ক্ষিপ্রতার সহিত প্রতিযোগিতা করিতে পারিতেছে না। সাপ্তাহিক 'অমৃতবাজার' আবার এক রাত্রির মধ্যে 'দৈনিক' হইয়া গেল। সমস্ত ভারত, রাজা, প্রজা, সকলেই বিস্মিত হইল। শুনিয়াছি ভুপালের বেগমের স্বামী নিজে বৈদ্যনাথে ছদ্মবেশে আসিয়া সার লেপেল গ্রিফিনের অত্যাচার হইতে তাঁহাদের রক্ষা করিতে শিশির বাবুর আশ্রয় গ্রহণ করেন। 'অমৃত-বাজারের' শাণিত অস্ত্রে লেপেল গ্রিফিন ক্ষত বিক্ষত হইয়া তাহার বিরুদ্ধে ফৌজদারী অভিযোগের অনুমতি প্রার্থনা করে। এদিকে 'অমৃতবাজারে' প্রচারিত হয় যে শিশির বাবু মরণাপন্ন হইয়া পত্রিকার সঙ্গে সম্পর্ক রহিত করিয়া বৈদ্যনাথ চলিয়া গিয়াছেন; তাঁহার জীবনের আশা নাই। চতুর লর্ড ডফরিণ তখন গবর্ণর জেনেরেল। তিনি ফাঁদে পড়িলেন। ভাবিলেন মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা দিয়া আর কি হইবে? বিশেষতঃ আয়েনার ছবি শিশিরকুমারকে পাকড়াও করিবারও যো নাই। লেপেল গ্রিফিনকে

সার্টফিকেট দিয়া রাজকার্য্য হইতে অপসৃত করাইয়া দিলেন। মধ্যভারত রক্ষা পাইল। অমনি 'অমৃতবাজারে' প্রচারিত হইল "ষষ্ঠির" বাছা শিশিরকুমার আরোগ্যলাভ করিয়াছেন। শিশিরকুমারের এরূপ কত অক্ষয় কীর্ত্তি ভারতের অঙ্কে অঙ্কে অমর অক্ষরে অঙ্কিত হইয়াছে তাহার সংখ্যা কে করিবে? তাঁহার প্রধান বল স্বদেশ-প্রেম এবং প্রধান অস্ত্র বিদ্রূপ এবং কূট-নীতিজ্ঞতা। ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট হাঁ করিতেই শিশির তাঁহার পেটের তলদেশ পর্য্যন্ত দেখিতে পারেন। তাঁহার শাণিত বিদ্রূপাস্ত্রের প্রত্যাঘাত করিতে পারে এমন মহারথী এই পৃথিবীতে নাই। একবার স্মরণ হয় 'ইংলিশম্যান' লিখিলেন যে লেপেল গ্রিফিনের 'অমৃতবাজার পত্রিকার' কথা গ্রাহ্য না করিয়া উহার দ্বারা তাঁহার চুরট জ্বালান উচিত। 'অমৃতবাজার' অমনি কুচ করিয়া ছুরি বসাইয়া লিখিল,—"যখন দিও-শেলাই এত সস্তা, তখন অমৃতবাজার পত্রিকা দিয়া গাধা ভিন্ন মানুষে চুরট জ্বালাইবে কেন? আর আমরা যদি বলি 'ইংলিস্‌মেনকে' "Bed-sheet" বিছানার চাদর করা উচিত!" "বিছানার চাদর!" উচ্চ হাসি হাসিয়া 'ষ্টেট্‌সম্যান' পত্রিকার বিখ্যাত সম্পাদক রবার্ট নাইট বলিলেন—"বা! অমৃতবাজার!" দেশশুদ্ধ লোক ইংলিশম্যানের দিকে চাহিয়া হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। 'ইংলিশম্যান' আর একদিন লিখিলেন যে গবর্ণমেণ্ট অনর্থক বাঙ্গলার পাণীয় জলের জন্য চেষ্টা করিতেছেন। বাঙ্গালীরা (Ditch water) গড় খন্দকের জলই ভালবাসে। 'অমৃত বাজার' অমনি চাবুক কসিয়া লিখিল—"ঠিক কথা! বাঙ্গালীরা বলে যে গড়ের জল 'বিয়ার' অপেক্ষা ভাল।" আবার রবার্ট নাইট হো হো হাসিয়া বলিলেন—"সাবাস! অমৃতবাজার!"

বলিয়াছি উভয় ভ্রাতাই খর্ব্বাকৃতি। বিধাতার কিরূপ নির্ব্বন্ধ জানি না। এক সময়ে বঙ্গদেশের প্রধান তিন ব্যক্তি ছিলেন, তিনি জনেই

কদাকার,—ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, কৃষ্ণদাস পাল,এবং প্যারীচরণ সরকার। আর এ সময়ে বঙ্গের বরপুত্রেরা সকলেই খর্ব্বাকৃতি—শিশিরকুমার ঘোষ, মতিলাল ঘোষ, গুরুদাস বন্দোপাধ্যায়, যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর। ইঁহাদের মধ্যে আর একটি সাদৃশ্য—তাঁহাদের Simple life, বিলাস-শূন্য জীবন। যতীন্দ্রমোহন রাজপ্রাসাদবাসী হইলেও যে কক্ষে সমস্ত দিবস অতিবাহিত করেন, তাহাতে একখানি পুরাতন 'ছোফা', কয়েকখানি চেয়ার ও একটি শ্বেত প্রস্তরের টেবেল মাত্র আছে। গুরুদাস বাবুর কক্ষ-সজ্জাও তদ্রূপ। তাঁহার সমস্ত পরিবার এই বিংশতি শতাব্দীতেও খড়ম ব্যবহার করেন। সমস্ত অট্টালিকা খড়মের খট্ খট্ শব্দে মুখরিত। ইঁহাদের সকলের আহারও তদ্রূপ অতি সামান্য। তবে গুরুদাস বাবুর কি মহারাজা যতীন্দ্রমোহনের সকলই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। সুরেন্দ্রবাবুর মত শিশির বাবুদেরও সেদিকে দৃষ্টি নাই। কলিকাতার উত্তর প্রান্তে বাগবাজারে ইঁহাদের এক বৃহৎ চকমিলান দ্বিতল বাড়ী। গৃহখানির বোধ হয় এক শতাব্দী সংস্কার হয় নাই। তাহার বাহিরের মহলে উপরে নীচে সর্ব্বত্র ছাপাখানার সুদৃশ্য উপকরণ, যদৃচ্ছা ছড়ান রহিয়াছে। সমস্ত স্থান ময়লা, নোঙ্গরা ও আবর্জ্জনাপূর্ণ। সিঁড়িটি একে সংকীর্ণ, তাহাতে স্থানে স্থানে ভগ্ন। কি গৃহের, কি সিঁড়ির সঙ্গে বহু বৎসর সম্মার্জ্জনীর সাক্ষাৎ হয় নাই। বারান্দায় একখানি ময়লা ক্ষুদ্র কেম্প টেবল, তাহার এক পার্শ্বে একখানি ভগ্ন চেয়ারে অমিত বিক্রম ইংরাজরাজ্যের হৃৎকম্পকারী খর্ব্বাকৃতি মতিলাল ঘোষ দুই জানুর মধ্যে মুখ রাখিয়া বসিয়া আছেন, এবং নিকৃষ্ট কাগজে পেনসিল দিয়া রাজনৈতিক ব্রহ্মাস্ত্রসকল রচনা করিতেছেন। পরিচ্ছদ এক ময়লা মোটা লালপেড়ে সামান্য ধুতি, এবং বোতামশূন্য এক সাদা ময়লা পিরাণ। তাঁহার সম্মুখে টেবলের অপর দিকে একখানি সামান্য বেঞ্চ, এবং বাম পার্শ্বে আর একখানি

পুরাতন 'ছারপোকার আশ্রম' চেয়ার। তাহার এক হস্ত পলাশির যুদ্ধের সময় উড়িয়া গিয়াছে। টেবলের অপর দিকে ময়লা দেয়াল। তাহাতে যে কখন চূণ পড়িয়াছিল তুমি হলপ করিয়া বলিতে পারিবে না। এই সম্পাদকীয় পিঠস্থানের পার্শ্বেই মুখপ্রক্ষালনের স্থান ও সেখানে গাড়ু গামোছা ইত্যাদি অত্যাবশ্যক উপকরণসকল তোমার নয়ন রঞ্জন করিতেছে। উক্ত দেয়ালের অপর দিকে এক বৃহৎ কক্ষ বা 'হল'। তাহার দেয়াল ও ছাদ কে বলিবে কত যুগের ময়লায় ও ঝুলে, নিষ্ঠিবনে ও কালীতে রঞ্জিত। কক্ষব্যাপী ফরাস বিছানা। তাহাতে এক চাদর ও এক পার্শ্বে গোটা দুই ক্ষুদ্র তাকিয়া। ইহারাও গৃহপ্রাচীরের মত বিবিধ ময়লা দাগে দাগিকৃত। তাহারা যেন বলিতেছে—

"এমনি ত্রিবিধ দাগে দেগেছে কপাল,
ধুইলে না যাবে ধোয়া জীব যত কাল।"

বাস্তবিকই চাদর ও তাকিয়া শপথ করিয়া বলিতে পারে যে তাহারা রজক জাতীয়ের কাছে কখনও ঋণী হয় নাই। ভারতবর্ষের এমন বড় লোক নাই যার পদধূলি ও গাত্রগন্ধ এই চাদরে ও তাকিয়ায় নাই। উঁহারা লর্ড কর্জ্জনের 'কর্জ্জন মেমোরিয়েলে' বা 'ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়েল' হলে স্থান পাইবার যোগ্য। এই ত ভায়াদের সদর। শুনিয়াছি অন্দরের অবস্থা আরও শোচনীয়। তাহার পশ্চাতে যে পুষ্করিণী আছে শুনিয়াছি কলিকাতার হেলথ অফিসার না কি উহা সমস্ত বঙ্গের মেলেরিয়া উৎপাদক মশকের খাসমহল বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন। শিশির বাবুর বৈদ্যনাথ বাড়ীর অবস্থাও এইরূপ। অতিরিক্ত—

"ফুলের এ মালা, ফুলের এ ডালা,
সেজ বিছাইনু ফুলে।"

এখানে বসিবার আসন, বিছানার চাদর, কপাটের শার্শি, সকলই খবরের কাগজ। এখানে বাস্তবিকই ইংলিশম্যান (Bedsheet) শয্যার চাদর। শুনিয়াছি 'অমৃতবাজার' যখন বোর্ডের মেম্বর বিম্‌স্‌ (Beams) সাহেবের কীর্ত্তিকলাপ প্রকাশ করিয়া তাঁহার ত্রাহি ত্রাহি অবস্থা করিয়া তুলিয়াছে সে সময়ে বিম্‌স্‌ একবার বৈদ্যনাথে কি কার্য্য উপলক্ষে গিয়াছিলেন। একজন ক্ষুদ্রকায় অস্থিচর্ম্মসার ব্যক্তি এক অপূর্ব্ব টাট্টু চড়িয়া যাইতেছেন। তাঁহার পরিধান ময়লা সামান্য ধুতি, মোজাশূন্য পায়ে ছেঁড়া বুট, গায়ে বোতামশূন্য ময়লা সাদা পিরাণ, এবং মস্তকে এক প্রকাণ্ড 'সোলা হেট'। একটি বালক টাট্টুকে দড়ি ধরিয়া টানিয়া লইতেছে,এবং সময়ে সময়ে অশ্বারোহী তাহাকে এক মোটা বাঁশের লাঠির দ্বারা প্রহার করিয়া বালকের সাহায্য করিতেছেন। বিম্‌স্‌ হাসিতে হাসিতে দাঁড়াইয়া এ প্রয়াণ দেখিতে লাগিলেন, এবং সঙ্গীকে জিজ্ঞাসা করিলেন এ বিচিত্র টাট্টুবাহী লোকটি কে। সে বলিল—"'অমৃত-বাজার পত্রিকার' সম্পাদক বাবু শিশিরকুমার ঘোষ।" বিম্‌স্‌ বিস্মিত হইয়া বলিলেন—O is that the Vagabond !—এই সে হতভাগা ?

এই ত আকৃতি, পরিচ্ছদ, ও গৃহের অবস্থা, কিন্তু দুই ভাই মুখ খুলিবামাত্র তুমি বুঝিবে যে এই মতির জুড়ি ভারত খুঁজিয়া পাইবে না। আর শিশিরকুমারের প্রতিযোগী পৃথিবীতেও বিরল। ইঁহাদের রক্তে স্বদেশ-প্রেম এত প্রবল যে ইঁহাদের একটি ভাই "মাতৃভূমির কিছুই করিতে পারিলাম না"—এ কয়েকটি কথা এক টুকরা কাগজে লিখিয়া রাখিয়া আত্মহত্যা করিয়াছিল। ইঁহাদের হৃদয় স্বদেশ-প্রেমে,বর্ত্তমান সময়ে শ্রীচৈতন্য-প্রেমে উদ্বেলিত। এই উভয় প্রেমে উভয়েরই চক্ষে অশ্রুধারা প্রবাহিত হয়। ইঁহাদের মত এমন স্বদেশাভিজ্ঞতা আর কাহারও নাই। সুরেন্দ্র বাবু কলিকাতাবাসী ; দেশের আভ্যন্তরীণ অবস্থা কিছুই জানেন

না। তিনি তাহার উপর (indiscreet ও impulsive) অসাবধান ও হটকারী। ইঁহারা সাবধান, স্থিরবুদ্ধি ও চতুর। মোটের উপর ছুটি ভাই, বিশেষতঃ শিশির বাবু অদ্বিতীয় ক্ষণজন্মা পুরুষ। কিন্তু শ্রীভগবান এত গুণে, এমন 'অমৃতে'ও এক বিন্দু বিষ নিক্ষেপ করিয়াছিলেন,—উহা গুরুতর আত্মাভিমান। ইঁহারা দেশের কাহাকেও মানুষ বলিয়া গ্রাহ্য করেন না। মহম্মদীয় ধর্ম্মের মূলমন্ত্র—'এক ঈশ্বর ভিন্ন ঈশ্বর নাই, এবং মহম্মদ তাঁহার পয়গম্বর।' ইঁহাদেরও বীজমন্ত্র, এক শিশির বাবু ভিন্ন মানুষ নাই, এবং মতি ভায়া তাঁহার 'পয়গম্বর'। সুরেন্দ্র বাবু তাঁহাদের প্রতিদ্বন্দী,—উভয় রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ও 'প্রেসে'। তাঁহারা তাঁহাকে দুচক্ষে দেখিতে পারেন না। তাঁহারা বলেন যে সুরেন্দ্র হটকারিতা ও তাঁহার অসাবধান বাগ্মীতায় দেশের ঘোরতর অনিষ্ট করিতেছেন। তাহা কতক পরিমাণে সত্য হইলেও 'অমৃত বাজার' তাঁহাকে যেরূপ ভাবে সময়ে অসময়ে আক্রমণ করেন তাহাতে তাঁহাদের কলঙ্ক ও প্রতিপত্তির অপচয় হয় মাত্র। দেশেরও ঘোরতর অনিষ্ট হয়। সম্মুখে কলিকাতার 'কন্‌গ্রেস'। এ সময়ে 'অমৃতবাজার' ও 'বেঙ্গলীর' পরস্পর বিদ্বেষ এতদূর গড়াইয়াছে যে 'অমৃতবাজার' সুরেন্দ্র বাবুকে traitor (বিশ্বাসঘাতক) বলিতেও কুণ্ঠিত হন নাই। এই বিদ্বেষে কলিকাতা নগর টলটলায়মান। অথচ উভয়ে আমাকে অত্যন্ত ভালবাসেন। মতি বাবু আমাকে বলেন—"নবীন! এবার সুরেন্দ্রের দোষে কলিকাতার কন্‌গ্রেস্ হইবে না। টাকা মোটেই উঠে নাই। তুমি যেমন এই মাথাভাঙ্গা সুরেন্দ্রকে চালাইতেছ, আর কেহ তেমন পারে নাই। তুমি তাহার কাছে আমাদের খুব নিন্দা করিও, এবং যেরূপে পার তাহাকে হাতে রাখিয়া এবার কন্‌গ্রেস্‌টি যাহাতে হইতে পারে তাহার চেষ্টা কর। তুমি ভিন্ন আর কাহারও দ্বারা এ কায হইবে না।" সুরেন্দ্র বাবুর কাছে

গেলে তিনি বলেন—"নবীন বাবু! মতি ঘোষ কেবল আমাকে হিংসা করিয়া এবার কন্‌গ্রেসটি হইতে দিবে না। আমি টাকার জন্য কোনও চিন্তা করি না। কেবল তাহার দলাদলির ভয় করি। আপনি তাহার কাছে আমার খুব নিন্দা করিবেন, এবং যাহাতে তাহাকে হাতে রাখিতে পারেন চেষ্টা করিবেন।" একদিন মতি ভায়ার' সঙ্গে মহারাজা যতীন্দ্রমোহনের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলাম। কলেজে থাকিতে এক সন্ধ্যায় বিখ্যাত সঙ্গীতবিদ্ মহেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে তাঁহার বাড়ীতে তাঁহার রচিত "বুঝলে কি না?" প্রহসনের অভিনয় দেখিতে যাই। অভিনয়ের আরম্ভের অপেক্ষায় তাঁহার কক্ষে আমি বসিয়া আছি। একটি ভদ্রলোক সাহিত্য বিষয়ে আলাপে তাঁহার কাছে কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারের রচিত "অই সুখময়ী উষে! কে তোমারে নিরমিল" গানটির অত্যন্ত প্রশংসা করিলেন। যতীন্দ্রমোহন,—তখন তিনি বাবু,—গানটির সমস্ত পদ শুনিতে চাহিলে আমি উহা মুখস্থ আওড়াইলাম। তিনি গানের রচনার ও আমার আবৃত্তির অত্যন্ত প্রশংসা করিলেন। পরে আমার বাড়ী চট্টগ্রাম, সমুদ্রপার হইয়া কলিকাতায় পড়িতে আসিয়াছি শুনিয়া তিনি অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন এবং আমাকে বড়ই আদর করিলেন। এমন কি তাঁহার সঙ্গে সর্ব্বদা দেখা করিতে বলিলেন। তাহার পর এই প্রথম দেখা। এবারও বড় আদর করিলেন। কথায় কথায় একজন ডেপুটী উপরিস্থ ম্যাজিষ্ট্রেটের ভয়ে কিরূপে তাঁহার কতকগুলিন লোককে অকারণে কয়েদ করিয়াছে তাহার উল্লেখ করিয়া ডেপুটিদের খুব নিন্দা করিলেন। আমি বলিলাম দোষ কাহার? ডেপুটিদের, না দেশের তাঁহার মত নেতাদের? আগে ডেপুটি কেহ ম্যাজিষ্ট্রেটের কুদৃষ্টিতে পড়িলে দেশের নেতা কৃষ্ণদাস পাল, বিদ্যাসাগর ও তিনি রক্ষা করিতে

পারিতেন। এখন কৃষ্ণদাস ও বিদ্যাসাগর নাই। যাহা তিনি আছেন, তিনিও উপাধিশৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়া দেশের নেতৃত্বচ্যুত হইতেছেন। সার মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর অপেক্ষা বাবু যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর দেশের পক্ষে শ্রেষ্ঠতর নেতা ছিলেন। এখন তিনি একজন এসিষ্টেণ্ট মেজিষ্ট্রেটের ভয়েও ভীত। কোনও ডেপুটি বিপদস্থ হইলে এখন দেশের কাহারও কাছে কোন সাহায্য পায় না। অতএব তাহারা মেজিষ্ট্রেটের ইচ্ছামতে বিচার করিবে, তাহাতে তাহাদের দোষ কি? মেজিষ্ট্রেটের একটা গুপ্ত মন্তব্য বা ডিঃ ওঃ চিঠিতে তাহার সর্ব্বনাশ হয়।" তিনি আমার এই তীব্র আক্রমণের সত্যতা যেন মর্ম্মস্থলে অনুভব করিলেন। বলিলেন—"নবীন বাবু! কি করিব? এখন আমাদিগকে কে মানে? আমি বৃদ্ধ, এখন আমার কার্য্যশক্তিও তেমন নাই।" আমি বলিলাম যে তিনি যদি ইচ্ছা করিয়া দেশের নেতৃত্ব ছাড়িয়া দেন, কাযেই তাহা অন্য লোকের হাতে গিয়া পড়িবে। তাহা হইলে দেশের লোক তাঁহাকে আর মানিবে কেন? তিনি নেতৃত্ব আবার গ্রহণ করিলে সকলে আসিয়া তাঁহার পতাকা ছায়ায় তাঁহার পশ্চাৎ দাঁড়াইবে। মতি বাবুও তাহাই বলিলেন। তখন তিনি আমাকে অন্য এক দিন তাঁহার সঙ্গে আবার সাক্ষাৎ করিতে বিশেষ অনুরোধ করিলেন। কক্ষের বাহিরে আসিবামাত্র মতি ভায়া আমাকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন—"তুমি আজ যে কায করিলে, তাহার মূল্য নাই। তুমি যে ইঁহার হৃদয় এরূপে স্পর্শ করিতে পারিবে আমি কখনও মনে করি নাই। তুমি আবার আসিবে, এবং এরূপে তাঁহাকে দাঁড় করাইতে পারিলে দেশের একটি অভূতপূর্ব্ব মঙ্গল সাধন করিবে।"

আমি ইঁহাদের সকলেরই মনের ভাব বুঝিলাম। বুঝিলাম সেই রাজস্থানের উপাখ্যান—"আগর তোমারা নাম জয় সিং হায়, মেরা নাম

ভি অভয় সিংহ।” যেই আত্মাভিমান ভারতের এই সর্ব্বনাশ ঘটাইয়াছে, সেই “হামবড়া” অভিমানই এই দলাদলির মূল। তাঁহার অনুরোধ মতে তাঁহার সঙ্গে দেখা করিয়া বরাবর এই ভাবে আলাপ করিলাম। দেখিলাম তাঁহার মন ক্রমশঃ আরও নরম হইল। আমি “ইণ্ডিয়ান মিরারে” কয়েকটি প্রবন্ধ লিখিলাম। তাহার নাম দিয়াছিলাম—“The politics of the future—a rising shadow.” তাহাতে উপরোক্ত আত্মাভিমানের ঘাতপ্রতিঘাতে আমাদের যে কি সর্ব্বনাশ হইতেছে তাহা বুঝাইয়া দলপতিদের প্রতি কিঞ্চিৎ কঠোর অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়াছিলাম। তাহার পর কিরূপে তাহাদের সম্মিলন হইতে পারে তাহা বুঝাইলাম। বুঝাইলাম যে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে প্রাচীন ও নব্য নেতাদের সম্মিলন নিতান্ত প্রয়োজনীয়। নবীনের উৎসাহ ও কার্য্যকারিতা প্রবীণের পক্ষে প্রয়োজন, তেমনি প্রাচীনের ও ভূম্যধিকারী সম্প্রদায়ের সাহায্য ও সহানুভূতি, বিজ্ঞতা ও পরিণামদর্শিতা নবীন নেতাদের পক্ষে প্রয়োজন। নবীনেরা প্রবীণের পদধূলি মস্তকে লইয়া তাঁহাদের অভিমত মতে কার্য্য করিলে, এবং প্রাচীনেরা নবীনদের মস্তকে মঙ্গল আশীর্ব্বাদ প্রদান করিয়া তাহাদের চালাইলে, উভয় সম্প্রদায়ের পক্ষে উহা যেরূপ সম্মানের এবং দেশের পক্ষে যেরূপ মঙ্গলকর হইবে, তাঁহাদের পরস্পর বিদ্বেষে ফলে তাহার বিপরীত ফল ফলিতেছে। নবীনদের কোনও কার্য্য প্রাচীনেরা যদি দূষনীয় বলিয়া বুঝাইয়া দেন, নবীনেরা তাহা ত্যাগ করিলে, এবং প্রাচীনেরাও ধনগর্ব্বে গর্ব্বিত না হইয়া নবীনদের সস্নেহে গ্রহণ করিলে, এবং তাঁহাদের কোনও কার্য্য অনিষ্টকর বলিয়া নবীনেরা বুঝাইয়া দিলে তাহা ত্যাগ করিলে, উভয় সম্প্রদায়ের সম্মিলন সহজে সাধিত হইতে পারে। ইহাই আমাদের ভবিষ্যৎ রাজনীতি এবং তাহার উদয়মান ছায়া দেখাইয়া আমি প্রবন্ধাবলীর উপসংহার করি :

প্রথম প্রবন্ধটি নরেন্দ্র বাবুর কাছে আলিপুর আফিস হইতে শেষ বেলায় বড় গোপনভাবে পাঠাইয়া, পর দিন প্রাতে আমি কি প্রয়োজন বশতঃ 'বেঙ্গলী' আফিসে আলিপুর যাইবার পথে সুরেন্দ্র বাবুর কাছে যাই। অন্যান্য কথার পর তিনি 'ইণ্ডিয়ান মিরার' খুলিয়া বড় মনোনিবেশপূর্ব্বক কি পড়িলেন, এবং হাসিয়া বলিলেন—"I see here the Roman hand of a friend of mine." কাগজখানি তাঁহার সব-এডিটারকে ফেলিয়া দিয়া বলিলেন—"বল দেখি এ প্রবন্ধ কাহার লেখা ?" তিনি হাসিয়া বলিলেন উহা নিশ্চয় আমারই লেখা। দেখিলাম উহা আমারই সেই প্রথম প্রবন্ধ। নরেন্দ্র বাবু যে উহা তৎক্ষণাৎ ছাপিবেন, এবং দলপতিদের প্রতি এরূপ তীব্র আক্রমণ মোটেই ছাপিবেন, আমি তাহা মনে করি নাই। সুরেন্দ্র বাবু বলিলেন—"আমি গালি খাইয়া এমন সুখী আর কখনও হই নাই। আপনি আমাকে আরও গালি দিয়া 'অমৃতবাজারকে' হাতে রাখিতে চেষ্টা করুন।" আমি হাসিয়া বলিলাম প্রবন্ধকারের নাম নাই। আমার ঘাড়ে উহা চাপাইবার কোনও কারণ নাই। তিনি বলিলেন বঙ্গদেশে কেবল একজন মাত্র লোক আছে যে এরূপ প্রবন্ধ লিখিতে পারে। সে দিনই সন্ধ্যার সময়ে মতি বাবু সেই 'ইণ্ডিয়ান মিরার' বগলে করিয়া আমার গৃহে উপস্থিত হইলেন। তিনি আমাকে মারিতেই চাহেন। তিনি বলিলেন—"এ প্রবন্ধ তোমারই লেখা। আর তুমি আমাদের এরূপ গালি দিয়াছ এবং সুরেন্দ্রকে বাড়াইয়াছ ? এখন বুঝা গেল তুমি আমাদের অপেক্ষা সুরেন্দ্র বাঁড়ুয্যেকে বেশী ভালবাস।" আমি বলিলাম—"কি বিপদ ! প্রবন্ধলেখকের নাম নাই। সুরেন্দ্র বলেন, আমি তাঁহাকে গালি দিয়াছি, তুমি বল আমি তোমাকে গালি দিয়াছি, সুরেন্দ্রকে বাড়াইয়াছি। কেন দাদা ! যে কাযটা করিতেছ

তাহাতে দুঃখ অনুভব কর না, কেবল কাযটার কথা অন্তে বলিলেই কি পিঠে এমন চাবুক লাগে?" তখন তিনি হাসিয়া বলিলেন—"তুমি এ প্রবন্ধটি লিখিয়া বড় ভাল করিয়াছ। এরূপ আরও লেখ, এবং আমাদিগকে আরও গালি দিয়া সুরেন্দ্র বাঁড়ুয্যাটাকে হাতে রাখিতে চেষ্টা কর।" পর দিন প্রাতে মহারাজা যতীন্দ্র মোহনের প্রাইভেট সেক্রেটারীর এক পত্র পাইলাম। তিনি লিখিয়াছেন—

"The correspondence I shrewdly guess must have come from your able pen. The Maharaja Bahadur thought that it was evidently written by one who knows what is what. It is certainly a very fair and able exposition of the present state of the political horizon."

দ্বিতীয় প্রবন্ধ প্রকাশিত হইলে, মহারাজা এবার নিজে লিখিলেন,—

"I have read both your letters on "The Politics of the Future" and I found them very interesting. You take a most sensible and thoughtful view of our present political prospects and I wish there were a good many others who would see the question in the same light".

একদিন রাজা প্যারীমোহন আমার সঙ্গে আলিপুর আফিসে সাক্ষাৎ করিয়া এ সকল প্রবন্ধ সম্বন্ধে অনেকক্ষণ আলোচনা করিলেন, এবং বলিলেন আমার প্রবন্ধ মতে কার্য্য হইলে বঙ্গের ভূম্যধিকারীদের "বৃটিশ ইণ্ডিয়ান সভা" কন্‌গ্রেসে যোগ দিতে কিছুমাত্র আপত্তি করিবে না। একদিন রাজা বিনয়কৃষ্ণ জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আপনি ডেপুটির খাটিনি খাটিয়া এত কাব্য লিখিতে, এবং তাহার উপর এত সংবাদপত্রের প্রবন্ধ লিখিতে, কেমন করিয়া সময় পান? শুনিলাম 'ইণ্ডিয়ান মিরারের' ঐ প্রবন্ধগুলি আপনার রচিত।" আমি বলিলাম সে কি কথা? উহারা আমার লেখা তাঁহাকে কে বলিল? উহাতে তাঁহার

উপরও কিঞ্চিৎ ভ্রুকুটি ছিল। তিনি বলিলেন প্রবন্ধগুলির বিষয় এত গুরুতর, এবং উহা এরূপ দক্ষতার সহিত লিখিত, যে উহাদের লেখক কে জানিবার জন্ম তাঁহার বড় কুতূহল হইয়াছিল—অনেকেরই হইয়াছে,—কারণ অনেকে তাঁহার কাছে লেখকের নাম জানিতে চাহিয়াছেন। অতএব তিনি নরেন্দ্র বাবুকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, এবং তিনি আমার নাম বলিয়াছেন। আমি বলিলাম নরেন্দ্র বাবুকে আমার নাম গোপন রাখিতে আমি বিশেষরূপে লিখিয়াছিলাম। তিনি আমার অনুরোধ রক্ষা না করিয়া ভাল করেন নাই। কারণ লেখকের নাম প্রচারিত হইলে আমি এত ক্ষুদ্র লোক যে প্রবন্ধগুলির গুরুত্ব ও কার্য্যকারিত্ব থাকিবে না। লাভের মধ্যে আমি তাঁহাদের অপ্রীতিভাজন হইব মাত্র। তিনি বলিলেন যে নরেন্দ্র বাবু তাঁহাকে বড় গোপনে আমার নাম বলিয়াছেন, তিনি অন্ম কাহাকে বলিবেন না। আর নাম প্রকাশ হইলে বরং প্রবন্ধের গুরুত্ব বাড়িবে। তাঁহার চক্ষে বাড়িয়াছে এবং আমি অপ্রীতিভাজন না হইয়া সকলের ধন্মবাদার্হ হইয়াছি। তাঁহাকে যেরূপভাবে আক্রমণ করা হইয়াছে, তাহাতে বরং তিনি সন্তুষ্ট হইয়াছেন।

তাহার পর আমি চুপে চুপে মতি ও সুরেন্দ্র বাবুকে আমার গৃহে সান্ধ্য-আহারের নিমন্ত্রণ করিলাম। মতি বাবু অগ্রে আসিলে আমি তাঁহাকে Drawing room এ বা বৈঠক কক্ষে বসাইয়া বলিলাম যে তিনি সুরেন্দ্র বাবুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে প্রস্তুত থাকিবেন। তিনি বিস্মিত হইয়া বলিলেন—"কি! তুমি সুরেন্দ্রকেও নিমন্ত্রণ করিয়াছ?" আমি দৃঢ় কণ্ঠে বলিলাম—"হাঁ।" তাহার পর তাঁহাকে খুব ভর্ৎসনা করিয়া বুঝাইলাম যে দেশের ভালমন্দ তাঁহাদের দুটির উপর যেরূপ নির্ভর করিতেছে, এমন আর কাহারও উপর নহে। অতএব তাঁহাদের

মধ্যে এরূপ বিদ্বেষ ভাব, কেবল তাঁহাদের কলঙ্ক নহে, উহাতে দেশেরও সর্ব্বনাশ হইতেছে। অথচ উভয়ে দেশের হিতের জন্য সর্ব্বস্ব পণ করিয়া শরীরপাত করিতেছেন। তিনি গম্ভীরভাবে বলিলেন তাঁহার কোনও আপত্তি নাই। কিন্তু তিনি নিমন্ত্রিত আছেন জানিলে সুরেন্দ্র বাবু আসিবেন না। আমি বলিলাম দেখা যাউক। কিছুক্ষণ পরে সুরেন্দ্র বাবু আসিয়া পঁহুছিলে আমি তাঁহার গাড়ীর কাছে গিয়া বলিলাম যে তিনি মতি বাবুর সাক্ষাৎ পাইবেন, এবং আমার ইচ্ছা যে সকল বিদ্বেষ ভুলিয়া তিনি তাঁহার সঙ্গে বন্ধুভাবে ব্যবহার করিবেন। সুরেন্দ্র বাবুও বিস্মিত হইয়া বলিলেন—"কি! আপনি মতি বাবুকেও নিমন্ত্রণ করিয়াছেন! আমিও যে নিমন্ত্রিত তিনি বোধ হয় জানিতেন না, জানিলে নিশ্চয় আসিতেন না। যাহা হউক, আপনি দেখিবেন আমি কিরূপ ব্যবহার করি।" তাঁহাকে উপরের ঘরে লইয়া গেলে তিনি মতি বাবুকে দেখিয়াই বলিলেন—"এই যে মতি বাবু যে!" মতি বাবুও বলিলেন—"এ কি! সুরেন্দ্র বাবু যে!" আমি বলিলাম—দু'জনের কোলাকুলি করিতে হইবে। তখন দুজনেই হাসিয়া চিরবন্ধুর মত কোলাকুলি করিলেন, এবং অত্যন্ত আনন্দপ্রকাশ করিলেন। আমি বলিলাম—"হরি! হরি! বল সবে পালা হ'লো সায়।" তাহার পর উভয়ের দ্বারা এক সন্ধিপত্র স্বাক্ষর করাইলাম। আমি উহা আগে লিখিয়া রাখিয়াছিলাম। তাহার মর্ম্ম এই যে উভয়ের মধ্যে কোনও বিষয় লইয়া মতভেদ হইলে, পরস্পরের প্রতি কটূক্তি না করিয়া উভয়ে দেখা সাক্ষাৎ করিয়া সে বিষয় সরলভাবে আলোচনা করিবেন। তাহাতেও যদি একমত হইতে না পারেন, পরস্পর সরলভাবে আপনার মত এরূপ ভাবে সমর্থন করিবেন যেন তাহার দ্বারা] তাঁহাদের মধ্যে কোনওরূপ ব্যক্তিগত বিদ্বেষ সৃষ্ট না হয়। আর কি কি ছিল,

এখন মনে নাই। আমি সন্ধিপত্র পড়িয়া শুনাইলাম। উভয়ে হাসিতে হাসিতে উহা দস্তখত করিলেন। তাহার পর আমার পুত্র গাইল; মতি কীর্ত্তন গাইলেন। এক শিশির বাবু ভিন্ন এমন প্রাণ-স্পর্শী কীর্ত্তন আর কেহ গাইতে পারে না। তাহার পর আহার করিয়া নানা বিষয় আলাপ করিতে করিতে রাত্রি ১২টা পর্য্যন্ত পরম আনন্দে কাটাইয়া উভয়ে পরম বন্ধুভাবে চলিয়া গেলেন। কেমন করিয়া পরদিন এই কথা কলিকাতায় প্রচারিত হইল। 'হিন্দু পেট্রিয়ট' লিখিলেন "দুই প্রতিযোগী যোদ্ধা বঙ্গের খ্যাতনামা কবির বাড়ীতে সম্মিলিত হইয়া সন্ধিপত্র স্বাক্ষর করিয়াছেন। আমরা 'পলাশির যুদ্ধের' অন্য এক সংস্করণের প্রত্যাশায় রহিলাম।" মহারাজ যতীন্দ্রমোহনের প্রাইভেট সেক্রেটারী লিখিলেন—

"You have done yeoman's service by bringing about reconciliation between the two great men and patriots of our motherland, and all our countrymen ought to be grateful to you. A short notice of this appeared in the 'Hindu Patriot' of yesterday's date. Our friend Mati Babu himself apprised me of the happy event on the morning following the evening it took place, and I immediately brought it to the notice of our Maharaja Bahadur who was rejoiced to hear the information; for you know it was his object too to bring about the consummation so devoutly wished for."

কলিকাতাময় একটা আনন্দের ধ্বনি উঠিল। দেখিতে দেখিতে 'বেঙ্গলী' ও 'অমৃতবাজারের' সুর ফিরিল। বঙ্গদেশ জুড়াইল।

তাহার পর একদিন অপরাহ্ণ তিনটার সময়ে আলিপুর হইতে মহারাজা যতীন্দ্রমোহনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে গেলাম। কোনও গোপনীয় কি গুরুতর বিষয়ের পরামর্শ করিতে হইলে তিনি এ সময়ে

আমাকে যাইতে বলিয়াছিলেন। সে সময়ে তিনি একা থাকিতেন। আমি যাইতেই 'ইণ্ডিয়ান মিরারে' প্রবন্ধের ও সন্ধির কথা তুলিলেন, এবং আমার উভয় কার্য্যের খুব প্রশংসা করিলেন। আমি তাঁহাকে অনেকক্ষণ বিনীতভাবে বুঝাইলাম যে এরূপে দেশের নেতৃত্ব তিনি স্বেচ্ছায় পরের হাতে ছাড়িয়া দিয়া, এবং কন্‌গ্রেস হইতে ভূম্যধিকারীগণ দূরে থাকিয়া, তাঁহাদের নিজের গৌরবের হানি করিতেছেন, এবং দেশের প্রভূত অনিষ্ট করিতেছেন। তিনি কিছুক্ষণ "বিশেষণে সবিশেষ" বলিয়া, শেষে খুলিয়া বলিলেন যে যখন নব্য নেতাগণ তাঁহাদের তুচ্ছ করে, তখন তাঁহারা আর কি করিবেন। কন্‌গ্রেসও যেরূপ ভাবে চলিতেছে, তাহাতে তাঁহারা যোগ দিলে গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদের সর্ব্বনাশ করিবেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, আমি সুরেন্দ্র বাবুকে তাঁহার কাছে যদি আনিতে পারি, এবং তাঁহারই দ্বারা তাঁহাকে নেতৃত্ব পদে বরণ করাইয়া তাঁহার অভিপ্রায় মতে ভবিষ্যতে কন্‌গ্রেস ও সমস্ত রাজনৈতিক কার্য্য চালাইতে প্রতিশ্রুত করাইতে পারি, তবে তিনি সম্মত হইবেন কি না। তিনি তাহার পরিষ্কার উত্তর না দিয়া বলিলেন যে আমি তাহা পারিব না। আচ্ছা দেখা যাউক, বলিয়া আমি বিদায় হইয়া আসিলাম।

পরদিন প্রাতেই আলিপুর যাইবার পথে সুরেন্দ্র বাবুর সঙ্গে 'বেঙ্গলী' আফিসে দেখা করিলাম। তিনি তখন প্রত্যহ ১০টার ট্রেণে বারাকপুর হইতে কলিকাতা আসিয়া ৪টার ট্রেণে ফিরিয়া যাইতেন। তাঁহাকে বলিলাম যে তাঁহাকে আমার সঙ্গে মহারাজা যতীন্দ্রমোহনের কাছে যাইতে হইবে। তিনি বলিলেন তাঁহার কোনও আপত্তি নাই, তবে তিনি শুনিয়াছেন যে মহারাজা তাঁহাকে অত্যন্ত ঘৃণা করেন। আমি বলিলাম আমি দায়ী রহিলাম যে তিনি তাঁহাকে সম্মানের সহিত গ্রহণ করিবেন। তখন তিনি যাইতে সম্মত হইলেন। আমি তখন তাঁহাকে

বুঝাইলাম যে যতীন্দ্রমোহন তাঁহার পিতার বয়সী। নিজে একজন বিচক্ষণ লোক। এতকাল দেশের নেতৃত্ব করিয়াছেন, এবং তিনি ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান সভার সর্ব্বেসর্ব্বা। অতএব তাঁহাকে মানিয়া চলিতে সুরেন্দ্র বাবুর পক্ষে কোনও মতে অপমানের বিষয় হইতে পারে না। অন্য দিকে বঙ্গের ভূম্যধিকারীগণ কন্‌গ্রেস হইতে সরিয়া যাওয়াতে কন্‌গ্রেস অর্থবল ও প্রতিপত্তি হারাইতেছে; সুরেন্দ্র বাবু কিরূপ ব্যবহার করিবেন, কি কথা বলিবেন, উভয়ে মিলিয়া তাহা স্থির করিয়া আমি আলিপুর চলিয়া গেলাম, এবং সেখান হইতে পত্র লিখিয়া দিন স্থির করিয়া একদিন ৪টার সময়ে মহারাজার 'প্রাসাদে' উপস্থিত হইলাম। সুরেন্দ্র বাবুকে লইয়া যাইব বলিয়া আমি লিখি নাই। কারণ সুরেন্দ্র বাবু যেরূপ লোক, তিনি সত্যই যে যাইবেন, আমার বিশ্বাস ছিল না। কেবল কোনও গোপনীয় পরামর্শের জন্য মহারাজাকে কোন সময়ে নিশ্চয় একক পাইব তাহা জানিতে চাহিয়াছিলাম। সুরেন্দ্র বাবুর সঙ্গে যখন আমি কক্ষে প্রবেশ করিলাম, তিনি প্রথম বিস্মিত হইয়া আমার দিকে চাহিয়া একটুকু হাসিলেন। তাহার পর সুরেন্দ্র বাবুকে সমাদরে গ্রহণ করিলেন। যতীন্দ্রমোহন প্রকৃত জ্যোতির ইন্দ্র,—একখণ্ড অমূল্য হীরক। তিনি যৌবনে মাইকেলের বন্ধু এবং নিজে বাঙ্গালা সাহিত্যসেবী ছিলেন এবং বাঙ্গালা সাহিত্যের একজন পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাঁহার মার্জ্জিত শিক্ষা, মার্জ্জিত রুচি এবং মার্জ্জিত ও শানিত বুদ্ধি। এই বুদ্ধি-বলেই ইনি বাবু যতীন্দ্রমোহন হইতে আজ সার মহারাজা যতীন্দ্র মোহন হইয়াছেন। অনেক উপাধিধারীদের মত তিনি কেবল খোসামুদির দ্বারা বিলাতি বুটের পূজা করিয়া, কিম্বা অর্থের দ্বারা যথা মূল্যে কিনিয়া উপাধি লন নাই। ক্ষুদ্র অবয়বটিতে ঈশ্বর অসাধারণ চতুরতা, বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা, এবং চরিত্রের দৃঢ়তা দিয়াছেন। সুরেন্দ্রনাথও

বঙ্গের আর একটি অমূল্য রত্ন। বঙ্গের এই দুই বরপুত্রের আলাপ আমি নীরবে শুনিতে লাগিলাম। মহারাজ দুখানি চেয়ার তাঁহার সম্মুখে আনিয়া আমাদের বসিবার স্থান দিয়াছিলেন। সুরেন্দ্রনাথ ঠিক তাঁহার সম্মুখে, আমি উভয়ের উত্তর পার্শ্বে। প্রথম—"পণ্ডিতে পণ্ডিতে কথা সমস্যা পুরিয়া"—হইতে লাগিল। উভয় দূরে দূরে; এ আলাপ চতুরে চতুরে। উভয়ে সাবধান, কেহ কাহাকে ধরা দিতেছেন না। ক্রমে পুরাতন কথা উঠিল; ক্রমে সিন্ধু মন্থনে বিষ উঠিতে লাগিল। সুরেন্দ্রবাবু তাঁহার স্বভাব-সিদ্ধ indiscretion (অসাবধানতা) বশতঃ কি একটা অপ্রিয় কথা বলিলেন। মহারাজা অমনি চতুরতার সহিত প্রতি অস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন। আমি দেখিলাম শ্রাদ্ধ গড়ায়। মহারাজাও আমার দিকে চাহিয়া ইঙ্গিতে সে ভাব দেখাইলেন। আমি তখনই সুরেন্দ্রবাবুকে সাবধান করিয়া দিবার জন্য বলিলাম—"সুরেন্দ্রবাবু! সে কথায় প্রয়োজন কি? যাহা হইয়া গিয়াছে তাহার উপর এখন কাহারও হাত নাই। এখন ভবিষ্যত সম্বন্ধে কি কর্ত্তব্য তাহা মহারাজার কাছে উপদেশ গ্রহণ করুন, ও তাঁহার উপর সমস্ত ভবিষ্যত ভার সমর্পণ করুন।" সুরেন্দ্র বাবু তখন বিনয়ের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া শিশুবৎ মহারাজার করে সম্পূর্ণ-রূপে আত্ম সমর্পণ করিয়া বলিলেন—"মহারাজ! আপনি এখন হইতে কন্‌গ্রেসের নেতৃত্ব গ্রহণ করুন! উহা আপনারই উপযোগী মহাব্রত। আমরা দ্বিরুক্তি না করিয়া আপনার আদেশ মতে চলিব, এবং কন্‌গ্রেসের সমস্ত কার্য্য চালাইব।" এখন মহারাজা বড় প্রীত হইলেন, এবং সরল অন্তঃকরণে কথা বলিতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন যে তাঁহার প্রতি এ সম্মান প্রদর্শনে তিনি অত্যন্ত সম্মানিত হইলেন। তবে তৎক্ষণাৎ তাঁহারা কন্‌গ্রেসে যোগ দিতে পারিতেছেন না। কারণ কন্‌গ্রেস অস্ত্র আইনে ও সিবিল সার্ব্বিস পরীক্ষায় হাত দেওয়াতে কন্‌গ্রেসের উপর

গবর্ণমেণ্ট খড়্গহস্ত। তাঁহারা যোগ দিলে তাঁহাদের সর্ব্বনাশ হইবে। অতএব প্রথম গবর্ণমেণ্টের এই বিরাগ কৌশলে অপনয়ন করিয়া বাতাস ফিরাইতে হইবে। তিনি 'ভাইস্রয়ের' সঙ্গে শীঘ্র সাক্ষাৎ করিবেন, এবং তাঁহাকে বলিবেন যে কন্‌গ্রেসে তাঁহারা গবর্ণমেণ্টের বিরাগ ভয়ে যোগ না দিয়া দেশের নেতৃত্ব হারাইতেছেন, এবং যাঁহাদের গবর্ণমেণ্ট অবিশ্বাস করেন, উহা তাঁহাদের হাতে যাইতেছে। ইহাতে দেশের ও গবর্ণমেণ্টের, উভয়ের, ঘোরতর ক্ষতি হইতেছে। অতএব কন্‌গ্রেসের কোন্ কোন্ কার্য্য গবর্ণমেণ্টের অপ্রীতিভাজন হইয়াছে তাহা গবর্ণমেণ্ট খুলিয়া বলিলে, তাঁহারা সে সকল কার্য্য কন্‌গ্রেসের দ্বারা পরিত্যক্ত করাইয়া তাহাতে যোগদান করিলে, তাঁহারা আপনার সম্মান ও স্থান রক্ষা করিতে পারিবেন, এবং যথাসাধ্য গবর্ণমেণ্টের যাহাতে অপ্রীতি না হয় এরূপ ভাবে কন্‌গ্রেস্ ও দেশের রাজনৈতিক আন্দোলন পরিচালিত করিবেন। এক বৎসর কাল এরূপভাবে চেষ্টা করিয়া গবর্ণমেণ্টের মতি গতি ফিরাইয়া আগামী বৎসর হইতে তাঁহারা দলেবলে কন্‌গ্রেসে যোগদান করিবেন। এ বৎসর তাঁহারা যথাসাধ্য অর্থ সাহায্য করিবেন। সুরেন্দ্র বাবু আনন্দে অধীর হইয়া রাত্রি সাতটার সময় বিদায় গ্রহণ করিলেন। আমি তাঁহার সঙ্গে যাইতেছি, মহারাজা আমাকে ডাকিয়া বলিলেন, আমি অসাধ্য সাধন করিয়াছি। আমি যে এই 'মাথাভাঙ্গাটিকে' এরূপ চালাইতে পারিব তিনি বিশ্বাস করিয়াছিলেন না। তিনি অত্যন্ত সন্তোষ প্রকাশ করিলেন, এবং আমাকে যথেষ্ট ধন্যবাদ দিলেন। ফিরিয়া যাইতে পথে তাঁহার গৃহীত পুত্র মহারাজ-কুমার প্রদ্যোৎকুমারের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল। তিনি আমাকে অত্যন্ত স্নেহ করেন। আমাকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিলেন— O Sir! you have done wonders. You have saved

Congress ! (আপনি আশ্চর্য্য কার্য্য করিয়াছেন। আপনি কন্‌গ্রেস্‌কে রক্ষা করিয়াছেন) যেমন পিতা, তেমনি পুত্র। ইনি যুবক, পিতার মত খর্ব্বাকৃতি ও গৌরবর্ণ। তেমনি চতুর, তেমনি বুদ্ধিমান, শিক্ষিত, সুরুচি ও শিষ্টাচার সম্পন্ন। তিনি সকল বিষয়েই পিতার হাতের গড়া পুতুল, এবং এই বয়সেই পিতার মত ব্রিটিস ইণ্ডিয়ান সভার সম্পাদক পদে অধিষ্ঠিত হইয়া দেশের ভবিষ্যত নেতৃত্বের জন্য প্রস্তুত হইতেছেন। আমি তাঁহাকে ছাড়াইয়া গিয়া দেখি সুরেন্দ্র বাবু গাড়ীর কাছে দাঁড়াইয়া আমার প্রতীক্ষা করিতেছেন। তিনি আমাকে আগ্রহের সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন—"নবীন বাবু! আমি কেমন ভাল ব্যবহার করিয়াছি ত? মহারাজা সন্তুষ্ট হইয়াছেন কি?" আমি বলিলাম—"আপনি এরূপ ব্যবহার করিতে পারিবেন আমি প্রত্যাশা করিয়াছিলাম না, মহারাজা অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছেন। ভরসা করি আপনিও সন্তুষ্ট হইয়াছেন।" গাড়ীতে উঠিয়া তাঁহার পার্শ্বে আমাকে বড় আদরে বসাইয়া, এবং হাতে হাত লইয়া বলিলেন—"নবীন বাবু! আপনি যে আজ কন্‌গ্রেসের ও দেশের কি উপকার করিলেন, আমি তাহা প্রকাশ করিবার ভাষা পাইতেছি না। আমি স্বপ্নেও ভাবি নাই যে মহারাজা যতীন্দ্রমোহন টেগোর আমার প্রতি এরূপ সদ্ব্যবহার করিবেন। আমি বড় ভয়ে ভয়ে কেবল আপনার কথার উপর নির্ভর করিয়া আসিয়াছিলাম।" সমস্ত পথ মহা আনন্দের সহিত এ বিষয় আলোচনা করিয়াও তাঁহার তৃপ্তি হইল না। তিনি আমাকে শেয়ালদহ ষ্টেশন পর্য্যন্ত লইয়া গেলেন, এবং যতক্ষণ ট্রেণ না ছাড়িল ততক্ষণ এই কথা আলাপ করিলেন, এবং আমি আজ যে কায করিয়াছি তাহার জন্য ধন্যবাদের উপর ধন্যবাদ দিলেন। পর দিন প্যারীমোহন, 'ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান সভার' দ্বিতীয় নেতা আমাকে লিখিলেন যে মহারাজা যতীন্দ্র মোহনের সঙ্গে তিনি সেইমাত্র সাক্ষাৎ করিয়া

আসিয়াছেন, এবং আমার সমস্ত কার্য্য কলাপ তাঁহার মুখে শুনিয়া বড়ই প্রীত হইয়াছেন। তিনিও লিখিয়াছেন যে আমি অসাধ্যসাধন করিয়াছি, এবং এরূপ ভাবে যদি আমার প্রবর্ত্তিত প্রণালী মতে দেশের রাজনীতি (politics) পরিচালিত হয়, তবে দেশে একটা যুগান্তর উপস্থিত হইবে।

বলা বাহুল্য যে যতীন্দ্র মোহন স্বয়ং এক হাজার এবং তাঁহার দলস্থ অন্যান্য জমীদারেরাও কন্‌গ্রেসের যথেষ্ট চাঁদা দিলেন। কলিকাতার সে বৎসরের কনগ্রেস খুব আড়ম্বরের সহিত নির্ব্বাহিত হইল। এক ঘণ্টার জন্য হইলেও একবার কন্‌গ্রেস দেখিতে সুরেন্দ্র বাবু আমাকে বিশেষ পেড়া পিড়ি করিতে লাগিলেন। বলিলেন আমাকে এমন স্থানে বসাইবেন যে, পুলিশ 'ডিটেক্‌টিভেরাও' আমাকে দেখিতে পাইবে না। সে সৌভাগ্য আমার হইলই না। একদিন সভাভঙ্গের পর কেবল সাজ-সজ্জা দেখিতে গিয়াছিলাম, তাহাতেও শুনিলাম আমার নাম 'ডিটেক-টিভের' গুপ্ত রিপোর্টে স্থান পাইয়াছে। একজন ডেপুটি বলিলেন যে আমি বড় বিপদে পড়িব। গবর্ণমেণ্ট টের পাইয়াছেন যে এবারকার কলিকাতার কন্‌গ্রেসের আমি একজন প্রধান উদ্যোগী ছিলাম। বৈদ্যনাথ হইতে শিশির বাবু লিখিলেন—"নবীন! তুমি কলিকাতায় না থাকিলে দলাদলির দরুণ এবার কন্‌গ্রেস হইত না। তুমি কলিকাতায় থাকিলে দেশের এরূপ গুরুতর মঙ্গল সাধিত হইবে। কিন্তু তোমার বড় সঙ্কটের অবস্থা। এ সকল কথা গবর্ণমেণ্ট টের পাইলে তোমার বড় সর্ব্বনাশ করিবে। অতএব তোমার আর বেশী দিন কলিকাতায় থাকা আমি নিরাপদ মনে করি না। অথচ এই দলাদলি হইতে দেশ রক্ষা করিতে তোমার মত দ্বিতীয় ব্যক্তি কলিকাতায় নাই।" আমার বিপদ সম্বন্ধে ইঁহার ভবিষ্যদ্বাণী ঠিক হইল। তাহা স্থানান্তরে বলিব।

কটন অভ্যর্থনা।

কটন সাহেব ছুটি লইয়া যাইতেছেন। তাহার পর তিনি কিছু দিন ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারীর কার্য্য করিয়া আসামের চিফ কমিশনার হইবেন। একদিন প্রাতে বন্ধু শ্যামাধব বলিলেন—"কটন সাহেবকে একটা Farewell entertainment (বিদায় উৎসব) দিতে হইবে। তোমার সঙ্গে রাজা মহারাজাদের যেরূপ প্রতিপত্তি আমার সেরূপ নাই। তোমাকে ইহার ভার লইতে হইবে। এমন সর্ব্বজন প্রিয় চিফ সেক্রেটারী আর হয় নাই, হইবে না।" আমি যদিও নিজে কখনও কটন সাহেবের অধীনে চাকরি করি নাই, তথাপি তাঁহার সহিত আমার প্রথম দর্শন অবধি তিনি আমাকে যথেষ্ট স্নেহ করেন। সে দিন মাত্র মেজিষ্ট্রেট-মিশনারির গ্রাস হইতে তিনি আমাকে রক্ষা করিয়া প্রমোশন দিয়াছেন। অতএব তাঁহার কাছে আমি বিশেষ ঋণী। আমি কটন সাহেবের সঙ্গে দেখা করিয়া তাঁহার মনোভাব বুঝিলাম। তাহার পর মহারাজা যতীন্দ্র মোহন, রাজা বিনয়কৃষ্ণ ও রঙ্গপুরের মহারাজা গোবিন্দলালের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া একটি বৃহৎ Demonstration (সম্মান প্রদর্শনের) প্রস্তাব করিলাম। তাঁহারাও কটন সাহেবকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করেন, এবং আনন্দের সহিত আমার প্রস্তাব গ্রহণ করিলেম। ইহার প্রধান কারণ সকলের ধারণা ছিল যে কটন শীঘ্রই বাঙ্গালার লেঃ গবর্ণর হইবেন। স্থির হইল যে মহারাজা যতীন্দ্রমোহনের "মরকত কুঞ্জে" একটা Evening Party (সান্ধ্য উৎসব) হইবে। গোবিন্দলাল একাই ৩০০০ হাজার কি কত টাকা দিয়াছিলেন। কাযেই অর্থের জন্য আর কিছু অনর্থ করিতে হইল না। কিন্তু ইহাতেও পদে পদে দলাদলি উঠিতে লাগিল। প্রথমতঃ গোবিন্দলাল বলিলেন যে বাজী পোড়াইতে হইবে।

যতীন্দ্রমোহন বলিলেন—"পাড়াগেঁয়ে জমীদার, তাই গোবিন্দলাল বাজী-প্রিয়। Evening Party তে বাজী পোড়ান নিয়ম নহে।" এই কথা, জানি না বিনয়কৃষ্ণ কি অন্য কেহ গোবিন্দলালকে বলিলেন, এবং গোবিন্দলাল একেবারে "মেরা নাম ভি অভয় সিং" বলিয়া ক্ষেপিয়া উঠিলেন। যাহা হউক মহারাজা যতীন্দ্রমোহনকে আমি অনেক বিনয় করিয়া এ প্রস্তাবে সম্মত করাইলাম। ইতিমধ্যে আমাকে একবার বিশেষ কাযে বিষ্ণুপুর থানায় যাইতে হইয়াছিল। সেখান হইতে ফিরিয়া মহারাজা যতীন্দ্রমোহনের বাড়ীতে কি এক পূজার নিমন্ত্রণ পাইয়া সেখানে গেলাম। তিনি উপরের তলায় বারাণ্ডায় বসিয়া নিম্নে প্রাঙ্গনে এক থিয়েটার অভিনয় দেখিতেছেন। আমাকে দেখিয়াই বলিলেন—"কি নবীন বাবু! আপনাদের কটন-অভ্যর্থনার কি হইল?" আমি বিস্মিত হইয়া বলিলাম—"সে কি মহারাজা! আপনিই এই যজ্ঞের যজ্ঞেশ্বর। আপনি আমাকে এরূপ জিজ্ঞাসা করিতেছেন, ইহার অর্থ কি?" তিনি একটুক ঈষদ হাসিয়া আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন—"না, আমি ত ইহার কোনও খবরই রাখি না।" আমি বুঝিলাম আবার একটা দলাদলির তরঙ্গ উঠিল। এখানে আরও অন্য লোক বসিয়াছিলেন। অতএব মহারাজ-কুমার কোথায় জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন—"প্রদ্যোৎ নীচে আছে। আপনি তাহার সঙ্গে দেখা করিয়া যাইবেন।" আমি নীচে গেলাম। প্রদ্যোৎ কুমার ও তাঁহার ভাগিনাগণ আমাকে মহা আনন্দে ধরিয়া সেখানে বসাইতে চাহিলেন। আমি বলিলাম বিশেষ কথা আছে। প্রদ্যোৎকুমার আমাকে হাত ধরিয়া পার্শ্বের এক কক্ষে লইয়া গেলেন। শুনিলাম যে তাঁহারা "গ্রেট ইষ্টার্ণে" জলযোগের অর্ডার দিতে চাহেন, এবং "লবোস্ বেণ্ড" নিযুক্ত করিতে চাহেন, বিনয়কৃষ্ণ পেলিটিকে জলযোগের ভার, এবং অন্য আর একদল বেণ্ড নিযুক্ত করিতে চাহেন।

একদিকে এই অভিমানের ঘাত প্রতিঘাত। অন্যদিকে মহারাজা যতীন্দ্র মোহন তাঁহাকে পাড়াগেঁয়ে জমীদার বলিয়া বিদ্রূপ করিয়াছেন শুনিয়া গোবিন্দলাল একেবারে ক্ষেপিয়া উঠিয়াছেন। আমি দেখিলাম সকলই মাটি হইবার উপক্রম, এবং রাজা বিনয়কৃষ্ণই তাহার মূল। আমি পর দিন সন্ধ্যার সময় বিনয়কৃষ্ণের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাকে খুব ভর্ৎসনা করিয়া বলিলাম যে মহারাজা যতীন্দ্রমোহন তাঁহার পিতার বয়সী লোক। তাঁহার অধীনে নেতৃত্ব করিলে বিনয়কৃষ্ণের পক্ষে কোনও মতে অপমানের কথা হইতে পারে না। বিশেষতঃ কি গবর্ণমেণ্টে, কি দেশে, যতীন্দ্রমোহনের নেতৃত্ব বহুদিন হইতে স্থাপিত। বিনয়কৃষ্ণ এখনও বালক বলিলেও চলে। তিনি যে সেই নেতৃত্ব রহিত করিয়া আপনার নেতৃত্ব এখনই স্থাপিত করিতে পারিবেন, তাহা অসম্ভব। তাঁহার উচিত এখন যতীন্দ্রমোহনের সঙ্গে সকল কার্য্যে যোগ দিয়া নেতৃত্ব শিক্ষা করা ও আপনাকে এরূপ প্রস্তুত করা, যেন যতীন্দ্রমোহন রাজনৈতিক ক্ষেত্র হইতে তিরোহিত হইলে, তিনি সেই নেতৃত্ব পাইতে পারেন। তিনি আমার কথায় ভিজিলেন। বলিলেন আমি যাহা করিতে বলিব তিনি করিবেন। আমি বলিলাম এখনই যতীন্দ্র মোহনের কাছে গিয়া সমস্ত কটন উৎসবের ভার তাঁহার হস্তে দিতে হইবে। তিনি অনিচ্ছায় সম্মত হইয়া আমার গাড়ীতে চলিলেন। পথে আমাকে বলিলেন—"দেখুন নবীন বাবু! মহারাজা যতীন্দ্রমোহনের মনে মনে সন্দেহ হইয়াছে তিনি আমার সাক্ষাতে গোবিন্দলালকে কি বিদ্রূপ করিয়াছিলেন, আমি তাহা গোবিন্দলালকে বলিয়া তাঁহাদের মধ্যে ঘোরতর মনোবাদ সৃষ্টি করিয়াছি। গোবিন্দলাল এতদিন যতীন্দ্র মোহনের হাতের পুতুল ছিলেন। যতীন্দ্রমোহন সেইজন্য আমার উপর চটিয়াছেন। আপনি জিদ করিলেন তাই আমি যাইতেছি। অন্যথা

যাইতাম না।" আমি বলিলাম—"আপনি এরূপ চুকলিখোরের কার্য্য করিয়াছেন বলিয়া যতীন্দ্রমোহনের আপনার প্রতি সন্দেহ হওয়া আপনার পক্ষে প্রশংসার কথা নহে। আপনাকে একটি কথা আমি বলিব। আমার বিশ্বাস কলিকাতার নেতৃত্ব আপনার আকাঙ্ক্ষা। কিন্তু যিনি নেতা হইবেন তাঁহাকে সকলের বিশ্বাসভাজন হওয়া চাহি। আপনাকে অনেকে বিশ্বাস করে না। অনেকের সন্দেহ যে আপনি গবর্ণমেণ্টে প্রতিপত্তি স্থাপন করিবার জন্য লোকের নামে চুকলি কহেন। অনেকে আমাকে এরূপ বলিয়াছেন। এরূপ অবস্থায় আপনি কেবল যতীন্দ্রমোহনের জীবিত কালে নহে, কখনও নেতৃত্ব করিতে পারিবেন না।" তিনি কাতরভাবে আমার দুই হাত ধরিয়া বলিলেন—"নবীন বাবু! যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর কে? আমি তাঁহাকে গ্রাহ্য করি না। তাঁহার অপেক্ষা আপনাকে বেশী সম্মান করি। যতীন্দ্রমোহন কাল মরিলে পরশু কেহ তাঁহার নাম করিবে না। আপনি অমর। অতএব আমি প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতেছি যে এখন হইতে আপনার সঙ্গে পরামর্শ না করিয়া আমি কোনও কায করিব না।" আমি বলিলাম—"সে কি কথা! আমার মত দুচার জন কর্ম্মচারী আপনি রাখিতে পারেন। আপনি আমার কাছে কি পরামর্শ চাহিবেন। আপনি শিক্ষিত, বুদ্ধিমান ও চতুর। আমি আপনাকে পরামর্শ দিব সে শক্তি আমার নাই। আপনি নিজে একটুক সাবধান হইয়া চলিলে এক দিন কলিকাতার নেতৃত্ব করিতে পারিবেন, আমার এরূপ আশা আছে।"

গাড়ী মহারাজা যতীন্দ্রমোহনের বাড়ী পঁহুছিলে আমি ছুটিয়া গিয়া প্রদ্যোৎকুমারকে বলিলাম যে রাজা বিনয়কৃষ্ণ তাঁহার পিতার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন। তিনি বিস্মিত হইয়া বলিলেন—

"বিনয়কৃষ্ণ আসিয়াছেন। আপনি আচ্ছা খেলা খেলিতেছেন।" হাসিয়া আমার পিঠ চাপড়াইয়া তিনি সমাদরে বিনয়কৃষ্ণকে অভ্যর্থনা করিয়া বলিলেন যে তাঁহার পিতা তখনই বেড়াইতে বাহির হইয়াছেন। সন্ধ্যার পরই ফিরিয়া আসিবেন। আমরা একটুক অপেক্ষা করিলে সাক্ষাৎ হইবে। আমরা অপেক্ষা করিলাম। কিন্তু তাঁহার আসিতে বিলম্ব হইতেছে দেখিয়া বিনয়কৃষ্ণ বলিলেন—"আমি শুনিলাম মহারাজা কটন-অভ্যর্থনা ব্যাপারে আমার প্রতি বিরক্ত হইয়াছেন। আমি সেজন্য তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলাম। আপনি তাঁহাকে বলিবেন যে আমি তাঁহাকে আমার পিতার মত সম্মান করি। তিনি এ বিষয়ে আমাকে যেরূপ করিতে বলিবেন আমি তাহাই করিব।" চতুরে চতুরে—প্রদ্যোৎকুমার হাসিয়া বলিলেন—"সে কি কথা! বাবাও আপনাকে বিশেষ শ্রদ্ধা করেন। তিনি আপনার প্রতি বিরক্ত হইবেন কেন? তিনি এখন একপ্রকার সংসারত্যাগী। এ সমস্ত কার্য্য এখন আপনাকেই করিতে হইবে। যাহা হউক বাবা আসিলে আমি এ সকল কথা বলিব।" তাহার পর বিনয়কৃষ্ণকে বিদায় দিয়া আমাকে হাত ধরিয়া রাখিলেন। বিনয়কৃষ্ণ নামিয়া গেলে আমাকে খুব কর মর্দ্দন করিয়া বলিলেন—"আপনি যে বিনয়কৃষ্ণকে এরূপে আনিতে পারিবেন আমি কখনও বিশ্বাস করি নাই। আপনি বড় কায করিয়াছেন। আমরা কলিকাতায় আপনাকে চাহি। এ কাযটি অন্য কাহারও দ্বারা হইতে পারিত না। কটন-অভ্যর্থনা একেবারে মাটি হইত।" আমি বলিলাম—"তবে এখন আর কোন গোলযোগ হইবে না? মহারাজাকে সন্তুষ্ট করিবার ভার আমি আপনাকে দিলাম।" তিনি বলিলেন "আচ্ছা, এ ভার আমি লইলাম। আমার বিশ্বাস বাবা আর কোনও আপত্তি করিবেন না। তবে আপনি কাল একবার তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ

করিবেন।” তাহাই করিলাম, এবং এরূপে এ দলাদলির নিবৃত্তি
।

কিন্তু কালাচাঁদের অভিমানের তরঙ্গ হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া গোরা-চাঁদের মান-তরঙ্গে পড়িলাম। সে বড় বিষম। কটন আমাকে ডাকিয়া পাঠাইয়াছেন। আলিপুরের পথে তাঁহার কক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম যে তাঁহার সেই চির সস্মিত ভাব নাই। তাঁহার মুখ মলিন। তিনি চিন্তাকুল মনে কক্ষে পাদচারণ করিতেছেন। বলিলেন যে তিনি এই মাত্র লেঃ গবর্ণর মেকেঞ্জির সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া আসিতেছেন। তিনি সার্ভিসের নিয়ম বহির্ভূত সাধারণ অভ্যর্থনা গ্রহণ করিতেছেন বলিয়া মেকেঞ্জি তাঁহার উপর ভয়ানক চটিয়াছেন। মেকেঞ্জি বাঙ্গালার লেঃ গবর্ণর হইয়া আসিলেন, অথচ কলিকাতার একটি টিকটিকিও শব্দ করিল না। আর তাঁহার চিফ-সেক্রেটারীর এরূপ সম্মান!—তাহা তাঁহার সহ্য হইবে কেন? আমি বলিলাম এ যে বিষম সঙ্কট, কারণ এ দিকে সমস্ত আয়োজন প্রস্তুত। তিনি একটুক চিন্তা করিয়া বলিলেন —“নবীন! আমি এখন ত আর মেকেঞ্জির অধীনস্থ কর্ম্মচারী নহি। আমি তাঁহার কথা গ্রাহ্য করিব কেন? আমি অভ্যর্থনা গ্রহণ করিব। তিনি যাহা করিতে হয় করুন!” অপরাহ্নে যতীন্দ্রমোহনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে তিনি লিখিয়া পাঠাইয়াছেন। সাক্ষাৎ হইলে তিনি বলিলেন—“নবীন বাবু! ব্যাপার বড় বিষম হইয়া উঠিল। মেকঞ্জি আমাকে ডাকাইয়া এ অভ্যর্থনায় যোগ দিতে নিষেধ করিয়াছেন। তিনি পাঁচ বৎসর আমাদের কর্ত্তা থাকিবেন। তাঁহার কথা কিরূপে অবহেলা করিব? অতএব এ অভ্যর্থনায় আমাকে লিপ্ত করিবেন না।” আমি মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলাম। কটনও এ কথা শুনিয়া বসিয়া পড়িলেন। বলিলেন—“যতীন্দ্রমোহন যোগ না দিলে এ

অভ্যর্থনার কোনও মূল্যই থাকিবে না। তাঁহাকে যেরূপে পার সম্মত করাইতে হইবে।" আমি এই কথা মহারাজাকে বলিলাম, এবং বুঝাইলাম যে এ সময় তিনি যদি এ উৎসব হইতে সরিয়া পড়েন, তবে কটনকে ঘোরতর অপমান করা হইবে, এবং তাঁহার পক্ষেও উহা কাপুরুষতার কার্য্য বলিয়া লোকে কলঙ্ক করিবে। তিনি কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিলেন—"আচ্ছা, অভ্যর্থনা আমার মরকত কুঞ্জে না হইয়া 'ডেলহাউসী ইন্‌ষ্টিটিউটে' হউক। আমি কটন সাহেব পঁহুছিবার সময়ে যাইব, এবং তাঁহাকে receive (গ্রহণ) করিয়া আমি বৃদ্ধ, শরীর অসুস্থ বলিয়া বিদায় লইয়া আসিব। প্রদ্যোৎকুমার আপনার সঙ্গে শেষ পর্য্যন্ত থাকিবে। ইহার বেশী আর পারিব না।" কটন ইহাতে সম্মত হইলেন।

উক্ত সুন্দর গৃহ পত্রে, পুষ্পে, পতাকায়, বৈদ্যুতিক আলোক-মালায়, এবং স্থানে স্থানে বরফের ক্রীড়া পর্ব্বতে সুসজ্জিত হইল। সন্ধ্যা না হইতেই নিমন্ত্রিতে গৃহ পূর্ণ হইয়া গেল। কারণ কটন সর্ব্বজনপ্রিয় ছিলেন। মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠিক সময়ে আসিলেন, এবং কলিকাতার অন্যান্য বড়লোক সমভিব্যবহারে কটনকে সাদরে গ্রহণ করিয়া মিনিট পাঁচেক থাকিয়া কটন হইতে উপরোক্ত মতে বিদায় লইয়া চলিয়া গেলেন। গৃহে স্থানে স্থানে সঙ্গীত, ভোজবাজী হইতেছিল। এক প্রশস্ত কক্ষে নানাবিধ জলযোগের ও সুরাযোগের ব্যবস্থা ছিল। লালদিঘির চারিদিকে নানাবিধ বাজী জ্বলিয়া উঠিল, এবং তাহার প্রতিবিম্ব তিমিরাচ্ছন্ন সলিলে প্রতিবিম্বিত হইয়া নৈশ হিল্লোলে কি সৌন্দর্য্যই প্রকটিত হইল! এক এক বাজীতে আগুণ দিলে তাহার কৌশল ও শোভায় দর্শকগণ করতালি দিতেছিল। দীঘির চারি দিকে সহস্র সহস্র দর্শক সমবেত হইয়াছিল। এই দৃশ্য যে দেখিয়াছে সে

কখনও ভুলিবে না। সকলে একবাক্যে বলিতেছিল যে কোনও লাট গবর্ণর কি গবর্ণর জেনেরেলও এরূপ অভ্যর্থনা পান নাই। মহারাজ গোবিন্দলাল ও বিনয়কৃষ্ণ একস্থানে বসিয়া লোকের বাহাবা লইতেছেন। আমাকে দেখিয়াই গোবিন্দলাল বলিলেন—কেমন নবীন বাবু! পাড়াগেঁয়ের পসন্দ আছে কি না?" আমি বলিলাম—"আজ আমাদের পাড়াগেঁয়েরই জয়!" লোকের ভিড়ে প্রদ্যোৎকুমার যে আমার পশ্চাতে ছিলেন, তাহা তিনি দেখেন নাই। প্রদ্যোৎকুমার আমাকে টানিয়া লইয়া বলিলেন—"নবীন বাবু! বেটার রসিকতা শুনিলেন ত? আপনি যে সূক্ষ্ম ঠাট্টা করিয়া উত্তর দিয়াছেন, তাহা সে বুঝিতে পারে নাই। আমার গা জ্বলিয়া উঠিয়াছিল, এবং তাহাকে দুকথা শুনাইয়া দিতে ইচ্ছা হইয়াছিল।" আমি বলিলাম যাহার যেরূপ শিক্ষা তাহার সেরূপ পরীক্ষা। আপনি উহা গ্রাহ্য করিবেন না। কটন সাহেবের আনন্দের সীমা নাই। তিনি আমাকে বলিলেন এ অভ্যর্থনা যে এমন Grand affair (বৃহৎ ব্যাপার) হইবে তিনি মনে করিয়াছিলেন না। প্রদ্যোৎকুমার শেষ পর্য্যন্ত আমার সঙ্গে সঙ্গে ছিলেন। মধ্য-রাত্রিতে এরূপে মহা আড়ম্বরে কটন-অভ্যর্থনা শেষ হইল।

হিতবাদীর লাইবেল মোকদ্দমা

ও

কলিকাতা ত্যাগ।

আমার কলিকাতার কায শেষ হইল। আমি যে চারিটা কার্য্যের জন্য চেষ্টা করিব বলিয়া রাণাঘাট হইতে সঙ্কল্প করিয়া আসিয়াছিলাম, শ্রীভগবান এ ক্ষুদ্র তৃণের দ্বারা যতদুর হইতে পারে তাহা সম্পাদিত করাইয়াছেন। এখন কলিকাতায় আমার আর কোনও কায নাই। শিশির বাবু যথার্থই লিখিয়াছেন কলিকাতায় থাকাও আমার পক্ষে নিরাপদ নহে। ইট কাঠের সৃষ্টি কলিকাতা আমার কাছে কখনও বড় ভাল লাগে নাই। শুধু কলিকাতা সহর নহে, কলিকাতার মানুষগুলিও ইট কাঠের সৃষ্টি। কলিকাতা একটা ইট কাঠের মহাবন। উহার উপরতলাবাসী নীচের তলার লোককে চিনে না। মানুষে মানুষে প্রকৃত স্নেহ, মমতা, বন্ধুতা কলিকাতায় নাই। পরস্পরে দেখা হইলে—"কি মহাশয়! কেমন আছেন?" উত্তর—"ভাল আছি,"—এই ফাঁকা শিষ্টাচার পর্য্যন্ত। তাহার উপর আর বেশী কিছুই নাই। চতুর চূড়ামণি কৃষ্ণদাস পালের সঙ্গে কলিকাতা লইয়া আমার বরাবর ঝগড়া হইত। এক দিন ভ্রাতৃসম কুমার মন্মথনাথ মিত্রের 'পোর্টিকোর' উপরের খোলা ছাদে জ্যোৎস্নায় বসিয়া আছি। তিনি বলিলেন—"সকলে কলিকাতাকে ভাল বলে। আপনি কেবল নিন্দা করেন।" আমি বলিলাম—"নিন্দা করি কেন, তাহার প্রমাণের জন্য বেশী দূর যাইতে হইবে না। এই দেখ না নির্ম্মল জ্যোৎস্নাটুক পর্য্যন্ত তোমাদের

ভাগ্যে ঘটে না। আজ পূর্ণিমা, অথচ পূর্ণিমার জ্যোৎস্না পর্য্যন্ত এমন ধূলি বাষ্পে বিকৃত, যে উহা জ্যোৎস্না বলিয়াই বোধ হইতেছে না। তুমি আমার সঙ্গে রাণাঘাটে চল। একবার জ্যোৎস্না কাহাকে বলে দেখিবে।" ফলতঃ আহারের পর আমি সেই রাত্রির ট্রেণে রাণাঘাট ফিরিয়া আসি। কলিকাতার ধূলি বাষ্প পূতি গন্ধ হইতে যে ট্রেণ বাহির হইল, মরি! মরি! কি প্রাণারাম ফুল্ল জ্যোৎস্না! কি নির্ম্মল, শীতল, নৈশ সমীরণ! রাণাঘাট হইতে কলিকাতায় আসিয়া প্রথম কয়েক মাস বাড়ী ও গাড়ী-ঘোড়ার বিভ্রাটে কাটাইলাম। প্রথম ১৩নং হ্যারিসন রোডে নামি। তাহাতে পার্শ্ব পরিবর্ত্তনেরও স্থান নাই। তাহার পর হ্যারিসন ও শেয়ালদহ রোডের মোড়ের উপর ৭ কি ৮ নম্বর বাহ্যিক বাহার যুক্ত বাড়ীতে যাই। ভাড়া ১০০৲ টাকা। তথাপি নীচে দোকান। পাইপে কেঁচো উঠিয়া সমস্ত গৃহ অলঙ্কৃত করিত। তাহার উপর চারি দিকে কি সুদৃশ্য ও সদগন্ধ! বন্ধু উমেশ (Dr. U. C. Mukherji) আসিয়া কেম্বেল হস্পিটালের সম্মুখে, তাহার ১০নং গোমেশ লেন বাড়ীতে লইয়া গেলেন। ভাড়া একশত টাকা, কিন্তু আমি তাঁহার শৈশব বন্ধু বলিয়া কিছু কমাইয়া দিলেন। তাহার উপরে তিনখানি কামরা ও সম্মুখে একটুক খোলা ছাদ। নিম্নের কক্ষগুলিন এত "ডেম্প" ও অন্ধকার যে তাহা প্রায় ব্যবহারের অযোগ্য। পূর্ব্ব পশ্চিম উভয় পার্শ্বে গায়ের উপর অন্য বাড়ী। কেবল সম্মুখে পশ্চাতে এক-টুক খোলা স্থান। উপরের ঘর নূতন প্রস্তুত হইয়াছে, তাহার কার্য্য শেষ হয় নাই। বন্ধুবর উহা শেষ করিবার ভার আমার উপর দিলেন। আমি উপরের তিনটা কামরা সুন্দর রং ও লতার (Scroll) দ্বারা চিত্রিত করিয়া তাহা আমার অবস্থানুযায়ী সাজাইয়া ছিলাম। মহারাজকুমার প্রদ্যোৎকুমার প্রথমবার আসিয়া বলিলেন—"O Sir, you have

nicely furnished your house! (আপনার ঘর বেশ সাজাইয়াছেন)। আমি বলিলাম তাঁহার মুখে উহা শোভা প্রায় না। তবে তাঁহারা যখন আমার গরিবের গৃহে আসেন, আমি তাঁহাদের ত' একখানি তক্তাপোষের উপর বসিতে দিতে পারি না। আমার কয়েক খানি সামান্য oliograph ছবি তাঁহারা বড় প্রশংসা করিতেন। বলিতেন চমৎকার নির্ব্বাচন! আমার চট্টগ্রামের দুই উকিল ইহার উপরও সুর তুলিয়াছিলেন। তাঁহারা দেশে গিয়া বলিয়াছিলেন—He is living like a prince! (সে কলিকাতায় রাজার মত আছে)। তাঁহাদের একজন আমার স্নানাগারে প্রবেশ করিয়া চিৎকার করিয়া আর একজনকে ডাকিয়া বলিয়াছিলেন—"একবার গোসল খানাটা দেখিয়া যাও!" কিন্তু বিশ বৎসর যাবত আমি প্রকাণ্ড হাতাযুক্ত সুসজ্জিত সবডিভিসন গৃহে বাস করিয়া আসিয়াছি। এই গৃহটিও আমার কাছে যেন একটি সম্মানার্হ বিবর বা জেলখানা বলিয়া বোধ হইত। ইহাতে আমার যেন নিশ্বাস পড়িত না। একটুক বিশুদ্ধ বাতাসের জন্য আমি ছটফট করিতাম। কলিকাতায় সমস্ত জীবনটা দুই 'ড়' কারে কাটাইতে হয়। হয় বাড়ী, নহে গাড়ী। রাস্তা দিয়া গাড়ী ঘোড়ার উৎপাতে বেড়াইবার ত যোই নাই। আর কর্দ্দমাক্ত বহুগন্ধসেবিত 'ফুটপাথ' দিয়া যদি বেড়াইতে গেলে, কখন কোন কুলি মজুর বা সংক্রামক রোগী আসিয়া ঘাড়ে পড়িয়া আপ্যায়িত করিবে তাহার স্থিরতা নাই। তাহার উপর 'কাঙ্গালের ঘোড়া রোগ'। যদি বহুকষ্টে গাড়ী একখান (Brownberry) কিনিলাম, ঘোড়া কেনা এক বিষম সঙ্কট। প্রত্যহ পালে পালে ঘোড়ার দালাল ঘোড়া আনিতেছে, এবং প্রত্যেকে বলিতেছে—"প্রথম শ্রেণীর ঘোড়া, মহাশয়! ইচ্ছা হয় যে সে 'ভেটকে' (ঘোড়ার ডাক্তারকে) দেখান! এমন ঘোড়া কলিকাতায়

পাইবেন না!” তাহার কোনটি কোমর ভাঙ্গা, কোনটি ত্রিপদ, কোনটি [illegible]। আমার এ দুর্দ্দশার কথা শুনিয়া আলিপুরের নাজির বলিলেন তিনি খুব ঘোড়া চেনেন, কত ঘোড়া কিনিয়াছেন। তিনি কুকের নিলাম হইতে সেই দিনই ঘোড়া কিনিয়া দিবেন। নিলামে গিয়া যে ঘোড়াটির তখন নিলাম হইতেছিল উহাই ডাকিতে লাগিলেন। ষাট টাকাতে মাত্র এক প্রকাণ্ড ‘ওয়েলার’ ঘোড়ার ডাক বন্ধ হইল। আমার কেমন কেমন লাগিল। ঘোড়া সম্প্রতি ত তিনি লইয়া গেলেন। পর দিন শুষ্ক মুখে বলিলেন ঘোড়াটা একেবারে কোমর ভাঙ্গা! বিশ টাকাতে বেচিয়া ফেলিয়াছেন। আর এক ডেপুটি অহঙ্কার করিয়া বলিলেন যে তিনি চিৎপুর হইতে এক চমৎকার ঘোড়া কিনিয়াছেন। তাহার পর দিন দেখি যে ঘোটক ধর্ম্মতলায় ঘোরতর অধর্ম্ম করিয়া আড় হইয়া রাস্তার মাঝখানে দাঁড়াইয়া আছে। প্রকাণ্ড এক বাঁশ লইয়া সহিস তাহাকে ঠেঙ্গাইতেছে। কিন্তু ঘোটক স্থিরপ্রতিজ্ঞ!

এ যন্ত্রনা সহিতে না পারিয়া স্থির করিলাম যাহা কপালে থাকে ও মূল্য লাগে কুকের আড়গড়া হইতে ঘোড়া কিনিব। চারিশত টাকাতে ঘোড়া একটা C. B. কিনিয়া আনিলাম। চমৎকার চলে। চট্টগ্রামের আবুল রউফ নামক এক মুসলমান আফ্রিকা গিয়া এবং একটা গরীব শ্বেতাঙ্গিনীকে বিয়া করিয়া মিষ্টার রুফ (Mr. Ruff) সাজিয়াছে। সে এখন কলিকাতায় ঘোড়ার দালাল। সে ঘোড়াটি দেখিয়াই বলিল যে তাহার এক চোক কানা। ‘কুকদের’ এ কথা বলিলে তাহারা বলিল—‘মিথ্যা কথা’; কে এরূপ বলিয়াছে তাহার নাম বল। তাহার নামে ডেমেজের নালিশ করিব।” কিন্তু সে দালাল জিদ করিয়া বলিল যে কুক আমাকে ঠকাইতেছে। অথচ তাহারা গেরেণ্টি দিয়াছে। সঙ্কটে পড়িয়া আমি এক সূক্ষ্ম বুদ্ধি কাড়িলাম। ঘোড়াটির চক্ষে কোনও

রোগ থাকিলে তাহাকে চিকিৎসার জন্য বেলগাছিয়ার 'অশ্ব চিকিৎসালয়ে' পাঠাইলাম। তাহারা লিখিল তাহার একচক্ষু চিকিৎসাতীত অন্ধ (incurably blind)। আমি এই চিঠি কুকের কাছে পাঠাইলাম। তথাপি তাহারা গোলযোগ করিতে লাগিল। একজন বন্ধু তাহাদের 'কেশিয়ার' বাবুর সঙ্গে আলাপ করিয়া দিলেন। কেশিয়ার বাবুর চেষ্টাও নিস্ফল হইল। এমন সময় সংবাদ পত্রে এক 'পেরা' বাহির হইল যে প্রেসিডেন্সি মেজিষ্ট্রেট নওয়াব (!) ছুটী লইতেছেন, সার চার্লস পল মিঃ বোনোর জন্য এবং মিঃ কটন শ্যামাধব রায়ের জন্য সেই পদের চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু লেফ্‌টেনাণ্ট গবর্ণর স্বয়ং আমার প্রতি অনুকুল! কেশিয়ার বাবু উহা 'কুকদের' কর্ত্তাকে দেখাইয়া বলিলেন যে যে লোক দুদিন পরে প্রেসিডেন্সি মেজিষ্ট্রেট হইবে, তাহার সঙ্গে তাঁহাদের এ ব্যবহার ভাল হইতেছে না। তাঁহারা তৎক্ষণাৎ টাকা আলিপুর কাছারিতে আমার কাছে ফেরত পাঠাইলেন! কে বলে যে বাগবাজারের গল্প কাযে আসে না? ঘোড়া কিনিতে ত এই কষ্ট! তাহাতে শেয়ালদহ হইতে আলিপুর যাওয়া আসা দশ মাইল গাড়ী টানিয়া, তাহার উপর আবার ঘন ঘন "সান্ধ্য সম্মিলনী" ইত্যাদিতে আর পাঁচ সাত মাইল আমার 'পক্ষীরাজের' যাইতে হয়।

যাহা হউক রোজ পনর ষোল মাইল চলিয়া ঘোটকের পর ঘোটক কায়া ত্যাগ করিতে লাগিল। দেখিলাম ঘোড়াও ডেপুটিদের মত খাটিতে পারে না। কলিকাতার এ সকল সুখের উপর পুত্রের গলায় ঘা হইল। উহা কিছুতেই সারিতেছে না। ডাক্তারেরা বলিলেন কলিকাতার ধুম বাষ্প কয়লাম্নপূর্ণ বাতাস উহার কারণ। কলিকাতা না ছাড়িলে উহা সারিবে না। অতএব কলিকাতা হইতে কেমন করিয়া পরিত্রাণ পাইব ভাবিতেছি, এমন সময়ে চট্টগ্রামের একজন বন্ধু আসিয়া আমার গৃহে

অতিথি হইয়া বহু দিন রহিলেন। তিনি চট্টগ্রামে এক দিন আমার গলায় ছুরি দিয়াছিলেন। কিন্তু এমনই কর্ম্মফলের গতি, তিনিই আবার আমার অতিথি। তিনি বলিলেন চট্টগ্রামের কমিশনার মিঃ স্ক্রীন (Skrine) আমাকে তাঁহার পার্শ্বনেল করিয়া লইতে চাহেন। আমি স্ক্রীণ সাহেবকে চিনিও না। তবে তিনি একজন Literary man (সাহিত্য-সেবী) সুলেখক বলিয়া জানিতাম। তিনি ইংরাজী মাসিক পত্রাদিতে মাঝে মাঝে প্রবন্ধ লিখিতেন। বন্ধু বলিলেন যে আমিও Literary Man (সাহিত্যসেবী) বলিয়া তিনি আমাকে লইতে চাহেন। চট্টগ্রাম হইতে একবার এই বন্ধু মহাশয়ের কৃপায় ঘোরতর বিপদস্থ হইয়াছিলাম। এজন্য চট্টগ্রাম যাওয়া আর নিরাপদ মনে করিলাম না। কিন্তু তিনি বলিলেন যে তিনি সে জন্য বড়ই অনুতপ্ত। বিশেষতঃ এখন দেশে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী বহুলোক। তাঁহারা সকলে আমাকে চাহেন। আমি এখন দেশে গেলে, অনেক দেশ-হিতকর কার্য্য করিতে পারিব। ইঁহারা সকলেই সাহায্য করিবেন। তিনি অনেক বুঝাইয়া আমাকে একরূপ নিমরাজি করিলেন। আমারও একবার চাকরির শেষ সময়ে জন্মস্থানে যাইতে ইচ্ছা হইল। জননীর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য চিরদিন আমার চিত্তাকর্ষক। কিন্তু পত্নীপুত্র কিছুতে সম্মত হইল না। তাহারা কিছুতে কলিকাতা ছাড়িয়া যাইবে না। এমন সময়ে মিঃ স্ক্রীণ একবার কলিকাতায় আসিলে বন্ধু আমার অজ্ঞাতসারে আমি তাঁহার পার্শ্বনেল এসিষ্ট্যাণ্ট হইয়া যাইতে সম্মত বলিয়া বলিলেন। আর স্ক্রীণ তৎক্ষণাৎ চিফ সেক্রেটারী মিঃ বোণ্টনকে সে কথা বলিলেন, এবং আমাকে তৎক্ষণাৎ বদলি করিতে ধরিয়া পড়িলেন। এ সংবাদ শুনিয়া আমার স্ত্রী ও পুত্র চটিয়া সে বন্ধুকে গালি দিতে লাগিলেন। কিন্তু তখন পাশা হস্তচ্যুত হইয়াছে, আর উপায়

নাই। কিন্তু কই সপ্তাহের পর সপ্তাহ চলিয়া গেল। বদলি গেজেট হইতেছে না। মিঃ বোল্টন কটনের স্থানে চিফ সেক্রেটারী হইয়া আসিলে আমি তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে যাই। এই তাঁহার সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয়। তিনি উঠিয়া আসিয়া সজোরে আমার করমর্দ্দন করিয়া বলিলেন—"I am proud to make your acquantance. Your name is a household word in Bengal" (আমি আপনার সঙ্গে পরিচিত হইয়া গর্ব্বিত হইলাম। আপনার নাম বাঙ্গালার ঘরে ঘরে পরিচিত)। তিনি বলিলেন তিনি আমার "পলাশির" যুদ্ধ পড়িয়াছেন এবং তাহার খুব প্রশংসা করিলেন। অতএব এরূপ অনিশ্চিত অবস্থায় থাকা কষ্টকর হইলে আমি তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে গেলাম। তিনি আপনা হইতে বলিলেন যে ক্লীণ আমাকে বড়ই চাহেন, এবং তাঁহাকে পত্র লিখিয়া ও টেলিগ্রাম করিয়া অস্থির করিয়াছেন। কিন্তু আমি যাইতে ইচ্ছুক কি না মিঃ বোল্টন জানেন না বলিয়া আমার বদলি গেজেট করেন নাই। আমি বলিলাম আমি সে বিষয় স্থির করিবার ভার তাঁহার উপর দিলাম। তিনি যদি ভাল বুঝেন আমাকে বদলি করুন, কলিকাতা রাখা ভাল বুঝেন রাখুন। তিনি তাহার পরও বলিলেন—"আপনি কলিকাতা ভালবাসেন?" আমার দুর্ম্মতি হইল, আমি বলিলাম কলিকাতা আমার কাছে ভাল লাগে না। খরচ বড় বেশী। দুই বৎসরে আমাকে সাতশত টাকা বেতন খোওয়াইয়া পনরশত টাকা কর্জ্জ করিতে হইয়াছে। তিনি বলিলেন—"সে কথা ঠিক। আমিও কলিকাতা ভালবাসি না। It is frightfully expensive (ভয়ানক খরচের স্থান)। তবে আপনি চট্টগ্রাম যান।" তাহার পরই আমার চট্টগ্রাম বদলি গেজেট হইল। একজন বন্ধু তখনই আমার গৃহে আসিয়া বিরক্ত হইয়া আমি কেন কলিকাতা ছাড়িয়া যাইতেছি জিজ্ঞাসা

করিলেন। বলিলাম দুই বৎসর সাতশ টাকা বেতন উড়াইয়া পনর শত টাকা কর্জ্জ করিয়াছি। তিনি বলিলেন—"করিলে কেন? তোমার এমন বাড়ী, এমন সজ্জা, এমন গাড়ী ঘোড়ার প্রয়োজন কি? অন্য ডেপুটিদের মত ত্রিশ চল্লিশ টাকার একখানি বাড়ী লও, একশত দেড়শত টাকার মধ্যে গাড়ীঘোড়া কর, দুই চারিখানি চেয়ার ও খান দুই তক্তাপোষ রাখ, তাহা হইলে এত টাকা খরচ পড়িবে না।" আমি বলিলাম আমার বাড়ীর কষ্ট হইবে, গাড়ীর কষ্ট হইবে, আহারের কষ্ট হইবে, শয়নের কষ্ট হইবে। তবে আমি "কি সুখে রহি বর্দ্ধমানে?" বরং—

"যমুনা সলিলে সখি অব তনু ডারব,
আন সখি! ভখিব গরল।"

ঠিক এ সময়ে আমি আর এক উৎপাতে পড়িলাম। একদিন দশটার সময়ে আলিপুর যাইবার পথে "বেঙ্গলী আফিসে" কি প্রয়োজনে সুরেন্দ্র বাবুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে গেলাম। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি গত সংখ্যক 'হিতবাদীর' 'কুসুম' কবিতাটি পড়িয়াছেন কি? আমি বলিলাম—হাঁ।

সু—উহা আপনার কেমন লাগিয়াছে?

উ—বেশ লাগিয়াছে।

সু—আপনি উহার মধ্যে কোনও 'লাইবেল' (অপবাদ) টের পাইয়াছেন কি?

উ—লাইবেল!—কই, না আমি কোনও 'লাইবেল' ত টের পাই নাই।

সুরেন বাবু টেবিলের অপর পার্শ্বস্থ একটি স্থূলকায় কৌতুক মূর্ত্তির প্রতি চাহিয়া হাসিয়া বলিলেন—"তবে আমরা ইঁহাকে সাক্ষী মানিব?" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—কিসের সাক্ষী? তিনি বলিলেন—"ইনি

হিতবাদীর সম্পাদক কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ। সেই কবিতার জন্য ব্রাহ্মরা তাঁহার নামে লইবেল করিবে বলিয়া ধমকাইতেছে।” আমি বিস্মিত হইয়া—“কিসের লাইবেল?” সুরেন্দ্রবাবু—“তা জানি না। এখনও আমরা নোটিশ পাই নাই।” আমি তখন দুঃখিতভাবে বলিলাম এরূপ অবস্থায় আমাকে unguarded (অসাবধান) ভাবে তাঁহার এ কথাটা জিজ্ঞাসা করাটা ভাল হয় নাই? আমাকে সাক্ষী না মানিতে তাঁহাকে অনুনয় করিয়া বলিলাম।

ইহার দুই চারি দিন পরে সত্য সত্যই ব্রাহ্মরা হিতবাদীর সম্পাদকের নামে ‘লাইবেল’ মোকদ্দমা কলিকাতা পুলিশ কোর্টে উপস্থিত করিলেন। আন্দোলনে কলিকাতা টলটলায়মান হইল। শুনিলাম সে কবিতায় কে এক জন ব্রাহ্মের ও তাঁহার ব্রাহ্মিকার অপবাদ আছে। ইহার কিছুদিন পূর্ব্বে সুরেন্দ্র বাবুর ‘ইণ্ডিয়ান’ সভায় কোন ব্রাহ্ম না কি কাব্যবিশারদকে গালি দিয়াছিলেন। কাব্যবিশারদ এজন্য এ ‘কুসুম’ কবিতায় নাকি এমন হুল ফুটাইয়া দিয়াছেন যে তাহাতে ব্রাহ্মিকার ঘোরতর অপবাদ হইয়াছে। যদিই হইয়া থাকে এই ভিতরের কথা ব্রাহ্ম ভ্রাতা দুই চার জন ছাড়া আমার মত দেশের কেহই জানিত না। কারণ তাঁহাদের চেনা দূরে থাকুক, নামও কেহ শুনে নাই। কিন্তু এখন ব্রাহ্মরা হাটের মাঝে এ হাড়ি ভাঙ্গিয়া এ কলঙ্ক দেশময় রাষ্ট্র করিয়া দিলেন। কলিকাতায় কাণ পাতিবার যো নাই। পথে হাটে ব্রাহ্মিকাটির সম্বন্ধে কত কথাই হইতে লাগিল। কলিকাতা দুইভাগে বিভক্ত হইল। কয়েক জন ব্রাহ্ম মাত্র এক দিকে এবং, প্রায় সমস্ত কলিকাতাবাসী অন্য দিকে। মোকদ্দমা দেখিতে দেখিতে সেসনে অর্পিত হইল। বিবাদীর পক্ষে আমাকে সাক্ষী মানিলেন। আমি এক বিষম সঙ্কটে পড়িলাম।

সর্ব্বপ্রথমেই “অমৃত বাজারের” মতিভায়া সেই ‘হিতবাদীর’ ভৈলাক্ত

মলিন এক সংখ্যা লইয়া আমার গৃহে উপস্থিত হইয়া উহা যে "ঘোরতর অপবাদ" আমাকে বুঝাইলেন। তিনি একটি "এই" শব্দের, না কি শব্দের, নীচে বহু দাগ দিয়াছেন। বলিলেন সে শব্দটি একেবারে মারাত্মক! আমার কেবল হাসি পাইতেছিল। পরে তাঁহার মুখে শুনিলাম কাব্যবিশারদ পূর্ব্বে তাঁহাদের হাতের পুতুল ছিল। তাঁহারা তাহাকে গড়িয়াছেন। এখন সে পুতুল কেবল 'সুরেন বাঁড়ুয্যের' হাতে গিয়াছে তাহা নহে, 'হিতবাদীতে' যখন তখন তাঁহাদিগের উপর "ঘোষনন্দন" ইত্যাদি তীব্র শ্লেষ বর্ষণ করে। মতিভায়া সেজন্য এ কৃতঘ্নকে এবার শিক্ষা দিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন। সত্যমিথ্যা জানি না পরে শুনিলাম তিনিই ব্রাহ্ম বেচারিকে এরূপ বলিদান দিতেছেন, এবং লাইবেল মোকদ্দমার প্রধান উৎসাহদাতা। তিনি আরও একজন 'সুবিখ্যাত' ব্যক্তিকে আমার মত "জপাইতে" গিয়াছিলেন বলিয়া উক্ত ব্যক্তি আমার এক বন্ধুকে পত্র লিখিয়াছিলেন। আমি সুরেন্দ্র বাবুর হাতে পায় ধরিয়া যখন সাক্ষী হইতে কোনওমতে অব্যাহতি পাইলাম না, তখন মতিভায়াকে "জপাইয়া" মোকদ্দমাটি যাহাতে আপোষ হয় তাহার চেষ্টা করিলাম। তাঁহার সঙ্গে সন্ধ্যা হইতে রাত্রি দশটা পর্য্যন্ত এক দিন বাগবাজারের নিকটস্থ গঙ্গার ধারে এ বিষয়ের আলোচনায় কাটাইলাম। কিন্তু দেখিলাম তিনি কিছুতেই আপোষে সম্মত হইলেন না। তিনি যেরূপ apology (ক্ষমা প্রার্থনা পাঠ) চাহিলেন তাহা কোনও ভদ্রলোক দিতে পারে না। তাহা সুরেন্দ্র বাবুকে দেখাইলে তিনি বলিলেন উহা কাব্যবিশারদ কখনও স্বীকার করিবে না। বন্ধু নীলরতন সরকার মহাশয়কেও অনেক সাধাসাধি করিলাম। সন্ধ্যার পর সন্ধ্যা এই কথার আলোচনায় তিনি আমার বাড়ীতে কাটাইলেন। তিনি ঐ রূপ ক্ষমা পাঠ চাহেন।

অন্ত দিকে আমার এ চেষ্টার এক বিষময় ফল ফলিতেছিল। আমিত কোনওরূপে এই মোকদ্দমার সাক্ষী হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়া ফিরে জন্মভূমিতে এত বৎসর পরে আসিব ব্যাকুল হইয়া এ. চেষ্টা করিতেছি। অন্ত দিকে ইহার বিপরীত অর্থ হইয়াছে। এক দিন 'হাইকোর্টের' জজ মাননীয় চন্দ্রমাধব ঘোষ মহাশয়ের বাড়ীতে 'সান্ধ্য সম্মিলনে' (Evening party) সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক এবং 'হিতবাদীর' আর এক তীব্র আক্রমণের ও বিদ্রূপের পাত্র নীলমনি বাবু আমাকে উদ্যানের এক নিভৃত স্থানে ডাকিয়া লইয়া বলিলেন—"আপনি আমাকে ক্ষমা করিবেন। আমি আপনাকে একটি কথা জিজ্ঞাসা করিতে চাহি। আপনি কি 'হিতবাদীর' সেই 'কুসুম' কবিতাটি লিখিয়াছিলেন ?" আমার মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িলে আমি অধিক বিস্মিত হইতাম না। আমি বলিলাম—সে কি ? এমন কথা কে আপনাকে বলিল ? তিনি বলিলেন—"অনেকে সন্দেহ করেন যে উহা আপনার লেখা। তাহার কারণ যে এমন সুন্দর কবিতা আর কাহারও লেখনী হইতে বাহির হইতে পারে না।" আমি বলিলাম সে কবিতার পরও আরও সেই ধরণের অনেক কবিতা "হিতবাদীতে" বাহির হইয়াছে। তিনি বলিলেন লোকের বিশ্বাস উহার সকলই আমার লেখা। জানি না এ কথা কে সৃষ্টি করিয়াছিলেন, এবং তাহা কিরূপে প্রচারিত হইয়াছিল। দশ বৎসর পরে সে দিন এই সুদূর 'রেঙ্গুন' নগরে পর্য্যন্ত একজন ভদ্রলোক সে সকল কবিতা আমার লেখা বলিয়া অম্লান মুখে বলিতেছিলেন। আমি সে সকল কবিতা লেখা দূরে থাকুক, তাহার নাম গন্ধ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বে জানিতাম না। আমি এ জীবনে 'হিতবাদীতে' কখনও একটি অক্ষরও লিখি নাই। সমস্ত কবিতা কাব্যবিশারদ তাহার স্বরচিত বলিয়া পরে পুস্তকাকারে মুদ্রিত করিয়াছিলেন।

সকল দিকে নিস্ফল হইয়া আমি সর্ব্বশেষ বোল্টন সাহেবের আশ্রয় লইলাম। আমি বলিলাম আমি কত কাল কলিকাতায় বসিয়া থাকিব। তিনি অনুমতি দিলে আমি চট্টগ্রামে চলিয়া যাই। তিনি বলিলেন—"এ অন্য কোর্ট নহে, হাইকোর্ট। আপনি যখন সমন পাইয়াছেন তখন সাক্ষী না দিয়া যাইতে পারিবেন না। স্ত্রীণ রোজ টেলিগ্রাম করিতেছেন। আমি এই মর্ম্মে তাঁহাকে উত্তর দিয়াছি।" পরদিন তাহার এক নকল 'অফিসিয়ালি' আমার কাছে পাঠাইলেন। দেখিলাম এচেষ্টাও নিস্ফল হইল।

তখন সোজাসুজি আনন্দমোহন বসুর কাছে গেলাম। তিনি 'সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের' 'পোপ' (Pope), আর এ মোকদ্দমা অসাধারণ নহে, সাধারণ ব্রাহ্মদের। তাঁহাকে অনেক 'জপাইয়া' একটা 'এপলজি' (ক্ষমাপাঠ) মুসাবিদা করিতে বলিলাম। তিনি একটা মুসাবিদা করিলেন। তাহা মাজিয়া ঘষিয়া স্মরণ হয় শেষে এরূপ দাঁড়াইল—

"I frankly and sincerely apologise to——for having published the poem——in the *Hitabadi* understood to contain an imputation on the charecter of his wife——."

আমি দেখিলাম এরূপ 'এপলজি' দিতে 'হিতবাদীর' পক্ষে কোনওরূপ সঙ্গত আপত্তি হইতে পারে না। তাহার পর বাদীর খরচের একটা নির্দ্দিষ্টাংশ দেওয়া প্রস্তাব করিলেন। আমি আনন্দমোহনের হাতের লেখা উক্ত 'এপলজি' ও প্রস্তাব লইয়া আলিপুরে যাইবার সময়ে সুরেন্দ্র বাবুর কাছে গেলাম। তাঁহাকেও অনেক 'জপাইয়া' উভয় প্রস্তাব স্বীকার করাইলাম। তিনি বলিলেন যে হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব জজ সার রমেশ চন্দ্র মিত্রের কাছে তিনি তখনই যাইতেছেন, এবং তিনি উভয় প্রস্তাব গ্রহণ করিলে আর কোনও গোল হইবে না। জানি না সার মিত্রের

সঙ্গে এ মোকদ্দমার কি সংস্রব ছিল। কথায় বোধ হইল, তিনি 'হিতবাদী' পক্ষের প্রধান সহায়। অপরাহ্নে আলিপুর হইতে ফিরিবার সময়ে সুরেন্দ্র বাবুর কাছে গেলে তিনি বড় আনন্দের সহিত বলিলেন—"নবীন বাবু! আপনি বড় কায করিলেন। রমেশ মিত্র ও উত্তর প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন। এখন আনন্দ মোহনের দ্বারা কালই 'এপলজি' লওয়াইয়া এ উৎপাতটা থামাইয়া দিতে পারিলে, আপনাকে একটা Statue (প্রতিমূর্ত্তি) দেওয়া যাইবে।" আনন্দ মোহনকে এ সংবাদ দিয়া পর দিন প্রাতে দশটার সময়ে আমি সুরেন্দ্র বাবুকে সঙ্গে লইয়া আনন্দ মোহনের ধর্ম্মতলা বাড়ীতে উপস্থিত হইলাম। আনন্দ মোহন তাঁহার মিহি সুরে বলিলেন যে ব্রাহ্মরা এরূপ 'এপলজি' লইতে স্বীকার করে না। তাহারা বলে understood to contain an imputationর স্থানে containing an imputation কথা বসাইয়া দিতে হইবে। অর্থাৎ "উক্ত কবিতায় চরিত্রের উপর দোষারোপ আছে বলিয়া বুঝা গিয়াছে, এজন্য ক্ষমা চাহিতেছি" না বলিয়া উহার স্থলে—"উক্ত কবিতায় চরিত্রের উপর দোষারোপ আছে বলিয়া ক্ষমা চাহিতেছি" বলিতে হইবে। আমি আনন্দ মোহনকে অনেক করিয়া বুঝাইলাম যে আমাদের অব্রাহ্মদের চক্ষে প্রথমটা বরং সেই ব্রাহ্ম ও ব্রাহ্মিকার পক্ষে অধিকতর সম্মানকর। আমি তোমার স্ত্রীর কলঙ্ক করি নাই, কিন্তু কলঙ্ক করিয়াছি বলিয়া তুমি বুঝিয়াছ, তাই ক্ষমা চাহিতেছি, আর আমি তোমার স্ত্রীর কলঙ্ক করিয়াছি এবং তজ্জন্য ক্ষমা চাহিতেছি,—বোধ হয় এ দুটার মধ্যে প্রথমটা সাধারণ ব্যক্তি মাত্রেই অধিকতর বাঞ্ছনীয় মনে করিবেন। কিন্তু সাধারণ ব্রাহ্মরা অনেকে অসাধারণ ব্যক্তি। তাঁহারা বলিলেন হিতবাদী উক্ত স্ত্রীকে অসতী বলিয়াছে এবং তজ্জন্য দুঃখ প্রকাশ করিতেছে বলিলে উহা তাহার ও তাহার স্বামীর পক্ষে অধিকতর সম্মানের কথা হইবে। আমরা দুজনে

এ কথা আনন্দ মোহনকে অনেক করিয়া বুঝাইলে, তিনি বলিলেন আমাদের যদি আপত্তি না থাকে তিনি——কে ডাকিবেন। আমরা বলিলাম কোনও আপত্তি নাই। তিনিও সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের এক জন চাঁই; এবং এ মোকদ্দমার মূল। আনন্দ মোহন নাম করিয়া ডাকিবা মাত্র তিনি একটি পর্দ্দার আড়াল হইতে তাঁহার কৃষ্ণ দাড়ি এবং দন্ত লইয়া বাহির হইয়া আসিলেন। আমি ও সুরেন্দ্র বাবু বিস্ময়ে পরস্পরের দিকে চাওয়া চাহি করিলাম। আমাদের বোধ হইল 'পলোনিয়সের' মত তিনি ভদ্রতার বিধানানুসারে গুপ্তভাবে পর্দ্দার আড়ালে সমস্ত কথা শুনিতেছিলেন। শুনিয়াছি সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজে অধিকাংশ ঢাকাই আমদানি। হিতবাদীর 'বাক্য বিশারদ' মাইকেলের অনুকরণে 'বাঙ্গালের' মেঘনাদ পাঠের নকল করিয়া তাহার বিচিত্র আবৃত্তি এবং ব্যাখ্যা করেন। "ছম্মুক ছমরে" অর্থ—"পেছন থাক্যা খাম্‌চা খাম্‌চি করলে ছম্মুখ ছমর হইবে না।" তিনি আজ উপস্থিত থাকিলে the rat! the rat! (ইন্দুর! ইন্দুর!) বলিয়া হয় ত "ছম্মুখ সমর" অর্থাৎ "ছমুক থাক্যা খাম্‌চা খাম্‌চি" করিয়া একটা ব্রাহ্ম হত্যা ঘটাইতেন। আনন্দ মোহন তাঁহাকে আবার সকল কথা বলিলেন, এবং তাঁহার লিখিত 'এপলজি' গ্রহণ করিতে আমরা বিশেষ অনুরোধ করিতেছি বলিলেন। কিন্তু তিনি "দন্তরুচি কৌমুদীতে" আমাদের আপ্যায়িত করিয়া বলিলেন, the wounded feelings of a husband (একটা স্বামীর অস্ত্রাহত হৃদয়ের ভাব) আমাদের মনে করা উচিত। এরূপ 'এপলজিতে' স্বামীর ক্ষত হৃদয়ের ভাব সারিবে না। Containing an imputation, অর্থাৎ উক্ত কবিতায় তাঁহার স্ত্রীকে অসতী বলা হইয়াছে বলিয়া পরিষ্কাররূপে না বলিলে সে ক্ষত হৃদয়ের ভাব কিছুতেই সারিবে না। তাঁহাকে আমরা দুজনে অনেক বুঝাইলাম,

কিন্তু তিনি ঐ সকল যুক্তির উত্তরে দাড়ির সুন্দরবন শোভিত ভ্রমরকৃষ্ণ মুখ নাড়িয়া বারম্বার সেই এককথাই বলিলেন—the wounded feelings of a husband। আমাদের সন্দেহ হইল তাঁহার উদ্দেশ্য যে 'বাক্য বিশারদ' এরূপ 'এপলজি' দিতে স্বীকার করিলে, তাঁহারা উহা গ্রহণ না করিয়া এই প্রমাণ হাইকোর্টে উপস্থিত করাইয়া দেখাইবেন যে 'বাক্য বিশারদ' এই কবিতায় উক্ত ব্রাহ্মিকাকে অসতী বলিয়াছেন বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন। তখন আমরা "সচ্চিদানন্দ হরি!" বলিয়া,—কারণ শুধু হরি বলিলে পৌত্তলিকতা!—চলিয়া আসিলাম। আমি তিন মাস চেষ্টা করিলাম। সর্ব্বশেষ এই এক understood কথার জন্য সমস্ত misunderstanding রহিয়া গেল। তাহার পর দিন সেসনে বিচার আরম্ভ হইল। আমি সুরেন্দ্র বাবুকে আবার হাতে পায়ে ধরিয়া বলিলাম যে আমার সাক্ষ্যের দ্বারা 'বাক্য বিশারদের' কোনও উপকার হইবে না। আমি ত কেবল এই মাত্র বলিব যে আমি যখন কবিতা পড়ি তখন তাহাতে কোন লাইবেলের গন্ধ পাই নাই। কিন্তু যখন কূট প্রশ্নে আমাকে জিজ্ঞাসা করা হইবে যে অমুক অমুক শব্দ যদি প্রকৃত নরনারীর নাম হয়, তাহা হইলে রমনীর চরিত্রে দোষারোপ করা হয় কি না? তখন আমাকে তাহা স্বীকার করিতে হইবে। তাঁহারা তথাপি আমাকে ছাড়িলেন না। তিন মাস এত চেষ্টার পরও আমাকে সাক্ষ্য দিতে হইল। যাহা আমি তাঁহাদের বলিয়াছিলাম কোর্টে তাহাই বলিলাম। 'অবকাশ রঞ্জিনীতে' যে 'পাগলিনী রে আমার!' নামক একটি কবিতা আছে, তাহা বাদীর পক্ষে উপস্থিত করিয়া আমি ব্রাহ্মিকাদের তাহাতে 'লাইবেল' করিয়াছি কিনা, জিজ্ঞাসা করিয়া 'কাউন্সেলি' বাঁধা ধরণে কাউন্সেল হাঁ কি না উত্তর চাহিলেন। এরূপে সকল প্রশ্নেরই তিনি আমার কাছে ভ্রূকুটি করিয়া হাঁ কি না উত্তর চাহিতে লাগিলেন। কিন্তু কোনও প্রশ্নেরই

হাঁ কি না প্রকৃত উত্তর হইতে পারে না। আমি নিজে জজের কাছে এরূপ প্রশ্নের অবৈধতা সম্বন্ধে অভিযোগ করিতেছি, কিন্তু বিবাদীর কাউন্সেল চুপ করিয়া বসিয়া আছেন। জজ বারবার ঐরূপ 'হাঁ না' উত্তর চাওয়া অন্যায় বলিয়া আমাকে প্রকৃত উত্তর দিতে বলিলেন। আমি বাদীকে চিনি না বলিলে একটি কদাকার এবং কৌতুক-বেশী লোককে দেখাইয়া তাঁহাকে আমি চিনি কি না কাউন্সেল জিজ্ঞাসা করিলেন, বলিলাম—না। তাহার পর জিজ্ঞাসা করিলেন—"সে আপনার বাড়ী যায় নাই আপনি শপথ করিয়া বলিবেন,—উত্তর হাঁ কি না বলুন?" আমি জজকে বলিলাম—"ইহার কেমন করিয়া আমি হাঁ কি না উত্তর দিব?" আমার সঙ্গে অনেক লোক সাক্ষাৎ করিতে যাইয়া থাকে। তাহাদের সঙ্গী আবার অনেক লোক থাকে। ইনি যদি সেরূপে যাইয়া থাকেন আমি তাঁহাকে লক্ষ্য করি নাই। অতএব কেমন করিয়া এ প্রশ্নের হাঁ কি না উত্তর দিব? কিন্তু কথাটি বোধ হয় সম্পূর্ণ মিথ্যা। জজ এবারও বিরক্ত হইয়া কাউন্সেলের প্রশ্ন অগ্রাহ্য করিয়া আমার পূরা উত্তর লিখিয়া লইলেন। তখন কাউন্‌সেল বলিলেন যে তিনি আমাকে আর একটি মাত্র প্রশ্ন করিবেন। তাহার একটুক ইতিহাস বলা প্রয়োজন।

ইহার বোধ হয় সপ্তাহ পূর্ব্বে চট্টগ্রাম হইতে আমার তিন জন আত্মীয় এক পত্র লেখেন যে আমাদের একটি আত্মীয় বালককে ব্রাহ্মরা পাইয়াছে। দেশে পূর্ব্বে ছেলেদের পেঁচোয় পাইত, ভূতে পাইত। এখন সে কার্য্য কোন কোন খৃষ্টান মিশনারি ও ব্রাহ্ম করেন। তাঁহারা লিখিয়াছেন যে বালকটির সহবাসীরা লিখিয়া পাঠাইয়াছে যে বালকটিকে ব্রাহ্মরা কয়েক দিন যাবত নিরুদ্দেশ করিয়া কোথায় রাখিয়াছে, তাহারা অন্বেষণ করিয়া স্থির করিতে পারিতেছে না। তাহাকে

কোনও মতে ব্রাহ্মদের গ্রাস হইতে উদ্ধার করিতে তাঁহারা আমাকে কাঁদা কাটা করিয়া লিখিয়াছেন। আমি ছাত্রটির সহবাসীদের 'মেসে' গিয়া জিজ্ঞাসা করিলে তাহারা বলিল যে সে বালকটি, বয়স ষোল্ল পনর বৎসর মাত্র, কয়েক দিন হইতে পড়াশুনা ছাড়িয়া দিয়া সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। তাহারা শুনিয়াছে যে উক্ত সমাজে দুইএক দিনের মধ্যে দীক্ষিত হইয়া কোন ব্রাহ্মের কন্যাকে বিবাহ করিবে। আমি সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের 'পোপ' আমার কলেজের পরিচিত বন্ধু শিবনাথ শাস্ত্রীর কাছে গেলাম। শুনিলাম তিনি কোন্ 'কুঞ্জে' উপাসনা করিতে গিয়াছেন। আমি তখন আনন্দ মোহন বসুর বাড়ীতে গেলাম। তাঁহাকে সকল কথা খুলিয়া বলিয়া একটুক ঠাট্টা করিয়া বলিলাম—"তুমিও সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের জইণ্ট পোপ। তুমি এই বালকটিকে ছাড়িয়া দিতে বল। আমি বুড়া বয়সেই নিরাকার ব্রহ্মের ধারনা করিতে পারি না, এ বালক কি বুঝিবে? আর যদি বলিদান দিতে হয়, তবে এই ছাগল বলিদান দিলে কি হইবে? চট্টগ্রামের লোক তাঁহাকেই তজ্জন্য অনুযোগ দিবে, কারণ তাঁহাকে সকলে চেনে। অতএব এরূপ ছাগল বলিদান না দিয়া আমার মত একটা মহিষকে বলিদান দিলে বরং ব্রাহ্ম সমাজের আরও গৌরব বৃদ্ধি হইবে। তোমরা পিতৃহীন বালকটিকে ছাড়িয়া দাও। আমি তাহার স্থানে গিয়া বসিব, এবং আমার শিবনাথ ভায়া যত দীক্ষা দিতে পারেন, কাণ ভরিয়া শুনিব।" আনন্দ মোহন হাসিয়া বলিলেন—"আমার কোর্টে যাওয়ার সময় হইয়াছে। তুমি আবার শিবনাথের কাছে যাও। তাঁহার ক্ষমতা আমার অপেক্ষা অধিক। তাঁহাকে তুমি বলিলেই তিনি বালকটিকে ছাড়িয়া দিবেন।" আমি বিস্মিত হইলাম যে বাদীর কাউনসেল আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনার একটি আত্মীয়

বালককে সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজে দীক্ষিত করিয়াছ বলিয়া আপনি ব্রাহ্মদের উপর ঘোরতর ক্রুদ্ধ হইয়া সে দিন মাত্র মিঃ এ, এম, বোস্‌কে ধমকাইয়াছিলেন কি না?—হাঁ কি না বলুন?” আমি আবার জজের দিকে চাহিয়া বলিলাম যে এই প্রশ্নেরও হাঁ কি না উত্তর হইতে পারে না। শ্রাদ্ধ এ পর্য্যন্ত গড়াইলে, এবার বিবাদীর কাউন্‌সেল উঠিয়া প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন যে তিনি এতক্ষণ নীরব ছিলেন, কারণ জজই বাদীর কাউন্‌সেলের প্রশ্ন অনুমোদন করিতেছিলেন না, কিন্তু এরূপ সম্ভ্রান্ত সাক্ষীর সঙ্গে বাদীর কাউন্‌সেল এরূপ ব্যবহার করিয়া তাঁহার নিজের পদের ও আদালতের অবমাননা করিতেছেন। তখন জজ আমার উত্তরে উপরোক্ত উপাখ্যান সংক্ষেপে লিখিয়া লইলেন। বাদীর কাউনসেল বলিলেন তিনি আমাকে আর প্রশ্ন করিবেন না। এখানে আমি একটি প্রশ্ন করিব? আমি বন্ধুভাবে আনন্দ মোহনকে ঠাট্টা করিয়া যাহা বলিয়াছিলাম, তাহা আমার জেরার জন্য এরূপ বিকৃতভাবে ব্যবহার করিতে দিয়া, আনন্দমোহন কি ঠিক কার্য্য করিয়াছিলেন? ইহা, ব্রাহ্ম ধর্ম্মের নূতন কি পুরাতন বিধান সঙ্গত জানি না, কিন্তু ইহা কি ভদ্র সমাজের ঘৃণিত কার্য্য নহে? আনন্দ মোহনও আমার কলেজের সময় হইতে বন্ধু এবং তাঁহাকে চট্টগ্রামে এক মোকদ্দমায় লইয়া আমিই তাঁহাকে অভিনন্দন পত্র দিয়াছিলাম, এবং তাঁহার ব্যবসার প্রথম প্রতিপত্তির সহায়তা করিয়াছিলাম। ডাক্তার নীলরতন বলিয়াছিলেন যে বোধ হয় আনন্দমোহন ঐ বালকটিকে ছাড়িয়া দিবার জন্য এ কথা কাহাকে বলিয়াছিলেন, এবং সে তাঁহার অজ্ঞাতসারে উহা জেরাতে ব্যবহার করিয়াছিল। যদি তাহাই হয় তবে কি আনন্দ মোহনের এ জেরার জন্য দুঃখ প্রকাশ করিয়া এ কথা আমাকে লেখা

উচিত ছিল না । যদিও এ কথা আমি আমাদের পরস্পরের বহু বন্ধুর কাছে বলিয়াছি, কই আনন্দমোহনত॰ আমাকে একটি অক্ষরও লিখেন নাই । বলা বাহুল্য সে পর্য্যন্ত আমি তাঁহার সঙ্গে আর আলাপ করি নাই ।

যাহা হউক এ কলঙ্ক ভঞ্জনের বা মানভঞ্জনের পালা শেষ হইল। হাইকোর্ট শত ছিদ্র কলসীতে মানের জল আনিয়া ব্রাহ্মিকার অপবাদ ধুইয়া ফেলিলেন, এবং ব্রাহ্মিকার অপবাদকারী মহিষাসুরের হৃদয় 'ব্রাহ্ম শূলেন নির্ভিন্ন', এবং বৃটিশ সিংহের বিচার-দণ্ডে তাহার 'রক্তারক্তি কৃতাঙ্গ' করিয়া, ভ্রুকুটিভূষণানন বাক্যবিশারদকে আট কি নয় মাসের জন্য ব্রাহ্মসমাজের গ্রাস হইতে আলিপুরের কয়েদি সমাজে প্রেরণ করিলেন। সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতার জয় হইল ; ব্রাহ্মধর্ম্মের মহিমা ঘোষিত হইল, ব্রাহ্ম-প্রতিহিংসা পরিতৃপ্ত হইল, এবং শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ হরি ওঁ—এখানে সচ্চিদানন্দ হরি না হইয়া কেবল পৌত্তলিক হরি হইল কেন ?—বলিয়া সমস্ত দেশ জুড়াইল ।

আমি চট্টগ্রামে বিজয়া করিবার জন্য বন্ধুদের কাছে বিদায় হইতে চলিলাম। মহারাজা যতীন্দ্রমোহনের সোপানের শীর্ষস্থানে দাঁড়াইয়া বঙ্গের এক খ্যাতনামা ডেপুটি ! তাঁহার সপ্ততি বৎসর বয়স, প্রায় দশবার 'এক্স্টেন্সন্' (চাকরির কাল প্রসারণ) লইয়াছেন । অতএব বলা বাহুল্য যে তাঁহার কেবল কৃষ্ণাঙ্গ নহে, গুম্ফ ক্ষৌরিকৃত, এবং কেশকলাপ কলপের কল্যাণে ভ্রমরকৃষ্ণ । তিনি গবর্ণমেণ্টের গুপ্তচর ও একজন যথাশাস্ত্র সাহেব সেবক বলিয়া সর্ব্বত্র পরিচিত। তবে লোকটি চতুর, যোগ্য ও বিচক্ষণ বুদ্ধিমান। তিনি আমাকে যথেষ্ট স্নেহ করিতেন। তিনি আমাকে দেখিয়াই বলিলেন—"সে কি নবীন বাবু ! আপনি কি সত্য সত্যই চট্টগ্রাম চলিলেন ?" আমি—"যখন গেজেট হইয়াছে, মিথ্যা

কেমন করিয়া বলিব ?” তিনি—“আপনি এত ‘প্রস্‌পেক্ট’ (উন্নতির আশা) ফেলিয়া কেন কলিকাতা ছাড়িয়া যাইতেছেন ? আপনার যোগ্য কর্ম্মচারী আজ বঙ্গদেশে আর কে আছে ? না, না, আপনি বোল্‌টন সাহেবকে বলিয়া এ বদলি রহিত করান। কিম্বা বলেন ত আমি গিয়া বোল্‌টন সাহেবকে ধরি।” আমি—“আপনার মত লোক থাকিতে আমার আবার প্রস্‌পেক্ট কি ? আর কলিকাতায় মরিলে যে সোজা স্মুজি সাহেব-স্বর্গে যাইব তাহাও ত কোন শাস্ত্রে লেখে না।” তিনি—“না আমি আর ‘এক্‌সটেনসন’ লইব না। এবারই ‘রিটায়ার’ (চাকরি ত্যাগ) করিব। আপনি কলিকাতা ছাড়িবেন না।” আমি—“আপনি ‘রিটায়ার’ করিবেন, সে কি কথা! আপনি আমাদের ‘সার্ভিসের’ মঙ্গলঘট। আপনি যত দিন থাকেন, ততদিন ঐ ‘সার্ভিস’ গৌরবান্বিত থাকিবে।” তিনি—“সে আপনি আমাকে ভালবাসেন বলিয়া বলিতেছেন। আমাদের ‘সার্ভিসের’ বঙ্কিম বাবুর পর, আপনিই একমাত্র গৌরব। যাহা হউক এ বদলি রহিত করাইতে হইবে। আপনার কলিকাতা ছাড়া ভাল হইতেছে না।’ তিনি নামিয়া গেলেন। মহারাজার কক্ষে প্রবেশ করিবা মাত্র তিনি আমাকে বলিলেন—“বোধ হয় আপনার সঙ্গে——র সাক্ষাৎ হইয়াছে।” আমি স্বীকার করিলে তিনি হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—“আচ্ছা, ইনি কেন আসিয়াছিলেন আপনি তাহা বলিতে পারেন কি ?” আমি বলিলাম বোধ হয় পারি। তিনি—“বলুন দেখি ?” আমি—“ডিরেক্টার ক্রফ্‌ট সাহেব চাকরি ছাড়িয়া চলিয়া যাইতেছেন। বোধ হয় তাঁহাকে একটা ‘এড্রেস’ (অভিনন্দন পত্র) দেওয়ার যোগাড়ে আসিয়াছিলেন।” তিনি—“ঠিক বলিয়াছেন। কিন্তু ক্রফ্‌ট সাহেবের জন্য ইহার মাথা ব্যথা কেন ?” আমি—“সাহেব সেবাই ইঁহার জীবন ব্রত।” তিনি—“কেন ? লোকটির

সাস্তানাদি কিছুই নাই। এত বৎসর 'একস্‌টেন্‌সন্‌' লইয়াছে। এ বৃদ্ধ বয়সেও আর সাহেব সেবা কেন?" আমি—প্রবৃত্তি। তিনি—"আচ্ছা আমি কি উত্তর দিয়াছি বলিতে পারেন কি?" আমি—বোধ হয় পারি। বলিয়াছেন—আমি বৃদ্ধ, সাংসারিক সকল কার্য্য হইতে অবসর লইয়াছি, আমি এ সকল বিষয়ে আর লিপ্ত হইতে চাহি না। অবশ্য আমি ক্রফ্‌ট সাহেবকে খুব সম্মান করি। তিনি একটা 'এড্রেস' পাইলে আমি যথেষ্ট সুখী হইব ইত্যাদি। তিনি—"আশ্চর্য্য! আমার প্রত্যেক কথাটি আপনি বলিয়াছেন। এরূপ বলিয়া ভাল করিয়াছি ত?" আমি—"বেশ করিয়াছেন। কোথাকার ক্রফ্‌ট সাহেব, সে দেশের কি করিয়াছে, তাহাকেও আবার 'এড্রেস' দিতে হইবে!" তিনি শুনিয়া বড় সন্তুষ্ট হইলেন। তাহার পর আমি বলিলাম—"মহারাজ! আমি বিদায় হইতে আসিয়াছি। আমি চট্টগ্রাম বদলি হইয়াছি।" তিনি আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া—"সে কি কথা! আপনি চট্টগ্রাম যাইবেন কেন? আপনি কলিকাতার প্রেসিডেন্সি মেজিষ্ট্রেট হইবেন, কলিকাতার কালেক্টার হইবেন। আমি আপনার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিব। আপনি কেন এমন 'প্রস্‌পেক্ট' ছাড়িয়া যাইবেন। না, না, তাহা হইবে না। আমি আজই যাইয়া বোল্টনকে বলিয়া আপনার বদলি রহিত করাইয়া দিব।" আমি—আমি জানি মহারাজ আমাকে যথেষ্ট স্নেহ করেন। এমন কি মহারাজ-কুমার (তিনি ও তাঁহার ভাগিনেয়রা আসিয়া ইতিমধ্যে মহারাজার পশ্চাতে দাঁড়াইয়াছেন) আমাকে দয়া করিয়া ভাই বা (Dear brother) বলিয়া সম্বোধন করেন। আমিও আপনাকে পিতার মত ভক্তি করি। কিন্তু মহারাজ! সে সকল পদ আমি পাইব না। আমি তাহাদের জন্য লালায়িতও নহি। যাহাদের শরীরে মনুষ্যত্বের গন্ধ আছে তাহারা পায় না। বঙ্কিম বাবু পান নাই, রামশঙ্কর বাবু পান নাই, আব্দুল জব্বর পান

নাই। যাহারা পাইয়াছে, ইঁহাদের সঙ্গে একবার তাঁহাদের তুলনা করিয়া দেখুন। শুনিয়াছি এই দুই পদ গবর্ণমেণ্টের গুপ্তচরদের জন্য 'রিজার্ভ' করা আছে। মহারাজ! ঘৃণিত গোয়েন্দাগিরি কি আমার দ্বারা চলিবে? আর তাহা করিতে কি মহারাজ আমাকে বলিবেন? এ সকল পদের জন্য আমি কলিকাতায় আসিয়াছিলাম না। মহারাজ! আমার আকাঙ্ক্ষা বড় অল্প। শ্রীভগবান আমাকে দয়া করিয়া যাহা দিয়াছেন আমি তাহাতেই সন্তুষ্ট। আশীর্ব্বাদ করিবেন আমি যেন চির দিন তাহাতে সন্তুষ্ট থাকিতে পারি। কলিকাতায় আসিয়াছিলাম কয়েকটা দেশহিতকর কার্য্যের জন্য। মহারাজের সাহায্যে ও সদুপদেশে আমি ক্ষুদ্র তৃণের দ্বারা তাহা যতদূর হইতে পারে তাহা যে হইয়াছে, তাহা ত মহারাজ জানেন। অতএব কলিকাতার মত মহানগরীতে আমার আর কায নাই। আমি এতকাল আমার বড় মাতা বঙ্গদেশের সেবা করিয়াছি। আমার একটি ছোট মা আছেন। বড় দরিদ্রা ও নিঃসহায়া। আমার চাকরি ও জীবন উভয় শেষ হইয়া আসিতেছে। অতএব শেষ জীবনে আমার সেই দুঃখিনী ছোট মায়ের সেবা করিতে যাইতেছি। দেখি যদি শেষ জীবনে এ দুঃখিনীর কিছু করিতে পারি।" বলিতে বলিতে আমার চক্ষু ছল ছল করিতেছিল। দেখিলাম তাঁহারও চক্ষু ভিজিল। তিনি উপস্থিত ভদ্রলোকদের দিকে চাহিয়া বলিলেন—"নবীন বাবু কি বলিতেছেন, শুনিলেন?" তাহাদের মধ্যে একজন বলিলেন—"মহারাজ! কবির মুখ, যেন অমৃত বর্ষন করিতেছে।" তাহার পর আমি চট্টগ্রামের, চট্টগ্রাম পর্ব্বত শীর্ষস্থিত আমার ভবিষ্যৎ আফিসের, সর্ব্বশেষ সীতাকুণ্ডের, শোভা সৌন্দর্য্যের বর্ণনা করিয়া বলিলাম যে কলিকাতায় আমি পার্ব্বতীমাতার সন্তান কি দেখিতে থাকিব? তিনি শুনিয়া মুগ্ধ হইলেন, এবং আমি নিজে সঙ্গে লইয়া গেলে সীতাকুণ্ড দর্শন করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। আমি

বলিলাম তাহাই হইবে। তিনি কখন যাইবেন আমাকে সংবাদ দিলে আমি পাণ্ডা হইয়া তাঁহাকে দর্শন করাইব। আমি বিদায় হইবার সময়ে আবার বলিলেন—"নবীন বাবু! তুমি কলিকাতা ছাড়িয়া ভাল করিতেছ বলিয়া আমার বোধ হইতেছে না।" তাঁহার কক্ষ হইতে বাহির হইবার সময়ে মহারাজ-কুমার আমাকে গলা জড়াইয়া ধরিয়া তাঁহার ফটোগ্রাফ তুলিবার কক্ষে লইয়া গিয়া তাঁহার আপনার শাল আমার গায়ে দিয়া নিজে আমার প্রকাণ্ড দুটি ফটোগ্রাফ স্মরণ-চিহ্ন স্বরূপ তুলিলেন। কক্ষ হইতে বাহির হইয়া আসিতে তাঁহার ভাগিনারা ধরিলেন। বলিলেন তাঁহাদের শুদ্ধ এক ফটোগ্রাফ তুলিতে হইবে। না হইলে আমি তাঁহাদের ভুলিয়া যাইব। আমার চক্ষে এই স্নেহোচ্ছ্বাসে জল আসিল। হায়! আমি এই স্নেহ-স্বর্গ ছাড়িয়া চলিলাম! আমি ছলছল নেত্রে বলিলাম তাঁহাদের এ স্নেহের কি প্রতিদান দিব। কিন্তু তখন সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছিল। আর ফটোগ্রাফ তুলিবার সময় ছিল না। তাঁহারা ধরিয়া পড়িলেন আমাকে পর দিন অপরাহ্নে আবার এজন্য তাঁহাদের বাড়ীতে আর একবার আসিতে হইবে। আমি গেলাম। আমাকে মধ্যস্থলে বসাইয়া দক্ষিণ পার্শ্বে প্রদ্যোৎকুমার স্বয়ং এবং বামপার্শ্বে ও পশ্চাতে তাঁহারা ভাগিনাগণ, কেহ বসিয়া, কেহ দাঁড়াইয়া, আর একটি বৃহৎ ফটোগ্রাফ তুলিলেন। এই তিনখানি ফটোগ্রাফ আমার সঙ্গে সঙ্গে এই রেঙ্গুন পর্য্যন্ত যত্নে রক্ষিত হইতেছে। এই ফটোগ্রাফ দেখিলেই আমার সমস্ত কলিকাতা-জীবন আমার চক্ষে এরূপ চিত্রাঙ্কিত মত ভাসিয়া উঠে, এবং আমি আত্মহারা হইয়া ভাবিতে থাকি।

মহারাজা যতীন্দ্রমোহনের 'প্রাসাদ' হইতে শ্রদ্ধাস্পদ মাননীয় গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের নারিকেলডাঙ্গা ভবনে উপস্থিত হইলাম। তিনি বলিলেন—"আপনি চাকরির শেষ সময়ে কলিকাতায়

আসিয়াছিলেন। আমি মনে করিয়াছিলাম আপনি এখান হইতে 'রিটায়ার' করিয়া কলিকাতায়ই থাকিবেন.। এত শীঘ্র যে আমাদের ছাড়িয়া চলিয়া যাইবেন, তাহা কখনও ভাবি নাই। কলিকাতায় আপনি সমস্ত দলকে মিলাইয়া যে মহৎকার্য্য করিতেছিলেন আর কেহ তাহা পারিবে না। অতএব আপনার এ সময়ে কলিকাতা ত্যাগ দেশের পক্ষে ঘোরতর অনিষ্টের কথা। বিশেষতঃ শিক্ষা সংস্কারের আন্দোলনের আর কিছুই হইবে না।" আমি বলিলাম—"আপনি আমাকে অত্যন্ত স্নেহ করেন বলিয়া এরূপ বলিতেছেন। আমি তৃণের দ্বারা কলিকাতায় কি কার্য্য হইতেছে? কলিকাতায় যেরূপ দলাদলি, এ সম্মিলন যে স্থায়ী হইবে আমি বিশ্বাস করি না। আমি ঠিক সময়ে যাইতেছি। এখন আমি সকল দলেরই প্রিয় পাত্র। কিন্তু বেশী দিন থাকিলে আমাকে একদল না একদলে যোগ দিতে হইবে। এ মধ্যস্থভাব চিরদিন আপনার মত রাখিতে পারিব না। আপনি দেবতা, আমি ক্ষুদ্র নর। আপনাকে যেরূপ সকল দলে শ্রদ্ধা করে, আপনি চেষ্টা করিলে অনায়াসে এ দলাদলি নিবারণ করিতে পারেন।" তিনি একটুক হাসিয়া তাঁহার স্বাভাবিক কৌতুকপ্রিয় ভাষায় বলিলেন—"কই দেবতাত তাহা এত দিন পারেন নাই। আমি এই দলাদলি হইতে দূরে থাকি, এই মাত্র।" শিক্ষা সংস্কার সম্বন্ধে বলিলাম যে আমি ক্ষুদ্র জীবের দ্বারা যাহা হইতে পারে তাঁহার পৃষ্ঠপোষকতায় তাহা করিয়াছি। এখন কার্য্য ডিরেক্টারের হাতে ও 'সেনেট' গৃহে। ডিরেক্টারের সঙ্গে আমি দেখা করিয়াছি। তিনি আমাদের অনেক প্রস্তাব গ্রহণ করিবেন বলিয়াছেন। আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ফেলো' নহি। "সেনেট" গৃহে আমার অধিকার নাই। সেখানে তাঁহাকে অর্জ্জুন সারথী বরণ করিয়া যাইতেছি। রাজা বিনয়কৃষ্ণের বাড়ীতে আমার প্রস্তাব মতে একটা "সান্ধ্য সম্মিলনীতে" ফেলোদের নিমন্ত্রণ করিয়া একটি

'আইরিস পার্টি, (পার্লিয়মেণ্টের আইরিশ দল) সৃষ্টি করিয়া তিনি তাহাদের নেতা হইবেন, এবং এরূপে সেনেট গৃহে বারম্বার যুদ্ধ করিয়া আমাদের প্রস্তাবিত সংস্কার গ্রহণ করাইবেন। তিনি আবার কৌতুক হাসি হাসিয়া বলিলেন—"অর্জ্জুন ভিন্ন অর্জ্জুন-সারথী ক্ষমতাহীন। আর কিছুই হইবে না। আপনি চলিয়া গেলে আপনার প্রস্তাবিত 'সান্ধ্য সম্মিলন'ও হইবে না।" তিনি ত্রিমূর্ত্তির দিকে ইঙ্গিত করিয়া বলিলেন—"আপনি জানেন আপনার সংস্কারের একদল ক্ষমতাপন্ন বিরোধী আছে। আপনি আর কয়েকটি মাস থাকিয়া গেলে এ কার্য্যটা শেষ হইত।" তাহার পর গলদশ্রু নয়নে আমাকে বিদায় দিবার সময় বলিলেন—"আপনার এ সময়ে কলিকাতা হইতে চলিয়া যাওয়া কি দেশের পক্ষে, কি আপনার পক্ষে যে ভাল হইতেছে আমার এমন বোধ হইতেছে না।" সুরেন্দ্র বাবু, মতি বাবু, রাজা বিনয়কৃষ্ণ সকলেই যাইতে নিষেধ করিলেন, এবং অত্যন্ত দুঃখের সহিত বিদায় দিলেন। সকলেই বলিলেন কলিকাতায় আমি যেরূপ মধ্যস্থের কার্য্য করিতেছিলাম, আর কেহ পারিবে না। কিন্তু দুষ্ট সরস্বতী আমার মাথায় অধিষ্ঠিতা হইয়াছিলেন। আমি জন্মভূমির সরিৎসাগর, ভূধরের আকর্ষণে একরূপ কর্ত্তব্যজ্ঞানশূন্য হইয়াছিলাম। সেই দিন অর্থাৎ হাইকোর্টে সাক্ষী দেওয়ার পর দিন সন্ধ্যা দশটার ট্রেণে চট্টগ্রাম রওনা হইলাম। প্রদ্যোৎকুমার সন্ধ্যার সময়ে আবার আসিয়া রাত্রি আটটা পর্য্যন্ত আমার গৃহে বসিয়াছিলেন। কত কথা কহিলেন, কত দুঃখ করিলেন। তিনি বলিলেন তাঁহার পরিবারদের একবার আমার স্ত্রীকে দেখিবার বড় আগ্রহ ছিল। সঙ্কোচ করিয়া এত দিন তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করেন নাই। এরূপ হঠাৎ যে আমি চলিয়া যাইব, তাহা জানিতেন না। রাজা বিনয়কৃষ্ণও এ কথা বলিয়াছিলেন। আমি বলিলাম তাঁহাদের বাড়ীর বালিকাদের রূপের বর্ণনা—মেয়ে ত নহে এক একটি নন্দনের

পারিজাত বিশেষ—আমার মুখে শুনিয়া স্ত্রীরও একবার তাহাদের দেখিবার বড়ই আগ্রহ ছিল। তিনি তখনই গিয়া তাহাদের আনিতে চাহিলেন। তাঁহার কাছে অতি কষ্টে বিদায় লইয়া—তিনি আমাকে বড়ই স্নেহ করিতেন—পুত্রের এনট্রান্স পরীক্ষার জন্য স্ত্রীপুত্রকে পর্য্যন্ত কলিকাতায় রাখিয়া আমি কি এক বিহ্বল অবস্থায় চট্টগ্রাম চলিলাম। ট্রেণ খুলিল, মহানগরীর আলোকরাশি ক্রমে ক্রমে অদৃশ্য হইল। আমি অর্দ্ধ মূর্চ্ছিত অবস্থায় বেঞ্চের উপর শুইয়া পড়িলাম। কল্পনাপ্রবণ হৃদয়ের আবেগে এ জীবনে অনেক ভুল করিয়াছি। কিন্তু এরূপে কলিকাতা ত্যাগের মত ভুল এ জীবনে আর করি নাই। এই ভুলে আমার অবশিষ্ট চাকরি-জীবন ভস্মীভূত হইল। আমি সমস্ত পথ কি এক আনন্দমিশ্রিত বিষাদে কাটাইয়া পর দিন প্রভাতে যখন ট্রেণের গবাক্ষ খুলিয়া সম্মুখে চন্দ্রনাথ শৈলমালা দেখিলাম, তখন মাতৃপ্রেমে আত্মহারা হইলাম। এখান হইতে নিম্নলিখিত গানটি মুখে মুখে রচনা করিয়া গাইতে গাইতে চলিলাম—

মা।

১

মা! মা! মা!—কত কাল পরে
ডাকিলাম মা গো পরাণ ভ'রে!
শৈল কিরীটিনী, সাগর কুন্তলা
সরিৎ মালিনী দেখিলাম তোরে!

২

বসি সিন্ধুকূলে, বিন্ধ্যাচল শিরে,
যমুনার তটে, জাহ্নবীর তীরে,
ভাবিয়াছি তোরে ভাসি অশ্রুনীরে,
ডাকিয়াছি ওমা! দেশ দেশান্তরে।

৩

নাহি জুড়াইল তাপিত পরাণ,
রাখি বুকে মুখ, প্রেম করি পান,
তৃষিত চাতক এসেছে সন্তান,
জুড়াইতে প্রাণ দুদিনের তরে।

৪

যৌবনে প্রথমে যেই রক্তে, শ্যামা!
পুজিলাম পদ, সেই রক্ত, ওমা!
জীবন সন্ধ্যায় কোথায় বল না
পাব মা পার্ব্বতি। হৃদয় নির্ঝরে?

৫

হৃদে নাহি রক্ত; আছে নেত্রজল
প্রেমে উচ্ছ্বসিত পবিত্র শীতল;
আশা বরষিয়া পদে অবিরল,
ধুয়াইব বুকে চিরদিন তরে।

চট্টগ্রাম ষ্টেশনে লোকে লোকারণ্য। কত আত্মীয়, অনাত্মীয়, বন্ধু, অবন্ধু, পরিচিত, অপরিচিত, সমবেত হইয়া কি আনন্দে পুষ্প মালায় ও কবিতামালায় বরণ করিয়া অভ্যর্থনা করিলেন! এ আনন্দপ্রবাহে কলিকাতার বিদায়ের বিষাদ-ছায়া হৃদয় হইতে ভাসিয়া গেল। মাতৃ প্রেমোচ্ছ্বাসে নির্ম্মল আনন্দাশ্রু বর্ষণ করিতে করিতে গৃহে উপস্থিত হইলাম।

তৃতীয়বার চট্টগ্রামের পার্শনেল এসিষ্টেণ্ট।

১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারির শেষে তৃতীয়বার পার্শনেল এসিষ্টাণ্ট হইয়া চট্টগ্রামে আসিলাম। তিন পাপিষ্ঠের ষড়্‌যন্ত্রে ও বিশ্বাসঘাতকতায় প্রথম বার ঘোরতর বিপদস্থ হইয়া এই পদ ছাড়িয়াছিলাম। এই পদে আবার আমাকে অধিষ্ঠিত দেখিতে আমার পরিবারবর্গের ও আমার প্রকৃত বন্ধুগণের চিরদিন একটি আন্তরিক আকাঙ্ক্ষা ছিল। মধ্যে যে একবার আসিয়াছিলাম তাহা অস্থায়ীরূপে। এবার স্থায়ীরূপে আসিয়া আমার ও তাঁহাদের সেই আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্ত হইল। বিশেষ আনন্দের কথা, সেই তিন জনের দুই মূর্ত্তি বহুপূর্ব্বে চট্টগ্রাম হইতে তিরোহিত হইয়াছেন। তৃতীয় ব্যক্তিই অনুতপ্ত হৃদয়ে আমার ইচ্ছার প্রতিকূলে আমার চট্টগ্রাম বদলি সংঘটিত করিয়াছিলেন। অতএব এই পদে আবার অধিষ্ঠিত হইয়া শ্রীভগবানকে গলদশ্রু নয়নে ধন্যবাদ দিলাম। আবার আমার প্রস্তাবিত 'ফেয়ারি হিলের' রাজপ্রসাদ সদৃশ অট্টালিকায় আমার নির্ব্বাচিত সেই সুরম্য কক্ষে বসিয়া, তাহার গবাক্ষপথে আমার জন্মভূমির অতুলনীয় প্রাকৃতিক শোভার অনন্ত অনর্গল ভাণ্ডার দেখিয়া, বিশেষতঃ বঙ্গোপসাগরের সহিত কর্ণফুলী নদীর ও তৎতীরস্থ পর্ব্বতশ্রেণীর সম্মিলনস্থান—মরি! মরি! কি সুন্দর; কবির কল্পনাতীত সুন্দর দৃশ্য,—দেখিয়া প্রাণে বহু বৎসর পরে বড়ই আরাম পাইলাম। পার্শনেল এসিষ্টাণ্টের কক্ষ আবার এমন সামুদ্র-সবুজ (sea-green) বর্ণে রঞ্জিত ও নানা উপকরণে এরূপ সজ্জিত করিলাম যে স্বয়ং কালেক্টর এণ্ডার্সন এক দিন আমার কক্ষ দেখিতে আসিয়া বলিলেন যে উহা আফিস-কক্ষ ত নহে, একটি সুন্দর বৈঠকখানা (Drawing room)! ১১টা হইতে পাঁচটা পর্য্যন্ত উহা এত আত্মীয় অনাত্মীয় দর্শকে পরিপূর্ণ থাকিত যে প্রথম দুই এক

মাস আমার কায করা কঠিন হইয়াছিল। তাহার উপর বাঙ্গালি দর্শক। আমি বিশ বৎসর পরে দেশে আসিয়াছি। কোনও কথা নাই, হন হন করিয়া কক্ষে প্রবেশ করিয়া বসিলেন। পরিচয় ত দিলেনই না; আমি ফাঁকা আলাপ করিলাম এবং চিনিলাম না বলিয়া চটিয়া চলিয়া গেলেন। তাহার পর নাম ও পরিচয় লিখিবার জন্য কক্ষদ্বারে আর্দ্দালির হাতে এক খানি 'শ্লেট' রাখিলাম। তাহার ফল আরও বিপরীত হইল। এক দিন একজন বন্ধু উহা ফেলিয়া দিতে বলিলেন, কারণ লোকে বলিতেছে যে শ্লেটে নাম না লিখিয়া দিলে চাপরাসি দেখা করিতে দেয় না, এমন নবাবি। নিরুপায় হইয়া তাহা রহিত করিলাম। চিনি না চিনি, যিনি আসেন, যতক্ষণ থাকেন, তাঁহার সঙ্গে নিরুপায় হইয়া কাযকর্ম্ম ফেলিয়া আলাপ করিতাম। কেহ কেহ বা তাম্রকূট পর্য্যন্ত তলব দিতেন। বলিতাম কমিশনার তামাকের গন্ধ সহিতে পারেন না।

আমি যখন চট্টগ্রাম স্কুলের ছাত্র, পিতা এক পাগলা জজের হাতে পড়িয়াছিলেন। জজ আমার এক আত্মীয়ের বিবাহে নিমন্ত্রিত হইয়া গিয়া এক চট্টগ্রামি নাচওয়ালিকে লইয়া এরূপ ক্ষেপিলেন যে তাহাকে তাঁহার খোলা 'থানজানে' (একরূপ sedan chair) তুলিয়া চট্টগ্রামে লইয়া আসিলেন। সময়ে সময়ে তাহাকে কোর্টে আনিয়া উপস্থিত আমলা ও অর্থী ও প্রত্যর্থীকে 'কুইন ভিক্টোরিয়া' বলিয়া তাহাকে সেলাম করিতে বলিতেন। তখন কলিকাতা ও চট্টগ্রামের মধ্যে ষ্টিমারও খোলে নাই। এ খবর গবর্ণমেণ্টে পঁহুছিতে বিলম্ব হইল। বহু দিন এ অভিনয়ের পর জজ ফরিদপুর বদলি হইলেন। মাদারিপুরে গিয়া গল্প শুনিলাম সেখানে তিনি সময়ে সময়ে কোর্টের সমীপবর্ত্তী এক বটবৃক্ষের উচ্চতর শাখায় বসিয়া এজলাস করিতেন। পেস্‌কার এক বাঁশের আগায় বাঁধিয়া ধর্ম্মাবতারের কাছে কাগজ পেশ করিতেন।

এখানেও কিছু দিন এই লীলা করার পর গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে বলপূর্ব্বক জাহাজে তুলিয়া বিলাত পাঠাইয়া দেন। আমিও সেরূপ, পুরা না হউক, এক অর্দ্ধপাগলের হাতে পড়িলাম। মিঃ স্ক্রীণের পাগলামির গল্পে দেশ পরিপূর্ণ। শুনিয়াছি তিনি কুমিল্লার কালেক্টার থাকিবার সময়ে এক দিন অশ্বারোহণে রাস্তা দিয়া যাইতেছেন। পার্শ্বের এক বাসাবাড়ী হইতে সপ্ সপ্ শব্দ শুনিয়া উহা কিসের শব্দ সঙ্গীয় ওভারসিয়ারকে জিজ্ঞাসা করিলেন। সে বলিল বামনভোজন। তিনি গৃহে পঁহুছিয়া কত টাকায় বামনভোজন হয় জিজ্ঞাসা করিলেন। ওভারসিয়ার ত্রিশ চল্লিশ টাকা বলিলে, তিনি তাহাকে চল্লিশ টাকা দিয়া বলিলেন যে তিনি বামনভোজন দেখিবেন। তাহার প্রতিবাদ করে সাধ্য কার। কাযে কাযেই এক আমলার বাসায় বামনভোজন আরম্ভ হইল। স্ক্রীণ দাঁড়াইয়া গম্ভীরভাবে দেবতাদের সেই অপূর্ব্ব আহারব্যাপার দেখিতেছেন। পাতে ভাজি পড়িল তাহারা খাইতে লাগিল। স্ক্রীণ বলিলেন কই সেই সপ্ সপ্ শব্দ হইতেছে না? ওভারসিয়ার বলিলেন একটুক অপেক্ষা করিলে হইবে। তাহার পর ডাল পড়িল, তরকারি পড়িল। সাহেব এবার ক্রোধে অধীর হইয়া বলিলেন যে ওভারসিয়ার তাঁহাকে 'জুঠে বাত' বলিয়াছে। কই এখনও সপ্ সপ্ শব্দ হইতেছে না। তিনি ওভারসিয়ারকে মারিতেই চাহেন। বেচারি দৌড়াইয়া গিয়া বামনদের মধ্য-আহারে খুব বেশী করিয়া ঘোল দিতে বলিলেন, এবং যাহাতে খুব বেশী করিয়া শব্দ হয় সেরূপ ভাবে ঘোল খাইতে বামনদের বলিলেন। তাহা না হইলে দক্ষিণাটা স্ক্রীণ কিরূপ দিবেন তাহাও বলিয়া দিলেন। তখন বামনেরা ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে সপ্ সপ্ করিয়া ঘোল খাইতে লাগিল। স্ক্রীণ আনন্দে পাছা চাপড়াইয়া বলিলেন—now it is all right! (এখন ঠিক হইয়াছে!) চট্টগ্রামে কমিশনার হইয়া আসিয়া কালীপূজার জন্য এক বিরাট সভা

করেন। তাহাতে প্রাচীন গণ্যমান্য উকিল, ডেপুটী, এমন কি বিলাত-ফেরতা ধর্ম্মজ্ঞানহীন বাঙ্গালি ও মুসলমান বেরিষ্টার পর্য্যন্ত কালীপুজার গুরুতা ও প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে দীর্ঘ দীর্ঘ বক্তৃতা করিয়া, এবং পুলিস বিভীষিকা দেখাইয়া ছয় হাজার টাকা তোলেন। কালীপ্রতিমা একটা নির্ম্মিত হইল। স্ক্রীণ তাহা দেখিয়া চটিয়া লাল। হাত তুলিয়া দেখাইয়া বলিলেন—"হাম এত্‌না বড়া কালী মাঙ্গতা হায়।" তৈয়ারী মূর্ত্তি ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন। তাহার পর 'এত্‌না বড়া' হাত তোলা উচ্চ এক প্রকাণ্ড কালী প্রস্তুত হইল। হিন্দু, মুসলমান, হাকিম, আমলা, উকিল, বেরিষ্টার ও জমীদার মিলিয়া যথাশাস্ত্র পূজা ও বলিদান নির্ব্বিঘ্নে নির্ব্বাহ করিয়া, কলিকাতা হইতে আনীত বেঙ্গল থিয়েটারের ত্রিরাত্রি অভিনয়ে কালীপূজা শেষ করিলেন। দেশ শুদ্ধ লোক হো হো করিয়া হাসিতে লাগিল। স্ক্রীণ গবর্ণমেণ্টে না কি তাঁহার এ সকল পাগলামি সমর্থন করিয়া রিপোর্ট করিতেন যে তিনি এ সকল আমোদ আহ্লাদের দ্বারা বাঙ্গালীর রাজভক্তি বৃদ্ধি করিতেছেন। বাস্তবিকই যদি প্রজাদের আমোদ উৎসবে রাজ-পুরুষেরা যোগদান করেন, তবে তাহাতে প্রজাদের রাজভক্তি বৃদ্ধি হয়। কিন্তু সে আর এক কথা। আকবর এ কৌশলে হিন্দুদিগের "দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা" হইয়াছিলেন। আর আরঙ্গজীবের এই কৌশলাভাবেই মোগলসাম্রাজ্য ধরাশায়ী হইয়াছিল।

আমি কিঞ্চিৎ সঙ্কটে পড়িলাম। 'সিবিল সার্ভিসের' অনেক মূর্ত্তি দেখিয়াছি, কিন্তু এমনিটা দেখি নাই। চট্টগ্রামে তখন একটুক আকাল হইয়াছে, দুর্ভিক্ষ্য নহে। আমার কার্য্যভার গ্রহণ করিবার দুই এক দিন পরে মিঃ স্ক্রীণ দুর্ভিক্ষ্য নিবারণের জন্য এক মিটিঙ্গ ডাকিলেন। মিটিঙ্গের দিন বারটার সময়ে তাঁহার 'প্রোগ্রাম' পাইলাম। তিনি আরম্ভে মিটিঙ্গের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করিয়া এক বক্তৃতা দিবেন। উহা শেষ হইবা

মাত্র আমাকে তৎক্ষণাৎ উহার বাঙ্গলা অনুবাদ করিয়া শুনাইতে হইবে। আমি মনে করিলাম তিনি বক্তৃতা লিখিয়া মিটিঙ্গের পূর্ব্বে আমাকে পড়িতে দিবেন। আমি প্রস্তুত হইয়া যাইতে পারিব। কিন্তু, কই ক্রমে ক্রমে মিটিঙ্গের সময় হইয়া আসিল, আমি বক্তৃতার চিহ্নও দেখিলাম না। স্ক্রীণ একে অস্পষ্ট কথা বলেন, তাহার উপর তোৎলা, এবং বিদ্যুৎবেগে কথার স্রোত বহিয়া যায়। অতএব বক্তৃতা শুনিয়া তৎক্ষণাৎ কেমন করিয়া অনুবাদ করিব বড়ই চিন্তিত হইয়া পিতার নাম স্মরণ করিয়া, এবং এ সঙ্কট হইতে উদ্ধার করিতে তাঁহার কাছে প্রার্থনা করিয়া, সভাস্থ হইলাম! সভাতে স্ক্রীণ পঁহুছিয়া বক্তৃতা আরম্ভ করিলেন। উহা তিনি পূর্ব্বে লিখিয়া মুখস্থ করিয়া আসিয়াছেন। তোৎলাইতে তোৎলাইতে বিদ্যুৎবেগে ও অস্পষ্ট কণ্ঠে উহা বলিতে লাগিলেন। আমি যথাসাধ্য কাণ পাতিয়া শুনিলাম। বক্তৃতা শেষ হইল। তিনি বসিবামাত্র আমি উঠিয়া তাহার অনুবাদ করিতে লাগিলাম। সকলে আশ্চর্য্য হইয়া শুনিতে লাগিলেন, কারণ স্ক্রীণের কথা প্রায় অনেকেই বেশী কিছু বুঝিতে পারেন নাই। সভাভঙ্গের পর অনেকে আসিয়া আমার অনুবাদের বড়ই প্রশংসা করিলেন। কেহ কেহ বলিলেন এমন সুন্দর ভাষায় বলিয়াছি যে তাঁহারা লিখিয়া লইতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু এত দ্রুত বলিয়াছি বলিয়া, বিশেষতঃ বক্তৃতা শুনিবার অনুরোধে, লিখিতে পারেন নাই। ইহার দুই এক দিন পরে এলেন সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে যাই। ইনি এখন কলিকাতা মিউনিসিপালিটির চেয়ারমেন হইয়াছেন। তিনি বলিলেন যে আমার বক্তৃতা শুনিয়া তাঁহারা এত মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে উহা আমাকে অনুবাদের জন্য পূর্ব্বে দেওয়া হইয়াছিল কি না তাঁহারা মিটিঙ্গের পর স্ক্রীণকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। স্ক্রীণ বলিয়াছিলেন যে তাঁহার বলিবার পূর্ব্বে,

তিনি কি বলিবেন তাহার একটা কথাও আমি জানিতাম না। এলেন বলিলেন—"এ চাটগেঁয়ে ভাষা শুনিবার পর আপনার বাঙ্গলা ভাষা ও সুন্দর আবৃত্তি যে কি ভাল লাগিয়াছিল তাহা না বলিলেও চলে। কিন্তু আপনার অদ্ভুত স্মরণশক্তিতে সকলে বিস্মিত হইয়াছেন। একটা বক্তৃতা, বিশেষতঃ মিঃ স্ক্রীণের, শুনিয়া তৎক্ষণাৎ এরূপ সুন্দর বাঙ্গলায় অক্ষরে অক্ষরে অনুবাদ করিয়া আপনি আশ্চর্য্য শক্তি দেখাইয়াছেন।" কিছু দিন পরে 'ইংলিসমেনে' স্বয়ং স্ক্রীনের লিখিত এ মিটিঙ্গ বিবরণ বাহির হইল। দেখিলাম স্ক্রীণও লিখিয়াছেন যে "তৎক্ষণাৎ কমিশনারের বক্তৃতা বঙ্গের খ্যাতনামা কবি বাবু নবীনচন্দ্র সেন, পার্শনেল এসিষ্টাণ্ট, বিশুদ্ধ বাঙ্গলা ভাষায় অনর্গল (eloquently) অনুবাদ করেন। এই অনুবাদ স্মরণশক্তির একটা আশ্চর্য্য ক্রীড়া, (a wonderful feat of memory); কারণ তিনি পুর্ব্বে এ বক্তৃতার একটি শব্দও জানিতেন না।" ঘাম দিয়া জ্বর ছাড়িল। দেখিলাম চট্টগ্রাম স্কুলের ষষ্ঠ শ্রেণীর শিক্ষক ভ্রাতাযুগল দুর্গাচরণ ও উমাচরণ দত্ত টেবলের খুঁটার সঙ্গে আমাকে গলবস্ত্রে বন্ধন করিয়া ভূগোল মুখস্থ করাইয়া স্মরণশক্তির যে বিকাশ করিয়াছিলেন, তাহা এ বৃদ্ধ বয়সেও একটুক কাযে লাগিল। এ সঙ্কট হইতে শ্রীভগবান্ ও পিতা উদ্ধার করিলেন।

এরূপে মিঃ স্ক্রীণের নিত্যনূতন খেয়াল চাগিয়া উঠিতে লাগিল। রক্ষা ছিল যে তিনি সপ্তাহে একদিন মাত্র আফিসে আসিতেন। তাঁহার আদেশ ছিল যে তাঁহার আফিসে আসিবার সময়ে পার্শনেল এসিষ্টাণ্টকে সিঁড়ির উপর উপস্থিত থাকিয়া তাঁহার যে দিন যে আদেশ থাকে তাহা শুনিতে হইবে। কোনও দিন সিঁড়ি বাহিয়া উঠিয়া আসিয়া বলিলেন nasty (ঘৃণিত) হুকার গন্ধ পাইয়াছেন। ইংরাজিতে Hooka, Hooka

(হুকা, হুকা) করিতেছেন। কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। কিছুক্ষণ পরে বিষয়টা কি বুঝিলাম। বলিলাম তাঁহার কক্ষদ্বারে কি সোপানে হুকা টানিবে এমন 'কলিজা' কাহার? তিনি তাহা বিশ্বাস করিলেন না। লাঠি ঘাড়ে করিয়া সোপানের পার্শ্বস্থিত আফিস-কক্ষে ছুটিলেন। কেরানিগণ লেখাপড়া ফেলিয়া দৌড়িয়া নানা কৌতুককর ভাবে পলায়ন করিল। ফিরিয়া আসিয়া নিজের কক্ষের চেয়ার, টেবল, বাক্স সকলই লাঠির দ্বারা উল্টাইয়া ফেলিলেন। চেয়ার, টেবল, বাক্স ত আর হুকা খায় না। তাহাদের চিৎপাত করিলে হুকা তামাক বাহির হইবে কেন? 'ফেয়ারি হিলের' পঞ্চ ক্রোশের মধ্যেও তামাকের গন্ধ নাই। তথাপি তিনি নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া বলিতেছেন যে তিনি তামাকের গন্ধ পাইতেছেন। কাযে আমারও "অশ্বত্থামা হত ইতি গজঃ" না বলিয়া উপায়ন্তর নাই। বলিলাম সিঁড়ির নীচে বোধ হয় কেহ তামাক খাইয়াছিল তাঁহাকে দেখিয়া সে পলায়ন করিয়া সহুকা একেবারে পাহাড়ের নীচে চলিয়া গিয়াছে। বাস্তবিকই সময়ে সময়ে এ দৃশ্য দেখা যাইত। কোনও আমলা কোথায়ও লুকাইয়া তামাক খাইতেছে। আর যেই স্ক্রীণ সাহেব আসিতেছেন শুনিয়াছে, অমনি কলনিনাদী তাম্রকুটযন্ত্র হস্তে সে তাহার চাদর বা চাপকানের লেজ পতাকাবৎ উড়াইয়া প্রাণভয়ে পাহাড় হইতে গড়াইয়া পড়িতেছে। কিন্তু এ দিকে আমি আসিবার পূর্ব্বে তাঁহার পার্শনেল এসিষ্টাণ্টের কক্ষই আমলা ও হাকিমদের তাম্রকুট সেবনের 'লাইসেন্‌সড্' (পাসপ্রাপ্ত) আড্ডা ছিল। আমাকে সে নরক পরিষ্কার করিতে হইয়াছিল। বোধ হয় সেখান হইতে তামাকের সধূম সৌরভ প্রাপ্ত হইয়া স্ক্রীণ সাহেব এরূপ তামাকের উপর ক্ষেপিয়াছিলেন। অন্য কোনও দিন সিঁড়ি বাহিয়া উঠিবার সময়ে পার্শ্বের অনারারি

মেজিষ্ট্রেটের কক্ষে একজন আমলাকে 'বঙ্গবাসী' কাগজ পড়িতে দেখিয়া ক্ষুদ্র মূর্ত্তি স্ত্রীণ এরূপ বিকট গর্জ্জন করিয়া উঠিয়াছিলেন, যে তাহা শুনিলে স্বয়ং বঙ্গবাসীর স্বনামধন্য সম্পাদক পেশাদারি হিন্দুয়ানি উদগীরণ করিতে করিতে দশ দিক অন্ধকার করিয়া ঘটোৎকচের মত পড়িয়া যাইতেন। মিঃ স্ত্রীণ গর্জ্জন করিতে করিতে উপরে আসিয়া বলিলেন যে কোন আমলা dirty rag (ময়লা নেকড়া) বাঙ্গলা খবরের কাগজ পড়িতেছিল তাহা আমাকে তদন্ত করিয়া আসিতে হইবে। আমি যাইয়া দেখি আমলা দৌড়িতেছে, এবং তাহার পশ্চাতে 'বঙ্গবাসী', পার্ব্বত্য বাতাসে হিন্দুয়ানির বোঝা সহ নানা বিকৃত লীলা করিয়া উড়িয়া যাইতেছে। চারি দিকে লোকে খিল খিল করিয়া হাসিতেছে। স্বয়ং স্ত্রীণ সাহেবও আজ মুখ টিপিয়া হাসিতেছেন। কালীপূজক স্ত্রীণ সাহেবের দ্বারা যখন 'বঙ্গবাসীর' এই "অকথ্য অবমাননা ও সর্ব্বনাশ", তখন আর কে দেশের হিন্দুধর্ম্ম রক্ষা করিবে! আমি অপরাধী 'বঙ্গবাসীকে' পবনদেবের ক্রীড়া হইতে গ্রেপ্তার করিয়া আনাইয়া স্ত্রীণ সাহেবের কাছে হাজির করিলাম এবং ঘটনাটি আমূল রিপোর্ট করিলাম। 'হুকা সার্কিউলার' জারি হইয়াছিল। ডার্টি (নোঙরা) বাঙ্গলা সংবাদপত্র আফিসে না পড়িবার জন্য আর এক 'সার্কিউলার' (চক্র আদেশ ?) জারি করিবার জন্য আমার প্রতি হুকুম হইল। এ সকল মহামূল্য আদেশ শুনিবার ও প্রচার করিবার জন্য আমাকে ঘণ্টার গরুড়ের মত তাঁহার আসিবার সময়ে সিঁড়ির উপর দাঁড়াইয়া থাকিতে হইত। যে দুই এক ঘণ্টা আপিল শুনিবার জন্য আফিসে থাকিতেন, ঘন ঘন গর্জ্জনে "ফেয়ারি হিল" কম্পিত করিতেন। সময়ে সময়ে উকিলমোক্তারগণ "জগদম্বা! আপনি বাঁচলে বাবার নাম" বলিয়া এক হাতে শকটচক্র সামলা ও অন্য হস্তে চোগা চাপকানের

লেজ ধরিয়া পলায়ন করিতেন। কেহ বা অন্যবিধ অকর্ম্ম করিয়া ফেলিতেন।

কিন্তু মিঃ স্ক্রীণ বড় যোগ্য লোক। এমন সুলেখক ও শাসনকার্য্যে দক্ষ কর্ম্মচারী সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় না। তাঁহার ইংরাজি লেখার জন্য তিনি ভারতখ্যাত ছিলেন। দেশহিতকর কার্য্যে তাঁহার এরূপ অদম্য উৎসাহ যে তিনি যেখানে গিয়াছেন সেই খানেই দেশহিতকর কার্য্যে তাঁহার কীর্ত্তি রাখিয়া আসিয়াছেন। চট্টগ্রামে যে অস্বাস্থ্যের জন্য এরূপ ভীষণ খ্যাতি লাভ করিয়াছে তাহার প্রধান কারণ তিন 'জ'—জল, জঙ্গল, জলাশয়। তাহার পর পায়খানার বেবন্দোবস্ত। চট্টগ্রামে সহরের উপর যে কয়েকটি নির্ঝর আছে—এখানের লোক ঝর্ণা বলে—তাহার অপর্য্যাপ্ত জল লবণাক্ত ও কর্দ্দমাক্ত কর্ণফুলী নদীতে গিয়া পড়িতেছে, অথচ সহরের উপর ঘন বসতির স্থানে পানীয় জলের একান্ত অভাব। স্থানে স্থানে জঙ্গল এরূপ যে দিবা দ্বিতীয় প্রহরেও তাহাতে রৌদ্র প্রবেশ করিতে পারে না। অথচ সকলই কুবৃক্ষের জঙ্গল বলিলেও চলে, কারণ চট্টগ্রামে সুফলাভাব। যাহা আম্র হয়, তাহা এরূপ কীটদুষ্ট যে পাকিলে তাহার একখণ্ডও পাওয়া যায় না। অতএব লোকে উহা চৈত্র বৈশাখ মাসে কাঁচা অবস্থায় লবণ, লঙ্কা, ও গুড় মাখিয়া একরূপ চাটনি করিয়া খায়,এবং তাহার ফলে উক্ত সময়ে চট্টগ্রাম সহরে ঘোরতর জ্বরের প্রাদুর্ভাব হয়। জলাশয় যাহা আছে সকল গুলিই একরূপ সবুজ বর্ণ বিকৃত সলিলে পূর্ণ। এরূপ জল অন্য স্থানের গরুবাছুরও স্পর্শ করে না। ইহার উপর নির্ঝর হইতে যে সকল স্রোত নির্গত হইয়া নদীতে গিয়াছে—ইহাদিগকে স্থানীয় লোকেরা 'ছড়া' বলে, —তাহাতে সহরের পায়খানা! সমস্ত বৎসর এ সকল পায়খানার ময়লা সঞ্চিত হইয়া থাকে,কেবল বর্ষার সময়ে ছড়ায় নদীর জোয়ার আসিলে এই সঞ্চিত ময়লা ধুইয়া যায়। কর্ণফুলী ক্রমশঃ দক্ষিণে সরিয়া নগরের সমক্ষে

বিস্তৃত চর সৃষ্টি করিতেছে। প্রত্যহ সহস্র গ্রামবাসী আজানু কর্দ্দম পার হইয়া নৌকা হইতে নগরে আসিতেছে। ইহাদের ক্লেশ দেখিলে পাষাণেরও দয়া হয়। অথচ এই চট্টগ্রামে পঞ্চাশ বৎসর যাবৎ 'মিউনিসিপালিটি' আছে। তথাপি ইহার কিছুই প্রতিবিধান হয় নাই। আমি স্কুলের শেষ শ্রেণীতে নাম লেখাইবার সময়ে চট্টগ্রাম সহরের যেরূপ মিউনিসিপাল অবস্থা দেখিয়াছিলাম, নগর বৃদ্ধি হইয়া আজও মিউনিসিপালিটির ঠিক সেরূপ অবস্থা ও ব্যবস্থা। ইংরাজেরা বলেন—"ঈশ্বর আহার্য্য প্রেরণ করেন, আর পাচক প্রেরণ করেন 'ডেভিল' (সয়তান)।" আমিও একবার চট্টগ্রামের মেজিষ্ট্রেটকে বলিয়াছিলাম তদ্রূপ ঈশ্বর আমাদিগকে এরূপ সুন্দর নগর দিয়াছেন, আর মিউনিসিপেল কমিশনার দিয়াছেন—'ডেভিল'। ইহার উপর আমার পাপে নগরের স্বাস্থ্যকর উত্তরাংশ শূন্য হইয়া দক্ষিণাংশে এরূপ ঘন বসতি হইতেছে যে ঘরের চালে চাল লাগিয়া যাইতেছে। আমার প্রথম পার্শনেল এসিষ্টেণ্টির সময়ে দেওয়ানি আদালত উত্তরাংশের পর্ব্বত সানু হইতে দক্ষিণাংশে আনিয়া আমি নগরের এ সর্ব্বনাশ সাধন করিয়াছি। পূর্ব্বে কালেক্টারির ও কমিশনরির বৃদ্ধ কর্ম্মচারীরা পর্য্যন্ত দুই মাইল পথ হাঁটিয়া উত্তরাংশ হইতে আফিসে আসিত, এবং আদালতের কর্ম্মচারীরা সেই উচ্চ পাহাড় বাহিয়া আফিসে যাইত। এ শারীরিক ব্যায়ামে তাহাদের কি বলিষ্ঠ দেহই ছিল, এবং কি স্বাস্থ্যসুখ তাহারা ভোগ করিত! এখন সকলে নগরের অস্বাস্থ্যকর দক্ষিণাংশে, বিশেষতঃ 'ফেয়ারি হিলের' চারিদিকে একটা খড়ের গৃহের সুন্দরবন সৃষ্টি করিয়াছে ও করিতেছে। অথচ মিউনিসিপালিটি নীরবে চাহিয়া আছে। এ সকল কারণে আমি মধ্যে যে একবার অস্থায়ী পার্শনেল এসিষ্টেণ্ট হইয়া আসিয়াছিলাম সে সময়ে নিম্নলিখিত প্রস্তাব করিয়াছিলাম।

১। ঝর্ণায় ঝর্ণায় 'পাম্প' বসাইয়া সমস্ত জল 'পাইপের' দ্বারা সহরে চালাইতে হইবে, এবং স্থানে স্থানে উহা জলাশয়ে লইয়া গিয়া 'রিজার্ভ' জলাশয় করিতে হইবে।

২। যেখানে জঙ্গলের জন্য রৌদ্র ও বায়ু প্রবাহিত হইতে পারে না, সেখানকার জঙ্গল কাটিতে হইবে।

৩। দূষিত জল ও কর্দ্দমপূর্ণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলাশয়সকল যথাসম্ভব পাহাড়ের মাটি আনিয়া ভরাইয়া ফেলিতে হইবে এবং বড় বড় জলাশয়ের পঙ্কোদ্ধার করিয়া উপরোক্তভাবে 'রিজার্ভ' করিতে হইবে।

৪। 'ছড়ার' পায়খানা উঠাইয়া দিয়া পশ্চিম হইতে মেথর আনিয়া পায়খানার সুবন্দোবস্ত করিতে হইবে।

৫। বক্সির হাটে নদীর প্রধান ঘাটে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নৌকার মালা গাথিয়া একটা floating jetty (ভাসমান পুল) প্রস্তুত করিতে হইবে। তাহাতে 'টোল' বসাইয়া তাহার ব্যয় নির্ব্বাহ ও মিউনিসিপালিটির আয় বৃদ্ধি করিতে হইবে।

৬। গৃহ নির্ম্মাণের নিয়ম (building regulation) প্রচলিত করিয়া এবং আদালত আবার উত্তরাংশে লইয়া দক্ষিণাংশের বসতির ঘনতা নিবারণ করিতে, ও উত্তরাংশে বসতি স্থাপন করিতে হইবে।

চট্টগ্রামের তদানীন্তন কালেক্টার কার্লাইল আমার প্রস্তাবগুলিন, বিশেষতঃ প্রথম প্রস্তাবটি, কার্য্যে পরিণত করিবেন বলিয়া আমার কাছে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন। আমার বদলির পর তিনিও বদলি হইয়া যান। কাযেই কিছুই হয় নাই। মিঃ স্ক্রীণ প্রায় সমস্ত প্রস্তাবগুলিতে হাত দিয়াছেন। তবে আমার সহজ প্রথম প্রস্তাবটি গ্রহণ না করিয়া, কি না জানিয়া, তিনি প্রস্তাব করিয়াছেন যে পাহাড়তলি রেলওয়ে আফিসাদির নিকটে পর্ব্বতগহ্বরে এক বৃহৎ জলাশয় Reservoir করিয়া তিনি সেখান হইতে কলে জল আনিয়া নগরে নিয়মিত Water work (জল প্রণালীর) ব্যবস্থা করিবেন। তাহার ব্যয় তিন লক্ষ। এক লক্ষ রেলওয়ে এ জল ব্যবহারের জন্য দিবে, এক লক্ষ ডিঃ বোর্ড

ও মিউনিসিপালিটি ধার করিবে, এবং এক লক্ষ গবর্ণমেণ্ট দিবেন। ঠিক মনে নাই, বোধ হয় এরূপ প্রস্তাব করিয়া তিনি অদম্য উৎসাহে তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে অবিশ্রাম পরিশ্রম করিতেছিলেন। আফিসের অন্য কার্য্য তিনি প্রায় কিছুই করিতেন না। তিনি তাহার জন্য কতকগুলিন সাঁট করিয়াছিলেন। ডাক আসিলে চিঠি সকল পড়িয়া তিনি তাহার উপর এ সকল সাঁট চিহ্ন বা অক্ষর মাত্র লিখিয়া দিতেন। তাহার পর সেই সাঁট মতে সমস্ত কার্য্য আমি করিতাম। কেবল জলের ও পায়খানার বন্দোবস্তের ফাইলগুলি মাত্র তাঁহার কাছে পাঠাইতে হইত। আমার জবাবদিহি বড়ই গুরুতর। পাহাড়তলির চৌকিদারির টেক্সের বিরুদ্ধে রেলওয়ের কর্ত্তৃপক্ষ আপীল করিয়াছেন। উহা আমি কেমন করিয়া নিষ্পত্তি করিব? 'ফাইল' তাঁহার কাছে পাঠাইয়াছি। তিনি তাহার উপর লিখিয়া দিয়াছেন—"আমাকে যদি পার্শনেল এসিষ্টেণ্টের কার্য্য করিতে হইত, তবে আমি তাহার বেতন মাত্র পাইতাম।" তখন হইতে এ সকল আপিলও আমি নিষ্পত্তি করিতে লাগিলাম। তিনি বলিলেন এ জন্যই তিনি আমাকে এত চেষ্টা করিয়া আনিয়াছিলেন। তিনি আফিসের উপরও ভয়ানক চটিয়াছিলেন। আমি আসিলে আমাকে বলিলেন "The office is simply execrable (আফিসটি অভিশাপের উপযুক্ত)। আমি দেখিলাম তাহার কারণ যে আমার পূর্ব্ববর্ত্তী তাঁহার নিজের বিদ্যা দেখাইবার জন্য আফিসের কেরাণীদের মুসাবিদাসকল লাল কালিতে কাটিয়া কুরুক্ষেত্র করিয়া কমিশনারের কাছে পাঠাইতেন। মিঃ স্ক্রীণ একে ত চাহেন না যে এরূপ কায তাঁহার কাছে যায়, তাহাতে এরূপ কাটাকুটি দেখিয়া মহা চটিয়া তাহার উপর disgraceful ইত্যাদি অমৃতবাণী লিখিয়া ফাইল ফেরত দিতেন। আমি দেখিলাম

এক দিকে ত এই। অন্য দিকে এ সকল মুসাবিদা আমাকে কাটিতে হইলে আমাকে দিনরাত্রি অবিরাম খাটিতে হইবে। আমি বলিয়াছি যে বারটার আগে এবং তিন চারিটার পর কলম ধরা আমার অভ্যাস নাই। অতএব আমি প্রথমে যে কার্য্য যে কেরানির দ্বারা চলিবে, বিবেচনা করিয়া তাহাকে সে কার্য্য দিলাম, এবং কাহারও মুসাবিদা বা 'নোট' আমার মনোমত না হইলে আমি তাহাকে ডাকিয়া উহার দোষ দেখাইয়া দিয়া একবার, দুইবার, তিনবার তাহাকে আবার মুসাবিদা বা নোট লিখিতে দিতাম। নিতান্ত না পারিলে আমি মুখে বলিয়া লেখাইয়া দিতাম। অতএব অল্প দিনের মধ্যে কার্য্য এমন সহজে ও সুশৃঙ্খলায় চলিতে লাগিল যে মিঃ স্ক্রীপ তজ্জন্য আমাকে বার বার ধন্যবাদ দিতে লাগিলেন। এ সকল কারণে তিনি আমার প্রতি বড়ই সদয় হইয়া একদিন আমার এক সেট বহি চাহিলেন। আমি বুঝিলাম যে তাঁহার ইচ্ছা তিনি আমাকে একটা "রায় বাহাদুর" করিবেন। আমি পুস্তক পাঠাইয়া লিখিলাম যে পুস্তক চাহিবার উহাই যদি তাঁহার উদ্দেশ্য হয় তবে আমাকে মুখ খুলিয়া বলিতে হইতেছে যে আমি "রায় বাহাদুরি"কে নিতান্ত ঘৃণার চক্ষে দেখি। তিনি আমাকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি বলিলাম প্রথমতঃ আমি দরিদ্র, উপাধির উপযোগী আমার অবস্থা নহে। দ্বিতীয়তঃ এই চট্টগ্রামেই এরূপ লোক "রায় বাহাদুর" হইয়াছে—একজনকে আমিই করিয়াছিলাম —যে তাহাদের পার্শ্বে বসিলেও আমার ও আমার বংশের অমর্য্যাদা হইবে। তিনি বলিলেন, ঠিক কথা, গবর্ণমেণ্ট উপাধিগুলিন বিক্রয়ের পদার্থ করিয়া এরূপ ঘৃণিত করিয়া তুলিয়াছেন। এজন্য এখন ভাল ভাল লোককে উপাধি দেওয়া বিশেষ আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। জানি না তিনি গবর্ণমেণ্টে আমার নাম পাঠাইয়াছিলেন কি না, কিন্তু

তাঁহার এরূপ উত্তর পাইয়া আমি বড় নিশ্চিন্ত হইতে পারিলাম না। তাহার উপর এক ঢাকাই "রায় বাহাদুর" আমাকে হঠাৎ এক দিন লিখিয়াছেন—তিনি কখনও আমার কাছে পত্র লেখেন নাই—যে তিনি বিশ্বস্ত সূত্রে অবগত হইয়াছেন যে এবার 'জুবিলির' সময়ে আমি "রায় বাহাদুর" হইব। ইঁহারা নিজে উপাধি-ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া খুঁজিয়া বেড়ান যে আর কেহ এই সংক্রামক রোগে তাঁহাদের অবস্থাপন্ন হইতেছে কি না। উহাই তাঁহাদের একমাত্র সান্ত্বনা। এই পত্র পাইয়া একরূপ আহার নিদ্রা শূন্য হইলাম। যে দিন "উপাধি গেজেট" বাহির হইবে সে দিন প্রথম আফিসে চট্টগ্রামের গবর্ণমেণ্ট প্লীডার হাসিতে হাসিতে আমার কক্ষে আসিয়া বলিলেন—"'উপাধি গেজেট' দেখিয়া আসিলাম।" আমি ভাবিলাম—তবেই হইয়াছে। বুঝি এই দুর্গতি আমার ঘটিয়াছে। চট্টগ্রামের একজন উকিল 'রায় বাহাদুর' হইতে অমৃত বোসের গাণিক্য ধনের মত ক্ষেপিয়াছে। তিনি প্রথম হাসিয়া বলিলেন—"তাহার নাম নাই। এবার সে গলায় দড়ী দিয়া মরিবে।" কিন্তু আছে কার নাম?—চট্টগ্রাম বিভাগের একটা অশ্রুতনামা মুসলমানের নাম। ইনি মিঃ স্ক্রীণের এক প্রিয়পাত্র ছিলেন। তাহার পর ঢাকার দাদা কালীপ্রসন্নের পত্র পাইয়া জানিলাম যে আমার আসন্ন উপাধি তাঁহার স্কন্ধে পড়িয়াছে, এবং তিনি আনন্দে আটখানা হইয়াছেন। আমি ভাবিলাম—"যা শত্রু পরে পরে"। আমি তাঁহাকে লিখিলাম যে তিনি যখন এত সুখী হইয়াছেন, আমরাও সুখী। কিন্তু আমার মতে তিনি সাদাসিদা কালীপ্রসন্ন ঘোষ থাকিলে তাঁহার পক্ষে সম্মানের বিষয় হইত। তিনি "এমন রসে বিরসের ধ্বনি" শুনিয়া বোধ হয় বিরক্ত হইয়াছিলেন। কারণ তাহার পর বহুদিন তাঁহার পত্র পাইলাম না। আমি এই দ্বিতীয় বার "রায় বাহাদুরি" হেলায় হারাইলাম। এই উপাধি-ব্যাধির দিনে এ কথা কে বিশ্বাস করিবে?

মাতৃসেবা।

(১)

পুত্রের উপনয়ন।

কিন্তু স্ক্রীণ সাহেবের এই অনুগ্রহে আমার এক প্রকার কয়েদীর অবস্থা হইয়া পড়িল। তিনি রবিবারে, কি বন্ধের দিনেও আমাকে কোথায় যাইতে দিতেন না। ছুটী চাহিলে বলিতেন যে তাঁহার সমস্ত কার্য্যের ভার আমার উপর দিয়া তিনি নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিবেন বলিয়া আমাকে আনিয়াছিলেন। আমি ছুটী লইলে তাঁহার কার্য্য কিরূপে চলিবে। এমন কি আমার পুত্রের উপনয়নের জন্যও তিনি নিতান্ত অনিচ্ছায় আমাকে একটি দিন মাত্র ছুটী দিয়াছিলেন। চট্টগ্রামের বৈদ্যেরা অনেকে উপনয়ন-ভ্রষ্ট, কাযেই জাতিভ্রষ্ট, কারণ একমাত্র উপনয়নের দ্বারাই তাঁহারা বৈদ্য বলিয়া পরিচিত হইতে পারেন। আর্য্যজাতি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য, তিন ভাগে বিভক্ত হইলেও উপনয়নই তাহাদের সর্ব্বপ্রধান সংস্কার। উহাই আর্য্যজাতির বিশেষ লক্ষণ। পূর্ব্ববঙ্গের অধিকাংশ বৈদ্যের উপনয়ন-ভ্রষ্ট হইবার নানাবিধ উপাখ্যান আছে। নিজ চট্টগ্রামেই ত্রিশ চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে এই বিষয়ে ঘোরতর আন্দোলন হয়, এবং উহার নিষ্পত্তির জন্য এক মহতী বৈদ্যসভা পূর্ব্ববঙ্গের নানাস্থান হইতে আহূত হয়। আমি এই সভার একটা পুরাতন মুদ্রিত কার্য্য বিবরণী পাইয়াছিলাম। তাহাতে রাজবল্লভের সময়ের সমস্ত ভারতবর্ষের পণ্ডিতাগ্রণীর স্বাক্ষরিত উপনয়নভ্রষ্ট বৈদ্যজাতির উপনয়নের একখানি ব্যবস্থা ও উপনয়ন পদ্ধতি মুদ্রিত ছিল। আমি এই ব্যবস্থা ও পদ্ধতি অনুসারে পুত্রের উপনয়নের সঙ্কল্প দুই বৎসর পূর্ব্বে করিয়াছিলাম। তাহাতে দেশে ঘোরতর আন্দোলন উঠিল যে, "যেনাস্য

পিতরো যাতা যেন যাতা পিতামহাঃ" ধর্ম্মটা নষ্ট করিতে আমি উদ্যত হইয়াছি। যাহা হউক যাঁহারা আমার প্রধান বিপক্ষ ছিলেন তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ ইতিমধ্যে নিজে বুড়া বয়সে বিনা উপনয়নে যজ্ঞোপবীত ধারণ করিয়াছেন, কেহ কেহ বা আপনার পুত্রদের 'শিব-গায়ত্রী'—জানি না জিনিসটা কি, দিয়া উপনয়ন করাইয়াছেন, কারণ 'প্রণব' গ্রহণ করিলে 'শুভ' হইবে কি না ভয় আছে। আমি স্থির করিলাম যে উপনয়ন দিতে হইলে 'প্রণব' না দিয়া একটা খিচুড়ি পাকাইব না। সকলে একবাক্যে বলিয়া উঠিলেন ইহাতে কখনও শুভ হইবে না। সর্ব্ব-মঙ্গলময় শ্রীভগবানের ধ্যান শিক্ষা দিলে যদি অমঙ্গল হয়, তবে আর মঙ্গল কিসে হইবে? 'হিন্দু' ধর্ম্ম চুলায় যাক্—'হিন্দু' শব্দ কোনও শাস্ত্রে কি অভিধানে নাই। শুনিয়াছি উহা পারস্য শব্দ, অর্থ গোলাম। 'প্রণব' সনাতন আর্য্য ধর্ম্মের ও আর্য্যদর্শনের সারাংশ, মূলতত্ত্ব। 'প্রণবই' বেদের, কাযে কাযে আর্য্যধর্ম্মের চরমতত্ত্ব, চরম শিক্ষা, চরম সাধনা। 'প্রণব'ই আমাদিগকে অনন্ত অতীতের সঙ্গে গ্রথিত করিয়া রাখিয়াছে, এবং প্রত্যহ সেই অতীত আমাদের স্মৃতিপথে আনিয়া আমাদের এই পতিত সময়েও আমাদের হৃদয় গৌরবে, গাম্ভীর্য্যে ও মনুষ্যত্বে পূর্ণিত করে। যে প্রণব না শিখিল, না বুঝিল, সে আর্য্যধর্ম্মের কিছুই শিখিল না, বুঝিল না। যাহার প্রণবে অধিকার নাই, সে অনার্য্য। যদি এই সনাতন ধর্ম্মের নাম 'হিন্দু' রাখিতে চাহ তবে সে 'অহিন্দু'। অতএব আমি পুত্রকে 'প্রণবেই' দীক্ষিত করিলাম। যখন শিশু গৈরিক পরিধান করিয়া এ মহাদীক্ষা গ্রহণ করিয়া ব্রহ্মচারী সাজিল, তখন আমাদের পতি পত্নীর চক্ষে দরদর ধারায় অশ্রু বহিতে লাগিল। জগতে এমন পবিত্র দৃশ্য বুঝি আর নাই। তাহার উপর যখন সেই শিশু-সন্ন্যাসী খোল করতালের সঙ্গে গাইতে লাগিল—

"আমার ডোর কৌপিন দেও ভারতি গোঁসাই!"—তখন সমবেত পণ্ডিত মণ্ডলী ও নরনারী সকলেই অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিল। সেই শিশু-সন্ন্যাসী যখন আমার কাছে ভিক্ষা চাহিল, আমি তাহাকে বক্ষে লইয়া প্রণবের অর্থ বুঝাইয়া দিলাম। পণ্ডিতেরা পর্য্যন্ত বলিলেন যে তাঁহারা প্রতি বৎসর কত উপনয়ন দিয়া থাকেন। কিন্তু এত দিনে তাঁহারা প্রকৃত উপনয়ন কি তাহা বুঝিলেন। এত দিনে একটি প্রকৃত উপনয়ন দেখিলেন। তাহা হইলে কি হয়? আমি বহু বৎসর পূর্ব্বে আমার বাড়ী হইতে বলিদান উঠাইয়া দিয়াছি। নিরীহ ছাগ ও মহিষ শিশুগুলি ঘোরতর নিষ্ঠুর ভাবে বলিদান দিলে যে জগৎপিতা দয়াময় ভগবান্ বা জগন্মাতা দয়াময়ী ভগবতী কেন আপনার সন্তান হত্যায় প্রীত হইবেন, এবং এই ঘোরতর জীবঘাতী হিংসাকার্য্য কিরূপে ধর্ম্মকার্য্য হইতে পারে, আমি তাহা বুঝিতে পারি না। তবে পুরাতন নিষ্ঠাবান হিন্দুরা ভগবানকে না নিবেদন করিয়া কিছুই গ্রহণ করিতেন না। কাযেই মাংস খাইতে হইলে উহা তাঁহাকে নিবেদন করিতে হইবে। আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি এরূপ নিষ্ঠাবান্ ব্যক্তি অতি কষ্টে একটি মাত্র ছাগল বৎসরে বলিদান দিতেন, এবং সেই একবার মাত্র মাংসাহার করিতেন। এরূপ বলিদানের অর্থও জীবহিংসা নিবারণ। শ্রীভগবানের নিকট বলিদান দিয়া মাংস খাইতে হইলে উহা কত ব্যয়সাধ্য! কিন্তু এখন বলিদান যে যত দিতে পারে, তাহার তত বাহাদুরি, এবং অনিবেদিত মাংস দূরে থাকুক, কসাইয়ের মাংস পর্য্যন্ত এই বাহাদুরেরা খাইতে ছাড়েন না। আমি বলিদান উঠাইয়া দিলে, এই 'যেনস্য পিতরো যাতা' বাহাদুরের দল ক্ষেপিয়া উঠিল। জ্ঞাতি বিদ্বেষের মত যে মারাত্মক বিদ্বেষ আর নাই, রাবণও বুঝিয়াছিল। আমার বংশীয়েরা সভার পর সভা করিয়া জোর করিয়া আমার বাড়ীতে

আমার বংশের কুলমাতা দশভুজার কাছে বলি দিবেন বলিয়া তাঁহাদের এক জনকে দৌত্যে বরণ করিয়া আমাকে সংবাদ দিলেন। আমি বলিলাম তাহা হইলে আমি জননীকে বলিব—"মা! নিরীহ ছাগল-শিশু খাইয়া কি হইবে, এই বলিদানকারীদিগকে নরবলি লও!" আমার সেরূপ করিবার অধিকার কি তিনি জিজ্ঞাসা করিলে, আমি দণ্ডবিধি-তন্ত্রের দোহাই দিয়া বলিলাম যে আমি স্বয়ং ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, অতএব আমার বাড়ীতে আসিয়া আমার ধর্ম্ম-বিশ্বাসে কেহ আঘাত করিলে, আমার আত্মরক্ষার অধিকার কি আছে আমি জানি। তাহার পর তাঁহারা আমার পার্শ্বের একটি দরিদ্র অংশীদারের বাড়ীতে হাড়িকাঠ পুতিয়া বলিদান দিবেন সঙ্কল্প করিলেন। আমি বলিলাম যে আমার বাড়ী ডিঙ্গাইয়া মা বলি খাইতে পারিলে আর একখানি ঘর ডিঙ্গাইয়া কি খাইতে পারিবেন না। আর একখানি ঘর পরে হইলেই তাঁহাদের বাড়ী। শেষে এই মহৎ সঙ্কল্পও ত্যাগ করিয়া, সে বৎসর তাঁহারা বলির সংখ্যা আরও দ্বিগুণ বৃদ্ধি করিলেন। হিন্দু কলাপাতের বুকের দিকে খায় বলিয়া মুসলমান তাহার পিঠের দিকে খায়। কেবল তাহা নহে, দেশময় আনন্দের ধ্বনি উঠিল যে দশভুজা বলি খাইতে না পাইয়া, শীঘ্রই আমার মুণ্ডটা ভক্ষণ করিবেন। হা অদৃষ্ট! ইহাই কি আজ হিন্দু ধর্ম্ম! কিন্তু যখন দেখিলেন যে আমার মুণ্ডটা আমার স্কন্ধের উপর ঠিক রহিয়া গেল, তখন ক্রমে ক্রমে তাঁহাদের বলির সংখ্যা কমিয়া এখন হোমিওপ্যাথিক মাত্রায় দাঁড়াইয়াছে। কারণ উঠাইয়া দিলে যে আমার দৃষ্টান্তের অনুকরণ করা হয়। তাহার অপেক্ষা মৃত্যু ভাল। আমি যদি কোনও কার্য্য করিয়া স্বর্গে যাই, তাহারা বরং তাহার বিপরীত করিয়া নরকে যাইবেন, তথাপি তাঁহারা আমার অনুকরণ করিবেন না। দীনবন্ধু বাবুর রামমাণিক্যের সেই মহাবাক্য—"বাগ্যদরি ভাই ভাতারি

করবে সেও ভাল, তবু পরের লগে দেহ দিব না।" যাহা হউক, এবারও এই "পিতরো যাতা" গ্রাম্য পাটোয়ারির দল বলিলেন আমার নিশ্চয় একটা ঘোরতর বিপদ হইবে। তাহার পর যখন আমার পল্লীগ্রামের বাড়ী দগ্ধ হইল, তাঁহারা বলিলেন—"এই দেখিলে! প্রণবে ব্রাহ্মণের মাত্র অধিকার। উঁহাতে পূর্ব্বে বামনের মুখে আগুন জ্বলিত (বোধ হয় শীতকালে এখনও জ্বলে)। সেই আগুনে তাঁহার বাড়ী পোড়া গিয়াছে।" তবে খট্‌কার মধ্যে এই ছিল যে এই প্রণবের আগুনে তাঁহাদেরও কাহারও কাহারও বাড়ীও এ সঙ্গে পুড়িয়া গিয়াছিল। বাস্তবিক পোড়া গিয়াছিল বেলা দুইটার সময়, আমার সংসার জ্ঞানহীন ভ্রাতা ও তাঁহদের পরিবারবর্গের অসাবধানে। তাঁহাদের বিশ্বাস যে আমার গুরুদেব ৺ শঙ্করপুরী আমার বাড়ীর আগুন বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। কখনও পোড়া যাইবে না। এই বিশ্বাসের ফলে তাহারা আগুন লইয়া যদৃচ্ছা খেলা করিত। এই উপনয়নের সময়ও আমি তাহাদের অসাবধানতা দেখিয়া বারম্বার তিরস্কার করিয়া বলিয়াছিলাম যে তাহারা বাড়ীখানি না পোড়াইয়া ছাড়িবে না। যাহা হউক প্রণবের এ আগুন ক্রমে নিবিয়া আসিতেছে, এবং তাহার পর চট্টগ্রামের বৈদ্যদের মধ্যে ক্রমে উপনয়ন প্রচলিত হইতেছে। বুদ্ধদেব পশুঘাতী হিন্দুধর্ম্মের সকলই উড়াইয়া দিয়াছিলেন। রাখিয়াছিলেন কেবল এই উপনয়ন ও ব্রহ্মচর্য্য। এই রেঙ্গুনে পালে পালে শিশু ব্রহ্মচারীর দল। গৃহত্যাগ করিয়া 'কেয়াঙ্গে' বৌদ্ধ 'ভিক্ষু' বা 'ফুঙ্গিদের' সঙ্গে বাস করে, এবং তাহাদের সঙ্গে ভিক্ষায় বহির্গত হয় ধনী দরিদ্র সকল ব্রহ্মজাতীয় লোকের শিশুপুত্রদের, দীক্ষিত হইয়া কিছুকাল ব্রহ্মচর্য্য গ্রহণ করিতে হয়। শুনিয়াছি অদ্ভুতকর্ম্মা শ্বেতাঙ্গিনী এনি বশান্ত ও তাঁহার কাশীস্থ হিন্দুকলেজও এই ব্রহ্মচর্য্য প্রচলিত করিয়াছেন।

(২)

স্থানীয় উন্নতি।

চট্টগ্রাম সহরের পায়খানার বন্দোবস্তে হস্তক্ষেপ করাতে সহরের ইতর মুসলমানেরা আবার লালচাঁদ চৌধুরীর মোকদ্দমার সময়ের মত আগুন জ্বালাইয়াছে। দিনরাত্রি সহরে স্থানে স্থানে আগুন লাগিয়া লোকের সর্ব্বনাশ হইতেছে। মিউনিসিপেল কমিশনরগণ তাঁহাদের ধনপ্রাণ-ভয়ে অস্থির। একজনকে গাড়ী হইতে টানিয়া বাহির করিয়া অবৈতনিক কমিশনরির কিছু বেতনও দেওয়া হইয়াছে। এলেন সহেব অগ্নি নির্ব্বাণের ভার প্রাপ্ত হইয়া দিন রাত্রি—

"কোতোয়াল যেন কাল খাড়া ঢাল ঝাঁকে
ধরি বাণ খরশান হান্ হান্ ডাকে।"

মিঃ স্ক্রীণ পাগলামি করিয়া এক 'সার্কিউলার' জারি করিয়াছেন। তাহাতে লেখা আছে কেহ কই মাছ ভাজা করিতে পারিবে না। ইংলিসমেনের পত্র প্রেরক—বোধ হয় মিঃ এলেন কি মিঃ এণ্ডারসন—এই "কই মাছ ভাজা" লইয়া দেশশুদ্ধ লোককে হাসাইয়াছে। মিঃ স্ক্রীণকে পাকা কমিশনার করিতে গবর্ণমেণ্ট পুর্ব্বেই নারাজ ছিলেন। এখন কবুল জবাব দিলেন। মিঃ স্ক্রীণ চটিয়া পদত্যাগ করিয়া বিলাত চলিয়া গেলেন, এবং যাইবার সময়ে তাঁহার প্রতিকুলে যাঁহারা ষড়যন্ত্র করিয়াছিলেন, তাঁহাদের প্রতি 'কেপিটেল' কাগজে এক পত্রে 'বিদায়ী অস্ত্র' ত্যাগ করিয়া 'সিমলা দলের' রহস্য উদ্ঘাটিত করিয়া যাইলেন। দেখিলাম 'সিভিল সার্ভিসে'ও বেশ একটুক দলাদলি আছে। কটন সাহেবও সময়ে সময়ে Simla clique তাঁহার অনিষ্টকারী বলিয়া বলিতেন। যাহা হউক স্ক্রীণ চলিয়া গেলেন, এবং চট্টগ্রামের স্থানীয় উন্নতির আশা ফুরাইল! তাঁহার স্থানে মিঃ কলিয়ার (Collier) আসিলেন। তিনি

বহুদিন আলিপুরের কালেক্টার ছিলেন। সকলে বলিতেন যে তিনি "শিবতুল্য লোক"। দেখিলাম বাস্তবিকই তাই। এমন শান্ত, স্থির, ধীর প্রকৃতির লোক আর সিভিল সার্ভিসে দেখি নাই। আমি প্রথম দিনই তাঁহাকে বলিলাম যে মিঃ স্ক্রীণ কেবল তাঁহার নিজের প্রিয় কয়েকটি বিষয়ের 'ফাইল' নিজে দেখিতেন, অন্য যাবতীয় কার্য্য আমি নির্ব্বাহ করিতাম। মিঃ কলিয়ারের সময়ে কিরূপ কার্য্য করিব উপদেশ জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি বলিলেন এই তাঁহার প্রথম কমিশনারি। অতএব তিনি সকল কার্য্য প্রথম কিছু দিন নিজে দেখিবেন, যেন কমিশনারের কাযের ধারণা তাঁহার হয়। আমি তদনুসারে ছাই ভস্ম পুরিয়া চার পাঁচ বাক্স প্রথম দিনই তাঁহার কাছে পাঠাইলাম। বলিয়াছি কমিশনার এক পোষ্টমাষ্টার বিশেষ। উপরের কাগজের নকল নীচে, এবং নীচের কাগজের নকল উপরে পাঠানই ইঁহার প্রধান কার্য্য। তিনি একবাক্স মাত্র দেখিয়া আমাকে ডাকিয়া বলিলেন—"আপনি মিঃ স্ক্রীণের প্রণালী মতে কায করুন। কেবল যে ফাইল আপনি আমার দেখা উচিত মনে করেন তাহাই আমাকে পাঠাইবেন।" মিঃ স্ক্রীণ নানা স্থানীয় উন্নতি বিষয়ে হাত দিয়াছিলেন। কাযেই প্রত্যহ তাঁহাকে এক বাক্স কাগজ পাঠাইতে পারিতাম। ইঁহার কাছে তিন চার ফাইলের বেশী পাঠাইবার কিছুই থাকিত না। তাহাতেও প্রায় তিনি আমার লিখিত নোট কি মুসাবিদা স্বাক্ষর করিয়া দিতেন। কাযেই দশ পনর মিনিটের বেশী কায থাকিত না। এক দিন এই কায শেষ করিয়া আমাকে ডাকিয়া বলিলেন—"আমার জন্য আর কোনও কায আছে কি?" আমি বলিলাম—"না।" তিনি ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন—"তবে কমিশনার একজন রাখিবার প্রয়োজন কি?" লাঠি বগলের নীচে লইয়া চলিয়া গেলেন।

প্রায়ই এরূপ হইত। তাহার ফল এই হইল যে তিনি এক এক বার পনর কুড়ি দিনের জন্য মফঃস্বল চলিয়া যাইতেন। কোথায় যাইতেছেন, কবে আসিবেন, তাহাও আমাকে বলিয়া যাইতেন না। কাযেই সমস্ত ডিভিসনের কার্য্য আমাকে করিতে হইত। স্ক্রীণের সময় কখন কখন টেলিগ্রাম করিয়া কোনও কোনও বিষয়ে তাঁহার আদেশ কি মত আনাইতাম। এখন তাহাও করিবার যো নাই। সকল কায আমি প্রকৃত কমিশনারের মত নির্ব্বাহ করিতে লাগিলাম। কেবল কোনও গুরুতর বিষয় থাকিলে আমি তাহা কিরূপে নির্ব্বাহ করিয়াছি তাহা দেখিবার জন্য, এবং আমার কার্য্য তাঁহার অনুমোদিত না হইলে, তাঁহার আদেশের জন্য সেই 'ফাইল' তিনি ফিরিয়া আসিলে তাঁহার কাছে পাঠাইতাম। এরূপ 'ফাইলের' উপর আমি এক 'D' (disposed of) লিখিয়া দিতাম। কেরানীরা এ 'ডি' চিহ্নিত ফাইল জমা করিয়া কমিশনার ফিরিয়া আসিলে এক বাক্সে তাঁহার আদেশের জন্য পাঠাইত। তিনি আমার স্বাক্ষরের পার্শ্বে স্বাক্ষর মাত্র করিয়া পাঁচ মিনিটের মধ্যে বাক্স ফেরত পাঠাইতেন। তাঁহার কাছে কি সুখেই কায করিয়াছিলাম!

কিন্তু স্থানীয় কোনও উন্নতির কার্য্যে তিনি হস্তক্ষেপ করিতে চাহিতেন না। মিঃ স্ক্রীণের জলের কলের প্রস্তাব তিনি আসিয়াই আমার মাথাকুটা সত্ত্বেও পরিত্যাগ করিলেন। তাহার কারণ লিখিলেন যে রেলওয়ে এখন লক্ষ টাকা দিতে অসম্মত। তাঁহার কার্য্যভার গ্রহণ করিবার পর দিন প্রায় তিন হাজার মুসলমান দল বাঁধিয়া আসিয়া গাড়ী হইতে নামিবা মাত্র তাঁহাকে ঘিরিয়া তাঁহার হাতে এক দরখাস্ত দিল। তিনি তাহাদের দলপতি কয়েক জনকে সঙ্গে করিয়া উপরে আসিয়া আমাকে ডাকিয়া আমার হাতে দরখাস্তখানি দিয়া বলিলেন—"ইহারা

কি চাহে ?” আমি বলিলাম নূতন পায়খানার যে বন্দোবস্ত হইতেছে, ইহারা তাহা রহিত করিতে প্রার্থনা করিতেছে। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—“আমি ইহাদের কি বলিব ?” আমি বলিলাম তাঁহার কিছুই বলিতে হইবে না, যাহা বলিবার আমি বলিতেছি। আমি তাহাদের পর দিন প্রাতে আমার ঘরে যাইতে বলিলাম। তাহারা চলিয়া গেল। পর দিন প্রাতে আমার গৃহে উপস্থিত হইলে আমি তাহাদের বলিলাম যে আমি বিদেশীয় হাকিম নহি, তাহাদের দেশীয় হাকিম। তাহার রক্ত মাংস আমার রক্তমাংস। অতএব আমি তাহাদের সুখে সুখী, দুঃখে দুঃখী। তাহারা এরূপ অগ্নিকাণ্ড করিয়া কোনও ফল পাইবে না। লাভের মধ্যে তাহারা জেলে যাইবে। যেখানে মিউনিসিপেলটি সেখানে এ সকল টেক্স। আজ পায়খানার টেক্স দিতে হইবে বলিয়া তাহারা এ উৎপাত করিতেছে, কাল জলের টেক্স, পরশু আলোর টেক্স, এরূপ কত টেক্সই মিউনিসিপেলটিতে থাকিলে দিতে হইবে। সহরে থাকিয়াও তাহাদের বিশেষ কিছু লাভ নাই। আগে তাহারা ‘মনোহারি’ ইত্যাদি দোকান করিয়া ও অন্যান্য ব্যবসা করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিত। এখন বিদেশীয় বাণিজ্যে সকল ব্যবসার পথ বন্ধ করিয়াছে। এখন তাহাদের একমাত্র অবলম্বন পেয়াদাগিরি ও দপ্তরিগিরি। তাহাতে কয়জন লোকেরই অন্ন চলিবে। অতএব তাহাদের পক্ষে সহর ত্যাগ করাই উচিত। সহরের উপর তাহাদের যে বাড়ী আছে তাহা বিক্রয় করিলে তাহারা প্রত্যেক বাড়ীর জন্য সাত আট শত টাকা পাইবে। সহরের বাহিরে পল্লীগ্রামে ঐ টাকাতে তাহারা সাত আট ‘কানি’ (কানি বিঘার কিছু কম) জমি কিনিয়া কৃষিকার্য্য করিলে পরম সুখে থাকিতে পারিবে। আমার কথায় ও সহানুভূতির কণ্ঠে তাহাদের হৃদয় ভিজিল। তাহারা এই পরামর্শ গ্রহণ করিতে সম্মত হইল। বলিল এখন তাহাদের আপাততঃ

এই পায়খানার টেক্স ও স্ত্রীলোকদের বৈইজ্জতি হইতে রক্ষা করিলে তাহারা ক্রমে ক্রমে সহরের বাহিরে চলিয়া যাইবে। আমি তাহা স্বীকার করিলাম, এবং পর দিন কমিশনারকে এ কথা বলিয়া মেজিষ্ট্রেটের কাছে আদেশ প্রেরণ করিলাম যে আপাততঃ পায়খানার বন্দোবস্ত পরীক্ষাধীন ভদ্রপল্লীতে প্রচলিত করিয়া কৃতকার্য্য হইলে, পরে দরিদ্র পল্লীতে প্রচলিত করা যাইবে। অগ্নি কাণ্ড নিবিয়া গেল। মুসলমানেরা আমার জয়জয়কার করিতে লাগিল, এবং কমিশনরেরা নির্ভয় হইলেন। ঐতিহাসিক 'ছড়া' পায়খানা উঠিয়া গেল, এবং ক্রমে ক্রমে সমস্ত নগরে নূতন বন্দোবস্ত প্রচলিত হইল। আমার একটি উদ্দেশ্য সাধিত হইল। জলের কলের প্রস্তাব মিঃ কলিয়ার মাটি চাপা দিলে আমি আমার প্রস্তাব মতে ঝর্ণার জল 'পম্প' এবং 'পাইপের' কিম্বা কেবল সুপারি গাছের দ্বারা সমস্ত সহরে চালাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলাম, এবং তজ্জন্য মিউনিসিপেলিটির গ্রীবা নিষ্পীড়ন আরম্ভ করিলাম। তাহার জন্য মিউনিসিপেলিটি অনেক লেখালেখির পর 'বজেট' করিয়াছিলেন।

(৩)

সীতাকুণ্ড।

আর হস্তক্ষেপ করিলাম আবার দেশের তীর্থটিতে। "আজ্‌কে বিফল হ'লো হ'তে পারে কাল"—নূতন আইন করিয়া তীর্থরক্ষা করা লর্ড কার্জ্জন নিষ্ফল করিয়াছেন। এখন অন্যরূপে সীতাকুণ্ড তীর্থটির উন্নতিসাধন ও রক্ষা করিতে পারি কি না দেখিতে লাগিলাম। দেখিলাম যে মোহন্তের পদচ্যুতির জন্য 'অধিকারীরা' মোকদ্দমা করিয়া নিষ্ফল হইয়াছে। সীতাকুণ্ডে পাণ্ডাদিগকে 'অধিকারী' বলে। ইহাতে বুঝা যাইবে যে ইহারাই এই তীর্থের প্রকৃত অধিকারী। মোহন্ত

কেবল তীর্থগুরু মাত্র। অধিকারীদের মোকদ্দমায় নিষ্ফল হইবার কারণ সীতাকুণ্ড যে কখনও এণ্ডাওমেণ্ট কমিটির অধীন ছিল তাহার প্রমাণ "অধিকারীরা" উপস্থিত করিতে পারে নাই। তাহারা পুরাতন কাগজ পত্রের নকল চাহিলে কালেক্টর ও কমিশনারের আফিসে মোহন্তের যে দুজন উচ্ছিষ্টভোজী নরাধম ছিল, তাহারা তাহা লুকাইয়া ফেলিয়াছিল। তাহারা রিপোর্ট দিয়াছিল এরূপ কোনও কাগজ উভয় আপিসে নাই। আমি শুনিয়া বিস্মিত হইলাম, কারণ আমি প্রথমবার পার্শনেল এসিষ্ট্যাণ্ট থাকিতে সেই সকল কাগজ বাহির করিয়া নূতন এণ্ডাওমেণ্ট কমিটি গড়িয়াছিলাম। কমিশনার আফিসের সেই নরাধম আমাকে বলিল যে আফিস তিন স্থানে নাড়া চাড়া করিতে সে সকল কাগজ হারাইয়া গিয়াছে। এই লোকটির গোবরের মত বর্ণ, খর্ব্বাকৃতি, এবং বিদ্যাতে গরু হইলেও তাহার মুখের অবয়ব ও তাহার প্রকৃতি ঠিক শৃগালের মত। আমি তাহাকে শৃগাল (Mr. Fox) নাম দিয়াছিলাম। এই ব্যক্তি কমিশনারের আফিসে উচ্চপদস্থ। ইহার মত নষ্ট ও দুষ্টবুদ্ধি লোক তাহার বাহক সাহেব-সেবী 'সয়তান দাস' ভিন্ন আমি আর দ্বিতীয় দেখি নাই। এই সয়তানের কথা পরে বলিব। এইখানে এই মাত্র বলিলেই হইবে যে সয়তান দাসের মত এমন সাহেবের ও সয়তানের দাস বুঝি আর এ জগতে নাই। তাহার সাহেব সেবার গুণে চট্টগ্রামের কালেক্টর ও কমিশনার তাহার হাতের ক্রীড়াপুতুল। অন্য দিকে সে ধর্ম্মের ও হিন্দু সমাজের বহির্ভূত হইলেও সে মোহন্তের নিজের অপূর্ব্ব ইংরাজীতে, মোহন্তের "বুঝম ফেণ্ড্রেণ্ড" (Boozom ffrend) (পরানের বঁধু)। এই মোহন্তের ও তাহার "বুঝম ফেণ্ড্রেণ্ডের" মূর্ত্তি সম্মুখে রাখিয়া আমি 'রঙ্গমতীর' গদাধর বন ও 'ঢেঁকি পঞ্চাননের' মূর্ত্তি আঁকিয়াছিলাম।

শুনিয়াছিলাম যে মোহন্তের বিরুদ্ধে পদচ্যুতির মোকদ্দমা হইলে মোহন্ত তাহার "বুঝম ফেক্রেণ্ডের" কাছে ষাট হাজার টাকা গচ্ছিত রাখে। বলা বাহুল্য উহা তাহার বৃহৎ উদর বা 'বুঝম' হইতে আর বহির্গত হয় নাই। উহার পরিবর্ত্তে মোহন্ত এই "বুঝম ফেক্রেণ্ডসিপ" মাত্র পাইয়াছিল। এই নরাধমই তাহার সকল পাপের প্রশ্রয়দাতা এবং তাহার ও সীতাকুণ্ড তীর্থের ধ্বংসের প্রধান কারণ। তাহারই সাহায্যে মোহন্ত পুলিস মেজিষ্ট্রেট হাত করিয়া রেলওয়ের মত টিকিট কাটিয়া, ও মুসলমান প্রহরী রাখিয়া যাত্রীদের উপর অকথ্য অত্যাচার করিয়া দেড় টাকা নিয়মে টেক্স আদায় করিতেছিল। নিরুপায় হইয়া শেষে তাহার বিষদন্ত উৎপাটন করিবার জন্য একজন যাত্রীর দ্বারা এই 'টেক্‌স' ফেরতের জন্য অধিকারীরা আমার ইঙ্গিতে দেওয়ানী মোকদ্দমা উপস্থিত করে। সীতাকুণ্ডের প্রাতঃস্মরণীয় পরমহিতৈষী মুন্সেফ গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় উহা ডিক্রী দেন। মোহন্ত বড় বড় বেরিষ্টার দিয়া হাইকোর্টে আপিল করে। হাইকোর্ট উহা অগ্রাহ্য করিয়া তাহার এরূপ কার্য্য 'অবরোধ' ও 'অপহরণ' (wrongful confinement and extortion) বলিয়া ব্যাখ্যা করেন। সে অবধি এই 'জেজিয়া' টেক্‌স কিছুকাল বন্ধ থাকে। এ পাপিষ্ঠের সাহায্যে মোহন্ত আবার উহা প্রচলিত করিয়াছে দেখিয়া আমি কার্য্যভার পাইয়াই প্রথম উহা বন্ধ করিয়া স্ক্রীণ সাহেবের দ্বারা তীব্র আদেশ প্রচার করি। আমি বুঝিলাম এই সয়তানের ইঙ্গিতেই পুরাতন কাগজ অদৃশ্য হইয়াছে। আমি তাহার জন্য আফিসের উপর চোটপাট আরম্ভ করিলে এবং কমিশনারের কাছে রিপোর্ট করিব বলিলে—কমিশনার তখন মিঃ স্ক্রীণ, তিনি 'শৃগাল' ও 'সয়তান' উভয়ের উপর খড়্গাহস্ত—শৃগাল ভয়ে কাগজ বাহির করিয়া দিল। একদিন 'রেকর্ড কিপার' এই ফাইল বহু

অন্বেষণে পাইয়াছে বলিয়া আমার কাছে উপস্থিত করিল। আমি দেখিলাম তাহাতে সমস্ত কাগজ, এবং আমার পূর্ব্ব নোট ইত্যাদিও আছে। তখন অধিকারীদের দ্বারা কমিশনারের কাছে মোহন্তের দুশ্চরিত্র এবং তীর্থ ধ্বংস সম্বন্ধে এক দরখাস্ত দাখিল করাইলাম। একজন ডেপুটি কালেক্টারের দ্বারা সমস্ত বিষয়ের তদন্ত করাইবার জন্য এক চিঠি মুসাবিদা করাইয়া দিলে মিঃ স্ক্রীণ তাহার ভাষা আরও তীব্র করিয়া অনুমোদন করিলেন। কালেক্টার লিখিলেন যে পুরাতন কাগজ সকল হারান গিয়াছে। অতএব এ তদন্তের দ্বারা কোনও উপকার হইবে না। আমার আফিসের সমস্ত কাগজ তখন মিঃ স্ক্রীণের কাছে উপস্থিত করিলে, কালেক্টারের আফিস হইতে পুরাতন কাগজ কিরূপে চুরি হইল তাহার কড়া কৈফিয়ত চাহিলেন। কালেক্টার ভীত হইয়া আমার কাছে উপস্থিত হইলে আমি তাঁহাকে সমস্ত পুরাতন কাগজ দেখাইলাম। গতিক মন্দ দেখিয়া তখন মোহন্তের প্রসাদভোজী তাঁহার আফিসের সেই কেরাণী মহাশয় এক পুরাতন বহি লইয়া আমার কাছে আসিয়া বলিলেন যে সকল কাগজ পাওয়া গিয়াছে। কালেক্টারের মুখ চূর্ণ হইয়া গেল। আমি তখন নিয়োজিত ডেপুটি কালেক্টারকে ডাকিয়া সীতাকুণ্ডের সমস্ত ইতিহাস বলিলাম, এবং তাঁহার রিপোর্টে সমস্ত পুরাতন চিঠির নম্বর ও বৃত্তান্ত দিয়া এরূপ একটা ইতিহাস লিখিয়া দিতে বলিয়া দিলাম যেন ভবিষ্যতে এই চিঠিপত্রগুলিন আবার পাপিষ্ঠেরা সরাইতে না পারে। তিনি তদন্ত করিতে সীতাকুণ্ডে গেলেন। 'সয়তান' মোহন্তকে লইয়া আসিয়া প্রথম আমার কাছে কাঁদা কাটা করিতে লাগিল। মোহন্ত আমার হাতে ধরিয়া কাঁদিয়া বলিল— "আপনি ছেলেবেলা আমার সঙ্গে খেলা করিবার সময়ে একদিন প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে আপনি বড়লোক হইলে আমার সাহায্য করিবেন।

আজ আমার প্রতি দয়া করুন। আমাকে "এণ্ডাওমেণ্ট কমিটির" অধীন করিয়া এ বুড়া বয়সে অপমানিত করিবেন না। আপনার অধীন করিয়া রাখুন। আপনি যাহা বলেন আমি তাহাই করিব।" তাহার রোদনে আমারও কষ্ট হইতে লাগিল। সঙ্গে সঙ্গে সয়তানও অশ্রু মুছিতেছিল। আমি বলিলাম—"আমি যদি এরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া থাকি, তাহা পালন করিতে আমি সম্পূর্ণ প্রস্তুত। আমি প্রাণপণে তাহার সাহায্য করিব। তিনি তীর্থের মোহন্ত। তীর্থের ভাল হইলেই তাহার ভাল। তীর্থের হিতসাধনে আমি আমার বুকের রক্ত দিতে প্রস্তুত। তবে তাহার সাহায্যের অর্থ যদি তীর্থ ধ্বংস করা হয়, তাহা আমি পারিব না। যাহারা এই তীর্থ-ধ্বংসে তাহার সাহায্য করে, তাহারা তাহার বন্ধু নহে, পরম শত্রু।" আমাকে অটল দেখিয়া তাহারা তাহার পর সেই ডেপুটি কালেক্টারের হাতে পায়ে ধরিল। তিনি আমাকে সেই কথা বলিয়া বলিলেন যে মোহন্ত "এণ্ডাওমেণ্ট কমিটির" অধীনতা স্বীকার করিতে সম্মত হইয়াছে। আমি বলিলাম সে সেরূপ স্বীকার করিয়া কমিশনরের কাছে কি তাঁহার কাছে দরখাস্ত করিলে, আমি তদন্ত বন্ধ করিয়া দিব। ইহার কয়েক দিন পরে তিনি আসিয়া বলিলেন যে 'সয়তান দাস' মোহন্তকে কিছুই করিতে দিবে না। তাহার পরামর্শ মতে মোহন্ত উক্ত রূপ দরখাস্ত তাঁহাকে দিয়া ফিরাইয়া লইয়াছে। মোহন্ত বলিয়াছে যে 'সয়তান' ঐরূপ দরখাস্ত দিতে তাহাকে নিষেধ করিয়াছে। অধিকারীরা মোহন্তের বিরুদ্ধে যে ঘোরতর অপব্যয়ের, অত্যাচারের ও ঘৃণিত পাপের অভিযোগ করিয়া তাহার পদচ্যুতির জন্য দেওয়ানি নালিশের অনুমতি চাহিয়াছিল, কারণ কালেক্টার বা এড্‌ভোকেট জেনেরেলের অনুমতি ভিন্ন এরূপ নালিশ চলে না, ডেপুটি কালেক্টার তখন তদন্ত করিয়া তাহার সমর্থন করিয়া এক দীর্ঘ রিপোর্ট

করিলেন। কালেক্টার উচ্চবাক্য না করিয়া উহা কমিশনারের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। ঠিক এমন সময়ে মিঃ স্ক্রীণ চলিয়া গেলেন। 'সয়তানের' শিক্ষামতে কালেক্টার মিঃ কলিয়ারকে বুঝাইয়া দিলেন যে আমি মোহন্তের শত্রু বলিয়া এ সকল গোলযোগ করিতেছি। ধর্ম্ম বিষয়ে তাঁহাদের হস্তক্ষেপ করিবার কোনও প্রয়োজন নাই। ডেপুটি কালেক্টার রিপোর্টের উপর দেওয়ানি কার্য্যবিধির ৫৩৯ ধারা মতে মোহন্তের বিরুদ্ধে পদচ্যুতির মোকদ্দমা করিতে অনুমতি দেওয়ার জন্য কালেক্টারকে আদেশ করিয়া আমি এক চিঠির মুসাবিদা মিঃ কলিয়ারের কাছে উপস্থিত করিলে, ধর্ম্ম বিষয়ে হস্তক্ষেপ করা অনুচিত বলিয়া তিনিও মাটিচাপা দিলেন। লাভের মধ্যে সালতামামিতে আমার খুব প্রশংসা করিয়া লিখিলেন যে সময়ে সময়ে আমি কিঞ্চিৎ partizan (পক্ষপাতী) ভাবে কার্য্য করি।

এই সঙ্গে সঙ্গে সীতাকুণ্ডের জলের, ডিস্‌পেন্‌সারির ও পায়খানার বন্দোবস্তেও আমি হস্তক্ষেপ করিয়াছিলাম। আমি দ্বিতীয়বার পার্শনেল এসিষ্টাণ্ট হইয়া যে মন্দাকিনী নির্ঝরিণীর জল দুই স্থানে দুইটা জলাশয়ে সঞ্চিত করিয়া উহা যাত্রীদের ও স্থানীয় লোকের পানীয় জলের জন্য 'রিজার্ভ' করিতে প্রস্তাব করিয়াছিলাম, এবার আসিয়া দেখিলাম যে সয়তানের ও মোহন্তের কৌশলে পাইপের দ্বারা ঐ জল কেবল শম্ভুনাথ বাড়ী পর্য্যন্ত আনিয়া বন্ধ হইয়াছে। নীচে লইয়া গেলে মোহন্তের শত্রু অধিকারীরা ও তাহাদের যাত্রীরা উপকৃত হইবে। এমন মহাপাতক সয়তান ও মোহন্ত করিবে কেন? সেই বৎসর 'মেলা কমিটির' রিপোর্ট আসিলে আমি প্রস্তাব করিলাম—

(১) উক্ত জল পাইপের দ্বারা নীচে লইয়া স্থানে স্থানে জলাশয়ে সঞ্চিত করিয়া 'রিজার্ভ টেঙ্ক' করিতে হইবে,

(২) কেবল মেলার সময়ে না করিয়া সীতাকুণ্ডে একটা স্থায়ী ডিস্‌পেনসারী খুলিতে হইবে, এবং

(৩) স্থায়ী পায়খানার বন্দোবস্ত করিতে হইবে।

কমিশনার মিঃ স্ক্রীণ এ সকল প্রস্তাব অনুমোদন করিয়া আদেশ দিলেন যে মোহন্ত জল নীচে লওয়ার খরচ এক হাজার টাকা নিজে দিবে। সয়তানের মাথায় বজ্র পড়িল। সে তাহার অধীনস্থ এক ওভারসিয়ারের দ্বারা রিপোর্ট করিল যে 'মন্দাকিনীর' জল শম্ভুনাথ বাড়ীর জন্যও যথেষ্ট নহে। সমস্ত সেখানে নিঃশেষ হইয়া যায়। কালেক্‌টার অম্লান মুখে সয়তানের খাতিরে এ মিথ্যা রিপোর্টও পাঠাইয়া দিলেন। তখন মিঃ স্ক্রীণ আদেশ দিলেন যে ঘণ্টায় কত 'গেলন' জল 'মন্দাকিনীতে' পাওয়া যায় কালেক্‌টার নিজে মাপিয়া রিপোর্ট করিবেন। এবার রিপোর্ট আসিল যে ওভারসিয়ারের ভুল হইয়াছিল। জল যথেষ্ট আছে। রাবণ তাহার প্রস্তাবিত সৎকার্য্য গুলিন করিতে যাইতেছিল। এমন সময়ে রাম-রাবণের যুদ্ধ উপস্থিত হইল। এ সময়ে মিঃ স্ক্রীণ চলিয়া গেলেন, আর কলিয়ার এ কার্য্যটিও কালেক্‌টরের অনুরোধে বন্ধ করিলেন। ইহার পর আমি সয়তানের ষড়যন্ত্রে চট্টগ্রাম হইতে ঘোরতর বিপদস্থ হইয়া বদলি হইলাম। অথচ এই কালেক্‌টারই আমার একজন নিতান্ত গুণানুরক্ত (admirer) ছিলেন। তিনি পেন্‌সন্‌ লইয়া বিলাত গিয়া আমার 'ভানুমতীর' সমালোচনা ইংলণ্ডের কাগজে লিখিয়াছিলেন, এবং আমাকে লিখিয়াছিলেন যে 'সয়তানের' উপর তাঁহার যেরূপ ক্ষমতা আমরা বিশ্বাস করিতাম সেরূপ ছিল না, তিনিও তাহাকে চিনিতেন। ইঁহার পরবর্ত্তী সহৃদয় মিঃ লি (Lea) জল সম্বন্ধে আমার প্রস্তাবের এই অবশিষ্ট অংশও কার্য্যে পরিণত করিয়াছেন। কেবল জলাশয়ে 'মন্দাকিনীর'

জল লইয়া 'রিজার্ভ' না করিয়া, তিনি এক পাকা জলাশয়ে (Reservoir) জল লইয়াছেন। তাহাতে মেলার সময়ে জলের অকুলান হয়। সমস্ত বৎসর এই 'মন্দাকিনীর' জল 'রিজার্ভ' জলাশয়ে জমা হইলে এরূপ জলাভাব হইত না। লি মহোদয় একটা স্থায়ী ডিসপেনসারিও খুলিয়াছেন। তিনি সীতাকুণ্ডের আরও অনেক উন্নতির কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন। কিন্তু তীর্থটীর দুর্ভাগ্য তিনিও তাহা সম্পূর্ণ করিবার পূর্ব্বে চলিয়া গিয়াছেন।

এখন সয়তান ও তাহার বাহন মোহন্ত উভয়ে স্বধামে চলিয়া গিয়াছে। স্বয়ম্ভুনাথ ও চন্দ্রনাথ তাঁহাদের ও তীর্থটিকে এরূপে এ পাপিষ্ঠদের গ্রাস হইতে উদ্ধার করিলে, এই মোহন্তের অপেক্ষাও সর্ব্বাংশে নিকৃষ্ট তাহার এক চেলা বলপূর্ব্বক গদিতে বসিয়া, চট্টগ্রামের এক চতুর্থ শ্রেণীর উকিলের দ্বারা চতুর্থ শ্রেণীর ইংরাজিতে সমস্ত খবরের কাগজে এই বার্ত্তা প্রচার করে। আইনমতে 'এণ্ডাওমেণ্ট কমিটির' ও পূজনীয় রত্নবন মোহন্তের উইল মতে দেশীয় প্রধান ব্যক্তিদের মোহন্ত নিয়োগ করিবার অধিকার। আমি বর্ত্তমান কালেক্টরের কাছে এ সকল কথা লিখিয়া পাঠাইলে, তিনি এক প্রকাণ্ড সভা ডাকিলেন, এবং বড় বড় উকিল ও জমীদারগণ বড় বড় বক্তৃতা করিয়া এই চেলাকে অনধিকারী (trespasser) সাব্যস্ত করিলেন। তাহার পর এণ্ডাওমেণ্ট কমিটির শূন্য স্থান সকল পূর্ণিত হইল। আমার অনুরোধে দেশের প্রধান জমীদার মহাশয়ও এখন ইহার সভ্য হইলেন। কি সম্পত্তিতে, কি চরিত্রে, কি বিদ্যায় ইনি চট্টগ্রামের সর্ব্বপ্রকারে অগ্রণী। কিন্তু ঈশ্বর এত দুগ্ধে এক ফোঁটা গোময় নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। তাঁহার এত গুণ দিয়াও হৃদয়ের বল দেন নাই। এই বলাভাবে তিনি দেশের বহু মঙ্গল করিবার শক্তি পাইয়াও পদে পদে তাহার

ঘোরতর অমঙ্গল ঘটাইতেছেন। তিনি সীতাকুণ্ডে মোহন্তের মৃত্যুর পর ঘন ঘন যাইতেছেন শুনিয়া আমি জিজ্ঞাসা করিলাম তিনি সেই চতুর্থ শ্রেণীর উকিলের পশ্চাতে কি দ্বিতীয় বেহালা বাজাইতে যাইতেছেন? তিনি লিখিলেন, তাহা নহে। কি হইতেছে তাহা জানিবার জন্য তিনি যাতায়াত করিতেছেন। পরে তাহারই গৃহে 'এণ্ডাওমেণ্ট কমিটির' সভা হইল। জানি না কি কারণে, জানিলেও তাহা বলিতে কষ্ট হয়, সভ্যদের বিক্রম পূর্ব্ব সভার বক্তৃতাতে নিঃশেষ হইয়া গিয়াছিল। উক্ত চেলা তাহার মোহন্তগিরি তাঁহাদের শ্রীহস্ত হইতে গ্রহণ করিবে কি না জিজ্ঞাসা করিয়া তাহার নামে নোটিশ মাত্র দিলেন। তাহার পর দিনই জমীদার মহাশয় সীতাকুণ্ডে উক্ত চেলার দ্বারা নিমন্ত্রিত হইয়া গেলেন, এবং শুনিলাম তাঁহার পত্নী চেলার 'দিদি' হইলেন। তাহার পর সস্ত্রীক ত্রিপুরেশ্বরী দর্শনে যাইতে এই চেলাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া কুমিল্লায় তিনি আমাকে বলিলেন যে চেলা এণ্ডাওমেণ্ট কমিটির অধীনতা স্বীকার করিতে চাহে না। সে সম্পূর্ণরূপে আমার অধীনতা স্বীকার করিবে। এক দিন চট্টগ্রাম হইতে কুমিল্লা আসিবার সময়ে এই চেলাও আমার বাড়ীতে উঠিয়া সেই কথা বলিল। আমি তাহার শ্রীমূর্ত্তি ইতিপূর্ব্বে দেখি নাই। আমি এই প্রস্তাবে অসম্মত হইলাম। পালা এইরূপে শেষ হইল। এণ্ডাওমেণ্ট কমিটি তাহার পর হইতে নীরব। তাহা দেখিয়া মেজিষ্ট্রেটও নীরব। অথচ ইনি আমাকে লিখিয়াছিলেন যে ভারতবর্ষে আসিয়া সীতাকুণ্ডই তিনি প্রথম তীর্থ দেখিয়াছিলেন, অতএব ইহার কিছু উপকার করিয়া যাইতে পারিলে, তাঁহার জীবন সার্থক মনে করিবেন। এণ্ডাওমেণ্ট কমিটির যে একটা ভয় পূর্ব্বে মোহন্তের ছিল, এখন হইতে তাহাও রহিত হইল। এই চেলা তীর্থটি ধ্বংস করিলেও কাহারও কিছু বলিবার ক্ষমতা রহিল না। তাহার চেলা পাষণ্ড হউক, পশু হউক,

উত্তরাধিকারী সত্ত্বে গদি পাইবে, এবং যদৃচ্ছা তীর্থের সম্পত্তি অপব্যবহার করিতে পারিবে। জমীদার মহাশয়ের হৃদয়ের দুর্ব্বলতায় এরূপে দেশের তীর্থটির ধ্বংসের পথ মুক্ত হইয়াছে। চেলা তাহার স্বেচ্ছাচারিতা দেখাইতে বিলম্ব করে নাই। ত্রিপুরার মহারাজা আমার অনুরোধে ব্যাসকুণ্ডে স্ত্রীলোকদের জন্য একটি ঘাট প্রস্তুত করিয়া দিতে আদেশ দিয়াছিলেন। তাঁহার মন্ত্রী আমাকে আসিয়া বলিলেন যে এই চেলা উহা প্রস্তুত করিতে দিতেছে না, তিনি কি করিবেন। আমি বলিলাম—"চট্টগ্রামের দেশ-তিলকেরা গাল পাতিয়া দিয়া চড় খাইয়াছে, ভেড়াকান্ত! তুমিও সেই উপাদেয় বস্তুটি আহার কর। আমি ত্রিপুরেশ্বরের মন্ত্রী হইলে ঘাটের কার্য্য বলপূর্ব্বক আরম্ভ করিতাম। যে ব্যক্তি রাজবিধি কি সমাজবিধি, কোনও বিধিমতেই মোহন্ত নহে, এবং মোহন্ত হইলেও যাহার এরূপ তীর্থ-হিতকর কার্য্য বন্ধ করিবার কোনও অধিকার নাই, সে প্রতিবন্ধক হইলে আমি তাহার জন্য অর্দ্ধচন্দ্র ব্যবস্থা করিতাম।" শুধু ইহা নহে। শরৎচন্দ্র ও তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা হরকিশোর অধিকারী এতকাল যাবৎ আমার সীতাকুণ্ডের কার্য্যের প্রধান সহায় ছিল। শরৎ তাহার এই তীর্থোন্নতির ব্রত উদ্‌যাপন করিবার পূর্ব্বেই চলিয়া গিয়াছে। হরকিশোর একদিন শোকাশ্রুপূর্ণ নয়নে বলিল যে সে স্বপ্ন দেখিয়াছে যে তাহার দাদা আসিয়া তাহাকে বলিতেছে—"সীতাকুণ্ডের উন্নতির ব্রত ছাড়িও না। নবীন বাবুর সাহায্য লইয়া গয়াকুণ্ডে একটা মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দিয়া স্থানটির উন্নতি কর এবং যাত্রীদের কষ্ট দূর কর।" আমার পরামর্শ মতে সে ভিক্ষাপত্র লিখিয়া আনিল। আমি তাহাকে চিনি বলিয়া উহাতে আমার নাম স্বাক্ষর করিয়া দিলাম। চাঁদা আসিতে লাগিল। এমন সময়ে টাঙ্গাইলের স্বনামধন্যা শ্রীযুক্তা দীনমণি দেবী আমাকে লিখিলেন যে তিনি আমাকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করেন। আমার নাম মাত্র উক্ত ভিক্ষাপত্রে

দেখিয়া এই কার্য্যটি তিনি একাকিনী করিবার নিতান্ত ইচ্ছা হইয়াছে। তিনি সমস্ত কার্য্যের ভার আমার হস্তে দিলেন। কিন্তু উক্ত চেলা এই মন্দিরও প্রস্তুত করিতে দিবে না। কিছুদিন এ পরম হিতকর কার্য্যটি পড়িয়া রহিল। অবশেষে জানি না কি কারণে চেলাপুঙ্গব অনুমতি দিয়াছেন, এবং মন্দিরটি বহু সহস্র টাকা ব্যয়ে নির্ম্মিত হইয়াছে। কিন্তু সে আবার পিণ্ডদানের জল লইয়া গোলযোগ উপস্থিত করিয়াছে, এবং আমি আবার চট্টগ্রামের মেজিষ্ট্রেটের দ্বারস্থ হইয়াছি। কারণ চট্টগ্রামের 'এণ্ডাওমেণ্ট কমিটি' ও চট্টলমাতার বরপুত্রেরা এরূপ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়া তাঁহাদের করপদ্ম কলুষিত করেন না। হায় মা!

(৪)

গৃহরক্ষা।

আমি ইতিপূর্ব্বে 'কোর্ট অফ ওয়ার্ডে' সম্পত্তি দিয়া চট্টগ্রামের জমীদার গিরিশচন্দ্র রায়, ইন্দ্রনারায়ণ রায়, রমেশচন্দ্র রায়, লতিফা খাতুন প্রভৃতির গৃহরক্ষা করিয়াছিলাম। আমার অনুগত খুড়তত ভাই উমেশ একসঙ্গে তাহার ও আমার পুত্রের উপনয়ন দিয়া, বিবাহ করাইয়া, বিলাত পাঠাইবে বলিয়া দুই মাস যাবত কলিকাতায় থাকিয়া, এবং স্ত্রী পুত্রকে বুঝাইয়া, আমাকে চট্টগ্রাম বদলি হইয়া আসিতে সম্মত করাইয়াছিল। আমার চট্টগ্রাম আসিবার অল্প দিন পরেই আমার সেই ক্ষমতাপন্ন ভাই আমার এক বাহু ভাঙ্গিয়া দিয়া চলিয়া গেল। তাহার সম্পত্তি ক্ষুদ্র। তাহাতে অবিভক্ত জমীদারি মাত্রই নাই। তথাপি অনেক কৌশল করিয়া উহা 'কোর্টে' আনিতে কালেক্টারকে সম্মত করাইলাম। দরখাস্ত ও কাগজ পত্র সমস্তই আমি নিজে লিখিয়া দিলাম। কালেক্টার কেবল তাহার নকল মাত্র কমিশনারের কাছে পাঠাইয়া দিলেন। অনুকূল প্রতিকূল কিছুই

বলিলেন না। কমিশনার মিঃ কলিয়ার পার্ব্বত্য অঞ্চলে নিরুদ্দেশ। আমি পিতার নাম গ্রহণ করিয়া বিষম সাহস করিয়া কাগজপত্র বোর্ডে পাঠাইয়া বাকী খাজনার নিলাম নিকট বলিয়া টেলিগ্রাফে ষ্টেট গ্রহণের আদেশ পাঠাইতে লিখিলাম। লিখিলাম, কিন্তু কমিশনার কি বলেন, বোর্ড কি বলেন, বড়ই চিন্তিত রহিলাম। এক দিন আর দুই খুড়তত ভ্রাতার সঙ্গে কথা কহিতেছি এমন সময়ে বোর্ডের এক টেলিগ্রাফ আসিল যে অমুক চিঠির প্রস্তাব বোর্ড মঞ্জুর করিলেন। আমি বলিলাম বোধ হয় উমেশের ঘর রক্ষা হইল। কিন্তু পত্রের বিষয় টেলিগ্রামে লেখা নাই। তখন বেলা পাঁচটা। এই টেলিগ্রাম কি উমেশ বাবুর ষ্টেট সম্পর্কীয় ?—জিজ্ঞাসা করিয়া উহা আমার হেড ক্লার্কের বাসায় পাঠাইয়া দিলাম। সে রেকর্ড কিপারের কাছে পাঠাইয়া দিল। সে রাত্রিতে আফিসে গিয়া আমার প্রশ্নের নীচে—'হাঁ' লিখিয়া পাঠাইয়া দিল। তখন রাত্রি দুইটা। এ পর্য্যন্ত আমি জাগিয়াছিলাম। বোর্ড প্রস্তাবে সম্মত হইয়াছেন শুনিয়া নিশ্চিন্ত হইলাম। কমিশনার ফিরিয়া আসিয়া কেবল ফাইলটি সাক্ষর করিয়া ফেরত দিলেন। এই উপকারের প্রতিদান আমি তৎক্ষণাৎ পাইয়াছিলাম। উমেশ এক পাপিষ্ঠের ষড়যন্ত্রে তাহার প্রথম স্ত্রী ও তাহার পুত্রকে ত্যজ্যা ও ত্যজ্য করিয়া তাহার দ্বিতীয় পত্নী ও তাহার পুত্রকে উইল করিয়া সমস্ত সম্পত্তি দিয়াছিল। আমি উভয় পত্নী ও উভয় পুত্রকে মিলাইয়া, সম্পত্তি উইল মতে দ্বিতীয় পত্নীর নামে 'কোর্টে' দিয়াছিলাম, কারণ উইলে এই স্ত্রী 'সম্পাদিকা' (Executrix) নিযুক্ত হইয়াছিল। একমাস অতীত না হইতে, এই স্ত্রী, যে হৃদয় রক্ত দিয়া এই গৃহ রক্ষার জন্য আমার চরণ প্রক্ষালন করিয়াছিল, সে দুই পাপিষ্ঠের ষড়যন্ত্রে আমার মহাশত্রু হইল, এমন কি তাহার পুত্রটিকে পর্য্যন্ত আমার বিদ্বেষী করিল। আমার অপরাধ ইহারা সম্পত্তিটি আমার জন্য

গ্রাস করিতে পারে নাই। আমি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অনুগৃহীত ছিলাম বলিয়া তাঁহার জীবনের ছায়াও বুঝি আমার জীবনে পড়িয়াছে। আমিও যাহার উপকার করিয়াছি সেই আমার মহাশত্রু হইয়াছে। আমি বলিয়া থাকি যে কাহাকেও আমার শত্রু করিবার প্রয়োজন হইলে তাহাকে আমার একটুক নুণ খাওয়াইলেই হইল। কিন্তু ইহার মত এমন দ্রুত প্রতিদান আর কেহই দেয় নাই। নিজ রক্তের এমনই মহিমা। কিন্তু পাপের ফল অনিবার্য্য। উক্ত পাপিষ্ঠেরা দুই পত্নীর মধ্যে বিরোধ ও বিদ্বেষ উপস্থিত করে। তাহাদের উদ্দেশ্য প্রথমাকে সপুত্র পথের কাঙ্গালিনী করিবে। কিন্তু বিধাতার এমনই সূক্ষ্ম নীতি যে দ্বিতীয় পত্নী নিজে ঘোরতর দুর্গতি ভোগ করিয়া মরিল, এবং তাহার কিছু দিন পরে আমার বংশের নক্ষত্রস্বরূপ পুত্রটিরও শোচনীয় মৃত্যু ঘটিল। আজ তাহার সেই ত্যজ্যা পত্নী ও ত্যজ্য পুত্র সম্পূর্ণ সম্পত্তির অধিকারী! হাঃ ভগবান! তোমার নিয়তি ক্ষুদ্র নর কি বুঝিবে?

চট্টগ্রামের বিশ্বম্ভর সার্ব্বভৌম ফলিত জ্যোতিষে একজন বিশেষ দক্ষ। আমার চট্টগ্রামের সেই নন্দী ভৃঙ্গি সম্বলিত বিপদের সময়ে সে আমার হাত দেখিয়া প্রথম সাক্ষাতে বলিয়াছিল যে আমার চাকরির কোনও বিঘ্ন হইবে না, বরং যে আমাকে বিপদে ফেলিয়াছে তাহারই চাকরির বিঘ্ন হইবে। তাহার কথা অক্ষরে অক্ষরে ফলিয়াছিল। এবার আমি পার্শনেল এসিষ্টেণ্ট হইয়া আসিবা মাত্র সে আমাকে আসিয়া ধরিয়া পড়িল যে তাহার সম্পত্তি 'কোর্টে' দিয়া রক্ষা করিতে হইবে। সে আবার একটি ভবিষ্যৎবাণী বলিল। সে বলিল—"আপনার ও আমার উভয়ের এখন শনির দশা। শনিতে আমাকে মারিবে। আপনাকে আবার দেশভ্রমণ করাইবে এবং কষ্ট দিবে, কিন্তু প্রাণের আশঙ্কা নাই, কারণ তাহার কার্য্য অন্য প্রতিকূল গ্রহ প্রতিরোধ

করিবে।” আমি হাসিয়া বলিলাম যে শনিগ্রহ আর আমাকে দেশ ভ্রমণ করাইতে পারিবে না, কারণ অনুকূল গ্রহ মিঃ বোল্টন প্রতিশ্রুত হইয়াছেন যে তিনি আমাকে এখানেই চাকরি হইতে পেনসেন লইতে দিবেন, আর বদলি করিবেন না। আমি শুনিয়া বিস্মিত হইলাম যে আমার ডেপুটিগিরি অপেক্ষা তাহার ফলিত জ্যোতিষ ব্যবসায় শ্রেষ্ঠতর। সে বলিল যে এ ব্যবসায়ে কাশী ইত্যাদি নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়া সে তিন হাজার টাকার মুনফার জমীদারি, ও নগদ প্রায় পঞ্চাশ হাজার টাকা করিয়াছে। তাহার কৃষ্ণ সরল ধুতি চাদরাবৃত বংশখণ্ডের মত মূর্ত্তি খানি দেখিয়া তাহার কাছে পঞ্চাশটি পয়সা আছে তাহাও আমি বিশ্বাস করিতাম না। তাহার এক শিশু পুত্র। সেও রূপে পিতার ক্ষুদ্র ছবি মাত্র। যাহা হউক আমি আবার কালেক্টার ও কমিশনার কলিয়ার সাহেবকে ধরিয়া তাহার সম্পত্তি কোর্টে লওনের প্রস্তাব বোর্ডে পাঠাইলাম। কিন্তু এবার বোর্ডের মেম্বর মিঃ টয়েনবি (Toynbee) চট্টগ্রাম কোর্টে বহু ক্ষুদ্র সম্পত্তি আছে বলিয়া ইহা লইতে অস্বীকার করিলেন। সার্ব্বভৌম সংবাদ শুনিয়া আমার দুহাত ধরিয়া কাঁদিতে লাগিল। আমি তখন তাহাকে বলিলাম এক উপায় আছে—সে কলিকাতায় গিয়া যদি তাহার ফলিত জ্যোতিষের বুজরুকি দেখাইয়া মিঃ টয়েনবিকে সম্মত করাইতে পারে। লোকটি সাহসী। সে কলিকাতায় গিয়া আমার উপদেশমতে পূর্ব্বে মিঃ টয়েনবির বেহারাদের বুজরুকি দেখাইয়া তাঁহার দ্বারে দণ্ডায়মান হইল। টয়েনবি তাহাকে দেখিয়া লোকটি কে জিজ্ঞাসা করিলে, বেহারারা তাহার অসাধারণ ক্ষমতার কথা বলিল। সাহেব তাহাকে ডাকিয়া তাঁহার ড্রইঙ্গ কক্ষে লইয়া গেলেন। সার্ব্বভৌমের শ্রীচরণে কলিকাতার ধূলা জমাট বাঁধিয়াছে। সে গৃহের মহামূল্য সজ্জা দেখিয়া ভয়ে গৃহে প্রবেশ করিল না। সাহেব তাহাকে জিদ করিয়া চরণ দুখানি

সুকোমল গালিচার উপর রাখিয়া একখানি পুষ্পশয্যানিভ কৌচে বসিতে দিলেন। সাহেবের হাত দেখিয়া সে তাঁহার জন্মের তারিখ, নক্ষত্র এবং তাঁহার জীবনের দুই একটা অজ্ঞাত ঘটনা বলিল। তিনি বিস্মিত হইয়া তাঁহার পত্নীকে ডাকিলেন। সে তাঁহার পত্নীর ও তাঁহার শিশুপুত্রের হাত দেখিয়াও ঐরূপ বলিল। তাঁহাদের বিস্ময়ের সীমা নাই। সাহেব মহাসন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে দশ টাকার একখানি নোট দিলেন। সে তখন করযোড়ে তাহার অবস্থার কথা বলিয়া তিনি যে তাহার সর্ব্বনাশ করিয়াছেন বলিল। সাহেব তখনই আফিস হইতে তাহার ফাইল আনাইয়া দেখিয়া বলিলেন—"ঠাকুর! সত্য সত্যই আমি তোমার সর্ব্বনাশ করিয়াছি। আচ্ছা, আমি এখনই আদেশ দিতেছি। তুমি চট্টগ্রামে ফিরিবার পূর্ব্বে তোমার সম্পত্তি কোর্টে যাইবে।" তিনি তখন তাহাকে তাঁহার হাতায় রাখিতে চাহিলেন। ব্রাহ্মণ অসম্মত হইয়া পর দিন প্রাতের ট্রেণে চট্টগ্রাম ফিরিবে বলিলে, সাহেব তাহাকে পর দিন ভোরে তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে বলিলেন। চট্টগ্রাম ট্রেণ বড় সকালে ছাড়ে, সাহেব বলিলেন তিনি তাহার পূর্ব্বে শয্যাত্যাগ করিয়া তাহার অপেক্ষায় রহিবেন। পর দিন তাহাই হইল। তিনি ব্রাহ্মণকে জোর করিয়া তাহার পাথেয়ের জন্য কুড়ি টাকা দিয়া বিদায় করিয়া বলিলেন যে তিনি শীঘ্র চট্টগ্রাম আসিবেন, এবং সেখানে তাহার সঙ্গে আবার সাক্ষাৎ করিবেন। সার্ব্বভৌম চট্টগ্রামে আসিয়া আমার মাথায় হাত দিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল, এবং তাহার পর এই উপাখ্যান বলিল। বাহা! ফলিত জ্যোতিষ! আফিসে গিয়া দেখি সেই ট্রেণেই তাহার ষ্টেট 'কোর্টে' লওয়ার আদেশ আসিয়াছে। কমিশনার মিঃ কলিয়ার বিস্মিত হইয়া আমাকে ডাকিয়া চিঠি আমার হাতে দিয়া বোর্ডের মত পরিবর্ত্তনের কারণ কি জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি তখন তাঁহাকে আমুল

উক্ত উপাখ্যান শুনাইলাম। তাঁহাকে এতদূর ওষ্ঠ প্রসারণ করিয়া হাসিতে আমি আর দেখি নাই। হাসিয়া বলিলেন—"বটে!" (Really!)

(৫)

জুবিলি ও টাউনহল।

পুণ্যবতী মহারাণী ভিক্টোরিয়ার 'জুবিলির' দেশব্যাপী হুজুগ উঠিল। ঢাকের শব্দে যেমন সেকালের 'গাজন' সন্ন্যাসীদের পিট চড় চড় করিত, 'জুবিলীর' ঘোষণায়ও উপাধি-ব্যাধীগ্রস্তদের বুক চন্ চন্ করিতে লাগিল। আমি মনে করিলাম এ উপলক্ষে চট্টগ্রামের একটা অভাব পূরণ করিব। আমার অস্থায়ী পার্শনেল এসিষ্টেণ্টের সময়ে টাউন হলের প্রস্তাব 'ওল্ডহেম ইন্স্‌টিটিউটে' কিরূপে পরিণত হইয়া এক ডেপুটিপুঙ্গব জেলার মেজিষ্ট্রেট হইয়াছেন তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। এবার আবার সে প্রস্তাবে হাত দিলাম। দেশের প্রধান জমীদার তাঁহার বাড়ীর দিকে একটা খাল কাটিবার জন্য দশ হাজার টাকা ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডকে ধার দিয়াছিলেন। এ টাকা তাঁহার আর পাইবার আশা ছিল না। এ টাকার দ্বারা তাঁহার পিতার নামীয় এক 'জুবিলি' হল প্রস্তুত করিবার জন্য আমি এক পত্র তাঁহা হইতে আদায় করিয়া কালেক্টরের নামে আদায় করিলাম, এবং উহা কমিশনারের আফিসে আসিলে, আমি তখনই এই টাকা প্রত্যর্পণ করিয়া কার্য্য আরম্ভ করিতে কালেক্টরকে আদেশ প্রেরণ করিলাম। অন্য দিকে এক দিন এক ঘণ্টার মধ্যে ভূতপূর্ব্ব গবর্ণমেণ্ট প্লিডারের পুত্র হইতে উক্ত হলে এক পুস্তকালয় করিতে ছয় হাজার এবং হলের উপকরণ ইত্যাদির জন্য অপর দুইজন সওদাগর হইতে দুই হাজার করিয়া চারি হাজার টাকা স্বাক্ষর করাইয়া ইহাদের একজনের দুই হাজার ও উক্ত ছয় হাজার ট্রেজারিতে জমা করাইলাম। এরূপে এক দিনে আমি বিশ হাজার

টাকা সংগ্রহ করিয়া 'জুবিলি হলের' জন্য একটি সুন্দর নক্‌সা ও এষ্টিমেট প্রস্তুত করাইয়া তাহা 'ফেয়ারি হিলের' উপত্যকার দক্ষিণ দিকে, কিম্বা দেওয়ান বাড়ীর খালি পাহাড়ের উপর নির্ম্মাণ করিবার স্থির করিলাম। নানা চূড়া ও কোণ বিশিষ্ট সুন্দর অট্টালিকার মধ্যস্থলে হল, তাহার উত্তর পার্শ্বে রঙ্গমঞ্চ, তৎপশ্চাতে সাজসজ্জা কক্ষ। হলের এক পার্শ্বে লাইব্রেরী ও অন্য পার্শ্বে পড়িবার স্থান ও ক্লব। মিউনিসিপেল স্কুলগৃহে এক সভা আহ্বান করিয়া 'জুবিলি হলের' প্রস্তাব সাধারণের দ্বারা অনুমোদিত করাইলাম। এই সভায় আমি মহারাণীর জীবনী সম্বন্ধে একটি মৌখিক বক্তৃতা করিয়াছিলাম। সভাপতি কালেক্টর মিঃ এণ্ডার্সন তাহার এত পক্ষপাতী হইলেন যে স্কুলপাঠ্য করিবার জন্য উহা লিখিয়া মুদ্রিত করিতে বিশেষ অনুরোধ করিয়াছিলেন। তিনি বলিলেন সংক্ষেপে মহারাণীর এমন সুন্দর কবিত্বপূর্ণ জীবনী তিনি পাঠ করেন নাই। এই সভায় আমি বিশ হাজার টাকা সংগ্রহের কথা প্রকাশ করি। চট্টগ্রামের একটি স্থানীয় দরিদ্র সংবাদপত্র তাহার পরের সংখ্যায় লিখিয়াছিল যে আমি এক দিনে বিশ সহস্র টাকা তুলিলাম, আর চট্টগ্রামের এই চাঁদাদাতাগণ বরাবরই চট্টগ্রামে ছিলেন, এতকাল কেহ একটি পয়সাও তুলিতে পারেন নাই। অথচ 'টাউন হলের' অভাব বহুকাল হইতে সকলে অনুভব করিতেছিলেন। সভাতে আমি আরও কিছু চাঁদা প্রার্থনা করি। এখানে আবার আমার অর্থ-পিশাচ বাল্যবন্ধুর আর একটি গল্প বলিব। বলিয়াছি তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তীর চট্টগ্রাম সহরে একটি সামান্য কারবার ছিল। তিনি উহার উন্নতি করিয়া, এবং মহাজনির দ্বারা চট্টগ্রামের জমীদারের পর জমীদারের গৃহ ধ্বংস করিয়া তিনি এখন চট্টগ্রামের একজন প্রধান ধনী। আমি বিশ হাজার টাকা তুলিয়াছি। ইনি কিছু দিলে চাঁদা আর কাহারও কাছে চাহিব না আমার সঙ্কল্প

ছিল। তাঁহার কাছে সভাতে চাঁদাবহি লইয়া গেলে তিনি উঠিয়া আসিয়া আমার কাণে কাণে বলিলেন যে এখানে তাঁহাকে পীড়াপীড়ি না করিলে তিনি আমার সঙ্গে পরামর্শ করিয়া উপযুক্ত চাঁদা দিবেন। আমি তাহাতে সম্মত হইয়া সভায় চাঁদা স্বাক্ষর বন্ধ করিয়া দিলাম। পর দিন প্রাতে আমি তাঁহার গৃহে গেলাম। তিনি এক লাল 'গোমুখী' হাতে করিয়া তাহার ভিতর মালা জপিতে জপিতে 'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ' করিয়া আসিলেন।

তিনি। কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! আমি কলিকাতা হইতে আসিয়া তোমার সঙ্গে দেখা করিতে সময় পাই নাই। কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! তোমাকে একবার আমার খুব ভৎর্সনা করিতে হইবে। কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! শুনিলাম গাড়ী ঘোড়া, গৃহের উপকরণ ও সাজসজ্জাতে ঢের টাকা উড়াইয়াছ। কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! ব্যাপার কি! এঁ!

আমি। তোমার উপদেশের জন্য ধন্যবাদ। কিন্তু জান ত আমি চিরকালই এ ভাবে কাটাইয়াছি। এখন শেষ জীবনে কষ্ট করিব কি প্রকারে?

তিনি। কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! তুমি এরূপে যাহা উপার্জ্জন করিলে, সব উড়াইলে। কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! পরে কি হইবে ভাব কি?

আমি। পরে কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! তবে ভাবি বই কি। তুমি পরের কথা ভাব, আর আমি পরকাল পর্য্যন্ত ভাবি। যখন তোমার আমার শেষের দিন আসিবে, তখন দুই বন্ধুতে হিসাব করিয়া দেখিব, তুমি জমীদারি কয়টা, টাকার তোড়া কয়টা, এবং কোম্পানি কাগজের ও মহাজনির তমস্থকের তোড়া কয়টা গলায় বাঁধিয়া লইয়া যাইতেছ।

তিনি। কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! তাহা কি আর কেহ লইতে পারে? তবে তোমার একটি ছেলে আছে। কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! তাহার জন্য একটুক ভাবা ত উচিত।

আমি। আমার এই এক ছেলে (আমার খুড়া) বসিয়া আছে।

ইঁহার পিতা জমীদারি, মহাজনী, নগদ, যত প্রকার মানুষ সম্পত্তি রাখিয়া যাইতে পারে, রাখিয়া গিয়াছিলেন। দশ বৎসরও যায় নাই। ইনি আজ তোমার দ্বারস্থ ভিখারী।

তিনি। কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! উহা তাঁহার অদৃষ্টের ফল।

আমি। এখন পথে আইস। আমার পুত্রের, এমন কি তোমার পুত্রেরও অদৃষ্ট ফল যে অন্যরূপ তাহা তুমি কিসে জানিলে। তুমি কিসে জানিলে আমি কিছু রাখিয়া গেলে, আমার পুত্র, আর তুমি যে এত বিষয় রাখিয়া যাইতেছ, তোমার পুত্র খাইতে পারিবে? তুমি আপনি না খাইয়া ও লোকের সর্ব্বনাশ করিয়া সম্পত্তি সৃজন করিতে পার। কিন্তু তোমার আপনার পুত্রেরও অদৃষ্ট তুমি সৃজন করিতে পার কি? তাই তোমাকে বরাবর বলি যে যখন এ বিপুল সম্পত্তির সিকি পয়সাটাও সঙ্গে লইতে পারিবে না, তখন এমন সম্পত্তি কিছু কর যে যাহা সঙ্গে লইতে পারিবে। ঢের বিষয় করিয়াছ, এখন কিছু সৎকার্য্য কর। ঢের লোকের সর্ব্বনাশ করিয়াছ, এখন কিছু লোকহিতকর কার্য্য কর। এখন বল দেখি, 'জুবিলি' হলের জন্য তুমি কত টাকা দিবে?

তিনি। কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! তুমি জান—কৃষ্ণ! কৃষ্ণ!—আমার আরও অংশীদার—কৃষ্ণ! কৃষ্ণ!—আছে। কৃষ্ণ! কৃষ্ণ!—তাহাদের জিজ্ঞাসা না করিয়া—কৃষ্ণ! কৃষ্ণ!—আমি কিছু—কৃষ্ণ! কৃষ্ণ!—বলিতে পারি না।

আমি। এত ঘন ঘন কৃষ্ণ নাম করিলে যে কিছুই বুঝিতে পারি না। আমার কাছে এ সকল ছলনা করিয়া কি ফল বল? আমি জানি তুমিই কর্ত্তা। তুমি যাহা দিবে তাহাতে তোমার অংশীদারেরা কিছু বলিবে না।

তিনি। কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! তুমিও ত—কৃষ্ণ! কৃষ্ণ!—এখন কৃষ্ণ নাম কর—কৃষ্ণ! কৃষ্ণ!—এখন ত আর—কৃষ্ণ! কৃষ্ণ!—সেই নবীন নাই।

—কৃষ্ণ! কৃষ্ণ!—আমি কিছুই—কৃষ্ণ! কৃষ্ণ!—চাঁদা দস্তখস্ত করিতে পারিব না। কৃষ্ণ! কৃষ্ণ!—আমার অংশীদারদের কাছে—কৃষ্ণ! কৃষ্ণ!—পত্র লিখি। কৃষ্ণ! কৃষ্ণ!—উত্তর পাইলে—কৃষ্ণ! কৃষ্ণ!—তোমার কাছে—কৃষ্ণ! কৃষ্ণ!—উহা লইয়া যাইব। কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! তবে তুমি—কৃষ্ণ! কৃষ্ণ!—বুঝিবে যে এখন—কৃষ্ণ! কৃষ্ণ!—আমার ষোল আনা—কৃষ্ণ! কৃষ্ণ!—হাত নাই। তো—তোমার খুড়া—কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! —জা—জানে।

বলা বাহুল্য তাহার পর আমি এই কৃষ্ণ নাম শুনিয়াই চলিয়া আসিলাম। বলিয়াছি ইহাকে জেল হইতে পর্য্যন্ত একবার আমি বাঁচাইয়াছি, এবং আরও কতরূপে কত সাহায্য করিয়াছি। আমি বিদেশে থাকাতে প্রয়োজন বশতঃ দেশের জরুরি খরচের জন্য মধ্যে মধ্যে তাহার কাছে টাকা হাওলাত লইতাম। তিনি সিকি পয়সা সুদ পর্য্যন্ত কৃষ্ণ কৃষ্ণ করিয়া আদায় করিতেন। একবার হিসাবে সুদ কত টাকা ও এক আনা হইল। তিনি আমার খুড়তত ভাইকে বলিলেন—"এক আনা পয়সা, তাহা আর দিও না।" আমার খুড়তত ভাই বলিল—"সে কি কথা! আপনার চারটা পয়সা ক্ষতি করিব! আমি টাকা ভাঙ্গাইয়া পয়সা আনিয়া দিতেছি।" তার পর সে চারটা পয়সাও লইলেন। তাঁহার সুদ অতিরিক্ত বলিয়া আমি কলিকাতায় থাকিতে তাঁহার এক কুটুম্বের কাছে অল্প সুদে টাকা ধার করি। চট্টগ্রাম বদলি হইয়া আসিলে তিনি আমাকে সে জন্য আমার এক আত্মীয়ের দ্বারা অনুযোগ দেন। আমি উক্ত কারণ বলিলে, তিনি অতিরিক্ত সুদের কয়েকটি টাকা আমার কাছে ফেরত দেন। আমি উহা গ্রহণ না করিয়া কোনও দরিদ্রকে উহা দান করিবার জন্য ফেরত পাঠাইয়া দিয়াছিলাম। তথাপি তিনি একজন আমার আজীবন বন্ধু ছিলেন। চট্টগ্রামে দেশীয়দের মধ্যে সর্ব্ব প্রধান সম্পত্তি তাঁহার বুদ্ধি

কৌশলে সৃষ্ট করিয়া তিনি সম্প্রতি পরলোক গমন করিয়াছেন। এক দিন সুখ কি তিনি জানেন নাই। তাঁহাকে সুখী বলিলে তিনি ঘোরতর প্রতিবাদ করিতেন। পরলোকে তাঁহার অর্থ-পিপাসা মোচন করিয়া শ্রীভগবান তাঁহার আত্মাকে শান্তি দিউন!

যাহা হউক আমার আর টাকার বিশেষ প্রয়োজনও ছিল না। 'জুবিলি হলের' প্ল্যান ও এষ্টিমেট প্রস্তুত হইলে দেখিলাম যে বিশ হাজার টাকা যথেষ্ট হইবে। কিন্তু 'জুবিলির' সপ্তাহ কাল বাকী। কমিশনার মিঃ কলিয়ার নীরব। তাঁহার প্রকৃতি জানিয়া আমি এক দিন তাঁহাকে 'জুবিলি' উপলক্ষে চট্টগ্রামে কিছু করিতে হইবে কি না জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি বলিলেন যে তিনি তৎসম্বন্ধে গবর্ণমেণ্ট হইতে কোনও আদেশ পান নাই, অতএব গায়ে পড়িয়া কিছুই করিবার প্রয়োজন নাই। তাহার পর 'জুবিলির' দুই দিন মাত্র বাকী থাকিতে আফিসে আসিয়া আমাকে ডাকাইয়া বলিলেন যে তাঁহার ভুল হইয়াছিল। গবর্ণমেণ্টের 'ডেমি অফিসিয়েল' পত্রখানি তাঁহার বালিসের নীচে রহিয়া গিয়াছিল। চট্টগ্রামে কিরূপ ব্যাপার হইবে তাহার কোনও রিপোর্ট না পাইয়া গবর্ণমেণ্ট টেলিগ্রাফ করিয়াছেন। তাহাতে কলিয়ারের চৈতন্য হইয়াছে। তিনি ভয়ানক চিন্তিত হইয়াছেন। আমাকে বলিলেন, আর দুই দিন মাত্র বাকী, এখন কেমন করিয়া কিছু করা যাইবে? সভা করিয়া চাঁদা তুলিবারও সময় নাই। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম তাঁহার ইচ্ছা কি কিছু একটা করা? তিনি বলিলেন কিন্তু করিব কি প্রকারে? আমি বলিলাম সে ভার আমার। তবে সময় নাই। দেখি যতদূর করিতে পারি। দেখিলাম গবর্ণমেণ্ট একটি পয়সাও দেন নাই। অতএব স্থির করিলাম যে কেবল আফিসগুলিন আলো করিব ও তাহার নিকটবর্ত্তী রাস্তায় 'গেট' দিব। মিউনিসিপেলটি ও ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডকে তাহাদের

আফিস আলো করিতে আদেশ পাঠাইয়া যে সদাগরের দুই হাজার টাকা টেজারিতে জমা ছিল আমার ইচ্ছামতে উহা ব্যয় করিতে ক্ষমতা দিয়া এক পত্র আমার কাছে তৎক্ষণাৎ পাঠাইতে তাহাকে লিখিলাম। সে পত্র কালেক্টরের কাছে পাঠাইয়া ট্রেজরি হইতে এক হাজার টাকা আনিয়া কার্য্য আরম্ভ করিলাম। 'জুবিলি' সন্ধ্যার সময়ে 'ফেয়ারি হিলের' ও তদুপরিস্থ রাজপ্রাসাদ তুল্য অট্টালিকার ও নিকটবর্ত্তী আফিস সমূহের যে শোভা হইল তাহা চট্টগ্রাম কখনও দেখে নাই। 'ফেয়ারি হিলে' আরোহণের উভয় পথে এবং অন্যান্য আফিসের প্রবেশ পথে বিচিত্র 'গেট' নির্ম্মিত হইয়াছিল, এবং সমস্ত আফিস ও রাজপথ আলোক-মালায় সজ্জিত হইয়াছিল। 'ফেয়ারি হিলের' প্রকাণ্ড অট্টালিকার আশীর্ষ আলোকদামের অপূর্ব্ব শোভা পরে শুনিলাম বহু দূর সমুদ্র গর্ভ হইতে পর্য্যন্ত দেখা গিয়াছিল। সর্ব্বাপেক্ষা শোভা হইয়াছিল 'ফেয়ারি হিলের' পর্ব্বতাঙ্গে তরঙ্গায়িত আলোকমালার। তাহার সর্ব্বাঙ্গে অবয়বে অবয়বে লহরে লহরে রমণীকণ্ঠলগ্না মুক্তামালার মত আলোকমালার যে শোভা হইয়াছিল তাহা বর্ণনাতীত। সেই সন্ধ্যায় ইংরাজ বাঙ্গালী যাহার সঙ্গে দেখা হইল তাঁহার মুখে আর এ কবিত্বের প্রশংসা ধরে না। তাঁহারা বলিলেন এই আলোকসজ্জা (illumination) কবির উপযুক্ত। পর দিন কমিশনারও আফিসে আসিয়া আমার কার্য্যের অত্যন্ত প্রশংসা করিলেন। বলিলেন আমি একটা অলৌকিক কার্য্য (miracle) দেখাইয়াছি। তিনি স্বপ্নেও ভাবেন নাই দু দিনে আমি এরূপ একটা আশ্চর্য্য কাণ্ড করিতে পারিব। কত টাকা ব্যয় হইয়াছে জিজ্ঞাসা করিলে আমি বলিলাম অনুমান হাজার টাকা। তিনি আর কিছু বলিলেন না। পর দিন আফিসে আসিয়া আমাকে ডাকিয়া হাজার টাকার একখানি নোট আমার হাতে দিয়া বলিলেন যে এ টাকা তিনি দিবেন, কারণ তাঁহার

ভুলে আমি চাঁদা তুলিতে পারি নাই, আর এখন তুলিবার সময়ও নাই। আমি—"সে কি! আপনি কেন এ টাকা দণ্ড দিবেন?" তিনি—"তবে আপনি টাকা কোথায় পাইবেন? আপনি দণ্ড দিবেন কেন?" আমি—"আমিও দণ্ড দিব না। টাকার আমি সংস্থান করিয়াছি।" তিনি—"কিরূপে?" তখন তাঁহাকে সকল কথা খুলিয়া বলিলে, তিনি বড়ই সন্তুষ্ট হইলেন। তিনি—"তবে আপনার আর টাকার প্রয়োজন নাই?" আমি—"না।" তখন আচ্ছা বলিয়া নোটখানি পকেটে রাখিলেন। এমন সাধু লোক কি সিভিল সার্ভিসে আর হইবে?

MAHARAJAH'S LIBRARY 18 DEC 1913 COOCH BEHAR

'সাইক্লোন' ও 'ভানুমতী'।

'জুবিলির' অল্প দিন পরেই চট্টগ্রামে আবার একটা খণ্ডপ্রলয় হইল। ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের ৩০ শে অক্টোবরের প্রাতে আমার পাহাড়স্থ বাটীতে বসিয়া কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে আলাপ করিতেছি। পর দিন কালীপূজা। আফিস বন্ধ। বেলা এগারটার সময়ে দেখিলাম কর্ণফুলী সাগর-সঙ্গমে একটা গভীর কৃষ্ণ প্রকাণ্ড মেঘ দেখা দিল। মেঘ যেন সমুদ্রগর্ভ হইতে উঠিয়া ক্রমে আকাশ ছাইয়া যাইতেছে। কয়েক দিন অসাময়িক ও অস্বাভাবিক গরম পড়িতেছিল। আমার মনে একটা 'সাইক্লোনের' (চক্রবাত্যার) আশঙ্কা উদয় হইয়াছিল। আমি মিঃ কলিয়ারকে পর্য্যন্ত আমার এ আশঙ্কার কথা তৎপূর্ব্ব দিন বলিয়াছিলাম। বন্ধুদিগকে বলিলাম যে গতিক ভাল নহে। সমুদ্র গর্ভে যে ঘন কৃষ্ণ মেঘ উঠিতেছে, উহাতে বা 'সাইক্লোন' লইয়া আসে, তাঁহাদের বাড়ী যাওয়া উচিত। তাঁহারা আমার কথা হাসিয়া উড়াইয়া দিলেন, কিন্তু বৃষ্টির আশঙ্কায় চলিয়া গেলেন। দেখিতে দেখিতে লিক লিক করিয়া একটুক বাতাস, ও তৎসঙ্গে একটু বৃষ্টি আরম্ভ হইল। দেখিতে দেখিতে আকাশ মেঘে ছাইয়া গেল, এবং মেঘের পশ্চাতে মেঘ তীব্রবেগে ছুটিতে লাগিল। আমি ইতিপূর্ব্বে কলিকাতায় দুই, গঙ্গাসাগরে এক, যশোহরে এক, চট্টগ্রামে এক, এবং নোয়াখালিতে এক,—এরূপে ছয়টি 'সাইক্লোন' ভুগিয়াছি। অতএব সাইক্লোন সম্বন্ধে আমার এক প্রকার আত্ম-প্রত্যয় জন্মিয়াছে। আমার হৃদয় ঘোরতর আশঙ্কায় ছাইয়া গেল। পরিবারস্থ সকলকে বলিলাম নিশ্চয় সাইক্লোন হইবে। তাহাই হইল। ক্রমে ক্রমে বৃষ্টি ও বাতাস বাড়িতে লাগিল। বেলা তিনটার সময়ে ঠিক সন্ধ্যার মত অন্ধকার হইল, এবং প্রবলবেগে সাইক্লোন বহিতে আরম্ভ

হইল। সমস্ত ঘরে এরূপ জল পড়িতে লাগিল যে দাঁড়াইবার স্থান নাই। জিনিসপত্র, ছবি, কৌচ, সোফা, গৃহের সাজসজ্জা সকলই ভিজিয়া যাইতেছে। ঝট্‌কায় ঝট্‌কায় গৃহ কাঁপিতে লাগিল, পিলার ও দেওয়াল ভাঙ্গিতে লাগিল এবং টিনের ছাদ এরূপ মড় মড় করিতে লাগিল যেন উড়িয়া যাইবে। স্ত্রী পুত্রকে বুকে লইয়া কাঁদিতে লাগিলেন, এবং তাঁহার জিহ্বায় আর এক 'সাইক্লোন' আমার কর্ণপথে বহিতে লাগিল। এই উচ্চ পাহাড়ের বাড়ীতে আসিতে তিনি বড় নারাজ ছিলেন, আমি জিদ করিয়া আনিলাম, তাঁহার অভ্রান্ত যুক্তি শুনিলাম না, এখন সব গেল, তিনি পুত্রটি লইয়া কোথায় যাইবেন? একবার পাহাড় হইতে নামিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু যেই ভৃত্যেরা বাহিরে গিয়াছিল, ঝড় তাহাদিগকে উড়াইয়া বারণ্ডায় আনিয়া ফেলিল। আর যাইবেন বা কোথায়? পাহাড়ের নীচেই একটা বাঙ্গলায় একটা সাহেব ছিল। মনে করিয়াছিলাম তাহা পাহাড়ে বেষ্টিত বলিয়া তাহাতে ঝড় কম লাগিতেছে, সেখানে যাইব। ভৃত্যেরা ফিরিয়া আসিয়া বলিল যে তাহার ছাদ উড়িয়া যাইতেছে এবং টিন চারি দিকে তীরের মত ছুটিতেছে। আমাদের সম্মুখে একটি নিম্ন পাহাড়ে আর একটি বাঙ্গলা। তাহাতেও একটি সাহেব থাকে। তাহারও ছাউনি উড়িয়া গিয়াছে। আমার আস্তাবল, গোশালা ইত্যাদি যাহা পাহাড়ের নীচে ছিল, সকলই ধরাশায়ী হইয়াছে। পাহাড়ের উপর রান্নাঘর ইত্যাদি উড়িয়া কোথায় গিয়াছে চিহ্ন মাত্র নাই। তাহাদেরও চালের টিন লইয়া ঝড় লোফালুফি করিতেছে। দেখিয়া ভৃত্যেরা হাসিতেছে। পাঁচটার সময়ে নিবিড় অন্ধকার হইল। দারুণ শীত। কম্বল ও ওয়াটারপ্রুফ জড়াইয়া, এবং জিনিসপত্র একবার এখান হইতে সেখানে, এবং ঝড়ের গতি ফিরিলে আবার সেখান হইতে এখানে সরাইয়া সমস্ত রাত্রি হা ঈশ্বর! হা ঈশ্বর! করিয়া কাটাইলাম। জীবনের

আশা পরিত্যাগ করিয়াছিলাম। যে দিকে যখন ঝড় বহিতেছিল তাহার বিপরীত দিকের আয়নার শার্সির পথে সেই ঘোরতর ভৌতিক বিপ্লব আমি নীরবে বসিয়া দেখিতেছিলাম। কত বৃক্ষ ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে, কত ডাল পালা উড়িয়া যাইতেছে, এবং চক্ষের উপর যেন একটা মহাপ্রলয়ের অভিনয় হইতেছে। এরূপে রাত্রি তিনটা পর্য্যন্ত পূর্ণবেগে বহিয়া সাইক্লোন ক্রমে কমিতে লাগিল। প্রভাতের সঙ্গে তাহার তাণ্ডবনৃত্য শেষ হইল। আমার পাহাড় হইতে চারিদিকে কি ধ্বংসের দৃশ্যই দেখা যাইতেছে। কত বাড়ী ঘর উড়িয়া গিয়াছে; কত মহা মহীরুহ আমূল উৎপাটিত হইয়াছে! আমার পাহাড় প্রায় সহরের সকল পাহাড় হইতে উচ্চ। সকলে ভাবিয়াছিল সর্ব্বাগ্রে আমার গৃহই ধ্বংসিত হইবে। কিন্তু শ্রীভগবানের কি কৃপা! আমার পাহাড়ের পাদমূলস্থ বাঙ্গলা দুটিই ছাদশূন্য হইয়াছে; আর আমার কেবল বারাণ্ডার দুই একটি স্তম্ভের মাথা মাত্র ভাঙ্গিয়াছে। বন্ধু বান্ধব ব্যস্ত হইয়া আমাদের তত্ত্ব লইতে আসিয়া, এবং গৃহের অবস্থা দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। সহরের পথ ঘাট, বৃক্ষ ও গৃহ পড়িয়া, বন্ধ হইয়াছে। পদব্রজে বেড়াইতে গিয়া দেখিলাম যে কয়েকটা পাকাবাড়ী ভিন্ন আর সমস্ত নগরই ধরাশায়ী হইয়াছে। নদীতীরস্থ স্থানসকল যেরূপ প্লাবিত হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ হইল ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দের সাইক্লোনের মত এবারও সমুদ্রতরঙ্গে তৎতীরস্থ স্থানসকল ধৌত হইয়া গিয়াছে। কমিশনার মিঃ কলিয়ার ও সেট্‌লমেণ্ট অফিসার মিঃ এলেন ষ্টীম লঞ্চ লইয়া সেই সকল স্থান দেখিতে ছুটিলেন, এবং ফিরিয়া আসিয়া যাহা বলিলেন, ও যে রিপোর্ট পাঠাইলেন, তাহাতে চট্টগ্রামের একটা গভীর শোকের ছায়া পড়িল। এক একটি রিপোর্ট পড়িতে অশ্রুজলে আমার বুকের পরিচ্ছদ ভিজিয়া

যাইত। সমুদ্রগর্ভস্থ দ্বীপ কুতুবদিয়া ও মহেশখালিতে বিশেষতঃ সমুদ্রতীরস্থ ছুনুয়া, গণ্ডামারা, প্রভৃতি গ্রামে বসতির চিহ্ন মাত্র নাই। মানুষ, গরু, বাছুর, বাড়ী, ঘর সকলই ভাসিয়া গিয়াছে। ঘরের চাল পর্য্যন্ত সমুদ্রের জল উঠিলে লোক চালে আশ্রয় লইয়াছিল, এবং চাল শুদ্ধ ভাসিয়া গিয়া পশ্চাতের পর্ব্বতশ্রেণীর গায়ে গিয়া ঠেকিয়াছিল। তাহাতে কেহ কেহ রক্ষা পাইয়াছে। মিঃ এলেন লিখিয়াছেন যে কিছু দিন পূর্ব্বে তিনি যে সকল সমৃদ্ধিশালী গ্রাম নর, নারী, পালিত পশুপক্ষী, ও ধনধান্যে পূর্ণ দেখিয়া আসিয়াছিলেন, এখন তাহাদের চিহ্ন মাত্র নাই। উৎপাটিত বৃক্ষাবলী পর্য্যন্ত ভাসিয়া গিয়াছে। কেবল স্থানে স্থানে উৎপাটিত বৃক্ষ, ও হৃদয়বিদীর্ণকারী অবস্থায় নরনারীর ও শিশুর শব পড়িয়া রহিয়াছে। একটি সম্পত্তিশালী তালুকদারকে তিনি বিশেষরূপে চিনিতেন। তাহার প্রকাণ্ড পরিবারপূর্ণ বহু গৃহ, গরুপূর্ণ গোশালা, এবং ধান্যপূর্ণ গোলা, কিছুদিন পূর্ব্বেও তিনি দেখিয়া আসিয়াছিলেন। এখন তাহার গোলার একটা ভগ্নখুঁটি মাত্র আছে, আর কিছুই নাই। তাহার বাড়ীর সম্মুখস্থ পুষ্করিণী ও পার্শ্বস্থ গড় মানব ও পশু শবে পূর্ণ! কলিয়ার দেবতুল্য হৃদয়বান লোক ছিলেন। তিনি গবর্ণমেণ্টের অপ্রীতিভাজন হইয়াও অকাতরে এই মহাশ্মশান ক্ষেত্রে যাহারা জীবিত ছিল তাহাদের ও অন্য স্থানের সর্ব্বস্বহৃত দরিদ্রদের সাহায্য করিতেছিলেন। 'জুবিলি' হলের জন্য যে জমীদার দশ হাজার টাকা দিয়াছিলেন তাঁহার জমীদারি মহেশখালি দ্বীপের ও কয়েক গ্রামের প্রজা ভাসিয়া গিয়াছিল। অতএব 'জুবিলি হল' আপাততঃ স্থগিত রাখিয়া তাঁহাকে ঐ দশ হাজার টাকা উক্ত স্থানের প্রজাদের সাহায্যের জন্য ও ভগ্ন বাঁধ বাঁধিবার জন্য ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড হইতে দেওয়া হইল। সর্ব্বাপেক্ষা এসিস্‌টেণ্ট মেজিষ্ট্রেট মিঃ এফ, পি, ডিক্সনের দেবত্বের

কাহিনীতে দেশ পরিপুর্ণ হইয়াছিল। তাঁহাকে 'রিলিফ' (দুঃখমোচন) কার্য্যে নিযুক্ত করা হইয়াছিল। ইনি এ সকল মহাশ্মশানে ঘুরিয়া ঘুরিয়া, অশ্রুজলে বক্ষঃ ভাসাইয়া, নিরন্নকে অন্ন, বস্ত্রহীনকে বস্ত্র, ও রোগীকে ঔষধি দিতেছিলেন, এবং স্বহস্তে কোদাল ধরিয়া গর্ত্ত করিয়া শবসকল পুতিতেছিলেন। ইংরাজদের মধ্যে নরাধম যেমন আছে, দেবতাও তেমন আছেন। সেরূপ দেবতা এ দেশে নাই, বুঝি সেরূপ নরাধমও নাই।

মিঃ এলেনের উক্ত রিপোর্ট প্রাতঃকালে ঘরে বসিয়া পড়িয়া অশ্রুমোচন করিয়া কর্ণফুলী সাগর সঙ্গমের দিকে চাহিয়া আছি, এমন সময়ে আমার খুড়তত ভাইয়ের কন্যা দ্বাদশবর্ষ বয়স্কা 'আশা' আসিয়া আমার গলা জড়াইয়া বলিল—"কই জেঠা মহাশয়! তুমি যে একখানি বহি লিখিয়া আমাকে উপহার দিবে বলিয়াছিলে, দিলে না?" সে সর্ব্বদা আমার কাছে এরূপ আবদার করিত, এবং তাহাকে আমি বড় ভালবাসিতাম। লেখা পড়ায় তাহার বড়ই অনুরাগ। আমি বলিলাম—"আচ্ছা! এই দেখ্, তোর জন্য বহি একখানি লিখিতে বসিলাম।" এলেন সাহেবের সেই রিপোর্ট হইতে একাংশ উদ্ধৃত করিয়া মুখপত্রে দিয়া 'ভানুমতী' সে অবস্থায় লিখিতে আরম্ভ করিলাম, এবং সপ্তাহ মধ্যে ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দের ২রা জুলাই শেষ করিলাম। এরূপে একটি বালিকার আবদার লিখিতে 'ভানুমতীতে' বড় বেশী কিছু থাকিবার কথা নহে। উহা পুস্তকাকারে মুদ্রিত করা উচিত কি না সন্দেহ হইলে উহা 'সাহিত্য' পত্রিকায় পাঠাইলাম। সম্পাদক সুরেশ উহা আগ্রহের সহিত মাসে মাসে ছাপিতে লাগিলেন, এবং লিখিলেন যে অনেকে উহার বেশ প্রশংসা করিতেছেন। 'ভানুমতী' বালিকার পাঠোপযোগী সরল ভাষায় একটা সরল গল্প বিশেষ। তবে নরনারীর ইন্দ্রিয়জনিত-

প্রেম ভিন্ন বাঙ্গলা উপন্যাস হইতে পারে কি না, এবং উপন্যাসে গদ্য পদ্য উভয় ব্যবহার করিলে কিরূপ লাগে, উপন্যাসলেখকদের চিন্তা করিয়া দেখিতে দেওয়া,—এই দুটি আমার উদ্দেশ্য ছিল। এইখানে 'ভানুমতীর' নূতনত্ব। বিনাইয়া বিনাইয়া একখানি প্রকৃত উপন্যাস লেখা আমার উদ্দেশ্য ছিল না। লিখিও নাই। প্রথম নূতনত্বটুক নিতান্ত প্রয়োজনীয় হইয়া পড়িয়াছে। 'পিরীতের' উপন্যাসে বঙ্গ-সরস্বতীর হাড় অস্থি জ্বলিয়া যাইতেছে। সেই 'পিরীত'ও আবার পাশ্চাত্য 'পিরীতের' একটা অস্বাভাবিক ছায়া মাত্র। একদিন একজন বন্ধু বলিয়াছিলেন বাঙ্গালীর 'লভ' (পিরীত) পরের স্ত্রী লইয়া। বাঙ্গলায় একখানি ভাল উপন্যাস নাই, যাহা পিতা পুত্র, ভাই বোন, এক সঙ্গে পড়িতে পারে। আমি এ কথা বঙ্কিম বাবুকে বরাবর তাঁহার উপন্যাস উপহার পাইয়া লিখিতাম। 'দেবী চৌধুরাণীর' প্রথম কয়েকটি অধ্যায় প্রথমতঃ মাসিক পত্রিকার স্তম্ভ হইতে এক দিন প্রাতঃকালীন আহারের সময়ে স্ত্রী পড়িয়া শুনাইলেন। শুনিয়া দুজনে মুগ্ধ হইলাম। উহাতে বঙ্কিম বাবুর নাম ছিল না। পত্নী বলিলেন যে উহা বঙ্কিম বাবুর লেখা না হইয়া যায় না। আমি বলিলাম যে বঙ্কিম বাবুর উপন্যাস বিনামা বাহির হইবে কেন? এই কয় অধ্যায় আমার এত ভাল লাগিয়াছিল যে উহা বঙ্কিম বাবুর লেখা কি না তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া পত্র লিখিলাম। তিনি ঠাট্টা করিয়া উত্তরে লিখিলেন—"আশ্চর্য্য যে স্বচ্ছ আবরণের মধ্য দিয়া উহার লেখককে তুমি দেখিতে পার নাই। নাত্‌-বউ তোমার চক্ষুতে অঙ্গুলি দিয়া না দেখাইলে তুমি নিশ্চয় এ সংসারের সকল বিষয়ে দিশাহারা হও।" তাহা ঠিক। তিনি আমার সংসার-সমুদ্রের 'পাইলট' (আড়কাটি)। আমি তাহার পর লিখিলাম—"দোহাই আপনার! এবার যুবক যুবতীর পিরীত ছাড়া একখানি

উপন্যাস আমাদের দিন। ইহার পরে গরীব প্রফুল্লকে ঘূর্ণবাত্যার পৃষ্ঠে চড়াইবেন না।" তাহার পরের মাসের মাসিক পত্রিকায় দেখি প্রফুল্ল সুন্দরী ঘড়া ঘড়া টাকা পাইল। তাঁহার একখান নাটকও আমি আমার পুত্রবধূকে পড়াইতে পারিলাম না। যাহা হউক 'ভানুমতী' প্রকাশিত হইল, এবং তাহার মুখপত্রের কবিতায় আমার ভাইঝি 'আশা'র আবদার রক্ষা করিয়া উহা তাহাকে উপহার দিলাম।

'সাহিত্যে' প্রকাশিত হইয়াছিল বলিয়া বাঙ্গালিমহলে তাহার আর সমালোচনা হইল না। আশ্চর্য্যের বিষয় যে এই আবদারে ও অসাবধানতায় লিখিত ক্ষুদ্র উপন্যাসের সমালোচক জুটিলেন—ইংরাজ। এ সম্মান আমার কোনও কাব্যের ভাগ্যে ঘটে নাই। ইংলণ্ড হইতে একজন অবসরপ্রাপ্ত সিবিলিয়ান আমাকে 'ভানুমতী' সম্বন্ধে দুখানি দীর্ঘ পত্র লিখিলেন। দুখানি পত্রই গভীর পাণ্ডিত্যপূর্ণ। দুই পত্রই এত দীর্ঘ যে তাহা সম্যক উদ্ধৃত করিবার স্থান এখানে হইবে না। তাঁহার প্রথম পত্রে উপরোক্ত নূতনত্বের প্রতি তাঁহার দৃষ্টি পড়িয়াছিল।

"I want to write to you about two or three literary matters. I have been re-reading *Bhanumati*, reading it not as merely literature, but as a Hindu "novel with a purpose," and yet what has most struck me is its literary form. In the first place is there any Indian precedent (excuse my ignorance) for its mixture of verse and prose or did you invent this form of expression ? The device is found in the Roman poet Petronius Arbiter, whose novel contains obvious borrowing from India, especially the famous story of the Matron of Ephesus. From Petronius the fashion of telling a story in alternate verse and prose was borrowed by many French writers, most successfully by a Scotchman who wrote in French, Count Anthony Hamilton, who, though he wrote in a

foreign tongue, achieved one lyric which is one of the masterpieces of French poetry. In English, this mixed form of expression is, I think, excessively rare. The only instance I can think of is Cowley's Essays. Did you hit upon it by accident? Or is it usual in Indian literature?

তাহার পর 'ভানুমতীর' ধর্ম্ম ও সমাজতত্ত্বের আলোচনার প্রতি তাঁহার দৃষ্টি পড়িয়াছিল। আমি বলিয়াছি হিন্দুধর্ম্মের একটি বিশেষত্ব এই যে, হিন্দুধর্ম্মে বালক বৃদ্ধ, শিক্ষিত অশিক্ষিত, সংসারী সন্ন্যাসী, সকল অবস্থার লোকের জন্য একটা না একটা সোপান আছে। তিনি তাহার পর খৃষ্টান ধর্ম্মেও সেরূপ সকল অবস্থার উপযোগী সোপান, এবং তাহাতেও শান্ত বাৎসল্য প্রভৃতি আছে বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়া সর্ব্বশেষ লিখিয়াছেন—

But men, like your intelligent men, while retaining the conservative instincts of all Aryan races, would not conserve the abuses of your faith. You do not want the (Brahmo) *Samaj*. You want to be loyal to India. No one is more loyal to India than I am. But all living religions *spread*, and will admit *all* men. Caste has many advantages, as you have pointed out with your poetic power of speech. Caste would probably be an excellent thing if India were in a planet by itself. Caste feeling—you rightly say—is inherent in human nature. But all other nations have had to modify it, even to abondon it more or less. It seems to me that the most vital defect of Hinduism, even in the very liberal and tolerant form you follow is that it is too exclusively Indian. That, to be sure, is also its chief merit in the eyes of patriotic Indians. My own belief is that, some day, Christianity will make great strides in India through the preaching of some great Indian preacher. I do not think our missionaries will ever do much. But a Christian Keshub with the gift of preaching, a man who could show that *bhakti* and devotion are not the monopoly of any one creed, might

have a great following, and I am convinced that the Christianity so preached could not be a bit like our official Christianity, but would absorb into it much that has interested me so much in your book. Christianity is as various as Hinduism, and adapts itself to the needs of different races and climates. But these are only my personal views. In the mean-while I think you do well in resisting the (Brahmo) *Samaj* which (unless I am misinformed) is a sort of compromise with Christianity.

ব্রাহ্মরা কি বলেন? তাঁহার দ্বিতীয় পত্রে আবার ব্রাহ্মসমাজ সম্বন্ধে লেখেন—

I have been reading your *Bhanumati* with care. My Bengali has grown very rusty; but surmounted difficulty adds an additional zest to one's reading, and it is with a thrill of pleasure that I find my native language (I spoke Bengali as a child before I spoke English) coming back to me. What you say about *Samaj* (Brahmo Samaj) religion and education interest me greatly. As to Samaj, I do not see much use in discussing *national* manners. *Personal* manners, *individual* manners, may be modified to some extent. *National* manners are a thing of long growth and the fruit of many obscure influences. Of course, Englishmen think their own social customs best, and best they are *for them*. But you have only to cross the narrow straits of Dover to find a kindred Aryan race, speaking a kindred language and following a slightly different form of the same religion—brought up in a totally different set of customs—customs, much more like those of India than English customs are. Social customs are not things that can be altered by argument or by any violent change. The French Revolution strove to alter, and did for a very short time alter, the customs of France. But under a nominal Republic, the people of France are as subject to official rule and follow the old aristrocratic manners as closely as before, whereas under a Monarchy, the English are impatient of official control,

and are democratic in their manners. Curiously enough, that tends to make them tolerant. If the French had succeeded in capturing India, they would have forced their social system on Indian as they have on Algeria.

তাহার পর ইওরোপের অবস্থা আলোচনা করিয়া লিখিয়াছেন—

What you say of religious toleration, is admirable. The new criticism, which shows the origin of the religious beliefs of Christianity, is decidedly in the direction of the unity of all religious belief and all religious effort. There, there again, India has had an advantage in coming under the rule of Protestants, and not Roman Catholics. The Roman Catholics are more consistent, more pious, perhaps, than we, but they are more intolerant and those of them who are not earnest believers, are free thinkers, whereas the looser-fitting Protestant belief resembles Hinduism in affording room for diversity of belief, and is as tolerant as the creed which ranges from the newly-converted savage followers of the *Goshains* of Assam to the hereditary and exclusive Brahmans of Benares. I don't think, we at all realise that ethnologically and linguistically India is far more of a continent than Europe is. * * * It may be the true business of British rule in India to draw together the peoples of the Indian Continent, as Roman Empire drew together and civilized the savage tribes of Britain and Germany and made them to resemble the polished inhabitants of Italy and Greece. It caused the fall of the supremacy (intellectual and political) of Greece and Rome. But it gave birth to the great popular Governments of Britain, America, Australia, France and Germany. So British rule has suppressed the supremacy of Delhi and Poona. But it may result in the discovery of new ruling races. The Bengalies at all events, already have (and will improve) a position in modern India, which they could hardly have had in ancient India. When the British rule began, Bengali literature had only advanced as far as Bharat Chandra Roy—rather coarse verse stories, something

like those of our own Chaucer, full of promise, indeed, but still puerile and tentative. See what has followed in only 150 years. Ram Mohon Roy, A. K. Dutta, the noble Iswar Chandra, Dinobandhu, Madhusudan, Bankim and yourself! It is all very well for you to say that you avoid European influences in your verse. Its structure, no doubt, owes its beauty and charm of sound to indegenous influences; but its thoughts, its catholicity, its expression of the (of course, universal) enjoyment of the beauty and healing power of the influences of nature,—are not these due to the fact that you have read the world's literature, and have half consciously absorbed the imaginings of cultured men in the West as well as in the East?

I am writing hastily and without elaboration, and may be saying less or more than I mean. But my chief object is to tell you that I have found your little book very stimulating and interesting, and to express my gratitude.

আমি এ পত্র দুখানি হইতে এ দীর্ঘ অংশ সকল উদ্ধৃত করিলাম, কারণ ইহাতে হিন্দুর ও ব্রাহ্মদের চিন্তা করিবার অনেক বিষয় আছে। কেবল 'গোঁড়ামিতে' হিন্দুসমাজ ধ্বংসের দিকে দ্রুতবেগে যাইতেছে তাহা নহে, ব্রাহ্মসমাজও 'ইওরেসিয়ান' নরকের দিকে তীব্র বেগে ছুটিয়াছে।

ইহা অপেক্ষাও গৌরবের ও বিস্ময়ের বিষয় যে 'ভানুমতী' কলিকাতার 'ইংলিশমেন' পত্রিকার সুনজরে পড়িয়াছিল। আমাকে একজন সিবিলিয়ান জজ বলিলেন যে বাঙ্গলা সাহিত্যের মৌলিকতা (originality) নাই বলিয়া আমাদের বন্ধু 'পাইওনিয়ার' পত্রে এক প্রবন্ধ বাহির হইলে, 'ইংলিশমেন' 'ভানুমতীর' প্রাকৃতিক শোভার বর্ণনা ইংরাজীতে অনুবাদ করিয়া উক্ত প্রবন্ধের প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। জজ বলিলেন যে 'ইংলিশমেনের' প্রবন্ধটি আমার দেখা উচিত ছিল। কিন্তু প্রাতে নিদ্রা হইতে উঠিয়া আপনার স্বজাতির নিন্দা ও গালি পড়া বড় অপ্রীতিকর

বলিয়া বহুকাল হইতে আমি 'ইংলিশমেন' গ্রহণ করা, কি পড়া, ছাড়িয়া দিয়াছি। কাযেই দুর্ভাগ্য বশতঃ উক্ত প্রতিবাদ পাঠ করি নাই। কিন্তু ইহার কিছুদিন পরে "Moslem vs Hindu" শীর্ষক প্রবন্ধে "ইংলিশমেন" আবার 'ভানুমতীর' এরূপ ভাবে উল্লেখ করেন—

"A hundred years ago its models were chiefly the Persian poets. Now-a-days the Bengali author draws his language from the rich store-house of Sanskrit, but in matter and manner copies the master-pieces of English. The result is still somewhat hybrid, still manifestly derivative. But few literatures have made so good a start in their early existence as has Bengali. The novels of Bankim Chandra, the plays and epics of Madhu Sudan, the charming prose elegies of Vidyasagar,—all show matured literary power, ease and grace of manner, skill in characterisation and description. Among other things, they bring out the fact, not perhaps sufficiently observed by European critics, that the native of India possesses and can express that love of nature which is only a recent acquisition of our own literature. In modern Bengali novels, you will find a natural, and not merely conventional, love of scenery, of mountains, plains and sea. The influence of the scenery of the sea-shore in assisting the poet's meditation and ecstasy has been ably depicted in a recent novel by the wellknown poet Babu Nabin Chandra Sen in language which reminds the reader at times of Mr. Swinburne's peoms of the joy and splendour of the sea. And from all this wealth of literary charm, emotion and stimulus, the Mohamedan Bengali has cut himself off. Hence, the Mussalman strikes a foreigner in Bengal as more manly perhaps than his Hindu cousin, but as having less refined ideals of life, as being less ingenious, less astute perhaps, but certainly less literary, less artistic in temperament."

শুনিলাম ইহার পর 'ইংলিশমেনের' বর্ত্তমান সম্পাদক 'Vis-a-Vis' নামক এক প্রবন্ধ কলিকাতায় পাঠ করিয়াছিলেন। তাহাতে তিনি ইংরাজের ও ভারতবাসীর মধ্যে সম্মিলন ও সহানুভূতির অভাবের জন্য দুঃখ করিয়া না কি বলিয়াছিলেন যে প্রত্যেক ইংরাজের এক একটি ভারতীয় ভাষা শিক্ষা করা উচিৎ। শুধু তাহা নহে বাঙ্গলা ভাষার এত উন্নতি হইয়াছে যে কেবল বাঙ্গলা-সাহিত্য পড়িবার জন্য তাঁহাদের বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষা করা উচিত। ইহাতে বোধ হইতেছে তিনি নিজে বাঙ্গলা ভাষা শিখিয়াছেন, এবং তাহাতে বাঙ্গলা সাহিত্যের প্রতি তাঁহারও সুদৃষ্টি পড়িয়াছে। যাহা হউক, আমরা কয়েকজন দরিদ্র বাঙ্গালী লেখকের ইহার অপেক্ষা অধিকতর গৌরবের বিষয় কি হইতে পারে যে আমাদের জীবদ্দশায় বটতলা হইতে উত্থিত বাঙ্গলা সাহিত্যের এরূপ সুখ্যাতি "ইংলিশমেনের" (উভয়ার্থে) কাছে শুনিলাম। বোধ হয় এ সকল প্রবন্ধের ও আলোচনার ফলে বাঙ্গালী-বিদ্বেষী 'কিপলিঙ্গের' বাঙ্গালীর পেটমোটা কদাকার চিত্রের প্রতিবাদে একজন ইংরাজ—বোধ হয় কোনও অবসরপ্রাপ্ত সিবিলিয়ান—আমাদের বাঙ্গালী লেখকদের আকৃতির নিম্নোদ্ধৃত বর্ণনা 'ইংলণ্ডের' বিখ্যাত 'লিটারেচার' (Literature) পত্রে প্রচার করিয়াছিলেন—

Similarly, portly pompousness no longer adequately describes the modern Bengali. The lamented Iswar Chandra Vidyasagar, the type of the learned ascetic, an Eastern Cardinal Newman, was a Bengali Babu. The religious reformers, Ram Mohon Roy and Keshab Chandra Sen, were neither portly nor pompous, and they were Bengali Babus. The poet of modern Bengal—the "Bengali Byron" as he has been called in a mixture of jest and appreciation—(Babu Nobin Chandra Sen) is a Bengali Babu. He has the slim, oval face, the bright, dark eyes, the gracious

and proudly submissive manners of an Italian or Spaniard of good family.

এবার চূড়ান্ত! 'ভানুমতী' আমার শেষ কাব্য। তাহার এই সমালোচনাও একশেষ! জানি না আমার এ রূপের বর্ণনা পড়িয়া কোনও 'আহেল বিলাতী' বলিয়াছিলেন কি না—

"কিবা রূপ কিবা গুণ কহিলেক ভাট।
খুলিল হৃদয় দ্বার না লাগে কপাট।"

—:০:—

জীবনের শেষ স্বপ্ন।

চট্টগ্রাম পাহাড়ের উপর একখানি কুটির নির্ম্মাণ করিয়া অবশিষ্ট জীবন শান্তিতে অতিবাহিত করা আমার জীবনের একটি স্বপ্ন হইয়াছিল। সর্ব্বাপেক্ষা এই জন্যই "ডেপুটি স্বর্গ" আলিপুর ত্যাগ করিয়া আমি চট্টগ্রামে আসি। ফেণী থাকিতে অবধি আমি একটি পাহাড়ের বন্দোবস্তি গবর্ণমেণ্ট হইতে পাইতে চেষ্টা করিতেছিলাম। মধ্যে চট্টগ্রামে অস্থায়ী পার্শনেল এসিষ্টেণ্ট হইয়া আসিয়া দুটি পাহাড়ের বন্দোবস্তির চেষ্টা ক্রমান্বয়ে কিরূপে নিষ্ফল হইয়াছিল, তাহা বলিয়াছি। তাহার পর চট্টগ্রামের বর্ত্তমান 'মদরসার' উত্তরদিকস্থ পাহাড়টির বন্দোবস্তির দরখাস্ত করিয়া সাত বৎসর যাবৎ উহা পাইবার চেষ্টা করিতেছিলাম। সেটেল-মেণ্ট অফিসারের পর সেটেলমেণ্ট অফিসার আমার কাছে প্রতিশ্রুত হইয়া-ছিলেন যে, সহরের জরিপ শেষ হইলে উহার বন্দোবস্তি আমাকে দিবেন। 'কর্জ্জনের পাহাড়' এতকাল পড়িয়াছিল তাহার উপর কাহারও চোক পড়িল না। কিন্তু যেই আমি উহা কিনিতে চাহিলাম, অমনি দেশ শুদ্ধ "শিক্ষিত বাঙ্গালী" তাহার মূল্য বৃদ্ধি করাইয়া আমাকে বঞ্চিত করিলেন। এবারও বদলি হইয়া দেখিলাম যে পাহাড়টির জন্য একপাল উমেদার হইয়াছেন। উহা নিলাম হইলে একজন আমার দশগুণ খাজনা স্বীকার করিয়া ডাকিয়া লইলেন। তাহার পর ছাড়িয়া দিলেন। তখন আর একজন 'শিক্ষিত স্বদেশী' তাহার জন্য ক্ষেপিয়া গেলেন। সেটেলমেণ্ট অফিসার বলিলেন আমি অস্বীকার না করিলে তাঁহাকে দিবেন না। তিনি অর্দ্ধেক অংশের জন্য আমাকে ধরিলেন। এ পাহাড়টির নিম্নাঙ্গে মুসলমানদের শত শত কবর আছে। তাহার উপর উহা পথহীন ও জনহীন। অতএব

ইতিমধ্যে আমি উহা লইব না স্থির করিয়াছিলাম। কেবল আমার শিক্ষিত স্বদেশীদিগের শিক্ষার ও স্বদেশীয়তার আমোদ দেখিতেছিলাম মাত্র। আমি বলিলাম তিনি উহার পূর্ণাংশ লইতেও আমার আপত্তি নাই। তিনি অতিরিক্ত জমায় উহার বন্দোবস্তি লইলেন। আমি আর একটি পাহাড়স্থ বাড়ী চুপে চুপে বন্ধক ও পাট্টা করিয়া লইয়া সে বাড়ীতে গেলাম। শিক্ষিত স্বদেশীর বুকে একটা শেল বিদ্ধ হইল। বাড়ীখানির তখন বড় শোচনীয় অবস্থা ছিল, তাই উহার প্রতি তাঁহাদের চক্ষু পড়ে নাই। এত শোচনীয় যে কলেক্টার ও অন্যান্য সাহেবেরা আমার কবিত্বপূর্ণ ও সুমার্জ্জিত উপত্যকাস্থ বাড়ী ছাড়িয়া এই বাড়ীতে আসিলাম বলিয়া আশ্চর্য্য হইয়াছিলেন। পাহাড়টি সহরের উত্তর প্রান্তে স্থিত, এবং সহরের অন্যান্য পাহাড় অপেক্ষা উচ্চ। ইহার উপর হইতে চারিদিকে যেরূপ প্রাকৃতিক শোভা দেখা যায়, অন্য কোনও পাহাড় হইতে সেরূপ দেখা যায় না। দক্ষিণে বা সম্মুখে কোনও পাহাড় না থাকাতে পর্ব্বত, নদী ও সমুদ্রের সঙ্গমস্থানটি একটি চিত্রের মত দেখা যায় এবং স্নিগ্ধ সমুদ্রানিল সমস্ত দিন এরূপ অবারিত ভাবে বহিয়া যায় যে গৃহের উপরে টিনের ছাউনি হইলেও কিছুমাত্র গরম অনুভূত হয় না। পূর্ব্বদিকে চট্টগ্রামের পার্ব্বত্য রাজ্যের শোভা, এবং পশ্চিম দিকে রেলওয়ের বিচিত্র গৃহাবলী-শীর্ষ আর একটি গগনস্পর্শী পর্ব্বত-শ্রেণীর তরঙ্গায়িত শোভা। পশ্চাতে বা উত্তরে একটি পর্ব্বত বেষ্টিত শস্যপূর্ণ উপত্যকা শোভা। ঋতুতে ঋতুতে, মাসে মাসে, দিনে দিনে কৃষির অবস্থার সঙ্গে সঙ্গে রঙ্গভূমির পট পরিবর্ত্তনের মত সঙ্গে সঙ্গে তাহার শ্রীর রূপান্তর হইতেছে। দূরে চন্দ্রশেখর গিরিমালা নীলাকাশে স্থির তরঙ্গ রেখা আঁকিয়া রহিয়াছে, এবং সমস্ত শৃঙ্গের উপর চন্দ্রনাথশৃঙ্গ বহু ঊর্দ্ধে মস্তক তুলিয়া যেন প্রকৃতিদেবীর মন্দিরের নীলমণি নির্ম্মিত চূড়ার

মত শোভা পাইতেছে। সম্মুখে গিরিপাদমূলে পর্ব্বত ও বৃক্ষরাজি বেষ্টিত একটি প্রাকৃতিক সরোবর (lake). ইহার নাম ইংরাজেরা Fairy tank (পরী দীঘি) রাখিয়াছেন। মুসলমানদের বিশ্বাস ইহা আস্কর খাঁ নামক একজন ফকির দ্বারা খনিত। তাহারা ইহাকে "আস্কর খাঁর তালাও" বলে। ইহার সংলগ্ন পাহাড়ের অধিত্যকার পশ্চিম পার্শ্বে চট্টগ্রামের রক্ষয়ত্রী দেবী 'চট্টেশ্বরীর' মন্দির। আমরা এই শৈল-কুটিরে আসিয়া পতি-পত্নী পুত্র ভূতলে জননীর মন্দিরের দিকে প্রণত হইয়া বলিলাম—"মা! ত্রিশ বৎসর বিদেশে ঘুরিয়াছি। আর আমাদের ঘুরাইও না। তোমার চরণতলে অবশিষ্ট জীবনের জন্য স্থান দেও!" বাড়ীতে প্রবেশ করিয়াই আমি কবিকল্পনা খাটাইতে লাগিলাম। গৃহখানির বৈঠকখানা (Drawing Room) সমুদ্র-শ্যাম (Sea green) বর্ণে, আহারের কক্ষ (Dining Room) গোলাপি বর্ণে, এবং শয্যাকক্ষদ্বয় বাসন্তী বর্ণে চিত্রিত করিলাম, এবং কলিকাতা হইতে আনীত বিবিধ উপকরণ, চিত্র ও গৃহসজ্জায় পিতা পুত্রে মিলিয়া সজ্জিত করিলাম। দক্ষিণের ও পূর্ব্বের বারাণ্ডা নানাবিধ ক্রোটন, লিলি ও ফর্ণের টবে সাজাইলাম, এবং স্তম্ভের ব্যবচ্ছেদে স্থানে স্থানে জাফরিতে নানাবিধ লতা তুলিয়া দিলাম। কলেক্টার বলিয়াছিলেন যে এ বাড়ীতে একজন পাদ্রী ছিলেন। তিনি জানেন যে বর্ষার সময়ে উঠান হইতে জল গড়াইয়া গৃহে প্রবেশ করিত। এজন্য পাদ্রী বাড়ী ত্যাগ করেন, এবং বহু বৎসর এ বাড়ী পড়িয়া রহিয়াছিল। আমি সম্মুখের প্রাঙ্গণের মাটি প্রায় দুই ফিট কাটিয়া ফেলিলাম, এবং এখানে অর্দ্ধচক্রাকারে কেয়ারিতে, কলিকাতা হইতে আনীত উৎকৃষ্ট গোলাপ রোপণ করিলাম। তাহার পর গোলাকার পথ। পথের মধ্য গোলাকার দুর্ব্বাখণ্ড, এবং তাহার কেন্দ্রস্থান একটি উদ্যান

ঝাউ, ও তাহার চারিদিকে একটি উদ্যান তালের স্তবক (group) রোপণ করিলাম। পূর্ব্ব দিকে বিস্তৃত প্রাঙ্গণের সীমায় পাহাড়ের অবয়বে কেয়ারি করিয়া নানাবিধ ফুল রোপণ করিলাম, এবং মধ্যস্থলে পিতা পুত্রের খেলিবার জন্ম 'টেনিস্ কোর্ট' করিলাম। কোর্টের লাইন সকল একরূপ লাল শাকের দ্বারা চিহ্নিত করিলাম। সম্মুখে পাহাড়ের বক্ষে একটি হৃদয়াকৃতি পুষ্পোদ্যান রোপণ করিলাম। তাহার পার্শ্ব দিয়া একটি নূতন রাস্তা পাহাড়ের অঙ্গ কাটিয়া নির্ম্মাণ করিলাম, যেন তাহার অর্দ্ধ পথ গাড়ী উঠিতে পারে, এবং অবশিষ্টও এরূপ করিলাম যে উঠিতে কিছুমাত্র কষ্ট হইত না। ডিষ্ট্রিক্ট ইন্‌জিনিয়ার বলিয়াছিলেন যে বহু সহস্র টাকা ব্যয়ে, এ পথ 'ফেয়ারী হিলের' পথের মত পাকা ও তাহার পার্শ্বে পাকা ড্রেন না করিলে বর্ষায় এ রাস্তা থাকিবে না। আমি কেবল উহার পৃষ্ঠ এবং উহার ভিতর দিকের ড্রেন দুর্ব্বায় আবৃত করিয়াছিলাম। বর্ষার সময়ে তাহার কোনও ক্ষতি হইল না। পূর্ব্বে যে দুটি পথ ছিল উহাদের এরূপ 'চড়াই' যে উঠিতে গলদঘর্ম্ম হইতে হইত। একজন স্ফীতোদর বন্ধু একদিন মাত্র আমার এ বাড়ী প্রবেশের অব্যবহিত পরে আসিয়া 'তোবা' করিয়াছিলেন যে তিনি আর কখনও আমার বাড়ীতে আসিবেন না। কিন্তু নূতন রাস্তা হইয়াছে শুনিয়া তিনি একদিন আসিয়া হাসিয়া আকুল। বলিলেন, এত উচ্চ পাহাড়ে উঠিয়াছেন বলিয়া তাঁহার বিশ্বাস হইতেছে না। তাহার পর পাহাড়ের উপরে ও পার্শ্বে স্থানে স্থানে ভাল ফলের বৃক্ষের ও মেহগনি প্রভৃতি মূল্যবান বৃক্ষের স্তবক (group) রোপণ করিলাম। একটি পক্ষীশালা প্রস্তুত করিয়া তাহাতে নানাবিধ পার্ব্বত্য ও সমতলীয় পক্ষী রাখিলাম, এবং বারাণ্ডার ব্যবচ্ছেদে সুন্দর পিঞ্জরে 'কেনারি', ময়না, নানাবিধ টিয়া, কাকাতুয়া পাখী রাখিলাম। তাহাদের কলকণ্ঠে সমস্ত দিবস গৃহ কলায়িত থাকিত। পর্ব্বতের পাদমূলে

একটি কূপ খনন করিলাম। তাহাতে একটি পার্ব্বত্য নির্ঝর ধারা বহির্গত হইয়া, সুস্বাদু নির্ম্মল সলিলে পূর্ণ করিল। তাহার পার্শ্বে একটি 'হাওজ' নির্ম্মাণ করিয়া সমস্ত স্থানটি একটি পুষ্পলতা ও পুষ্পবৃক্ষ কুঞ্জে পরিণত করিলাম। একদিন কালেক্টার ও সেটেলমেণ্ট অফিসার আমার গৃহে আসিয়া, তাহার এরূপ রূপান্তর দেখিয়া, বড়ই আনন্দ প্রকাশ করিলেন, এবং আমার রুচির (taste) অত্যন্ত প্রশংসা করিলেন। বিশেষতঃ প্রাচীরের রঙ্গ দেখিয়া বলিলেন উহা নিশ্চয়ই আমারই কবিত্ব, অন্যথা চট্টগ্রামে এমন চিত্রকর নাই যে এমন সুন্দর রঙ্গ দিতে পারিবে।

একদিন তাঁহাদের বলিলাম যে তাঁহাদের প্রতিশ্রুতি মতে একটি পাহাড় কই আমাকে বন্দোবস্তি দিলেন না। আমি যে পাহাড়টি পসন্দ করি তাহার জন্য পালে পালে গাহক জোটে। তাহাদের বিশ্বাস, আমি যখন পসন্দ করিয়াছি, তখন উহাতে অবশ্য কিছু একটা মাহাত্ম্য আছে। অতএব সেটেলমেণ্ট অফিসার যদি গোপনে বন্দোবস্তি দেন, তবে আমি আমার পাহাড়ের পশ্চিমদিকের সংলগ্ন পাহাড়টির বন্দোবস্তি চাহিব। তিনি প্রতিশ্রুত হইয়া এক দিন প্রাতে পাহাড় দেখিতে আসিলেন। উহা আমার বসতির পাহাড় হইতেও উচ্চতর এবং তখনও জঙ্গলাবৃত। তিনি উহার সানুদেশে উঠিয়া চারিদিকের দৃশ্যাবলি দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন। প্রাতঃসূর্য্য প্রদীপ্ত পশ্চিম দিকের সমুদ্রের অনন্ত সলিল শোভা বহুক্ষণ স্থির নয়নে চাহিয়া বলিলেন—"নবীন বাবু! এমন সুন্দর দৃশ্য চট্টগ্রামের কোনও পাহাড় হইতে দেখা যায় না। আপনি এ পাহাড় ছাড়িয়া ঐ কবরপূর্ণ জলহীন ও পথহীন পাহাড় কেন চাহিয়াছিলেন। আমি এক পয়সা দিয়াও উহার বন্দোবস্তি লইতাম না। আমি বুঝিতে পারিতেছি না উহার জন্য এত গাহক হইয়াছিল কেন, এবং আপনার স্বদেশীয় ডেপুটি ক্ষেপিয়া এত টাকাতে উহার বন্দোবস্তি লইয়াছে কেন?

তাহার তুলনায় এ পাহাড় স্বর্গ। কি চমৎকার স্থান!" আমি বলিলাম—"সেই পাহাড় কথনও বন্দোবস্তি লওয়ার আমার ইচ্ছা ছিল না। আমি যে পাহাড়টি পসন্দ করি, সেটার জন্যই একপাল উমেদার জুটিয়া মূল্য বাড়াইয়া ফেলে। ইহাদের 'হাম্‌বগ' (ছলনা) করিবার জন্য মাত্র আমি শেষে উহার বন্দোবস্তি চাহিয়াছিলাম, এবং আমার স্বদেশীয় মহাশয় সেই ফাঁদে পড়িয়াছেন। উহা তাঁহার পক্ষে একটা শ্বেত হস্তী হইবে।" সাহেব স্বল্প জমায় আমাকে এই পাহাড়টির বন্দোবস্তি সে দিনেই দিলেন। আমি উহার অঙ্গ ব্যাপিয়া কলিকাতা হইতে আনীত ভাল ভাল আম্র, নিচু, সফেটা, লকেট ইত্যাদি ফলের ৩০০ বৃক্ষ রোপন করিলাম, এবং স্থানে স্থানে চাঁপা, বকুল, নাগেশ্বর, বিলাতি কৃষ্ণচূড়া ইত্যাদি বৃক্ষ বসাইলাম। এ পাহাড়টির তিনটি শৃঙ্গ ঠিক হারের মত গ্রথিত। আমি সন্ধ্যার সময় শৃঙ্গে শৃঙ্গে বেড়াইয়া চারি দিকে আমার পার্ব্বতী মাতার শৈলকিরীটিণী, সাগর-কুন্তলা এবং সরিৎমালিনী শোভা সন্দর্শন করিতাম। কথনও বা দক্ষিণ শৃঙ্গের দুর্ব্বার গালিচায় বসিয়া তাহার দক্ষিণ-পশ্চিমস্থ সুরক্ষিত শ্যামল 'কেণ্টনমেণ্ট' উপত্যকায় শেতাঙ্গদের টেনিস, ক্রিকেট, পলো, হকি, গোলফ্, ফুটবল ক্রীড়া দেখিতাম। কোন কোনও দিন এই উপত্যকা স্কুলের ছাত্রে ছাইয়া যাইত। চারি দিকে চক্রাকারে শত শত বালক যুবক বসিয়া আছে, আর কয়েকজন (সাধারণতঃ বয়াটে) ছেলে মাত্র ফুটবল থেলিতেছে। হা অদৃষ্ট! ১১ জন ছাত্রে খেলা করে, আর সমস্ত দেশের ছেলে বসিয়া 'সিগারেট' টানিতে টানিতে উহা দেখে, ও থাকিয়া থাকিয়া শাখামৃগের মত চিৎকার করিয়া বাহবা দেয়, ইহাই এথনকার ছেলেদের ব্যায়াম! আমাদের দেশের এথন ব্যয়হীন অথচ স্বাস্থ্যপ্রদ খেলাগুলিন উঠিয়া গিয়াছে। পল্লীগ্রামের ছেলেগুলা পর্য্যন্ত, নেকড়ার নিশান পুতিয়া, এবং নেকড়ার এক অপূর্ব্ব 'বল' প্রস্তুত করিয়া, অর্দ্ধ

কর্ত্তিত ধানের ক্ষেতে ফুটবল খেলে। কখনও বা উত্তর শৃঙ্গে বসিয়া নিম্নের উপত্যকায় শস্যক্ষেত্রের শোভা, এবং সুদূরস্থ চন্দ্রশেখর পর্ব্বতমালার সান্ধ্যাকাশে তরঙ্গায়িত নীললীলা দেখিতাম।

এক দিন আমার কলেজের বন্ধু দেব-প্রতিম পবিত্র চরিত্র পণ্ডিত দেবনাথ শাস্ত্রী আমার এই শৈলাশ্রমে উপস্থিত হইলেন। আমি পাহাড়ের নাম 'Fancy Hill' 'ফ্যেনসি হিল' (কল্পনা শৈল বা রম্য শৈল) রাখিয়াছিলাম। চট্টগ্রামের বৌদ্ধনাম 'রম্যভূমি'। আর গৃহের নাম রাখিয়াছিলাম 'আশ্রম'। দেবনাথকে প্রণাম করিয়া পদধূলি গ্রহণ করিতে গেলে তিনি—"সে কি! নবীন বাবু! সে কি!" বলিয়া আমাকে জড়াইয়া ধরিয়া কোলাকোলি করিলেন। আমি বলিলাম—"দেবনাথ! আমি ত ব্রাহ্ম নহি। তোমাকে প্রণাম করিব না, তোমার পদধূলি লইব না, তবে কাহার লইব? শুনিয়াছি তুমি চট্টগ্রামের 'নববিধান' সমাজে গেলে তাহারা লাঠির দ্বারা ভ্রাতৃপ্রেম প্রকাশ করিবে। কিন্তু তুমি আমার সঙ্গে চল, আমি তোমাকে হিন্দু সমাজের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিদের কাছে লইয়া যাই, তুমি দেখিবে সকলে আমার মত তোমার পদধূলি লইবে।" দেবনাথ তাঁহার সেই সুপ্রসন্ন হাসি হাসিয়া বলিলেন —"সত্য সত্যই কি তাহারা আমাকে মারিবে।" তাঁহার কথার ভাবে বোধ হইল তাঁহার মনেও এইরূপ ভ্রাতৃপ্রেম লাভের আশঙ্কা আছে। আমি বলিলাম শুনিয়াছি তাহারা তোমাকে তাহাদের সমাজে প্রবেশ করিতে দিবে না। তিনি তাঁহার সঙ্গী ব্রাহ্মের দিকে চাহিলেন, এবং উভয়ে হাসিলেন। বহুক্ষণ নানাবিধ আলাপের পর দেবনাথ আমার সমস্ত 'আশ্রম' বেড়াইয়া বড়ই আনন্দিত হইলেন, এবং পাহাড় হইতে নামিবার সময়ে বলিলেন,—"আমি সময়ে সময়ে চট্টগ্রামে আসিয়া থাকিবার জন্য আপনার আশ্রমে একটুক্ স্থান ভিক্ষা করিব।"

আমি বলিলাম—"তাহা হইলে আমি যে কত সুখী হইব বলিতে পারি না। তোমাকে আমাদের আশ্রমে দেবতার মত স্থাপিত করিয়া আমরা পতি পত্নী পুত্র তোমার পুজা করিব।" তাঁহার কলিকাতা ফিরিয়া যাইবার দিন,আমার গাড়ীতে দুজনে ষ্টেশনে যাইতেছি। আমি ইচ্ছা করিয়া একটু আঁচড় দিলে দেখিলাম, ব্রাহ্ম চর্ম্মের নীচেই ব্রাহ্মণের রক্ত। কথায় কথায় বলিলাম তাঁহাদের সাম্যবাদটা আমি বড় বুঝি না। কই, দেবনাথ শাস্ত্রী যদি মুচি মুদ্দাফরাসের ব্যবসা করিতেন, তবে সাম্যটা কি বুঝিতে পারিতাম। কিন্তু কই, তিনি হিন্দু থাকিলে হিন্দুর বাড়ীতে যে পৌরহিত্য করিতেন, ব্রাহ্ম হইয়া ব্রাহ্মের বাড়ীর সেই পৌরহিত্যই করিতেছেন। দেবনাথ হাসিয়া বলিলেন—"একটা কথা মনে পড়িল। আমি যখন ব্রাহ্ম হইলাম. পাড়ার স্ত্রীলোকেরা মার কাছে গিয়া বলিল,—'করিলে কি ? দেবনাথটিকে ভিখারী করিয়া দিলে ?' মা বলিলেন—'দেব নাথের সাতপুরুষ ভিখারী। দেবনাথও ভিখারী হইয়াছে। তাতে নূতন কথা আর কি ?' " আমি বলিলাম ব্রাহ্মণের এ অধঃপতনের দিনেও সর্ব্বত্র শীর্ষস্থানে ব্রাহ্মণ। কি সাহিত্যে, কি 'বারে', কি বিচারাসনে, কি রাজনৈতিক আন্দোলনে, সর্ব্বত্রই ব্রাহ্মণ। তিনি উৎসাহ ও আনন্দের সহিত বলিলেন—"ব্রাহ্মণের পার্থক্য ও প্রাধান্য মান্দ্রাজে যেমন দেখা যায়, এমন আর কোথায়ও নহে। তুমি রাস্তা দিয়া চলিয়া যাও, সহস্র লোকের মধ্যে কোন্‌টি ব্রাহ্মণ তাহা চিনিতে পারিবে।" কেমন ব্রাহ্মচর্ম্মের নীচেই ব্রাহ্মণ রক্ত কি না ? তিনি ট্রেণে উঠিলে বলিলাম—"দেখ ! দেবনাথ। তুমি সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের 'পোপ'। বিলাতফেরতা প্রায় সকলেই তোমার চেলা। ইহাদের না আছে ধর্ম্ম, না আছে দেশ, না আছে মনুষ্যত্ব। তুমি ইহাদের মতিগতি ফিরাইয়া তাহাদিগকে 'ইওরেসিয়েন' নরক হইতে উদ্ধার কর। যত বাঙ্গালী তত পরিচ্ছদ ত আছেই। তাহার

উপর যত ব্রাহ্ম বা বিলাতফেরত তত ধর্ম্ম, ও সমাজ। তুমি একটি সংহিতা করিয়া ইহাদিগকে কিছু একটা ধর্ম্ম ও বন্ধনে বাঁধিতে পারিলে, শুধু তাহাদের উদ্ধার সাধন করিবে এমন নহে, দেশেরও একটা মহৎ কল্যাণ করিবে।" তিনি বিষণ্ণ বদনে বলিলেন—"নবীন বাবু! ও কিছুতে কিছু হইবে না। যে খরতর বিলাতী সভ্যতার স্রোত ছুটিয়াছে, তাহাতে সকল চেষ্টা ভাসিয়া যাইবে।" ট্রেণ খুলিল। তিনি চলিয়া গেলেন। ইহার কিছু দিন পরে তাঁহার এক উপন্যাস বাহির হইল, এবং তাহাতে "মিঃ নেন্দি", অমৃতের সুর "বিবাহ বিভ্রাটের" "মিঃ সিঙ্গ" মহাশয়ের জুড়ী, বঙ্গসাহিত্যে দেখা দিলেন। বিলাতফেরতার উপরোক্ত দল ইহাতে এমন ক্ষেপিয়াছিল যে একজন আমাকে বলিলেন তিনি দেবনাথকে পাইলে তাহার হাড়গোড় ভাঙ্গিয়া দিবেন।

একজন বিখ্যাত বিলাসী বিলাতফেরতা বেরিষ্টার এ সময়ে চট্টগ্রামে এক মোকদ্দমা উপলক্ষে আসিয়াছিলেন। তিনি কলিকাতায় ফিরিয়া গিয়া আমার 'আশ্রমের' ও 'ডিনারের' এরূপ ব্যাখ্যা কলিকাতার বড়লোক মহলে করিয়াছিলেন যে, আমি তাহার কিছু দিন পরে কলিকাতায় গেলে আমাকে বলিলেন তাঁহারা আমার পার্ব্বত্য-আশ্রম দেখিতে একবার চট্টগ্রামে আসিবেন। প্রাতে শয্যা ত্যাগ করিয়া সূর্য্যদেবের উদয় পর্য্যন্ত গৃহ-প্রাঙ্গনে বেড়াইয়া স্নিগ্ধ ও সমুদ্রানিল সেবন করিতাম। শরীরে যেন অমৃত বর্ষিত হইত। তাহার পর এক গবাক্ষের সমক্ষে বসিয়া প্রাকৃতিক শোভা দেখিতে দেখিতে সমস্ত প্রাতঃকাল লেখায় ও বন্ধু-দর্শনে কাটাইতাম। অপরাহ্নে আফিস হইতে ফিরিয়া আসিয়া পত্নী-সহ সন্ধ্যা পর্য্যন্ত পর্ব্বতের শৃঙ্গে শৃঙ্গে ঘুরিয়া বেড়াইতাম, এবং বাগানের তত্ত্বাবধারণ করিতাম। পার্ব্বত্যানিলে আমার ধূতির ও স্ত্রীর সাড়ীর অঞ্চলাগ্র পতাকার মত উড়িতে থাকিত। জ্যোৎস্না রাত্রি হইলে রাত্রি

বহুক্ষণ পর্য্যন্ত বেড়াইতে বেড়াইতে, কৌমুদীরঞ্জিত শৈল সমতল সরিৎ-সাগর মিশ্রিত চারি দিকের প্রাকৃতিক শোভা দেখিয়া, আনন্দে অধীর হইতাম। সন্ধ্যার পর বন্ধুবান্ধব আসিতেন। তাঁহারা কেহ কেহ হারমোনিয়ামের সঙ্গে গাইতেন। পাঠ সমাপন করিয়া আসিয়া পুত্রও গাইত। এরূপ আনন্দে সমস্ত সন্ধ্যা অতিবাহিত হইত। মধ্যে মধ্যে বন্ধোপলক্ষে নদীপথে পর্ব্বতের, পল্লীগ্রামের ও বহুদূর বিস্তৃত শস্যক্ষেত্রের শোভা দেখিতে দেখিতে পল্লীগ্রামস্থ বাড়ীতে যাইয়া সমস্ত অপরাহ্ন ও সন্ধ্যা গ্রামের বৃক্ষচ্ছায়ায় ও দীর্ঘিকার তীরে তীরে বেড়াইতাম। বন্ধের পর যেন নূতন জীবন লইয়া সহরে ফিরিয়া আসিতাম। এই idyllic (গীতিকাময়) জীবন একটি বৎসর অনুভব করিলাম। শ্রীভগবান আমার আযৌবন পুষ্ট একটি বাসনা পূর্ণ করিলেন। ভাবিতাম, এ ভাবে প্রভাসের উপসংহারে যেরূপ চাহিয়াছি, জীবনের অপরাহ্ন বহিয়া গিয়া শান্তির সন্ধ্যায় শেষ হইবে। স্বদেশীয় যিনি সাক্ষাৎ করিতে আসিতেন তিনি পাহাড়ে উঠিয়া বলিতেন—“কি সুন্দর স্থান! স্বর্গ বলিলেও চলে। এমন সাজান বাড়ী, এমন গাড়ীঘোড়া, মেজিষ্ট্রেট কমিশনারেরও নাই। এত সুখ দেখিয়া কি মানুষ হিংসা না করিয়া থাকিতে পারে?” সত্যসত্যই মানুষ হিংসা না করিয়া থাকিতে পারেন না। এক দিন অকস্মাৎ আমার এই সুখ-স্বপ্ন ভঙ্গ হইল।

সয়তান।

"For some of you there present are worse than devils."

The Tempest.

একদিন মিঃ কলিয়ার আমাকে ডাকিয়া বলিলেন, তিনি পাটনার কমিশনার হইয়া যাইতেছেন, তাঁহার স্থানে আসিতেছেন—মিঃ মহানিষ্ঠী। অকারণ লোকের মহা অনিষ্টকারী এমন আর ভূভারতে দুটি নাই। অতএব তিনি সংবাদটি আশঙ্কার সহিত বলিলেন। আমি তাঁহার অধীনে ফেনীতে কার্য্য করিয়াছিলাম, এবং একা আমি মাত্র তাঁহার কৃপাকটাক্ষভাজন ছিলাম। সে কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। আমি যখন তাঁহার বদলিতে আন্তরিক দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলিলাম, আমি তাঁহার পরবর্ত্তীকে চিনি, মিঃ কলিয়ার যেন আমার জন্য আশ্বস্ত হইয়া বলিলেন—"O you know him then !" (আপনি তবে তাঁহাকে চিনেন !) চিনি বটে, কিন্তু এরূপ প্রকৃতির লোকের অধীনে কায করা, আর সর্প-গৃহ বাস এক কথা। অতএব কিঞ্চিৎ চিন্তিত হইয়া তাঁহার কাছে পত্র লিখিলাম। উত্তর পাইলাম যে আমাকে তিনি পার্শনেল এসিষ্টেণ্ট পাইবেন শুনিয়া বড়ই সুখী হইয়াছেন। পূর্ব্বে সয়তান দাসের উল্লেখ করিয়াছি। সে চট্টগ্রামের একজন উচ্চ কর্ম্মচারী। এমন ভীষণ হিংস্রক জীব বুঝি বনেও নাই। হিন্দু ধর্ম্ম এমন পাপীর কল্পনা করিতে পারে না। এ নরাধম খৃষ্টান ও মুসলমান ধর্ম্মের সয়তানের জীবন্ত আদর্শ। এজন্য আমি তাহার নাম 'সয়তান দাস' ওরফে 'সাহেবদাস' রাখিয়াছিলাম। দেখিতে একটি মাংসপিণ্ড বিশেষ। ঠিক যেন মৃত কিচকের দেহপিণ্ড। কিম্বা সেক্সপিয়ারের 'ক্যালিবান'

বা 'ফলসটাফ'। তাহার আকৃতি নিতান্ত খর্ব্ব, উদরের পরিধি শরীরের দৈর্ঘ্য হইতেও বেশী। একটি মেটে তেলের পিপে কি ঢাকাই জালার উপর একটা বৃহৎ হাঁড়ি বসাইয়া দিয়া তাহাতে কচ্ছপের মত দুটা ক্ষুদ্র চক্ষু এবং হস্তীর মত স্থূল হস্তপদ যোগ করিয়া দিলে, তাহার আকৃতি হইবে। সে চলিয়া যাইবার সময়ে হাঁটিতেছে কি গড়াইতেছে, আমি ঠিক করিতে পারিতাম না। তাহার শ্রীমূর্ত্তি সম্মুখে রাখিয়াই আমি 'রঙ্গমতীর' ঢেঁকি পঞ্চাননের রূপ কল্পনা করিয়াছিলাম। সেই বৃহৎ উদরে প্রবেশ করে নাই এমন ঘৃণিত বস্তু নাই, তাহাতে নাই এমন পাপ নাই। সে নিজে বলিত যে জলচরের মধ্যে কেবল নৌকা, এবং স্থলচরের মধ্যে কেবল শকট, তাহার আহার্য্য নহে। কোনও বন্ধুর বাড়ীতে বিবাহের নিমন্ত্রণে যাইতেছি। সে এক বাক্স 'সার্ডিন' মাছ লইয়াছে। উহা খুলিবামাত্র দুর্গন্ধে আমরা বমি করিতে লাগিলাম। তাহাকে ভৃত্যদের নৌকায় তাড়াইয়া দিলাম। ভৃত্যেরা ও মাঝি মাল্লারা বমি করিতে করিতে নৌকা ছাড়িয়া ডাঙ্গায় উঠিল। আমাদের কুসংস্কারের জন্য নিন্দা করিয়া সে পচা মাছ বাক্স শুদ্ধ খাইল। বন্ধুর বাড়ীতে পঁহুছিয়াই তাহার ওলাউঠা। এই পিশাচকে সঙ্গে আনিয়াছি বলিয়া বন্ধু আমাদিগকে মারিতেই চাহিলেন। সে আমার চট্টগ্রাম স্কুলের সহপাঠী। শৈশবে পিতৃ-মাতৃহীন ও নিতান্ত দরিদ্র ছিল। তাহার এক আত্মীয়ের বাসায় থাকিয়া পড়িত। সে আত্মীয়ের পুত্র তাহার প্রতি এত অত্যাচার করিত যে সে স্কুলে আমার মত সকালে আসিয়া আমার গলা জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিত, আর তার দুরবস্থার কথা বলিত। আমি সে জন্য তাহাকে বড় দয়া করিতাম এবং ভালবাসিতাম। সময়ে সময়ে তাহাকে কাপড় বহি কিনিয়া দিতাম। শৈশবেই শিক্ষকেরা তাহাকে চিনিয়াছিলেন। সে একজন সাধারণ (average) বুদ্ধির ছেলে ছিল। পড়া

প্রায়ই বলিতে পারিত না। কেবল চালাকি করিয়া বা 'কপি' করিয়া পার পাইতে চেষ্টা করিত। সে জন্য শিক্ষকেরা স্কুলে তাহার নাম 'চালাক দাস' রাখিয়াছিলেন। 'প্রোমোশন' না পাওয়াতে সে শেষে তৃতীয় কি চতুর্থ শ্রেণী হইতে স্কুল ছাড়িয়া তাহার কোনও আত্মীয়ের আফিসে 'এপ্রেণ্টিস' হয়। আমি যখন ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট হইয়া ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে চট্টগ্রাম আসিলাম, সে তখন একজন সামান্য কেরানী। আমাকে আসিয়া ধরিয়া পড়িল। আমি তাহাকে প্রথম তাহার বর্ত্তমান পদ সৃষ্টি করিয়া তাহাতে সামান্য বেতনে নিযুক্ত করি, এবং পার্শনেল এসিষ্টেণ্ট হইয়া তাহার খোসামুদিতে বশীভূত হইয়া সে বেতন অনেক চেষ্টায় বৃদ্ধি করিয়া দিই। জানিতাম না যে আমি দুধ দিয়া একটি কাল সর্প পুষিতেছি। আমি ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে বিপদস্থ হইয়া চট্টগ্রাম ছাড়ি। সে বিপদের সময় আমি রাজবিদ্রোহী, সংবাদপত্রে স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষীয়দের ও গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে লিখি, বলিয়া সাক্ষ্য দিয়া সে প্রথম আমার এত উপকারের প্রতিদান দেয়। যাহা হউক সেই বিপদের পর চট্টগ্রাম আসিলে সে আমার পায়ে পড়িয়া কাঁদিয়া বলে যে কেবল সাহেবদের ভয়ে সে এরূপ বলিয়াছিল, না হয় তাহার চাকৃরি থাকিত না। তাহার পর ২০ বৎসর চলিয়া গিয়াছে। সে সাহেব সেবার বলে ক্রমশঃ বেতন বৃদ্ধি করাইয়া এখন চট্টগ্রামের একজন প্রধান কর্ম্মচারী। সাহেব-সেবায় এমন সিদ্ধহস্ত লোক আমি আর দেখি নাই। তাহার ব্রহ্মাস্ত্র ডালি। সে তাহার কার্য্যোপলক্ষে ফাকি দিয়া এক বাগান করিয়াছিল, এবং তাহা হইতে নিত্য কালেক্টার কমিশনারের কাছে ডালি পাঠাইত, এবং সে তাঁহাদের General supplier, সে জানিত ইংরাজদের হাত করিবার দুই অব্যর্থ উপায়—তাহাদের উদর ও পকেট। সে লোকের উপর ঘোরতর উৎপীড়ন করিয়া, সময়ে সময়ে নিজে কিছু দণ্ড দিয়া, সাহেবদের এমন

সস্তা জিনিসপত্র যোগাইত যে সাহেবেরা এ সামান্য বিষয়ের জন্য তাহার হাতের পুতুল হইতেন। চট্টগ্রামে এই ২০ বৎসরের মধ্যে যত কালেক্টর কমিশনার আসিয়াছেন সে সকলকে বাপ ডাকিয়াছে, এবং তাঁহাদের পাদুকা লেহন করিতেও ছাড়ে নাই। সে অহঙ্কার করিয়া বলিত—"জুতা বার্ণিস করিতে হয় 'ডসনের বাড়ীর' (অর্থাৎ সাহেবের জুতা) বার্ণিস করিব। নবীনের ভিন্ন বাঙ্গালীর জুতায় কালি দিব না।" সে এরূপে সাহেবদের হাত করিয়া দেশের উপর অকথ্য অত্যাচার করিত। কয়েকবার তজ্জন্য বিপদে পড়িয়া আমার কাছে কাঁদিয়া এবং আমার পরামর্শে ও সাহায্যে উদ্ধার লাভ করিয়াছিল। সমস্ত চট্টগ্রামে তাহার অভিশপ্ত নাম। সাহেবদের চক্ষে ধূলা দেওয়ার জন্য সে ব্রাহ্ম হইয়াছিল। যাহার গোত্রের স্থিরতা নাই, সে কাশ্যপ গোত্র। সাহেবদের দেখাইয়া সে রাস্তায় রাস্তায় সঙ্কীর্ত্তনে বাহির হইত, এবং মুদি "দোকানদার ভ্রাতাগণকে" চক্ষু বুজিয়া ভ্রাতৃপ্রেম বিতরণ করিত। আর আফিসে অধীনস্থ কর্ম্মচারীদের মাতা এবং ভগিনীর সঙ্গে কুটুম্বিতা না করিয়া,—তাহাদের অবৈধ প্রেম বিতরণ না করিয়া, এবং অভিধান-বহির্ভূত গালিবর্ষণ না করিয়া কথা কহিত না। তাহার দেশব্যাপী অত্যাচার সহ্য করিতে না পারিয়া স্বনামখ্যাত ব্রাহ্ম ডাঃ কান্তগিরি পর্য্যন্ত একবার তাহার বিপদের সময়ে দেশোদ্ধারের জন্য তাহার প্রতিকূলে দাঁড়াইয়া আমার কাছে সাহায্য চাহিয়াছিলেন। আমি লিখিয়াছিলাম যে আমি জানি যে এমন পাপিষ্ঠ ও ঘৃণিত জীব জগতে নাই, কিন্তু তাহাকে আশৈশব আপনার ভাইয়ের মত আমি দেখিয়া আসিয়াছি। আমি তাহার প্রতিকূলে কিছু করিতে পারিব না। সেই বিপদেও আমি যতদূর পারি তাহার সাহায্য করিয়াছিলাম। মিঃ মহানিষ্টী ইতিপূর্ব্বে চট্টগ্রামের কালেক্টার হইয়া আসিয়াই আমার সঙ্গে অনেক পরামর্শ আছে বলিয়া

ফেনী হইতে আসিয়া জোবওয়ারগঞ্জে তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে লিখিয়াছিলেন। আমি আসিলে সয়তান কিছু পথ আগে যাইয়া আমার গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল—"যে দুরন্ত লোকের হাতে পড়িয়াছি, এবার বুঝি আর চাকরি থাকে না। কিন্তু তোমার উপর তাহার বড় "হাই ওপিনিয়ন" (উচ্চমত)। সে বলে যে সে তোমার মত এমন যোগ্য লোক দেখে নাই। তুমি ভাই! আমার জন্য দুটি কথা না বলিলে, আমার রক্ষা নাই।" আমি তাহাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া আপনার ভাইয়ের মত পরিচয় করাইয়া দিলাম। জানিতাম না ইহাতেই এক দিন আমার সর্ব্বনাশ হইবে। সে অবধি ইনি তাহার হাতের পুতুল হইলেন। সে ইতিমধ্যে তাঁহার দুর্ব্বলতা বুঝিয়াছিল। লোকটা ভয়ানক কৃপণ; ইংরাজ জাতির মধ্যে এমন দেখি নাই। সয়তান দাস বলিল,—"তোমার সাহেব, ভাই! ভারি কৃপণ। তাহার পেছনে আমার আধা মাহিয়ানা যাইতেছে। যে মাছটির মূল্য চারি আনা, লইয়া থাকি এক আনা! তাতেও বলে বড় বেশী দাম।" আমি বলিলাম—"তুমি এরূপ কর কেন? উচিত মূল্য লইলেই হয়।" সে ঈষদ্ হাসিয়া বলিল—"আরে পাগল! তা হইলে কি আর চাকরি থাকে? আমার বিদ্যাবুদ্ধি ত তুমি সব জান। এই শালাদের খোসামুদি করিয়াই ত এত দূর উঠিয়াছি। সব সাহেবদের এরূপ অল্পমূল্যে জিনিসপত্র যোগাইতে হয়। তাতেই ত আমার কিছু থাকে না।" এ অবধি সে সাহেবের মহা প্রিয়পাত্র হয়। বলা বাহুল্য সে এ সকল গুণেই এখন "রায় বাহাদুর।"

সে তাহার রায় বাহাদুরির উপাখ্যান এরূপে বলিত। সে গর্ব্বের সহিত বলিত—"জান আমি কিরূপে রায় বাহাদুর হইয়াছি?" আমি—"না, অবশ্য তোমার sterling meritএর (প্রকৃত গুণের) দ্বারা।"

সে sterling শব্দের অর্থ কেবল টাকা পয়সা বলিয়াই জানিত। সে গ্রীবা বাঁকাইয়া, গ্রীবা একটা রেখা মাত্র ছিল, বলিল,—"না। জান ত আমার কাছে 'ষ্টারলিঙ্গ' 'ফারলিঙ্গ' কিছুই নাই। 'মেরিট' (গুণও) সেই চট্টগ্রাম স্কুলের চতুর্থ শ্রেণী পর্য্যন্ত। কেবল খোসামুদির চোটে আমি 'রায় বাহাদুর' হইয়াছি।" আমি—'বটে!' সে আবার সেই রেখা-মাত্র-গ্রীবা গর্ব্বে বাঁকাইয়া বলিল—"জান আমি সাহেবদের সঙ্গে দেখা করিতে গেলে কি করি?" আমি—"না"। সে—"আমি প্রথম পাহাড়ের নীচে আস্তাবলের কাছে গিয়া বলি—ঘোড়া সাহেব সেলাম! সহিস সাহেব সেলাম! কোচম্যান সাহেব সেলাম! তাহার পর পাহাড়ে উঠিয়া—আর্দালি সাহেব সেলাম! বেহারা সাহেব সেলাম! আয়া সাহেব সেলাম! তার পর কক্ষে প্রবেশ করিয়া—কুকুর সাহেব সেলাম। তাহার পর মাটিতে পড়িয়া—হুজুর! গড! ফাদার! মাদার! সেলাম!' তুমি যদি এরূপ করিতে, আজ ডিষ্ট্রীক্ট মেজিষ্ট্রেট হইতে পারিতে। আর তোমার নামের সঙ্গে দাসের বেটার মত পাঁচটা উপাধি বসিত।" আমি—"কি করিব? অদৃষ্ট মন্দ।" সে—"আমি লুসাই যুদ্ধের বলদের লেজ মলিয়া (তাহা হাতের ভঙ্গি করিয়া দেখাইয়া) 'রায় বাহাদুর' হইয়াছি। এখন যে চাটগাঁয়ে 'রায় বাহাদুর' হইবে তাহাকে আমার লেজ মলিতে হইবে।" "আমার লেজ" বলিয়া সে তাহার পশ্চাৎ অঙ্গে হাত দিয়া দেখাইত। কিন্তু আমি শপথ করিয়া বলিতে পারি সেই ঐতিহাসিক ও বৈজ্ঞানিক অঙ্গটি আমি দেখি নাই; সে যেরূপ হাস্যকর পরিচ্ছদে তাহার বৃহৎ উদরায়তন-সর্ব্বস্ব দেহটা আবৃত করিয়া রাখিত, হয়ত তাহার অভ্যন্তরে লেজটা লুক্কায়িত ছিল, আমি কিন্তু দেখি নাই। হয় ত ব্রাহ্ম ভ্রাতারা কেহ কেহ উহা দেখিয়া থাকিবেন, কারণ শুনিয়াছি অনেকে "ওঁ সচ্চিদানন্দ হরি!" ও

চট্টগ্রামের "একমেবা দ্বিতীয়ং" বলিয়া তাহাতে তৈলমর্দ্দন করিতেন।

হাত করিতে সে পারে নাই কেবল কলিয়ার সাহেবকে। কলিয়ার নিজে শিবতুল্য উদাসীন লোক। তাঁহার দ্বিতীয় ভার্য্যা নব-যুবতী। তাঁহার কাছেও ঘেষিবার যো নাই। ডালি পাঠাইলে তিনি ইদানিং ফেরত দিতেন। মিঃ কলিয়ার ইংরাজদের সঙ্গেও বড় একটা মিশিতেন না যে কালেক্টর 'বাপ এণ্ডার্সনের' (পাপিষ্ঠ বরাবর তাঁহাকে 'বাপ এণ্ডার্সনই' বলিত) দ্বারা তাঁহাকে হাত করিবে। অতএব এতকাল পরে সয়তান দাস ফাঁপরে পড়িয়া ষোড়শোপচারে আমার খোসামুদি আরম্ভ করিয়াছে। তাহার অনেক পুত্র কন্যা আছে, তাহার উপর আবার একটি উপপুত্র আছে। সে তাহাকে 'পালকপুত্র' বলিত। কিন্তু কোন্ শাস্ত্র মতে সে তাহাকে কখন কি কারণে 'পালন' করিয়াছিল তাহা কেহ জানে না। 'বাপ এণ্ডার্সন' পালককে অস্থায়ী খাস তহশিলদার করিয়াছিলেন। এখন তাহাকে স্থায়ী করিবার জন্য রিপোর্ট করিয়াছেন, উহা কেরানিরা বোর্ডে পাঠাইবার 'মামুলি মেমো' দিয়া কমিশনারের কাছে পাঠাইয়াছে। সয়তান আমার আফিসে আসিয়া তাহার উচ্ছিষ্টভোজী সেই শৃগালটির কাছে খবর পাইয়া, ছুটিয়া আমার কক্ষে উপস্থিত। দুই হাত মাথায় দিয়া বলিল—"তুমি আমার সর্ব্বনাশ করিয়াছ!—আমি আশ্চর্য্য হইলাম।—তুমি আমার পালকের মাথা খাইয়াছ।" আমি বলিলাম—"মাথা খাওয়া আমার অভ্যাস নাই। রিপোর্ট কমিশনারের কাছে গিয়াছে, এখনই মঞ্জুর হইয়া আসিবে।" সে বলিল—"একটি মামুলি 'মেমোতে' কি বোর্ড মঞ্জুর করিবে। তুমি 'ফাইলটা' ফিরাইয়া আনিয়া তোমার নিজের হাতে একটা চিঠি মুসাবিদা করিয়া না দিলে কিছুই হইবে না।" আমি এ অবস্থায় ফাইল ফিরাইয়া

আনা অসম্ভব বলিলাম। কিন্তু এমনই ঘটনা, কমিশনার হইতে বাক্স ফিরিয়া আসিলে, সে উক্ত 'ফাইল' বাহির করিয়া দেখিল যে কমিশনার সেই মেমো সাক্ষর করেন নাই। সে আমাকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিল— "তুমি এখন ত একটা চিঠির মুসাবিদা দিতে পার।" আমি বলিলাম কলিয়ার অবশ্য মেমো দেখিয়াছেন, বোধ হয় ভুলক্রমে স্বাক্ষর করেন নাই। এখন মেমো ফেলিয়া দিয়া চিঠির মুসাবিদা দিলে তিনি আমার প্রতি সন্দেহ করিবেন। সে তখন চেয়ার হইতে নামিয়া, এবং টেবলের নীচে মাথা দিয়া, আমার পা দুখানি দুই হাতে জড়াইয়া ধরিল, এবং চক্ষের জল ছাড়িয়া দিয়া,—সে কথায় কথায় চক্ষের জল ফেলিতে পারিত—কাঁদিয়া বলিল—"তুই এবার আমার পালককে উদ্ধার না করিলে, আমি তোর পা ছাড়িব না।" মহা সঙ্কটে পড়িলাম। তখন 'মেমো' ছিড়িয়া ফেলিয়া একখানি চিঠি, বেশ একটুক অনুরোধ করিয়া, মুসাবিদা করিয়া দিলাম। সে তখন পা ছাড়িয়া দিয়া উঠিয়া অশ্রু মুছিয়া উহা পড়িল, এবং একটি লাল কাগজের নিশান (জরুরি চিহ্ন) দিয়া উহা কমিশনরের কাছে পাঠাইতে বলিয়া "দুর্গা! দুর্গা!" করিতে লাগিল। আমি বলিলাম—"ব্রাহ্মের আবার দুর্গা কি?" সে বলিল— "তুই এ সময়ে ঠাট্টা করিস্ না।" ফাইল তখনই ফিরিয়া আসিল। কমিশনার একটি অক্ষরও না কাটিয়া মুসাবিদা স্বাক্ষর করিয়া দিয়াছেন। সয়তান আনন্দে নাচিতে লাগিল। সে ঘটোৎকচের নৃত্য! আমার পিঠ চাপড়াইয়া বলিল—"দেখ্‌লি, কমিশনার কিছু বল্‌লে? তোর কথার উপর আবার কমিশনার হাত দিবে? সাধে তোর পা চাটি। এমন সাহস কি আর কোনও শালা কালাচাঁদের হইত। এবার তুই আমার পালককে উদ্ধার কর্‌লি।" আমি জানিতাম বোর্ড কখনও এ প্রস্তাব গ্রহণ করিবেন না। কারণ গবর্ণমেণ্ট ইতিমধ্যে গোপনীয় আদেশ দিয়াছিলেন

যে আর খাস তহশীলদারের পদ থাকিবে না। এই কার্য্য সবডেপুটিরা করিবে। আমি তাহাকে বলিলাম যে এ প্রস্তাব কখনও বোর্ড মঞ্জুর করিবে না, আমি কেবল কমিশনারের কাছে এরূপ মুসাবিদা দিয়া তাঁহার বিশ্বাসের অপব্যবহার করিলাম মাত্র। সে চলিয়া যাইতে যাইতে বলিল—"তাহার জন্য ভয় নাই। বোর্ডে আমার বাপ ওল্ডহেম আছে। এখনই গিয়া 'মাই ডিয়ার ফাদার' বলিয়া পত্র লিখিতেছি।" গবর্ণমেণ্ট প্রথম অমত করিয়া, শেষে অগত্যা এ প্রস্তাব কমিশনারের বিশেষ সুপারিসের অনুরোধে গ্রহণ করিলেন।

এত করিয়াও আমি এ ভুজঙ্গের বিষদন্ত হইতে রক্ষা পাইলাম না। সে আর দুটি বিষয়ের জন্য এরূপ কাঁদিয়া আমার পা জড়াইয়া ধরিয়াছিল। তাহার অনুরোধ রক্ষা করিতে গেলে তাহার স্বার্থের অনুরোধে ঘোরতর অন্যায় করিতে হয়। আমি অস্বীকার করিলাম। একজন জমীদার তাহার নামে তাহার এক সম্পত্তি নষ্ট করিবার জন্য পঁচাত্তর হাজার টাকার দাবিতে নালিশ করিয়াছিল। তাহার ইচ্ছা যে আমি জমীদারকে ধরিয়া এ মোকদ্দমাটি উঠাইয়া লই। তাহাতে সেই জমীদারের অত্যন্ত ক্ষতি হয়। অতএব আমি তাহাকে ধরিয়া, এবং কমিশনারকে বুঝাইয়া উহা আপোস করাইয়া দিলাম। কিন্তু তাহাতে সয়তানের তৃপ্তি হইল না, কারণ আপোস করিতে তাহার কুকার্য্য প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছিল। আর এক জন জমীদারের জমীদারিও সে যাবজ্জীবন গ্রাস করিতে চাহিয়াছিল। আমি এরূপ অধর্ম্মে তাহার সাহায্য করিতে পারিব না বলিয়া পরিষ্কার জবাব দিয়াছিলাম এবং উক্ত জমীদারি তাহার গ্রাস হইতে উদ্ধার করিয়া দিয়াছিলাম। সর্ব্বশেষ এ সময়ে 'হিতবাদীতে' তাহার কুকীর্ত্তি উদঘাটিত করিয়া কয়েকটি দীর্ঘ প্রবন্ধ কাহার দ্বারা প্রকাশিত হয়। তাহার বিশ্বাস তাহার শত্রু কালেক্টরের হেড্ কেরাণী

আমাকে এ সকল কথা বলিয়াছিল, এবং আমিই 'হিতবাদীর' প্রবন্ধ-লেখক। এই প্রবন্ধ সম্বন্ধে শুনিয়াছিলাম গবর্ণমেণ্ট গোপনীয় রিপোর্ট চাহিয়াছিলেন। 'বাপ কালেক্টর' তাহার কৈফিয়ৎ লইয়া তাহাকে বাঁচাইয়া রিপোর্ট করেন। কিন্তু মিঃ কলিয়ার ভুলিবার লোক নহেন। তবে তিনি কাহারও অনিষ্ট করিতেন না। শুনিয়াছিলাম যে তিনি তাহাকে চট্টগ্রাম হইতে বদলি করিতে গবর্ণমেণ্টে লিখিয়াছিলেন। confidential (গোপনীয়) বলিয়া এ রিপোর্ট আমি দেখি নাই। নরাধম তখনই পীড়িত বলিয়া দীর্ঘ ছুটী লইয়া কলিকাতায় 'বাপ ওল্ডহেমের' কাছে ছুটে। সে বাস্তবিকই পীড়িত ছিল। ইহ জীবনেই তাহার পাপের প্রায়শ্চিত্ত আরম্ভ হইয়াছিল। সে এরূপ এক উৎকট রোগ-গ্রস্ত হইয়াছিল যে রাত্রিতেও তাহার নিদ্রা ছিল না। তাহার পালঙ্গের নীচে সমস্ত রাত্রি শীত গ্রীষ্মে অগ্নি জ্বালিয়া রাখিতে হইত, এবং উপরে পাখা টানিতে হইত। বলা বাহুল্য এই কর্ম্মে পেয়াদারাই নিযুক্ত থাকিত, এবং তাহাদের উপর পাপিষ্ঠ এরূপ উৎপীড়ন করিত যে তাহারা সমস্ত রাত্রি তাহার মৃত্যু আকাঙ্ক্ষা করিত। সমস্ত দেশ তাহার শত্রু। কে কখন তাহাকে হত্যা করে, সে দিন রাত্রি এজন্যও ভয়ে পেয়াদার পাহারা রাখিত। ছুটী লইয়া কলিকাতা যাইবার সময়ে আমি তাহাকে দেখিতে গেলে, সে আমার দুই হাত ধরিয়া বলিল—"নবীন! তুমি বল,—তুই ফিরিয়া আসিস্।" আমি বলিলাম—"তাহার অর্থ কি?" সে বলিল—"অর্থ যাহা হউক, তুমি বল—তুই আসিস্।" আমি তাহা বলিলাম। তখন সে গলদশ্রু নয়নে বলিল—"তুমি আমাকে 'হিতবাদীর' হাত হইতে রক্ষা কর।" আমি তাহাকে অনেক বুঝাইয়া বলিলাম যে 'হিতবাদীর' সঙ্গে আমার কোনও সংস্রব নাই। সে সকল প্রবন্ধের লেখক আমি নহি, আমি কখনও 'হিতবাদীতে' কোনও প্রবন্ধ লিখি নাই।

তথাপি সে সম্পাদকের কাছে আমার এক অনুরোধ পত্র না লইয়া কিছুতেই ছাড়িল না। তাহার পর 'হিতবাদীতে' আমার অনুরোধ মতে তাহার বিরুদ্ধে আর কোনও প্রবন্ধ বাহির হয় নাই।

এমন সময়ে মিঃ মহানিষ্টী কমিশনার হইয়া শুভাগমন করিলেন। তিনি ট্রেণ হইতে নামিয়াই আমাকে বলিলেন যে কলিকাতায় নরাধম তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতে গিয়াছিল। শুনিলাম সে তাঁহাকে কলিকাতা খুঁজিয়া এক প্রকাণ্ড ডালি দিয়াছে। সে আমাকে লিখিয়াছিল যে তাহার পুরাতন মুনিবের আগমন সময়ে অভ্যর্থনা করিতে পারিল না তাহাতে সে বড় দুঃখিত। তাহার কিছুদিন পরেই সে ছুটী কেন্‌সেল্ করাইয়া, চট্টগ্রামে আসিয়া আবার উদয় হইল। সত্য কি মিথ্যা জানি না, শুনিলাম সে অবধি সে সাহেবের সমস্ত খোরাক যোগাইতেছিল। কেবল তাহা নহে, কলিকাতার তৃতীয় শ্রেণীর ছক্কর গাড়ীর মত তাহার এক গাড়ী এবং তদুপযোগী তাহার হাঁড়ি-পেটা (pot-bellied) এক ক্ষুদ্র "পক্ষীরাজ"ও ছিল। বিভাগীয় কমিশনারের উহাই বাহন হইল। নির্লজ্জের মত তিনি সেই অপূর্ব্ব রথের ঘর্ঘর রবে এবং ধূলিপটলে দিঙ্‌মণ্ডল পূর্ণ করিয়া আফিসে আসিতেন, এবং সময়ে সময়ে বায়ু বা ধূলিভক্ষণে পাপিষ্ঠের সঙ্গে এই রথে বাহির হইতেন। সাহেব যোগ্য লোক এবং ভাল 'একজিকিউটিভ' (শাসনকার্য্য পটু), কিন্তু তাঁহার দোষের মধ্যে তিনি ঘোরতর চুকলিপ্রিয়। এই চুকলিপ্রিয়তায় তিনি যেখানে কার্য্য করিয়াছেন, সেখানেই চলাইয়াছেন, এবং লোকের উপর ঘোরতর উৎপীড়ন করিয়াছেন। মুরশিদাবাদে এক ভাঙ্গা পিস্তল বিনা লাইসেন্সে রাখিয়াছিল বলিয়া, একজন প্রধান জমীদারকে তিনি জেলে দেন। তাহার বিরুদ্ধে কি চুকলি শুনিয়াছিলেন। উক্ত পিস্তল ব্যবহারের অযোগ্য বলিয়া জমীদার হাইকোর্টে 'মোশন' করিলে,

তিনি কৈফিয়ত লিখিলেন যে উহা ভাল পিস্তল, তিনি উহা আওয়াজ করিতে কিছুমাত্র শঙ্কা করিবেন না।' হাইকোর্ট পিস্তল তলব দিলে, তাহার অবস্থা দেখিয়া, কোর্টময় হাসির তুফান উঠিল। জমীদারকে অব্যাহতি দেওয়ার সময় জজেরা লিখিলেন যে মেজিষ্ট্রেট যদি এ পিস্তল আওয়াজ করেন, তবে আপনাকে ভিন্ন তিনি অন্য কাহাকেও আহত করিতে পারিবেন না। নোয়াখালীতে তাঁহার কীর্ত্তির কথা কতক বলিয়াছি। একে ত তাঁহার এই চুক্‌লিপ্রিয়তা, তাহাতে "সয়তান দাস" স্বয়ং 'আত্মারাম সরকার'। সোণায় সোহগায় যোগ। যে ভগবান আমেরিকার মহাবিষধর 'রেটেল' সর্পের গতিতে ঘণ্টার শব্দ দিয়াছেন, তিনিই এই সয়তান দাসকেও তাহার পাপের ফলে বহু দিন হইতে ঘোরতর কালা করিয়াছিলেন। তাহার সঙ্গে পাঁচ মিনিট কথা কহিলে মাথা ধরিত। সময়ে সময়ে আমি কাগজে কলমে তাহার সঙ্গে কথা কহিতাম। চারিটা হইতে রাত্রি সাতটা আটটা পর্য্যন্ত তাহাকে তাঁহার ঘরের দক্ষিণের বারাণ্ডায় লইয়া কমিশনার বসিতেন। উভয়ের মধ্যে এরূপ উচ্চকণ্ঠে প্রেমালাপ চলিত যে সময়ে সময়ে মারামারি হইতেছে বলিয়া আর্দ্দালিরা ছুটিয়া যাইত। এই আলাপের ফলে চট্টগ্রামে একটা হাহাকার উঠিল। যে হেড কেরাণী 'হিতবাদীর' প্রবন্ধলেখক বলিয়া পাপিষ্ঠের সন্দেহ হইয়াছিল, সে তৎক্ষণাৎ তোপে উড়িল। কমিশনার তাহাকে সর্ব্ব-প্রথমেই নোয়াখালী বদলি করিয়া তৎস্থানে শ্রীপাঠের লোক একজন আনিলেন। অথচ মহানিষ্ঠী চট্টগ্রামের কালেক্টার থাকিতে এ ব্যক্তি তাঁহার বিশেষ প্রিয়পাত্র ছিল। বলিতে ভুলিয়াছি যে এই নরাধম ঢাকা অঞ্চলের লোক—যদিও সেখানে তাহার বাড়ী ঘরের চিহ্ন মাত্র নাই। কখনও ছিল কি না তাহাতে সন্দেহ। তাহার পর চট্টগ্রামের কর্ম্মচারীদের মধ্যে মহামারি উপস্থিত হইল। কে কখন বদলি,

সস্পেণ্ড, পদচ্যুত এবং ফৌজদারি অভিযুক্ত হয়, তাহার স্থিরতা নাই। তাহাদের দিবসে আহার, রাত্রিতে নিদ্রা নাই। চট্টগ্রামের স্থানীয় ডেপুটি কালেক্টর, খাস তহসিলদার সকলেই বিপদস্থ। এমন কি কষ্টম কালেক্টরও বাদ গেলেন না। তিনি একজন চতুর কার্য্যদক্ষ লোক। সমস্ত ইংরাজ তাঁহার বাধ্য, এবং চট্টগ্রামে তাঁহার অসাধারণ প্রভুত্ব ও নবাবগিরি। সয়তান কেবল তাঁহাকে পারিয়া উঠিত না। এবার সে তাঁহাকেও ধরাশায়ী করিবার উপক্রম করিল। তাহার চুকৃলিতে তাঁহার প্রতিকুলে কত প্রকারের অভিযোগই হইল। সর্ব্বশেষে স্বয়ং 'বাপ কালেক্টর'ও অস্ত্রাহত হইতে লাগিলেন। এক দিন একজন চট্টগ্রামবাসী ডেপুটীকে কমিশনারের গ্রাস হইতে রক্ষা করিবার জন্য আমি তাঁহাকে অনুরোধ করিতে গিয়াছি। তিনি বলিলেন তিনি তাহাকে রক্ষা করিবেন কি, তাঁহার আপনার প্রাণ লইয়া টানাটানি পড়িয়াছে। সয়তান দাস তাঁহার নামেও চুকৃলি কাটিতে আরম্ভ করিয়াছে। আমি বলিলাম—"সে কি! আপনি যে তাহার বাপ।" তিনি ঈষদ হাসিয়া বলিলেন—"ও নবীন বাবু! সে সম্পর্ক এখন রহিত হইয়াছে। এখন তাহার বাপ, তোমার কমিশনার।" দুঃখের কথা, এত দিনে আমি এই ঘৃণিত লোকটিকে চিনিলাম। আমার গতিক কি জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন—"নবীন বাবু! আপনার কোনও ভয় নাই। আমি কাল রাত্রিতে ক্লাবে কমিশনারকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, তিনি চট্টগ্রামবাসী গেজেটেড অফিসার সকলকে বদলি করাইতেছেন, আপনাকে কি করিবেন? তিনি বলিলেন—O! my P. A. is all-right. He is an excellent officer. (আমার পার্শনেল এসিষ্টাণ্ট সম্বন্ধে কোনও গোল নাই, তিনি একজন অতিশয় উৎকৃষ্ট কর্ম্মচারী)।" এ পর্য্যন্ত সত্য সত্যই তিনি আমাকে খুব বিশ্বাস ও

সম্মান দেখাইতেছিলেন। মিঃ কলিয়ারের সময় হইতেও তাঁহার সময়ে আমার ক্ষমতা বৃদ্ধি হইয়াছিল। কলিয়ার কোনও স্থানীয় উন্নতির কার্য্যে হাত দিতে চাহিতেন না। ইঁহার কাছে যে কার্য্যের জন্য আমি নোট বা মুসাবিদা করিয়া দিতাম, তিনি তাহাই মঞ্জুর করিয়া দিতেন। অনেক সময়ে দেখিতাম আমার স্বাক্ষর দেখিলে না পড়িয়া তিনি কাগজ স্বাক্ষর করিতেন। তবে এক দিন তিনি আমাকে ডাকিয়া লইয়া তাঁহার গায়ের কাছে বসাইয়া কাষ্টম কালেক্টার ও আরও একটি লোক সম্বন্ধে কয়েকটি কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি দেখিলাম তাঁহার উদ্দেশ্য যে তিনি আমাকেও একজন চুক্‌লিব্যবসায়ী করেন। আমি কবুল জবাব দিলাম। বলিলাম—"হেব না অবধড়! মু পারিবি না অবধড়!" আমি কিছু জানি না। তারপর তাঁহাদের বিষয় আমাকে অনুসন্ধান করিতে বলিলেন। আমি বলিলাম এরূপ কার্য্য আমি কখনও করি নাই। উহা করিতে পারিব না বলিয়া আমি তাঁহার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করিলাম। তিনি একটুক কষ্টের হাসি হাসিয়া আমাকে বিদায় দিলেন। সে অবধি কিঞ্চিৎ দূর দূর ব্যবহার করিতেছিলেন। আমার বোধ হয় ইহাও পাপিষ্ঠের চক্রান্ত। সে জানিত যে কমিশনারের আমার সম্বন্ধে খুব ভাল মত ছিল। অতএব সোজাসুজি আমার বিরুদ্ধে লাগাইলে হইবে না। এজন্য প্রথম সূচ ফুটাইবার জন্য বোধ হয় বলিয়াছিল যে উক্ত দুইটি লোকের বিষয় আমি বিশেষরূপে অবগত আছি। সে তাহা জানে, কারণ সে আমার বন্ধু, এবং আমার সঙ্গে তাহার এ সম্বন্ধে কথা হইয়াছে। সে জানিত যে আমি কখনও ঘৃণিত পৃষ্ঠ-দংশকের কার্য্য করিব না। কিছুই জানি না বলিয়া বলিব, তাহা হইলে আমার প্রতি সাহেবের সন্দেহ হইবে। এরূপে সূচ চালাইয়া তাহার পর সে একেবারে কুড়াল চালাইল। সে একদিন তাঁহার পবিত্র

চরণে (sacred foot) তাহার গৃহ পবিত্র করিতে জানু পাতিয়া করযোড়ে প্রার্থনা করিল। সাহেব কিঞ্চিৎ ভাবিয়া একা যাইতে অস্বীকার করিলেন। তারপর সে 'বাপ কালেক্টারকে'ও নিমন্ত্রণ করিল। তখন দুজনে একদিন সন্ধ্যার সময়ে সয়তান দাসের পুষ্পক রথে তাহার গৃহে "পবিত্র চরণ" অর্পণে তাহার চৌদ্দ পুরুষ উদ্ধার করেন। সে এবার একেবারে নীচত্বের শেষ সীমায় গিয়া অপূর্ব্ব চাল চালিল,—তাহার বর্ষীয়সী পত্নী ও যুবতী সেই পালক পুত্রবধূকে তাঁহাদের কাছে দাখিল করিয়াছিল। সন্ধ্যা না হইতে এই সংবাদ ঝটিকাবেগে সহরময় প্রচারিত হইল, এবং একটা হাসির তুফান ছুটিল। অবিলম্বে এ কুড়াল আমার মাথার উপর পড়িল।

ইহার কিছু দিন পরে কলিকাতা হইতে পঞ্চাশ টাকার আম্র, লিচু প্রভৃতি ফলের ও শিশু, মেহগিনি প্রভৃতি মুল্যবান বৃক্ষের কতকগুলি চারা আসিয়াছিল। পরদিন প্রাতে তাহা লাগাইতেছি, স্ত্রী আসিয়া বলিলেন—"তুমি ত জলের মত টাকা খরচ করিয়া এ নন্দনকানন সৃষ্টি করিতেছ, কিন্তু আমি কাল রাত্রিতে স্বপ্ন দেখিয়াছি যে আমরা বদলি হইয়াছি। আমার বুক ধড়াস্ ধড়াস্ করিতে লাগিল। আমি আবার ঘুমাইলাম। আবার সে স্বপ্ন দেখিয়া প্রভাত সময়ে জাগিলাম।" কথাটা কেমন আমার প্রাণেও লাগিল। আমি বলিলাম নরাধম চুকলিখোরটি দেশব্যাপী আগুন জ্বালাইয়াছে। হয় ত তাহাতে আমার সর্ব্বনাশ করিবে। আফিসে গিয়া দৈনিক সংবাদপত্র দেখিতেছি, এমন সময়ে কালেক্টার আফিসের পেস্কার আমার অনুগত ভক্ত কালী আসিয়া আমার কাণের কাছে মুখ রাখিয়া বলিল—"আপনি শুনিয়াছেন কি? কালেক্টার বলিলেন ইংলিশমেনে তিনি আপনার ময়মনসিংহ বদলি দেখিয়াছেন। তিনি আপনাকে ডাকিয়াছেন।" আমি এক মুহূর্ত্ত অকস্মাৎ বজ্রাহতবৎ

হইলাম। তারপর সামলাইয়া বলিলাম—"কি! ময়মনসিংহ! তবে বুঝি এবার সীতাকুণ্ড তীর্থটি রক্ষা করিতে পারিব। ময়মনসিংহে বহু ধনী জমীদার। বোধ হয় এজন্য শ্রীভগবান ময়মনসিংহে বদলি করাইলেন।" উঠিয়া কালেক্টারের কাছে গেলাম। তিনি নিতান্ত বিষণ্ণভাবে বলিলেন—"নবীন বাবু! আমি গত রাত্রিতে যখন 'ইংলিশ-মেনের' গেজেট বিজ্ঞাপনীতে আপনার ময়মনসিংহ বদলি দেখিলাম, আমার প্রথম বিশ্বাস হইল না। কারণ সে দিন মাত্র কমিশনার আপনাকে এত বাড়াইয়াছেন। কিন্তু তার পর যখন দেখিলাম আপনার স্থানে আর একজন নিযুক্ত হইয়াছে, তখন আর সন্দেহ রহিল না। কমিশনার আপনাকে কি ইহার কিছুমাত্র ইঙ্গিত করেন নাই?" আমি বলিলাম—"কিছু না। কাল পর্য্যন্ত আফিসে তিনি আমার সঙ্গে হাসিয়া খেলিয়া কত গল্প করিয়াছেন, ও কত আত্মীয়তার ভাব দেখাইয়াছেন।" তিনি বলিলেন—'O shame! shame! (কি লজ্জা! কি লজ্জা!) ইংরাজের মধ্যে, নবীন বাবু! এমন লোক আছে আমি জানিতাম না। সমস্ত সেই সয়তান দাসের কার্য্য। সে আমাকেও অস্থির করিয়া তুলিয়াছে। আমিও শীঘ্রই অবসর গ্রহণ (retire) করিব।" আমি ফিরিয়া আসিয়া কমিশনারের ঘরে গেলাম। অন্য দিন তিনি আমার কার্ড পাইবা মাত্র, নিজে আসিয়া আমাকে অভ্যর্থনা করিয়া লইয়া যাইতেন। আজ চার পাঁচ মিনিট বিলম্ব করিয়া ডাকিলেন। আমি কক্ষে প্রবেশ করিলে তিনি অধোমুখে একখানি কাগজের দিকে চাহিয়া রহিলেন। তাঁহার মুখ পাণ্ডুবর্ণ। সেক্‌স্‌পিয়ারের ভ্রাতৃরাজ্যাপহারক বিশ্বাসঘাতক এণ্টনিও বলিয়াছিল—

"Ay, Sir, where lies that (conscience)? If't were a kite
"T would put me to my slipper: but I feel not
This deity in my bosom."

এণ্টানিওর মত মহাপাপীও মুখে বলুক—"বটে? বিবেক মানুষের কোথায় থাকে? পায়ে থাকিলে আমি স্লিপার পরি। আমি আমার বক্ষে এই দেবতার অস্তিত্ব অনুভব করি না।" কিন্তু পাপকার্য্যের পর তাহা অনুভব করিতেই হইবে। আমাকে দেখিয়া যেন তাঁহার বুকে শত বৃশ্চিক দংশন করিল। তাঁহার মুখে একটা কথা বাহির হইল না। আমি বলিলাম—"আমি আশ্চর্য্য হইয়াছি যে, আমি হঠাৎ ময়মনসিংহে বদলি হইয়াছি। আমিত জানি না যে আপনি আমার কার্য্যে কোনওরূপ অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন।" তিনি সেরূপ অধোমুখে বলিলেন—"তাহা নহে। আমি বরং আপনার কার্য্যে অত্যন্ত সন্তুষ্ট। আমি আপনার মত এমন যোগ্য কর্ম্মচারী আর দেখি নাই। তবে আপনি এখানে আপনার স্ত্রীর নামে মহাজনি করিয়াছেন। অতএব আপনার এখানে চাকরি করা উচিত নহে বলিয়া আমি মিঃ বোণ্টনকে লিখিয়াছিলাম।" আমি আহত ভুজঙ্গবৎ গর্জ্জিয়া বলিলাম—"আমি জানি কোন্ পাজি চুকলিখোর এরূপে আপনার মন বিষাক্ত করিয়াছে। আপনি তাহাকে আমার সঙ্গে মোকাবেলা করুন। আমি তাহাকে পঞ্চাশ বার তাহার মুখের উপর আপনার সমক্ষে নারকীয় মিথ্যুক (damned liar) বলিব।" তাঁহার মুখ এবার একেবারে কাল হইল। তিনি আস্তে আস্তে বলিলেন—"আপনি কি আপনার স্ত্রীর নামে আপনার দুই কুটুম্ব ভাইকে টাকা কর্জ্জ দিয়া তাহাদের জমীদারি বন্ধক লন নাই?" আমি আরও তেজের সহিত বলিলাম—"আমার স্ত্রী লইয়াছেন। আমি তাঁহার নামে লই নাই। তাহাও আমি রাণাঘাটে থাকিবার সময়ে। এখানে নহে। আমার স্ত্রীর নিজের টাকা বেঙ্গল বেঙ্কে আছে। তিনি সেখান হইতে টাকা আনিয়া আমার অমতে কেবল পৈত্রিক অংশী-দারি সম্পত্তি বলিয়া এ বন্ধক লইয়াছিলেন। আমি বেঙ্কের পাশবহি

ও হিসাব আপনাকে এ মুহূর্ত্তে দেখাইতে পারি। আপনি ইংরাজ। আমি আপনার অধীনস্থ কর্ম্মচারী। কেবল ন্যায়ের অনুরোধেও কি আমাকে একটা কথাও জিজ্ঞাসা না করিয়া গোপনে আমার উপর এরূপ একটা অস্ত্র ত্যাগ করা আপনার উচিত ছিল? আমি এ মুহূর্ত্তে আমার স্ত্রীর বেঙ্কের পাশবহি ও হিসাব এবং সমস্ত কাগজ পত্র দেখাইব। আপনি দেখিবেন কথাটা damned lie." তিনি সেরূপ অধোমুখে বলিলেন—"আমি বড় দুঃখিত হইলাম। কিন্তু আপনি যখন বদলি হইয়াছেন, তখন আমার আর এ সকল বিষয়ে হাত দেওয়ার অধিকার নাই।" তখন আমি সগর্ব্বে রঙ্গভূমির অভিনেতার ভঙ্গিতে "গুডবাই" বলিয়া চলিয়া আসিলাম। গৃহে ফিরিয়া গিয়া স্ত্রীকে হাসিতে হাসিতে বলিলাম—"তোমার স্বপ্ন সত্য হইয়াছে। আমি ময়মনসিংহ বদলি হইয়াছি।" "কি!" বলিয়া তিনি অর্দ্ধমূর্চ্ছিত অবস্থায় মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন।

স্বপ্ন ভঙ্গ।

——"and this demi-devil.
For he's a bastard one—had plotted with them
To take my life." The Tempest.

এ দিকে দেশব্যাপী একটা মহা হাহাকার উঠিল। ন দিবা ন রাত্রি আমার পার্ব্বত্য গৃহ লোকারণ্য। আত্মীয় বন্ধু কেহ কেহ কাঁদিয়া ফেলিলেন। সকলের মুখে হাহাকার ও পাপিষ্ঠের প্রতি অভিসম্পাত। বোধ হইল সয়তান ষড়যন্ত্রটি এরূপ করিয়াছিল। সে প্রথম সূচিবিদ্ধ করিয়া ক্রমে ক্রমে কমিশনারের মন বিষাক্ত করিয়া-ছিল। কিন্তু তিনি তথাপি ঠিক পথে আসিলেন না। এ সময়ে চট্টগ্রামে একটা সংবাদপত্র প্রকাশের প্রস্তাব লইয়া পুত্রপ্রতিম যুবক নলিনী আমার কাছে উপস্থিত হয় এবং আমার পৃষ্ঠপোষকতার প্রার্থনা করে। আমি তাহাতে অসম্মত হইয়া বলি—"কলিকাতার সাপ্তাহিক গুলিনের এরূপ দুরবস্থা যে উপহার দিয়া চালাইতে হইতেছে। চট্টগ্রামের মত ছোট স্থানে একটা ক্ষুদ্র 'ব্রাহ্ম সংশোধিনী' কাগজ আছে। আবার আর একটি সাপ্তাহিকের প্রয়োজন কি? লিখিবেই বা কে, আর লিখিবেই বা কি? দুদিন পরে উহা কেবল ব্যক্তিগত কুৎসার ও দলাদলির একটা অমোঘাস্ত্র হইবে মাত্র। তাহাতে দেশে মানুষ তিষ্ঠিতে পারিবে না। লাভের মধ্যে আমি কর্ত্তৃপক্ষীয়দের বিষদৃষ্টিতে পড়িব এবং চট্টগ্রাম হইতে বদলি হইব। আমার এ ভবিষ্যদ্‌বাণীও অনেক ভবিষ্যদ্‌বাণীর মত সত্য হইল। কিন্তু নলিনী কিছুতেই শুনিল না। সে একটি দেবশিশু। তাহার পিতার সঙ্গে তাহার দেশ-

হিতৈষিতার জন্য অসদ্ভাব হইলেও নলিনী আমাদের মাতাপিতা সম্বোধন করিত, এবং আমরাও তাহাকে অত্যন্ত স্নেহ করিতাম। এ দেশে বুঝি আর এমন সুন্দর ও পরার্থ-প্রাণ শিশু জন্মাইবে না। আমি তাহার জিদে পড়িয়া অগত্যা সম্মত হইলাম। চট্টগ্রামে আর একটা কাগজ খুলিল। সম্পাদক রোজ সন্ধ্যার সময়ে পেনসিল কাগজ লইয়া আমার গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইত। আমি বলিয়া যাইতাম, আর সে লিখিয়া লইত। কি ধর্ম্ম, কি সমাজ, কি রাজনীতি সম্বন্ধে আমি বুদ্ধদেবের মধ্যপথাবলম্বী। স্মরণ হয় মিঃ এলেনের বদলি সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ এরূপে প্রকাশিত হয়। পর দিন এলেন স্বয়ং উহা আমার লেখা কি না জিজ্ঞাসা করেন। তাঁহার এরূপ সন্দেহের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলেন—"এরূপ সুন্দর প্রবন্ধ চট্টগ্রামে আর কেহ লিখিতে পারে না। আমি অধিক সন্তুষ্ট হইয়াছি, কারণ উহাতে আমার কেবল নির্জ্জলা খোসামুদি নাই। আমার কার্য্যের নিরপেক্ষ এবং বিচক্ষণ সমালোচনা আছে।" এরূপে দেখিতে দেখিতে কাগজখানির বেশ একটু প্রতিপত্তি হইল। কমিশনার সয়তান দাসের অনুরোধে তাহার 'বেলজিবাব' কমিশনার আফিসের ধূর্ত্ত শেয়াল এক আত্মীয়কে 'কাননগো' নিয়োজিত করিয়াছেন। শেয়াল কুকুরে চিরপ্রসিদ্ধ বৈরিতা। এখানেও তাহার ব্যতিক্রম প্রকাশ্যতঃ ছিল না। উভয় নরাধম এরূপ সন্ধি করিয়াছিল যে লোকে যেন তাহাদের ষড়যন্ত্র সকল বুঝিতে না পারে। তাহারা পরস্পরকে প্রকাশ্য গালি দিবে। এ সন্ধিবশতঃ উভয় উভয়কে এত গালি দিত যে লোকে মনে করিত তাহাদের মধ্যে ঘোরতর শত্রুতা। কিন্তু ভিতরে ভিতরে কুকুর শৃগালের গোষ্ঠীকে চাকরি দেওয়াইয়া ডিভিসন পূর্ণ করিয়াছিল। এ কানুনগো নিয়োগ এত অন্যায় হইয়াছিল যে তজ্জন্য চট্টগ্রামের বহু কর্ম্মচারী আপিল করে। তাহাতে সয়তানের উত্তেজনায় কমিশনার সমস্ত

ডিভিসনে আদেশ প্রচার করেন যে চট্টগ্রামের লোক কানুনগোর পদ পাইবে না। আদেশের এই অংশ শেয়ালের ষড়যন্ত্রে তাহার এক গুপ্তচরের দ্বারা প্রকাশিত হইল। আমি ফাঁদে পড়িলাম। তখনই সয়তান কমিশনারকে উহা দেখাইয়া, লাগাইল যে তিনি আমাকে এত বিশ্বাস করেন অথচ আমি বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া এই 'অফিসিয়েল গুপ্তকথা' আমার কাগজে ছাপাইয়া দিয়াছি। এবার বিষ ধরিল। কমিশনার তখনই উহা আমার কাগজ কি না, এবং এই 'অফিসিয়েল গুপ্ততত্ত্ব' আমি প্রকাশ করিয়াছি কি না, আমার কৈফিয়ত চাহিলেন। আমি বুঝিলাম এত দিনে কমিশনার সয়তানের বর্ষি গিলিয়াছেন। আমি উভয় কথা অস্বীকার করিলাম। তিনি লজ্জিত হইয়া আদেশের এ অংশের নকল কে দিয়াছে জিজ্ঞাসা করিতে বলিলেন। সম্পাদককে ডাকাইলাম। সে ভয়ে আসিল না। বরং গম্ভীরভাবে বলিয়া পাঠাইল যে কেবল আমার আদেশ মতে সে তাহার কাগজ চালাইতে পারে না। তাহার নিজেরও সম্পাদকীয় কর্ত্তব্য আছে। আমি কমিশনারকে সে কথা বলিলাম। তিনি তাঁহার সেই কাষ্ঠ-হাসি হাসিলেন।

কিন্তু এ যে আমার কাগজ তাহার প্রমাণ কি? আমি ত অস্বীকার করিয়াছি। তখন শেয়াল কুকুর আর এক চাল চালিল। শেয়ালের ইচ্ছা যে কমিশনারের আফিসটি সমস্ত তাহার আত্মীয় ও দেশীয় লোকে পরিপূর্ণ হউক, কারণ "চাটগাইয়া হালারা আমাগোরে দেখ্‌তে পারে না।" তিনি দুই উমেদার খাড়া করিয়াছিলেন, আমি তাহাদের না দিয়া দুটি 'এপ্রেনটিসকে' দুজন অতিশয় যোগ্য লোককে নিযুক্ত করিয়াছি। কারণ পূর্ব্বে এ শেয়ালের চক্রান্তে অকর্ম্মণ্য ও অযোগ্য লোক 'এপ্রেনটিস' হইয়া, এবং পরে তাহারা কেরানি হইয়া আফিসটি একেবারে দুর্ব্বল হইয়াছে। এজন্য মিঃ স্মীথ Execrable office বলিয়া নিত্য গালি

দিতেন। এ দুজনের মধ্যে একজন আব্দুল করিম এবং আর একজনের হস্তাক্ষর মুক্তার মত। সুলেখক মাত্র তখন আপিসে ছিল না। আব্দুল করিম চট্টগ্রামের প্রাচীন কাব্যাবলির সংগ্রহের দ্বারা বঙ্গ সাহিত্যের ও চট্টগ্রামের প্রভূত উপকার সাধন করিতেছিল। সে মুসলমান, অথচ সংস্কৃতে এণ্ট্রান্স পরীক্ষা দিয়াছে। বাঙ্গলা ভাষা জলের মত লিখিতে পারে। কলিকাতায় থাকিতে মাসিক পত্রিকায় তাহার প্রবন্ধাদি দেখিয়া আমি বিস্মিত হইয়াছিলাম যে চট্টগ্রামের মুসলমানের মধ্যে এরূপ লোক আছে। চট্টগ্রামে আসিয়া দেখিলাম সে একজন আদালতের এপ্রেনটিস মাত্র। বড় কষ্টে জীবন কাটাইতেছে। অতএব আমি মিঃ স্ক্রীণকে বলিয়া তাহাকে আমার আফিসে একটি অস্থায়ী পদে আনি, এবং তাহার পর এপ্রেনটিস ভাবে রাখিয়া সময়ে সময়ে অস্থায়ীপদে নিযুক্ত করিতেছিলাম। সে উক্ত কাগজে এক বিজ্ঞাপন দিয়াছে যে প্রাচীন কাব্য যে তাহার কাছে পাঠাইবে, এই কাগজ বিনা মূল্যে এক বৎসর পাইবে। তাহার প্রাচীন কাব্য সংগ্রহের সাহায্যার্থ সম্পাদক এ বিজ্ঞাপন দিয়াছে। আমি তাহার কিছুই জানিতাম না। শেয়াল এই বিজ্ঞাপন কুকুরকে দিল। কুকুর উহা দাঁতে করিয়া কমিশনারের কাছে উপস্থিত করিল। উহা যে আমার কাগজ আর প্রমাণ চাই কি? এ বিজ্ঞাপনই যথেষ্ট,কারণ আব্দুল করিম আমার লোক, এবং সে কাগজ বিনামূল্যে দিবে বলিয়াছে। আমি কোন্ কমিশনারের আদেশ মতে এই দুই এপ্রেনটিস নিযুক্ত করিয়াছি এবং হিন্দুটী আমার এক আত্মীয়ের জামাতা কি না, তৎক্ষণাৎ কৈফিয়ৎ তলব হইল। আমি বুঝিলাম পালা জমাট বাঁধিতেছে। আমি উত্তর দিলাম এপ্রেনটিস নিযুক্ত করা আমার কার্য্য, আমি নিযুক্ত করিয়াছি। এমন কি মিঃ স্ক্রীণ ও মিঃ কলিয়ারের সময়ে কেরানি নির্ব্বাচনের ভারও আমার উপর ছিল। কমিশনার তখনই এই গরিব দুটিকে

বরখাস্ত করিলেন এবং শেয়ালের লোক দুটিকে, বলা বাহুল্য সয়তানের প্ররোচনায়, নিযুক্ত করিলেন।

কিন্তু ইহার জন্য ত আমার ফাঁসি হইতে পারে না। বদলিও হইতে পারে না। বরং গবর্ণমেণ্টে লিখিলে কমিশনারই উপহাসাস্পদ হইবেন। তখন সয়তান আমার উপর সেই মিণ্টনের বর্ণিত মহাশেল নিক্ষেপ করিল। আমার বংশধর দুজন হইতে আমার পত্নীর সেই বন্ধকী দলিলের এক নকল লইয়া সে কমিশনারকে দিয়া বলিল যে আমি দেশে গবর্ণমেণ্টের 'রুলের' বিরুদ্ধে মহাজনি করিয়াছি। অতএব কেবল বদলি নহে, আমার পদচ্যুতি হওয়া উচিত। এ সকল ষড়যন্ত্র এত গোপনে হইয়াছে যে আমি তখন তাহার কিছুই জানি না। লেঃ গবর্ণর কুমিল্লা আসিতেছেন কমিশনার এই মহাশূল, বা বন্ধকী দলিলের নকল, বগলে করিয়া কুমিল্লা চলিলেন। ঠিক এ সময়ে বোর্ড কি গবর্ণমেণ্ট হইতে কি একটা গুরুতর টেলিগ্রাফ আসিল। আমি ছুটিয়া ষ্টেশনে গিয়া দেখি যে ঘোরতর বৃষ্টির মধ্যে ভিজিয়া সয়তান দাস নানাবিধ ফলের এক প্রকাণ্ড ডালি মাথায় করিয়া কমিশনারের গাড়ীতে তুলিয়া দিতেছে, এবং দুজনের মধ্যে বড় প্রেমালাপ হইতেছে। সয়তান কালা বলিয়া কানে হাত দিয়া তাঁহার মুখের কাছে কাণ রাখিয়াছে তথাপি কমিশনারের উচ্চ কণ্ঠ বহু দূর শুনা যাইতেছে। এই অবস্থায় আমাকে দেখিয়া দুজনেরই মুখ চূণ হইল। কমিশনার থতমত খাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনি এই মহা বৃষ্টিতে কেন আসিয়াছেন ?" আমি—"——কে দেখাইয়া বলিলাম—ইহার সঙ্গে আপনার কোনও সম্পর্ক নাই, সে আসিয়াছে। আমি আপনার পার্শনেল এসিস্টাণ্ট, আপনার যাত্রার সময়ে আমার কি আসা উচিত নহে ?" এই তীব্র মর্ম্মভেদী আঘাতে তিনি অধোমুখে রহিলেন। তখন তাঁহার হাতে টেলিগ্রামটি দিলে, তিনি বলিলেন—"ইহার কি

উত্তর দেওয়া উচিত ?" আমার মত বলিলাম। তিনি বলিলেন—"আচ্ছা। সেরূপ উত্তরই দিন।" ট্রেণ খুলিল। আমি সয়তানের গলা জড়াইয়া ষ্টেশনে আসিয়া দৃঢ় ভাবে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলাম —"তুই শেষে কি আমার পিছনেও লাগিলি ?" সে দুই হাত যোড় করিয়া তাহার ললাটে দিয়া উৰ্দ্ধদৃষ্টি করিয়া বলিল—"আমি যদি তোর নামে কিছু বলিয়া থাকি, আমার মাথায় বজ্রাঘাত হউক। আমার কি সাধ্য তোর নামে লাগাই ? তুই ত আমাকে ইঁহার কাছে পরিচয় করাইয়া দিয়াছিলি। তোর উপর তাঁহার যেরূপ "হাই ওপিনিয়ন" আমার সাধ্য তোর বিরুদ্ধে কিছু বলি ?" হা ভগবান্! এমন পাপী তোমার পবিত্র সৃষ্টি কলুষিত, ও বিষাক্ত করিতে কেন সৃষ্টি কর ? এ যে মহা বিষধর ভুজঙ্গ হইতে ভয়ঙ্কর! যাহা হউক, এই চেষ্টাও নিষ্ফল হইল। বোধ হয় মিঃ বোল্টন বলিয়াছিলেন যে তিনি এরূপ একটা খোসকা নকল বিশ্বাস করিতে পারেন না। কমিশনার ফিরিয়া আসিলে সয়তান তাহার বাসার নিকটস্থ এক কালীবাড়ীর বামণের দ্বারা এই বন্ধকী দলিলের সহি মোহরি নকল সবরেজিষ্টারকে হাত করিয়া এরূপ গোপন ভাবে লইল যে কেহ কিছু জানিল না। সবরেজিষ্টার মহাশয়ও আমার একজন বন্ধু ছিলেন। হায়! বাঙ্গালীর বন্ধুতা! তিনি যদি আমাকে একটুক ইঙ্গিত করিতেন, আমি এক ফুৎকারে সমস্ত ষড়যন্ত্র উড়াইতে পারিতাম! তিনি পরে বলিয়াছিলেন যে কমিশনার ও কালেক্টর সয়তানের হাতের পুতুল বলিয়া তিনি ভয়ে বলেন নাই। কমিশনার এ নকল ঘর হইতে গোপনে রেজিষ্টারি করিয়া মিঃ বোল্টনের কাছে পাঠাইলেন এবং কাঁদাকাটা করিয়া আমার বদলির জন্য লিখিলেন। মিঃ বোল্টন আমাকে যে চট্টগ্রাম হইতে বদলি করিবেন না, এখান হইতে পেন্সন লইতে দিবেন, বলিয়া প্রতিশ্রুত হইয়া

চট্টগ্রাম পাঠাইয়াছিলেন, সে প্রতিশ্রুতি ভুলিয়া আমাকে ময়মনসিংহ বদলি করিলেন। এই নারকীয় ষড়যন্ত্রের আগাগোড়া আমি কিছুই টের পাই নাই। আমি আযৌবন যে পাহাড়ের বাড়ীর স্বপ্ন দেখিতাম তাহার সফলতার আনন্দে বিহ্বল হইয়া পিতাপুত্র পত্নী পাহাড় ও বাড়ী সাজাইতেছিলাম। আর এমন সময়ে নির্ম্মল আকাশ হইতে বজ্রের মত এ বদলি মস্তকে পড়িল। আমার জীবনের সর্ব্বপ্রধান সুখস্বপ্ন ভোর হইল।

ইহাতেও পাপিষ্ঠদের তৃপ্তি হইল না। দেশে যেরূপ ঘোরতর হাহাকার উঠিল, এবং আমি যেরূপ সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছি, তাহাদের ভয় হইল আমি কখনও চুপ করিয়া থাকিব না। তাহাদের কুকীর্ত্তি ও এ ষড়যন্ত্র সম্বন্ধে আগুণ জ্বালাইব। তখন তাহাদের পরামর্শ হইল যে আমাকে একেবারে ধ্বংস করিতে হইবে, ফাঁসি কাষ্ঠে চড়াইতে হইবে। বদলি গেজেট হইবার দুই এক দিন পরে আমি প্রথমবার পার্শনেল এসিষ্টাণ্টের পদ হইতে রাজদ্রোহিতার অভিযোগে বদলি হইয়াছিলাম কি না, কমিশনার কৈফিয়ৎ চাহিলেন। বুঝিলাম এবার উদ্দেশ্য ফাঁসি। আমি তাহার তীব্র প্রতিবাদ করিলে শেয়াল চক্রবর্ত্তী আসিয়া বলিল—"করেন কি? এমন ঠাস্‌া জবাব দিলে কমিশনার আরও চট্‌বো। একটুক রকম সকম কর্‌্যা উত্তর লেখ্যা দেন।" সে এখন আমার প্রতি সহানুভূতিতে গলিয়া যাইতেছে। আমার বোধ হইল এ 'রাজ দ্রোহিতা' সম্বন্ধে সেও সাক্ষ্য দিয়াছে। সে সময়ে সে কনিশনারের আফিসের কেরানি ছিল। তাহার ভয় পাছে আমার এই 'ঠাস্‌া' উত্তরে কমিশনার তাহাকে মিথ্যুক সাব্যস্ত করিয়া তাহার ঘাড়ে পড়ে। সে আমার কয়েক জন বন্ধুকে ডাকিয়া আনিল। তাঁহারা উহা একটুক মলায়েম করিয়া দিলেন।

বোধ হয় এ সম্বন্ধে আর এক রিপোর্ট আমার ধ্বংসের জন্য গবর্ণমেণ্টে গিয়াছিল। সে কথা পরে বলিব।

যাহা হউক দলে দলে দেশের লোক ঘরে ও আপিসে সাক্ষাৎ করিতে আসিয়া বলিলেন—"নরাধম আপনার সহপাঠী বন্ধু বলিয়া আপনি এত দিন তাহার সাহায্য করিয়া তাহাকে কত বিপদ হইতে উদ্ধার করিয়াছেন। এবার সে আপনার গায়ে পর্য্যন্ত যখন হাত দিয়াছে, দেশের সকলের মনে আশা হইয়াছে এবার এ দেশ-শত্রু নিপাত হইবে।" আমি বলিলাম যখন দেশ-শত্রু বলিয়া আমি তাহার কিছু করি নাই, এখন সে আমার নিজ-শত্রু বলিয়া আমার কিছু করা উচিত নহে। আমি কিছুই বলিব না। ভগবান্ তাহার পাপের দণ্ড বিধান করিবেন।

বিজয়ার বাজনা আবার বাজিল। আমি আত্মীয়দের কাছে বিদায় হইতে গেলাম। আমার এক বৃদ্ধা পিসী পূজায় বসিয়াছিলেন। আমাকে দেখিয়া তিনি হাহাকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। কোসা হইতে জল লইয়া বলিলেন—"আমার বাছার যে এরূপ সর্ব্বনাশ করিয়াছে তাহার শ্রীনাশ হউক!" সাধ্বীর এই অভিশাপ অক্ষরে অক্ষরে ফলিয়াছিল। আমার দাদা অখিল বাবুর কাছেও বিদায় হইয়া আসিলাম। কিন্তু ময়মনসিংহ রওনা হইবার দিন প্রাতে তিনি আর একবার আমাকে দেখিতে চাহেন বলিয়া বড় কাতর ভাবে সংবাদ পাঠাইলেন। আমি অপরাহ্নে গেলাম। তিনি পাঁচ বৎসর যাবৎ দুরন্ত যক্ষ্মারোগে ভুগিতেছেন। রোগের শেষ অবস্থা। জ্বরে শয্যায় পড়িয়া ছট্‌ফট্ করিতেছেন। তিনি আমাকে যদিও সময়ে সময়ে কিঞ্চিৎ ঈর্ষা করিতেন, কিন্তু আশৈশব আমাকে বড় স্নেহ করিতেন। তাঁহার অস্থায়ী বিরাগ সত্ত্বেও আমি তাঁহাকে সমান ভাবে পিতৃবৎ

ভক্তি ও বন্ধুবৎ স্নেহ করিতাম। তিনি আমাকে দেখিয়াই বলিলেন—“নবীন! তুমি আর আমাকে দেখিবে না। তুমি একবার আমার বুকে আইস।” আমার সেই বিদায়কালের মনের অবস্থা। আমি কাঁদিয়া তাঁহার পা দুখানি বুকে লইলাম। তিনি বলিলেন—“না। তুমি একবার আমার বুকে আইস। তাহা হইলে আমার বুক জুড়াইবে।” তাঁহার পত্নী ও সর্ব্বকনিষ্ঠ ভ্রাতা পার্শ্বে দাঁড়াইয়া। তাহারাও আমাকে তাঁহার বুকে যাইতে জিদ করিলেন। তিনি তাঁহার বুকের পিরান ছিঁড়িয়া ফেলিলেন। আমিও তাহা দেখিয়া আমার পিরান ছিঁড়িয়া আত্মহারা ভাবে তাঁহার বুকে পড়িলাম। দুজনে কাঁদিতে লাগিলাম। তিনি কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিলেন—“তুমি আমার প্রকৃত ভাই। তুমি এক জীবন আমাকে যেরূপ শ্রদ্ধা ভক্তি করিয়াছ, এমন আর কেহ করে নাই। এত দিনে আমার বুক জুড়াইল। তুমি আমার বংশের গৌরব, আমার দেশের গৌরব। তুমি দীর্ঘজীবী হইয়া সুখে থাক।” আমি আকুলপ্রাণে কাঁদিয়া বলিলাম—“দাদা! এ যে আপনার প্রশংসা আপনি করিতেছেন। আমি আপনারই সৃষ্টি। স্কুলের চতুর্থ শ্রেণী হইতে আপনি আমাকে পুত্রবৎ স্নেহ করিতেছেন। আপনার কাছে পত্র লিখিয়া আমি ইংরাজি লিখিতে শিখি। আপনি আমার এ জীবনের আশ্রয় ছিলেন। বিপদে আপদে সকল সময়ে আপনার দিকে চাহিয়াছি। আমার সকল বিপদ আপনার স্নেহ-স্মৃতিতে জড়িত। আপনার এখনও দুই সহোদর আছে। আমার তুলনায় তাহারা দেবতা। যদি ঈশ্বরের এরূপ ইচ্ছা যে আপনি আমাদের অঙ্কচ্যুত করিয়া চলিয়া যাইবেন, তবে আপনি আপনার ভাই দুজনকে বুকে লইয়া, সমস্ত সংসার-চিন্তা ত্যাগ করিয়া, শ্রীভগবানের নাম করিতে করিতে মনের শান্তিতে চলিয়া যান।” রোগযন্ত্রণায় আপনার ভাইদের প্রতি

এমন কি আপনার স্ত্রীপুত্রের প্রতিও তাঁহার বিরাগ হইয়াছিল। তিনি বলিলেন—"না, তুমি দেবতা। তোমার দেব-হৃদয় তাহারা কোথায় পাইবে। আজ তোমাকে বুঁকে লইয়া আমার বুক পবিত্র হইল।" এরূপে আমাকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া, আমার মাথায় তাঁহার দক্ষিণ হস্ত বুলাইয়া, কত স্নেহের কথাই বলিলেন, কত আশীর্ব্বাদ করিলেন। আমি আর হৃদয়ের উচ্ছ্বাস চাপিয়া রাখিতে না পারিয়া উঠিয়া বারাণ্ডায় গিয়া খুব কাঁদিলাম। শেষে চোক মুখ মুছিয়া আবার গৃহে আসিয়া বিদায় চাহিলে তিনি তাঁহার স্ত্রীকে শালের নূতন চোগাটা আনিতে বলিলেন। কেন, আমি বুঝিলাম না। বৌঠাকুরাণী সেই নূতন চোগাটা না আনিয়া একটা পুরাতন চোগা আনিলেন। তখন তিনি চিৎকার করিয়া তাঁহাকে গালি দিয়া উহা ফেলিয়া দিয়া, আবার ঐ নূতন চোগাটি আনিতে বলিলেন। উহা আনিলে আমাকে বলিলেন—"তুমি আমার এই চোগাটা আমার চিহ্ন স্বরূপ রাখিবে। চোগাটা গায়ে দেও, আমি একবার দেখি। উহা গায়ে দিয়া আমাকে আর একবার বুকে লও।" আমি উহা গায়ে দিয়া উচ্চরবে কাঁদিয়া আবার পাগলের মত তাঁহার বুকে পড়িলাম। এবার তাঁহার কি আমার কাহারও মুখে কথা সরিল না। হৃদয়ের এ পবিত্র ভাবের ভাষা নাই। তাহার পর আমি তাঁহার পা দুখানি অশ্রুজলে সিক্ত করিয়া চিরজীবনের জন্য বিদায় গ্রহণ করিলাম। আমি ময়মনসিংহ পঁহুছিবা মাত্রই তিনি চট্টগ্রাম নিষ্প্রদীপ করিয়া চলিয়া গেলেন। তাঁহার স্থান আজ পর্য্যন্ত কেহ পূরণ করিতে পারে নাই। পরে পারিবে সে আশাও বড় নাই। তিনি ত্রিশ বৎসর কলিকাতা হাইকোর্টের একজন নামস্থ দ্বিতীয় শ্রেণীর উকিল ছিলেন। ত্রিশ বৎসর কলিকাতায় অকাতরে দেশবাসীর অন্ন যোগাইয়াছেন। দাদা!

তুমি এ জীবনে কোনও পাপ কর নাই। তুমি নিশ্চয় আজ কোনও শ্রেষ্ঠ লোকে আছ। তুমি সেখান হইতে আশীর্ব্বাদ কর যেন এই বংশ নিষ্প্রদীপ না হয় এবং তোমার পুত্রটিকে সুমতি দেও!

সেই সন্ধ্যার ট্রেণে ময়মনসিংহ চলিলাম। ষ্টেশন ও তাহার প্রাঙ্গন লোকে পরিপূর্ণ। কেবল আত্মীয় বন্ধু নহে, দু' একটি অনাত্মীয় অবন্ধুও বোধ হয় আমার বিদায়-দৃশ্য দেখিয়া হিংসা-প্রবৃত্তির চরিতার্থতার জন্য আসিয়াছিলেন। আসে নাই কেবল সেই সয়তান দাস। তীর্থস্থানে যেরূপ যাত্রীদের ভক্তির উচ্ছ্বাসে ভক্তিহীন পাষাণও দ্রব হয়, এখানেও শত শত লোকের সস্নেহ শোকের উচ্ছ্বাসে এ পাপিষ্ঠদেরও যেন হৃদয় স্পর্শ করিল। তাঁহাদের মধ্যে এক জন আর অনুশোচনা চাপিয়া রাখিতে না পারিয়া আমার কাছে ছুটিয়া আসিয়া বলিলেন—"আপনার না কি সন্দেহ হইয়াছে, আমিও এই বদলির ষড়যন্ত্রে ছিলাম। আমি সে জন্য ষ্টেশনে আপনার হৃদয় হইতে এ সন্দেহ দূর করিতে আসিয়াছি। আমি আপনাকে আন্তরিক শ্রদ্ধা করি।" আমি বলিলাম—"এই ঘৃণিত ষড়যন্ত্র হিংস্র পশুর কার্য্য, মানুষের কার্য্য হইতে পারে না। আপনি এই ঘোরতর পাপে লিপ্ত ছিলেন না শুনিয়া বড়ই সুখী হইলাম।" তিনি তখন বলিলেন—"আপনাকে হিংসা করিয়া কে কি করিবে? আপনি এখানে যে রাজত্ব করিতেছিলেন, ময়মনসিংহে গিয়াও সেই রাজত্ব করিবেন। ক্ষতি হইল যাহা এ দেশের। এজন্য সমস্ত দেশে একটা হাহাকার উঠিয়াছে। সকলে আশা করিয়াছিল যে আপনি এখানে শেষ জীবন কাটাইবেন, এবং দেশের কত উপকার করিবেন।" আমি বলিলাম—"আমিও সেই আশায় কলিকাতার সেই গৌরব ও সুখ ছাড়িয়া এই হিংসার নরকে আসিয়াছিলাম। কিন্তু শ্রীভগবানের তাহা ইচ্ছা নহে। আর দেশের ক্ষতিই বা কি? আপনারা পাঁচ জনে আছেন।

আপনারা দেশের সকল প্রকার হিতসাধন করিবেন।" তিনি তাহার উপরও বলিলেন—"দেশে আর মানুষ কে আছে? আপনার হৃদয়, আপনার ক্ষমতাই বা আর কার আছে।" ট্রেণের সময় হইয়া আসিল। সমবেত সকলের কাছে একে একে বিদায় হইলাম। আমি প্রতিজ্ঞা করিয়া আসিয়াছিলাম এক বিন্দু অশ্রু ত্যাগ করিয়া সয়তানদের পরিতৃপ্তি করিব না। পুত্রকেও সেরূপ শিক্ষা দিয়া আনিয়াছিলাম। ময়মনসিংহে কলেজ নাই বলিয়া স্ত্রীপুত্র রাখিয়া আমি একা যাইতেছি। আমার ত্রিশ বৎসর চাকরিতে তাহা আর কখনও হয় নাই। শিবিরে পর্য্যন্ত তাহারা আমার সঙ্গে থাকিত। পিতাপুত্রে আর বিচ্ছেদ হয় নাই। নির্ম্মল আমার বড় নিরীহ শিশু। আমি তাহার পিতা, আমি তাহার বন্ধু, আমি তাহার খেলার সঙ্গী। তাহার জন্মাবধি পিতাপুত্র সঙ্গে খাই, সঙ্গে খেলি, সঙ্গে বেড়াই, সঙ্গে গান করি, সঙ্গে শয়ন করি। তাহার মুখ দেখিয়া বুক ফাটিয়া যাইতেছে। তথাপি আমি হাসিতে হাসিতে সকলের কাছে বিদায় লইয়া যেই গাড়ীতে উঠিলাম পুত্র তখন আর তাহার শিশু হৃদয়কে চাপিয়া রাখিতে পারিল না। আমাকে নমস্কার করিলে আমি যখন মুখ-চুম্বন করিয়া তাহাকে বুকে লইলাম, সে আমার বুকে কাতরভাবে মুখ রাখিয়া অঝোর কাঁদিতে লাগিল। সে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল—"বাবা! আমরা ত কখনও কাহারও কোনও অনিষ্ট করি নাই। শ্রীভগবান্ তবে কেন আমাদের এরূপ কষ্ট দিলেন। আমি তোমাকে ছাড়িয়া কেমন করিয়া থাকিব?" তখন আমি আর আমার হৃদয়ের ঝটিকা চাপিয়া রাখিতে পারিলাম না। আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যেন দর দর ধারায় অশ্রু বহিয়া শিশুর মস্তকে পড়িতে লাগিল। সে সময়ে বুঝি সমবেত বন্ধু অবন্ধু কাহারও চক্ষু শুষ্ক ছিল না। পরে এক জন বন্ধু আমাকে লিখিয়াছিলেন যে পিতাপুত্রের বিদায়-দৃশ্যে ষ্টেশনের

কাঠখানি পর্য্যন্ত অশ্রু বিসর্জ্জন করিয়াছিল। নির্ম্মল প্রত্যহ সন্ধ্যার সময়ে আমার সঙ্গে সংকীর্ত্তন করে। আমার 'রৈবতক' 'কুরুক্ষেত্র' 'প্রভাস' তাহার চরিত্র, তাহার হৃদয় গঠিত করিয়াছে। শ্রীভগবানে তাহার দৃঢ় ভক্তি। আমি তাহাকে গলদশ্রুনয়নে বুঝাইলাম—"ছি বাবা! এই না তুমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলে এক বিন্দু অশ্রু ফেলিয়া হিংস্রকদের হাসাইবে না! তুমি শ্রীভগবানে ভক্তি ও বিশ্বাস হারাইও না। তিনি মঙ্গলময়। তাঁহার কার্য্য আমরা কি বুঝিব? তিনি আমাদের মঙ্গলের জন্য আমাদের এ ভুজঙ্গদের বিষদন্ত হইতে সরাইতেছেন। আমরা সত্যই এ জীবনে কাহারও অনিষ্ট করি নাই। আপনার বুকের রক্ত দিয়া যথাসাধ্য পরের উপকার করিয়াছি। অতএব তিনি অবশ্য আমাদের মঙ্গল করিবেন। আবার তিনি আমাদের পিতাপুত্রকে একত্র করিয়া পরম সুখে রাখিবেন। তুমিও তোমার শিশু হৃদয়ে পাপিষ্ঠদের ক্ষমা করিয়া তাঁহার কাছে কেবল এই প্রার্থনা কর!" শ্রীভগবান্ পিতাপুত্রের এ করুণ ভিক্ষা শুনিয়াছিলেন। তিনি মানুষের আন্তরিকতাপূর্ণ প্রার্থনা শুনিয়া থাকেন। জানি না সয়তান ও তাহার বাহন কমিশনার কোন্ নরকে গিয়াছে। তাঁহার কৃপায় আজ আমরা পিতাপুত্র গৌরবে ও সুখে আছি, এবং এই সুদূর ব্রহ্মদেশে তাঁহার বুদ্ধ অবতারের জগদ্বিখ্যাত সুবর্ণ মন্দিরের ছায়ায় বসিয়া আমি সেই গভীর দুঃখের আখ্যায়িকা লিখিতেছি।

ট্রেণ খুলিল, আর আমার জীবনের একটি প্রধান সুখ-স্বপ্ন ভোর হইল। আমার সুখের বাজার ভগ্ন হইল। আমার জীবনের একটি আনন্দ অধ্যায় শেষ হইল। ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারীর শেষে চট্টগ্রামে আসিয়াছিলাম। আর ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে চট্টগ্রাম ত্যাগ করিয়া চলিলাম। পাহাড় হইতে নামিয়া চট্টেশ্বরী বিগ্রহকে পিতাপুত্রে প্রণাম

করিয়া বলিয়াছিলাম—"হায় মা! ত্রিশ বৎসর বিদেশে ঘুরিয়া তোমার মন্দিরের ছায়ায় অবশিষ্ট জীবন শান্তিতে কাটাইতে প্রার্থনা করিয়াছিলাম। তুমি মা! সে প্রার্থনা শুনিলে না। তোমার চরণে স্থান দিলে না মা! তুমি অসুরনাশিনী! আর একটি ঘৃণিত অসুর কি মা! আমার অকারণ এ সর্ব্বনাশ সাধন করিল? দয়াময়ি! তথাপি তুমি দয়া করিও! যেখানে থাকি, তোমারই দয়ার রাজ্য। তোমার দয়া হইতে যেন বঞ্চিত না হই। তুমি কালী। মনে করিয়াছিলাম তোমার পার্শ্বে কালার 'নবীন কিশোর' মূর্ত্তি স্থাপন করিয়া, সমস্ত পর্ব্বত ব্যাপিয়া, ফলপুষ্পে উপবন রোপণ করিয়া, একটি প্রকৃত আশ্রম সৃষ্টি করিব, এবং অন্ধ ধর্ম্মদ্বেষী-দিগকে দেখাইব কালা কালী অভিন্ন। সীতাকুণ্ড ও আদিনাথ তীর্থযাত্রী সন্ন্যাসিগণ সে সকল বৃক্ষছায়ায় বসিয়া নানাবিধ ধর্ম্মালাপ করিবে ও ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ করিবে। সমস্ত পশ্চিম ও উত্তর ভারত ভ্রমণ করিয়া একটি আশ্রমও দেখিতে না পাইয়া সংকল্প করিয়াছিলাম 'রৈবতকের' আশ্রম-কল্পনা এরূপে কার্য্যে পরিণত করিব। হায় মা! মনের সংকল্প মনে রহিয়া গেল। সর্ব্বার্থসাধিকে! এই পুণ্য সঙ্কল্প পুত্রের দ্বারা হইলেও সফল করিও।" ট্রেণ চলিল। ট্রেণের গবাক্ষ হইতে কৌমদীপ্রদীপ্তা পার্ব্বতী জন্মভূমির চলৎশোভা দেখিয়া হৃদয় উদ্বেলিত হইল। বলিলাম—"হায় মা! চন্দ্রোকরোজ্জ্বলা শ্যামা! তোমার কত কার্য্য করিব বলিয়াই মা! কলিকাতার সেই গৌরব, সেই সুখ, সেই উন্নতির আশা, ভাগিরথী-গর্ভে বিসর্জ্জন করিয়া তোমার অঙ্কে আসিয়াছিলাম! আজ মা! সর্ব্বস্বান্ত হইয়া, এবং আত্ম-ভবিষ্যৎ-জীবন ভস্মীভূত করিয়া চলিলাম! তাহাতেও মা! দুঃখ ছিল না, যদি তোমার যে যে কার্য্য করিব বলিয়া আসিয়া-ছিলাম, তাহা সমস্ত সম্পন্ন করিয়া যাইতে পারিতাম। কিন্তু মা! এই অযোগ্য পুত্রের দ্বারা বুঝি তাহা হইবে না। সে জন্ত বুঝি তাহাকে স্থান

দিলে না। এই দ্বিতীয়বার মা! সর্ব্বস্বান্ত হইয়া বিদীর্ণ হৃদয়ে চলিলাম!" বহু সহস্র টাকা ব্যয় করিয়া গৃহসজ্জা, গাড়ী, ঘোড়া কলিকাতা হইতে আনিয়াছিলাম। তাহার এদেশে বিক্রয় হইবার সম্ভাবনা নাই। বহু অর্থ ব্যয়ে উদ্যানাদি রোপন করিয়াছিলাম। তাহার ফুল পর্য্যন্ত দেখিলাম না। স্ত্রী অশ্রুপূর্ণ নয়নে লিখিয়াছিলেন যে এমন গোলাপ কিছু দিন পরে ফুটিয়াছিল যে চট্টগ্রামে কেহ কখনও দেখে নাই। এ উদ্যান, উপবন দুদিন পরে ধ্বংস হইবে। অন্য দিকে কমিশনার আমার প্রতি যে সকল শাণিতাস্ত্র ত্যাগ করিয়া গবর্ণমেণ্টে আমার বিরুদ্ধে রিপোর্ট করিয়াছে, তাহাতে আমার অবশিষ্ট সার্ভিস যে ভস্মীভূত করিবে তাহা দিব্যচক্ষে দেখিতে পাইলাম। মানুষে মানুষের অকারণে এরূপ সর্ব্বনাশ করিতে পারে আগে বিশ্বাস করি নাই। বলিয়াছি যদি এরূপ আত্ম-বলিদান দিয়া জন্মভূমির সঙ্কল্পিত কার্য্যগুলিন করিয়া যাইতে পারিতাম, তথাপি দুঃখিত হইতাম না। মনে করিয়াছিলাম মিউনিসিপেলিটি ও ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডে প্রবেশ করিয়া চট্টগ্রাম নগরের ও ডিষ্ট্রীক্টের রূপান্তর ঘটাইব। বিদেশের জন্য এত করিয়া আসিলাম। মনে করিয়াছিলাম, এই পরিণত বয়সে, পরিণত কার্য্য-কৌশলতায় ও পরিণত রুচির দ্বারা জন্মস্থানটির কতই উন্নতিসাধন করিব! পূর্ব্ববার অস্থায়ী পার্শনেল এসিষ্টাণ্ট থাকিতে যে সকল কার্য্যের জন্য কমিশনার ওল্ডহেম ও কালেক্টর কার্লাইলকে দীর্ঘ নোট লিখিয়া দিয়াছিলাম, সমস্তই কার্য্যে পরিণত করিব। কিন্তু কিছুই পারিলাম না। এ অল্প সময়ের মধ্যে পারিবই বা কি প্রকারে? চট্টগ্রাম সহরে ঝর্ণার জলের ব্যবস্থা, বক্‌সির হাটে ভাসমান জেটি-সেতু, সদরঘাট হইতে বক্‌সির হাট পর্য্যন্ত নদীতীরস্থ ষ্ট্রাণ্ড রোড, চট্টগ্রামের উত্তরাংশে শৈল উপত্যকা ও অধিত্যকা লইয়া উদ্যান বা পার্ক, দেওয়ানী আদালত উত্তর দিকে সরাইয়া সহরের উত্তরাংশকে

পুনর্জ্জীবিত করা, সংস্কৃত চতুষ্পাঠী স্থাপন, চট্টগ্রাম স্কুলের ভূতপূর্ব্ব ছাত্রদের বাৎসরিক সম্মিলন দ্বারা পরস্পর বিদ্বেষ নিবারণ, ও ভূতপূর্ব্ব কৃতী ছাত্রদের চিত্র বর্ত্তমান ছাত্রের উৎসাহের জন্য কলেজ প্রাচীরে স্থাপন, উত্তর ও দক্ষিণ প্রান্তস্থ ফটিকছড়ি ও সাতকানিয়া খাস তহশিল সবডিভিসনে পরিণত করা, স্থানে স্থানে রাস্তা প্রস্তুত করিয়া ও খাল কাটিয়া দেশের স্থলপথের ও জলপথের সুবিধা করা, জলপথে ডিষ্ট্রিক্টব্যাপী ষ্টীমার পরিচালন, আকিয়াব এবং তাহার পর রেঙ্গুন পর্য্যন্ত রেলওয়ে নির্ম্মাণ, সর্ব্বশেষ টাউন হল ও পুস্তকালয় সকলই পড়িয়া রহিল। জানি না আত্মদ্রোহী চট্টগ্রামের শিক্ষিত সন্তানেরা কখনও এ সকল হিতকর কার্য্যে হস্ত দিবে কি না। সে ত দূরের কথা, 'টাউন হল' এবং পুস্তকালয়টিও যে হইল না, এই দুঃখ কোথায় রাখিব ? আমি চলিয়া আসিবার পর দুই বৎসর যাবত পুস্তকালয়ের ছয় হাজার এবং সেই সওদাগর দত্ত অবশিষ্ট এক হাজার টাকা চট্টগ্রাম ট্রেজারিতে পড়িয়া রহিল। কেহ আর এ কাযে হাত দিল না। শেষে দাতারা আমার অনুমতি লইয়া সে টাকা ফেরত লইলেন। চট্টগ্রামের শিক্ষিতমণ্ডলীর পক্ষে ইহা অপেক্ষা কলঙ্কের কথা কি হইতে পারে ? জ্যোৎস্নালোকে চন্দ্রশেখর পর্ব্বতমালার স্নিগ্ধশ্যাম শোভা দেখিতে দেখিতে, এবং এ সকল বিষয় চিন্তা করিতে করিতে রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর অতীত হইল। ফেণী নদী পার হইলে জননী জন্মভূমি অদৃশ্য হইলেন। ফেণী ষ্টেশনে এই গভীর রাত্রিতেও তাহাদের ভূতপূর্ব্ব সব-ডিভিসনাল অফিসারকে দেখিতে বহু লোকের সমারোহ হইয়াছে। ফেণীর বর্ত্তমান সবডিভিসনাল অফিসার আমার অনুগামী ও ভক্ত। তিনি আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে চট্টগ্রাম গিয়াছিলেন। 'সিদ্ধবিদ্যার' ধ্বংসাবশেষ ইনি রক্ষা করিতে চেষ্টা করিতেছিলেন। কিন্তু ভ্রান্তিবশতঃ তিনি ঢাকা-চট্টগ্রাম ট্রাঙ্ক রোডের উভয় পার্শ্বের গর্ত্তগুলি কাটাইয়া দুই

গঙ্গা-যমুনা খাল সৃজন করিয়া উক্ত রাস্তার উভয় পার্শ্বস্থ ফেণীবাসীর ও বাজারের অত্যন্ত অসুবিধা করিয়াছেন। তাঁহার ভ্রান্তি বুঝাইয়া দিয়া আমি এই দুই খাল বন্ধ করিতে কমিশনার আফিস হইতে চেষ্টা করিতে-ছিলাম, এবং একরূপ কৃতকার্য্য হইয়াছিলাম। কিন্তু আমার, ও কিছু পরে তাঁহার, বদলিতে ফেণীবাসীর এই দুর্গতি স্থায়ী হইয়াছে। ফেণী ছাড়িয়া অবসন্ন হৃদয়ে নিদ্রার বিস্মৃতি-গর্ভে নিমজ্জিত হইয়া এই বিদায়ের দুঃখ ভুলিলাম। আমার জীবনের শেষ স্বপ্ন ফুরাইল। দুঃখ নাই—

"ফলিয়াছে বহু আশা, ফলে নাই বহু আর।
বহিয়াছি এ জীবন আশার ও নিরাশার।"

ময়মনসিংহ।

প্রভাতে চাঁদপুরে পঁহুছিলাম। এখানে অখিল বাবুর তৃতীয় সহোদর ও আমার পরম প্রেমাস্পদ ভাই শ্রীমান্ তারাচরণ সেন সর্ব্বজনপ্রিয় মুন্‌সেফ। তাহার অতুলনীয় স্নেহ-স্বর্গে কয়েক ঘণ্টা কাটাইয়া অপরাহ্নে ঢাকা রওনা হইলাম, এবং সন্ধ্যার সময়ে নারায়ণগঞ্জ পঁহুছিলাম। সেখানে কেমন করিয়া ইতিমধ্যে 'পলাশির যুদ্ধের' ভেরী বাজিয়াছে। ষ্টীমার পর্য্যন্ত অনেক লোক আমাকে দেখিতে আসিলেন। তাঁহাদের সঙ্গে নারায়ণগঞ্জ বেড়াইলাম। উহা ইতিমধ্যে বাণিজ্যের কল্যাণে একটি সুন্দর স্থান হইয়াছে। নদীগর্ভ হইতে সন্ধ্যালোকে একটি চিত্রের মত দেখা যাইতেছিল। সন্ধ্যার পর ঢাকায় পঁহুছিলাম, এবং সুহৃদ্‌বর রায় বাহাদুর অভয় মিত্রের বাড়ীতে অতিথি হইলাম। পর দিন ঢাকা বেড়াইলাম। যে ঢাকা এখনও সেই ঢাকাই আছে। তাহার সৌন্দর্য্য এখনও খোলে নাই। এবার লাট কার্জ্জনের নূতন খেয়ালে পূর্ব্বপ্রদেশের রাজধানী হইয়া যদি খোলে। পূর্ব্ব দর্শনের পর বেশী কিছু পরিবর্ত্তন দেখিলাম না। পার্শনেল এসিস্‌টেণ্ট বরদা বাবু ও ঢাকার স্বনামখ্যাত বেঙ্কার ও ভূম্যধিকারী শ্রীশ বাবুর স্নেহে একটা দিন বড় সুখে কাটাইলাম। রাত্রিতে শ্রীশ বাবুর বৈঠকখানায় রায় অভয় মিত্র বহু অর্থব্যয় করিয়া এক সান্ধ্য-সম্মিলনী ও ভোজ দিলেন। তাহাতে ঢাকার উকিলতিলক আনন্দচন্দ্র রায় আমার 'স্বাস্থ্যপানার্থ' ইংরাজি ভাষায় বক্তৃতা দিলেন। আমি উত্তরে বলিলাম যে যদিও তিনি পূর্ব্ববঙ্গের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উকিল, তথাপি তাঁহার দুইটি বৃত্তান্তঘটিত ভুল হইয়াছে। সকলে আশ্চর্য্য হইয়া আমার দিকে চাহিয়া রহিলেন। আমি বলিলাম, প্রথম ভুল—বাঙ্গলা কবির অভ্যর্থনায় ইংরাজি বক্তৃতা। দ্বিতীয় ভুল—তিনি বলিয়াছিলেন যে

পশ্চিমবঙ্গবাসী আমাদের চিরকাল ঘৃণা করে, কিন্তু এখন তাহারা দেখুক পূর্ব্ববঙ্গে কেমন 'কবি' পয়দা হইয়াছে। আমি বলিলাম এই 'নেসনাল কংগ্রেসের' দিনে যখন এত নদ-নদী-গিরিমালা-বিভক্ত ভারত এক হইয়া যাইতেছে, তখন ক্ষুদ্র বাঙ্গালাদেশটাকে পদ্মার দ্বারা দু'ভাগ করা আর এক বৃত্তান্তঘটিত ভুল। আর এরূপ ভাগ করিলে পূর্ব্ববঙ্গ বক্তার মত পুত্র-রত্নের গৌরব হইতে বঞ্চিত হইবেন; কারণ তাঁহার ভদ্রাসন বাটীও এখন পদ্মার দক্ষিণ তীরে। তখন সকলেই খুব হাসিলেন। সকলকে দেখিলাম, কিন্তু ঢাকায় দ্বিতীয়বার আসিয়া দেখিলাম না দাদা কালীপ্রসন্ন ঘোষ মহাশয়কে। তিনি জয়দেবপুর থাকিয়াও ঢাকায় আমার এই দ্বিতীয় অভ্যর্থনায় আসিলেন না, বরং জয়দেবপুর ময়মনসিংহের পথে রেলের উপর বলিয়া, আমাকে এক ট্রেণ খোয়াইয়া তাঁহার সঙ্গে কয়েক ঘণ্টা কাটাইয়া যাইতে নিমন্ত্রণ করিলেন। আমার সময় ছিল না। তাহা ছাড়া তিনি তখন জয়দেবপুর রাজ্যের মেনেজার বা রাজা। ময়মনসিংহে জয়দেবপুরের বিস্তৃত জমীদারি আছে। এজন্য সকলে আমাকে জয়দেবপুর যাইতে নিষেধ করিলেন, এবং সেখানে যাইবার নিমন্ত্রণ একটা কূট অভিসন্ধি বলিয়া বুঝাইলেন। পর দিন সন্ধ্যার সময়ে এক উদ্যান-ভোজে উদর পূর্ণ করিয়া, এবং ঢাকার নাটকাভিনয়ের নমুনা দেখিয়া ময়মনসিংহ রওনা হইলাম। শ্রীশ বাবুরা আমার ট্রেণ মিস্ করাইয়া সে রাত্রিটা রাখিতে বহু চেষ্টা করিয়াছিলেন। যখন সকল সস্নেহ অনুরোধ কাটাইয়া আমি গাড়ীতে উঠিলাম, তখন শ্রীশ বাবুর স্মরণ হইল যে আমার জন্য একটা মাছ তুলিয়া রাখিয়াছেন। এ মঙ্গল দ্রব্য সঙ্গে লইতে হইবে। এই মৎস্য দিতে আরও বিলম্ব হইল। ট্রেণ খুলিতেছে আমি এ সময়ে ষ্টেশনে পঁহুছিয়া উদ্ধশ্বাসে লাফাইয়া এক কক্ষে উঠিলাম। সঙ্গী বলিলেন যে ট্রেণ পাঁচ মিনিট লেট হইয়াছে,

তাহা না হইলে ট্রেণ পাইতাম না। শ্রীশ বাবুরা এরূপে গণনা করিয়া আমাকে পাঠাইয়াছেন, এবং আমার ফিরিয়া যাওয়ার প্রতীক্ষায় 'বাগানে' দাঁড়াইয়া পথের পানে চাহিয়াআছেন। আমি এই দিনেকের পরিচিতের প্রতি এরূপ নিঃস্বার্থ স্নেহের স্মৃতি রক্ষা করিবার জন্য এ ঘটনাটি সংক্ষেপে এখানে উল্লেখ করিলাম। আমার বালসুহৃদ্ পাগ্‌লা ষষ্ঠির এক কবিতা ছিল —

"I am hungry for my food,
As monkeys from Bhawal wood"

দাদা কালীপ্রসন্ন ঘোষ মহাশয়ের রাজ্য এই সেই 'ভাওল বনের' শারদীয় চন্দ্রকরস্নাত নৈশশোভা দেখিয়া পর দিন প্রাতে ময়মনসিংহ পঁহুছিলাম। সেই উষা সময়েও রেলওয়ে ষ্টেশনে বহু ভদ্রলোক আমার অভ্যর্থনার জন্য আসিয়াছিলেন। তাঁহারা আমাকে খুব সাদর সম্ভাষণ করিলেন, এবং বলিলেন যে আমি যে এই ট্রেণে আসিতেছি তাহার সংবাদ রাত্রিতে আমার টেলিগ্রাম ময়মনসিংহে আসাতে, সকলে জানিতে পারেন নাই। অন্যথা ষ্টেশনে লোক ধরিত না এবং তাঁহারা আমাকে যথাশাস্ত্র একটা অভিনন্দন ও অভ্যর্থনা প্রদান করিতেন।

ময়মনসিংহে আমার স্বদেশীয় একজন সহপাঠী কালেক্টারের সেরেস্তাদার ছিলেন। আমার জন্য একখানি বাড়ী স্থির করিয়া রাখিতে তাঁহাকে লিখিয়াছিলাম। তিনি আমাকে বাজারের কেন্দ্রস্থলে একখানি গুদামে লইয়া দাখিল করিলেন। তাহার দুই পার্শ্বের কক্ষে দুই দোকান। মধ্যের দুই তিনটা কামরা আমার ভবিষ্য নিকেতন! আমার অন্তরাত্মা শুকাইয়া গেল। তিনি বলিলেন ডেপুটিদের ময়মনসিংহে একটা মহল্লা ছিল। তাহাতে কয়েকখানি এরূপ ইষ্টকনির্ম্মিত দৌলতখানা ছিল। তাহা সকলেই পূর্ব্ববৎসরের ভীষণ ভুমিকম্পে ধরাশায়ী হইয়াছে। ১৮৯৭

খৃষ্টাব্দের ভূমিকম্পে পূর্ব্ব-উত্তর বঙ্গে ও আসামে যে খণ্ড প্রলয় উপস্থিত করিয়াছিল তাহা এখন ইতিহাসে পরিণত হইয়াছে। যখন এ ভূমিকম্পে মহারাজা সূর্য্যকান্তের ছয় লক্ষ টাকায় নির্ম্মিত নব রাজপ্রাসাদ ধ্বংস করিয়াছে, তখন ডেপুটিদের দৌলতখানার কথাই বা কি? শুনিলাম উক্ত প্রাসাদে ইটালি ও ফ্রান্স হইতে আনীত এক এক চিত্র ও দর্পণ দশ পনর হাজার টাকার ছিল। সমস্ত গৃহসজ্জাই এরূপ ছিল। তিনি যখন তাঁহার মেনেজার হইতে টেলিগ্রাম পাইলেন যে ভূমিকম্পে তাঁহার রাজপ্রাসাদ ধ্বংস হইয়াছে, তখন তিনি তাহা বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। তিনি টেলিগ্রাফ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন যে মেনেজারের টেলিগ্রামের অর্থ কি? সে আবার সে কথা টেলিগ্রাফ করিলে তিনি আবার টেলিগ্রাফ করিলেন—"আমার বহুমূল্য গৃহসজ্জাগুলিন রক্ষা পাইয়াছে ত?" তাহার উত্তরে শুনিলেন যে একটি তৃণও রক্ষা পায় নাই। আমি এই বৃহৎ অট্টালিকার ভগ্নস্তূপ দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়াছিলাম। এক মুহূর্ত্তে যে এরূপ একটা ধ্বংসকার্য্য সাধিত হইতে পারে, আমার দেখিয়াও বিশ্বাস হইল না। মহারাজা কেমন করিয়া শুনিয়া বিশ্বাস করিবেন। কেবল ভগ্ন ইষ্টক কাষ্ঠের স্তূপ, এবং সম্মুখস্থ ও প্রাঙ্গনের কোণস্থ উদ্যান-তালের স্তবকগুলিন মাত্র পূর্ব্ব অট্টালিকার নিদর্শন স্বরূপ আছে। যাহা হউক এখন এরূপ দুই দোকানের জাঁতার মধ্যে কেমন করিয়া বাস করিব? ময়মনসিংহে ডাক বাঙ্গালা আছে কি না জিজ্ঞাসা করিলে, সেরেস্তাদার মহাশয় ভূমিকম্পের আর এক উপাখ্যান বলিলেন। ভূমিকম্পে ডেপুটিরা গৃহশূন্য, কেহ কেহ পরিবারশূন্য হইলে, গবর্ণমেণ্ট দয়া করিয়া তাঁহাদের জন্য কয়েকটি বাঙ্গ্লা ঘোড়দৌড়ের মাঠে প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিলেন। চাটাইয়ের ঘর, কিন্তু কলিকাতার ডেপুটিরা তাহার পশ্চাতে পশ্চাতে কলিকাতার 'পুরাতন বিধান' মতে দ্বিতল পায়খানা প্রস্তুত

করেন। পরবর্ত্তী কালেক্টর তাঁহাদের সাধের ঘোড়দৌড়ের মাঠে দর্শন ও ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের আনন্দদায়ক এ সকল ডেপুটি-কীর্ত্তি দেখিয়া সেখান হইতে dirty nigger দিগকে অর্দ্ধচন্দ্র প্রদান করেন। সে অবধি তাঁহারা এরূপ দোকানঘর আশ্রয় করিয়া আছেন। সে বাঙ্গ্লার একটা 'ডাক বাঙ্গ্লা'। অবশিষ্ট ঘরের মধ্যে দুখানি সাহেবদের ধ্বংসপ্রাপ্ত গির্জ্জা ও তস্য উপকরণে অধিকৃত হইয়াছে এবং বাকী গৃহ শ্বেতাঙ্গদিগকে ভাড়া দেওয়া হইয়াছে। আমি বলিলাম আপাততঃ সেই ডাক বাঙ্গ্লায় নামিব, তাহার পর যাহা হয় ব্যবস্থা করা যাইবে। সহপাঠী আমাকে সহর ঘুরাইয়া সেই ডাক বাঙ্গ্লায় উপস্থিত করিলে, আমার আবার আতঙ্ক উপস্থিত হইল। আমার চট্টগ্রামের 'বাঙ্গ্লা' এক একটি ছবি বিশেষ। এ ত 'বাঙ্গ্লা' নহে, 'কাঙ্গ্লা'; 'বাঙ্গ্লার' কাঙ্গাল সংস্করণ মাত্র। সেঁতসেঁতে এক পাকা ভিটা, এবং সামান্য চাটাইয়ের বেড়া ও খড়ের ছাউনিযুক্ত দুইটি ক্ষুদ্র কক্ষ মাত্র। এরূপ সারিবদ্ধ কয়েকখানি কুটীর। তাহার চারিদিকে বর্ষার জল ও কর্দ্দমপূর্ণ বিস্তৃত ঘোড়দৌড়ের মাঠ। সম্মুখে বৃক্ষশ্রেণী শোভিত মুক্তগাছার রাস্তা। গাড়ী হইতে এ রাস্তায় নামিয়া 'ডাক বাঙ্গ্লায়' যাইতে বুট পেণ্ট কর্দ্দমে রঞ্জিত হইল। ডাক বাঙ্গ্লায় স্থান নাস্তি। দুই শ্বেতমূর্ত্তি দুই কক্ষে বিরাজ করিতেছেন। তখন সঙ্কটে পড়িয়া দেখিলাম একটি কুটীর খালি। উহা মোচড়া খাইয়া একদিকে ঈষৎ হেলিয়াছে, যেন শ্রীকৃষ্ণ ত্রিভঙ্গ হইয়া দাঁড়াইয়া আছেন। ময়মনসিংহ নগর মহারাজা সূর্য্যকান্তের রাজ্য। তিনি প্রচলিত হিন্দুয়ানিতে বীতশ্রদ্ধ। কাযেই শ্রীকৃষ্ণ আয়ান ভয়ে যেমন কৃষ্ণ-কালী হইয়াছিলেন, তাঁহার ভয়ে কুটীর এইরূপ ধারণ করিয়াছে। গৃহে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম আমার চট্টগ্রাম পাহাড়ের গোশালাও ইহার অপেক্ষা ভাল ছিল। বহুদিনের

সঞ্চিত ময়লা পরিষ্কার করিবার জন্য মেথর সংগ্রহ করিতে এবং ষ্টেশন হইতে আমার ভৃত্যাদিগকে ও জিনিসপত্র আনিতে বন্ধু চলিয়া গেলেন। আমি একাকী গৃহের এক ময়লা সোপানে আসীন হইয়া যোগাবলম্বন করিলাম। শৈশবে গুরুমহাশয় মুখস্থ করাইয়াছিলেন—

"বরমসিধারা তরুতলে বাসঃ।
বরমপি ভিক্ষা, বরং উপবাসঃ।
বরমপি ঘোরে নরকে মরণং।
ন চ ধনগর্ব্বিত বান্ধব শরণং।"

আমার পাহাড়ের বাড়ী দেখিয়া লোকে আমাকে বড় সুখী বলিলে, আমি বলিতাম, আমাকে আজ সেই গৃহে তাঁহারা যেরূপ সুখী দেখিতেছেন, কাল যদি বৃক্ষতলায় বাস করিতে হয়, তখনও সেরূপ সুখী দেখিবেন। সুখ মানুষের মনে, গৃহে কি গৃহসজ্জায় নহে। শ্রীভগবান্ বুঝি আমার পরীক্ষা লইবার জন্য আজ এরূপ "তরুতলে বাস" ব্যবস্থা করিলেন। এরূপে ঘরে থাকা আর 'তরুতলে বাস' একই কথা। বরং তরুতল নিরাপদ। এই 'কাঙ্গলা', একটুক জোরে বাতাস বহিলেই মস্তকের উপর ভাঙ্গিয়া পড়িবে। অপরাহ্নে দাদার কাছে সেই বিদায়, সন্ধ্যার সময় যাত্রাকালে পরিবার ও আত্মীয়দের পাষাণভেদী করুণ রোদন, ভাইঝি আশা উন্মাদিনীর মত পাহাড় হইতে ছুটিয়া আসিয়া আমার গাড়ীতে উঠিয়া আমাকে এরূপ ভাবে জড়াইয়া ধরিয়া বালিকার হৃদয়-বিদারী করুণ আর্ত্তনাদ করিতেছিল যে তাহাকে দুইজনে টানিয়া আমার কোল হইতে বহু কষ্টে লইয়াছিল। ষ্টেশনে পিতাপুত্রের বিদায়-দৃশ্য সকলই মনে পড়িতে লাগিল, এবং নীরবে অশ্রুধারা বহিতে লাগিল। সর্ব্বশেষ সেই পার্ব্বত্য অট্টালিকা হইতে এ গোশালায় পতন! দুই দিনের মধ্যে কি ভীষণ পরিবর্ত্তন! ভৃত্যেরা আসিল, এবং এ নরক পরিষ্কার

করিল। কালেক্টার অনেক আপত্তির পর এ 'ডার্টি নিগারকে' দয়া করিয়া বিংশতি মুদ্রায় এ গরুর ঘর ভাড়া দিলেন। মহারাজা সূর্য্যকান্তের রাজ্যে সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে দাঁড়াইবার স্থান পাইলাম।

সে দিনই কার্য্যভার গ্রহণ করিলাম। কোর্ট ত নহে, ঠিক একটা পূজার দালান। এক দিক খোলা। অথচ এইটিই ময়মনসিংহের শ্রেষ্ঠ কোর্ট, উহা জইণ্ট মেজিষ্ট্রেটের এজেলাস। আমি তাঁহারই কার্য্যভার পাইয়াছি। আমার সান্ত্বনার মধ্যে এই যে এজেলাস হইতে ব্রহ্মপুত্র নদের একটি স্থান ও সুদূরস্থ একটা পর্ব্বতশ্রেণী নীলাকাশে মেঘের মত দেখা যাইতেছে। ভাদ্রমাস, ব্রহ্মপুত্রের আকুলপূরিত সলিল শোভা এজেলাস হইতে দেখিয়া প্রাণে একটুক শান্তি পাইলাম। কোর্টগৃহে ভয়ানক লোকের ভিড়। প্রাঙ্গনে পর্য্যন্ত মাথায় মাথা লাগিয়া গিয়াছে। সমস্ত মোক্তরগণ সভাস্থ। আমি অধোমুখে কি কার্য্য করিতেছি। একজন মোক্তার আর কৌতুহল চাপিয়া রাখিতে না পারিয়া পেস্কারকে চুপে চুপে জিজ্ঞাসা করিলেন—"শুনিলাম এ এজেলাসে আজ নবীন বাবু বসিবেন। কই তিনি কোথায়? এ ছোকরাটাই বা কে?" আমার পেস্কার চুপে চুপে বলিলেন—"ইনিই নবীন বাবু!" মোক্তারগণ এ কথা শুনিয়া হাঁ করিয়া আমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। আমি এ গুপ্ত আলাপ শুনিয়া ঈষৎ হাসিতেছিলাম। যখন মুখ তুলিলাম, তখন সে মোক্তারটি বলিলেন—"ধর্ম্মাবতার! আপনিই কি আমাদের কবি নবীন বাবু? পলাশির যুদ্ধ প্রভৃতির কবি?" আমি বলিলাম—"আমি কবি নহি—সে অমরত্ব আমি কোথায় পাইব? আর আমি আপনাদের কি না, সে পরিচয়ের সময় উপস্থিত; তবে 'পলাশির যুদ্ধ' প্রভৃতি কাব্য আমার লেখা বটে!" তিনি অত্যন্ত বিস্মিত ভাবে বলিলেন—"ধর্ম্মাবতার! 'পলাশির যুদ্ধ' ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় আমার পাঠ্য ছিল। আমার চুল

পাকিয়াছে, এবং বৃদ্ধ হইয়াছি। আমরা মনে করিয়াছি—"পলাশির যুদ্ধের" কবি এখন প্রাচীন লোক। এ যে এত লোকের ভিড় হইয়াছে, এবং আমরা সমস্ত মোক্তার উপস্থিত হইয়াছি, কেবল আপনাকে দেখিবার জন্য। কিন্তু কেহ এতক্ষণ বিশ্বাস করে নাই যে আপনিই সেই নবীন বাবু। আমি পেস্কার বাবুকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম—এ ছোকরাটি কে ?" তখন কোর্টময় একটা হাসি উঠিল। মনে হয়, অমৃত ভায়ার কলু বাবু মধুসূদন বলিয়াছিলেন—"কি বালাই! যেখানে যাই সেখানেই জেতের খোঁটা! এবার হইতে মধুসূদন ব্রহ্মানন্দ হইব।" আমিও ভাবিলাম—কি বালাই! যেখানে সেখানে বয়সের খোঁটা। ব্রহ্মানন্দ হইলেও যে এ খোঁটা যায় না। এখন হইতে চুলে গোঁপে পাউডার মাখিব। সমস্ত দিন কাছারিতে দর্শকের গোলযোগে কায করিতে পারিতেছিলাম না। আফিস হইতে ফিরিয়া ময়মনসিংহের সেই উত্তর গোগৃহে বসিয়া আছি। মহা বৃষ্টি! আর্দ্দালি এক কার্ড দিল—'বিঃ সেন' এবং বলিল জইণ্ট মেজিষ্ট্রেট 'হুজুরের' সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন। হুজুর বারাণ্ডায় ছুটিয়া গিয়া দেখি যে মিঃ বীরেন্দ্রচন্দ্র সেন কর্দ্দমাক্ত বেশে দাঁড়াইয়া আছেন। তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া গৃহে আনিয়া বলিলাম—"আমি বড় লজ্জিত হইলাম আপনি এ কাদা ভাঙ্গিয়া আমার সঙ্গে এমন স্থানে সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন। আমারই আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করা উচিৎ ছিল, কিন্তু বৃষ্টির মধ্যে যাইতে পারি নাই।" তিনি বলিলেন—"তাহাতে কিছু আসে যায় না। আমার অনেক দিন যাবৎ আপনাকে দেখিবার আকাঙ্ক্ষা ছিল। মনে করিলাম এমন সুযোগ আর হইবে না। আমি আজ রাত্রির ট্রেণে চলিয়া যাইতেছি। তাই আপনাকে দেখিতে আসিলাম।" দেখিলাম মিঃ বি সেন বড় সুন্দর, সদাশয় ও বিনয়ী লোক। তিনি প্রায় দুই ঘণ্টা কাল আমার সঙ্গে

আলাপ করিলেন। তিনি এ গৃহও পান নাই। 'সারকিট হাউসের' এক কক্ষে বহু কষ্টে সস্ত্রীক ছিলেন। আমাকেও সেখানে থাকিতে বলিলেন। আমি বলিলাম 'সারকিট হাউসে' একজন কালা ডেপুটিকে থাকিতে দিবে কেন? এই গোশালাটাও অতি কষ্টে কালেক্টর ভাড়া দিয়াছেন। তিনি দুঃখ করিয়া বলিলেন যে এ ঘরে আমি কেমন করিয়া থাকিব? আমি বলিলাম কি করিব,—প্রাক্তন! ময়মনসিংহ শিক্ষিত লোকের স্থান। ইহার উপর প্রায় পনর দিন যাবত আমার কোর্ট ও কুটীর দর্শকপূর্ণ থাকিত। অর্দ্ধ রাত্রি পর্য্যন্ত নবপরিচয়ের আলাপে ও আমোদে কাটিয়া যাইত। শ্রীভগবান্ আমাকে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ করিলেন। আমি তরুতলায়ও পরম সুখে কাটাইতে লাগিলাম। একদিন নগরভ্রমণ সময়ে একটা ছবির দোকান দেখিলাম। একবার চোখ বুলাইয়া কয়েকখানি ছবি ও কাগজের পাখা ও একটা লেম্প কিনিলাম। ইহাদের দ্বারা সেই গরুর ঘরের কি শোভা হইল জানি না। কিন্তু যিনি আসিতেন তিনি এ সকল জিনিস কোথায় পাইলাম জিজ্ঞাসা করিতেন। এবং আমার বদলির সময়ে তাঁহার কাছে বিক্রয় করিবার জন্য প্রতিজ্ঞা করাইতেন। এক দিন একজন ডেপুটি উপস্থিত। তিনি মহা বিস্ময়ের সহিত বলিলেন—"মহাশয়! এ সমস্ত জিনিস কি আপনার?" সমস্ত জিনিসের মধ্যে আমার স্বকল্পিত একটা রাইটিঙ্গ টেবল ও রাইটিঙ্গ সোফা। সোফা দিবসে বসিয়া লিখিবার আসন, রাত্রিতে শয্যা। গোল্ডস্মিথের "Cap by night, and a pair of stocking by day"—রাত্রিতে টুপি, দিনে মোজা। একটি আলনা ও কয়েক জোড়া জুতা। অন্য কক্ষে একটা ক্ষুদ্র টেবল, একটা 'ফোল্‌ডিং লাউঞ্জ', ও কয়েকটা 'ফোলডিং চেয়ার।' আমি বলিলাম—"সমস্ত জিনিস আর কি? এ কয়েকটা সামান্য জিনিস মাত্র সঙ্গে আনিয়াছি।" তিনি আরও বিস্ময়ে বলিলেন—"এত জিনিস

আপনি সঙ্গে আনিয়াছেন? আলনায় এত কাপড়, এত জুতা, একা আপনার? তাহা হইলে বলুন যে আপনি যাহা পান, তাহাই উড়ান, কিছুই রাখেন না। মহাশয়! আমি কোনও ডেপুটি মেজিষ্ট্রেটের ত এমন বাবুয়ানা দেখি নাই।" আমি কি উত্তর দিব ভাবিয়া পাইলাম না। দেখিলাম তিনি এক দোকানের একটি মাত্র কক্ষ ভাড়া করিয়া আছেন। সম্বল এক তক্তাপোষ, তাহা তাঁহার আমলার; আর নিজের এক 'ব্যাগ'। তাঁহার ভৃত্য ও পাচক তাঁহার আরদালি। এক দিন আমাদের সার্ভিস gentleman's service বলিয়া আমাদের অহঙ্কার ছিল। কিন্তু আমার অনস্মৃত 'প্রতিযোগী পরীক্ষার' ফলে, সার্ভিস এরূপ ডেপুটিতেই পূর্ণ হইতেছিল। উহা উঠিয়া গিয়াছে, বালাই গিয়াছে! যাহা হউক, ময়মনসিংহে আমার দিন বড় আনন্দে কাটিতে লাগিল। এখানে উকিল মোক্তারদের মধ্যেও অনেক সাহিত্যপ্রিয় লোক আছেন। একজন মোক্তার সুন্দর সংস্কৃতজ্ঞ। উকিল সাহিত্যসেবীরা আমার 'অমিতাভ' অভিনয় করিবার জন্য নাটক করিয়া দিতে আমাকে ধরিয়া পড়িলেন। 'অমিতাভের' এত প্রশংসা আমি আর কোথায়ও শুনি নাই। এরূপে কলিকাতার এক নাট্যসমাজ 'রৈবতক' নাটক করিয়া দিতে অনেক দিন আমাকে সাধিয়াছিলেন। বিশালায়তন ব্রহ্মপুত্রের তীরস্থিত ময়মনসিংহ বড় সুন্দর স্থান। এখন বর্ষাশেষে ব্রহ্মপুত্রের বিস্তৃত লহরী-বিক্ষোভিত সলিলরাশির শোভা দেখিবার যোগ্য। সহরের প্রধান রাস্তাগুলিন বৃহৎ বিটপীশ্রেণী সজ্জিত ও সমস্ত দিন ছায়াসমাচ্ছন্ন। নগরের প্রান্তস্থ ইংরাজমহল একটি বিস্তৃত ময়দানের স্থানে স্থানে শোভা পাইতেছে, এবং এই ময়দান বিভক্ত করিয়া বৃক্ষশ্রেণী শোভিত একটি রাস্তা শ্যাম কণ্ঠহারের মত শোভা পাইতেছে। আমি সমস্ত অপরাহ্ন এই বৃক্ষছায়ায় ও ব্রহ্মপুত্রতীরে বেড়াইতাম। এবং সমস্ত সন্ধ্যা

দর্শকদের সঙ্গে সাহিত্যের চর্চ্চা ও নানাবিধ আলাপ, কথনও বা সঙ্গীতে, বড় সুখে কাটাইতাম।

কিন্তু এ আনন্দের মধ্যেও চট্টগ্রাম হাহাকার-ধ্বনি প্রত্যহ বহু পত্রে আসিতেছিল। পশ্চিমবঙ্গবাসীরা চট্টগ্রামকে কেবল 'পাণ্ডব-বর্জ্জিত' নহে, বঙ্গভাষাবর্জ্জিত স্থান বলিয়াও জানেন। অতএব একজন সামান্য শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্রাহ্মণের দুখানি পত্র নিম্নে প্রকাশ করিলাম। চট্টগ্রামের একজন সামান্য শিক্ষিত লোক কিরূপ বাঙ্গালা লিখিতে পারে তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন।

শ্রীহরি

শ্রীকরকমলেষু

চট্টগ্রাম, কাতালগঞ্জ
২৩।৯।৯৮

আপনার কোমল করাঙ্কিত পত্রখানি পাইয়া এতদিন আপনাকে লিখিব লিখিব বলিয়া লিখিতে পারি নাই। আর লিখিবই বা কি? যেই অন্ধকারে আমরা চিরনিমজ্জিত ছিলাম, আবার সেই অন্ধকারে ডবিয়া গেলাম। আপনার কানন-কুন্তলা, পর্ব্বতোন্নত পীন-কঠিন-বক্ষা জননীর কি অবস্থা হইয়াছে দেখিতেছেন কি? যেই দুইটি চন্দ্রকে বক্ষে পাইয়া মার মুখ-জ্যোতিঃ সমগ্র ভারতে বিকীর্ণ হইয়াছিল, তার একটি কাল রাহুর করাল কবলে চির-গ্রস্ত এবং দ্বিতীয়টি, মার অতি স্নেহের, অতি আদরের, যে হৃদয়ের ত্রিতন্ত্রী মিলাইয়া মধুরকণ্ঠে মা বলিয়া ডাকিয়া জগতের প্রাণে মাতৃপ্রেম-সুধা ঢালিয়া দেয়,—সেই সুধাকর অলক্ষিতরূপে মাতৃকোল হইতে অপহৃত! সেই অখিল চন্দ্র বলিতে হৃদয় বিদীর্ণ হয়। তিনি এই পাপজগতে নাই! এবং নবীন চন্দ্র চট্টলেক প্রদীপ, চিরদুঃখিনী মার কোল শূন্য করিয়া বিদেশে! বনবাসিনী চট্টলের এই দুঃখ রাখিবার স্থান আছে কি? এই বিষম শোক সংঘাতে এই দুর্ঘটনার অব্যবহিত পরে, মার শোকাশ্রু এত প্রবল হইয়াছিল যে, 'কর্ণফুলী ও শঙ্খ'—জননীর এই দুই চিরপ্রবাহিত অশ্রুধারাতেও শোকবেগ বহন করিতে পারে নাই,—সমগ্রদেশ প্লাবিত হইয়া উচ্ছন্ন যাওয়ার মধ্যে হইয়াছিল। অখিল চন্দ্রের তিরোধান বড় অসময়ে নহে, তার কিনা বড় কষ্ট হইল, এই দুঃখ! এখন বুঝিলাম চিরদুঃখিনী জননীর সুখ কিছুতেই হইল না, এক একটি করিয়া মহারত্নগুলি অঞ্চল হইতে

খসিয়া পড়িতে লাগিল। বুঝিলাম মায়ের বুকের পাষাণ চিরকাল বুকেই চাপা থাকিবে ; কংসভীতি * কিছুতেই অপসারিত হওয়ার নহে।

আমি আর এখন সাতকানিয়া নাই। সহরে,—এখন অরণ্যে,—অন্ধকারে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছি। সহরে আসিয়া আপনার সেই শূন্য বৃন্দাবনে যাইব যাইব বলিয়া কত বার মনে করিয়াছি কিন্তু পাছে সেইখানে গেলে আমার হৃদয়াবেগ অসহনীয় হইয়া আমাকে লোকের কাছে প্রকাশ করিয়া দেয়, আমি এই ভয়ে যাইতে সাহস করিতেছি না। কিন্তু বাবা নির্ম্মল কুমারকে ইতিমধ্যে দুইবার দেখিয়া প্রাণ জুড়াইয়াছি।

আপনি এইবার আমার বড় অনিষ্ট করিয়াছেন, আমার মহাব্রত ভাঙ্গিয়া দিয়াছেন। আমি 'গোপনে অতি যতনে' যে একটী মুর্ত্তি প্রাণের মধ্যে অতি নিভৃততম প্রকোষ্ঠে স্থাপন করিয়া প্রগল্‌ভিতা বালিকার অতি সোহাগের পুতুলের ন্যায় তিলে শতবার দেখিতাম—(অন্যকে দেখিতে না দিয়া)—অতি ক্ষুদ্র হস্তে তাহার গায়ে প্রাণের ফুল সাজাইয়া দিতাম—আপনি আমার সেই মুর্ত্তি অন্যের কাছে প্রকাশ করিয়া দিয়াছেন এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে ভয়-ভীতি-আশঙ্কা এবং সঙ্কোচ ইত্যাদি নানা প্রকার আবর্জ্জনায় আমার প্রাণকে কলুষিত করিয়া দিয়াছেন। যৌবনোন্মুখী বালিকার অনুরাগ যতদিন লুক্কায়িত অবস্থায় থাকে, ততদিনই বালিকার সুখ, কিন্তু সেই অনুরাগ হৃদয়ান্তরে বিভাষিত হইলে আর সেই সুখ, তেমন সুখ থাকে না। কমলের মুদ্রিত অবস্থার সুখ, প্রস্ফুটিত অবস্থায় থাকে না, কমলকলিকার গুপ্ত অনুরাগ ভ্রমর জানে না, কিন্তু ফুটিয়া গেলে তাহা বিকীর্ণ হইয়া ভ্রমর-প্রাণে ভাগ হইয়া যায়।

একটী শ্রীরামপন্থী পরিবারের মধ্যে একটি লোক কখনও রাম নাম করিত না, সুতরাং সে সাধারণের কাছে নাস্তিক বলিয়া নিন্দনীয় ছিল। একদিন ঘটনাচক্রে নিদ্রাবশে সে গদগদ স্বরে রাম রাম করিয়া উঠিল ; অন্যে জানিতে পারিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল—'কি হে তুমি যে আজ রাম নাম উচ্চারণ করিলে ? তুমি কি কখনও রাম নাম করিয়া থাক ?' তখন সে আর হৃদয়াবেগ সম্বরণ করিতে না পারিয়া কহিল, কি আমার মুখ হইতে রাম নাম নির্গত হইয়াছে ? আমি এতদিন যে নাম প্রাণের মধ্যে অতি যত্নে ক্ষুদ্র কৌটা ভরিয়া রাখিয়াছিলাম, যেই রাম নাম সুধা আমি আমার আত্মারামের সঙ্গে পান করিয়া সর্ব্বদা তৃপ্ত থাকিতাম, আমার সেই প্রাণারাম নাম কি আমার ক্ষুদ্র কৌটা হইতে সরিয়া গিয়াছে ? এই বলিয়া সে রাম নাম উচ্চারণ করিতে করিতে প্রাণত্যাগ করিল।—প্রেম গোপনে রাখিতে না

* কংস—সেই সয়তান দাস।

পারিলে তাহার আয়তন বাড়িয়া যায় সুতরাং আর তেমন করিয়া হৃদয়ে ধারণ করা যায় ন।

সাতকানিয়ার মুনসেফ, বাবু চারুচন্দ্র মিত্র, অতি শান্ত এবং চরিত্রবান লোক, বাড়ী বারাসত। আপনার বদলি গেজেট দেখিয়া কথাপ্রসঙ্গে আপনার 'অমিতাভ', সম্বন্ধে অনেক প্রশংসা করিলে আমি তাঁহাকে 'কুরুক্ষেত্র' দেখিয়াছেন কি না জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি বলিলেন, আমি বীরেশ্বর পাঁড়ের সমালোচনা পড়িয়াছি, কিন্তু মূলগ্রন্থ দেখি নাই। তখন আমি সেই সাতকানিয়ার মত স্থান হইতে অতি আয়াসে একখানা 'কুরুক্ষেত্র' সংগ্রহ করিয়া তাঁহাকে দিলাম। তিনি তাহা পাঠ করিয়া একদিন স্তম্ভিত ও চিন্তাযুক্ত ছিলেন এবং বলিলেন—এই কি তিনি? যাঁহাকে 'নবীন নটোবর' রূপে আমি কলিকাতায় দেখিয়াছি, তিনিই কি এই 'কুরুক্ষেত্রের' প্রণেতা? তিনি তাঁহার পরিবারের মধ্যে একখানা 'কুরুক্ষেত্র' রক্ষা করিবার জন্য পত্র লিখিয়া দিয়াছেন। অতএব এখন দেখিতেছি আপনাকে দেখা ভাল নয়, আপনাকে দেখিয়া আমরা বিষম সমস্যায় পড়িয়াছি। সাতকানিয়ায় আপনার বিয়োগবিধূর প্রাণে শান্তিলাভ করিব প্রত্যাশায়, আপনার 'কুরুক্ষেত্র' বারম্বার পাঠ করিয়া দেখিলাম আপনার কল্পনা গোমুখীনিঃসৃত কবিতা-রত্নরাজি, যাহা ভারতের কহিনুরকেও অন্ধকার করিয়া জ্যোতিঃ বিকাশ করিতেছে, হৃদয়ে ধারণ করিলে আপনার হৃদয়ের ভাব সমুদ্রে সামান্য বালুকার ন্যায় কোথায় যে ডুবিয়া যাইতে হয় তাহার ইয়ত্তা থাকে না। আমার কক্সবাজার অবস্থিতি কালে আমি দক্ষিণ সমুদ্রের বীচিমালা অবলোকন করিয়া যেমন আপন অস্তিত্ব ভুলিয়া যাইতাম, আপনার কল্পনাপ্রসূন 'কুরুক্ষেত্রের' ভাবতরঙ্গে আমাকে ততোধিক আত্মহারা করিয়াছিল। আপনার কল্পনা ও কবিত্ব-সমুদ্র যে প্রশান্ত মহাসাগর হইতেও কতগুণ গভীর, কত কোটি গুণ বিস্তৃত ও মহান্, ও ভগবানের বিরাট ছায়ায় বিভাসিত। তাহার ভিতর আমি ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র পরমাণুর ন্যায় কোথায় যে লুকাইয়া গেলাম, কোথায় যে হারাইয়া গেলাম, যেন নির্ব্বাক্ নিস্তব্ধতার মধ্যে আমি আর নাই!

বৃন্দাবনে গোপবৃন্দ কৃষ্ণহারা হইয়া চিরকাল কাঁদিয়াছিল, বলিয়াছিল—"তাই ভেবে কি ভাই রে সুবল ছেড়ে গেল প্রাণের কানাই। আমরা সামান্য ভেবে কখনও মান্য করি নাই॥" আমাদের কি সেইদিন হইবে, আমরা কখনও বলিব "আমরা সামান্য ভেবে কখনও মান্য করি নাই।" যাঁহাকে অসংখ্য নরনারী কেহ 'পিত', কেহ 'সখে'; কেহ 'গুরো' এবং কেহ 'প্রভো' বলিয়া চারিদিক হইতে প্রেম ও ভক্তির অঞ্জলি বর্ষণ করিতেছে, তাঁহাকে কি আমরা

কখনও চিনিতে পারিব? এমন দিন কি হইবে যে দিন আমরা তাঁহার মূর্ত্তি প্রতি গৃহে গৃহে স্থাপিত করিয়া একপ্রাণে "জয়তি প্রাচীবদনৈক 'দর্পনস্তপন।' বলিয়া পূজা করিব! আমি ভগবানের নিকট কায়মনোবাক্যে এই প্রার্থনা করি, তিনি আমাদের নবীনচন্দ্রকে বৃন্দাবনচন্দ্র করুন, আর জগতের অনন্ত নরনারী সেই চন্দ্রের সুধাপান করিয়া চিরকাল তৃপ্তিলাভ করে।

আপনি পূজার বন্ধে বাড়ী আসিবেন শুনিয়া অপেক্ষাকৃত আশ্বস্ত হইলাম। আপনি ময়মনসিংহে কেমন আছেন, স্থানীয় লোকেরা আপনাকে কেমন সমাদর করিতেছে এবং থাকিবার ঘর আপনার বাসোপযোগী হইয়াছে কি না ইত্যাদি লিখিতে আজ্ঞা করিবেন।

আপনার স্নেহের

চট্টগ্রাম, কাতালগঞ্জ
৬.১০।৯৮

শ্রীকরকমলেষু

আপনার প্রীতি ও স্নেহমাখা পত্র পাইয়াছি। আমিই কি কেবল আপনাকে ভাল বলিবার ভালবাসিবার একমাত্র লোক,—আপনার এই জন্মভূমিতে? আপনার হৃদয়ের এইরূপ দরিদ্রতা দেখিয়া আমার হৃদয়ে ব্যাথা পায়। সেই রাজন্যকুলঈপ্সিত, মহা মাহার্ঘ্য রত্নরাজি খচিত পরিচ্ছদপ্রিয়, সেই পলাশী প্রাঙ্গনের গগন বিঘোষী মহাসমর নিনাদে উন্মত্ত, আবার অন্যদিকে মূর্ত্তিমান দয়া ও প্রেমের আধার,—হৃদয়ের এইরূপ দুর্ব্বলতা কি প্রাণে সহ্য হয়? আমার এমন কি ক্ষমতা আছে যে আমি আপনাকে ভালবাসিতে পারি? প্রীতিপ্রফুল্লতা, প্রেমপ্রিয়তা, রূপরসিকতা, দয়াদাক্ষিণ্যতা, জ্ঞানগরীমা ও ক্ষোভক্ষিপ্রতা প্রভৃতি মহাৎ শক্তিও বৃত্তিসমূহের যুগপৎ একাধারে সমাবেশ—সেই উগ্র হইতে উগ্রতর, তীব্র হইতে তীব্রতর, ক্ষিপ্র হইতে ক্ষিপ্রতর,—মহাগর্ব্বিত, মহা প্রগল্‌ভী; আবার আরও নিকটে যাইয়া দেখ মূর্ত্তিমান কামরূপ; মহাসরল, চিরপ্রসন্ন, মুক্তহৃদয়, বিলাসবিভাসিত নেত্রযুগল চির প্রেমধারা, পরহিতার্থ আত্মোৎসর্গে চিরক্ষম, এমন মহিমাময় অমানবিক, অনৈসর্গিক, উষ্ণে শীতলে, কঠিনে তরলে, বীরে বালকে, বিচ্ছেদে মিলনে, আগ্রহে বিক্ষোপে এবং আত্মত্যাগে ও আত্মবঞ্চনায় (আপনার কথিত জীবনী) একত্রে মাখা মাখি যেই মহা মানবের সম্ভবে তাঁহাকে হৃদয়ে লইয়া ভালবাসা আমার ন্যায় মহামূর্খ, মহাকর্কশ এবং সঙ্কীর্ণ হৃদয় ব্রাহ্মণের কর্ম্ম নহে। তবে আমি আপনাকে উপলব্ধি করিতে উপাসনা করিতেছি মাত্র। আমার এই উপাসনার অন্তর্ব্বীজ আপনাকে উপভোগ করা; উপভোগ ইহার বিকৃত অর্থে নহে—আপনাকে উক্তরূপে হৃদয়ে রাখিয়া অন্তশ্চক্ষুতে দেখা। সেই এক অনির্ব্বচনীয় মহা রাসায়নিক সংমিশ্রণের

শূন্যতা হৃদয়ে অনুভব করা, যাহাতে ঝড় আছে, বৃষ্টি আছে; তরঙ্গ আছে স্থিরভাও আছে—বাৎসল্য ও বিলাস একাধারে একত্রে আছে। এইরূপ অনির্ব্বচনীয় প্রভাব ও রূপের সহিত যিনি আপনাকে হৃদয়ে ধারণ করেন তাঁহাকে দেখিলে জীবন সার্থক হয়। সুতরাং আপনার "পাপে-পুণ্যে-ফল সমা" রমণীশক্তি, যিনি আপনার অপার্থিব প্রেম সুধাপানে বিমুগ্ধা হইয়া অবিচ্ছিন্নভাবে আপনার হৃদয়কমলে চির সমাসীনা—মহালক্ষ্মী; এবং যে মহাশক্তির প্রতিঘাতে এইরূপ ক্ষিপ্র গতি মহাগ্রহের অস্থির গতিও শিথিল হইয়া যায়, এমন শক্তির দর্শন লাভ কি আমার ন্যায় দরিদ্র-হৃদয় ব্রাহ্মণের পক্ষে মহালাভ নহে? আমি এই জন্য অন্যের চক্ষে সমালোচনার পাত্র হইতে পারি কিন্তু আপনার চক্ষে প্রীতির পাত্র হইব সন্দেহ নাই।

আমি আপনার বিজয়া-মন্দির দেখিতে গিয়াছিলাম, একমাত্র কুমার বাবা নির্ম্মলকে আপনার সেই বিপুল ভদ্রাসনে বিজয়ায়-বিসন্ন-গৃহস্বামীর ন্যায় দেখিতে পাইয়াছিলাম। স্বর্গীয় অখিলবাবুর মহাপ্রস্থান,—ভীষ্মদেবের মহাশর-শয়নে শ্রীকৃষ্ণের সম্মিলন!—* সে কি অনির্ব্বচনীয় মহাদৃশ্য কুমার নির্ম্মল আমার চক্ষে ধরিয়া দিলেন। আমি কুমার শুকদেব মুখ নিঃসৃত ভাগবতামৃত পানের ন্যায় তন্ময় প্রাণ হইয়া শুনিতে লাগিলাম। এইরূপ দুই ক্ষুদ্র স্বর্গের সম্যকদর্শনে প্রাণে প্রাণে মরমে মরমে স্বর্গীয় দেবভাষায় কখনও কি কেহ আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন? যদি করিয়া থাকেন তবে তিনি দেবতা মানব নহেন। ঢাকায় মহাসমারোহে আপনার অভ্যর্থনা ও ময়মনসিংহে আপনার গৃহ-নির্দ্দেশ ইত্যাদি কুমার আমার নিকট যথাযথ বর্ণনা করিয়াছেন।

আপনারই স্নেহাকাঙ্ক্ষী

চট্টগ্রামের সর্ব্বপ্রধান উকিল ভ্রাতৃসম যাত্রামোহন লেঃ গবর্ণরের কাউন্সিলে সদস্য হইয়া আমার বদলির সময়ে কলিকাতায় ছিলেন। এই বদলি তাঁহার প্রাণেও এরূপ আঘাত করিয়াছিল যে তিনি আমাকে লিখিলেন যে সয়তানের উৎপীড়ন আর সহ্য হইতেছে না। মেনেষ্টি-সয়তান ঘটিত কয়েকটি প্রবন্ধ লিখিয়া পাঠাইতে তিনি আমাকে বিশেষ

---

* দাদার সহিত আমার সেই বিদায়ের দৃশ্য। হা কপাল! আমি শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে তুলনীয়! স্নেহে, ভালবাসায়, মানুষ কি এত অন্ধ হয়?

অনুরোধ করিয়াছেন, এবং লিখিয়াছেন যে সুরেন্দ্র বাবু "বেঙ্গলীতে" এরূপ প্রবন্ধ ছাপিতে প্রস্তুত আছেন। আমি তাঁহাকেও লিখিলাম যে যখন দেশবৈরী বলিয়া এতকাল আমি তাহার গায়ে হাত দিই নাই, এখন আমার সর্ব্বনাশ করিয়াছে বলিয়া তাহার প্রতি অস্ত্রত্যাগ আমি করিব না। শ্রীভগবান্ এ অত্যাচারীদের বিচার করিবেন। অতএব তাঁহাদেরও এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে নিষেধ করিলাম। তাঁহারা আমার নিষেধ মানিলেন না। কারণ আমি আসিবার পর চট্টগ্রামে একটা ঘোরতর আর্ত্তনাদ উঠিয়াছিল। 'বেঙ্গলীতে' মেনেষ্টী-সয়তানের কুকীর্ত্তিপূর্ণ এক প্রবন্ধ বাহির হইল। সয়তান 'মিরারে' এক টেলিগ্রাম ও 'বেঙ্গলীতে' তাহার উত্তরে এক পত্র পাঠাইয়া আমাকে এরূপ সর্ব্বস্বান্ত করিবার পরও আক্রমণ করিয়া লিখিল যে আমার বদলির দরুণ আমি ও আমার Seditious clique (রাজদ্রোহীদল) তাহার ও মহাযোগ্য কমিশনার মেনেষ্টির বিরুদ্ধে এরূপ কলঙ্ক ঘোষণা করিতেছি। 'বেঙ্গলীতে' বোধ হয় যাত্রামোহন ও আমার পিসতত ভাই নগেন্দ্র ইহার যথোচিত প্রতিবাদ করিয়া উত্তর দিলেন। কিন্তু এখন আমার আর চুপ করিয়া থাকা কর্ত্তব্য নহে। শ্রীকৃষ্ণ শিশুপালের শত অপরাধ ক্ষমা করিয়া চক্র ধরিয়াছিলেন। তিনি শত অপরাধ ক্ষমা করিতে 'মহাভারত' মতে প্রতিশ্রুত ছিলেন। আমি এ পাপিষ্ঠ সম্বন্ধে এরূপ কোনও প্রতিজ্ঞা বদ্ধ ছিলাম না। কেবল শৈশবে সহপাঠীত্বের অনুরোধে আমি তাহার এত অত্যাচার ক্ষমা করিয়াছিলাম। কিন্তু তাহার এ কৃতঘ্নতার ও বিশ্বাসঘাতকার পর, ঘোরতর ষড়যন্ত্র করিয়া আমার এরূপ সর্ব্বনাশ করিবার পরও, সে যখন আমাকে 'রাজবিদ্রোহী' বলিয়া আমার ফাঁসির চেষ্টা করিতেছে, তখন আত্মরক্ষার্থ আমার অস্ত্র ধরা উচিত। সে অকারণ আমার এত অনিষ্ট করিয়াছে, অতএব বোধ হয় শ্রীভগবানের ইচ্ছা

যে আমার অস্ত্রে তিনি তাহাকে নিহত করিবেন। তাই বুঝি এতদিন তাহার পাপের দণ্ড দিতে বহু লোক চেষ্টা করিয়া নিষ্ফল হইয়াছে। আমি প্রথমতঃ 'মিরারে' "That mendacious telegram"—"ঐ মিথ্যা টেলিগ্রাম"—শীর্ষক দুইখানি পত্র লিখিলাম। চট্টগ্রামে হুলুস্থূলু পড়িয়া গেল। একে ত 'বেঙ্গলীর' প্রবন্ধে 'যুগলরূপের' হৃৎকম্প ও শুষ্ক মুখ হইয়াছিল, তাহার উপর এ চাবুক প্রহারে মিলিত মহিষাসুরের 'রক্তারক্তি কৃতাঙ্গ হত' হইল। কালী পেস্কার মিঃ এণ্ডার্সনকে উক্ত প্রবন্ধ দেখাইলে তিনি বলিয়াছিলেন না কি—"চট্টগ্রামে একজন মাত্র লোক আছে যে এরূপ ইংরাজি লিখিতে পারে। ইংরাজদের মধ্যেও অল্প ইংরাজ এরূপ লিখিতে পারে।" তিনি কাগজ দুখানি লইয়া যান। তাহারা ইংরাজমহল বেড়াইয়া জীর্ণাবস্থায় ফিরিয়া আসে। কাষ্টম কালেক্টর গুড সাহেবের উপর উৎপীড়ন করাতে এবং সয়তান সম্বলিত কুৎসাতে শুনিয়াছি ইংরাজমহলও মেনেষ্টীর উপর খড়্গহস্ত হইয়াছিলেন, এবং ঘৃণা করিয়া কেহ তাহার সঙ্গে মিশিতেন না। এ সকল প্রবন্ধ গবর্ণমেণ্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। উহাতে প্রকাশিত কলঙ্ক সকল এরূপ গুরুতর, এবং একজন কমিশনারের পক্ষে এত ঘৃণাস্পদ, যে গবর্ণমেণ্ট মেনেষ্টিকে তৎক্ষণাৎ চট্টগ্রাম হইতে সরাইলেন। কেবল তাহা নহে, তাঁহাকে কমিশনারি হইতে অস্বাস্থ্যকর ক্ষুদ্রতম জেলা মালদহের—উহা একটা সবডিভিসন বলিলেও চলে—মেজিষ্ট্রেটিতে অবনমিত করিলেন। 'যুগলরূপ' আমার মস্তকে যেরূপ অকস্মাৎ বজ্র নিক্ষেপ করাইয়াছিল, সেরূপ অকস্মাৎ বজ্র তাহাদের মস্তকে পড়িল। সমস্ত চট্টগ্রামে একটা আনন্দের ধ্বনি উঠিল। লোকে আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিল। শুনিয়াছি মেনেষ্টী চলিয়া যাইবার সময়ে গুড সাহেব সয়তানকে রেলওয়ে ষ্টেশনেই ঘোরতর অপমানিত করেন। এ সময়ে মেনেষ্টি-সয়তান

পালা 'মধুরেণ সমাপয়েৎ' করিবার জন্য 'বেঙ্গলীতে' "Chittagong affairs. Their humorous side. The genesis of a Rai Bahadur."—"চট্টগ্রামের কেলেঙ্কারি! তাহাদের হাস্যকর দিক। এক রায় বাহাদুরের জন্মবৃত্তান্ত।" শীর্ষক এক প্রবন্ধ লিখি। উহাতে সমস্ত বঙ্গদেশব্যাপী একটা হো হো হাসি উঠে। চট্টগ্রামের ত কথাই নাই। সেখানকার সাহেবমহলেও মাসেক পর্য্যন্ত এ প্রবন্ধ লইয়া বিরাট হাসি। কিছুদিন পরে চট্টগ্রামের তদানীন্তন সিবিল সার্জ্জন একদিন আমাকে আমি এ প্রবন্ধের লেখক কি না জিজ্ঞাসা করিলেন এবং বলিলেন তিনি এমন humorous (রসিকতাপূর্ণ) লেখা আর কখনও পড়েন নাই। আরও বলিলেন যে ইংরাজমহলে উহা এত ভাল লাগিয়াছিল যে তাঁহারা তাঁহাদের 'ক্রিষ্টমাসের' উৎসব উপলক্ষে ক্লাবের রঙ্গভূমিতে উহা অভিনয় করিয়াছিলেন। প্রবন্ধটি ঠিক 'ক্রিষ্টমাসের' সময়ে ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বরের শেষভাগে বাহির হইয়াছিল। অনেকেরই বোধ হয় এই ঐতিহাসিক প্রবন্ধটি দেখিবার কৌতূহল হইবে। তাহা নিবৃত্তি করিবার জন্য উহা এখানে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

CHITTAGONG AFFAIRS.

THEIR HUMOROUS SIDE. THE GENESIS OF A RAI BAHADOOR.

Here is an interesting communication which the Government will do well to study, if for nothing else, only for the purpose of understanding why the honors bestowed by it have become an object of contempt in the eyes of the public :—

I.

Thank God, Mr. Collier has returned, and with him fair weather, in proof whereof please take note that a Rai Great Old Back-Biting Bahadur had a most delightful scene, it is said, on the Railway platform with a redoubted Good Saheb.

Mr. Good, a true sailor, is no respecter of persons, and as he had some very fresh scores to settle—Mr. Manisty having turned his last kind attentions to him,—settled they were on the spot. The G. O. B. was completely floored, and lay like a heap of tallow, even Mr. Anderson—O irony of fate !—enjoying the scene. The laws of *karma* never had a swifter agent than Mr. E. Good, the energetic Collector of Customs and the Port-Officer of Chittagong.

He sang :—"Humpty Dumpty sat on a wall,
Humpty Dumpty had a great fall".

In the evening, however, the G. O. B.'s manufactured son and Sam Weller, propped the G. O. B. up, when Mr. Manisty was sneaking out of Chittagong. Mr. Good, who was then in disguise to enjoy the scene, is said to have quoted Milton at the sight of the "poor honest man" the G O. B.—

"If thou be'est he,
O how changed, How fallen !"

The recitation was so pathetic that the G. O. B. fainted, as the train started, shedding copious tears, and it was only by vigorous application of smelling salts that a little life was restored to that inordinate mass of fat, and a tragedy averted.

II.

Though people call him the G. O. B. (great old back-biter) I like to be polite, and so does Mr. Anderson. I call him Fat Chand, and Mr. Anderson calls him Rai Bahadur. Well, Rai Fat Chand Bahadur is a good fellow, and can be very frank if it pleases him. He once told me—"Do you know, my boy, how I rose in the service ?" I replied—"I am sure, I don't—I suppose by your sterling merits." He said, throwing his head aside—"No. I have no sterling—not even a penny, and as for merit, it does not extend beyond the 3rd class of an Entrance School. *I rose by tact and Dollies*—Do you know what I do when I go to see a Saheb ? Well, I begin at the stables.

"First *Salaam Ghora* Saheb ! Then *Salaam Syce* Saheb ! Then *Salaam* Coachman Saheb ! Then *Salaam* Baburchi Saheb ! Then *Salaam* Orderly Saheb ! Then *Salaam* Khitmutgar Saheb ! Then *Salaam* Aya Saheb ! Then *Salaam* Dog Saheb ! Finally *Salaam* Hazoor Saheb himself—

Your honour ! Your Excellency ! Your Majesty ! You Father ! I son ! I slave !" He paused and proudly looking at me for a little time in silence said, "take my word my boy ! Do it, and you will see how rapidly you will rise in the service !" I said—"many thanks. But I fear so many *Salaams* from the *Ghora Saheb* to the *Burra Saheb* may give me the lumbago !! He looked at me sternly and said—"No. Habit—only habit. I have done it these thirty years, though fat as I am, and with this promontory of a belly, my making a *Salaam* is a geometrical problem.

III.

He gradually waxed warm over his achievments and said, again throwing his head aside and looking and smiling at me slyly—"And do you know how I became a Rai Bahadur ?" I replied—"No, but I suppose it was the sublimated result of a million of *Salaams* and *dolies*." 'No !' he replied in righteous indignation, 'It is by twisting the tails of the Lushai expedition bullocks ! And those who want to be Rai Bahadurs at Chittagong, must twist my tail !" pointing significantly to his hind quarters. But my dear *Bengalee*, I swear I saw no tail there. The people say however that my friend Fat Chand always wraps himself up in a disreputable sort of dress particularly with a view to make that mighty instrument of honour and emolument invisible to the people of Chittagong.

IV.

Now the poor boy Fatik Chand has gone wrong in the head for a Rai Bahadurship. His contention is very simple—"If Fat Chand could be a Rai Bahadur, why could not Fatik Chand be one ?" As the fates would have it, Fatik Chand overheard the interesting and instructive conversation narrated above, and, as a

lawyer, readily siezed the idea, and has since been assiduously twisting Rai Fat Chand Bahadur's tail. He even went the length of sending a lying telegram eulogizing Fat Chand and his patron to one of the Calcutta dailies. Fat Chand gave him to understand that in addition to these patriotic services if he could cut a figure on the occasion of the Viceregal visit, he would be proclaimed a Rai Bahadur. And my dear *Bengalee*, a figure Fatik Chand did cut on that memorable occasion. He lit a few *Chirags* and lustily drummed on an empty Kerosine tin. But the Viceroy came and the Viceroy went and Fatik Chand remained—Fatik Chand ! I found him the very image of despair standing *Shamla*-headed before the Reception pavilion and gazing at the "Clive". This was a few minutes after the *Durbar*, in which Fat Chand "clothed in transcendant brightness, did outshine myriads though bright"—the poor dishonoured Zemindars and respectable men of Chittagong. I accosted him and said—"How d' you do, my dear Fatik Chand !" He exclaimed piteously—"Humbugged ! Humbugged !" I—By whom ? He—By that Fat Villain ! I—How ? He—He made me spend Rs. 15 As. 13 P. 9 for nothing. Not even introduced to the Viceroy ! I—O, you empty earth-oil-barrel ! Rightly served.

Well, 'Empty earth-oil-barrel', is not an expression of abuse. It is not to be found in any dictionary of abuse not even in that one out of which Rai Fat Chand daily regales his subordinates to their faces, and his friends and superiors behind their backs. Still the poor boy, my dear *Bengalee*, fell into such a violent fit of crying, throwing up his hands and legs, that I had to send for our good Collector Dr Anderson to calm him. A most obliging man Dr. A. He gave the poor boy some of his 'sweet pills' for which he holds a patent,—I have seen it with my own eyes,—and patting him good-naturedly on the head consoled him thus—'My dear Babu Fatik Chand ; don't be disconsolate. Things will come right at the right time. Don't worry yourself because my esteemed friend—an excellent man in his way—Fat Chand is a Rai

Bahadur. Well, he took two Hony titles before he became Rai Bahadur—*Chalak Das* for dull cunning at school, and Ghasiram Das for abject servility in life. You are only a beginner in both. He has nothing under the sun to call his own, while you have, some property. Lay the scriptures to your heart—'sell all thou hast, give it away in *dolies*, and follow Fat Chand. The only other thing I can suggest is this—seated on Fat Chand's famous pot-bellied Rozinante behind him, and back to back thus'—Dr. A. showed it, placing the back of one hand against the back of the other—and 'go the way taken by the Viceregal *cortege* lustily drumming on your belly, and shouting in the Hasan Hossein style—Hai Manisty ! Hai Manisty ! Let Moulvie A., Mr. R. and the manufactured son go about gyrating and beating tom toms in that desperate Maharam fashion which used to drive Mr. Oldham mad, and let Babu G. like the Mohoram fool follow behind —shouting, Manisty ka Lashkar, Yah Hosen !' I dare say such a demonstration of loyalty will be duly wired by Mr. M. an excellent man in his way, and very able too,—to Head quarters, and then' —with a significant wink of the eye—'I verily say unto you, you shall have your reward !' The poor boy was thus composed to sleep and Mr. Good, our Municipal Chairman, extemporising a cradle out of a scavanger cart lying broken in the neighbourhood,—a clever man Mr. Good and ready for all emergencies —put him into it. Thus another tragedy was averted."

If the above account of his rise and distinction is really and often given by any worthy, we have nothing to do with him. Our Fat Chand and Fatic Chand are mere *Dramatis personæ.* If the cap however fits any one he has only to thank himself. With this brief explanation, we have seriously to express our deep regret at the approaching retirement of our Collector, Mr. Anderson. Good, kind, and generous,

with a kind word for every body, and easily accessible to every body, he would have left a fragrant name behind, if he had only not placed undeserved confidence as he must have found out by now, on a self-seeking time-server, a sanctimonious summer-fly, a veritable serpent under the glass. We do not blame him for it, for faith in such a despicable character has been handed down as an administrative creed since some years. But now that Mr. Anderson has—let us hope—found him out, if he will break that evil tradition in handing over his charge to his successor, the people of Chittagong will bless him with a million tongues in his retirement. We wish him peace and prosperity. Looking back from his Island home across the sea while he will receive cold comfort from all that he was by his goodness induced to do, straining his sense of justice for the satisfaction of the insatiable vanity and selfishness of a vile man, the good that he has been able to do to the people at large, will bring him joy for ever. We wish him God speed.

বলা বাহুল্য ফেট চাঁদ রায় বাহাদুরের এই জন্মবৃত্তান্ত আমি তাঁহার শ্রীমুখে বহু বার শুনিয়াছি, এবং তাহার সারাংশ—ঘোড়া সাহেব হইতে কুকুর সাহেব পর্য্যন্ত সেলামের অদ্ভুত উপাখ্যান—পূর্ব্বে দিয়াছি। উভয়ে এই বজ্রে নিহত হইল। মালদহে গিয়া কিছু দিন পরেই মেনেষ্টি 'সিভিল সার্ভিস' হইতে অস্ত হইলেন। সয়তানের শোচনীয় পরিণাম পরে যথাস্থানে বলিব।

ময়মনসিংহের কার্য্য।

ময়মনসিংহ একটা প্রকাণ্ড ডিষ্ট্রীক্ট। উহা ভাঙ্গিয়া দুই ডিষ্ট্রীক্ট করিবার প্রস্তাব বহুদিন হইতে চলিতেছে। অতএব উহা একটা heavy district (ভারি ডিষ্ট্রীক্ট) বলিয়া বিখ্যাত। মিঃ বি. সেনও বলিলেন যে তিনি বেলা দশটা হইতে অধিক রাত্রি পর্য্যন্ত খাটিতেন। আমার অন্তরাত্মা শুকাইয়া গেল। দেখিলাম রোজ চল্লিশ পঞ্চাশ খানা দরখাস্ত পড়িতেছে। পুলিশের চালানও প্রত্যহ অন্য জেলার দ্বিগুণ। অথচ সদর এলেকা দুই সবডিভিসনে বিভক্ত। আমি 'এ' সবডিভিসনের ভারপ্রাপ্ত। মিঃ সেন একা দরখাস্তের এজেহার লইতে না পারিয়া অধীনস্থ ডেপুটিদের কাছে পাঠাইতেন। তাঁহারাও খাটিয়া খুন। এত বেশী মোকদ্দমার কারণ কি? ডেপুটিরা বলিলেন এক কারণ তখনকার বাঙ্গালি ব্রাহ্ম সেসন জজ। দরখাস্ত কি মোকদ্দমা ডিসমিস করিলেই, তিনি 'মোসন' গ্রহণ করেন, কৈফিয়ত তলব করেন, এবং তাহার পর পুনর্ব্বিচার আদেশ দেন। এজন্য ডেপুটিরা দরখাস্ত ডিসমিস করা একরূপ বন্ধ করিয়াছেন। ছাই-মাটি যাহা হউক দরখাস্ত রাখিতেই হইবে। টন্নিরা এমন সুযোগ ছাড়িবে কেন? কাযে কাযে দরখাস্তের সংখ্যা দিন দিন বাড়িতেছে। কেবল মিথ্যা ও ছাই-ভস্মের নালিশ নহে, যত প্রকারের দেওয়ানি বিবাদ অল্প খরচে ফৌজদারি আদালতে মারপিট ও অনধিকার প্রবেশের ছলনায় উপস্থিত হইতেছে। ইহার ফলে যেমন অন্য স্থানে আমি বলিয়াছি খুন ও হাঙ্গামা বৃদ্ধি হইতেছে। সঙ্গে সঙ্গে পুলিশের মোকদ্দমাও বাড়িতেছে। আমি দরখাস্ত পাইয়াই কখনও ডিসমিস করি না। নিজে প্রমাণ তলব দিয়া কি

পঞ্চাইতের দ্বারা তদন্ত করাইয়া ও তাহার সম্বন্ধে আপত্তি শুনিয়া তবে ডিসমিস করি। প্রথম মোকদ্দমা এরূপে ডিসমিস করিলে 'মোসন' হইল। আমি সাক্ষীর জবানবন্দি না লিখিয়া ডিসমিস করিয়াছি কেন জজ কৈফিয়ত চাহিলেন। আমি আশি সিক্কা ওজনে কৈফিয়ত দিলাম যে এরূপ তদন্তের সময়ে সাক্ষীর জবানবন্দি লিখিবার কোনও আইন আমি জানি না, এবং আমি ত্রিশ বৎসর যাবত এরূপই করিয়াছি। সমারি বিচারে তিন মাস মেয়াদ দিবার সময়েও যখন জবানবন্দি লিখিতে হয় না, তখন আসামী তলবের পূর্ব্বে একরাশি জবানবন্দি লিখিয়া সময় নষ্ট করিবার বিধান কোন্ আইনে আছে, তাহা অনুগ্রহ করিয়া দেখাইয়া দিতে জজের কাছে প্রার্থনা করিলাম। এ কৈফিয়ত পাঠাইবার সময়ে মেজিষ্ট্রেট রো (Rowe) না কি হাসিয়া বলিয়াছিলেন যে এত দিন পরে জজ has caught a Tartar (এক তুর্কির পাল্লায় পড়িয়াছেন)। জজ নীরবে আমার আদেশ বাহাল করিলেন। তখন নিম্ন শ্রেণীর উকিলগণ আর এক ফিকির বাহির করিলেন। এক মোকদ্দমায় এ মর্ম্মে 'মোসন' দাখিল করিলেন যে আমি এগারটার পূর্ব্বে কোর্টে আসিয়া মোকদ্দমা ডাকিয়া ডিসমিস করি। আমি কৈফিয়ত লিখিলাম কথাটা সম্পূর্ণ মিথ্যা। আমি এগারটার পরে ভিন্ন আগে যে আফিসে আসি না সকলেই জানে। তাহার পর মেজিষ্ট্রেট শীতের সময়ে মফঃস্বল যাওয়াতে প্রথমতঃ এক ঘণ্টা কাল আমাকে ডিষ্ট্রীক্ট অফিসারের কার্য্য করিতে হয়, তাহার পর কোর্টে বসি। অতএব কোন্ উকিল এরূপ মিথ্যা মোসন দাখিল করিয়াছেন আমি তাহার নাম চাহিলাম। জজ উকিলকে ধমকাইলেন, এবং আমার আদেশ বাহাল রাখিলেন। এই এক উৎপাত থামিল।

মোকদ্দমা বৃদ্ধির দ্বিতীয় কারণও ব্রাহ্ম জজ ও স্থানীয় ব্রাহ্ম সংবাদ-

পত্র। একটি দলবদ্ধ বলাৎকারের (Gang rape) মোকদ্দমা হয়। ব্রাহ্ম সংবাদপত্র তাহা লইয়া চীৎকার করিতে করিতে গগন বিদীর্ণ করেন, এবং ব্রাহ্ম জজ তাহাতে আসামীদিগকে দশ বৎসর কারাবাসের আদেশ করেন। সে হইতে উক্ত সংবাদপত্র "মহিলানিগ্রহ" ধূয়া ধরিয়া আছেন, এবং "সতী রমণীর প্রতি দলবদ্ধ পাশব অত্যাচারের" প্রবন্ধ এক স্রোতে বাহির হইতেছে। টন্নিদের একটা মাহেন্দ্রক্ষণ উপস্থিত হইয়াছে। প্রত্যেক নালিশে কি কোর্ট কি পুলিশে দলবদ্ধ বলাৎকারের অভিযোগ গাঁথিয়া দিতেছে। সামান্য মারপিটের কি গরু খোয়ানের মোকদ্দমায়ও বাদী বলিতেছে যে তাহাকে মারপিট করিয়া, কি গরু কাড়িয়া লইয়া, বিবাদীরা দলবদ্ধ হইয়া তাহার স্ত্রী, কি ভগিনী, কি অন্য রমণীকে ধরিয়া 'নালিয়া ক্ষেতে'(কোষ্টা ক্ষেতে) লইয়া গিয়া সকলে বলাৎকার করিয়াছে। যে দরখাস্ত হাতে পড়িতেছে তাহাতেই এরূপ দলবদ্ধ বলাৎকার! পূর্ব্ববাঙ্গালা সমস্তই মুসলমানপ্রধান স্থান। পার্শ্ববর্ত্তী জেলা ঢাকা, ফরিদপুর, এমন কি পীঠস্থান বরিশালে পর্য্যন্ত এরূপ মোকদ্দমার নাম-গন্ধ নাই। কেবল ময়মনসিংহে ইহার প্রাদুর্ভাবের কারণ কি? উকিল মোক্তারেরা বলিলেন—"ধর্ম্মাবতার! ময়মনসিংহে নালিয়া ক্ষেত দেখা দিলেই বসন্তের কোকিল ডাকে।" বঙ্কিম বাবুর রোহিণীর মত তাঁহারা বলেন যে এ অপরাধ কোকিলের। সে এমন অসময়ে ডাকে কেন? আমি বলিলাম যে তবে তাঁহাদের "ও কাল কোকিলের" নামেই দরখাস্ত করা উচিত এবং গবর্ণমেণ্ট ময়মনসিংহে কোকিল বধের জন্য পুরস্কার দিয়া তাহা বিতরণের ভার ব্রাহ্ম মহাশয়দের উপর দেওয়া উচিত। কিন্তু কুই কোকিলের ডাক ত শুনি না। শুনি কেবল এ ব্রাহ্ম সম্পাদক মহাশয়ের ডাক। অথচ এরূপ অপরাধের কারণ ময়মনসিংহে যেরূপ অভাব, অন্য কোথায়ও নাই। এখানে অধিকাংশ নিম্ন সম্প্রদায়ের

লোকের, বিশেষতঃ মুসলমানদের, একাধিক 'ইস্ত্রী' (পত্নী) ত আছেই তাহার উপর আবার 'উপ'ও একটা কি একাধিক গৃহের উপকরণের মত আছে। তদ্ভিন্ন প্রত্যেক গ্রাম্য হাট ও বাজারে অবিদ্যার আড্ডা আছে। হাটের হাটের জমীদারদের তাহাই সোণার কাটি, রূপার কাটি। তাহাদের সেবা শুশ্রূষা কত! ময়মনসিংহ সহরে পর্য্যন্ত শুনিয়াছি পরব পার্ব্বনে, এমন কি যাত্রার গানে পর্যান্ত, তাহাদের যথাশাস্ত্র নিমন্ত্রণ ও অভ্যর্থনা হইয়া থাকে। এক জমীদারের হাটের অবিদ্যা অন্য জমীদার অপহরণ করিয়া তাঁহার হাটে লইলে উভয়ের মধ্যে একটা 'ট্রোজান যুদ্ধ' উপস্থিত হয়, এবং যে পর্য্যন্ত 'হেলেনের' উদ্ধার না হয়, সে পর্য্যন্ত মোকদ্দমানল নির্ব্বাপিত হয় না। হাট বাজার ছাড়াও, শুনিয়াছি যেখানে একটা বটবৃক্ষ আছে, তাহার নীচেই একটি অবিদ্যা বিরাজিতা। এক গ্রামের ভূতের অধিকারে অন্য গ্রামের ভূত হস্তক্ষেপ করিলে যেমন একটা ভৌতিক যুদ্ধ উপস্থিত হয় বলিয়া প্রবাদ, ইহাদের মধ্যেও সেরূপ 'জুরিসডিক্সন্' (অধিকার) লইয়া ঘোরতর যুদ্ধ হয়। অতএব এরূপ সতী সাবিত্রীর দেশে কেন যে 'ঘোরতর মহিলা নিগ্রহ' হইবে কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। এই "গ্যাঙ্গ রেপের" প্রথম যে মোকদ্দমা আমার হাতে পড়িল, তাহাতে আমার সন্দেহ আরও দৃঢ় হইল।

মোকদ্দমাটি এইরূপ।—একটি প্রকাণ্ড বাজারের কেন্দ্রস্থলে একটি নিম্নশ্রেণীর হিন্দুস্থানীর একখানি ক্ষুদ্র মুদীর দোকান। তাহাতে চাটাই-এর বেড়া, এবং অভ্যন্তরে একটি সুন্দরী যুবতী স্ত্রী। সে এমন স্ত্রীকে ঘরের মধ্যে একাকিনী রাখিয়া বারণ্ডায় শুইয়াছিল। পরদিন প্রাতে পুলিসে এজেহার দিয়াছে যে রাত্রিতে তাহার স্ত্রী কাহার সঙ্গে বাহির হইয়া গিয়াছে। তাহার পর কোর্টে আসিয়া স্ত্রীরত্ন এক 'ঘোরতর মহিলানিগ্রহের' অভিযোগ উপস্থিত করিলে, উহা পুলিসে তদন্তের

জন্য যায়। সেই পুলিসই দীর্ঘকাল তদন্তের পর একটা দলবদ্ধ বলাৎকারের মোকদ্দমায় দুইজন মধ্যবিত্ত অবস্থার আসামী চালান দিয়াছে। এখন 'মহিলা মজকুর' বলিতেছেন যে তাঁহার কুঁড়ের কোণা কাটিয়া আসামীরা তাঁহাকে ধরিয়া লইয়া গিয়া সম্মুখস্থ ক্ষুদ্র খালে ঐক নৌকায় সেই বাজারেরই নীচে সমস্ত রাত্রি আক্রমণ করিয়াছে, এবং প্রাতে অপর পারে এক নালিয়া ক্ষেতে রাখিয়া আসে। সেখানে তাহার স্বামী সাক্ষীগণকে লইয়া তাহার হারান ধন নালিয়া ক্ষেতে প্রাপ্ত হয়। তাহার পর এই নালিশ। মোকদ্দমার দুই সাক্ষী বলিতেছে তাহারা দুপুর রাত্রিতে বর্ষি দিয়া মাছ ধরিতেছিল। তাহারা দেখিল যে এই নিগৃহীতা মহিলার মত একটি রমণী দুই বিবাদীর মধ্যে চলিয়া যাইতেছে। কোনও বেশ্যা যাইতেছে বলিয়া তাহারা দ্বিরুক্তি করিল না। জেরাতে প্রকাশ পাইল—জেরার বিশেষ প্রয়োজনও ছিল না, প্রত্যেক সাক্ষীর জবানবন্দির ভঙ্গী ও মুখের ভাব দেখিয়া আমি হাসি চাপিয়া রাখিতে পারিতেছিলাম না,—জেরাতে প্রকাশ পাইল যে পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামে দুইটি দল। ইংরাজ রাজ্যের কল্যাণে কোন্ গ্রামেই বা নাই? পরদিন প্রাতে যেমন বিবাদীর বিপক্ষ দল শুনিল যে বাদীর স্ত্রী বাহির হইয়া গিয়াছে,তখনই তাহারা গিয়া তাহাকে শিকার করিল। সে নিতান্ত দরিদ্র লোক। তাহার পর এ নালিশ ও সাক্ষী টন্নিদের দ্বারা যথাবিধি গঠিত হইয়া উপযুক্ত দক্ষিণাপ্রাপ্তে পুলিসের দ্বারা কোর্টে উপস্থিত হইল। ঘরের কোণা কাটিয়া স্ত্রীকে বলপূর্ব্বক লইয়া গেল, অথচ স্বামীর নিদ্রাভঙ্গ হইল না। সতী রমণী বাজারের মধ্য দিয়া পদব্রজে চলিয়া গেলেন, সমস্ত রাত্রি নৌকাতে নিগৃহীতা হইলেন, অথচ একটুক উচ্চ বাক্য করিলেন না—সতী কি না? একটুক উঃ শব্দ করিলেই বাজারের শত শত লোক ছুটিয়া আসিত। সর্ব্বশেষ পরদিন

প্রাতে স্বামী পুলিসে এজেহার দেন যে তাঁহার সন্দেহ তাঁহার সতী মহিলা কাহারও সঙ্গে গৃহত্যাগ করিয়াছেন। অথচ এই মোকদ্দমা লইয়া ব্রাহ্ম সম্পাদক মহাশয় সপ্তাহের পর সপ্তাহে লোকের কর্ণ বধির করিয়া চীৎকার করিতেছিলেন! বাদীর পক্ষেও বলা বাহুল্য দলাদলির কল্যাণে উকিল দেওয়া হইয়াছে। তিনি আরও বলিলেন এ মোকদ্দমা সেশনে পাঠান উচিত, কারণ এরূপ আরও মোকদ্দমায় জজ 'সঙ্গীন' শাস্তি দিয়াছেন। বিবাদীর উকিল বলিলেন তাহাতেই ত এরূপ মিথ্যা মোকদ্দমার সৃষ্টি হইতেছে। আমি কিছু সঙ্কটে পড়িলাম। 'গ্যাঙ্গ রেপ' চুলায় যাক্। তাহা ত হইতেই পারে না। জোর পরস্ত্রী বাহির করিয়া লওয়ার অপরাধ হইতে পারে। বাদী নিতান্ত দরিদ্র। অতএব সতী সহজেই এ পথ অবলম্বন করিয়াছিলেন। এ অপরাধের জন্য শাস্তি দিয়া, আমার রায়ে 'গ্যাঙ্গ রেপের' রহস্যটা জজের চক্ষে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া দিলাম। সকলে বলিতে লাগিলেন যে জজ নিশ্চয়ই এ মোকদ্দমা সেশনে পাঠাইতে আদেশ দিবেন। ব্রাহ্ম সম্পাদকের গলা একবারে পঞ্চমে উঠিল। কিন্তু ব্রাহ্ম জজ ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ করিয়া আমি যে শাস্তি দিয়াছিলাম তাহাও রহিত করিলেন। বলিলেন স্বামী যখন নালিশ করে নাই, তখন স্ত্রী বাহির করিবার অপরাধে শাস্তি হইতে পারে না। অথচ বাদী বেচারি প্রথমেই পুলিসে এই অপরাধেরই এজেহার দিয়াছিল। তিনি 'গ্যাঙ্গ রেপ' সম্বন্ধে কথাটিও কহিলেন না। যাহা হউক প্রহসন বাড়াইবার জন্য পরদার অপরাধের নুতন নালিশ করিতে আমি স্বামীর নামে নোটিশ দিলাম। সে তখন আসিয়া দরখাস্ত দিল যে সে বিবাদীর সঙ্গে আপোষ করিয়াছে, অর্থাৎ কিছু পাইয়াছে, অতএব সে আর নালিশ করিতে চাহে না। আমার উদ্দেশ্যও তাহাই ছিল—গরিব কিছু পায়। এরূপে এক বিরাট 'গ্যাঙ্গ রেপের' পালা

শেষ হইল। ইহার ফলে আমি যে চার মাস ময়মনসিংহে ছিলাম, কি পুলিসে, কি কোর্টে আর 'গ্যাঙ্গ্‌ রেপের' মোকদ্দমা হয় নাই।

মোকদ্দমা বৃদ্ধির তৃতীয় কারণ পুলিসের একাধিপত্য। মেজিষ্ট্রেট ও ডিঃ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট পুলিসের 'হস্তগত আমলক'। ময়মনসিংহ বহু ধনী জমীদারের রাজ্য। প্রজা ও প্রতিযোগী ভূম্যধিকারীর শাসনের এক অমোঘাস্ত্র—পুলিসকে হাত করিয়া প্রজার নামে বদমায়েসি কি শান্তি-রক্ষার মোকদ্দমা উপস্থিত করা। শুনিলাম এরূপ মোকদ্দমার এক এক রিপোর্টের মূল্য পাঁচশত টাকা। দেখিলাম প্রায় আড়াই শত বদমায়েসি ও দেড়শত শান্তিরক্ষার মোকদ্দমা উপস্থিত আছে। আমার পূর্ব্ববর্ত্তী মিঃ সেন সমস্ত শীত মফঃস্বল ঘুরিয়া কুড়িটি বদমায়েসি মোকদ্দমার স্থানীয় তদন্ত করিয়া নিষ্পত্তি করিয়াছেন, কারণ এরূপ মোকদ্দমা গবর্ণ-মেণ্টের আদেশ মতে স্থানীয় তদন্ত ভিন্ন নিষ্পত্তি হইতে পারে না। শুনিলাম এক এক তদন্তে পঞ্চাশ ষাট মাইল কিছু দুর অশ্বে, কিছু দুর নৌকায়, কিছু দুর হস্তীপৃষ্ঠে, এবং অবশিষ্ট পথ পদব্রজে যাইতে হয়। আমার অন্তরাত্মা শুকাইয়া গেল। দেখিলাম প্রত্যেক পুলিস রেপোর্টের নীচে ইনেস্‌পেক্টার মহাশয় তাঁহার দক্ষিণা আদায় করিয়া 'জুডিসিয়াল তদন্ত অবশ্যক' লিখিয়া দিয়াছেন। আমি স্থির করিলাম যে প্রথমতঃ তাঁহার এই কর কণ্ডুয়ন নিবৃত্তি করিতে হইবে ও তাঁহাকে কিছু শিক্ষা দিতে হইবে। আমি ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে এক 'নোট' পাঠাইলাম। আমি প্রথমতঃ দেখাইলাম যে বৎসরে ২৫টি হিসাবে ২৫০টি বদমায়েসি মোকদ্দমার স্থানীয় তদন্ত করিতে আমার দশ বৎসর লাগিবে। দ্বিতীয়তঃ প্রায়ই মোকদ্দমা দুই তিন বৎসর পূর্ব্বে পুলিশ দায়ের করিয়াছে। এখন সে সকল বদমায়েস সে গ্রামে আছে কি না, জীবিত আছে কি না তাহারও স্থিরতা নাই। ইনেস্‌পেক্টার প্রত্যেক মাসে থানা পরিদর্শনে

যাইতেছেন। তিনি সমস্ত মোকদ্দমা একবার তদন্ত করিয়া উক্ত বদমায়েসেরা জীবিত ও সেই সেই স্থানে আছে কি না, এবং এখন মোকদ্দমা চালাইবার কোনও প্রয়োজন আছে কি না এবং শান্তিরক্ষার মোকদ্দমায় এখনও শান্তিভঙ্গের কোনও সম্ভাবনা আছে কি না রিপোর্ট করিলে, তাহার পর প্রয়োজন মতে 'জুডিসিয়াল তদন্ত' করা যাইতে পারিবে। ম্যাজিষ্ট্রেট ইহা অনুমোদন করিলেন। আমি চুপে চুপে এ আদেশ এবং চারি শত মোকদ্দমার সুদীর্ঘ শান্তিপ্রদ তালিকা ইনেস্‌পেক্টার মহাশয়ের কাছে পাঠাইলাম। তাঁহার মাথায় বজ্র পড়িল। তিনি আমার কাছে ছুটিয়া আসিয়া বলিলেন—"আপনি আমার সর্ব্বনাশ করিয়াছেন। আমি কিরূপে এ চারি শত মোকদ্দমার তদন্ত করিব?" আমি বলিলাম—"আপনি প্রত্যেক মাসে থানা পরিদর্শনে এ সকল ঘটনাস্থানের নিকটে যান, আপনি পারিবেন না? তবে আপনি কেমন করিয়া ডেপুটি কি জইণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেটের ঘাড়ে এ কার্য্য চাপাইয়াছেন? আপনার ত থানায় থানায় পঞ্চ 'ম'কার সেবন ভিন্ন কোনও কায নাই বলিলেও চলে, তাহারা ত খাটিয়া খুন। তাহারা কিরূপে আড়াই শত বদমায়েসি মোকদ্দমার তদন্ত করিবে?" তিনি বড়ই বিপদে পড়িয়াছেন। তিনি জানেন যে এখন স্থানীয় তদন্ত হইলেও সকল মোকদ্দমার প্রায় কোনটাই টিকিবে না। অথচ নিজেও পূর্ণমাত্রায় দক্ষিণাটা লইয়াছেন। এখন কেমন করিয়া মোকদ্দমা নিষ্প্রয়োজন বলিয়া রিপোর্ট করিবেন। প্রয়োজন বলিয়া রিপোর্ট করিলে যদি বিচারে ডিসমিস হয়, তবে সমস্ত জবাবদিহি তাঁহার ঘাড়ে পড়িবে। অন্য দিকে এত মোকদ্দমা তদন্ত করা ঘোরতর পরিশ্রম ও ক্লেশের কথা। তিনি নিতান্ত কাতর হইলেন। আমি তখন বলিলাম—"আচ্ছা, আসুন, আমাদের মধ্যে একটা সন্ধি হউক। আপনি প্রথমতঃ একটা মোকদ্দমার তদন্ত করিয়া উহা বিচারোপযোগী চালান

দিন, এবং তাহার বিচারের ফল সাপেক্ষ অন্য মোকদ্দমার তদন্ত স্থগিত রাখিলেন বলিয়া রিপোর্ট করুন। এ মোকদ্দমার বিচারের পর অন্য মোকদ্দমা সমূহের যাহা হয় করা যাইবে। তিনি তাহাতে সম্মত হইলেন, এবং কিছু দিন পরে এক মোকদ্দমার জন পাঁচেক আসামী চালান দিলেন। বিচারে দাঁড়াইল যে তাহারা সকলে অবস্থাপন্ন লোক, কেহ কেহ স্কুলের মাষ্টারি ও পণ্ডিতি করে। তাহাদের জমীদারের সঙ্গে বৃদ্ধি খাজনা লইয়া ঘোরতর বিবাদ চলিতেছে। জমীদারের নায়েব মহাশয় কোর্টে উপস্থিত থাকিয়া কোর্ট সবইন্‌স্পেক্টারের দ্বারায় মোকদ্দমা চালাইতেছেন। তাহাদের পঞ্চ ক্রোশের মধ্যে বদমায়েসির গন্ধ নাই। ইনেস্‌পেক্‌টার স্বয়ং কোর্টে উপস্থিত। এরূপ মোকদ্দমা তিনি কেমন করিয়া চালান দিলেন জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন যে তাঁহার তদন্তের সময় এ সকল কথা প্রকাশ পায় নাই। আমি আসামীদের অব্যাহতি দিয়া মোকদ্দমার নথি ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে পাঠাইলাম এবং আবার এক 'নোট' দিলাম যে এই ত বদমায়েসি মোকদ্দমার নমুনা, অতএব অবশিষ্ট মোকদ্দমায় অনর্থক মূল্যবান সময় নষ্ট না করিয়া সমস্ত খারিজ করিয়া দেওয়া উচিত। তাহার পর পুলিস হইতে বদমায়েসি মোকদ্দমার নূতন এক তালিকা আনাইয়া আগামী শীতের সময়ে মফঃস্বল পরিদর্শন সময়ে মেজিষ্ট্রেট স্বয়ং ও স্থানে স্থানে ডেঃ মেজিষ্ট্রেট গিয়া স্থানীয় তদন্ত করিয়া মোকদ্দমা দায়ের করিলে সকলের পক্ষে সুবিধা হইবে। মেজিষ্ট্রেট আমার এ প্রস্তাবও অনুমোদন করিলেন। অতএব এক হুকুমে আড়াই শত বদমায়েসি মোকদ্দমা খারিজ হইল, উকিল মোক্তারদের হাহাকার এবং সমস্ত দেশে একটা আনন্দ ধ্বনি উঠিল।

বাকী রহিল শান্তিরক্ষার মোকদ্দমা। দেখিলাম তাহার অধিকাংশই

মহারাজা সূর্য্যকান্তের ও তাহার অংশীদার ভ্রাতা জগৎকিশোর আচার্য্য মহাশয়ের পক্ষে উপস্থিত হইয়াছে। এমন কি এখনও রোজ চার পাঁচটা করিয়া পুলিশ রিপোর্ট আসিতেছে। ইতিপূর্ব্বে তাঁহাদের উভয়ের মেনেজাররা আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন। আমি আবার তাঁহাদের ডাকাইলাম। এ সকল মোকদ্দমার প্রকৃত কারণ কি জিজ্ঞাসা করিলে উভয়েই বলিলেন যে মহারাজা সূর্য্যকান্ত জগৎ কিশোরের এক পুত্রকে পোষ্য গ্রহণ করিয়াছেন। জগৎকিশোর আচার্য্য মহাশয়ের জননী পুণ্যবতী বিদ্যাময়ী দেব্যা একজন বুদ্ধিমতী ও নিষ্ঠাবতী হিন্দু রমণী। তিনি মনে করিয়াছিলেন এ পোষ্য নাম মাত্র, তাঁহাদের এক বাড়ী, তাঁহার ঘরের ছেলে ঘরেই থাকিবে, লাভের মধ্যে সে মহারাজা সূর্য্যকান্তের সমস্ত সম্পত্তির অধিকারী হইবে। মহারাজা সূর্য্যকান্তের মত এমন চতুর ও প্রকৃত ভূম্যধিকারী বোধ হয় উত্তরপাড়ার রাজা প্যারীমোহন ব্যতীত আর দ্বিতীয় নাই। তিনিও তাঁহার পিতার পোষ্যপুত্র। কিন্তু অসাধারণ বুদ্ধিবলে তিনি তেজস্বী ও স্বাধীনচেতা হইয়াও কেবল মহারাজা হন নাই, তাঁহার অংশের তিন লক্ষ টাকার মুনাফা ছয় লক্ষ টাকা করিয়াছেন, এবং এখনও প্রত্যেক বৎসর উহা বৃদ্ধি করিতেছেন। তিনি যদিও বঙ্গদেশের দুর্ভাগ্যবশতঃ মেজিষ্ট্রেট পুলিসের ভয়ে অন্যান্য ভূম্যধিকারীদের মত কলিকাতাবাসী, কিন্তু এরূপ শাসনপ্রণালী পরিচালিত করিয়াছেন যে একটা পয়সার খরচ কি সামান্য কার্য্যটুক পর্য্যন্ত তাঁহার অনুমতি ছাড়া নিষ্পন্ন হয় না। শুনিয়াছি গবর্ণমেণ্টের রাজস্বের জন্য, বাড়ী ও জমীদারির খরচের জন্য, তাঁহার নিজ খরচের জন্য, এমন কি প্রত্যেক বৎসর নূতন জমীদারি ক্রয় করিবার জন্য, স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র পরগণা নিয়োজিত আছে। এক পরগণার এক পয়সাও নিয়োজিত ব্যয় ভিন্ন অন্যরূপে ব্যয়িত হইতে পারে না।

এমন সুন্দর শাসনপ্রণালী অন্য কোনও জমীদারের আছে কি না জানি না। তিনি তাঁহার গৃহীত পুত্রকে পল্লীগ্রামে রাখিবেন কেন? তাঁহাকে কলিকাতায় লইয়া গিয়া নিজের ইচ্ছামত শিক্ষা দিতেছেন। তদপেক্ষাও বিদ্যাময়ী দেব্যার বিশেষ আপত্তি যে ছেলেকে তিনি 'সাহেব' বানাইতেছেন। এ কারণে বিদ্যাময়ী দেব্যার আদেশ মতে মহারাজা সূর্য্যকান্তের কর্ম্মচারীদের বিরুদ্ধে এবং প্রতিদানে মহারাজার আদেশ মতে বিদ্যাময়ী দেব্যার কর্ম্মচারীর বিরুদ্ধে, এ সকল শান্তিরক্ষার মোকদ্দমা উপস্থিত হইয়াছে ও হইতেছে। উভয়ের ম্যানেজাররা আমাকে বলিলেন যে আমি একবার মুক্তাগাছা গিয়া যদি মহারাজকে তাঁহার জ্যেষ্ঠতাত-পত্নী বিদ্যাময়ী দেব্যার কাছে লইয়া গিয়া উভয়ের মিলন করিয়া দিতে পারি, তবে এ উৎপাত থামিয়া যাইবে। মহারাজা শীঘ্র ময়মনসিংহ আসিবেন। আমি সম্মত হইলাম, এবং প্রস্তাব করিলাম যে আমি আপাততঃ এ সকল মোকদ্দমা খারিজ করিয়া দিব, এবং তাঁহারা আর এখন কোনও মোকদ্দমা উপস্থিত করিবেন না, কি মফঃস্বলে কোনরূপ শান্তিভঙ্গের কার্য্য করিবেন না। তাঁহারাও সম্মত হইলেন। আমি তদনুসারে এই দেড়শত মোকদ্দমাও এক হুকুমে খারিজ করিয়া দিলাম। ম্যাজিষ্ট্রেট কোর্ট সবইনেসপেক্টারের মুখে শুনিয়া আমাকে ডাকাইয়া বিস্মিত ভাবে এরূপ অন্যায় আদেশের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি তাঁহাকে সকল কথা খুলিয়া বলিলাম? এবং বুঝাইলাম যেখানে জমীদার দুজনের মধ্যে এ মনোবাদের দরুণ এ সকল ভুয়া মোকদ্দমা উপস্থিত হইয়াছে, সেখানে এ সকল মোকদ্দমার দ্বারা কি ফল হইবে। অতএব তিনিও যাহাতে ইঁহাদের মনোমালিন্য দূর হয়, তাহার চেষ্টা করিলে এ উৎপাত আর থাকিবে না। তিনি বলিলেন যে আশ্চার্য্যের বিষয় তিনি ইহার বিন্দুবিসর্গও জানিতেন না। জানিবেন

কেমন করিয়া? তাঁহাদের সম্পর্ক 'আর্দালি খুড়া' ও পুলিসের নরাধম-দের সঙ্গে মাত্র। তাহা না হইলে আজ বৃটিশ রাজ্যে এই হাহাকার উঠিবে কেন? যাহা হউক তিনি সন্তুষ্ট হইয়া আমার এই কার্য্যেরও অনুমোদন করিলেন।

এ সকল কৌশলের ফলে মোকদ্দমা সংখ্যা দেখিতে দেখিতে কমিয়া গেল। যেখানে প্রত্যহ চল্লিশ পঞ্চাশ খান দরখাস্ত পড়িত, এখন দশ পনর খানির বেশী পড়ে না। মোক্তারেরা সারি বাঁধিয়া দরখাস্তের সময়ে বসেন, ও কার্য্য শেষ হইলে ম্লান মুখে বলেন—"ধর্ম্মাবতার! ময়মনসিংহে এমন কখনও হয় নাই। অথচ আপনার ত কোনও দোষ দিতে পারি না। আপনি ত কোনও দরখাস্ত ডিসমিস করেন না। লোকে নালিশ না করিলে আপনি কি করিবেন? আচ্ছা, পূজার বন্ধের পর দরখাস্তের সংখ্যা আপনি কেমন করিয়া কমান দেখা যাইবে।" পূজার পরও আমি যতকাল ছিলাম আর মোকদ্দমার সংখ্যা বৃদ্ধি হয় নাই। অন্য দিকে পুলিসের দক্ষিণামূলক মোকদ্দমা কয়েকটির রহস্য উচ্ছেদ করাতে পুলিস ধর্ম্মঘট করিল যে আমি যতদিন ছুটিতে না যাই,—আমি ইতি মধ্যে শারীরিক অসুস্থতার জন্য ছুটীর প্রার্থনা করিয়াছিলাম—তাঁহারা আর 'এ ফর্ম্ম' পাঠাইবেন না, কোনও মোকদ্দমা চালান দিবেন না। 'এ' বিভাগে আমার অধীনে দুই জন ডেঃ ম্যাজিষ্ট্রেট কার্য্য করিতেন। পূর্ব্বে তাঁহাদের ও মিঃ সেনের 'ন দিবা ন রাত্রি' খাটিতে হইত। মোকদ্দমার সংখ্যা কমিয়া যাওয়াতে তাঁহাদের একজনকে সরাইয়া লইয়া কালেক্টর ট্রেজারি অফিসার করিলেন। আর একজন নব যুবক, আমার সেই মাদারিপুরের সহকারি ডেপুটি, যিনি সেশনে আমার প্রতিকূলে 'দিনারা' মোকদ্দমায় সাক্ষী দিয়া আমাকে সাক্ষী প্রস্তুত করার অভিযোগে পদচ্যুত করিয়া জেলে দেওয়ার যোগাড় করিয়াছিলেন,

তাঁহারই পুত্র। যাহা হউক, সে আমাকে শ্রদ্ধা করিত, আমিও তাহাকে স্নেহ করিতাম। তাহার 'ডিপার্টমেণ্টাল' পরীক্ষা নিকট। তাহাকে মোকদ্দমা কিছু কম দেওয়ার জন্য আমাকে অনুরোধ করিলে আমি বলিলাম যে আমি তাহাকে মোটেও মোকদ্দমা দিব না। সে বিস্মিত হইয়া বলিল—"অসম্ভব কথা। আপনি একা একটি বিভাগের কায কেমন করিয়া চালাইবেন। আর আমাকে একেবারে মোকদ্দমা না দিলে ম্যাজিষ্ট্রেট মনে করিবে আমাকে বসাইয়া রাখিয়াছেন। তখন আমার উপর অন্য কায চাপাইবে। তাহাতে আমার উপকার না হইয়া বিপরীত হইবে।" আমি এজন্য সামান্য একটুক কায দিতাম। অবশিষ্ট সমস্ত কায, ডিষ্ট্রিক্ট চার্জ্জের কায শুদ্ধ আমি বারটা হইতে চারটার মধ্যে শেষ করিয়া বাড়ী চলিয়া আসিতাম। সকলে বলিতে লাগিলেন যে ময়মনসিংহে এ দৃশ্য কেহ কখনও দেখাইতে পারেন নাই।

বড় আনন্দে দিন কাটিতে লাগিল। কিন্তু নিরবচ্ছিন্ন শান্তি বিধাতা আমার ভাগ্যে লেখেন নাই। আমি গোলাপটি রোপন করিলে, বিধাতা তাহাতে একটা কণ্টক ফুটাইয়া দেন। যেখানে যাই, যত সাবধানে থাকি, তথাপি একটা না একটা ঘটনা আসিয়া উপরিস্থের সঙ্গে একটা ঘোরতর সংঘর্ষণ উপস্থিত করিয়া দিয়া আমাকে তাঁহার বিরাগ-ভাজন করে। এখানে এ পর্য্যন্ত ম্যাজিষ্ট্রেট রো সাহেবের সঙ্গে আমার বেশ চলিতেছিল। এ সুখ শান্তির সময়ে আকাশে হঠাৎ কাল মেঘ দেখা দিল। একটি পশ্চিম অঞ্চলবাসী তাহার কন্যাশুদ্ধ পুলিসে উপস্থিত হইয়া কি এক নালিশ করে। পুলিস প্রভু দুজনেই—দুই সব ইন্‌স্পেক্টার,—এক সঙ্গে তাহার 'তদন্তে' সন্ধ্যার সময়ে বহির্গত হন। কন্যাটি নবযুবতী ও সুন্দরী। অতএব সমস্ত রাত্রি তাহাকে তাঁহাদের নৌকায় রাখিয়া 'তদন্ত' করেন। পরদিন প্রাতে এক স্থানে

নৌকা লাগাইলে, তাহার অরসিক পিতা রসভঙ্গ, বা তদন্তের বিঘ্ন করিলে গোলযোগ হয়। তাহাকে তাঁহারা প্রহার করিয়া, এবং তদুপরি কিঞ্চিৎ তদন্তের পারিশ্রমিকও আদায় করিয়া, পিতাপুত্রীকে তাড়াইয়া দেন। তাহারা কোর্টে আসিয়া মিঃ সেনের কাছে নালিশ করে। পূর্ব্বে ডেপুটীরা পুলিসের ডিঃ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের প্রতিকূলেও নালিশ লইতে পারিতেন। কিন্তু এখন ইলিয়ট আমলে বোধ হয়, গোপনীয় আদেশ প্রচলিত হইয়াছিল যে পুলিসের বিরুদ্ধে স্বয়ং মেজিষ্ট্রেট ভিন্ন আর কেহ নালিশ গ্রহণ করিতে পারিবেন না। অতএব মিঃ সেন এ নালিশ মেজিষ্ট্রেটর কাছে প্রেরণ করিয়াছিলেন। মেজিষ্ট্রেট তদন্ত করিয়া সবইন্‌সপেক্টরদ্বয়কে অব্যাহতি দিয়াছেনই, তাহার উপর বাদীকে ও তাহার তিন সাক্ষীকে মিথ্যা নালিশ করার ও মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়ার অপরাধে ফৌজদারিতে দিয়া চার মোকদ্দমা মিঃ সেনের কাছে বিচারের জন্য অর্পণ করিয়াছেন। বাদী জজের কাছে মোসন করিল। ব্রাহ্ম জজ মহাশয় দীর্ঘ রায় লিখিয়া বাদীর নালিশ সমূলক সাব্যস্ত করিয়া বোধ হয় ভাবিয়াছিলেন যে তাহার বর্ণ ঘোর কৃষ্ণ আর মেজিষ্ট্রেটের বর্ণ অমল ধবল। অতএব উপসংহার কালে "ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ" করিয়া আদেশ দিয়াছেন যে মেজিষ্ট্রেটের আদেশ আইনবিরুদ্ধ হইলেও তাঁহার উহা রহিত করিবার ক্ষমতা নাই। ইহাও ঠিক নহে। বাদীর অভিযোগ যখন শেসনে বিচার্য্য, তখন উক্ত মোকদ্দমা শেসনে প্রেরণ করিবার জন্য আদেশ করার তাঁহার সম্পূর্ণ ক্ষমতা ছিল। তত দূর সাহসে না কুলাইলে, তিনি মেজিষ্ট্রেটের অবৈধ আদেশ রহিত করিবার জন্য হাইকোর্টে রিপোর্ট করিতে পারিতেন। আমার কলেজে পড়িবার সময়ে রেভারেণ্ড লালবিহারী দে এক বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন—"ব্রাহ্মধর্ম্ম বলেন চুরি করিও না, মিথ্যা কথা বলিও না।" (তাহার পর গলা ছোট করিয়া)

—"যো পাইলে কিন্তু সব সময় ছাড়িও না।" তিনি এখন জীবিত থাকিলে বলিতেন—"সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার দোহাই দিয়া গগন বিদীর্ণ করিও। কিন্তু কেবল যো পাইলে উহা কার্য্যে পরিণত করিও।" "যা শত্রু পরে পরে"—জজ এই নীতি অবলম্বন করিয়া এ বিপদ আমি গরীব ডেপুটির স্কন্ধে চাপাইয়াছেন। মেজিষ্ট্রেটের ভয়ে আমি এরূপ অবৈধ মোকদ্দমায় আসামীদের শাস্তি দি, সে পাপ আমার হইবে। আর ছাড়িয়া দি, আমিই মেজিষ্ট্রেটের ক্রোধানলে বিক্ষিপ্ত হইব। তাঁহার Con science (বিবেক) এরূপে তিনি রক্ষা করিয়াছেন। "জগদম্বা! আপনি বাঁচলে বাপের নাম।" আমি তাঁহার রায় পাড়িয়া স্তম্ভিত হইলাম। বুঝিলাম আর এক বিপদ দুই দিন না যাইতে আমার মস্তকে পতিত হইল। মেজিষ্ট্রেট এ সকল মোকদ্দমা চালাইতে গবর্ণমেণ্ট প্লিডারকে নিয়োজিত করিয়াছেন। ময়মনসিংহে এ মোকদ্দমার কথা আবালবৃদ্ধবনিতার মুখে দেশ উলট পালট হইতেছে। অতএব দরিদ্র আসামীদের দয়া করিয়া একজন স্থানীয় বেরিষ্টার মোকদ্দমাটি বোধ হয় বিনা ফিসে গ্রহণ করিয়াছেন। প্রথম বাদীর বিরুদ্ধে মিথ্যা নালিশের মোকদ্দমারই বিচার হইল। পুলিসের সব ইনেসপেক্টার এক জন দিনবন্ধু বাবুর "সন—ইন—ল—সার!" একে ত তাঁহার ইংরেজী বিদ্যা তদ্রূপ, তাহাতে তিনি আবার তোত্‌লা। বেরিষ্টার বাঙ্গালায় রসিকতাপূর্ণ প্রশ্ন করিতেছেন, আর সে গম্ভীর ভাবে তোত্‌লাইয়া তোত্‌লাইয়া তাহার অপূর্ব্ব ইংরাজিতে উত্তর দিতেছে। সে কিছুতেই বাঙ্গালা বলিবে না। কোর্টে একটা হাসির তুফান উঠিয়াছে। মেজিষ্ট্রেটের এরূপ একটা গুরুতর অভিযোগ মিথ্যা স্থির করিয়া এ গরীবদের ফৌজদারিতে দেওয়ার এক মাত্র কারণ পুলিসের এক 'ষ্টেশন ডায়রি'। তাহাতে লেখা আছে যে সবইন্‌সপেক্টারযুগল এ মোকদ্দমা তদন্তের

জন্য পরদিন প্রাতে রওনা হইয়াছিলেন। বাদী যে স্থানে তাহাকে প্রাতে নয়টার সময়ে পুলিস প্রহার করিয়াছিল ও অর্থদণ্ড করিয়াছিল বলিয়া বলিয়াছিল, তাহা ষ্টেশন হইতে পনর কুড়ি মাইল ব্যবধান। অতএব থানা হইতে প্রাতে রওনা হইয়া সেখানে নয়টার সময়ে নৌকায় পৌঁছা অসম্ভব। কাযেই বাদীর নালিশ মিথ্যা। কিন্তু পুলিশ প্রভুদের জবানবন্দিতে পরিষ্কার প্রমাণ হইল যে ষ্টেশন ডায়ারিটি সম্পূর্ণ জাল। তাঁহারা উক্তরূপ 'তদন্তের' উদ্দেশ্যে সন্ধ্যার পর বাহির হইয়াছিলেন। পরদিন প্রাতে বাদী গোলযোগ করিয়া বিভ্রাট উপস্থিত করাতে, আত্মরক্ষার জন্য পরদিন প্রাতে রওনা হইয়াছেন, বলিয়া ডায়রিতে লিখিয়া দিয়াছেন। ডায়ারির পূর্ব্বের ও পরের লিখিত বৃত্তান্তের দ্বারা ইহা যে জাল পরিষ্কার প্রমাণিত হইল। ডায়ারির অন্যান্য পৃষ্ঠার দ্বারা ইহাও প্রমাণিত হইল যে আরও এরূপ মিথ্যা Entry (বৃত্তান্ত) উহাতে লেখা হইয়াছে। এ ডায়ারিও যে সময়ে সদর পুলিস আফিসে আসিবার কথা, তাহার দুই দিন পরে আসিয়াছে। এ বিলম্বের কারণও পুলিস প্রভুরা কিছুই দিতে পারিলেন না। যে দিন এ মোকদ্দমার 'রায়' দিব, সে দিন কোর্টে গিয়া দেখি যে উকিল, মোক্তার ও লোকে কোর্ট পরিপূর্ণ। আমি বাদীকে অব্যাহতি দিয়া যেই আদেশ প্রচার করিলাম কোর্টে একটা আনন্দ ধ্বনি উঠিল। এ মোকদ্দমার বিচার সম্বন্ধে মেজিষ্ট্রেটের সঙ্গে পরামর্শ করিবার জন্য গবর্ণমেণ্ট প্লিডার অন্য তিন মোকদ্দমার বিচার স্থগিত রাখিতে আবেদন করিলেন। উহা স্থগিত রাখিলাম। কোর্টের ভিড় কমিয়া গেলে আমার সেই নব যুবক ডেপুটি আসিয়া বলিলেন—"সকলে বলিতেছিল যে নবীন বাবুর বড়ই সঙ্কট। যদি এরূপ মোকদ্দমায় তিনি মেজিষ্ট্রেটের ভয়ে শাস্তি দেন, তবে তাঁহার যে সুনাম আছে, তাহা নষ্ট হইবে। আর যদি

খালাস দেন, তবে তিনি শেষ জীবনে ঘোরতর বিপদে পড়িবেন। রো সাহেবের যেরূপ জিদ, সে সহজে তাঁহাকে ছাড়িবে না। অতএব আপনি কি করেন সমস্ত দেশ উদ্‌গ্রীব হইয়া আপনার দিকে চাহিয়া রহিয়াছিল। এখন আপনার যেরূপ জয়ধ্বনি ও এ বিচার লইয়া যেরূপ আন্দোলন উঠিয়াছে, আমাদের অন্য কোর্টের কায বন্ধ হইয়াছে। সকলে বলিতেছে বাহাদুর ছেলে! যেমন শুনিয়াছিলাম তেমন দেখিলাম। কিন্তু আপনি বিপদে পড়িবেন। রো সাহেব সহজে ছাড়িবে না।” সন্ধ্যার সময়ে আমার গৃহেও আমলা, মোক্তার ও উকিলের ভিড় হইল। সকলে বলিতেছিলেন যে ডেপুটিদের মধ্যে এই সাহস ও স্বাধীনতা আর কেহ দেখাইতে পারিত না। সকলেরই আমার জন্য কিন্তু আশঙ্কা। তাহা অমূলক হইল না।

রো সাহেব এ সময়ে মফঃস্বলে ছিলেন। শুনিয়াছিলাম কোর্ট সবইন্‌স্পেক্টার তাঁহার আদেশ মতে এ মোকদ্দমার ফল তাঁহার কাছে টেলিগ্রাফ করিয়াছিল। তিনিও টেলিগ্রাফ করিয়া নথি তলব দিয়াছিলেন। তিনি মফঃস্বলে যাইবার সময় আমাকে বলিয়া গিয়াছিলেন যে আমার ছুটী মঞ্জুর হইলে তিনি ফিরিয়া আসিয়া ক্রুষ্টমাসের বন্ধের দিন আমাকে ছাড়িয়া দিবেন। তাহা হইলে তিন মাস ছুটীর উপর আমি ক্রুষ্টমাসের বন্ধও পাইব। তিনি আমার প্রতি এতদূর সদয় ছিলেন। আফিস বন্ধের দিন প্রাতে তিনি ফিরিয়া আসিয়াছেন শুনিয়া আমি তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে গেলাম। আগে তিনি আমাকে তৎক্ষণাৎ খুব সম্মানের সহিত গ্রহণ করিতেন। আজ কিছুক্ষণ আর্দ্দালি মহাশয়ের সঙ্গে বারাণ্ডায় বসাইয়া রাখিয়া ডাকাইলেন। কক্ষে প্রবেশ করিলে করমর্দ্দন ত করিলেনই না। নগন্যভাবে বসিতে বলিয়া এক লাউঞ্জে বসিয়া মহা মনোনিবেশের সহিত ‘ইংলিশমেন’ পড়িতে

লাগিলেন। আমি বুঝিলাম বাজি মাৎ। কথাই কহেন না। কয়েক মিনিট পরে আমি বলিলাম যে আমার ছুটী মঞ্জুর হইয়াছে। তাঁহার প্রতিশ্রুতি মতে আমি সে দিন সন্ধ্যার ট্রেণে ছুটীতে যাইতে চাহি। তিনি 'ইংলিশ্‌মেনে' দৃষ্টি রাখিয়া বলিলেন—"বটে! কিন্তু আপনার স্থানে যে জইণ্ট মেজিষ্ট্রেট নিয়োজিত হইয়াছেন, তিনি ক্রুষ্টমাসের মধ্যে আসিতে পারিবেন না লিখিয়াছেন। অতএব তিনি না আসিলে আমি ছাড়িতে পারিব না।" আমি—"আমি নিজে পীড়িত। আমার এক মাত্র সন্তান চট্টগ্রামে ১০৭ ডিগ্রি জ্বরে ভুগিতেছে। ডাক্তারেরা তাহাকে জল বাতাস পরিবর্ত্তনের জন্য তৎক্ষণাৎ পশ্চিম লইয়া যাইতে বলিয়াছেন। এরূপ অবস্থায় আমি কেমন করিয়া থাকিব? তাঁহার আমার প্রতি দয়া করা উচিৎ।" তিনি—"আপনার ফাইলের অবস্থা কিরূপ?" আমি—"আমার ফাইলে সামান্য কয়েকটি মোকদ্দমা আছে মাত্র। কোনও গুরুতর মোকদ্দমা নাই।" তিনি—এখনও 'ইংলিশমেনে' দৃষ্টি—"সেই মিথ্যা নালিশের ও মিথ্যা সাক্ষীর চারি মোকদ্দমা কি হইল।" আমি—"বাদীর বিরুদ্ধের মোকদ্দমা মাত্র বিচার করিয়া আমি আসামীকে অব্যাহতি দিয়াছি।" তিনি বিস্ময়ের সহিত আমার দিকে চাহিয়া—"কেন?" আমি—"আপনি যে পুলিশ ডায়ারির উপরমাত্র নির্ভর করিয়া ইহাদের ফৌজদারিতে দিয়াছিলেন, উহা জাল সাব্যস্ত হইয়াছে। সমস্ত অবস্থা আপনি আমার 'রায়' দেখিলে জানিতে পারিবেন। তিনি ক্রোধের সহিত, আবার 'ইংলিশমেনে' দৃষ্টি রাখিয়া, বলিলেন—"আমি অতিশয় সাবধানে বিচার করিয়া ইহাদের ফৌজদারিতে দিয়াছিলাম। অতএব আপনার বিচারের ফল শুনিয়া আমি আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছি। আমি—"আমি মানুষ। আমার ভুল হওয়া অসম্ভব নহে। আমি আসামীকে acquit করি নাই, discharge করিয়াছি মাত্র। আপনি

ইচ্ছা করিলে তাহার পুনর্বিচার করাইতে পারেন। তদ্ভিন্ন আর তিন মোকদ্দমায় আমি হাত দিই নাই। এ সকল মোকদ্দমার এখন অন্য অফিসারের দ্বারা বিচার হইবে।” তিনি নীরব রহিলেন। আমি দেখিলাম, আর বেড়া নাড়িয়া ফল নাই। অতএব আমি দাঁড়াইয়া দৃঢ়কণ্ঠে বলিলাম যে—“আপনি যদি আমাকে আজই ছুটীতে যাইতে না দেন, তবে আমার একমাত্র পুত্রের জীবনের জন্য আমি আজই পেন্‌সনের দরখাস্ত করিয়া চাকরি ছাড়িয়া চলিয়া যাইব।” তিনি চমকিয়া উঠিয়া বলিলেন—“আপনার কি পেন্‌সনের সময় হইয়াছে।” আমি আরও দৃঢ়তর কণ্ঠে—“হাঁ! আমার ত্রিশ বৎসরের অধিক চাকরি হইয়াছে। অতএব আমি যে দিন ইচ্ছা সে দিন retire (অবসর গ্রহণ) করিতে পারি।” তিনি এবার নরম হইলেন। কিঞ্চিৎ ভাবিয়া বলিলেন—“আচ্ছা। আপনি আজই ছুটীতে যাইতে পারেন।” আমি তখন ধন্যবাদ দিয়া চলিয়া আসিলাম। আফিসে ছুটীর চিঠিপত্র স্বাক্ষর করিয়া বাসায় যাইতেছি এমন সময়ে সেই ডেপুটি আমার ভগ্নকুটীরে সামান্য কয়েকখানি জিনিস দেখিয়া যাঁহার আতঙ্ক উপস্থিত হইয়াছিল, তিনি ছুটিয়া আমার এজেলাসে আসিয়া বলিলেন—“মহাশয়! আমার সর্ব্বনাশ করিয়াছেন। আমাকে সাহেব ‘ক্রুষ্টমাসের’ ছুটী দিয়াছিল। এখন এ আদেশ পাঠাইয়াছে—আমাকে আপনার কার্য্যভার লইতে হইবে। মহাশয়! আমার উপায় কি? আপনি বন্ধের কয়টা দিন থাকিয়া যান।” আমি বলিলাম তাহা অসম্ভব। তবে আর একজন ডেপুটি যখন থাকিতেছেন, তিনি সে কথা বলিয়া কাঁদাকাটা করিলে তাঁহাকেও যাইতে দিবে। বন্ধের মধ্যে ত আর কোনও মোকদ্দমার বিচার হইবে না। তিনি বলিলেন—“মহাশয়! তাহাও কি পারি? আপনার সাহস কি আমাদের আছে? শুনিলাম

আপনি মেজিষ্ট্রেটকে ধমকাইয়া ছুটী লইয়াছেন। কি জানি মহাশয়! আপত্তি করিলে যদি চটে। তবেই ত সর্ব্বনাশ!” আমি বাসায় চলিয়া গিয়া তৎক্ষণাৎ আমার সেই যুবক ডেপুটির বাসায় চলিয়া গেলাম। সে আমাকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিল। সেথান হইতে সন্ধ্যার পর ট্রেণে রওনা হইব। শূন্য বাসায় আরদালিকে রাখিয়া বলিয়া গেলাম যে সাহেব যদি কোনও চিঠিপত্র পাঠায় যেন আমি কোথায় চলিয়া গিয়াছি সে জানে না বলে। আমার ভয় পাছে আবার এই ডেপুটির কাঁদা কাটায় আমার যাওয়া বন্ধ করে। ষ্টেসনে গিয়া দেখি লোকারণ্য। আমি চারি মাস মাত্র ময়মনসিংহে ছিলাম। আমি কি করিয়াছি যে সর্ব্বপ্রধান উকিলেরা পর্য্যন্ত আমাকে বিদায় দিতে আসিয়াছেন? ময়মনসিংহ বহুশিক্ষিত লোকের স্থান। এখানের মত যোগ্য ও শিক্ষিত মোক্তার আমি আলিপুরেও দেখি নাই। আমি চারিটি মাস বড় সুখে ময়মনসিংহে কার্য্য করিয়াছিলাম। কোর্টেও ঠাট্টা তামাসা, গল্পে, ও হাসিতে দিন কাটাইতাম। সকলে আমাকে ছুটীর পর ময়মনসিংহে ফিরিয়া আসিতে বিশেষ করিয়া অনুরোধ করিলেন। এবার আমার ঘরের কষ্ট হইয়াছিল বলিয়া আমি অসুস্থ হইয়াছি। ফিরিয়া আসিলে তাঁহারা আমার জন্য Lowther castle কি এরূপ নামযুক্ত একটি সুন্দর বাড়ী নিযুক্ত করিবেন বলিলেন। আমার কাছেও ময়মনসিংহ নগর ও স্থানীয় ভদ্রসমাজ বড় ভাল লাগিয়াছিল। অতএব আমারও ফিরিয়া যাইবার বড় অনিচ্ছা ছিল না। তবে মানুষের আশা, কয়টিই বা সফল হয়? ট্রেণের সময় হইয়াছে; তাঁহারা বড় শ্রদ্ধার সহিত বিদায় দিতেছেন। এমন সময়ে সেই ডেপুটী তাঁহার একমাত্র সম্বল সেই ক্ষুদ্র ট্রাঙ্ক হস্তে উপস্থিত হইলেন। তিনি বলিলেন আমার পরামর্শ মতে কার্য্য করাতে তাঁহাকে সাহেব ছুটী

দিয়াছেন। অতএব আমারও একটা আশঙ্কা দূর হইল। তিনি তখন বিস্মিত হইয়া বলিলেন—"মহাশয়! ষ্টেশনে এ ভিড় কি আপনার জন্য? ময়মনসিংহ ভাঙ্গিয়া আপনাকে বিদায় দিতে ইঁহারা এত ভদ্রলোক আসিয়াছেন? মহাশয়! আপনি ত সহজ লোক নহেন! চার মাসে আপনি এরূপ popular (লোকপ্রিয়) হইয়াছেন! আপনি অসাধারণ লোক!" সকলে হাসিতে লাগিলেন। ট্রেণ খুলিল, বাহ্যজগতের মত মানব জীবনেও ছায়ালোক আছে। চট্টগ্রামের সেই বিপদের ছায়ার পর, আমার জীবনের এই একটা আনন্দালোক-পূর্ণ ক্ষুদ্র অঙ্ক ফুরাইল।

প্রাণান্ত পীড়া।

জানি না, মস্তিষ্কের সঙ্গে মুত্রাশয়ের কি সংস্রব। ফেণীতে 'রৈবতক' ও 'কুরুক্ষেত্র' লিখিবার সময়ে ঘন ঘন প্রস্রাব হইত। আমি মনে করিতাম, সাহিত্যসেবীদের মহাশত্রু 'বহুমূত্র' আমার প্রতিও কর প্রসারণ করিতেছে। রাণাঘাটে 'অমিতাভ' রচনার সময়ও এরূপে কাটিয়া গেল। কলিকাতায় 'প্রভাস' লিখিবার সময়ও এরূপ হইলে ডাক্তার মেকোনেলের কাছে গেলাম। তিনি 'কেমিকেল একজামিনারের' দ্বারা প্রস্রাব পরীক্ষা করাইলেন। কোনও দোষ পাওয়া গেল না। তিনি বলিলেন Constipation দরুণ এরূপ হইতেছে। সহোদর সম স্বনামখ্যাত কবিরাজ বিজয়রত্ন সেনও তাহাই বলিলেন। তাঁহার সহিত কি শুভক্ষণে দেখা। কলিকাতা আসিবার পর প্রথম দর্শন হইতেই তিনি আমাকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করেন। বিজয়রত্ন একজন দেবচরিত্রের লোক। আমিও তাঁহাকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করি। তিনিও, ডাক্তার নীলরতন সরকারের মত, রোগী দর্শনে শ্রান্ত হইয়া রাত্রি আট নয়টার সময়ে আমার গৃহে আসিয়া বিশ্রাম করিতেন, ও নানা আলাপে কাটাইতেন। দুই পরিবারের মধ্যেও পরম আত্মীয়তা হইল। ডাঃ মেকোনেল ও বিজয়রত্ন অনেক ঔষধ দিলেন, কিছুই ফল পাইলাম না। জনৈক রসিক বন্ধু বলিলেন 'ব্লটিং পেপার' খাও। কেহ কেহ বলিলেন কলিকাতার কলের জল ও কয়লার রান্না এ রোগের কারণ। কলিকাতা ছাড়িলেই এ উপদ্রব সারিয়া যাইবে। কলিকাতা পরিত্যাগের ইহাও এক কারণ। চট্টগ্রামে বদলি হইয়া আসিলে সিভিল সার্জ্জন ডাঃ ড্রুরি (Dr. Drury) এজন্য কতকগুলিন বিস্বাদ 'জারমন ওয়াটার' খাওয়াইলেন। সুহৃদ তারাচরণ কবিরাজ তাহার পর তাঁহার 'সোমরস', 'সূর্য্যরস', সকল রসই সেবন করাইলেন। কোনও ফল হইল না। ময়মনসিংহের

দারুণ শীত। তাহাতে কুটীরের চাটাইয়ের বেড়ার সহস্র ছিদ্র দিয়া শীত অস্থি মজ্জায় প্রবেশ করিয়া কেবল এ রোগ বৃদ্ধি করিল এমন নহে, সময়ে সময়ে প্রস্রাব বন্ধ হইত। কখন বা ফোঁটা ফোঁটা প্রস্রাব হইতে লাগিল। সিভিল সার্জ্জন ডাঃ এস্ (Ash)। প্রথম সাক্ষাৎ হইতেই আমি কেমন তাঁহার সুনজরে পড়িলাম। তিনি লোকের কাছে বলিতেন যে আমি অন্যান্য ডেপুটিদের মত নহি। আমি উচ্চ জাতীয় লোক। "He belongs to a higher caste"। আমার কুটীরের সম্মুখ দিয়া তাঁহার জেলের পথ। তিনি জেল হইতে প্রত্যাবর্ত্তন সময়ে রোজ আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া নানাবিধ খোস গল্প করিতেন। তিনি আমার এরূপ পক্ষপাতী ও অনুরাগী হইলেন যে আমার স্বকল্পিত 'রাইটিঙ্গ টেবল' ও 'রাইটিঙ্গ সোফার' নকল প্রস্তুত করাইয়া আমার নিদর্শন স্বরূপ রাখিলেন। আমি উহাদের উপহার দিতে চাহিলে বলিলেন তিনি তাহা লইবেন না। আমি এই টেবলে কাগজ রাখিয়া, ও এই সোফায় বসিয়া আমার কাব্যাবলি রচনা করিয়াছি। অতএব এ দুটি আমার পুত্রের প্রাপ্য, এবং তাহার দ্বারা দেব-প্রসাদের মত আমার গৃহে রক্ষিত হইবে। আমি বলিলাম এই টেবলে আমার সকল কাব্য রচিত হয় নাই। আমার ফেণীর টেবল সোফা একজন ইংরাজ রেলওয়ে ইঞ্জিনিয়ার আমার নিদর্শন স্বরূপ জোর করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন। শুনিলাম তিনি ফেণী হইতে যাইবার সময়ে আমার এই দুই চিহ্ন সঙ্গে বিলাত লইয়া গিয়াছেন। এ সকল গুণেই ত ইংরাজ আমাদের প্রভু। একজন বাঙ্গালী কবির একটুক নিদর্শন রাখিতে ইঁহাদের এত আগ্রহ! কই কোনও বাঙ্গালীকে এরূপ আগ্রহ প্রকাশ করিতে ত দেখি নাই। আমি তাঁহাকে আমার রোগের কথা বলিলে তিনি হাসিয়া উড়াইয়া

দিয়া বলিতেন—"আপনার বয়স প্রায় আমার ডবল। আমার চুল পাকিয়া গিয়াছে, অথচ আপনি এখন যাবৎ প্রকৃতই 'নবীন'। অতএব আপনার শরীরে কোনও রোগ আছে বলিলে কেহ বিশ্বাস করিবে না। উহা আপনার কবি-কল্পনা মাত্র। আমি জানি আপনি ময়মনসিংহে কখনও থাকিবেন না। আপনি যখন ছুটীর সার্টিফিকেট চাহেন আমি তখনই দিব। রোগের ছলনার প্রয়োজন নাই।" কিন্তু ক্রমে রোগ বৃদ্ধি হইতেছে ও আমি কাতর হইতেছি দেখিয়া তিনি ঔষধ ব্যবস্থা করিলেন, এবং তিন মাস ছুটীর সার্টিফিকেট দিলেন। কেবল তাহাই নহে, ছুটী চিফ সেক্রেটারি মিঃ বোল্টন মঞ্জুর করিতেছেন না, তাঁহার বিশ্বাস আমি ময়মনসিংহে বদলিতে অসন্তুষ্ট হইয়া পাশ কাটাইতে চাহিতেছি। তখন ডাঃ এস্ এক তীব্র সার্টিফিকেট দিয়া আমাকে তৎক্ষণাৎ ছুটী দেওয়ার জন্য লিখিলেন। এবার মিঃ বোল্টন নাচার হইয়া ছুটী মঞ্জুর করিলেন। ময়মনসিংহ হইতে বিদায় গ্রহণ করিলাম। নারায়ণগঞ্জে ট্রেণ ভোর পাঁচটার সময়ে পঁহুছিল। একে ডিসেম্বর মাসের শেষভাগের শীত, তাহাতে নারায়ণগঞ্জে তিন বিস্তৃত মহানদনদীর সঙ্গম। ট্রেণের দ্বার গবাক্ষ খুলিলে শীতে কম্প উপস্থিত হইল। 'ক্রিষ্টমাসের' বন্ধের ভিড়। কুলি পাওয়া কঠিন। ভৃত্যকে কয়েকটি ট্রাঙ্ক লইয়া আগে পাঠাইলাম। উহা একখানি প্রথম শ্রেণীর কেবিনে রাখিয়া আবার আসিতে বলিলাম। তাহার আর দেখা নাই। ময়মনসিংহের বহু আমলা উকিল মোক্তার এ ট্রেণে আসিয়াছেন। তাঁহারা সাহায্য করিয়া আমার সমস্ত জিনিসপত্র আমার জাহাজে উঠাইয়া দিলেন। কিন্তু কই আমার ভৃত্য ও পূর্ব্বপ্রেরিত ট্রাঙ্কসকল কোথায়? তিনটা 'ষ্টীমার' পাশাপাশি রহিয়াছে। তিনটা তিন দিকে যাইবে। এ দারুণ

শীতে কাঁপিতে কাঁপিতে আমি তিন ষ্টিমারে ঘুরিয়া ভৃত্যকে খুঁজিতে লাগিলাম। ডাকিতে ডাকিতে গলা ফাটিয়া গেল। সেই মহা হট্টগোলের মধ্যে কে কার কথা শুনে। প্রায় ঘণ্টাখানিক এরূপে দারুণ শীত ভোগ করিয়া তাহাকে পাইলাম। সে ট্রাঙ্ক লইয়া ময়মনসিংহের কালেক্টরের সেরেস্তাদার চট্টগ্রামবাসী আমার এক বন্ধুর কাছে নিশ্চিন্তে বসিয়া তাম্রকূট সেবন করিতেছে। চাঁদপুরে পঁহুছিয়া ট্রেণ পাইলাম না। আমার প্রেমাস্পদ খুড়তত ভ্রাতা মুনসেফ তারাচরণের অতিথি হইয়া আর একটা দিন দুর্গোৎসবের আনন্দে কাটাইলাম। রাত্রি নয়টার সময়ে ট্রেণে গেলে আমার স্বদেশীয় এক ডেপুটি বেঙ্গল আফিসের ছোট চিত্রগুপ্ত মহাশয়কে আনিয়া আমার হাতে দাখিল করিয়া দিলেন। তিনি চন্দ্রনাথ দর্শনে যাইতেছেন। তাঁহাকে আমার দ্বিতীয় শ্রেণীর কক্ষে তুলিলাম। ট্রেণ ঊষার সময়ে সীতাকুণ্ড পঁহুছিয়াছে। আমরা নিদ্রিত। ডেপুটি মহাশয় আসিয়া আমাদের কক্ষের সমস্ত গবাক্ষ খুলিয়া বলিতেছেন—"উঠুন! চন্দ্রনাথ ও চট্টগ্রামের পাহাড়ের শোভা দেখুন!" যেই আমরা বিছানায় উঠিয়া বসিলাম, আর যেন শরীরে তুষারবৃষ্টি হইল। ছোট চিত্রগুপ্ত ও আমি শীতে কম্পিতকলেবর হইয়া তাড়াতাড়ি গবাক্ষ বন্ধ করিলাম। কিন্তু নারায়ণগঞ্জের ও এখানের অকস্মাৎ শীতভোগে আমার রোগ বৃদ্ধি হইল। আমি ঘন ঘন 'ওয়াটার ক্লসেটে' যাইতেছি দেখিয়া বন্ধু ব্যাপারখানা কি জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি বলিলাম, আমার অবস্থা এই, তথাপি আপনার বোল্টন সাহেবের বিশ্বাস যে আমি ছলনা করিয়া ছুটী লইয়াছি। প্রাতে চট্টগ্রাম পঁহুছিয়া বন্ধুকে লইয়া পাহাড়ে পাহাড়ে বেড়াইয়া চট্টগ্রামের প্রাকৃতিক শোভা দেখাইলাম। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, এবং কুয়াসায় সূর্য্যদেব অদৃশ্য। তাহাতে মাঘমাসের পাহাড়ের বাতাসে আবার দুই

ঘণ্টা শীতভোগ করিলাম। পল্লীগ্রামের বাড়ীতে পুত্র পীড়িত। আমার পাহাড়ের বাড়ীতে দিনটা কাটাইয়া সন্ধ্যার জোয়ারে বাড়ী ছুটিলাম। রাত্রি এগারটা পর্য্যন্ত আবার শীতভোগ করিয়া বাড়ী পঁহুছিলাম। আহার করিয়া উঠিলে এরূপ উপর্য্যুপরি শীতভোগ নিবন্ধন প্রস্রাব একেবারে বন্ধ হইল। দেখিতে দেখিতে দারুণ যন্ত্রণা উপস্থিত হইল। ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিলাম। গ্রাম ভাঙ্গিয়া বংশীয়গণ, ব্রাহ্মণ ও প্রজারা ছুটিয়া আসিল। আমাদের মগ্‌ জাতীয় প্রজারা হস্‌পিটালের কম্পাউণ্ডারি করিয়া ডাক্তারি করে। তাহাদের একজন আসিয়া বলিল 'কেথিটার' পাশ করিতে হইবে। এ রোগ ও কেথিটারের নামও কখন শুনি নাই। কিন্তু এরূপ যন্ত্রণা যেন প্রত্যেক মুহূর্ত্তে মৃত্যু হইবে। পত্নীপুত্র পরিবার-বর্গের রোদনের ধ্বনিতে গৃহ পরিপূর্ণ। অগত্যা 'কেথিটার পাশ' করিতে দিলাম। "মূর্খবৈদ্য সমো যমঃ"—সে কেথিটার পাশ করিতে জানে না, রক্তপ্রবাহ ছুটাইল। রাত্রি প্রভাত হইলে চট্টগ্রাম সহরে রওনা হইলাম। বুঝিলাম ইহা আমার অগস্ত্য যাত্রা। পীড়িত পুত্র ও পত্নী সঙ্গে অন্য দুই পাল্কিতে চলিলেন। সমস্ত পথ উন্মাদের মত পাল্‌কি হইতে যন্ত্রণায় এক একবার দুই চার মিনিট পরে লাফাইয়া পড়িতেছিলাম। এরূপভাবে নয় ঘণ্টাকাল প্রত্যেক সেকেণ্ডে মৃত্যু যন্ত্রণা ভোগ করিতে করিতে বেলা তিনটার সময়ে সহরে হস্‌পিটালে গিয়া পঁহুছিলাম, এবং এসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন বাবু কালীপ্রসন্ন কুমার কেথিটার দিয়া প্রস্রাব করাইলেন। ঠিক যেন আগুনে জল পড়িল। চক্ষের পলকে সকল যন্ত্রণা নিবিয়া গেল। এ যেন যাদুকরের খেলা। হাসিতে হাসিতে আমার পাহাড়ের বাড়ীতে গেলাম।

কলিকাতায় একদিন সুহৃদ্‌শ্রেষ্ঠ বিজয়রত্ন বলিলেন যে আমার 'কুরুক্ষেত্র'কে যাত্রা করিয়া ভূষণদাসের দল গাইতেছে। তিনি উহার

অত্যন্ত প্রশংসা করিলেন, এবং বলিলেন যে আমাকে উহা একদিন শুনিতে হইবে। প্রথিতনামা চিকিৎসক ৺গঙ্গাপ্রসাদ কবিরাজ মহাশয়ের বাড়ীতে গানে বিজয়রত্ন স্বয়ং আসিয়া আমাকে লইয়া গেলেন। দেখিলাম একটি বালক অভিমন্যুর অদ্ভুত অভিনয় করিতেছে। সে ঠিক যেন আমার কল্পনার অভিমন্যু। তাহার যেরূপ মধুর কণ্ঠ, সেরূপ সুন্দর দীর্ঘমূর্ত্তি, তেমনই বিষাদ-গাম্ভীর্য্যমণ্ডিত মুখশ্রী, এবং তেমনই গৌরবব্যঞ্জক দেহভঙ্গি। এরূপ অভিনেতা কোনও রঙ্গালয়েও দেখি নাই। সে এ যাত্রা দলের প্রাণ। যাত্রা আগাগোড়া কীর্ত্তনের সুরে বাঁধা। শুনিলাম একজন গ্রাম্য পাঠশালার পণ্ডিত 'কুরুক্ষেত্র' হইতে এ যাত্রা রচনা করিয়াছেন। তিনি যদিও স্থানে স্থানে 'কুরুক্ষেত্রের' উপর হাত চালাইয়া যাত্রার অধিকারীর মত দুই একটা দৃশ্য দিয়া রসভঙ্গ করিয়াছেন, এবং সুভদ্রা শোকের মাহাত্ম্য না বুঝিয়া সে সর্গ একেবারে মাটি করিয়াছেন, তথাপি 'কুরুক্ষেত্রে'র ভাষা ও ভাব লইয়া এমন মধুর কীর্ত্তন রচনা করিয়াছেন যে তাহাতে পাষাণ দ্রব হয়। ৺গঙ্গাপ্রসাদের জ্যেষ্ঠপুত্র ভগবতী বাবুর আদরের ও আহারের আবদারে যদিও আমি যাত্রাটি ভাল করিয়া শুনিতে পারিলাম না, তথাপি যাহা শুনিয়াছিলাম, বিশেষতঃ অভিমন্যুর অভিনয়ে, মুগ্ধ হইয়াছিলাম। আমি ময়মনসিংহ থাকিবার সময়ে টাঙ্গাইলের এক যাত্রার দল ভূষণদাসের এ পালা গাইতেছিল, এবং এক মাস যাবৎ প্রত্যহ ময়মনসিংহ অশ্রুজলে প্লাবিত করিতেছিল। যদিও প্রত্যেক স্থানে আমি নিমন্ত্রিত হইয়াছিলাম, তথাপি কোনও কারণ বশতঃ প্রথম যে বাসায় গান হয়, সে বাসায় গিয়াছিলাম না বলিয়া অন্য বাসায়ও গেলাম না। কিন্তু সকলে আমাকে একবার এ যাত্রা শুনিতে জিদ করিতেছিলেন এবং তাঁহাদের মুখে গানের প্রশংসা ধরিতেছিল

না। এমন সময়ে সুহৃদবর দ্বিজেন্দ্রলাল রায় আবকারি পরিদর্শন উপলক্ষে—হাস্য রসিকের উপযুক্ত কার্য্য!—ময়মনসিংহে আসিয়া দুই দিন আমার সঙ্গে কাটান। তিনি ইতিপূর্ব্বে ময়মনসিংহের একটি যুবকের গান শুনিয়া মোহিত হইয়াছিলেন। এবার আসিয়া তাহার গান শুনিতে চাহিলে আমি তাহাকে ডাকাইলাম। সে 'কুরুক্ষেত্রের' কোনও গান গাইতে পারে কি না তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি বিস্মিত হইলাম তিনি এ গান কোথায় শুনিলেন। তিনি বলিলেন ভূষণদাসের এ পালা লইয়া কলিকাতা তোলপাড় হইতেছে। এমন কি 'সঙ্গীত সমাজে' ও রবি বাবুদের বাড়ীতে পর্য্যন্ত এ যাত্রা হইয়াছে। সেই অভিমন্যুর অভিনয় দেখিয়া সকলে আশ্চর্য্য হইয়াছেন। তিনি বলিলেন 'সঙ্গীত সমাজ' তাহাকে রাখিতে অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু সে ছাড়িয়া আসিলে তাহার উপকারী ভূষণদাসের দল ভাঙ্গিবে বলিয়া সে এ কৃতঘ্নতা করিতে অসম্মত হইয়াছে। পরে শুনিলাম কুচবেহারের মহারাজা এ যাত্রা উপর্য্যুপরি দুই রাত্রি শুনিয়াছিলেন। টাঙ্গাইলের দল হইতে উক্ত যুবক দুটি গান মাত্র শিখিতে পারিয়াছে বলিলে দ্বিজেন উহা শুনিতে বড় আগ্রহ প্রকাশ করিলেন। সে তখন সেই দুটি গীত গাহিল। আমার অশ্রু ধারায় প্রবাহিত হইল। দুটি গান এত সুন্দর ও এমন করুণরসের উচ্ছ্বাসপূর্ণ যে তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম। অভিমন্যু যুদ্ধে যাইতে উত্তরার কাছে বিদায় চাহিয়া গাইতেছেন——

গীত।

১

হে কৃষ্ণ। কেশব। হরে।
অনাথনাথ। দীনবন্ধো। করুণাসিন্ধো। মুরারে।

২

আজি এ অনাথা
পাইল বিষম ব্যথা,
হাসি-কথা বিনে কিছু জান্‌তো না,—
কোমল কুসুম হৃদি,
কেন দুঃখ দিলে বিধি ?
নিরবধি আনন্দ কি রহে না ?

৩

: দখ লো উত্তরে আমার
কাঁপে হৃদি মরমাধার,
এমন সজল নয়নে তু ম থেকো না !
পুতুল সাজায়ে,
থাক খেলা ল'য়ে, তুমি কেঁদো না।
আমি আসিব,—আসিব,—আসিব,—
তুমি কেঁদো না !
পুতুল সাজায়ে
থাক খেলা লয়ে, তুমি কেঁদো না।
তবে যাই,—যাই,—যাই,—
তুমি কেঁদো না।

৪

আরও বলি শুন সতী !
মা আমার করুণাবতী;
কাছে থেকো মা যেন কঁাদে না।

৫

বিদায় সাঙ্গ হলো,—
হরি ! দেও এখন পথের সম্বল !
(হরি ! তোমার কর্ম্মে প্রাণ স'পেছি !)
এ অনাথা বালিকা রইল,
স্থান দিও চরণে তারে !

দ্বিতীয় গীত অভিমন্যু যুদ্ধক্ষেত্রে অন্তিম সময়ে গাইতেছেন—

গীত।

১

আজি সাঙ্গ হ'ল রে আমারি জীবন।
অনন্ত সাগরে কাল নীরে ধীরে নিমগন।

২

আমার আমিত্ব ল'য়ে,
চলিলাম বিদায় হ'য়ে,
বিস্মৃতির তলে যাব অনন্তে মিশিয়ে।
যেমন জলে হয়, জলে রয়, জলে পয়বিম্ব যেমন।

৩

পাণ্ডব-শিবিরে সূত! যেও যেও যেও ফিরে।
যেন পাণ্ডবের তেজ না ভেসে যায় আঁখি-নীরে।
আমার মরণকথা,
শু'নে যদি পান ব্যথা,
বলো আমি দিয়েছি প্রাণ শ্রীকৃষ্ণের তরে।
যেও ভদ্রা মায়ের কাছে,
বলো অভি তোমার ভাল আছে,
সর্ব্বস্ব শ্রীকৃষ্ণে দিয়ে অভি তোমার ভাল আছে।
আমি ষোড়শ বৎসরে
ষোড়শোপচারে,
পূজিনু কৃষ্ণনিধিরে।

৪

আদরিণী উত্তরারে দিও আমার এই মালা।
সে যে হাসি তরঙ্গিণী, হয় ত হাস্‌ছে এত বেলা।
তারে খেল্‌তে বলো পুতুলখেলা।
(আবালবৃদ্ধ সবাই খেলে,
তারে খেল্‌তে বলো পুতুলখেলা।)

খেলা সাঙ্গ হলে,
সবাই যাবে চলে,
কেহ ত্বরা, কেহ ধীরে।

৫

এস সুত! এস কাছে!
আমার অনেক কথা বলবার আছে,
হৃদয়ের গুপ্তদ্বার কে যেন খুলেছে।
আমার এ মিনতি পদে,
যেন পরপদে,—
কৃষ্ণপদে,—হয় রে মিলন!

গ্রামের বাড়ী হইতে চট্টগ্রাম সহর পর্য্যন্ত সমস্ত পথ যখন মুহূর্ত্তেক যন্ত্রণার একটুক বিরাম হইত আমি কখন বা—"হে কৃষ্ণ! কেশব! হরে!" কখন বা—"আজি সাঙ্গ হ'লো রে আমারি জীবন" গাইতেছিলাম। হস্‌পিটাল হইতে পাহাড়ের বাড়ীতে আসিয়া দুটী গান পত্নী পুত্রকে শুনাইলাম। তিনজনের অশ্রুতে বক্ষঃ ভাসিয়া গেল। এ রোগের সময়ে এ দুটি গান বরাবর আমার মুখে ছিল। সিবিল-সার্জ্জন ডাঃ ড্রুরি দেখিতে আসিলেন। তিনি বলিলেন যে সেই মগ কম্পাউণ্ডার কেথিটার দিতে ভুল করিয়া আমার সর্ব্বনাশ করিয়াছে। তিনি ক্রোধে অধীর হইয়া তাহাকে ফৌজদারিতে দিতে চাহিলেন। আমি তাঁহাকে অনেক অনুনয় করিয়া থামাইলাম। বলিলাম সে আমার প্রজা। সে আমার ভালোর জন্যই করিয়াছিল। তাহার শিক্ষার অভাবে হিতে বিপরীত হইয়াছে। রোগ বৃদ্ধি হইতে লাগিল। ভুল পথে কেথিটার গিয়া ঘা করাতে মূত্রাশয়ে ফোড়া (abcess) হইল। আমার এ বাড়ী হস্‌সিটাল হইতে দূর বলিয়া ডাঃ ড্রুরি আমাকে হস্‌পিটালের নিকটে এক বাড়ীতে লইলেন। এত বৎসর পরে তাঁহারা পরীক্ষার

দ্বারা আমার প্রকৃত রোগ 'মূত্রাঘাত' বলিয়া নির্ণয় করিলেন। ডাক্তার বলিলেন যে চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ বয়সের পর সকলেরই মূত্রাশয়ের মুখের একটা শিরা (prostate gland) বড় হয়, এবং তাহাতে প্রস্রাব অবরোধ করাতে ঘন ঘন অল্প প্রস্রাব হয়। এ কারণেই যে আমার এতকাল হইতেছিল, তাহা তাঁহারা বুঝিতে পারেন নাই। কোনওরূপ বেশী হিম লাগিলে এই শিরা আরও বেশী ফুলিয়া উঠে। তাহাতে আমার এ অবস্থা ঘটিয়াছে। রোগ আরও বৃদ্ধি হইল। একদিন হঠাৎ খুব কম্পের সহিত জ্বর আসিল। আমার জীবনের আশা এক প্রকার ত্যাগ করিয়া ডাক্তার ড্রুরি ও কালীপ্রসন্ন বাবু অত্যন্ত যত্নের সহিত আমার চিকিৎসা আরম্ভ করিলেন। ডাক্তার সাহেব দিনে কতবার আসিতেন। এমন কি দুপর রাত্রিতেও একা এক লণ্ঠন হাতে উপস্থিত হইতেন। দেশে একটা হাহাকার পড়িল। বলিয়াছি দুই চারিজন হঠাৎ অবতার শিক্ষিত মহাশয়েরা ছাড়া দেশের আপামর সাধারণ আমাকে অন্তরের সহিত ভক্তি করে। শুনিয়াছিলাম সর্ব্বপ্রধান উকিল গবর্ণমেণ্ট প্লীডার না কি বলিয়াছিলেন যে তাঁহারা কেহ মরিলে ক্ষতি নাই, কিন্তু আমি মরিলে চট্টগ্রাম শত হাত রসাতলে যাইবে। শত শত লোক প্রত্যহ আমাকে দেখিতে আসিতে লাগিল। এদিকে ডাক্তার সাহেব আমার স্ত্রীপুত্রকে পর্য্যন্ত আমার কক্ষে আসিতে নিষেধ করিয়াছেন। শুনিলাম লোকে কালীপ্রসন্ন বাবুর ও আমার বাসার লোকের পায়ে পড়িয়া বলিতেছিল—"আমরা কথা কহিব না, কেবল একটুক দেখিয়া আসিব।" ডাক্তার সাহেব তাহাতেও অসম্মত। লোকের এ শ্রদ্ধার কথা শুনিয়া আমি রোগ শয্যায় অশ্রুবর্ষণ করিতাম, প্রাণে একটুক শান্তি পাইতাম। আমি যে চট্টগ্রামের জন্য বারম্বার বিপদস্থ হইয়াছি, সার্ভিসে উন্নতির আশা বলিদান দিয়াছি, এত দিনে তাহার প্রতিদান পাইলাম। আমি

ডাক্তার সাহেবকে নিজে অনুনয় করিয়া বলিলাম যে তাহাদের কক্ষদ্বার হইতে আমাকে দেখিয়া যাইতে অনুমতি দিন। তিনি বরং চটিয়া উঠিলেন। এক দিন রাত্রি এগারটার সময়ে তিনি অকস্মাৎ লণ্ঠন হস্তে উপস্থিত। নির্ম্মল কক্ষে দাঁড়াইয়াছিল। তিনি গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন—"Who are you?" (তুমি কে?) তিনি "Get away! Get away!" (চলে যাও! চলে যাও!) বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন। সে চলিয়া গেলে আমি বলিলাম আমার পুত্র। তিনি ক্রোধের সহিত বলিলেন—"আপনার পুত্র হউক, আর যে হউক, আপনি যদি এরূপে লোকের সহিত কথাবার্ত্তা কহেন, তবে আমি আপনার চিকিৎসা ছাড়িয়া চলিয়া যাইব। আপনি এখনও বুঝিতে পারেন নাই যে আপনার জীবন মৃত্যুর মধ্যে সংগ্রাম চলিতেছে।"

যাহা হউক ডাক্তার ড্রুরির যত্নে ও চিকিৎসায় আমার জীবন রক্ষা পাইল। চারি পাঁচ দিন পরে জ্বর ত্যাগ হইল। তাঁহার মুখ প্রসন্ন হইল। তিনি আমাকে ও আমার পরিবারকে বলিলেন আর আশঙ্কা নাই। ক্রমে স্ত্রীপুত্র ও পরিবারবর্গকে, তাহার পর বন্ধুবান্ধবকে, মাত্র কক্ষে আসিতে অনুমতি দিলেন। কিন্তু আমার প্রতি তীব্র আদেশ যে আমি বেশী কথা কহিতে পারিব না। ইহা আমার রোগযন্ত্রণা হইতেও অধিক হইল। মেনেষ্টির পতনের সহিত দেবতুল্য মিঃ কলিয়ার আবার কমিশনার হইয়া আসিয়াছেন। তিনি কয়েক মাসের জন্য মাত্র পাটনা না গেলে আমার এত বিপদ ঘটিত না। তিনি আমার রোগের সংবাদ পাইয়াই আমাকে পত্র লেখেন। তাহার পর প্রত্যহ দুই তিনবার লোক পাঠাইয়া খবর লইতেন। ডাঃ ড্রুরির কাছে আমার জীবন রক্ষা পাইয়াছে শুনিয়া আনন্দ প্রকাশ করিয়া আবার পত্র লিখিলেন। এ সময়ে ভদ্রলোক মাত্রই আমাকে দেখিতে আসিয়াছিলেন। আসে নাই কেবল সয়তান দাস।

সে পথে ঘাটে আমার ভাইদের গলায় পড়িয়া কাঁদিয়া বলিত—"নবীন আমার আশৈশব বন্ধু। আমার কত উপকার করিয়াছে। তাহার এ ব্যারাম, আমি একটুক দেখিতে যাইতেও পারিতেছি না। কারণ সে আমার উপর অনর্থক চটিয়াছে। আমার এবার রক্ষা নাই।" এ বলিয়া সে অশ্রু মুছিত। আমার ভাইয়েরা তাহা অভিনয় করিয়া দেখাইত। কিছু দিন পরে আমি আমার পাহাড়ের বাড়ীতে ফিরিয়া গেলাম। এরূপে এক মাস কাটিয়া গেলে ডাঃ ড্রুরি আমাকে জলবাতাস পরিবর্ত্তন জন্য বৈদ্যনাথ যাইতে উপদেশ দিলেন। আমি স্ত্রীপুত্র সঙ্গে কলিকাতা রওনা হইলাম। ডাঃ ড্রুরির ঋণ আমি পরিশোধ করিতে পারিব না। তিনি আমার জীবনদাতা। তিনি আমার জন্য যেরূপ চিন্তিত হইয়াছিলেন, যেরূপ যত্নের সহিত আমার চিকিৎসা করিয়াছিলেন, এ মৃত্যুশয্যায় তিনি আমাকে যেরূপ স্নেহ দেখাইয়াছিলেন, তাহা চিকিৎসক সম্প্রদায়ে দুর্লভ। তাঁহার সেই সুন্দর সৌম্যমূর্ত্তি দেখিলেই, তাঁহার ঈষদ্‌হাস্যযুক্ত সস্নেহ রসিকতাব্যঞ্জক কথা শুনিলে, আমার রোগের আপনিই যেন শান্তি হইত। তিনি শেষে শেষে আসিয়াই জিজ্ঞাসা করিতেন—"Well, your water-works all right ?" (তোমার জলের কল ঠিক চলিতেছে ?) তারপর বহুক্ষণ কাছে বসিয়া, আমার মাথায় ও পায় হাত বুলাইয়া কত গল্প করিতেন। এ সময়ে এক দিন আমাকে বেঙ্গলীর সেই "রায় বাহাদুরের জন্মবৃত্তান্ত" প্রবন্ধের কথা জিজ্ঞাসা করেন, এবং উহার অত্যন্ত প্রশংসা করেন। তিনি আমার কাছে একটি পয়সাও গ্রহণ করেন নাই। একটি উপহার দিতে চাহিলে, তাহাও লইতে অসম্মত হন। বলেন আমি "গেজেটেড অফিসার"। অতএব তিনি গবর্ণমেণ্টের রুলমতে আমার কাছে কিছু লইতে পারেন না। ডাক্তার ড্রুরি ! তুমি দেবতা কি মানুষ ? তোমার পবিত্র নাম এ পরিবারে পুরুষানুক্রমে দেবতার মত পূজিত হইবে।

ইন্দ্রদেবের সঙ্গে আমার কি আড়াআড়ি আছে, জানি না। শ্রীকৃষ্ণ কৈশোরে তাঁহার পূজা বন্ধ করিয়াছিলেন। আমি শ্রীকৃষ্ণ উপাসক। বোধ হয় এ অপরাধে তিনি চিরদিন আমার স্থানান্তরে যাইবার সময়ে বিশেষ কৃপা করেন। চট্টগ্রাম হইতে চাঁদপুর পর্য্যন্ত সমস্ত রাত্রি জানুআরি মাসের শেষে ঝড় বৃষ্টি হইল! তাহাতে ট্রেণে হিম লাগিয়া কলিকাতা পঁহুছিবামাত্র আমার আবার রোগ বৃদ্ধি হইল। এখানে ডাক্তার চার্লস্ চিকিৎসা করিলেন। তিনি বলিলেন এ অবস্থায় তিনি আমাকে বৈদ্যনাথ যাইতে দিতে পারেন না। এজন্য একপক্ষ কলিকাতা থাকিয়া আবার কিছু সুস্থ হইয়া আমি বৈদ্যনাথ গেলাম। কলিকাতায় প্রত্যহ শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিগণ দয়া করিয়া আমাকে দেখিতে আসিতেন। রোগশয্যায়ও তাঁহাদের সহানুভূতিতে আমি যথেষ্ট শান্তি পাইয়াছিলাম। বৈদ্যনাথ যাত্রার পূর্ব্বে একদিন চিফ সেক্রেটারি মিঃ বোল্টনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে গেলাম। তিনি আমার রুগ্নমূর্ত্তি দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। বলিলেন আমি এরূপ পীড়িত হইয়াছি তিনি তাহা মনে ভাবেন নাই। আমি বলিলাম আমার এ গুরুতর পীড়ার কারণ তিনি। তিনি প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন যে আমাকে চট্টগ্রাম হইতে বদলি করিবেন না, সেখান হইতে পেন্‌সন লইতে দিবেন। অথচ দুই বৎসর না হইতেই তিনি অকস্মাৎ একটা কথাও জিজ্ঞাসা না করিয়া, মেনেষ্টির মিথ্যা দোষারোপ শুনিয়া আমাকে ময়মনসিংহ বদলি করিয়া আমার এ সর্ব্বনাশ ঘটাইয়াছেন। আমি বলিলাম আমার চট্টগ্রামে মহাজনির অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যা। আমি কাগজপত্র তাঁহাকে দেখাইতে আসিয়াছি। তিনি কিঞ্চিৎ অপ্রতিভ হইয়া বলিলেন—“আমি কোনও কাগজ দেখিতে চাহি না। মিঃ মেনেষ্টির সে সকল কথা আমি বিশ্বাস করি নাই। কেবল আপনি স্থানীয় লোক, কমিশনারের ইচ্ছার

বিরুদ্ধে আপনাকে আর বেশী দিন চট্টগ্রামে রাখা উচিত নহে বলিয়া, আপনাকে বদলি করিয়াছিলাম। সে প্রতিশ্রুতি আমার ভুলিয়াছিলাম। তবে বদলি আপনার রোগের কারণ নহে। আপনার রোগের কারণ চট্টগ্রামের অস্বাস্থ্যকর জল বাতাস। ডেপুটিদের একটা দোষ আছে। ইচ্ছামতে একটা স্থান পাইলে মরিলেও তাহা ছাড়িতে চাহে না। বঙ্কিম বাবুর জামাতা রাখাল এরূপে বারাসতে থাকিয়া, বদলির ভয়ে ছুটী না লইয়া, জীবন হারাইয়াছে।" তিনি তাহার পর আমাকে বলিলেন—"যাহা হউক, সে সকল কথায় এখন প্রয়োজন নাই। আপনার শরীরের অবস্থা বড় শোচনীয়। আপনার জীবন কেবল সার্ভিসের জন্য নহে, বাঙ্গলা সাহিত্যের জন্যও অত্যন্ত মূল্যবান্। আপনি এখন বৈদ্যনাথ গিয়া স্বাস্থ্য লাভ করুন। তাহার পর আপনি যে স্থানে ইচ্ছা করেন, আমি আপনাকে সে স্থানে বদলি করিব।" স্ত্রীপুত্রের, পরিবারদের ও আত্মীয়বর্গের নিতান্ত ইচ্ছা যে আমি কুমিল্লায় বদলি হই। কুমিল্লার স্বাস্থ্য ভাল। উহা পূর্ব্ববঙ্গের দার্জিলিঙ্গ বলিয়া খ্যাত। কুমিল্লা চট্টগ্রামের খুব নিকট। রেলে পাঁচঘণ্টার পথ মাত্র। অতএব আমি কুমিল্লা চাহিলাম। তিনি বলিলেন—"হাঁ, কুমিল্লা বেশ জায়গা। আপনার ছুটী শেষ হইলে আপনি আমাকে পত্র লিখিবেন। আমি আপনাকে কুমিল্লায় বদলি করিব।" আমি তাঁহাকে ধন্যবাদ দিয়া বৈদ্যনাথ চলিলাম।

—o—

বৈদ্যনাথ।

প্রাতের ট্রেনে হাওড়া হইতে রওনা হইয়া ঠিক সন্ধ্যার সময়ে বৈদ্যনাথ পঁহুছিয়া ভারতের খ্যাতনামা কৃতীপুত্র শিশির কুমার ঘোষ মহাশয়ের গৃহে গেলাম। তিনি তখন বৈদ্যনাথে ছিলেন না। গৃহ শূন্য পড়িয়াছিল। রাত্রিতে দারুণ শীত লাগিল। তাহার কারণ কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। প্রাতে উঠিয়া দেখি গৃহ খানি লোমশ মুনির আশ্রম বিশেষ। কপাটের শার্সি নাই বলিলেও চলে। তাহার স্থানে ভারতবর্ষের নানা স্থানের সংবাদ পত্র, কোথায় বা পূর্ণলগ্ন কোথায় বা অর্দ্ধলগ্ন হইয়া রহিয়াছে, এবং প্রাচীর ও গৃহতল নিষ্ঠীবনাদি বহু উপাদেয় পদার্থে রঞ্জিত। মতি ভায়ার কাছে সেই প্রাতেই লিখিলাম যে এই গৃহখানি ভারতের কেবল রাজনৈতিক মহাতীর্থ নহে, কেবল এখানে রচিত বিচক্ষণ প্রবন্ধাদিতে রাজপুরুষগণের হৃৎকম্প উপস্থিত হয় এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তোপের গোলার মত পড়ে তাহা নহে, "অমিয় নিমাই চরিতে" যে অমিয় প্রেমের প্রবাহ বহিয়া স্বদেশে বিদেশে সংখ্যাতীত নর নারীর হৃদয় জুড়াইতেছে, এই ক্ষুদ্র গৃহখানি তাহারই গঙ্গোত্তরী। অতএব ইহাকে তাঁহাদের একটি দেবালয় কিম্বা বৈষ্ণবধর্ম্মের ভাষায় "কুঞ্জ" করিয়া রাখা উচিত। মতি লিখিলেন তাঁহারা দরিদ্র লোক। গৃহের এরূপ অবস্থা তাঁহাদের জন্য যথেষ্ট। মতি ভায়ার এ কথাটা অবশ্য ঠিক নহে। তাঁহারা অতুল সম্পত্তির অধিকারী। আসল কথা শ্রীভগবান্ যাঁহাদের প্রতিভা দিয়া থাকেন, তাঁহাদের বাহ্যিক বিষয়ে প্রায়ই বীতরাগ করেন। আমি শিশির বাবুকে যেরূপ শ্রদ্ধা করি, আমার ইচ্ছা হইল যে ঘরখানি সুন্দররূপে সজ্জিত করিয়া ও তাহার চারিদিকে উদ্যান বৃক্ষাদি রোপণ করিয়া,—স্থানটি অতি সুন্দর—ইহার নাম "অমিয় নিমাই কুঞ্জ" রাখি।

যাহা হউক দেখিলাম, আমার এই গৃহে থাকা অসম্ভব। কেবল ঘরের শোচনীয় অবস্থার জন্য নহে। আমার মনে কেমন ভক্তির উদ্রেক হইয়াছিল যে এই গৃহ ভারতের একটি তীর্থ। এই গৃহে স্বয়ং শিশির কুমার ভিন্ন অন্য কাহারও বাস করা উচিত নহে। বৈদ্যনাথ রেলওয়ে ষ্টেশনের ঠিক পশ্চাৎ ভাগে একটি সুন্দর দ্বিতল গৃহ আছে। উহা বৈদ্যনাথের মধ্যে সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ গৃহ বলিলেও চলে। শ্রীভগবান্ বৈদ্যনাথের কৃপায় এ বাড়ীখানি খালি ছিল। আমি তখনই উহা ভাড়া করিয়া সে বাড়ীতে গেলাম, এবং বাড়ীখানি পাইয়া প্রাণে বড় আনন্দ হইল। এ বাড়ীতে গিয়াই আমার দিন দিন স্বাস্থ্য ভাল হইতে লাগিল। ইহার দ্বিতল হইতে চারিদিকে বড় সুন্দর প্রাকৃতিক শোভা দেখা যায়। কয়েক দিন পরে একটি অদ্ভুত ঘটনা ঘটিল।

একদিন প্রভাত হইয়াছে। সার্শি দিয়া ঘরে উষার আলোক আসিয়াছে। আমি ঠিক উষার সময়ে জাগি। কিন্তু ডাঃ চার্লস্ বলিয়া দিয়াছেন যে ফেব্রুয়ারী মাসেও বৈদ্যনাথে প্রাতে খুব কন্‌কনে শীত পড়ে। অতএব বেশ রৌদ্র না উঠিলে যেন আমি শয্যাত্যাগ না করি। আমি জাগিয়া আছি। এমন সময়ে একজন লোক যেন বুট পায়ে খুব জোরে নীচে হইতে সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিতেছে। সিঁড়ি নীচের ঘরের বাহির দিকে। আমি "কে! কে!" জিজ্ঞাসা করিলাম, কোনও উত্তর পাইলাম না। উপরে দুটি ঘর। একটি বড় 'হল', তাহার পশ্চাতে একটি ছোট লম্বা কক্ষ। হলের তিন দিকে তিনটা আয়ত বারণ্ডা। কিন্তু এক বারণ্ডা হইতে অন্য বারণ্ডায় যাওয়া যায় না। লোকটি উত্তরের বারাণ্ডা হইতে যেন লাফাইয়া পশ্চিম বারাণ্ডায় গেল। আমি এখনও "কে! কে! করিতেছি। কোনও উত্তর নাই। পশ্চিমের বারাণ্ডায় বাড়ীওয়ালার একটা বৃহৎ তক্তপোষ আছে। আমরা

তাহাতে বসিয়া সুদূরস্থ নীল শৈল শ্রেণীর আকাশ পটে চিত্রিতবৎ শোভা দেখিতাম। সে একটি লাঠির দ্বারা এই তক্তপোষে এমন তিনটি গুতা দিল যে সমস্ত বাড়ী কাঁপিয়া উঠিল। আমার সঙ্গে হল কক্ষে স্বতন্ত্র কেম্প খাটে পুত্র এবং পশ্চাতের কক্ষে আর এক তক্তপোষে স্ত্রী ও নীচে একটি বালক ভৃত্য শুইয়াছিল। সকলে জাগিল। আমি "কে! কে!" বলিয়া চেঁচাইতেছি। পুত্র ভয়ে তাহার বিছানায় বসিয়া কাঁপিতেছিল। কোনও উত্তর না পাইয়া, নীচের ঘরে আমার কনিষ্ঠ সহোদর ও পাচক ও এক ভৃত্য শুইয়াছিল, আমি তাহাদের নাম করিয়া ডাকিলাম। কোনও উত্তর নাই। বালক ভৃত্য বারণ্ডায় গিয়াছে না কি জিজ্ঞাসা করিলে স্ত্রী বলিলেন সেও বিছানায় বসিয়া ভয়ে কাঁপিতেছে। আমি বলিলাম এ কি বিচিত্র কথা! রাত্রি প্রভাত হইয়াছে। বালক ভৃত্যকে দ্বার খুলিতে বলিলাম। তাহার পর আমরা সমস্ত বারাণ্ডা ও নীচের ঘর ও চারি দিকের মাঠ দেখিলাম। কোথায় ও কোনও লোকের চিহ্ন মাত্র নাই। ব্যাপার কি কিছুই বুঝিলাম না। প্রাতে পেনসন-প্রাপ্ত, বৈদ্যনাথবাসী ও 'হাওয়াখোর' বাবুরা প্রায়ই কবিদর্শনে আসিতেন। আজ প্রাতে যাহারা আসিয়াছেন, তাঁহাদের এ কথা বলিলে তাঁহারা বলিলেন—যে বৈদ্যনাথে বড় চোরের ভয়। এ কোনও চোরের কার্য্য। কিন্তু চোর প্রভাতে আসিয়া এরূপ তক্তপোষে গুতা দিবে কেন? সয়তানের এক আত্মীয় এ বাড়ীর হাতায় এক খোলার ঘরে থাকিতেন। তিনি আসিয়া বলিলেন, যে তিনি তিন বৎসর এ বাড়ীতে আছেন। ভাড়াটিয়া না থাকিলে তিনি একা উপরের ঘরে শয়ন করেন, কিন্তু কখনও কোনও ভয় পান নাই। আমি জানি, আমাদের তীর্থগুলিতে নানাবিধ পাগল থাকে। আমার বিশ্বাস হইল এ কোনও পাগলের কার্য্য। পাগল বারণ্ডা হইতে লাফাইয়া পড়িয়া পলায়ন করাও বিচিত্র নহে।

কিছুক্ষণ পরে ডাক আসিল। কলিকাতা হইতে সেই "জ্যোতিঃ" সম্পাদকের একখান কার্ড পাইলাম। তাহাতে লেখা আছে যে পূর্ব্বদিন কলিকাতায় সেই সয়তানের কন্যার কাছে এক টেলিগ্রাম আসিয়াছে যে তাহার পিতার সে দিন প্রাতে চট্টগ্রামে মৃত্যু হইয়াছে। স্ত্রীপুত্রকে কার্ড দেখাইয়া বলিলাম যে আমার বোধ হয় উহা মিথ্যা টেলিগ্রাম। পাপিষ্ঠ চট্টগ্রামে এত ঘৃণিত যে তাহার মাথা ব্যথা হইলে লোকে বলে—"বেটা এবার মরিয়াছে।" অথবা তাহার কোনও শত্রু এ দুষ্টামি করিয়াছে। তাহার সেই আত্মীয়, তাহার স্ত্রী ও সন্তানেরা বরাবর আমাদের কাছে থাকে। এ কথা প্রকাশ করিতে আমি স্ত্রী পুত্রকে নিষেধ করিলাম। যাহার জমীদারি সয়তানের গ্রাস হইতে মুক্ত করিয়া দেওয়াতে সে আমার মস্তকে সেই বজ্রাঘাত করিয়াছিল, সে হিংসায় অন্ধ হইয়া এক মোকদ্দমায় সেই জমীদারের সর্ব্বনাশ করিতে, সেই জমীদার তাহার মাতার সর্ত্তমতে গৃহীত নহে, ক্রীত, বলিয়া ঘোরতর মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়াছে। জমীদার তাহার বিরুদ্ধে ৩০,০০০ টাকার ক্ষতিপূরণের নালিশের আর্জি মুসাবিদা করাইয়া কলিকাতার উকীল বেরিষ্টারকে দেখাইতে পাঠাইয়াছেন। সীতাকুণ্ডের দেব সম্পত্তি মোহন্তের নিজের সম্পত্তি, উহা দেবতার বিত্ত নহে, বলিয়া পাপিষ্ঠ আর এক মোকদ্দমায় ঘোরতর মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়াছিল। আমি এই জবানবন্দির নকল আনাইয়া এই সাক্ষ্য মিথ্যা কি না সুরেন্দ্র বাবুর দ্বারা কাউনসিলে প্রশ্ন দিয়াছি। তদ্ভিন্ন "A Tragedy in five acts (পাঁচ অঙ্কে শোকান্ত নাটক) নাম দিয়া আমি তাহার সমস্ত কুকীর্ত্তি উদ্ঘাটিত করিয়া "বেঙ্গলীতে" পাঁচটি প্রবন্ধ পাঠাইয়াছি। এই পাঁচটিই এত গুরুতর যে প্রত্যেকের জন্য তাহার পদচ্যুতি হইবার কথা। আমাকে যে জ্যোতিঃ সম্পাদক কার্ড লিখিয়াছে, সে সুরেন্দ্র বাবুর কাছেও তাহার মৃত্যু সংবাদ লিখিয়া পাঠা-

ইয়াছে। আমার স্থানান্তরের সঙ্গে সঙ্গে সয়তানের ষড়যন্ত্রে "জ্যোতিঃ" কাগজ বন্ধ হইয়াছে, এবং সম্পাদক ঘোরতর উৎপীড়িত ও সর্ব্বস্বান্ত হইয়া কলিকাতায় আমার কাছে এই পীড়িত শয্যায় কাঁদিয়া পড়িলে আমি তাহাকে সুরেন্দ্র বাবুর সঙ্গে পরিচিত করিয়া দিয়াছি। সুরেন্দ্র বাবু তখন তাঁহার "সিমুলতলা" বাটীতে ছিলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ ট্রেনে একজন লোক দ্বারা সেই সংবাদ আমাকে জনাইয়া, কাউন্‌সিলে উক্ত প্রশ্ন পাঠাইবেন কি না, এবং উক্ত নাটকের প্রথম অঙ্ক সেই সপ্তাহে ছাপিবেন কি না, জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। আমি তাঁহাকে লিখিলাম যে সয়তানের মৃত্যু সংবাদ সত্য হইলে আমি দুই এক দিনের মধ্যে চট্টগ্রাম হইতে পত্র পাইব। আপাততঃ প্রশ্ন ও প্রবন্ধ তিনি স্থগিত রাখিবেন।

সে দিন সন্ধ্যা হইতে না হইতেই আমাদের কেমন ভয় করিতে লাগিল। অন্য দিন অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত আমারা বারণ্ডায় কাটাইয়াছি, এবং ঘরের চারি দিকের বিস্তৃত মাঠে বেড়াইয়াছি, কিন্তু আজ যেন এক কক্ষ হইতে অন্য কক্ষে যাইতে ভয় হইতেছে। স্ত্রী ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, আমি বলিলাম যে নিকটে একটা বাড়ীতে একজন লোক মৃত্যু শয্যায়, তাহাতে সম্ভবতঃ এরূপ ভয় বোধ হইতেছে। সে লোকটিও চট্টগ্রামবাসী। সয়তান তাহাকে ব্রাহ্ম করিয়া তাহার দ্বারা এক বিধবা বিবাহ করাইয়াছে। সে যক্ষ্মারোগগ্রস্ত হইয়া বৈদ্যনাথে আসিয়াছে। আমি তাহাকে চিনি না। কখন নামও শুনি নাই। আমি বৈদ্যনাথে আসিয়াছি শুনিয়া সে আমাকে দেখিতে চাহিল। আমি ও স্ত্রী উভয়ে গেলাম। দেখিলাম বিধবাটি তাহার অপেক্ষা বয়সে অনেক বড়। অনেকগুলি সন্তান হইয়াছে। রোগের শেষ অবস্থা। বড় বিচিত্র কথা যে বিধবাবিবাহকারী ভায়া ব্রাহ্ম এখন মৃত্যু শয্যায় কেবল "বাবা বৈদ্যনাথ! বাবা বৈদ্যনাথ!" করিতেছে, এবং মন্দিরের দিকে

দেখিতেছে। হতভাগ্য তাহার মাতা ও ভগিনীকে দেখিতে আকুল হইয়াছে। আমাকে বারবার বলিল—"আপনি আমাকে চট্টগ্রামে নিয়া একবার আমার মা বোন্‌কে দেখান।" বিধবাবিবাহের পর আর তাহাদের দেখে নাই। আমি কষ্টে অশ্রু সম্বরণ করিয়া বলিলাম—"তুমি একটুকু সারিয়া উঠিলে আমি বাড়ী যাইবার সময়ে তোমাকে সঙ্গে লইয়া যাইব এবং যেরূপে পারি তোমার মা বোনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করাইব।" হা অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন রাজা রামমোহন রায়! তুমি ব্রাহ্ম ধর্ম্ম কি ভাবে স্থাপন করিয়াছিলে, আর আজ তাহা কতকগুলি অদূরদর্শীর হাতে পড়িয়া কি হৃদয়বিদারক শোচনীয় দৃশ্য সকল দেখাইতেছে! একটি মধ্যমবয়সী বিধবাকে এরূপে বিবাহ দিয়া, এবং সংসারে কতকগুলিন হতভাগ্য সন্তান আনিয়া, সর্ব্বশেষ মৃত্যুশয্যায় ইহাকে এরূপ অনুতপ্ত করিয়া, কি ধর্ম্ম সাধিত হইয়াছে? এই বিধবা এতগুলি অনাথ শিশু লইয়া কি করিবে, কোথায় যাইবে? পূর্ব্বদিন অপরাহ্নে এই হতভাগাকে আমরা দেখিয়া আসিয়াছিলাম। সন্ধ্যা হইতে তাহার আসন্ন মৃত্যুর ছায়ায় আমাদের হৃদয় পর্য্যন্ত ছাইয়াছে। স্ত্রীকে বলিলাম যে এ জন্যই আমাদের ভয় বোধ হইতেছে। আমার সিস্‌টাইটিস্‌ রোগ। রাত্রিতে ভাল নিদ্রা হয় না। বহুবার উঠিয়া প্রস্রাব করিতে হয়। সমস্ত রাত্রি যেন ঘরের খড়খড়ি পড়িতেছিল। ঠিক যেন বাহির হইতে কেহ নাড়িতেছে। পর দিবসের রাত্রিও এই ভাবে কাটিল। তৃতীয় দিবস আমার খুড়তত ভাই রমেশের পত্র পাইলাম যে ঠিক যে সময়ে আমাদের বাড়ীতে সেই উপদ্রব হইয়াছিল, সেই সময়ে সয়তানের হটাৎ মৃত্যু হইয়াছে। অনেকের সন্দেহ যে সে বিষ খাইয়া মরিয়াছে। রমেশ আরও লিখিয়াছে সেই দিন ৪ টার সময়ে আমাদের পাহাড়ের রান্নাঘর ইত্যাদিতে আগুণ লাগিয়া পুড়িয়া গিয়াছে। কিরূপে আগুণ লাগিল কেহ বলিতে পারে

না। আমি কলিকাতায় যখন খুব পীড়িত; এক দিন রাত্রি নিশীথের সময়ে অর্দ্ধচেতন অবস্থায় না কি চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠি। স্ত্রী পুত্র ছুটিয়া আসিলে এবং কারণ জিজ্ঞাসা করিলে আমি অর্দ্ধজাগ্রত অবস্থায় না কি বলি যে সয়তান অসুরের মত একটা কাল লোক লইয়া আসিয়াছিল, এবং আমার গলা টিপিয়া মারিয়া ফেলিতে বলিতেছিল, একটি কাল মেয়ে আসিয়া আমাকে রক্ষা করিয়াছে। স্ত্রী কাঁদিয়া বলিলেন মা জয়কালী রক্ষা করিয়াছেন। এত শত্রুতা করিয়া ও আমাদের এত দুঃখ দিয়াও হতভাগার তৃপ্তি হয় নাই। এখন প্রাণে মারিবার চেষ্টায় আছে। তিনি রাত্রি ৪টার সময় কাঁদিতে কাঁদিতে জয়কালী বাড়ীতে পূজা দিতে চলিয়া যান। পর দিন প্রাতে তাঁহাকে না দেখিয়া তিনি কোথায় জিজ্ঞাসা করিলে পুত্র বলিল—"বাবা! তোমার কি গত রাত্রির কথা কিছু মনে নাই?" তখন এ সকল কথা বলিয়া সে বলিল যে তাহার মা কালীঘাটে পূজা দিতে গিয়াছেন। স্ত্রী আমাকে এই ঘটনা স্মরণ করাইয়া দিয়া বলিলেন—"কলিকাতায় তুমি সেই স্বপ্ন দেখিয়াছিলে। মরিয়াও বুঝি আমাদের ছাড়িতেছে না। দেশে ঘরগুলি পোড়াইয়া এখানে আমাদেরে আজ দুদিন যাবত তিষ্ঠিতে দিতেছে না। সে দিন সমস্ত রাত্রি আমি ঘুমাইতে পারিলাম না। নীচের ঘরের কপাটের সারা রাত্রি শব্দ হইতেছিল। আমি প্রাতে উঠিয়া স্ত্রীকে বলিলাম—"কাল রাত্রিতে বুঝি ভ্রাতা কপাটগুলিন খোলা রাখিয়া শুইয়াছিলেন, কি বারম্বার কপাট খুলিয়া বাহিরে যাতায়াত করিতেছিলেন। কপাটের শব্দে আমি এক মুহূর্ত্তও নিদ্রা যাইতে পারি নাই।" আমি স্নানকক্ষে গেলাম, স্ত্রী বিষয় কি জানিতে নীচে গেলেন। তিনি ফিরিয়া আসিয়া নিতান্ত ভীতা হইয়া বলিলেন—"না। আমাদের এ বাড়ীতে থাকা হইবে না। অন্য বাড়ী দেখ। কাল রাত্রিতে অতুল ও চাকরেরাও ঘুমাইতে

পারে নাই। সারা রাত্রি জাগিয়া কাটাইয়াছে।" ভ্রাতা, পাচক ও ভৃত্য স্ত্রীর পিছে পিছে আসিয়াছিল। দেখিলাম তাহাদের চোক কপালে উঠিয়াছে। তাহারা বলিল যে আহারের পর কপাট বন্ধ করিয়া তাহারা শুইতে যাইতেছে এমন সময়ে বোধ হইল যেন দক্ষিণ দিকের কপাটে কে ধাক্কা দিতেছে। তাহারা কোনও ভিখারী কি পাগল মনে করিয়া লণ্ঠন হাতে বাহির হইয়া চারি দিকে দেখিল, কিন্তু কোনও লোকের সাড়া-শব্দ পাইল না। তাহার পর আবার শুইতে যাইতেছে, আবার সেরূপ কপাটে আঘাত। কপাট যেন ভাঙ্গিয়া ফেলিতেছে। আবার তাহারা বাহির হইয়া দেখিল, কিছুই দেখিতে পাইল না। এরূপে তিন চারি বার দেখিয়া তাহারা দা ও লণ্ঠন সম্মুখে রাখিয়া তিন জনে ভয়ে জড় সড় হইয়া রাত্রি কাটাইয়াছে। স্ত্রী মাথায় হাত দিয়া বসিয়া বলিতেছেন—"শ্রীনাথ মরিয়াও আমাদের তিষ্ঠিতে দিবে না।" আমি অশ্রুপূর্ণ লোচনে বলিলাম—"আমি এ জীবনে তাহার কোনও অনিষ্ট করি নাই। বরং যথাসাধ্য ছাত্রজীবন হইতে আমি তাহার সাহায্য করিয়াছি। যদি আমাকে এরূপ হিংসা করিয়াছে বলিয়া তাহার আত্মার অশান্তি হইয়া থাকে, আমি তাহাকে অন্তরের সহিত ক্ষমা করিলাম। শ্রীভগবানও তাহাকে ক্ষমা করুন! সে যেন আর আমাদের প্রতি এ উৎপাত না করে।" আমরা ইহার পর এক মাসের অধিক বৈদ্যনাথে ছিলাম। আর কখনও কোন উৎপাত হয় নাই। বৈদ্যনাথে অনেকে এ ঘটনার কথা শুনিয়াছিলেন। ইহার দুই এক দিন পরে ঋষিতুল্য পূজনীয় রাজানারায়ণ বসু মহাশয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে গেলে, তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনার বাড়ীতে না কি একটা উৎপাত হইয়াছিল?" আমি বলিলাম—"আপনি কি তাহা বিশ্বাস করিবেন? আমিও এত দিন করি নাই।" তিনি বলিলেন—"আমি বিশ্বাস করি। আমার বাড়ীতেও ঠিক এরূপ একটা ঘটনা

হইয়াছিল।" তিনি তাহার বৃত্তান্ত "মিরার" কি কোন কাগজে প্রকাশ করিয়াছিলেন বলিলেন। ঘটনাটি এইরূপ—তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র ও একজন আত্মীয় বড় বন্ধু ছিলেন। তাঁহারা দুজনে বরাবর পরলোকের কথা লইয়া তর্ক করিতেন, এবং দুজনে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছিলেন, যে যিনি আগে মরিবেন, পরকাল থাকিলে তিনি অপরকে যে প্রকারে হউক তাহার প্রমাণ দিবেন। এখন বিধাতার ইচ্ছায়, তাহার কিছু দিন পরে আত্মীয়টির মৃত্যু হয়। যে বাড়ী মহারাজা সূর্য্যকান্ত কিনিয়াছেন, রাজনারায়ণ বাবু তখন সেই বাড়ীতে ছিলেন। তাহার পর হইতে তাঁহার ঘরে হঠাৎ কি এক অজ্ঞাত ফল পড়িতে লাগিল। চৌকি পাহারা দিয়া কিছুই হইল না। দেওঘরের সব ডিঃ আফিসারকে সংবাদ দিলে তিনি পুলিস পাহারা দিলেন, কিন্তু কিছুতে উপদ্রব নিবারণ হইল না। কোথা হইতে ফল কিরূপে পড়ে কিছুই বুঝা গেল না। এক দিন তিনি হল ঘরে কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে আলাপ করিতেছেন এমন সময়ে 'টুক' করিয়া একটা ফল তাঁহার সম্মুখের টেবলে পড়িল। সে দিন হঠাৎ তাঁহার সেই আত্মীয়ের প্রতিশ্রুতির কথা, যাহা তাঁহার পুত্র হইতে শুনিয়াছিলেন, মনে পড়িল। তিনি তাহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—"হাঁ হে, তুই কি অমুক? তুই সেই প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলি, তাই কি এরূপে ফল ফেলিতেছিস্। তাহা যদি হয়, কই আর একটি ফল ফেল্ দেখি!" তখনই 'টুক' করিয়া আর একটি ফল পড়িল। তখন তিনি বলিলেন—"বটে! আচ্ছা বুঝা গেল। তুই এখন তোর সদ্গতি দেখ্। আর এ উপদ্রব করিস্ না।" তাহার পর হইতে আর সে উপদ্রব হয় নাই। সত্যই কবিগুরু সেক্ষপিয়ার বলিয়াছেন—

"স্বর্গে মর্ত্ত্যে আছে বহু ঘটনা এমন
স্বপ্নেও 'দর্শন' যাহা করে নি দর্শন।"

ইহাঁর পর চট্টগ্রাম হইতে এক আত্মীয় নরাধমের মৃত্যুর এক দীর্ঘ বিবরণ লিখিয়া পাঠাইলেন। তিনি লিখিলেন যে তাহার মৃত্যুর পাঁচ সাত দিন পূর্ব্বে তাঁহার সঙ্গে তাহার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। সে তাঁহাকে বলিয়াছিল—"নবীন আমার পিছে লাগিয়াছে। এবার আমার রক্ষা নাই। আমি এবার মরিব, এবং সেখানে গিয়া আবার ক্রিকেট খাড়া করিয়া রাখিব। নবীন ও তোমরা গেলে তোমাদের সঙ্গে আবার ছেলে বেলার মত ক্রিকেট খেলিব। নবীন এক দিন বুঝিবে আমি নহে, তাহার আত্মীয়েরা তাহার সর্ব্বনাশ করিয়াছে।" তিনি আরও লিখিয়াছেন যে তাহার অকস্মাৎ মৃত্যু হওয়াতে সকলের সন্দেহ হয় যে সে উক্ত ডেমেজের মোকদ্দমার ও আমার ভয়ে আত্মহত্যা করিয়াছে। স্থানীয় ব্রাহ্ম সংবাদপত্রে এ সন্দেহ অমূলক বলিয়া এক প্রবন্ধও তাহার পক্ষে প্রকাশিত হইল। শুনিলাম সে মৃত্যুর কিছু দিন পূর্ব্বে বলিয়াছিল যে সে তিন ফাকি খেলিয়া যাইতেছে,—প্রথম লেখাপড়া না জানিয়াও সে একজন উচ্চ কর্ম্মচারী ও রায় বাহাদুর হইয়াছে। দ্বিতীয় সম্পূর্ণরূপে বধির হইয়াও সে একটা দেশের উপর এ প্রভুত্ব করিয়াছে। তৃতীয়, একটা দেশ তাহার শত্রু হইয়াও কেহ তাহার কিছু করিতে পারে নাই। দেশে একটা আনন্দের ধ্বনি উঠিয়াছে। তাহার আত্মহত্যা সত্য কি মিথ্যা জানি না, যেরূপেই হউক, বড় সঙ্কট সময়ে সে স্বধামে চলিয়া গিয়াছিল। আর কিছু দিন থাকিলে তাহার বিপদের সীমা থাকিত না। বিশেষত যে মিঃ কলিয়ায়ের ভয়ে সে ছুটী লইয়া পলায়ন করিয়াছিল, সেই মিঃ কলিয়ার আবার কমিশনার হইয়া আসিয়াছেন। তাহার পরিণাম এই হইল! আর সে যাহার এই বিপদ ঘটাইয়াছিল ও যাহাকে মৃত্যু শয্যায় পর্য্যন্ত শাস্তিত করিয়াছিল, সে এখনও জীবিত, এবং সম্মানের সহিত রাজকার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া ও আজ পুত্রের

গৌরবে গৌরবান্বিত হইয়া সুখ শান্তিতে জীবনসন্ধ্যা অতিবাহিত করিতেছে। হায় ভগবান্! তুমি এরূপে তোমার সূক্ষ্ম ধর্ম্ম ও কর্ম্মনীতির দ্বারা দুষ্কৃতের বিনাশ ও সুকৃতের পরিত্রাণ সাধন কর!

একে রুগ্ন। তাহাতে এ সকল ঘটনায় প্রাণে কেমন নিরানন্দ ও উদাসীনতা সঞ্চারিত হইয়াছিল। বৈদ্যনাথও নিরানন্দের স্থান। মন্দির ও ক্ষুদ্র নন্দন পাহাড় ভিন্ন দেখিবার কিছুই নাই। যে শ্রীক্ষেত্র দর্শন করিয়া আসিয়াছে, এ মন্দির ও তাহার উৎসবাদি তাহার চক্ষে কিছুই লাগে না। আর যে পার্ব্বতী মাতার পুত্র, তাহার চক্ষে ক্ষুদ্র নন্দন শৈল কিছুই নহে। এই নিরানন্দ ও নির্জ্জনতার মধ্যে শ্রীভগবান্ একটি আনন্দের জ্যোতিঃ সঞ্চার করিলেন। এক দিন সন্ধ্যার পর বেড়াইয়া গৃহে ফিরিয়াছি এমন সময়ে সেই সয়তানের আত্মীয় বলিলেন যে দুটি স্ত্রীলোক ষ্টেশনে আমার বাড়ীর অনুসন্ধান করিতেছিল, তিনি তাহাদের আনিয়া তাঁহার ঘরে বসাইয়া রাখিয়াছেন, কারণ আমার ঘরে সে সময়ে কেহ ছিল না। স্ত্রী ও নির্ম্মল মন্দিরে গিয়াছেন। বৈদ্যনাথে দুটি স্ত্রীলোক আমার অনুসন্ধান করিতেছে!—আমি বিস্মিত হইয়া তাহাদের দেখিতে গেলাম। দেখিয়া আমার বিস্ময়ের ও আনন্দের সীমা রহিল না। অনেক ভদ্র মহিলা সময়ে সময়ে আমার কাব্যাবলী পাঠ করিয়া আমাকে পত্র লিখিয়া থাকেন। কিছু দিন হইতে সেরূপে কলিকাতা অঞ্চলের দুটি রমনী আমাকে পত্র লিখিতেছিলেন। উভয়েই শিক্ষিতা। একজনের শিক্ষা এত দূর যে তিনি আমার রৈবতক, কুরুক্ষেত্র ও প্রভাসের ধর্ম্ম ও দর্শন সম্বন্ধে এরূপ পাণ্ডিত্যপূর্ণ পত্র লিখিতেছেন যে তাহার উত্তর দিতে আমার গলদ্‌ঘর্ম্ম হইত। আমি সপরিবারে কখনও কলিকাতায় গেলে তাঁহাদের সংবাদ দিতে তাঁহারা বিশেষ অনুরোধ করিয়াছিলেন। সেজন্য এবার পীড়িত হইয়া কলিকাতায় অবস্থিতি কালে, তাঁহাদের কাছে

পুত্রের দ্বারা কার্ড পাঠাইলে, তাঁহারা দুজনেই আমাকে দেখিতে আসেন; এবং প্রথম সাক্ষাৎ হইতেই দুজনেই যেন চিরপরিচিতা আত্মীয়ার মত ব্যবহার করিতে ও স্ত্রীকে মা বলিতে আরম্ভ করেন। দেখিলাম তাঁহারা দুজনেই আসিয়াছেন। তাঁহারা পরস্পর আত্মীয়। আমি পরম আদরে তাঁহাদের গৃহে লইয়া গিয়া স্ত্রীর কাছে মন্দিরে সংবাদ পাঠাইলাম। তাঁহারা বলিলেন—যে তাঁহাদের জন্য ষ্টেশনে লোক পাঠাইতে পত্র লিখিয়াছিলেন, কিন্তু আমি সে পত্র পাই নাই। সঙ্গে একটি লোক যাহা ছিল, যে জল খাওয়ার আনিতে যে মধুপুর ষ্টেশনে নামিল, আর উঠিতে পারিল না। অতএব তাঁহারা সেখান যইতে সঙ্গীহীনা অবস্থায় বৈদ্যনাথ ষ্টেশনে চলিয়া আসেন। স্ত্রী ও পুত্র ছুটিয়া আসিলেন। এ দুটিকে লইয়া গৃহ আনন্দে পূর্ণ হইল। একজন কৃষ্ণা, অন্যা গৌরী। উভয়েই সুন্দরী ক্ষীণাঙ্গী, মধ্যযৌবনা। কৃষ্ণা গম্ভীরা, বঙ্কিম বাবুর ভ্রমর। নির্ম্মল তাহাকে "ফিলজফার" দিদি বলিত। গৌরী ঠিক যেন কমলমণি;— একটি আনন্দের ফোয়ারা। দুটিই হতভাগিনী। একজনের স্বামী মতিছন্ন ও নিরুদ্দেশ। অন্যটি বাল-বিধবা। একজনের চাপা ঈষদ হাসি। অন্যের হাসিধ্বনিতে গৃহ দিন রাত্রি মুখরিত। আমি তাহাকে পাগ্‌লি বলিয়া ডাকিতাম। আমি দেখিতে দেখিতে সুস্থ হইলাম। প্রত্যহ প্রাতে একবার হাওয়া ভক্ষণে বাহির হইতাম। কখন কখন এ দুটি আমার সঙ্গে যাইত। সমস্ত দিন তাহাদের সঙ্গে পুস্তক পাঠে ও নানা আমোদে কাটাইতাম। নির্ম্মলের দার্শনিক দিদি দুপুর বেলা আমার শয্যার পার্শ্বে বসিয়া প্রথম রৈবতক, কুরুক্ষেত্র, প্রভাস, তাহার পর গীতা পড়িত, এবং নানা বিষয়ে আমার সঙ্গে তর্ক করিত। পাগ্‌লির এ সকল আসে না! সে কবিতা পড়ে, কবিতা লেখে, এবং সমস্ত দিন হাসি তামাসা করে। অপরাহ্নে আমি আবার হাওয়া ভক্ষণে বাহির হইতাম। সময়ে সময়ে

নন্দন শৈলে সায়াহ্নে নির্ম্মল আকাশতলে বসিয়া মধুসূদনের জীবনী-লেখক যোগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের ব্রাহ্মসঙ্গীত শুনিতাম। তীর্থস্থান ও হাওয়াভক্ষণ স্থান বঙ্গ মহিলার মুক্তিরাজ্য। এখানে পুরুষেরা যেরূপ হাওয়া খাইতে বাহির হন, অপরাহ্নে মহিলারাও দলে দলে সেই সর্পিণীর কার্য্য করিতে বাহির হন। গৃহে ফিরিয়া সমস্ত সন্ধ্যা গানবাজনা ও আমোদে কাটাইতাম। আমার নির্ম্মল বেশ গাহিতে পারে। অনেক ভদ্রলোক তাহাকে তাঁহাদের গৃহে লইয়া পরিবারদের তাহার গান শুনাইতে কত খোসামুদি করিতেন। এরূপে বৈদ্যনাথের বাকী সময় বড়ই সুখে কাটিল।

বৈদ্যনাথের অনতিদূরে একটি বড় নির্জ্জন শান্তিপ্রদ স্থানে একজন সন্ন্যাসী আশ্রম নির্ম্মাণ করিয়া বহুদিন হইতে আছেন। তিনি একজন পেন্‌সন্‌ প্রাপ্ত ডেপুটি মেজিষ্ট্রেটের গুরু। একদিন নিমন্ত্রিত হইয়া অনেক হাওয়াখোর ভদ্রলোক তাঁহার আশ্রমে গেলেন। তিনি আমাকে পাইয়া বসিলেন, এবং নানামতে তাঁহার শিষ্য হইবার জন্য ইঙ্গিত করিতে লাগিলেন। আমি তখন খুলিয়া বলিলাম যে আমিও একজন খ্যাতনামা সন্ন্যাসীর শিষ্য। তিনি আমাদের বেশ খাওয়াইলেন। ভারতের অতীত আশ্রমের স্মৃতি তাঁহার আশ্রম দেখিলে ছায়ার মত হৃদয়ে ভাসিয়া উঠে। বড় আনন্দে একটা দিন কাটাইলাম। ইহার পর একদিন সেই রমণী দুটি ও নির্ম্মলকে সঙ্গে করিয়া স্ত্রী আশ্রম দেখিতে গেলেন। স্ত্রী আশ্রম দেখিয়া আনন্দ প্রকাশ করিলে, সন্ন্যাসী বলিলেন—"মাই! আনন্দ মন্‌ মে।" এই দার্শনিক কথা তাঁহার না বলিলেও চলিত। কিন্তু যেই বলিয়াছেন, অমনি সেই "দার্শনিক দিদি" তাঁহাকে পাকড়াও করিল। সে বলিল—"কেন? বাহিরে কি আনন্দ নাই? সংসারটি কি মিথ্যা?" পণ্ডিতে পণ্ডিতে কথা সমস্ত পুরিয়া। দুজনের মধ্যে ঘোরতর

দার্শনিক যুদ্ধ উপস্থিত হইল। সন্ন্যাসীর দুই একজন গ্রেজুয়েট শিষ্যও আছেন। স্ত্রী বিদায় হইয়া আসিবার সময়ে তাঁহাদের একজন স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"এটি কি আপনার কন্যা?" স্ত্রী বলিলেন তাঁহার কন্যা নহে, সে তাঁহাকে মা বলিয়া ডাকে। শিষ্য বলিলেন—"বাপ! অসাধারণ মেয়ে! বাবাজীকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিল।" স্ত্রী বাড়ী আসিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন—"তোমার দার্শনিক 'মানি' বাবাজীকে ভারি জব্দ করিয়া আসিয়াছে।"

পাগলি হিহি হাসিয়া কহিল—"ওগো! তোমার 'মানিকে' আজ্ থেকে ভট্টাচার্য্য উপাধি দেও। বাবা গো! অতবড় সন্ন্যাসীটাকে হেস্ত নেস্ত করে এসেছে।" আমি বলিলাম—"সে কি মৃণাল! তুই এত বড় একটা সন্ন্যাসীর সঙ্গে লড়্তে গিয়েছিলি?" সে গম্ভীরভাবে বলিল—"লড়্তে যাব কেন? গায়ে প'ড়ে লাগ্‌লে আমি তাকে ছাড়্‌ব কেন? ও কিসের সন্ন্যাসী। একজন ঘোর বিলাসী। মা! তুমি শুন্‌লে না, রাত্রিতে আহারের জন্য পায়রা আর মাগুর মাছ বলে দিলে।" আমিও দেখিয়াছিলাম তিনি একজন 'দস্তুর মতাবেক' গৃহী হইয়াছেন। স্মরণ হয় ধানের গোলা পর্য্যন্ত দেখিয়াছিলাম। তবে আমার পেন্‌সনপ্রাপ্ত ডেপুটি মহাশয় তাঁহার বড় ব্যাখ্যা করিতেন। তিনি আমাকে যোগ সাধনা করিতে বলিতেন। যোগে কি হয়? বড় আনন্দ হয়, কিছু দিন পরে একটা জ্যোতিঃ দেখা যায় এবং আয়ুঃ দীর্ঘ হয়। আনন্দ আর জ্যোতিঃ যাহাই হউক, আয়ুঃ দীর্ঘ হওয়া কি বড় বাঞ্ছনীয়? স্বয়ং গ্লেড্‌ষ্টোন মৃত্যু ভিক্ষা করিতেন। ইহার সমস্ত পরিবারকে এ সন্ন্যাসী যোগ শিক্ষা দিতেছিলেন। সকাল ও সন্ধ্যার সময়ে স্ত্রীলোকেরা বড় বড় চাদর জড়াইয়া চক্ষু বুঝিয়া বসিয়া থাকিত। আমার গুরুদেব এরূপ যোগকে "বুজ্‌রুকি ও ভোজকে বাজি" বলিতেন। ডেপুটী মহাশয়ও আর যাহা পাইয়া থাকুন, আয়ুঃ বড়

বেশী পাইয়াছেন বোধ হয় না, কারণ ইহার অল্প দিন পরেই তাঁহার মৃত্যু হয়।

জীবনের এ আনন্দের অঙ্ক ফুরাইল। ছুটী শেষ হইয়া আসিলে বোল্টন সাহেবকে কুমিল্লা বদলির জন্য লিখিলাম। যথা সময়ে উত্তর না পাইয়া বড় চিন্তিত হইলাম। পুত্র এক দিন প্রাতে নিদ্রা হইতে উঠিয়া বলিল—"বাবা! আমি স্বপ্ন দেখিয়াছি যে তোমার কুমিল্লা বদলির অর্ডার আসিয়াছে।" সে ছুটিয়া পোষ্ট আফিসে গেল। সত্য সত্যই সেই ডাকে কুমিল্লা বদলির সংবাদ আসিয়াছে। আমারা, বৈদ্যনাথ ছাড়িবার আয়োজন করিতে লাগিলাম। সে দিন হইতে বালিকা দুটির চক্ষের জল ধারায় পড়িতে লাগিল। তাহাদের অশ্রু দেখিয়া, তাহাদের ছাড়িয়া যাইতে হইবে বলিয়া, আমার হৃদয়ও ডুবিয়া গেল। আমরাও অশ্রু সম্বরণ করিতে পারিলাম না। তাহাদের সঙ্গে করিয়া বৈদ্যনাথ ত্যাগ করিলাম, এবং কলিকাতার নিকট এক ষ্টেশনে তাহাদের রাখিয়া গেলাম। সমস্ত পথ তাহাদের অশ্রুর বিরাম ছিল না। ষ্টেশনের সেই বিদায়-দৃশ্যে পাষণ দ্রব হইল। স্বয়ং ষ্টেশন মাষ্টার এই দৃশ্য দেখিয়া থাকিতে পারিলেন না। জিজ্ঞাসা করিলেন—"ইহারা আপনার কে হয়?" আমি বলিলাম—"কিছুই হয় না।" তিনি বিস্মিত হইলেন। ট্রেন খুলিল। যতদূর দেখা যাইতেছিল তাহাদের অশ্রু ষ্টেশনের একটি স্তম্ভ বাহিয়া, ও আমাদের অশ্রু গাড়ীর গবাক্ষ বাহিয়া পড়িতেছিল। তাহাদের সেই কাতর মুখ আমি জীবনে ভুলিতে পারিব না। ইহার পর যখন সেই ষ্টেশন হইয়া গিয়াছি, যে স্থানে তাহারা দাঁড়াইয়াছিল সেই স্থানটি দেখিয়া আমি অশ্রু বিসর্জ্জন করিয়াছি। ধরাতলে রমণী-হৃদয়ই স্বর্গ এবং প্রকৃত স্নেহই সুধা। শ্রীভগবান্ দুটির হতাশ হৃদয়ে সুখ শান্তি বর্ষণ করুন! বৈদ্যনাথ হইতে বাড়ী গেলাম। তাহার পর কুমিল্লায় গেলাম।

কুমিল্লা।

স্মরণ হয় ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে সন্ধ্যায় ট্রেণে চট্টগ্রাম হইতে আমি একা রওনা হইয়া কুমিল্লা রাত্রি তিনটার সময়ে পঁহুছিলাম। পথে ফেণীতে বহু ফেণীবাসী দেখিতে আসিয়াছিল। কুমিল্লা বদলিতে তাহাদের বড় আনন্দ, কারণ কুমিল্লা ফেণীর খুব নিকট। দেবতার সঙ্গে আমার যেরূপ সম্পর্ক সারা রাত্রিতে একটু একটু বৃষ্টি হইতেছিল। পুরাতন বন্ধু বাবু শশীভূষণ দত্ত কুমিল্লার ডিঃ ইঞ্জিনিয়ার আমাকে ষ্টেশন হইতে তাঁহার গৃহে তাঁহার এক অপূর্ব্ব 'ডগ কার্টে' লইয়া গেলেন। গাড়ীখানি প্রকৃতই 'ডগকার্ট',কারণ টাট্টু দুটি শশী ভায়া কোথা হইতে সংগ্রহ করিয়াছিলেন জানি না, 'ডগ' (কুকুর) অপেক্ষা তাহারা বড় বেশী বড় হইবে না। শশী রায় বাহাদুর হইয়া যখন তাহাদের যুড়িতে চালাইতেন, আমি তখন বাহক দুটিকেও 'রায় বাহাদুর' ও 'খাঁ বাহাদুর' উপাধি দিয়াছিলাম। শশী নিজেও একজন ক্ষণজন্মা পুরুষ। সাতাশ বৎসর পূর্ব্বে আমি যখন চট্টগ্রামে ডেপুটি মেজিষ্ট্রেট, শশী তখন একজন বাঙ্গালী একৃজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ারের পুত্রের 'প্রাইভেট টিচার' হইয়া চট্টগ্রামে আসে। সে অবস্থায় অসাধারণ উদ্যোগ, উৎসাহ ও অধ্যবসায়ের বলে শশী ইঞ্জিনিয়ারিঙ্গ বিদ্যা একটুক একটুক শিক্ষা করিয়া 'ওভারসিয়ার' হইতে চট্টগ্রাম পার্ব্বত্য অঞ্চলের ডিঃ ইঞ্জিনিয়ার হইয়া, বহুকাল সেখানে অতিবাহিত করে। তাহার পর কয়েক বৎসর যাবৎ শশী কুমিল্লার ডিঃ ইঞ্জিনিয়ার। চট্টগ্রামে এমন নর নারী নাই যে শশীকে চেনে না ও ভালবাসে না। কুমিল্লায়ও তদ্রূপ। শশীও বলা বাহুল্য সাহেব সেবায় ও বশীকরণে সিদ্ধহস্ত। কিন্তু শশী সর্ব্বজনোপকারী, কাযেই সর্ব্বজনপ্রিয়। জেলার সর্ব্বপ্রধান রাজকর্ম্মচারী হইতে, পেয়াদা ও মুটে মজুর পর্য্যন্ত শশী

সকলের সাহায্যকারী, সকলের বিপদের বন্ধু, সঙ্কটের মন্ত্রী, রোগের ঔষধ, দুঃখে দুঃখী, সুখে সুখী। শশী সত্য সত্যই তৃণ হইতে নীচ, শশীর তরুর মত সহ্যগুণ, এবং শশী মানহীন ব্যক্তিরও মানদাতা। অতএব ভগবান্ এমন লোকের উন্নতি করিবেন না কেন? শশী ভায়ার 'রায় বাহাদুরি' বৈঠকখানা খানিও তাঁহার 'ডগ কার্টের' যুড়ী। উহা মুকুন্দরামের কালকেতুর "কুঁড়িয়া ঘর"। এ গৃহে নিশির অবশিষ্ট অংশ কাটাইয়া প্রাতে প্রথমে স্নেহাস্পদ ভ্রাতা তারাচরণের বাসায় গেলাম। দু এক দিন আগে তারাচরণ চাঁদপুর হইতে বদলি হইয়া এখানের মুনসেফ হইয়া আসিয়াছে। এটি আমার বিশেষ সান্ত্বনার বিষয় হইয়াছিল। তাহার পর ভায়ারা আমার জন্য যে 'বাঙ্গলা' ঠিক করিয়াছিলেন, আমার সেই ভবিষ্যৎ আবাস দেখিতে গেলাম। তাঁহারা লিখিয়াছিলেন এ 'বাঙ্গলাতে' এক মেম সাহেব ছিলেন। আমি মনে করিয়াছিলাম তবে চট্টগ্রামের 'বাঙ্গলার' মত হইবে। কিন্তু ও হরি! গৃহ দেখিয়া ও তাহার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম যে এও সেই ময়মনসিংহের বাঙ্গলার দ্বিতীয় সংস্করণ কি সহোদর ভ্রাতা। সেইরূপ দুখানি মাত্র কাম্‌রা। ময়মনসিংহের 'বাঙ্গলায়' চাটাইয়ের বেড়া ছিল, এটিতে বাঁশের বেড়া। তাহার মেজে পাকা ছিল; ইহার তাহাও নাই। তাহার বারণ্ডা খোলা ছিল; ইহার পশ্চিমমুখী বারণ্ডায় বাঁশের জাফ্‌রি। দেখিতে ঠিক যেন চট্টগ্রামের মুর্গি রাখিবার ঘর। আমার চক্ষু সজল হইল। আমার সেই পাহাড়ের বাড়ীতে আবার কয়েক দিন কাটাইয়াছি। হায় ভগবান্! আবার কি আমাকে এরূপ গৃহে আনিলে? বুঝিলাম আমার পরীক্ষা শেষ হয় নাই। ময়মনসিংহে এরূপ গৃহে থাকিয়া মৃত্যুশয্যায় শায়ী হইয়াছিলাম। সেই রোগগ্রস্ত শরীরে কিরূপে এ ঘরে থাকিব? শুনিলাম ইহার অপেক্ষা ভাল ঘর কুমিল্লায় পাওয়া যাইবে না। গৃহস্বামী

বাবু আনন্দ চন্দ্র রায় সঙ্গে ছিলেন। তিনি একজন স্থানীয় জমীদার ও বড় কণ্ট্রাক্টর এবং সহৃদয় লোক। তিনি আমার অবস্থা দেখিয়া বলিলেন আমি এই ঘরের যেরূপ পরিবর্ত্তন করিতে বলিব, তিনি আমার সুবিধার জন্য তাহা করিবেন। আমি বলিলাম—"সে বড় সহজ কথা নহে। তিনি আমার জন্য এত টাকা ব্যয় করিবেন কেন?" তিনি বলিলেন—"আমার পসন্দে তাঁহার ঘরের উন্নতি হইলে তাঁহারই লাভ।" আমি বলিলাম—"তাহা হইলে আমি ইহার উপর কবিগিরি করিতে পারি।" সে দিনই এই গৃহে আসিয়া পর দিন হইতে তাহাতে কবি-কল্পনা খাটাইতে আরম্ভ করিলাম। প্রথম অস্ত্র চিকিৎসা করিয়া চারিদিকে দরজা জানালা কাটাইলাম। দুই দিকে দুই থান চৌচালা কামরা, এবং সম্মুখের বারণ্ডার জাফরি ফেলিয়া দিয়া অষ্টকোন সমন্বিত এক আটচালা বারণ্ডার মধ্যস্থলে নূতন ফেসনে যোগ করিয়া দিলাম। মেজে পাকা করিয়া লইলাম। সমস্ত দ্বার ও জানালায় আয়না ও কাঠের কপাট দিলাম, এবং বেড়ার গায়ে ভিতর দিকে আর এক প্রস্ত চাটায়ের বেড়া, ও উপরে চাটায়ের ছাদ দিয়া, বাহিরে বসন্তী রঙ্গ ও ভিতরে কক্ষে কক্ষে গোলাপী, আসমানি ও সামুদ্রী রঙ্গ দিলাম। সম্মুখের প্রাঙ্গনের মধ্যস্থলে এক গোল বেদী নির্ম্মাণ করিয়া তাহার শীর্ষস্থানে কামিনী এবং তাহার চারি পার্শ্বে কলিকাতা হইতে আনিয়া উদ্যান-তাল রোপন করিলাম। প্রাঙ্গনের প্রান্ত সীমায় নানাবিধ ফুল রোপন করিয়া স্থানে স্থানে বিচিত্র কেয়ারি করিয়া season flower (ঋতুফুল) বসাইলাম, এবং স্থানে স্থানে 'গেট' ও কুঞ্জ নির্ম্মাণ করিয়া তাহার উপর নানাবিধ লতা তুলিয়া দিলাম। পশ্চাতের প্রাঙ্গনে নানাবিধ ফলবৃক্ষ কলিকাতা হইতে আনাইয়া লাগাইলাম। বাড়ীর নাম রাখিলাম গৃহস্বামীর নামে Anand Lodge (আনন্দালয়)। কুমিল্লায় একটা sensation (তোলপাড়)

পড়িয়া গেল। প্রত্যহ ছোট বড় কত লোক আমার দৌলতথানা দেখিতে আসিতে লাগিল। এক দিন সন্ধ্যার সময়ে বৃদ্ধ পুলিস সাহেব আসিয়া উপস্থিত। তিনি বলিলেন— "নবীন বাবু! আমার স্ত্রী প্রত্যহ এই পথ দিয়া যান। ' তিনি বলিলেন আপনি এই পচা গর্ত্তটাকে একটি স্বর্গে পরিণত করিয়াছেন, তাই আমি দেখিতে অসিলাম।" বাঙ্গালীর ঘর সাহেব দেখিতে আসিয়াছেন—কি অকথ্য সম্মান! বাহিরে সকল তন্ন তন্ন করিয়া দেখিয়া তিনি ঘরে প্রবেশ করিলেন। প্রশংসা আর তাঁহার মুখে ধরে না। তিনি বলিলেন—"আমি শুনিয়াছি আপনি বাঙ্গলার প্রধান কবি। এ যাদুগিরি কবিরই উপযুক্ত। এ স্থানটি ঠিক যেন কোনও যাদুকর পরিবর্ত্তন করিয়াছে।" এক দিন মেজিষ্ট্রেট ও তাঁহার ভ্রাতা পুলিস ইনস্‌পেক্টার জেনারেল 'বাইক' করিয়া আমার গৃহের সম্মুখ দিয়া যাইতেছেন। আমি সেই অষ্টকোণ বারণ্ডার সবুজ চিকের মধ্যে বসিয়া 'কবিগিরি' করিতেছি। মেজিষ্ট্রেটের ভাই চেঁচাইয়া পশ্চাৎ হইতে বলিলেন—"Halloh! what's this? Is it a theatre? (বাহাবা এ টা কি? এ টি কি থিয়েটার?)" মেজিষ্ট্রেট বলিলেন—"না। আমার ডেপুটি মেজিষ্ট্রেট নবীন বাবুর ঘর। এটা আগে একটা নরক ছিল।"

কুমিল্লা সহরটি বড়ই সুন্দর। স্থানে স্থানে কয়েকটি প্রকাণ্ড দীর্ঘিকা পানীয় জলের জন্য রক্ষিত (reserved) হইয়াছে। স্বচ্ছ গভীর নীল সলিলে তরঙ্গ খেলিতেছে। ইহাই কুমিল্লার সুস্বাস্থ্যের এক মাত্র কারণ। আয়ত রাস্তার দুই ধারে বিশাল বট ও অশ্বত্থ শ্রেণী। দ্বিতীয় প্রহর দিবসেও রাস্তা শীতল ছায়ান্বিত। কিন্তু আগরতলার রাজনীতির কল্যাণে সমস্ত সহরে কেবল টিনের ছাউনিযুক্ত বাঁশের ঘর। বড় বড় জমীদারের দৌলতখানাও এরূপ। দেখিলে হাস্য সম্বরণ করা যায় না। পূর্ব্বে বলিয়াছি আগরতলা রাজ্যটার উপর বিধাতার কি অভিশাপ আছে। শাসন

কার্য্যে যাহার কিঞ্চিন্মাত্র অভিজ্ঞতা আছে, এমন লোককে মন্ত্রী নিয়োজিত করা আগরতলার রাজনীতি নহে। বহু পূর্ব্বে চট্টগ্রামবাসী আমার আত্মীয়েরা আগরতলার পুরুষানুক্রমিক দেওয়ান ছিলেন। চট্টগ্রাম সহরে এজন্য যেখানে তাঁহাদের বাসস্থান ছিল তাহা এখনও 'দেওয়ান বাজার' বলিয়া পরিচিত। চট্টগ্রামের শেষ দেওয়ান ৺কৃষ্ণচন্দ্র রায়। তাঁহার পর হইতে আগরতলা পূর্ব্ববঙ্গের একচেটিয়া মহল হইয়াছে। ভূতপূর্ব্ব মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্য একজন বুদ্ধিজীবী লোক ছিলেন। সঙ্গীত ও চিত্রশিল্পে তাঁহার সমকক্ষ ভারতবর্ষে কেহ ছিল না। তবে রাজকার্য্যে তিনি বড় বীতরাগ ছিলেন। তিনি কিরূপে পূর্ব্ববঙ্গের একটি দলের ক্রীড়াপুতুল হইয়াছিলেন, ইহারা নিজের স্বার্থ সাধনের জন্য কিরূপে তাঁহার রাজ্যে এক জলপ্লাবন ঘটাইয়াছিল, সেই 'জলপ্লাবনে' কিরূপে মহারাজার স্থানীয় কর্ম্মচারী সকলে ভাসিয়া গিয়া, তাহাদের স্থান ষড়যন্ত্রকারীদেয় আত্মীয় water fowls 'জলচরেরা' পালে পালে আসিয়া গ্রহণ করিয়াছিল, তাহাতে কিরূপে মহারাজ চৌদ্দ পনর লক্ষ টাকার ঋণগ্রস্ত হইয়াছিলেন, ও সমস্ত রাজ্যে জলচরদের উৎপীড়নে আগুন জ্বলিয়া উঠিয়াছিল, এবং এ আগুন হইতে ত্রিপুরা রাজ্য রক্ষা করিতে গিয়া আমি কিরূপ ঘোরতর বিপদস্থ হইয়াছিলাম তাহা আমার ফেনী জীবনীতে বলিয়াছি। সে সময়ে পূর্ব্ববঙ্গবাসী আমার জনৈক বন্ধু এসিস্‌টাণ্ট পলিটিকেল এজেণ্ট ছিলেন। তিনি মহারাজার বিরুদ্ধে এ সকল বিশৃঙ্খলা উপলক্ষে রিপোর্ট করিয়া মহারাজাকে শরশয্যা-শায়ী করিয়া তুলিলেন। এ সুযোগে গবর্ণমেণ্ট রাজ্যটি গ্রাস করিবার ছিদ্র খুঁজিতে লাগিলেন। নোয়াখালির সেই 'মানিনী মেজিষ্ট্রেট' আমার কাছে রিপোর্ট চাহিলে আমি লিখিলাম যে তখন মহারাজার ফেনীর জমীদারিতে কোনও রূপ অশান্তি নাই। তিনি আমার কাছে বত্রিশ

প্রশ্ন পাঠাইয়া মহারাজার প্রত্যেক তহসিল কাছারি পরিদর্শন করিয়া তাহার উত্তর দিতে আদেশ করিলেন। উত্তর এক রাশি গেল। তাহাতে বরং ইহাই প্রকাশ পাইল যে প্রজারা খাজনা দিতেছে না। তাহাদের রাম-রাজা হইয়াছে। 'মানিনী' ইহাতে দাঁত ফুটাইতে না পারিয়া, আমি মহারাজার পক্ষপাতিত্ব করিতেছি বলিয়া আমার ফেনী হইতে বদলির জন্য আমার বিরুদ্ধে ঘোরতর রিপোর্ট করিলেন। আমার রক্ষা যে তখন লায়েল সাহেব কমিশনার। তিনি আমাকে বেশ জানিতেন। এ সময়ে লেঃ গবর্ণর সার ষ্টুয়ার্ট বেলি এ সকল গোলযোগের জন্য চট্টগ্রাম আসিলেন। তখন রেল খোলে নাই। কুমিল্লা একপ্রকার অগম্য স্থান ছিল। এজেণ্ট বাবু ও মহারাজার এক দেওয়ান লেঃ গবর্ণরের সঙ্গে দেখা করিতে চট্টগ্রাম যাইবার সময়ে আমার ফেনী গৃহে আহার করিয়া গেলেন। তাহার দুই দিন পরে প্রাতে আমি কয়েক জন দর্শকের সঙ্গে আলাপ করিতেছি, দেওয়ান বিষন্ন মুখে ফিরিয়া আসিয়া আমাকে বলিলেন যে আমার সঙ্গে তাঁহার একটা গোপনীয় কথা আছে। আমি উঠিয়া কক্ষান্তরে গেলে, তিনি আমার হাত ধরিয়া বলিলেন—"আপনি স্বীকার করুন যে আপনি আমাদের মন্ত্রীত্ব গ্রহণ করিবেন?" আমি বলিলাম—"এ কি কথা? অকস্মাৎ এ প্রস্তাব কেন? ষ্টুয়ার্ট বেলি কি বড় উৎপাত করিয়াছেন?" তিনি বলিলেন—"সে সকল কথা বলিবার আমার সময় নাই। আমাকে যত শীঘ্র পারি আগরতলায় যাইতে হইতেছে। আপনি মন্ত্রীত্ব স্বীকার করিয়াছেন বলিয়া মহারাজাকে বলিতে আমি অনুমতি চাহি।" আমি বলিলাম যে এরূপ একটা গুরুতর বিষয়ের আমি তৎক্ষণাৎ উত্তর দিতে অক্ষম। আমি যদি মন্ত্রীত্ব গ্রহণ করি, তবে কেবল বেতনের অনুরোধে করিব না। যদি কার্য্য করিতে পারি বুঝি, তবেই করিব। অতএব মহারাজ আমাকে কি নিয়মে লইতে চাহেন,

তাহা লিখিলে আমি আমার অভিপ্রায় জানাইব। তিনি চলিয়া গেলেন, আর অমনি এজেণ্ট বাবু প্রবেশ করিলেন। তিনি এ পথে ফিরিবেন না বলিয়া আমাকে বলিয়া গিয়াছিলেন। অতএব তাঁহাকে দেখিয়া আমি বিস্ময় প্রকাশ করিলে, তিনি সে কথার উত্তর না দিয়া, আগ্রহের সহিত দেওয়ানের সঙ্গে আমার কি কথা হইল জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি তাঁহাকে ভ্রাতার মত বিশ্বাস করিতাম। সকল কথা খুলিয়া বলিলাম। তিনি বলিলেন—"তুমি যদি যাও তবে আর কথা নাই। আগরতলার পরম সৌভাগ্যের কথা হইবে। তবে যে নিয়ম স্থির কর, তৎসম্বন্ধে আমার সঙ্গে পরামর্শ করিও।" আমি বলিলাম—"তাহা নিশ্চয় করিব। কিন্তু তুমি মন্ত্রী হও না কেন? তুমি এত দিন আগরতলায় আছ। রাজ্যের সকল অবস্থা জান। অতএব তোমাকে ফেলিয়া মহারাজা অন্য লোক খুঁজিতেছেন কেন?" তিনি বলিলেন—"তুমি এ কথা পূর্ব্বেও বলিয়াছ। কিন্তু তুমি নিশ্চয় জানিও আমি এ পদ স্বীকার করিব না। আমি এতকাল মহারাজার বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছি। এখন কি তাঁহার চাকুরি করিতে পারি?"

তাহার পর সমস্ত বঙ্গদেশ বিস্ময়ে পূরিত করিয়া 'অমৃতবাজার' প্রকাশ করিল যে এজেণ্ট বাবু কুমিল্লার মেজিষ্ট্রেটকে সঙ্গে লইয়া মহারাজকে ভয় দেখাইয়া বলপূর্ব্বক তাঁহার দ্বারা পাঁচ বৎসরের জন্য রাজ্যত্যাগ পত্র স্বাক্ষর করাইয়া লইয়াছেন। "অমৃতবাজার" আগুণ জ্বালাইয়া এ পত্র পোড়াইল। বীরচন্দ্র মাণিক্য বড় চতুর লোক ছিলেন। তাঁহার বোধ হয় সন্দেহ হইয়াছিল যে এজেণ্ট মহাশয় কেবল তাঁহার মন্ত্রী হইবার জন্য তাঁহার উপর এ সকল উৎপীড়ন ঘটাইতেছেন। কিছু দিন পরে আমি বন্ধু হইতে পত্র পাইলাম—"তুমি শুনিয়া আশ্চর্য্য হইবে আমি মন্ত্রীত্ব স্বীকার করিয়াছি। মহারাজার নুণ খাইব ইহা আমার অদৃষ্টে লেখা ছিল।" আমি বলিলাম—"বটে! never consenting consented."

তিনি আমার কাছে একটা শাসন-প্রণালী চাহিয়াছেন। আমি বলিলাম—আমি কি প্রণালী পাঠাইব। তিনি আমার অপেক্ষা ত্রিপুরা-রাজ্যের খবর অধিক রাখেন। কিন্তু তিনি কিছুতেই ছাড়িলেন না। তখন জমীদারিটা কয়েকটি 'সার্কেলে' (বিভাগে) বিভাগ করিয়া প্রত্যেক "সার্কেলে" একজন মেনেজার নিয়োজিত করিতে, এবং আরও কি কি করিতে লিখি। তাহার কিছু দিন পরে তাঁহার "জবাকুসুম সঙ্কাশ" মলাটযুক্ত প্রথম Administration Report (বার্ষিক রিপোর্ট) আমাকে পাঠাইয়া তাহার প্রত্যেক 'পেরার' পার্শ্বে আমার মত লিখিয়া পাঠাইতে অনুরোধ করিলেন। আমি দেখিলাম উহা বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের জন্য লিখিত। লিখিলাম যে ইহাতে মহারাজা অসন্তুষ্ট হইবেন এবং এই রিপোর্ট হয়ত তাঁহার মন্ত্রীত্বের শেষের আরম্ভ। তাহাই হইল। কিছু দিন পরে শুনিলাম মহারাজ তাঁহাকে পদচ্যুত করিয়াছেন, এবং তিনি পদরক্ষার জন্য তদানীন্তন লেঃ গবরর্ণর ইলিয়টের কাছে রাজ্যজরিপের দরখাস্ত করিয়াছেন। ইলিয়ট জন্মান্তরে বোধ হয় জরিপের আমিন ছিলেন। জরিপ তাঁহার একটা হলোওয়ের বটি, সর্ব্বশাসন রোগের ঔষধ। দারভাঙ্গার মহারাজা পার্লিয়ামেণ্টে তাঁহার এই বটির প্রতিকূলে প্রশ্ন উঠাইলেন। ষ্টেট সেক্রেটারী তাহার উত্তরে বলিলেন যে উহা এমন উৎকৃষ্ট চিজ্ যে পার্ব্বত্য ত্রিপুরার স্বাধীন রাজা তাহার জন্য দরখাস্ত করিয়াছে। এরূপে ইলিয়টের মুখ রক্ষা হইলে তিনি কুমিল্লায় আসিলেন। চতুর মহারাজ এক চালে বাজিমাৎ করিলেন। তিনি বলিলেন যে ইলিয়টের একজন বিশেষ বন্ধুকে পদচ্যুত মন্ত্রীর স্থলে তিনি মেনেজার করিয়াছেন। তখন এজেণ্ট মন্ত্রী ঘোরতর অপমানিত হইয়া ডেপুটি কলেকক্টরত্ব প্রাপ্ত হইলেন, এবং ঘোর বৈরাগ্য অবলম্বন করিলেন। চুলে খোঁপা বাঁধিলেন, মৎস্য মাংস ত্যাগ করিলেন।

আমি কুমিল্লায় আসিবার কিছু দিন পূর্ব্বে বীরচন্দ্র মাণিক্য পরলোক-প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কুমিল্লায় আসিয়া শুনিলাম যে বর্ত্তমান মহারাজা 'জলচরের দল ঝাঁটাইয়া' তাড়াইয়া দিয়া নিজে 'সুন্দররূপে' রাজ্যশাসন করিতেছেন। কিন্তু 'জলচরের' মধ্যে এজেণ্টের বন্ধুরূপী এক কচ্ছপ ছিল। সে আবার ধীরে ধীরে রাজ্যে প্রবেশ লাভ করিয়াছে, এবং কুমিল্লায় আসিয়া শুনিলাম যে কচ্ছপের বাহন পেন্‌সন্ লইয়া, এবং পূর্ব্ব অপমান পকেটস্থ করিয়া আবার ঘন ঘন আগরতলায় যাতায়াত করিতেছেন। তাহার পর মহারাজা তাঁহার এক পুত্রকে হঠাৎ যুবরাজ পদে বরণ করিলেন। ত্রিপুরা রাজ্যের পুরুষানুক্রমিক নিয়মানুসারে যিনি মহারাজা হন তিনি একজন 'যুবরাজ' ও 'বড় ঠাকুর' মনোনীত করেন। মহারাজ অভাবে যুবরাজ রাজা হন এবং বড়ঠাকুর যুবরাজ হন। বর্ত্তমান "বড়ঠাকুর" একজন সুশিক্ষিত তেজস্বী লোক। তিনি এ যুবরাজ নিয়োগের প্রতিকূলে আপিল করিলেন। আগরতলায় আবার আগুণ জ্বলিল। আগরতলায়ও "বাঃ বুদ্ধিমানদের" আধিপত্য। কচ্ছপ বুঝাইলেন যে তাঁহার বাহন পুরাতন এজণ্ট ভিন্ন এ আগুণ আর কে নিবাইতে পারে? কাযেই তিনি আবার সহস্র রজত মুদ্রায় বৈরাগ্য ছাড়িয়া মন্ত্রী হইয়াছেন, খোঁপা কাটিয়াছেন, আবার মৎস্য মাংস ধরিয়াছেন। কিন্তু সে আগুণ এখনও দাউ দাউ করিয়া জ্বলিতেছে, এবং পার্ব্বত্য ত্রিপুরা রাজ্য ভস্ম হইতেছে। এই মন্ত্রীকেই তাড়াইবার জন্য বীরচন্দ্র মাণিক্য আপন রাজ্যের স্বাধীনতা পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিয়া বৃটিশ রাজ হইতে সনন্দ লইতে স্বীকার করিয়াছিলেন। তদনুসারে বর্ত্তমান মহারাজা কেবল রাজার সনন্দ মাত্র পাইয়াছিলেন। তিনি এখনও নিজে সিংহাসনে স্থির হইয়া বসিতে পারেন নাই। একটি অষ্টমবর্ষীয় বালকও বুঝিতে পারে যে এ সময়ে তাঁহার কাহাকেও যুবরাজ করিবার বিশেষ কিছু প্রয়োজন ছিল না। জীবনের কিছুই

নিশ্চয়তা নাই। হয় ত তাঁহার পূর্ব্বে বড় ঠাকুরের কি তাঁহার পুত্রের মৃত্যু ঘটিতে পারে। তিনি মৃত্যুশয্যায়ও যাহাকে ইচ্ছা যুবরাজ নিযুক্ত করিয়া যাইতে পারিতেন। কিন্তু মহারাজ অপেক্ষা করিতে পারিলেও মন্ত্রী মহাশয় যে পারেন না। তাঁহার ষাট বৎসর বয়স, বৈরাগ্য ত্যাগ করিয়া মাসে মাসে সহস্র মুদ্রা উপার্জ্জনের আর সময় কই? মহারাজার নাম রাধাকিশোর। আমি তাঁহাকে 'সাধা কিশোর' বলিয়া থাকি। পূর্ব্বে একটা তপস্যা না করিলে কেহ ত্রিপুরার মহারাজকে দেখিতে পাইত না। এখন মহারাজ যেখানে সেখানে যান, যখন তখন কুমিল্লায় আসেন, এবং তাঁহার প্রাইভেট সেক্রেটারি স্বনামধন্য "সন্দেশ সাহেবের" পার্শ্বে বসিয়া নগর ভ্রমণ করেন। সন্দেশ সাহেব তাঁহাকে বাম হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুলির গুতা দিয়া এটা সেটা দেখান। নগরবাসীরা দেখিয়া ম্রিয়মাণ হয়।

একবার তিনি এরূপে দলবলে কুমিল্লা আসিয়াছেন, কারণ লেঃ গভর্ণর কুমিল্লায় আসিতেছেন। মন্ত্রী মহাশয় 'বড় ঠাকুরের' জনৈক বেরিষ্টারের সঙ্গে আমার গৃহে উপস্থিত হইয়া বেরিষ্টারকে তাঁহার আত্মীয় বলিয়া পরিচয় দিলেন। সে তখনই বলিল—"তোমার আত্মীয়তা রাখ, তুমি এখন বড় ঠাকুরের গ্রীবাচ্ছেদী আগরতলার ঘৃণিত মন্ত্রীর মত কথা কহ।" তাহার পর দুজনের মধ্যে ঘোরতর বাক্‌যুদ্ধ উপস্থিত। শেষ মারামারির গতিক হইলে আগরতলার এমন একটি মূল্যবান মন্ত্রী হত্যার সম্ভাবনা দেখিয়া আমি তাঁহাকে গাড়ীতে তুলিয়া দিলাম। তিনি তখন বলিলেন যে তিনি একটা কথার পরামর্শের জন্য আসিয়াছিলেন—মহারাজা লেঃ গভর্ণরের অভ্যর্থনার জন্য রেলওয়ে ষ্টেশনে যাইবেন কি না। আমি কোনও মত প্রকাশ করিতে চাহিলাম না। কিন্তু তিনি ছাড়িবেন না। পরে বলিলাম আগে মহারাজার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে লেঃ গভর্ণর আগরতলায় যাইতেন। এখন মহারাজা নিজে তোমার পূর্ব্ব মন্ত্রীত্বের ফলে লেঃ গভর্ণরের সঙ্গে

সাক্ষাতের জন্য কুমিল্লা পর্য্যন্ত আসিয়াছেন! তাহার পরও কি তিনি মহারাজকে রেলওয়ে ষ্টেশনে লইয়া আর্দ্দালিদের পার্শ্বে দাঁড় করাইতে চাহেন? তিনি বলিলেন যে তবে উহা আমার মত নহে বলিয়া তিনি মহারাজাকে বলিবেন। কারণ মহারাজা আমাকে বড় শ্রদ্ধা করেন। তাহার পর এক দিন তাঁহাকে আমার গৃহে প্রাতঃকালে আহারের নিমন্ত্রণ করিয়াছি। আমার আরও দুটি বন্ধু নিমন্ত্রিত ছিলেন। বড় ঠাকুরকে লঙ্ঘন করিয়া মহারাজার যে যাহাকে তাহাকে, এমন কি মন্ত্রী মহাশয়কে পর্য্যন্ত যুবরাজ করিবার অধিকার আছে ইহা বুঝাইবার জন্য তিনি আগরতলার ইতিহাস আরম্ভ করিলেন। এই পুরাণ পাঠের আরম্ভেই আমি অন্য কার্য্যের ছলনায় সরিয়া পড়িলাম। এক বন্ধুর তন্দ্রা আসিল। দ্বিতীয় বন্ধু ফেণীর জনৈক উকিল। মন্ত্রী মহাশয় এ গরীবকে পাকড়াও করিলেন। সে নিরাশ্রয় হইয়াও পুরাণ শ্রবণ করিল। সে যেন ঠিক ফাঁসি কাষ্ঠে বসিয়া আছে। আহারের সময়েও তাহার অব্যাহতি নাই। এ ঘটনার পর তিনি আমাকে মহারাজা ও 'বড় ঠাকুরের' মধ্যস্থ হইয়া এ বিবাদ মিটাইতে বলিলেন। বলিলেন উভয় পক্ষ আমাকে শ্রদ্ধা করেন, আমি এ কার্য্য পারিব, তবে পুত্রের যুবরাজত্ব রহিত হইলে আত্মহত্যা করিবেন। আমি নানা কারণে অসম্মত হইলাম।

ইহার কিছু দিন পরে সেই বেরিষ্টার আবার আমার গৃহে অতিথি হইয়া উপস্থিত। তখন এক অদ্ভুত উপাখ্যান শুনিলাম। তিনি 'বড় ঠাকুরের' সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে সন্ধ্যার সময়ে আগরতলা পঁহুছেন। ইনি যুবক, এখনও ব্যবসায়ে এপ্রেণ্টিস মাত্র। কিন্তু ইহাতেই আগরতলায় এক বিপ্লব উপস্থিত হইল। মহারাজ তাঁহার 'বাঃ বুদ্ধিমান' মন্ত্রী ও আমাত্যদের লইয়া সভাস্থ হইয়া সমস্ত রাত্রি এই গুরুতর বিষয়ের আলোচনা করিয়া প্রভাত সময়ে স্থির করিলেন যে এ মসককে বলপূর্ব্বক আগরতলা হইতে

বিতাড়িত করিতে হইবে। মহারাজ ডাকিয়াছেন বলিয়া তাহাকে প্রভাতে আনিয়া কর্ণেল সাহেবের—তাঁহার বেতন শুনিয়াছি পঞ্চাশ মুদ্রা—'অর্ডালি' কক্ষে তাহাকে আবদ্ধ করা হইল। 'অর্ডালি' গৃহও বংশনির্ম্মিত কুঁড়ে ঘর, তাহারও অর্দ্ধাঙ্গ রোগে অর্দ্ধেক অঙ্গ ধরাশায়ী হইয়াছে। কর্ণেল সাহেবের সৈন্য সারজন ফলসৃটাকের men in Buckramর জীবন্ত আদর্শ। সংখ্যায় তাহারা ৮৯॥১৫ জন কি এরূপ। তাহারা ভগ্ন পুরাতন পাথরি বন্দুক স্কন্ধে লইয়া, ও শতগ্রন্থিযুক্ত শতরূপ পরিচ্ছদে সজ্জিত হইয়া, তাহাকে ভীষণরূপে বেষ্টন করিল। আবার মহারাজা তাঁহার 'বাঃ বুদ্ধিমানদের' লইয়া সভাস্থ হইলেন। ছয় ঘণ্টাকাল গুরুতর পরামর্শের পর সিদ্ধান্ত হইল যে শিকারকে ডাক বাঙ্গলায় পেট ভরিয়া আহার করাইয়া হস্তিপৃষ্টে রেলওয়ে ষ্টেশনে প্রেরণ করিতে হইবে। কি গুরুতর দণ্ড! ডাক বাঙ্গলায় বন্দী যাইবার সময়ে মন্ত্রীর গৃহে গেল। তিনি "খাইছে! খাইছে!" বলিয়া চীৎকার করিয়া পশ্চাৎ ফিরিয়া বসিয়া দুই হাত পশ্চাতে লইয়া তাহাকে চলিয়া যাইতে ঘন ঘন সঙ্কেত করিতে লাগিলেন। বন্দী হাসিয়া আকুল। তাহার পর তৃপ্তির সহিত আহার করিয়া যে আগরতলা হইতে চলিয়া গিয়া গবর্ণমেণ্টে আবেদন করিল। অপরাধ ত 'অর্ডালি' কক্ষে উপবেশন ও ডাক বাঙ্গলায় আহার! দণ্ডস্বরূপ তাহাকে মহারাজার পাঁচ শত টাকা ক্ষতিপূরণ ও এক 'এপলজি' (ক্ষমাপত্র) দিতে হইল! হা অদৃষ্ট!

এরূপ 'বাঃ বুদ্ধিমানদের' দ্বারা আগরতালার রাজকার্য্য প্রহসন নিত্য অভিনীত হয়। যাঁহারা মন্ত্রী হইয়াছেন প্রায় সকলেই শাসনকার্য্যে অনভিজ্ঞ। সকলেই নকলনবিস মাত্র। বৃটিশ রাজ্যে যে শাসনপ্রণালীর ফলে আসমুদ্রহিমাচল এই হাহাকার উঠিয়াছে, কাহারও ঘরে অন্ন জল নাই, তাহার নকল করাই তাহাদের একমাত্র কার্য্য। বাঙ্গালার চিরস্থায়ী

বন্দোবস্তের বিরুদ্ধে বর্ত্তমান বৃটিশ রাজপুরুষেরা খড়্গহস্ত। কারণ এই বন্দোবস্তের ফলে বাঙ্গালায় দুর্ভিক্ষ হয় না, কোটি কোটি লোক মরে না। অতএব নকলনবিশেরাও ত্রিপুরারাজ্যে কায়মি বন্দোবস্ত দিবেন না। তাহাতে এখন মন্ত্রীমহাশয় ত্রিপুরারাজ্যের মহাদেব মেনেজার স্বয়ং বলদেব—তিনি শ্বেতাঙ্গ পশ্চিমী সিবিলিয়ান। আর 'সন্দেশ' সাহেব—অপদেব। ত্রিপুরা রাজ্যের বলদেব—ঈশ্বর-পিতা, সন্দেশ সাহেব—ঈশ্বর-পুত্র এবং মন্ত্রী মহাশয়—'হোলি-ঘোষ্ট' বা ঈশ্বর-ভূত। এই 'ত্রিমূর্ত্তি'র ফলে কুমিল্লা নগরে পর্য্যন্ত কায়েমি বন্দোবস্তি নাই। তাই সহরব্যাপী ভদ্রলোকদেরও কুঁড়ে ঘর এবং তাহার প্রত্যেকের পার্শ্বে অসংখ্য কলনাদী ভেকপূর্ণ এক গর্ত্ত ও এক খণ্ড ধানক্ষেত। তাহা না হইলে জোত জমা সিদ্ধ হয় না। অথচ কায়েমি বন্দোবস্তি দিলে মহারাজা বোধ হয় লক্ষ টাকা নজর ও বর্ত্তমান খাজনার চতুর্গুণ খাজনা পাইতে পারেন। প্রায়ই মধ্যে মধ্যে অগ্নিদেব বাজার ও নগর ধ্বংস করিয়া থাকেন। এ কারণে আমি কমিশনার আফিস হইতে কায়েমি বন্দোবস্তির দেওয়ার জন্য এক কড়া আদেশ প্রেরণ করিয়াছিলাম। এক দিন শশী বলিলেন যে মেনেজার সাহেব কাছারির নিকট এক খণ্ড জমী গবর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারীকে বন্দোবস্তি দিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি আমাকে সঙ্গে করিয়া বলরামের কাছে লইয়া গেলেন। তাঁহার প্রথম আলাপ—"আমি তোমার কি করিতে পারি?" আমি একবার ভাবিলাম বলি—"রাস্তা কাটিতে পার?" আত্মসম্বরণ করিয়া বলিলাম—"শুনিলাম আপনি ঐ জমীটুক গবর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারীকে কায়েমি বন্দোবস্তি দিতে চাহিয়াছেন।" তিনি বলিলেন—"সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা।" তাহার পর শশীর দিকে ফিরিয়া—"তুমি জান ত্রিপুরাবাসী সকলেই বিখ্যাত মিথ্যাবাদী।" শশী ভায়ার মুখ চূণ হইল, কিন্তু মাথা নাড়িয়া গম্ভীরভাবে সায় দিলেন। তাহার পর আমার দিকে চাহিয়া—"আপনি কেন ও জমী

চাহেন ?” উত্তর—“ভাল বাড়ী পাই না। একখানি বাড়ী প্রস্তুত করিব।” তিনি গর্জ্জন করিয়া—“কি ? ভাল বাড়ী ! বাঙ্গালীর জন্য ভাল বাড়ী ? তোমাদের ঐ সবজজটি যে ঐ গরুর ঘরে আছে, তাহার বেতন কত ?” আমি উত্তর দিলাম না। তিনি—“আপনি কত টাকা ব্যয় করিয়া বাড়ী প্রস্তুত করিবেন ?” আমি—“তিন চারি হাজার।” তাহার পর অধোমুখে বলিলেন—“আমি সেখানে অবিবাহিত কর্ম্মচারীদের জন্য একটা “বেরেক” প্রস্তুত করিব।” আমি বলিলাম দুর্ভাগ্যবশতঃ আমি বিবাহিত। তাহার পর চলিয়া আসিবার সময়ে বলিলেন,—“আমি কয়েক জনকে পাকা বাড়ীর জন্য কায়েমি বন্দোবস্তি দিয়া ঠকিয়া ‘তোবা’ করিয়াছি। কেহই পাকা বাড়ী প্রস্তুত করে নাই। ত্রিপুরাবাসী এমন জুয়াচোর ও মিথ্যাবাদী।” এই মহাপুরুষই আগরতলার “ঈশ্বর পিতা” ! ইনিই সেই লাট ইলিয়টের বন্ধু, এজেণ্ট মন্ত্রীকে তাড়াইবার জন্য যাঁহাকে বীরচন্দ্র মাণিক্য মেনেজার করিয়াছিলেন। এখন আবার সেই তিনিই মন্ত্রী, এবং ইনি মেনেজার। আগরতলায় বাঘ ভেড়ায় এক স্থানে জলপান করিতেছে। উভয়ে তখন বীরচন্দ্রের প্রিয়পুত্র ‘বড়ঠাকুরের’ বন্ধু ছিলেন। এখন উভয়ে তাঁহার গ্রীবাচ্ছেদ করিয়াছেন বলিয়া লোকের বিশ্বাস, সত্য মিথ্যা জানি না।

ইহার পর আমার বন্ধু আনন্দ রায়ের দ্বারা আমি নিজে ফেসন দিয়া তাঁহার নিজের জন্য এক সুন্দর অট্টালিকা নির্ম্মাণ করাইলাম। কেবল গৃহটির পরিমাণ ভূমিখণ্ডটুক কায়েমি ছিল। তিনি উহা আমার গৃহের মত সুসজ্জিত করিলেন, এবং আমি মহারাজার এক বাড়ীতে উঠিয়া গেলে, এ বাড়ীর সমস্ত উদ্যান তুলিয়া লইয়া তাঁহার নূতন বাড়ীতে লাগাইলেন। তাঁহার দেখাদেখি আরও দু জন জমীদার দুটি সুন্দর

অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়া এরূপে সজ্জিত ও উদ্যানে ভূষিত করিলেন। কুমিল্লায় আমি না গেলে কুমিল্লার শোভাবর্দ্ধক এ তিনটি বাড়ী হইত না। আমার সেই আনন্দালয়ের চারিদিকে চট্টগ্রামের মুসলমান ইন্‌স্পেক্টার এখন পাঁচ হাত উচ্চ বেড়া দিয়া ঘেরিয়া উহা তাঁহার 'অন্দর' করিয়াছেন। এ ঘরে আমার পূর্ব্বে মিসেস উইলিয়ম্ বলিয়া এক বিবি থাকিতেন। আমি উহার নাম এখন Fort William (ফোর্ট উলিয়ম) রাখিয়াছি।

বিতাড়িত মন্ত্রীর পুনরাবির্ভাবের সহিত স্থানীয় লোক ত্রিপুরা রাজ্য হইতে আবার বিতাড়িত হইতেছে, এবং উহা আবার পূর্ব্ববঙ্গবাসীতে ছাইয়া যাইতেছে। কুমিল্লার বৃটিশ আফিস সকলেও আগাগোড়া—ঢাকা! সমস্ত আফিস এক দল। স্বয়ং সেরেস্তাদার মহাশয় দলপতি। তিনি থিওসফিষ্ট এবং দীর্ঘকেশধারী। মেনেজার বলরাম সাহেব এজন্য তাঁহার নাম রাখিয়াছেন—High priest of the Amlahs (আমলাদিগের 'হাই প্রিষ্ট' বা গুরু)। আমার পূর্ব্ববর্ত্তী ছিলেন চট্টগ্রামের সেই ভূঙ্গি মহাশয়। তিনি এখন ডেপুটি। তিনি এজলাসের সংলগ্ন Retiring room (প্রস্রাব কক্ষকে) তাঁহার ও তাঁহার আত্মীয় বন্ধু পূর্ব্ববঙ্গবাসী আমলাবর্গের তাম্রকুট সেবনের কক্ষে পরিণত করিয়াছিলেন। আমি আসিয়া একরাশি 'গুল' পরিষ্কার করাইয়াছিলাম। শুনিয়াছি সময়ে সময়ে তিনি তাম্রকুট-যন্ত্র হস্তে অধিষ্ঠিত হইতেন এবং উহা পার্শ্বস্থ আমলার সঙ্গে সময়ে সময়ে এজলাসেও হস্ত পরিবর্ত্তন করিত। উক্ত যন্ত্রের ও তাঁহার বর্ণ ও কণ্ঠ অভিন্ন। 'ধর্ম্মাবতার' সুবিচার করিতেছেন, কি তাম্রকুট সেবন করিতেছেন তাহা বুঝিতে না পারিয়া সময়ে সময়ে মোক্তার ও অর্থী প্রত্যর্থীরা ঘোরতর 'গোস্তাবি' করিয়া ফেলিত। অতএব বলা বাহুল্য আমি যে যে সেরেস্তার ভার পাইলাম, সমস্তেই

কার্য্যের বিশৃঙ্খলতা। অথচ তাহাতে হাত দিতে গেলে আলিপুরের মত previous practice (প্রচলিত দস্তুরের) দোহাই উঠে, এবং সমস্ত আমলা মহলে ধর্ম্মঘট হয়। যিনি আমার পেস্কার, তিনি প্রাচীন ডেপুটি আমার শিক্ষক হইতে ইচ্ছা করিলেন এবং এক দিন আমার রায়ে ৪ আইনের ভুল হইয়াছে, বলিলেন। আমি তাঁহাকে তিন মাসের জন্য পদচ্যুত করিলাম। তখন সেই হাই প্রিষ্ট সেরেস্তাদারের রক্ষিত আমলা রাজ্যে আমার প্রতিকূলে ধর্ম্মঘট আরও দৃঢ় হইল এবং যে ডিপার্টমেণ্টে হাত দিই সেখানেই 'পুরাতন' দস্তুর-অস্ত্র আমার উপর বিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল। তৌজি সেরেস্তা কবুল জবাব দিল যে তাহারা আমার নিয়মমত কায করিতে পারিবে না। আমি আলিপুর হইতে অঙ্ক আনাইয়া কালেক্টরের কাছে রিপোর্ট করিলে তিনি কড়া আদেশ দিলেন। তখন কলের মত কায চলিতে লাগিল। ট্রেজারির কায আমার পূর্ব্ববর্ত্তী—রাত্রি আটটা নয়টার সময়ে করিতেন। আমি আদেশ দিলাম যে তিনটার সময়ে একাউণ্টেণ্ট জেনারেলের নিয়মমতে কায বন্ধ করিয়া হিসাব প্রস্তুত করিতে হইবে, আমি চারিটার সময়ে টাকা তুলিয়া রাখিব। একাউণ্ট সেরেস্তা বলিল অসম্ভব। তাহাদের চাকরি ছাড়িতে হইবে। দেখিতে দেখিতেই উহা সম্ভব হইল। আমি চারিটার সময়ে ট্রেজারি বন্ধ করিয়া বাড়ী চলিয়া যাইতাম। যখন সকল ডিপার্ট-মেণ্টে নিয়মমত কায চলিতে লাগিল তখন আমার ঘণ্টাখানিকের বেশী কায ছিল না। অবশিষ্ট সময়ে লাউঞ্জ চেয়ারে অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় সংবাদ পত্র পড়িয়া দিন কাটাইতাম। কালেক্টর মিঃ হেরিস (Harris)ও মিঃ কলিয়ারের মত লোক। তাঁহার অধীনে কয়েক মাস বড়ই সুখে কাটাইলাম। তাহার পর মিঃ মোরসেড (Mr Morshead) আসিলেন। তিনি আমার কার্য্যপ্রণালী কিরূপ জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি বলিলাম—

আমি ডেপুটির কাষ্যপ্রণালীই বা কি? তবে আমার এ নিয়ম আছে যে আমি আফিসে যাইবার পুর্ব্বে এক টুকরা কাগজে প্রত্যেক ডিপার্টমেণ্টের হেড ক্লার্ক সে দিন কোন্ ডিপার্টমেণ্টের কত ক্ষণের কাষ আছে তাহা লিখিয়া পাঠাইবে। আমি প্রথম ফৌজদারির কার্য্য শেষ করিয়া তাহাদের একে একে ডাকি, ও এক এক ডিপার্টমেণ্টের কাষ শেষ করি। মিঃ মোরসেড বলিলেন বড় সুন্দর নিয়ম, তিনিও তাহা অবলম্বন করিবেন। কিন্তু তিনি এক দীর্ঘ রেজষ্টারি করিলেন। তাহাতে জরুরি, খুব জরুরি, সাধারণ ইত্যাদি অসংখ্য ঘর হইল। উহা পূরণ করিতে আমলাদের গল্‌দঘর্ম্ম হইত। অথচ এক ডিপার্টমেণ্টের কাযে হাত দিয়া আবার আর এক ডিপার্টমেণ্ট ডাকেন। এরূপে একটা আমলার হাট বসিয়া যায়। কাষ কিছুই হয় না। আমার ডিপাটমেণ্ট-গুলির কার্য্য কলের মত চলিতেছে, আমি সংবাদপত্র পড়িয়া দিন কাটাই, বলিয়া কোনও খোষামুদে ডেপুটী তাঁহাকে বলিয়া দিলেন আমার কাষ কিছুই নাই। তিনি আমার স্কন্ধে ডিপার্টমেণ্টের পর ডিপার্টমেণ্ট চাপাইতে লাগিলেন। যেটাতে আমি হাত দিই সেটাতেই গোলযোগ বাহির হইয়া পড়ে। মহাফেজখানা ও নকলসেরেস্তা আমার হাতে আসিলে, আমি কার্য্যের নূতন নিয়ম করিয়া দিলাম। মহাফেজ জবাব দিলেন—'মু পারিবি না অবধড়!' আমি তাহাতে টলিবার নহি। দুই দিন আমার নিয়মমতে কাষ না চলিতে দুইটা ষ্ট্যাম্প চুরি বাহির হইয়া পড়িল। একজন মুসলমান নকলনবীস দাখিলি পঁচিশ টাকার ষ্ট্যাম্প চুরি করিয়া লইয়া বাজারে বন্ধক দিয়া তাহার উপপত্নীর ব্যয় নির্ব্বাহ করিয়াছে। তাহার দুই বৎসর জেল হইল। ইহার পর সংস্কারের জন্য মিঃ মোরসেড একে একে প্রায় সমস্ত ডিপাটমেণ্ট আমার হাতে দিয়া একবার পাশ করাইলেন।

শেষে এক ফৌজদারি বিচার লইয়া গোল বাধিল। আমি এক পুলিসের মোকদ্দমা খালাস দিয়াছি। খালাসের অন্য কারণের মধ্যে এক কারণ এই দিয়াছি যে বাদীর পুলিসের সমক্ষের এজাহার ও কোর্টের সমক্ষের জবানবন্দির মধ্যে ঘোরতর অনৈক্য আছে। মিঃ মোরসেড রায়ের এই অংশের পাশে নোট করিয়া দিলেন যে বাদীকে আবার ডাকাইয়া এই অমিল সকল মিল করিয়া লওয়া আমার উচিত ছিল। আমি লিখিলাম উহা বিচারকের কার্য্য নহে, বাদীর উকিল কি কোর্ট সবইন্‌স্পেক্‌টারের কার্য্য। তিনি তাহার পর লিখিলেন—"আমি ডেপুটি মেজিষ্ট্রেটের সঙ্গে এ মতে ঐক্যমত হইতে পারি না।" আমি তাহার নীচে লিখিয়া দিলাম—"আমি বড় দুঃখিত হইলাম।" তিনি তাহার দুই এক দিন পরে আমাকে ডাকিয়া লইয়া বলিলেন—"আপনি আমাকে পরামর্শ দিয়াছিলেন যে সদরকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া উহার ফৌজদারি কার্য্য দুইজন ডেপুটি মেজিষ্ট্রেটের হাতে দিলে ভাল চলিবে। আমি উহা ভাল বিবেচনা করি। অতএব আপনার হাতে যে এক খানা আছে, তাহা উঠাইয়া লইতে চাহি।" আমি বলিলাম—"আমার কিছুমাত্র আপত্তি নাই। আমার এ বয়সে লোককে কয়েদ করা ও বেত মারা বড় প্রীতিকর কার্য্য নহে। আমি এ কার্য্য হইতে অব্যাহতি পাইলে বরং তাঁহার কাছে কৃতজ্ঞ হইব।" যাহা হউক মোরসেড যদিও সকলকে জ্বালাতন করিয়া তুলিয়াছিলেন, এমন কি "হাই প্রিষ্ট" পর্য্যন্ত ছুটী লইতে বাধ্য হইয়াছিলেন, তিনি আমার প্রতি কোনও অসদ্‌ব্যবহার করেন নাই। বরং আমাকে আমার রোগের সময়ে বারম্বার আমার গৃহে কার্য্য করিতে দিয়া, এবং অন্যান্য বিষয়ে যথেষ্ট অনুগ্রহ করিয়াছিলেন। তজ্জন্য আমি তাঁহার কাছে চিরকৃতজ্ঞ থাকিব। ফৌজদারির কায চলিয়া যাইবার পর, আমার কার্য্যভার

আরও লাঘব হইল। বহু ডিপার্টমেণ্ট আমার হাতে থাকাতেও আমার নিয়মমতে কার্য্য এরূপ সুচারুরূপে চলিতেছিল যে আমার ঘণ্টা খানিকের কাযও ছিল না। বারটার পর কাছারি যাইতাম, আর চারটার পর চলিয়া আসিতাম। আমি কেমন করিয়া এত অল্প সময়ে এমন সুশৃঙ্খলামতে এত কার্য্য করিতাম, স্বয়ং মোরসেড বারম্বার বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছিলেন।

—o—

পুত্রের বিবাহ।

চট্টগ্রামের বৈদ্যসংখ্যা মুষ্টিমেয়। সে জন্য বিবাহ, বিশেষতঃ কন্যার বিবাহ, কষ্টকর হইয়াছে। যে কয়েক ঘর বৈদ্য আছে,—সমস্তই প্রায় 'বুর্গি' বিপ্লবের সময়ে রাঢ় দেশ হইতে সমাগত,—প্রায় সকলেই দরিদ্র। অতএব আমি ইচ্ছা করিয়াছিলাম পুত্রকে কলিকাতা অঞ্চলে বিবাহ করাইয়া চট্টগ্রামের বৈদ্যদের একটি সুবিধার ও উন্নতির পথ খুলিব। দুই বেরিষ্টার ও খ্যাতনামা কবিরাজ পরিবারের সঙ্গে কথাও চলিয়াছিল। এক বেরিষ্টার পরিবারের সঙ্গে আমাদের বিশেষ বন্ধুতা ছিল। তাঁহার স্ত্রী ও আমার স্ত্রী উভয় উভয়কে 'বেহায়িন' করিবেন বলিয়া সর্ব্বদা রসিকতা করিতেন। আমি তাঁহাদের বরাবর এরূপ রসিকতা করিতে নিষেধ করিতাম। ইহার ফলে দুটি বালক বালিকার মনে একটা ভালবাসার ছায়া পড়িয়াছিল। পুত্রকে যখন বিলাত পাঠানই আমার স্থির সংকল্প তখন আমারও এই বিবাহে ইচ্ছা ছিল। কিন্তু আমার আত্মীয়েরা কিছুতেই তাহা হইতে দিবেন না। আমিও দেখিলাম এরূপ বিবাহে এক দিকে আমার নয় পুরুষের কুলগৌরব পুত্রকে বলিদান দিতে হইবে; দ্বিতীয়তঃ হিন্দু সমাজ, এবং প্রাকৃতিক শোভাপূর্ণ আমার মাতৃভূমি একরূপ পরিত্যাগ করিতে হইবে। 'আত্মীয়েরা' স্ত্রীকে ফিরাইয়া ফেলিলেন। তিনিও বলিতে লাগিলেন যে কলিকাতা অঞ্চল হইতে বিবাহ করাইলে বউ কেবল কলিকাতার দিকে টানিবে। দেশে আমাদের এ বংশগৌরব, এ প্রতিপত্তি ও বিষয় সকলই ভাসিয়া যাইবে। আত্মীয়েরা আরও বলিলেন বিবাহ কলিকাতায় হইলে তাঁহারা কেহ দেখিতে পাইবেন না! দেশের লোকেও কেহ দেখিতে পাইবে না। আমাদের পুরুষানুক্রমে কখনও পৈত্রিক বাড়ীতে ভিন্ন বিবাহ হয় নাই।

ঐরূপ বিবাহ পূর্ব্ব পুরুষেরা অগৌরব মনে করিতেন। অতএব তাঁহাদের জিদ আমার নিজগ্রামে, আমার জন্মস্থানে, বিবাহ এরূপ সমারোহে দিতে হইবে যেন চট্টগ্রামে উহা আদর্শ হইয়া থাকে। কলিকাতা ছাড়িয়া চট্টগ্রাম বদলি হইবার এ বিবাহও এক কারণ। চট্টগ্রামে দেড় বৎসর নানা উৎপাতে কাটিয়া গেল। অতএব কুমিল্লা আসিবার পর এ প্রস্তাব চলিতে লাগিল। স্ত্রী মেয়ে যেটি দেখেন সেটির সঙ্গেই বিবাহ দিবেন বলিয়া প্রস্তাব করেন। অবশেষে একটি মেয়েকে দেখিয়া এরূপ ক্ষেপিয়া উঠিলেন যে তিনি তৎক্ষণাৎ বিবাহের জবাব দিবেন বলিয়া আমাকে পত্র লিখিলেন। নির্ম্মল বলিল—"বাবা! মা যাকে দেখে তাকেই মার পসন্দ হয়। তুমি একবার নিজে না দেখিয়া কিছু স্থির করিও না।" আমরা পিতাপুত্র উভয়ে উভয়ের পরম বন্ধু। আশৈশব তাহাকে আমি এরূপ ভাবে গঠিত করিয়া আনিয়াছি যে আমি তাহার পিতা ও বন্ধু, এবং সে আমার পুত্র ও বন্ধু। অতএব তাহার বিবাহের কথা পর্য্যন্ত সে আমার সঙ্গে অম্লানমুখে বলিল। আমি একদিন এক মুহূর্ত্তের জন্য এ মেয়েটিকে নিজে দেখিয়াছিলাম এবং তখনই পত্নীকে বলিয়াছিলাম তুমি এ মেয়েটিকে বিবাহ করাও না কেন? তিনি চটিয়া লাল। বলিলেন—"হাঁ, এত বড় মানুষের মেয়ে ছাড়িয়া তিনি একটি পাড়াগেঁয়ে মেয়ে আনিয়া বিয়া করাইবেন!" কিন্তু আমার সে কথাই অব্যর্থ হইল। মেয়ে দেখিয়া তিনিও তাহাকে পসন্দ করিলেন। পুত্রের তখন বয়স কুড়ি উত্তীর্ণ। তাহার হৃদয়ে সেই বেরিষ্টার কন্যাটির ছায়া ছিল। বিশেষতঃ গতবার কলিকাতা হইয়া বৈদ্যনাথ যাইবার সময়ে সে তাহাকে এক প্রকার প্রতিজ্ঞা-বদ্ধ করিয়াছিল। আমি পুত্রকে বুঝাইলাম, প্রথমতঃ আমার বংশের অগৌরব। দ্বিতীয়তঃ আত্মীয়দের অমত। তৃতীয়তঃ দেশ ও সমাজ

ত্যাগ, কারণ উক্ত বেরিষ্টার মহাশয় হিন্দু সমাজ হইতে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন ; চতুর্থতঃ পাছে বিবাহ করাইয়া বিলাত পাঠাইলে বিলাতের খরচ তাঁহার ঘাড়ে পড়ে। তিনি বলিয়াছেন যে পুত্র বিলাত হইতে বেরিষ্টার হইয়া ফিরিয়া আসিয়া ব্যবসায়ে দাঁড়াইলে তবে বিবাহ হইবে। তিনি জানেন যে আমি আমার এক পুত্রের জন্য তাঁহার কাছে ভিক্ষার্থী হইব না। তবে যদি বিবাহের পর আমি মরি ! সর্ব্বশেষে পুত্রকে অন্যূন তিন বৎসর বিলাতে থাকিতে হইবে। বেরিষ্টার মহাশয় যদি ইতিমধ্যে শ্রেষ্ঠতর বর পাইয়া তাঁহার কন্যার বিবাহ দিয়া ফেলেন, তবে তাহা আমার ও পুত্রের কত বড় অপমান ও মনস্তাপের কথা হইবে। নির্ম্মল বুঝিল, এবং তাহার মাতার প্রস্তাবে সম্মত হইল। ১৯০০ খৃষ্টাব্দের ৬ই ফেব্রুয়ারি ২২শে মাঘ শ্রীশ্রীসরস্বতী পূজার দিবসে বিবাহ স্থির হইল। ইহা লক্ষ্য করিয়া কবি ভ্রাতা রবিবাবু লিখিয়াছিলেন—“সরস্বতী পূজার দিন পুত্রের [illegible] মহালক্ষ্মীরূপে উভয় দেবীকে [illegible] আশীর্বাদ [illegible] আমার স্নেহ [illegible] করিয়া বসিল যে এই বিবাহে শুধু বাই খেমটা ও যাত্রা হইলে হইবে না। সে আরও বিবাহে হইয়াছে। কিছু একটা নূতন দেখাইতে হইবে। আমি তদনুসারে তিনটি নূতন সঙ্কল্প করিলাম। প্রথমতঃ একটা নূতন রকম আসর কেবল বৃক্ষাদির দৃশ্যাবলীর দ্বারা করিব। কলিকাতায় চিত্র-বিদ্যায় শিক্ষিত একটি লোককে আমার সমস্ত কল্পনা বুঝাইয়া দিলাম। সে উহার অত্যন্ত প্রশংসা করিল। কিন্তু আমি কুমিল্লায়। কার্য্যের সময় সে ও আমার ‘সাক্ত’ এক খুড়তত ভাই যে আমাকে পূর্ব্ব পূর্ব্ব আসর নির্ম্মাণে সাহায্য করিয়াছিল, উভয়েই বারবার জবাব দিল যে তাহারা ইহার কিনারা করিতে পারিবে না। অতএব আমাকে কুমিল্লা

হইতে বারম্বার তাহার বর্ণনা ও নক্সা আঁকিয়া পাঠাইতে হইল। দ্বিতীয়তঃ শান্তিপুরে রাসের সময়ে যেরূপ 'মিসিল' (procession) বাহির হইয়া থাকে, বর-যাত্রীর সময়ে বরের চণ্ডেলের অগ্রে সেরূপ মিসিল থাকিবে। আমার বাড়ীতে যে ঠাকুর গড়ে তাহার একটি ছেলেকে কৃষ্ণনগরে পাঠাইয়া আমি পুতুল নির্ম্মাণ শিক্ষা করাইয়া আনিয়াছিলাম। এ কার্য্যের ভার তাহাকে দিলাম। পুতুলের মধ্যে স্মরণ হয় রাধাকৃষ্ণের যুগলরূপ, হরগৌরী, শকুন্তলা দুষ্মন্ত, সাবিত্রী সত্যবান, নল দময়ন্তী, রাম সীতা, অর্জ্জুন সুভদ্রা এরূপ কতকগুলি পৌরাণিক মূর্ত্তি এবং কয়েকটি নর্ত্তকীর ও পরীর কল্পনা তাহাকে বলিয়া দিয়াছিলাম। তৃতীয়তঃ তিনটি মাত্র দৃশ্যবিশিষ্ট একটি ক্ষুদ্র 'অপেরেট্টা' (operatta) লিখিলাম। প্রথম দৃশ্যে বর ও পুরোহিত। পুরোহিতের মুখে হিন্দু বিবাহের ব্যাখ্যা এবং বরের কয়েকটি উপাসনামূলক গান। দ্বিতীয় দৃশ্যে আমার কুলমাতা দশভুজার দ্বারা নন্দনের পারিজাত-গ্রথিত পরিণয় মালা আমার গৃহলক্ষ্মীকে প্রদান ও উভয়ের মুখে আশীর্ব্বাদ গীত। তৃতীয় দৃশ্যে বর সভাসীন ও তাহাকে বেষ্টন করিয়া দুই অপ্সরার নৃত্যগীত। আমি একমাস যাবৎ কুমিল্লায় তালিম দিয়া দুইটি বালককে নূতন প্রকারের নৃত্য শিখাইয়াছিলাম।

কালেক্টর মিঃ হেরিস আমাকে দশটি দিন মাত্র ছুটী দিয়াছিলেন। বিবাহের সাত দিন মাত্র পূর্ব্বে আমি বাড়ী পঁহুছিলাম। দেখিলাম এক দিকে তারাচরণ দেশব্যাপী সমস্ত ভদ্রলোককে নিমন্ত্রণ করাইয়াছেন। দেশে একটা মহা sensation (তোলপাড়) পড়িয়া গিয়াছে। সকলে বলিতে লাগিলেন যে সমস্ত চট্টগ্রাম জেলা হইতে তামাসা দেখিতে লোক আসিবে। অন্যূন দশ হাজার লোকের ভিড় হইবে। উহা সামলান অসাধ্য হইবে। অন্য দিকে সমস্ত কার্য্য আমার সংসার-জ্ঞান-হীন ভ্রাতাদের

অবহেলায় এরূপ অসম্পূর্ণ যে আমার সমস্ত কল্পনা কার্য্যে পরিণত হইবার সম্ভবনা নাই। তখন 'গেট' ইত্যাদি কিছু কিছু বাদ দিয়া কায যথাসাধ্য শেষ করাইলাম। প্রত্যহ শত শত লোক খাটিতেছিল। বিবাহ দিবস সন্ধ্যা হইতে না হইতে এমন তামসগিরের ভিড় হইল যে আমার পর্য্যন্ত কোনও দিকে যাইবার সাধ্য নাই। আমি কাঁদিতে লাগিলাম। যাহা হউক তারাচরণ ও তাঁহার সহোদর ভ্রাতা রমেশ, আমার খুড়া ও পুত্রপ্রতিম অখিল বাবু, ও অন্যান্য অভিভাবকেরা প্রাণপণ করিয়া খাটিতেছেন। সর্ব্বাগ্রে সন্ধ্যার পর মিসিলের পশ্চাৎ বর গ্রাম পরিক্রমণে বাহির হইল। সমস্ত গ্রামে লোকের জনতা। যত দূর দেখা যাইতেছে কেবল লোক সমারোহের পর লোক সমারোহ। মিসিল দেখিয়া সকলে আনন্দধ্বনি করিয়া উঠিল। গ্রামের বৃক্ষছায়ার অন্তরালে সেই আলোকশ্রেণী সজ্জিত 'মিসিলের' শোভা অবর্ণনীয়। আমারা দাঁড়াইয়া এই শোভা দেখিতেছি, এ দিকে আসরের অভিভাবক আসিয়া বলিলেন যে বর সভাস্থ হইবার সময় উপস্থিত, কিন্তু এখনও খেমটাওয়ালীরা নাচিতে উঠিল না। ঢাকার উৎকৃষ্ট বাই খেমটা আমার ঢাকাস্থ বন্ধুগণ নির্ব্বাচন করিয়া পাঠাইয়াছিলেন। আমি সভায় প্রবেশ করিব সাধ্য নাই। একজন নিমন্ত্রিত ডেপুটি ভিড়ে পড়িয়া চীৎকার করিতেছেন। তাঁহাকে ভিড় হইতে উদ্ধার করিয়া লইয়া আমি আসরের দ্বারস্থ কনেষ্টবলকে কৌতুক করিয়া পিঠে চড় মারিয়া বলিলাম—"ওরে হতভাগা! তোদের হাকিম একটি মারা যায়, আর তোরা তামাসা দেখ্‌ছিস্!" এক শত চৌকিদার কনেষ্টবল সহ সব ইন্‌স্পেকটার, ইন্‌স্পেকটার আসিয়াছেন। সকলেই তামাসা দেখিতেছে, ভিড় থামায় কে? আসরের প্রত্যেক স্তম্ভের গায় এক একটি চিত্রিত বৃক্ষ। কোথায় তালবৃক্ষ, কাঁদি কাঁদি তাল ধরিয়াছে। কোথায়ও কদলিবৃক্ষ, ফলভরে অবনত হইয়া রহিয়াছে। কোথাও ফলশোভিত নারিকেল বৃক্ষ। কোথাও

পেপে গাছ। পেপে ফাটিয়া পড়িয়াছে ও বায়স বসিয়া খাইতেছে। কোথাও কৃষ্ণচূড়া, কোথাও নাগেশ্বর ফুলে পত্র ছাপিয়া গিয়াছে। নৃত্য-স্থানের চারি কোনায় চারিটি নৃত্যশীলা পরী। তাহাদের মস্তকে পুষ্পস্তবকের মধ্যে 'কারবাইড' আলো। তাহাদের দুই হস্তে প্রসারিত রুমালে লেখা আছে 'শুভ বিবাহ'। নানাবিধ আলোকে এই সকল বৃক্ষ ও পক্ষী প্রকৃত বলিয়া বোধ হইতেছে। নর্ত্তকীরা নাচিবে কি, আত্মহারা হইয়া একে অন্যকে এ দৃশ্য সকল দেখাইতেছে। আমি গিয়া ভর্ৎসনা করিলে তাহারা বলিল যে তাহারা অনেক রাজা মহারাজা ও নবাবের আসরে নাচিয়াছে, বহুমূল্য ঝাড় লণ্টন দেখিয়াছে। কিন্তু এমন একটি সুন্দর আসর তাহারা দেখে নাই। সভাস্থ নিমন্ত্রিত দেশীয় বিদেশীয় ভদ্রমণ্ডলীর মধ্যেও আসরের ঘোরতর সমালোচনা চলিতেছে। তাঁহারা বলিতে লাগিলেন—"অবশ্য কল্পনা বুঝিতেছি আপনার। কিন্তু তাহা এমন সুন্দর রূপে কার্য্যে পরিণত করিল কে?" আমি আমার চিত্রকর পুতুল নির্ম্মিতা ও সেই খুড়তত ভাইকে দেখাইয়া দিলাম। তাঁহারা তাহাদের অজস্র ধন্যবাদ দিতে লাগিলেন। চারিদিকে সহস্র সহস্র লোকের ভিড়। পুলিস গোল নিবারণে অক্ষম। ইন্‌স্পেকটার পর্য্যন্ত জবাব দিলেন। তখন আমি উঠিয়া আনন্দাশ্রু নয়নে আবেগপূর্ণ কণ্ঠে বলিলাম—"তোমরা দেখিবে বলিয়া আমি এঁ সকল আয়োজন করিয়াছি। তোমরা সকলে আমার দেশের লোক। তোমরা এরূপ গোল না করিয়া বসিয়া যাও, ও মনের আনন্দে দেখ ও শুন।" তৎক্ষণাৎ সমস্ত লোক বসিয়া গেল, এবং গোল থামিয়া গেল। একজন বিদেশীয় উচ্চ কর্ম্মচারী বলিলেন—"দেখিলেন লোকটির ক্ষমতা!"

আমার বন্ধু কলিকাতার এইচ,সি, গাঙ্গুলি মহাশয়েরা সুন্দর কবিত্বপূর্ণ নিমন্ত্রণপত্র পাঠাইয়াছিলেন। তাহাতে সমস্ত উৎসবের 'প্রোগ্রাম' ছাপা ছিল। আটটার পর 'অপেরা'। তাহার 'ষ্টেজ' বিবাহ বেদীর পার্শ্বেই

অন্তঃপুরের প্রাঙ্গনে স্থাপন করিয়াছিলাম। বেদীর উত্তর দিকে ষ্টেজ, এবং অপর তিন দিকে দর্শকদিগের বসিবার ফরাস বিছানা। এস্থানটিও পত্রে পুষ্পে ও আলোকে সজ্জিত ছিল। নির্ম্মল পূর্ব্ব রাত্রিতে তাহার সমবয়স্ক বন্ধুদের সঙ্গে বহু রাত্রি পর্য্যন্ত বাধ্য হইয়া গান করিয়া প্রাতে আমাকে কবুল জবাব দিয়াছেন যে তাঁহার গলা ধরিয়া গিয়াছে। তিনি 'অপেরায়' গাইতে পারিবেন না। দেখিলাম সত্যসত্যই তাহার গলা ধরিয়াছে। পুত্র আমার সকল বিষয়ে এরূপ অসাবধান। আমার মনস্তাপের সীমা রহিল না। কিন্তু যেই যবনিকা উঠিল, এবং পুরোহিত আমাদের কুলমাতার দিকে দেখাইয়া তাহাকে প্রণাম করিতে বলিলেন, সে জানু পাতিয়া প্রণাম করিয়া মা! মা! বলিয়া উচ্ছাসের সহিত আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিয়া 'হারমোনিয়াম' লইয়া বসিল, অকস্মাৎ তাহার গলা ছাড়িয়া দিল। আমার নির্ম্মলের প্রাণে ভক্তি আছে, সে ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে সজল নয়নে যখন কুলমাতার দিকে চাহিয়া গাইতে লাগিল, তখন শ্রোতাগণেরও চক্ষু সজল হইল। তাঁহারা "বেঁচে থাক বাবা!" বলিয়া খুব বাহবা দিতে লাগিলেন। গান শেষ হইলে তাঁহারা 'এনকোর' 'এনকোর' করিতেছিলেন। তখন আমি ক্ষমা চাহিয়া বলিলাম যে একে পুত্রের গলা ধরিয়াছে, তাহাতে দশটার সময়ে বিবাহ, বলিলাম বরের মুখে আরও গান আছে। বাহিরের আসরে নৃত্যগীত রাখিয়া আমি কেবল বাছা বাছা শিক্ষিত নিমন্ত্রিত ভদ্রলোককে এ অপেরা শুনিতে আনিয়াছিলাম। তথাপি এই প্রাঙ্গনের বাহিরে এমন ভিড় হইল যে ভয় হইল লোকে বাড়ী ঘর উড়াইয়া দিবে। আমি তাহাদের চেঁচাইয়া বলিলাম যে কাল আমি এ 'অপেরা' বাহিরের আসরে দিয়া তাহাদিগকে দেখাইব। আমার পুরোহিত বি, এ, বি, এল। কিন্তু ভয়ে প্রথম তিনি কাঁপিতেছিলেন। আমি ছুটিয়া গিয়া তাহাকে সাহস দিলে সে হিন্দু বিবাহের ব্যাখ্যা করিয়া বরকে বুঝাইতে লাগিল। বিদেশীয়

নিমন্ত্রিতেরা জিজ্ঞাসা করিলেন এ অভিনেতা কে? আমি বলিলাম তিনি অভিনেতা নহেন, আমার প্রকৃত পুরোহিত, 'ষ্টেজ' হইতে নামিয়া তিনিই বিবাহ করাইবেন। অপেরার প্রত্যেক অঙ্কে তাঁহারা বাহবা দিলেন। শেষ হইলে বলিলেন যে কলিকাতার 'ষ্টেজেও' তাঁহারা এমন সুন্দর পরিচ্ছদ, নৃত্য, গীত ও অভিনয় দেখেন নাই। আমি পার্ব্বত্য মাতার সন্তান। নর্ত্তকী অপ্সরাদের কতক আমাদের পাহাড়ীয়া রমণীদের পোষাক দিয়াছিলাম।

'অপেরার' পর বিবাহ আরম্ভ হইল। কন্যা পূর্ব্ব দিন আমার বাড়ীতে আসিয়াছেন। আমার বংশের ছত্রিশ জাতি প্রজা। এত লোক বরের সঙ্গে যায়, যে দেশের প্রায় কেহ এই চোট্ সামলাইতে পারে না। অতএব শ্বশুরবাড়ীতে বিবাহ আমার বংশীয়দের বড় ঘটে না। দর্শকদের তখন বাহিরের আসরে যাইতে অনুরোধ করিলে, কেহ কেহ যাইতে অস্বীকার করিয়া বলিলেন—"আহা! কি দেখিলাম! কি শুনিলাম! ইহার পর আর সেই বাই খেমটার নাচ গান শুনিতে যাইব না। এই 'অপেরার' মূল্য দশ-হাজার টাকা। ইহার কাছে বাই খেমটার নাচ এক কড়াও লাগে না।" তাঁহারা দেখিলাম 'অপেরা' লইয়া ক্ষেপিয়া গিয়াছেন। যাঁহারা আসরে ফিরিয়া গেলেন, তাঁহাদের মধ্যে আমার কলিকাতা অঞ্চলের বন্ধু খ্যাতনামা সুলেখক ও 'রৈবতকের' সমালোচক ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়,—তিনি তখন চট্টগ্রামের প্রধান জমীদারের মেনেজার ছিলেন,—বলিলেন—"দাদা! তোমার মাথায় এত আছে জানিতাম না। তোমার বাড়ীর মাটির ঘর, কিন্তু ইহার কাছে ইমারত কোথায় লাগে? এক একটি ঘর, এক একটি কবিতা। তাহার পর এই নৃত্য, গীত, পোষাক, পরিচ্ছদের কল্পনাই বা তুমি কোথায় পাইলে?" তাঁহার শিক্ষিত সুযোগ্য ভূম্যধিকারী মহাশয় বলিলেন,—"নৃত্য গীতের ত কথাই নাই। কিন্তু আমি হিন্দুবিবাহের

ব্যখ্যায় বিস্মিত হইয়াছি। কত বিবাহ দেখিয়াছি, কতবার বিবাহপদ্ধতি নিজে পড়িয়াছি। কিন্তু হিন্দুবিবাহের মধ্যে যে এমন গভীর অর্থ আছে, আমি জানিতাম না। আজ আমার শিক্ষা হইল।”

ইহার পর বহু শত নিমন্ত্রিত ভদ্রলোকের ও সহস্র সহস্র দর্শকের আহারের পর আমি রুগ্নদেহে মৃতবৎ পড়িয়া থাকি। শুনিলাম সে রাত্রিতে অনুমান পাঁচ হাজার লোকে আহার করিয়াছিল। প্রদোষে তন্দ্রা ভাঙ্গিলে কি মধুর সঙ্গীত কর্ণে প্রবেশ করিতেছিল! আসরে যাত্রাওয়ালারা ভৈরব রাগিণী ধরিয়াছে। সম্মুখে সরোবরের গর্ভস্থ সজ্জিত ‘জলটঙ্গিতে’ রসনচৌকির বাঁশি ও ক্লারিয়নেটে ভৈরবী রাগিণী আলাপ করিতেছে। প্রাঙ্গনের অপর ভাগে ‘বেণুমঞ্চে’ ‘বেণুর’ বাঁশিতেও ভৈরব রাগিণী বাজিতেছে। ঊষার আলোকের সঙ্গে সঙ্গে যেন ভৈরবরাগিণী গ্রাম প্লাবিত করিয়া গগণ পুর্ণিত করিতেছে। দেখিলাম সমস্ত বাড়ীতে ও পুষ্করিণীর পাড়ে নিমন্ত্রিতগণ চিত্রবৎ দাঁড়াইয়া এ সঙ্গীত নীরবে শুনিতেছেন। সে দিন সন্ধ্যার পর বাহিরের আসরে ‘অপেরা’ হইবার কথা। কিন্তু পাঁচটার সময় যাইয়া দেখি আসরের অধ্যক্ষ সেই খুড়তত ভ্রাতা ‘ষ্টেজ’ বাঁধেন নাই। তিনি বলিলেন পূর্ব্ব রাত্রিতে বাই খেমটারা মোটেও গায় নাই। মফত টাকা লইবে। অতএব আজ অর্দ্ধরাত্রি পর্য্যন্ত তাহাদের গান তাঁহারা শুনিবেন। পুত্রও জবাব দিলেন যে আজ তিনি কোনওমতে গাহিতে পারিবেন না। কিন্তু সন্ধ্যা না হইতেই বহু আত্মীয়ের অনুরোধে এবং বাইখেমটাদের অনুনয়ে দেখি পুত্র ও অন্যান্য অভিনেতারা সজ্জিত হইয়াছেন। বাই খেমটারা জিদ করিয়া বসিয়াছে যে ‘অপেরা’ না দেখিয়া তাহারা গাহিবেও না, নাচিবেও না। অতএব সেই খোলা আসরে অভিনয় হইল। দুর্গার নন্দী মহাশয়ের অভিনয়ে লোকে ও বাই খেমটারা হাসিয়া গড়াগড়ি দিতে লাগিল। পূর্ব্বদিনও তিনি খুব বাহবা পাইয়াছিলেন। তিনি একজন

যাত্রাদলের পাকা অভিনেতা। 'অপেরার' নর্ত্তকীর অভিনেতাদের সঙ্গে সঙ্গে বহি দেখিয়া বাই খেমটারাও গা হতেছিল। 'অপেরা' শেষ হইল। তাহাদের উঠিতে বলিলে তাহারা বলিল—"ইহার পর আমরা কি ছাই নাচিব, আর গাহিব? যাহা দেখিয়া শুনিয়া গেলাম, আমরা এ জীবনে ভুলিব না।" এরূপে তিন দিন তিন রাত্রি আসরে নৃত্য গীত ও উৎসব চলিয়াছিল। ঢোল হইতে 'বেণ্ড' রসুনচৌকি নহবৎ পর্য্যন্ত, এমন বাদ্য নাই, গাজির গান হইতে বাই খেমটা ও যাত্রা পর্য্যন্ত কিছুই আত্মীয়েরা বাদ দেন নাই। তদ্ভিন্ন বহুরূপী ইত্যাদি এমন তামাসা নাই, যাহা সংগৃহীত না হইয়াছিল। সমস্ত উৎসবে দশ দিনে দশ সহস্র লোক আহার করিয়াছিল। সম্মুখস্থ দীর্ঘ পুষ্করিণীর পাড়ে পর্য্যন্ত রান্নার চুলা পড়িয়াছিল। গ্রামের এমন বাড়ী নাই যাহার বাড়ীতে আত্মীয় কুটুম্ব আসিয়া ভিড় উপস্থিত না করিয়াছিল। নিমন্ত্রিত ভদ্র মহিলার সংখ্যাই কেবল প্রায় চারি শত ছিল। চতুর্থ দিবস এ উৎসব হইতে যখন আমি আমার কুমিল্লার নির্জ্জন গৃহে একা ফিরিয়া গেলাম, আমার কাছে যেন সকলই একটি বিচিত্র স্বপ্ন বলিয়া বোধ হইল। কলিকাতা হইতে ও নানা স্থান হইতে বন্ধুরা আশীর্ব্বাদ উপহার পাঠাইয়াছিলেন। বৈদ্যনাথের সেই, 'পাগ্‌লি' বউকে যে সুন্দর কবিতাটি লিখিয়া পাঠাইয়াছিল তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম। বউয়ের নাম চপলা।

চপলার প্রতি।

"কে তুমি গো আলো-রাণী এসেছ মোদের ঘরে?
তোরে পেয়ে পিতা মাতা ভেসেছে স্নেহের সরে।
আয় কাছে একবার দেখি ও রূপের খনি,
আয় লো চপলে বধু! আয় কাছে আদরিণী!

অভাগিনী জে'নে কি লো আসিবি না মোর কাছে ?
দেখ এসে এই হৃদে কি প্রেম, কি স্নেহ আছে।
গোপনে হৃদয়তলে রেখেছি সে স্নেহ মোর।
সেই প্রেমে সেই স্নেহে ভরে দিব হৃদি তোর।
আয় তবে, আয় কাছে, ওলো স্নেহময়ী মেয়ে।
কি জ্বালা জ্বলিছে প্রাণে একবার দেখ চেয়ে।
পারিবি কি নিবাইতে এ দারুণ দাবানল ?
আশা যে হয় না মনে নিবারিবে এ অনল।
দারুণ শোক আঁধারে হ'য়ে আছি দিশেহারা।
আলোময়ী তুই এসে দেখা এ সুখের ধরা।
তোরে পেলে ঘুচে যাবে হৃদয়ের শোক মোর ;
তোর স্নেহে মগ্ন হব তোতেই রহিব ভোর।
'নীরদের' বুকে চাঁদ, তাতে পড়ে তোর আলো,
কে না তোর রূপে ভোলে, কে না তোরে বাসে ভালো ?
জগতের লোক তোর রূপে বিহ্বলা ;
ভুবন ভুলান মেয়ে তুই চপলা !
শিখো স্নেহ শিখো ভক্তি ধর্ম্মে দিও মন,
ক্ষণপ্রভা চিরপ্রভা করো বিতরণ।"

এপ্রিল মাসে পত্নী পুত্রবধূকে লইয়া কুমিল্লা আসিলেন। পুত্রবধূকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"মা! তুমি লেখাপড়া কি পর্য্যন্ত জান ?" বউ উত্তর করিল—"বাবা! আমি কিছুই জানি না।" আমার মাথায় তৎক্ষণাৎ আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িলে আমি অধিক বিস্মিত হইতাম না। তাহার পিতা সপরিবারে সারা জীবন চট্টগ্রাম সহরে ফিরেঙ্গি মহলে কাটাইতেছেন। নিজে সুশিক্ষিত লোক, এবং দেশের একজন প্রধান মোক্তার। আমি মনে করিয়াছিলাম যখন দেশের চাষার

মেয়েরা পর্য্যন্ত বাঙ্গালা জানে, তখন তিনি তাঁহার কন্যাকে ইংরাজী পর্য্যন্ত শিক্ষা দিয়াছেন। পুত্র কলিকাতার ব্রাহ্ম ও বিলাত ফেরতদের মেয়েদের সঙ্গে মাখামাখি করিয়া আসিয়াছে। হা ভগবান্! কোথায় মনে করিয়াছিলাম একটি ভাল শিক্ষিতা মেয়ে বিবাহ করাইব, কোথায় একটি বনের পাখী ঘরে আনিলাম। আমি আবার জিজ্ঞাসা করিলাম—"মা! তুমি অবশ্য বাঙ্গালা জান।" বউ ম্লানমুখে উত্তর করিল—"না বাবা! আমি বাঙ্গালাও জানি না।" আমি বলিলাম—"তোমার বাপ ত আমার মুণ্ডটা খাইয়াছেন। আমার বিশ্বাস ছিল তুমি ইংরাজি পর্য্যন্ত জান।" পুত্র কক্ষান্তর হইতে বিদ্রূপ করিয়া বলিল—"বাবা! তুমি যে দোকানদারদের মহাভারত পড়ার নকল করিয়া থাক—ম—হ—মহ, হয়ে আকার হা—মহা, ভয়ে আকার ভা,—মহাভা, র—ত—মহাভারত, বাঙ্গালাও সেরূপ জানে।" এই বিদ্রূপে বালিকার মুখ আরও ম্লান হইল। সে বিষণ্ণ মুখে বলিল—"বাবা! আমি আপনার কাছে পড়িব। আমি এক বৎসরের মধ্যে লেখাপড়া শিখিব।" তাহার মুখ দেখিয়া আমারও মনে কষ্ট হইল। আমি তাহাকে তখন সস্নেহ বুকে লইয়া বলিলাম—"তা বই কি মা! আমি তোমাকে লেখা পড়া শিখাইব।" সে দিনই হাতে খড়ি দিলাম, এবং সঙ্গে সঙ্গে হারমোনিয়াম শিক্ষা দিতে লাগিলাম। বালিকার এমন তেজস্বিনী বুদ্ধি যে সে সপ্তাহ মধ্যে দু হাতে হারমোনিয়মের পর্দ্দা টানিয়া ছোট ছোট গান বাজাইতে ও গাইতে শিখিল। তাহার পিতৃ মাতৃ কুলে সঙ্গীতের স নাই। কাহাকে কিলাইলেও শব্দ করিবে না, পাছে কোনও রূপ 'সুর' বাহির হয়। আশ্চর্য্য! এ বালিকা এ শক্তি কোথা হইতে পাইল? তাহাকে বাঙ্গলা পড়াইতে গিয়া বিপদে পড়িলাম। কি পড়াইব?

বউ এখনও বালিকা, দশ বৎসর মাত্র বয়স, শিশু বলিলেও চলে। কলিকাতার 'টেক্‌সট বুক কমিটির' ত্রিমূর্ত্তির এবং তাঁহাদের ও শিক্ষা বিভাগের 'আইনি বে-আইনি কুটুম্ব'গণের কৃপায় যাহা বঙ্গদেশে পাঠ্য পুস্তক বলিয়া পরিচিত, তাহা সকলই অপাঠ্য। এ সকল নীরস, লালিত্যহীন, শ্রীক্ষেত্রের 'দন্তভাঙ্গা' শব্দপূর্ণ, পুস্তক পাঠ করার তুল্য বালক বালিকার পক্ষে অধিক কষ্টকর আর কিছুই হইতে পারে না। অন্য দিকে আমাদের দুর্ভাগ্য বশতঃ বঙ্কিম বাবুর কোনও উপন্যাসই পিতা পুত্রীকে, ভ্রাতা ভগিনীকে পড়াইবার যো নাই। তখন অগত্যা আমার 'ভানুমতী' পড়াইতে আরম্ভ করিলাম, এবং বালিকা তাহা কেবল আনন্দে পাঠ করিল, তাহা নহে। তাহার কোমল হৃদয় ভক্তিতে আর্দ্র হইল। সে আমাকে একদিন বলিল—"বাবা! আমি তোমার কাছে কখনও কিছু চাহি নাই। তুমি একটি জিনিষ আমাকে আনাইয়া দিবে?" আমি—"কি মা?" সে—"বাবা! ভানুমতী যেরূপ বাল-গোপাল মূর্ত্তি তাহার বক্ষের কাপড়ের মধ্যে রাখিত, সেরূপ মূর্ত্তি কি পাওয়া যায়?" আমি—"বোধ হয় কাশীতে পাওয়া যাইতে পারে।" সে—"বাবা! আমাকে একটা মূর্ত্তি আনাইয়া দেও।" আমার বন্ধু উমাচরণ বাবুকে পত্র লিখিয়া একটি পিতলের লাড়ু-গোপাল মূর্ত্তি তাহাকে আনাইয়া দিলাম। মূর্ত্তিটি কিছু বড়। বুকে বুকে রাখা যাইতে পারে না। বালিকা তাহার সুন্দর খাট ও আসন প্রস্তুত করিয়া সে মূর্ত্তি স্থাপিত করিল, এবং তাহাকে নিত্য স্নান না করাইয়া ও ফুলজল না দিয়া জলগ্রহণ করিত না। আর এক দিন আমি আফিস হইতে আসিলে বউ আমাকে জলখাবার দিয়া বলিল—"বাবা! 'ভানুমতীর' যে অংশ তুমি আমাকে কঠিন বলিয়া এখন পড়াও নাই, পরে পড়াইবে বলিয়াছ, আমি তাহা নিজে

পড়িয়াছি। বৈষ্ণবদের শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, ও মধুর রস কি, আমি পড়িয়াছি ও এক প্রকার বুঝিয়াছি। তুমি আমাকে একবার ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিবে কি?" বালিকা 'ভানুমতী' আনিয়া পড়িতে লাগিল, এবং আমি বুঝাইতে লাগিলাম। দেখিলাম ভক্তিতে বার বৎসর বয়স্কা বালিকার কপোল বাহিয়া অশ্রুধারা পড়িতে লাগিল।

—o—

পুত্রের বিলাতযাত্রা।

দেখিতে দেখিতে পুত্রের বিলাতযাত্রার দিন নিকট হইয়া পড়িল। দুই কারণে তাহাকে বিলাত পাঠাইবার সঙ্কল্প করিয়াছিলাম। প্রথমতঃ কলিকাতা বিশ্ব বিদ্যালয়ের শিক্ষার এখন কোনও মূল্য নাই বলিলেই চলে। অন্য দিকে আয়ুঃক্ষয়। জানি না ভারতবাসীদের কোন্ পাপে এ শিক্ষানলে তাহাদের নিরাপরাধি শিশুগুলিন দগ্ধ হইতেছে। যে বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বোৎকৃষ্ট বালক বা যুবক তাহার ইহকাল পরকাল উভয়ই নষ্ট হইয়াছে। তাহার স্বাস্থ্য গিয়াছে, যম তাহাকে চিহ্নিত করিয়া রাখিয়াছেন। শরীরে স্বাস্থ্য নাই, হৃদয়ে আশা নাই, উৎসাহ নাই, সংসারে অবলম্বন নাই। আমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম যে এ আগুনে আমার একমাত্র সন্তানকে পোড়াইব না। দ্বিতীয়তঃ রাণাঘাটের মেলেরিয়াতে তাহার স্বাস্থ্য একেবারে নষ্ট হইয়াছিল। সে মেলেরিয়ার দোষ কিছুতেই ছাড়াইতে পারে নাই। আহার করিয়া স্কুলে যাইতেছে, চোক দুটি লাল হইয়া জ্বর আসিল। স্কুলে পড়িতেছে, হঠাৎ জ্বর আসিল। কুমিল্লা এরূপ স্বাস্থ্যকর স্থান, এখানেও এ অবস্থা। অতএব বিলাতে না পাঠাইলে তাহার ভবিষ্যৎ অতলে ডুবাইতে হয়। কেবল বিবাহ করাই নাই বলিয়া এ পর্য্যন্ত পাঠাই নাই। আমি নানা কারণে, বিশেষতঃ বিলাত ফেরতদের দুরবস্থা দেখিয়া, সঙ্কল্প করিয়াছিলাম যে তাহাকে বিবাহ না করাইয়া সেই প্রলোভনের নরকে পাঠাইব না। ৬ই সেপ্টেম্বরের 'মেলে' তাহার যাত্রার দিন স্থির হইল। কলিকাতার বেরিষ্টারাগ্রনী মিঃ এ, চৌধুরী মহাশয় অনুগ্রহ করিয়া তাহার বিলাত যাওয়ার সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। তাঁহার উপদেশমতে আগষ্ট মাসে, বিবাহের ছয়মাস মাত্র পরে, নির্ম্মলকে ও পুত্রবধূকে লইয়া পত্নী

কলিকাতা যাইতেছেন। আমাদের মনের অবস্থা কি, কেহ যদি একমাত্র সন্তানকে বিলাত পাঠাইয়া থাকেন, কেবল তিনিই বুঝিতে পারিবেন। তাহাদের কলিকাতা যাত্রার দিন আফিসে কায করিতে পারিতেছি না। থাকিয়া থাকিয়া চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইতেছে। সেই অশ্রুপূর্ণ অবস্থায় একখণ্ড কাগজ লইয়া এই গীতি কবিতাটি লিখিলাম—

নির্ম্মাল্য।

১

ওগো! যাও শুভক্ষণে, শুভ সমীরণে,
নাচিছে তরণী সাগরে!
লেখ হৃদয়ে ভরসা, শিরে নারায়ণ,
জীবনের ব্রত অন্তরে!

২

নাহি ফলে সাধনায় নাহি হেন কায,
অমরত্ব মিলে সাধনে;
দেখ শ্রম-সফলতা সুবর্ণ অক্ষরে
অঙ্কিত মানব জীবনে।

৩

কি ভয়! পিতার আশীষ, মাতার মমতা,
বালিকার প্রেম অমৃত,
ওগো! রক্ষিবে তোমারে বিদেশে বিপদে
কবচের মত সতত।

৪

ওগো! যদি প্রলোভন করে আকর্ষণ
বলে পাপ পথে তোমারে,
তুমি মনে ক'রো অশ্রু পিতার মাতার,
(তোমার) আশ্রয় বিহীনা লতারে।

৫

ওগো! হাসিবে চাঁদনি, হাসিবে না তারা;
ফুটিবে কুসুম প্রাঙ্গনে,
হায়! একটি কুসুম বিহনে তাহারা
রহিবে মরিয়া মরমে।

৬

ওগো! এ তিনের অশ্রু ত্রিবেণীর প্রায়
বহিবে নীরবে অঝোরে
তুমি জয়মাল্য পরি আসি মুছাইও,
জুড়াইও প্রাণ আদরে।

আফিস হইতে বাড়ী আসিয়া গানটি পুত্রকে গাহিতে দিলাম। গাহিতে তাহার অশ্রু ধারায় পড়িতে লাগিল। স্থানে স্থানে কণ্ঠরুদ্ধ হইল। আমি একটি 'লাউঞ্জ চেয়ারে' বসিয়া নীরবে আকাশের দিকে চাহিয়া অশ্রু বর্ষণ করিতেছিলাম। বউ ও আমার ভাইঝিরা মাটিতে গড়াইয়া গড়াইয়া কাঁদিতেছিল। স্ত্রী কার্য্যান্তরে ছিলেন। তিনি আসিয়া বলিলেন—"তুমি নির্ম্মলকে কি গান গাহিতে দিয়াছ। মেয়েরাত কাঁদিয়া খুন হইল।" তখন তিনিও গান শুনিয়া পুত্রকে বুকে লইয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

সেই সন্ধ্যার সময়ে তাঁহারা কলিকাতা চলিয়া গেলেন। তাঁহারা পঁহুছিবা মাত্র যে বেরিষ্টার পরিবারে নির্ম্মলের বিবাহের প্রস্তাব হইয়াছিল তাঁহারা ছুটিয়া বউ দেখিতে আসিলেন। বউ আমার খুব সুন্দরী। তাহার বর্ণের তুলনা বাঙ্গালীর ঘরে বিরল। তবে তাহারা এক সান্ত্বনা পাইল। স্ত্রী বলিলেন, বউ লেখা পড়া, গান বাজনা, কিছুই জানে না। মেয়েরা আর সামলাইতে পারিল না। তাহারা স্ত্রীকে বলিল—"এ মেয়ে কি তোমাদের ঘরে শোভা পায়? বিলাত ফেরতার মেয়ে হইলে শোভা

পাইত।" তাহারা হারমোনিয়াম বাজাইয়া গান করিয়া উঠিলে, স্ত্রী বউকে বলিলেন—"দেখিলে মা! ইহারা কেমন সুন্দর গাইতে বাজাইতে পারে। কই, দেখি তুমি বাজাইতে পার কি না।" তখন বউ সলজ্জ-ভাবে বসিয়া হারমোনিয়মে সুর দেওয়া মাত্র তাহাদের চোক কপালে উঠিল। তাহার পর যখন গান ধরিল, তাহাদের আর বিস্ময়ের সীমা রহিল না। তাহাদের ঘসিয়া মাজিয়া শিক্ষা, ও ঘষিয়া মাজিয়া গলা। ইহার স্বাভাবিক শক্তি, স্বাভাবিক গলা; তাহারা কিছুতেই বিশ্বাস করিবে না যে বউ পূর্ব্বে কিছুই জানিত না। তাহার কেবল এ কয় মাসের মাত্র শিক্ষা। তাহারা বলিতে লাগিল যে স্ত্রী তাহাদের তামাসা করিয়া এরূপ বলিতেছেন। তাহাদের বিশ্বাস হইল যে বউ বাপের বাড়ীতে বহু বৎসর শিক্ষা পাইয়াছে।

আমি দশ দিনের ছুটী লইয়া ১লা সেপ্টেম্বর কলিকাতায় গেলাম। বন্ধুদের পদধূলি ও আশীর্ব্বাদ লইয়া বিদায় হইতে পুত্রকে বন্ধুদের কাছে লইয়া গেলাম। মহারাজা যতীন্দ্রমোহনের কাছে লইয়া গেলে প্রদ্যোৎকুমারেরা নির্ম্মলের মুখে উপরোক্ত বিদায়-গীতটি শুনিতে জিদ করিতে লাগিলেন। গানটি ইতিমধ্যে 'সাহিত্যে' প্রকাশিত হইয়াছিল। মহারাজ বলিলেন—"নির্ম্মল কি গাহিতে পারে?" প্রদ্যোৎ বলিলেন,—"বাবা! নির্ম্মল সুন্দর গাহিতে পারে।" প্রদ্যোৎ নির্ম্মলের গান পূর্ব্বে আমার কলিকাতায় অবস্থান কালে শুনিয়াছিলেন। তখন মহারাজাও গানটি শুনিতে বড় আগ্রহ প্রকাশ করিলেন। আমি বলিলাম হারমোনিয়ম ভিন্ন গাহিতে পারিবে না। মহারাজ বলিলেন তাঁহার বাড়ীতে কোনও ইংরাজী যন্ত্র নাই! কি আশ্চর্য্য! তিনি আদেশ করিলে তাঁহার বেতনভোগী সঙ্গীত ব্যবসায়ী এস্রাষ হস্তে উপস্থিত হইল। নির্ম্মল লজ্জায় ও ভয়ে কিছুতেই গাহিবে না। মহারাজ একজন বিখ্যাত

সঙ্গীতজ্ঞ। তাঁহার কাছে বালক কি গাহিবে। তথাপি তিনি জিদ করাতে নির্ম্মল এস্রাযের সঙ্গে গাহিতে লাগিল। সে পূর্ব্বে কখনও এস্রাযের সঙ্গে গায় নাই। মহারাজ একখানি কৌচে অঙ্গ হেলাইয়া তামাক সেবন করিতেছিলেন। নির্ম্মল গান আরম্ভ করিবা মাত্র তিনি ফরসির নল ফেলিয়া সবিস্ময়ে উঠিয়া বসিয়া বলিলেন,—"বাহবা! কি মিষ্ট গলা! কি সুন্দর রচনা!" তাহার পর শুনিতে শুনিতে তাঁহার চক্ষু সজল হইল। গান শেষ হইলে তিনি গানের ও গায়কের বড়ই প্রশংসা করিলেন। আমাকে বলিলেন—"নবীন বাবু! ইহাকে খুব ভাল করিয়া সঙ্গীত শিক্ষা দিতে হইবে।" আমি বলিলাম—"বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিলে মহারাজ সে ভার গ্রহণ করিবেন। আমি গরিব কিরূপে শিক্ষা দিব?" তিনি বলিলেন তিনি আনন্দের সহিত সে ভার লইবেন। নির্ম্মলকে বলিলেন—"তুমি আমার একটি কথা রক্ষা করিবে। তুমি ইংরাজি গান কি ইংরাজি যন্ত্রের সঙ্গে গাহিও না। তাহা হইলে তোমার গলা নষ্ট হইয়া যাইবে। ইংরাজি সঙ্গীতের ও আমাদের সঙ্গীতের প্রাণ বিভিন্ন। আমাদের মূর্চ্ছানা প্রভৃতি ইংরাজি সঙ্গীতে নাই।" তাহার পর তিনি তাহার মস্তকে হস্ত দিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া বিদায় দিলেন।

মহারাজা সূর্য্যকান্তও লোকের পর লোক পাঠাইতে লাগিলেন যে তিনিও নির্ম্মলের মুখে এই গানটি শুনিবেন। ইঁহার সঙ্গে আমার প্রথম যৌবনে একবার মাত্র সাক্ষাৎ হইয়াছিল। যাহা হউক নির্ম্মলকে লইয়া আমি তাঁহার কাছে এক দিন সন্ধ্যার সময়ে গেলাম। তিনি নির্ম্মলকে আপাদ মস্তক নিরীক্ষণ করিলেন। তিনি একটি হারমোনিয়াম ফ্লুট আনাইয়া রাখিয়াছিলেন। নির্ম্মল বাজাইয়া গাহিতে লাগিল। তিনি ও অন্যান্য উপস্থিত ভদ্রলোকেরা স্তম্ভিত হইয়া শুনিতে লাগিলেন। মহারাজের অশ্রু গণ্ড বাহিয়া পড়িতে লাগিল। গান শেষ হইলে ইঁহারা

সকলেই গানের ও গায়কের খুব প্রশংসা করিলেন। মহারাজ গানটি আর একবার শুনিলেন। তিনি নির্ম্মলকে যেন বড় সস্নেহ চক্ষে দেখিতে লাগিলেন। তাহার সুন্দর, নম্র, অমায়িক মূর্ত্তি ও ব্যবহারে তিনি মুগ্ধ হইয়াছেন বলিলেন। তাহার পর অনেক আলাপ হইল। উঠিয়া আসিবার সময়ে তিনি নির্ম্মলকে ডাকিয়া কক্ষের এক কোণায় লইয়া কি বলিয়া বিদায় দিলেন। আমি তখন অন্য ভদ্রলোকদের সঙ্গে দাঁড়াইয়া আলাপ করিতেছিলাম। বাটী হইতে বাহির হইয়া রাস্তায় পড়িলে নির্ম্মল আমাকে বলিল—"বাবা! ইনিও দেবতুল্য লোক। ইনি আমাকে কি বলিলেন জান? তিনিত আমার সমস্তই বিলাতের খরচ দিতে স্বীকার করিলেন। বলিলেন—"বিলাতে তোমার যাহা কিছুর আবশ্যক হয়, আমার কাছে লিখিও। তোমার বাবার কাছে চাহিও না।" মহারাজার এ দয়ায় তাহার শিশু হৃদয় স্পর্শ করিয়াছিল। তাহার দুই চক্ষু ছল ছল করিতেছিল। আমি বলিলাম—"আমি জীবিত থাকিতে, তুমি আমার একমাত্র সন্তান, কেন পরের মুখাপেক্ষী হইবে? আমি যদি মরি, তবে মহারাজার সাহায্য গ্রহণ করিও এবং তাঁহাকে পিতৃবৎ জ্ঞান করিও।" তিনি কি স্নেহের চক্ষেই নির্ম্মলকে দেখিয়াছিলেন। যত দিন সে বিলাত না পঁহুছিয়াছিল প্রতি দিন না কি তাঁহার আশ্রিত একজন বেরিষ্টারকে নির্ম্মল কত দূর গেল জিজ্ঞাসা করিতেন। এরূপ না হইলে একটি কাঙ্গাল ব্রাহ্মণ বালক এরূপ অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী এবং খ্যাত্যাপন্ন হইবে কেন?

সর্ব্বশেষ মাননীয় গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের কাছে গেলাম। তিনি যেরূপ নিষ্ঠাবান হিন্দু, আমি মনে করিয়াছিলাম তিনি নির্ম্মলের বিলাত যাওয়া অনুমোদন করিবেন না। আমি বলিলাম—"আপনি বোধ হয় শুনিয়া আমাকে ভর্ৎসনা করিবেন, নির্ম্মল এই 'মেলে' বিলাত

যাইতেছে।" তিনি বলিলেন—"ভর্ৎসনা করিব কেন? এখানের শিক্ষা অপেক্ষা সেখানে শিক্ষা অনেক অংশে শ্রেষ্ঠ। দ্বিতীয়তঃ এখানের বি, এল, এর অপেক্ষা সেখানের বেরিষ্টারের মর্য্যাদা ও প্রতিপ্রত্তি অনেক বেশী। তৃতীয়তঃ এতগুলি দেশ যে দেখিয়া যাইবে, ইহাও একটি উৎকৃষ্ট শিক্ষা। তবে বলিতে পারেন যে সামাজিক বিষয়ে আপত্তি হইতে পারে। কিন্তু আমি যত দূর এ অঞ্চলের পণ্ডিতদের অভিপ্রায় জানি, ইঁহারা এখন হইতে আর কোনও আপত্তি করিবেন না। ইঁহারা এখন বুঝিয়াছেন যে দেশে কে না ম্লেচ্ছান্ন খাইতেছে। বিলাত গিয়া খাইলে আর বিশেষ অপরাধ কি? বরং দায়ে ঠেকিয়া খাইতে হয়। অতএব এখন এ অঞ্চলের অনেক বিলাতফেরত আপনার পরিবার মধ্যে বাস করিতেছে।" তাহার পর নির্ম্মলকে বলিলেন—"বিলাত বড় প্রলোভনের স্থান। তুমি যে কার্য্য সাধনের জন্য যাইতেছ, তাহা সাধন করিয়া তোমার নির্ম্মল চরিত্র লইয়া ফিরিয়া আসিবে। আর পূর্ব্বে ইংলিশ বারের পরীক্ষা নাম মাত্র ছিল। কিন্তু এখন উহা কঠিন করিয়া তুলিয়াছে। অতএব তুমি সকল বিষয়ের পরীক্ষা এক সঙ্গে না দিয়া স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ভাবে দিও।" এ উপদেশে নির্ম্মলের বড় উপকার হইয়াছিল।

তাহার যাত্রার পূর্ব্ব দিন যে কন্যাটির সঙ্গে তাহার বিবাহের প্রস্তাব হইয়াছিল, সে স্কুল হইতে আমাদের বাড়ীতে আসিল। সে ইহার পূর্ব্বে একদিন নির্ম্মলকে তাহার প্রতিজ্ঞাভঙ্গের কথা স্মরণ করাইয়া দিয়াছিল। নির্ম্মল বলিয়াছিল তাহার পিতামাতার কোনও দোষ নাই। বালিকার পিতামাতা বিলাত হইতে ফিরিবার পূর্ব্বে বিবাহ দিবেন না বলিয়া জবাব দিয়াছিলেন। তখন বালিকা বলিয়াছিল তাহার পিতামাতাই তাহার সর্ব্বনাশ করিয়াছেন। আজ সে দ্বিতলের এক গবাক্ষে দাঁড়াইয়াছে এবং গবাক্ষের কাষ্ঠ বাহিয়া তাহার অশ্রুধারা নিম্নতলের প্রাঙ্গনে পড়িতেছে।

দেখিয়া, আমি ও পত্নী ছুটিয়া গিয়া তাহাকে বুকে লইয়া কাঁদিয়া বলিলাম—"মা! তুই রাজরাণী হইবি। আমরা দরিদ্রের কি আছে? তুমি কোনও দুঃখ করিও না। তুমি নির্ম্মলকে এখন হইতে সহোদরের মত দেখিও।" আমি ও নির্ম্মল কার্য্যান্তরে চলিয়া গেলাম। স্ত্রী তাহাকে হারমোনিয়ম লইয়া গান করিতে বলিলেন। সে বউয়ের দিকে সজলনেত্রে চাহিয়া গাহিল—

গীত।

"তার সনে দেখা হ'লে,
আমার কথা ব'ল ব'ল।
যে তাহারে ভালবাসে
তারে কি কাঁদান ভাল।"

আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে। আমি অশ্রুপূর্ণ নয়নে এই দৃশ্যটি যৌবন-বিবাহ পক্ষপাতী অন্ধ সমাজ-সংস্কারককে উপহার দিলাম।

পরদিন কাশী হইতে আমার বন্ধু উমাচরণ বাবুর দ্বারা প্রেরিত নির্ম্মলের জন্য বিশ্বেশ্বরের আশীর্ব্বাদ আসিল, এবং বন্ধুবর নটকুল-তিলক অমৃতলাল বসু রাধাকৃষ্ণের মূর্ত্তিযুক্ত একটি রজতপদক নির্ম্মলকে তাঁহার আশীর্ব্বাদসহ উপহার দিয়া বিলাতে উহা তাঁহার চক্ষের সম্মুখে রাখিতে উপদেশ দিলেন। সন্ধ্যার পর হাওড়া ষ্টেশনে সকলেই অশ্রু বর্ষণ করিতে করিতে গেলাম। স্ত্রী ও পুত্রবধূ গাড়ীতে বসিয়া কাঁদিতেছে। আমি পুত্রকে লইয়া ষ্টেশনে প্রবেশ করিলাম। সে দিন হাইকোর্ট পূজার জন্য বন্ধ হইয়াছে। ষ্টেশন ইংরাজে পরিপূর্ণ। মিঃ এ, চৌধুরির ভ্রাতা মিঃ জে, চৌধুরি আমাদের সঙ্গে আসিয়াছিলেন। তিনি ষ্টেশনে পুত্রকে বেরিষ্টার মিঃ উড্রফের পুত্রের সঙ্গে, এবং জষ্টিশ হেণ্ডার্সনের সঙ্গে পরিচয় করাইয়া দিলেন। নির্ম্মল যে কক্ষে যাইবে

সে কক্ষের অন্য আসনে আর এক জন মিলিটারি বিভাগের সেনাপতির কর্ণেলের নাম লেখা রহিয়াছে। ঠিক ট্রেন খুলিবার সময়ে তিনি আসিয়া পঁহুছিলেন। মিলিটারিতে ষ্টেশন ভরিয়া গেল। নির্ম্মলকে পথে দেখিতে যোগেশ তাঁহাকে বিলাতি ধরণে বলিলেন। তিনিও বিলাতি ধরণে সায় দিলেন। আমি তখন অগ্রসর হইয়া রোরুদ্যমান কণ্ঠে আমার একমাত্র সন্তান বলিয়া নির্ম্মলকে তাঁহার হাতে তুলিয়া দিলাম। ইহাতে তাঁহার হৃদয় স্পর্শ করিল। তিনি বলিলেন—"Poor man! আপনি কোনও চিন্তা করিবেন না। আমি সমস্ত পথ বালককে দেখিব, এবং লণ্ডনে তাহার গৃহে পঁহুছাইয়া দিব।" আমি ধন্যবাদ দিতে না দিতে, পুত্রের মাথা গবাক্ষ পথে আমার বুকে থাকিতে 'ইংলিশ মেল' খুলিল। আমি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িতেছিলাম। এক হাত যোগেশ, ও অন্য হাত আমার বন্ধু হাইকোর্টের উকিল সিরাজল ইসলাম ধরিলেন। এতক্ষণ পুত্র কাতর হইবে বলিয়া হৃদয় পাথর দিয়া চাপিয়া রোদন সম্বরণ করিয়াছিলাম। আর পারিলাম না। হা ভগবান্! আমার একমাত্র সন্তান, যে একদিনও আমাদের চক্ষের অন্তর হয় নাই, যে শিশু আমাকে ছাড়া গৃহের বাহিরে যায় নাই, আজ সে বাইশ বৎসর বয়সে কোথায় চলিল! পিতা মাতার কর্ত্তব্য কি গুরুতর! আমি দুই বন্ধুর বুকে মাথা রাখিয়া কাঁদিতে লাগিলাম। তাঁহারা এ অবস্থায় আমাকে গাড়ীতে তুলিয়া দিলেন। সেখানে স্ত্রী ও বালিকা বধূ কাটা মাছের মত ছট ফট করিয়া উচ্চৈস্বরে কাঁদিতেছিল। হাওড়ার সেতু পার হইবার সময়ে পিতামাতার এবং বালিকা পত্নীর পবিত্র অশ্রুধারা ভাগিরথীর পবিত্র গর্ভে ঝরিল। গৃহে ফিরিয়া সমস্ত রাত্রি এই হাহাকারে কাটাইয়া প্রাতে কুমিল্লা রওনা হইলাম। পুত্রবিধুর পিতামাতার ও পতিবিধুর বালিকা পত্নীর অশ্রু আবার ধারায় সমস্ত দিন ষ্টিমারের কাষ্ঠ

বাহিয়া ঝরিয়া পদ্মার স্রোতবেগে ভাসিয়া গেল। অর্দ্ধমৃত অবস্থায় তিনজন কুমিল্লার শূন্য গৃহে পঁহুছিয়াই বম্বে টেলিগ্রাফ করিলাম—"Our blessings and love. Heart within and God overhead." তাহার পর একখানি পত্র লিখিলাম। সেই পিতা পুত্রের অশ্রুসিক্ত পত্রখানি নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম—

কুমিল্লা

বাবা আমার! ১১ই সেপ্টেম্বর, ১৯০০।

দশরথ রাজার চার পুত্র ছিল। একমাত্র রামচন্দ্রকে বনবাস দিয়াছিলেন। সে বনবাসও ভারতবর্ষে। তথাপি দশরথ মরিয়াছিলেন। আমি আমার একমাত্র দেবশিশু সম সন্তানকে এই দূর দেশে, এই নির্ব্বাসনে পাঠাইয়াছি। তথাপি আমি বাঁচিয়া আছি। আমার মত পাষাণ কে আছে?

ট্রেণ খুলিলে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িতেছিলাম। যোগেশ ও সিরাজল ইসলাম ধরিল। গাড়ীতে পঁহুছাইয়া দিল। তাহার পর আমার পাষাণ হৃদয়ও ভাঙ্গিয়া গেল, গলিয়া গেল। চপলা এ পর্য্যন্ত যে হাসিতেছিল, খেলিতেছিল, আমাদের এত সাহস ও সান্ত্বনা দিতেছিল, বুদ্ধিমতী মেয়ের সকলই অভিনয়। হাওড়া হইতে বাড়ী পর্য্যন্ত সে এরূপ গলা ছাড়িয়া কাঁদিতেছিল, ও ছট ফট করিতেছিল যে আমার অশ্রু আমার চক্ষে শুকাইয়া গিয়াছিল। আমি পাষাণ, এ দৃশ্য কোনও পিতা এরূপ পাষাণবৎ সহ্য করিতে পারিত না।

রাত্রিতে কেহ নিদ্রা যাই নাই। সমস্ত রাত্রি সেই তড়িৎগতি গাড়ীর গবাক্ষে জ্যোৎস্নালোকে তোমার মুখখানি দেখিয়াছি, এবং "বাবা! বাবা!" ডাকিয়াছি। তুমি শুনিয়াছিলে কি?

শনিবার শেষ রাত্রিতে আমরা নির্ম্মলশূন্য গৃহে আসি। আমাদের তিন দিন কাটিয়াছে। তিন বৎসরের তিন দিন কাটিয়াছে। তিন বৎসরে এরূপ কত ভীষণ তিন দিন আছে! এ তিন দিন কাটিয়াছে, সে সকল তিন দিনও কাটিবে। তুমি আমাদের জন্য চিন্তা করিও না। তোমাকে না দেখিয়া আমরা মরিতে পারিব না।

বম্বে আমার দুই টেলিগ্রাম পাইয়াছিলে কি? আমার চুম্বন পাইয়াছিলে কি? ট্রেণ

খুলিবার সময়ে আমি পাষাণ যে চুম্বন করিতেও ভুলিয়াছিলাম। একটি কথাও যে কহিতে পারি নাই।

এ কয় দিন যেন আরব সাগরে অর্ণবযান দুলিতেছে দেখিতেছি। না জানি কি কষ্টই পাইতেছ!

বম্বে হইতে পুত্রের টেলিগ্রাম পাইলাম। যথা সময়ে এডেন হইতে পত্র পাইলাম। লিখিয়াছে—তোমার কেবল একমাত্র সন্তান নহে, তোমার বাইশ বৎসরের বন্ধু তোমাকে ছাড়িয়া যাইতেছে। আমার কেবল পিতা নহে, আমার বাইশ বৎসরের একমাত্র বন্ধুকে আমি ছাড়িয়া যাইতেছি।"

—০—

পুত্র বিলাতে।

১৯০০ খৃষ্টাব্দের ২৫ সেপ্টেম্বর পুত্রের নির্ব্বিঘ্নে বিলাত পঁহুছিবার টেলিগ্রাম পাইলাম। যে শিশু কখনও ঘরের বাহিরে যায় নাই সে মারসেলজ পথে সমস্ত ফ্রান্স একাকী পার হইয়া ইংলণ্ডে গিয়াছে! সেই 'কর্ণেল' সমস্ত পথে তাহাকে আপন পুত্রের মত যত্ন করিয়া খাওয়াইয়া ও সান্ত্বনা দিয়াছিলেন। তিনি পেরিসে নামিয়াছিলেন। নির্ম্মলকে তাঁহার সঙ্গে পেরিস দেখিয়া যাইতে বলিয়াছিলেন। কিন্তু ষ্টীমারে নির্ম্মলের এক বাঙ্গালী সহযাত্রী জুটিয়াছিলেন। তিনি এরূপ ভীরু যে নির্ম্মলচন্দ্র তাঁহার অভিভাবক হইয়াছিলেন! নির্ম্মল পেরিসে নামিলে তিনি একা কিরূপে বাকী পথ যাইবেন কাঁদিতে লাগিলেন। কাযেই নির্ম্মল কর্ণেলের অনুরোধ রক্ষা করিতে পারিলেন না। মারসেলেজে তাহাকে সঙ্গে করিয়া তিনি সমস্ত নগর দেখাইয়াছিলেন, এবং তাহাকে হোটেলে আপন ব্যয়ে খাওয়াইয়াছিলেন। এরূপ ইংরাজকে দেবতার মত পূজা করিতে ইচ্ছা করে। জষ্টিস হেণ্ডার্সন এবং যুবক উড্রফও সমস্ত পথ নির্ম্মলের তত্ত্বাবধান করিয়াছিলেন। লণ্ডনে পঁহুছিবার পর এক জন বন্ধু লিখিলেন—

"I was expecting Nirmal on the 30th Ultimo (Septr) in London, while he surprised us all by arriving a week earlier than the stated time. He showed great enterprise by landing at Marseilles and shooting across France by himself. It is a very creditable performance for a young boy who has been brought up as Nirmal has been. * * * * * *

Nirmal is such a sweet affectionate boy that nobody can help loving him. * * * I am sure he will give a good account of himself while he is here, and when he goes back home, he will

go as a worthy son of the illustrious father of whom his country is proud."

শ্রীভগবানের কি অনন্ত কৃপা! ইংলণ্ডে পঁহুছিবা মাত্র নির্ম্মল আমার দেবলোকবাসী পিতামাতার পুণ্যে আর এক জন দেবতুল্য লোকের আশ্রয় প্রাপ্ত হইল। তাঁহার নাম শ্রীযুক্ত বাবু নরেন্দ্রনাথ সেন। কলিকাতায় তিনি "নন্দী বাবু" বলিয়া সর্ব্বত্র পরিচিত এবং পূজিত। তিনি কুচবেহার রাজ্যের একজন জজ্। তিনি এ সময়ে লণ্ডনে ছিলেন। তাঁহার আর অধিক পরিচয় না দিয়া তাঁহার প্রথম পত্রখানি নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।

লণ্ডন

২৪শে কার্ত্তিক, ১৮২২ শকাব্দা।

সসম্মান নিবেদন।

মহাশয়ের নিকট আমি অপরিচিত, অপরিজ্ঞাত, অদৃষ্টপূর্ব্ব। আপনি অদৃষ্টপূর্ব্ব হইলেও আমার নিকট অপরিজ্ঞাত নহেন, কেন না আপনি বঙ্গদেশের সাধারণ সম্পত্তি ও আমি বাঙ্গালী। আমি অপরিচিত হইয়াও পরিচিতের ন্যায় আজ আপনাকে পত্র লিখিতে বসিয়াছি। আপনার নির্ম্মলের প্রবাস বন্ধু বলিয়া এই প্রকার অনধিকার অধিকার স্থাপনা করিলাম। নির্ম্মল এখন আমার সহিত একগৃহে বাস করিতেছে। তাহার কক্ষটি আমার কক্ষের পার্শ্ববর্ত্তী। মধ্যের ব্যবধানে একটি দ্বার আছে। নির্ম্মল প্রায়ই আমার কক্ষে বসিয়া লেখাপড়া করে। আমি তাহার স্বেচ্ছানির্ব্বাচিত প্রবাসের অভিভাবক স্বরূপ। আমি বয়সে বৃদ্ধ বলিলে অত্যুক্তি হয় না। বয়সে যত বৃদ্ধ হই বা না হই রোগে কিছু বর্ষানুচিত বার্দ্ধক্যগ্রস্ত। বালকের পক্ষে বৃদ্ধের সান্নিধ্য সর্ব্বাংশে প্রার্থনীয় নহে। কিন্তু এদেশে আপনার নির্ম্মলের মত শিশুস্বভাববিশিষ্ট বালকের কিছুদিন বৃদ্ধের সহিত একত্রে থাকিলে কোন হানি না হইলেও হইতে পারে, এই জ্ঞানে আমি আপত্তি করি নাই।

যে বাটীতে থাকি সেটি একটি ভাল Boarding House। এখানে যাহারা থাকে তাহার সকলেই ভদ্রলোক। বিদেশী Americanও এখানে প্রায় আসে। বাটীতে দুটি ডাক্তার Boarder আছে। সম্মুখে একটা বাগান আছে। তাহার জন্য এ স্থানটীর নাম Endsleigh Gardens। নির্ম্মল ও আমার উভয়ের ঘর হইতে বাগানটি দেখিতে পাওয়া

যায়। আমি যখন এ বাটীতে থাকিতে আসি তখন আমার একজন শ্রদ্ধেয় ইংরাজ বন্ধু এই স্থানে থাকিতে পরামর্শ দেন। Landlady ভদ্রমহিলা ও শিক্ষিতা ও প্রবীণা। যাহা খাইতে দেন তাহা প্রচুর ও স্বাস্থ্যকর। নির্ম্মল আহারের বন্দোবস্ত দেখিয়া খুব সন্তুষ্ট হইয়াছে। বলে অন্যত্র এরূপ আহারের সুবিধা নাই। Boarding Houseএর কতকগুলি অসুবিধাও আছে। ইহাতে নিজের স্বানুবর্ত্তিতা চলে না। সাধারণ খাইবার সময়ে ইচ্ছা না থাকিলেও খাইতে হয়। সময়ে আসিয়া না জুটিলে Restaurantএ গিয়া খাইতে হয়। সাধারণ Drawing Roomএ বন্ধুবান্ধব আসিলে একাকী তাহাদিগকে receive করা পক্ষে ব্যাঘাত ঘটিলেও ঘটিতে পারে।

এ বাটীর আর একটি সুবিধা আছে। স্নানের ঘরটি সুন্দর। সর্ব্বদাই গরম জল পাওয়া যায়। আর আমাদিগের ঘরের নিকট।

একটি অসুবিধা যে এখান হইতে Innটি খুব নিকটে নহে। হাঁটিয়া গেলে পঁচিশ মিনিট লাগে। নিকট দিয়া *Bus* যায়। হাঁটিতে না পারিলে *Bus*এ করিয়া বরাবর Inn অবধি যাওয়া যাইতে পারে। কিন্তু 'বস' করিয়া যাইতে হইলে দু পেন্স অর্থাৎ দুই আনা করিয়া ভাড়া দিতে হয়।

নির্ম্মল Gray's Inn join করিয়াছে। Gray's Inn অন্যান্য Inn অপেক্ষা দরিদ্র। কিন্তু এই Innএ অনেক বৃত্তি। আর খরচ মোটের উপর ত্রিশ পাউণ্ড কম। আমি Lincoln's Innএ যাইতে বলিয়াছিলাম। কিন্তু সে সম্মত হইল না। Lincoln's Innএ যে Common room অর্থাৎ যেখানে Students বিশ্রাম করে, সে ঘরটা শুনি খুব সুন্দর ও প্রশস্ত ও সুসজ্জিত। নির্ম্মলের Gray's Inn join করিবার কারণ প্রথমতঃ আমি Gray's Innএর Member। দ্বিতীয়তঃ এই Innএ অনেক বাঙ্গালী আছে। আমি একজন শিক্ষকের নিকট পড়াশুনা করিতে উপদেশ দিয়াছি। নির্ম্মলের ইচ্ছা যে আমার নিকট পড়ে। আমি নিজে পড়াইবার জন্য উপযুক্ত নহি। পারদর্শী নহিলে অধ্যাপনা উচিত নহে। সেজন্য যাহারা এই কার্য্য করে তাহাদের একজনের কাছে শিখিবার জন্য পরামর্শ দিয়াছি। নির্ম্মলের ইচ্ছা যে আগামী ডিসেম্বর মাসে Roman Law বিষয়ে পরীক্ষা দেয়। সময় কিছু অল্প। এত শীঘ্র পরীক্ষা দেওয়া উচিত নয় বলিয়া মনে হয়। নির্ম্মল বেশ পড়িতেছে। এরূপ পড়িলে কৃতকার্য্য হইবে। প্রস্তুত না হইলে পরীক্ষা দিতে দিব না। অকৃতকার্য্য হইলে এককালে ভগ্নোদ্যম হইবে। আগামী March মাসে

যে পরীক্ষা হইবে তাহাতে নিশ্চয়ই কৃতকার্য্য হইবে। কিন্তু যাহাতে ডিসেম্বরের পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হয় সেই ভাবে পড়িবার জন্য উপদেশ দিয়াছি।

আমি নিজে আগামী January মাসে ভারতবর্ষে ফিরিয়া যাইব। আবার পরে প্রত্যাবর্ত্তন করিব; কিন্তু কবে করিব তাহা জানি না। আমি চলিয়া গেলে নির্ম্মল নিতান্ত অসহায় হইয়া পড়িবে মনে করে। ভরসা আর দুই তিন মাস থাকিলে আপনি নিজেই সব কায চালাইয়া লইতে পারিবে।

আপনার নির্ম্মল বাস্তবিকই বড় সুবোধ ও শিষ্টস্বভাববিশিষ্ট। তাহার চরিত্র বালকের মত নির্ম্মল ও উদার। কিন্তু নিতান্ত সরল ও অনভিজ্ঞ। এদেশে উন্নতির সোপান অনন্ত-প্রসারী, অবনতির পথও তদ্রূপ। বাধা, বিঘ্ন ও প্রলোভনও প্রচুর। ধর্ম্মবন্ধন যত দিন শিথিল না হয় বাধা বিঘ্নে কিছু করিতে পারিবে না। কিন্তু যে দিন সেই বন্ধন শিথিল হইবে, শত অভিভাবকেও রক্ষা করিতে পারিবে না। আশীর্ব্বাদ করি যেন আপনার নির্ম্মল নির্ম্মল ও নিষ্কলঙ্কভাবে দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করে।

নিঃ শ্রীনরেন্দ্রনাথ সেন।

একজন অপরিচিতের পুত্রের প্রতি ইংলণ্ডের মত সুদূর দেশে এরূপ দয়া কি মানুষের? ইঁহার দ্বিতীয় পত্রখানি এরূপ—

LONDON,
30. XI.00

MY DEAR MR. SEN,

Nirmal has made over to me your kind letter of the 8th current. I am indeed so glad that, the chance or accident which has brought your boy and myself together, has also given me the pleasure and privilege of knowing one of my distinguished and illustrious countrymen from a closer point of view than is ordinarily permitted to the rank and file to which I belong. You have said such nice things of me that, had I possessed a larger share of egotism and vanity and a craving for compliment than I flatter myself I do, I would have found in the matter enough for gratification. I don't know whom I am to be more thankful to—my kind partial friends who have given me a character, or you who have not known me and yet have believed all that has been said. How I wish I deserved it all! I trust that an acquaintance

sprung up under these circumstances will afford me large opportunities in future of knowing you yet more closely.

I have known your boy for the last seven weeks, four of which he has spent with me, sharing practically the same room. I have had ample opportunities for forming my own estimate of his character, and I am glad to be able to say that he is all that a fond father can desire. He is gentle,guiltless,unaffected and dutiful. His moral bearing is irreproachable. But he is too green and inexperienced in the ways of the world, and so require some amount of protective care and unobtrusive guidance. I say 'unobtrusive' advisedly, for I have a morbid horror of assertive domination (by crusty age) of receptive and impressionable youths crushing all individuality and checking spontaneous and natural growth. I don't believe in surveillance. There is no safe-guard more effective than a virtuous disposition acquired by nature, and cultivated by early training in faith and honor. He has both. If these are found wanting, not even argor eyed watchfulness will be operative. What he does require is gentle leading and timely hint or advice, if any be needed. There is one part of his education (you will pardon me for mentioning it) which his peculiar position in life (being the only child of loving parents lavishing all the wealth of their affection) has thwarted the development of. He has not learnt self-reliance in the ordinary concerns of life. The benefit of English life has already begun to be felt in that direction and I am sure, will soon be felt in other directions as well.

I shall soon be going back to India. I am naturally anxious, therefore, to see him settled before I depart. I wish to see him take lessons both in English and Law with a good coach at Cambridge, and in the terms to come down to London and eat his dinners.

May God bless him and keep safe from harm.

With best wishes and regards

Yours sincerely

N. SEN.

তিনি ভারতবর্ষে প্রত্যাগমনের পূর্ব্বে উপরোক্ত পত্রের শেষাংশানুসারে নির্ম্মলের জন্য কিরূপ বন্দোবস্ত করিয়া দিয়া আসিয়াছিলেন, তাহা নিম্ন-লিখিত পত্রে লিখিয়াছিলেন।

কেম্ব্রিজ
২১ ডিসেম্বর ১৯০০।

শ্রদ্ধাস্পদেষু

আপনার ২৭এ নভেম্বর তারিখের পত্রখানি পাইলাম। আপনি যে বিশেষ সুস্থ ছিলেন না তাহা একপ্রকার জানিতাম। নির্ম্মলের নিকট বাটী হইতে যে পত্র আসিত তাহা হইতে একপ্রকার বুঝিয়াছিলাম। কিন্তু নির্ম্মলকে সান্ত্বনা দিবার জন্য বুঝাইয়া দিয়াছিলাম যে আপনি অসুস্থ হইয়া কলিকাতায় যাইলে আপনার শ্রদ্ধেয়া পত্নী কখন চট্টগ্রামে যাইতে পারিতেন না। নির্ম্মলও তাহাতে একপ্রকার শান্ত হইয়াছিল। কিন্তু আপনার অসুখের সম্বাদ পাইয়া অবধি বড় অধীর হইয়া পড়ে। যথাসাধ্য বুঝাইয়াছি। ভগবানের উপর নির্ভর করিতে শিখিতে বলিতেছি। ক্ষুদ্র মানুষের ইহা অপেক্ষা আর সহায় নাই। নির্ম্মল অপেক্ষাকৃত স্থির হইয়াছে। যে দিন পত্র পায়, (mail) আসে, সেদিন তাহার জন্য আমাকে ব্যস্ত হইতে হয়, পাছে কিছু অসুখের সম্বাদ আসে। ভগবানের ইচ্ছায় আপনি সুস্থ, সবল, দীর্ঘায়ু হউন। আপনার অসুখের সম্বাদ আসিলে নির্ম্মল এখানে থাকিতে পারিবে না। আপনার নির্ম্মল পিতৃগত প্রাণ। নির্ম্মল স্বভাব ও কোমল প্রকৃতি। পিতার অসুখ শুনিলে সকলেই অধীর হয়, তবে আপনার নির্ম্মলের পক্ষে এটী দুঃসহ। আপনাদিগের পিতাপুত্রের সম্বন্ধ দেখিয়া আমি বড় সুখী হইয়াছি। এরূপ ভালবাসা বিরল। ভগবান এই সম্বন্ধ, এই ভালবাসা সুদীর্ঘকাল অবিচ্ছিন্ন ও অক্ষুন্ন রাখুন এই প্রার্থনা আপনা হইতে আসিয়া পড়ে।

আমার সম্বন্ধে যে সকল কথা আপনি বলিয়াছেন তাহার অধিকারী আমি নহি। তবে আমি নির্ম্মলকে ভালবাসি। তাহার নির্ম্মল স্বভাব দেখিলে না ভালবাসিয়া থাকা যায় না। আপনার হইতে পুত্রস্নেহ সঞ্চারিত হয়। এক গৃহে এক কক্ষে দিবারাত্রি থাকিয়া যে আমি তাহাকে পুত্রবাৎসল্যে ভালবাসিব তাহা কিছু বিচিত্র নহে।

নির্ম্মলের পড়াশুনার বন্দোবস্ত যাহা বন্ধুবর্গকে জিজ্ঞাসা করিয়া ও নিজে বুঝিয়া ভাল

বোধ হইল তাহা করিবার জন্য আদেশ করিলাম। লণ্ডনে আমি না থাকিলে সে স্পষ্ট বলিল যে সে থাকিতে পারিবে না। Mr. Andersonও Cambridgeএ থাকার পক্ষে ও Londonএর বিপক্ষে। সুতরাং Cambridgeএ থাকার বন্দোবস্ত করিলাম। আইনের জন্য Whitcroft বলিয়া এখানে একজন ভাল coach আছেন তাঁহার কাছে পড়া যুক্তিযুক্ত সকলে বলিলেন। *Non Col* হইয়া কলেজে থাকাও যুক্তি বলিয়া স্থির হইল। ইহাতে একটু শাসন আছে। আর ইংরাজির জন্য একটি স্বতন্ত্র coach এবং Essay ও compositionএর জন্য Moriarty বলিয়া একটি coachএর কাছে পড়া ভাল বলিয়া বোধ হইল। London হইতে Law lectures বিক্রয় হয়, তাহা ক্রয় করিবার বন্দোবস্ত করিতে পরামর্শ দিলাম। আর আমার একটি বন্ধু শ্রীমান সুবোধচন্দ্র রায় এখানে আছেন। তাঁহার হস্তে নির্ম্মলকে দেখিবার ভার দিয়া গেলাম। অনুরোধ করিয়া গেলাম যেন তিনি বড় ভাইয়ের মত নির্ম্মলকে দেখেন। সুবোধচন্দ্র নির্ম্মলচরিত্র ও পণ্ডিত। তিনি দেখিবেন প্রতিশ্রুত হইয়াছেন।

নির্ম্মলের জুন মাসে দেশে যাওয়া উচিত। প্রথমতঃ যাতায়াতজনিত কষ্ট তাহার হইবে না। কেন না সে জাহাজে বেশ ভাল থাকে। দ্বিতীয়তঃ আপনার ন্যায় পিতার চরণ দর্শন করিলে সন্তানের কর্ত্তব্য-বোধ পুষ্ট হইবে। ইংরাজি শিক্ষা ভাল, ইংরাজি ভাষা শিক্ষা ভাল, কিন্তু ইংরাজ চরিত্র হওয়া ভাল নহে। দয়ামায়া শূন্য কঠোর নির্ম্মম ইংরাজ চরিত্র আমার ভাল বোধ হয় না। স্বার্থপরতাতে ইংরাজ পরিপূর্ণ। ভাল হউক আর মন্দ হউক নির্ম্মল ইংরাজ-চরিত্র হইতে পারিবে না। তাহার স্বাভাবিক প্রকৃতি ভিন্ন প্রকার। দেশের সহিত সম্বন্ধ থাকা ভাল। তাহার পর—পড়াশুনার ক্ষতি। গ্রীষ্মকালে লোকে এখানে আমোদ করে, এদেশ ওদেশ বেড়ায়, পড়াশুনা বড় করে না। প্রথম বৎসর পড়াশুনার ক্ষতি হইবে না ইহা আমার বিশ্বাস।

আমি আগামী ১৬ই January লণ্ডন হইতে দেশাভিমুখে যাইব। দেশে গিয়া আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া নির্ম্মল সম্বন্ধে অনেক কথা কহিব বাসনা রহিল।

অদ্য বিদায় প্রার্থনা করিতেছি।

ভবদীয়

শ্রীনরেন্দ্রনাথ সেন।

আমার বন্ধু বাবু হীরেন্দ্রনাথ দত্তের কাছে তিনি এক পত্র লিখিয়াছিলেন—

"Nabin Babu's son Nirmal is a nice young man and remarkably well behaved. He has endeared himself so much to me that I look upon him as a son almost."

আমি আবার জিজ্ঞাসা করি ইনি মানুষ কি দেবতা? এই মহৎ, উদার, দেবপ্রতিম ব্যক্তির সঙ্গে আমার এখনও সাক্ষাৎ হয় নাই। তাঁহার একখানি প্রতিকৃতি দেবচিত্রের মত আমার গৃহে ভক্তির সহিত রক্ষিত হইয়াছে। আর তাঁহার এ পত্রগুলি আমি দেব-প্রসাদ স্বরূপ আমার এ জীবনীতে উদ্ধৃত করিয়া রাখিলাম। তাঁহার আদর্শে পরিচালিত, এবং তাঁহারই এ সকল ব্যবস্থায় উপকৃত হইয়া নির্ম্মল ইংলণ্ডের অনন্ত প্রলোভন হইতে আত্মরক্ষা করিয়া, এবং সফল-মনোরথ হইয়া স্বদেশে ফিরিয়াছিল। তাঁহার কৃপায়ই আমরা একপ্রকার হারান পুত্র পুনঃপ্রাপ্ত হইয়াছি। তাঁহার দয়া, তাঁহার উপকার, স্বর্ণাক্ষরে আমার ও নির্ম্মলের হৃদয়ে চিরদিন অঙ্কিত থাকিবে। শ্রীভগবান তাঁহাকে দীর্ঘায়ুঃ করুন, এবং তাঁহার এই পবিত্র নিষ্কাম জীবন সুখশান্তিতে পূর্ণ করুন! আজ নির্ম্মল যাহা তাঁহারই সৃষ্টি। তিনি নির্ম্মলের দ্বিতীয় পিতা, দ্বিতীয় ভাগ্য-নিয়ন্তা।

চট্টগ্রামের কালেক্টর মিঃ এণ্ডার্সনও ইতিমধ্যে চাকরি হইতে আমার মত নিরাশ হৃদয়ে অবসর গ্রহণ করিয়া ইংলণ্ডে চলিয়া গিয়াছিলেন। ইংরাজদের মধ্যে ইনি কি প্রকৃতির লোক নিম্নের পত্রখানির দ্বারা বুঝা যাইবে।

3rd Oct.
17, Blakesley Avenue.
EALING, W.

MY DEAR NABIN BABOO,

I am glad you wrote to me about your boy, and I shall be glad to do what I can to help him. But I lead a very secluded life in

my hermitage, and am not very good company for young fellows. But your son will find English people in England, with no official prejudices and pre-occupations, very different from the collectors and judges of your native land. To be a stranger in England is to establish a strong claim to help and sympathy, and if your boy inherits (and I think I remember that he does inherit) something of your personality, your vigorous intelligence and faculty of expression, he will not lack friends, and there are many old Indians to whom the right of a Bengali is a pleasant reminder of happy days in the East. Last week I was seeing some friends off in the 'China' at the Docks, and I found myself talking broken urdu to people about the wharfs (dockland is very Asiatic) with great enjoyment and I felt quite sorry that I was not as my friends, and shall never again see the land to whose legends and religion you have given so attractive a setting in your poems. India has a *Maya* which draws one most strongly when one has deserted her for ever. I cut the tie very reluctantly and only because I thought I could do India a better service by training my boys (Indian-born like myself) to serve her than by continuing my own imperfect service.

Let me know when your boy sails and I will look out for him.

Yours very truly,
J. D. ANDERSON.

তাহার পর নির্ম্মলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া নিম্নলিখিত পত্রখানি লেখেন—

3rd Decr.
17, Blakesley Avenue,
EALING, W.

My DEAR NOBIN,

I looked up your son to-day and found him looking extremely small and so smartly and fashionably dressed that I did not recog-

nise the Brutus of the college speech-day 3 years ago. He does not seem to feel the climate a bit and evidently finds English fare and English air agree with him. The object of my visit was to ask him to come and spend a day with us and see the inside of a Suburban home, but he tells me that he is off to Cambridge to-morrow where he hopes to find society more congenial and accessible than he can get in the vast and unfriendly maze of London streets. I have made him promise to come and lunch with us when next he comes to town to eat his legal dinners. I think you have every reason to feel proud of the lad. He has excellent manners and, so far as I could judge from what to him was probably a long visit, seems a good boy. I think he is doing wisely in leaving London for a place where he will find it easier to make congenial friends. I suggested to him that he might call on Mr. Towers (a retired civilian) who is, I think, reader in Bengali at Cambridge. He is to send me his Cambridge address, and he will, I hope, regard me as a friend willing to help him in every way in my power.

Have you got a photograph of yourself that you can spare? I should be glad to possess a picture of the author of the "Battle of Plassey."

I lead a very quiet existence and have no news for you. Hope this will find you quite restored to health always.

Very truly yours
J. D. ANDERSON.

একবার চট্টগ্রাম কলেজের পারিতোষিক বিতরণ সময়ে একটি ক্ষুদ্র ষ্টেজে নির্ম্মল ব্রুটাসের অভিনয় করিয়াছিল। মিঃ এণ্ডার্সন তাহার ইংরাজি উচ্চারণের ও অভিনয়ের অত্যন্ত প্রশংসা করিয়াছিলেন। এ পত্রে তাহারই উল্লেখ করিয়াছেন। নির্ম্মল কুমিল্লায় পড়িবার সময়ে কুমিল্লার

গবর্ণমেণ্ট স্কুল ও 'ভিক্টোরিয়া স্কুলের' ছাত্রদের মধ্যে একবার আবৃত্তি ও অভিনয়ের প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়। প্রথম গবর্ণমেণ্ট স্কুল খুব দক্ষতার সহিত অভিনয় করিয়া যায়। তাহার পর 'ভিক্টোরিয়া স্কুলের' অভিনয় হয়। কিন্তু কোনও অভিনেতাই সেরূপ আবৃত্তি কি অভিনয় করিতে পারিল না। শেষ দৃশ্যে নির্ম্মল সেক্ষপিয়ারের "কার্ডিনেল উল্‌জির" অভিনয় করে। তাহার উচ্চারণ, ভাবভঙ্গি ও অভিনয়ে দর্শকগণের মধ্যে একটা sensation পড়িয়া যায়। অভিনয়ের পর জজ, মেজিষ্ট্রেট ও উকিলেরা তাহাকে ডাকাইয়া খুব প্রশংসা করেন ও উৎসাহ দেন। কেহ কেহ আনন্দে তাহাকে বুকে লইয়া আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন। আমি তাহার অভিনয় শিক্ষা দিয়াছি কি না উভয় স্থলে অনেকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। কিন্তু আমি তাহার কিছুই জানিতাম না। ইহার পর মিঃ এণ্ডার্সন নির্ম্মলকে তাঁহার বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া এই পত্র লেখেন—

25th April
17, Blakesley Avenue
EALING, W.

MY DEAR NAVIN BABU,

Your boy has been spending the day with us. I hope we did not "bore" him. I thought it might interest him to see us just as we are, a middle-class English family in its everyday garb and occupations. Nirmal went through your 'Bhanumati' with me and cleared up such difficulties (chiefly Hindu references) as I had met. The only Bengali dictionary is Haughton's—a good one of its class and time, but necessarily defective in colloquial phrases. But you will not want to hear of that. Your boy is locking exceedingly spruce and well, and gave a very good account of his studies and companions at Cambridge. He seems likely to do you credit, and is, if a father of boys may judge, a very promising

young fellow in every respect. He has excellent quiet manners, talks intelligently and with a pleasant little sense of humour which lights up his conversations very agreeably. He seems very bent on going home for his Long Vacation, and, if you can afford the expense, rightly. Cambridge will be shut up, and London at that time of year is very hot and disagreeable and the difference in expense between going and staying cannot be much. I suggested that he might take a "Bibby" steamer from Marseilles to Rangoon, thence travel by "B. I." to Chittagong and so by rail to Comilla.

We are very pleased because my eldest boy has just got a scholarship at St. Paul's. My second boy, I am sorry to say, is not nearly so clever, but one must n't expect four scholars in one family.

Kindest regards,
Yours very truly,
J. D. ANDERSON.

এখন আমার নির্ম্মলের নিজের দুইখানি পত্র উদ্ধৃত করিব। এক খানি ইংরাজি, অন্য খানি বাঙ্গলা। এই পত্রে নির্ম্মলের হৃদয়ের কিঞ্চিৎ ছায়া আছে।

23, Nevern Square,
S. KENSINGTON,
6th October, 1900.

MY EVER-EVER AFFECTIONATE PAPA,

I do not know what to say or write. I was anxiously waiting for your letter, all the time. I went to Cook's place to enquire if there was any letter for me. My hands trembled when I got your and mother's letters. Oh ! they are now my constant companions and sources of joy. I read them over and over again but still I was not satisfied. I wept like a child when I read your letter. Dear father, why are you so anxious for me ? I had absolutely no troubles in the way. The sea was unusually calm. I was sea-sick only for a day in the Arabian Sea. From Suez to

Marseilles the sea was very calm and I enjoyed the voyage very much. Here also I am very comfortable. Amya is always with me. He does not allow me even a minute to think of you all. He is very kind and affectionate to me. The quarter in which we are living is the best and respectable. I have got a room with tables, chairs, side board, toilet table etc. I am here as comfortable as possible. You should not at all think about me.

My dear papa, the ambition of my life has been to be educated in England. Now God has granted my wish. I had lived, moved, and had my being in this one sentiment—only ambition. Amidst childish playfulness and youthful revelry, amidst pleasures and happiness, this one thought has haunted me day and night. I will, and must, be your pride. This is a new epoch of my life,—as if I have been born again. I solemnly promise to come back home triumphantly.

I am doing well. Hope you are quite well. With love and *pronams* to self and mother.

I remain
Yours ever affly.
NIRMAL.

বাবা,
কেম্ব্রিজ লিখিতে
কুমিল্লা হইয়াছে।

৮ই ফেব্রুয়ারী

বাবা! বাবা! বাবা আমার!

আজ অনেক দিন পরে বাবা সম্বোধনে প্রাণ আনন্দে নাচিয়া উঠিল। প্রতি মুহূর্ত্ত বাবা তোমাদের কথাই ভাবি, তোমাদের কথাই বলি। এই মাত্র আগুনের কাছে বসিয়া তোমাদের কথা অতুলের সঙ্গে বলিতেছিলাম।

আমি। বাড়ীতে মা ও বাবা কি করিতেছেন বল দেখি? এখন বোধ হয় সেখানে রাত্রি দশটা। তাঁহারা খাওয়ার পর কুমিল্লার বাড়ীর পেছনের বারেণ্ডায় বসিয়া আমার কথা সব বলিতেছেন।

অতুল। তাঁহারা ত তোমার কথা সর্ব্বদাই ভাবিতেছেন। তুমি এই সময় চিঠিগুলি লিখিয়া রাখ, তাহা হইলে তোমার ভাল হইবে।

অমনি বসিয়া চিঠি লিখিতে আরম্ভ করিলাম। প্রথমেই কেম্ব্রিজ লিখিতে কুমিল্লা লিখিলাম। বাবা, বুঝিতেছ একটু সময় পাইলেই তোমাদের কথা ভিন্ন তোমাদের ভাবনা ভিন্ন আমার অন্য কোন কার্য্য নাই। বাবা, ঠিক তাই হয়, না? তোমরা তিনজনে রাত্রিতে সেইখানে বসে আমার কথা ভাব, না? আহা! সেই ছোট পুকুরের তীরের বারেণ্ডাটি আমার বড় আদরের স্থান। আবার জুন মাসে বাড়ী গেলে আমরা চারি জনে একত্রে বসিয়া আমাদের সুখদুঃখ সমাচার শুনাইব শুনিব।

বাবা, তোমার এই চিঠির উত্তর দিবার আমার ক্ষমতা নাই। তোমার বাঙ্গালা পত্র পড়িতে আমার, বাবা, চক্ষু দুটি নিষেধ মানে না। যতক্ষণ চিঠি পড়া শেষ না হয় ততক্ষণ অঝোরে নয়ন ঝরে। শীঘ্র চিঠি শেষ হইয়া যায়; তখন মনে কষ্ট হয়। বাবা তুমি আমাকে বাঙ্গালায় পত্র লিখিও তাহাতে আমার বোধ হয় যেন তোমার কথা শুনিতেছি। আমার প্রাণে শান্তি হয়, হৃদয় আনন্দে নাচিয়া উঠে।

বাবা, তুমি আমার জন্য আর কোন চিন্তা কর না শুনিয়া স্থির হইলাম। আমার জন্য কেন চিন্তা করিবে? তুমি শ্রীনারায়ণের চরণে আমাকে সমর্পণ করিয়াছ, আমার জন্য কেন ভাবিবে? তিনি আমাকে চক্ষে চক্ষে রাখিবেন এবং আমিও তাঁহাতে বিশ্বাস করিতে শিখিয়াছি। তিনি তোমাদিগকেও সুখে শান্তিতে রাখিবেন। তুমি তাঁহার নাম কীর্ত্তন করিতেছ, তাঁহার কার্য্য করিতেছ। তিনি অবশ্য তোমার প্রার্থনা শুনিবেন। বাবা "অমৃতাভ" কতটা লিখিয়াছ আমাকে জানাইবে। তুমি বাবা মনে কোন কষ্ট করিও না। তাঁহার কার্য্য কর, প্রাণে শান্তি পাইবে, হৃদয়ে বল পাইবে। আমরা সকলে তাঁহার কার্য্য করিতে আসিয়াছি, তিনি আমাদিগকে চালাইতেছেন, তাঁহারই ইচ্ছা পূর্ণ হউক। না হইলে আমার মত ক্ষুদ্র নিরাশ্রয় শিশুকে তিনি কেন এত দূরে আনিয়াছেন। আমরা অবিচলিত হৃদয়ে তাঁহারই উপর নির্ভর করিয়া আমাদের কর্ত্তব্য কার্য্য করিব। ফল তাঁহার হস্তে।

এখানে বরফ পড়িতেছে। কিন্তু যে 'টেলি' পড়িয়াছ তাহা অনেক দিনের। Romeএ বরফে অনেক লোক মারা যায়। এ দেশে সে প্রকার কিছু হয় নাই। আমারও বরফ পড়িলে বড় আনন্দ হয়। আমি, বরফ পড়িতেছে, সেই সময় বেড়াইতে যাই। তুলার মত বরফ পড়ে সমস্ত টুপি, ওভারকোট, সাদা হইয়া যায়। আমার বোধ হয় শীতে কোন অসুখ হইবে না। March মাসের পর হইতে শীত কমিয়া যাইবে। তুমি শীতের জন্য কিছুমাত্র ভাবিও না। কুমিল্লায় শীত বেশী পড়িয়াছে শুনিয়া

চিন্তিত হইলাম। এখন বোধ হয় শীত কমিয়াছে। তোমার শরীর যাহাতে ভাল থাকে বাবা! তাহা করিও। যদি ঘরে আগুণ রাখ, তাহা হইলে আমার বোধ হয় শীত বোধ হইবে না। আমাদের এখানে এই শীত, তবু কিছুমাত্র শীত বোধ করি না। তোমার Office Roomএ Glass doors বন্ধ করিয়া একটা লোহার panএ আগুন সর্ব্বদা জ্বালিয়া রাখিও। তাহা হইলে দেখিবে কিছুমাত্র শীত বোধ হইবে না। বাড়ী গেলে আমি এ সকল বিষয়ে স্থির করিব।

তুমি চপলাকে গান শিখাইতেছ শুনিয়া বড় সুখী হইলাম। মা ছেলে তবে খুব আনন্দে আছ। বাবা, তোমরা সকলে সুখে শান্তিতে আছ, আমি জানিলে সুখী। আর কিছু চাহি না। মাও দেখিতেছি চপলাকে পাইয়া খুব সুখী। সে যদি তোমাদিগকে সুখী করিতে পারে তাহা হইলে আমিও সুখী। আমি আমার পিতামাতার বুকে থাকিলে সুখী। আমিও মানুষ হইবার জন্য, সংসারে দাঁড়াইবার জন্য, আমার পিতামাতাকে সুখী করিবার জন্য, শত কষ্ট, দারুণ যন্ত্রণা ভোগ করিয়া আমার বাবার, আমার মার বুক ছাড়িয়া আসিয়াছি। সে যদি সেই স্বর্গীয় ভালবাসা ও স্নেহ পাইয়া আমার মত তাহাতে ভুলিয়া থাকে, তাহা হইলে ভাল হইবে না। তাহাকে তুমি শিখাইও।

আমি ভাল আছি। বাবা আবার লিখিতেছি আমার জন্য তোমরা কিছুমাত্র চিন্তা করিও না। আর চারি মাস পরে আবার সকলে একত্র হইব, আবার আমার আনন্দের দিন আসিবে। সময় দেখিতে দেখিতে কাটিয়া যাইবে।

আমার ফটো কেন পাও নাই বুঝিলাম না। Hellis & Co.কে পত্র লিখিয়াছি।

কাকিমা আসিতেছেন শুনিয়া বড় সুখী হইলাম। খোকাকে লইয়া খেলা করিও।

বাবা, আমার ভালবাসা, প্রণাম ও স্নেহ চুম্বন গ্রহণ কর।

এইমাত্র তোমাদের Enlarged Photo পাইলাম। বড় সুন্দর হইয়াছে। তোমার Johnston Hoffmanএর ফটোর enlargement, মার সেই group ফটো হইতে তোলাইয়াছি। চপলার ও আমাদের group photo হইতে তোলাইয়াছি। ফ্রেম বড় সুন্দর হইয়াছে।

তবে এখন আসি।
তোমার বাবা।

নরেন্দ্র বাবুর আশঙ্কা সত্ত্বেও নির্ম্মল সেই মার্চ্চ মাসেই 'রোমন লয়ের' (Roman Law) পরীক্ষা দেয় এবং তাহাতে উত্তীর্ণ হয়।

তাহার পর জুন মাসে Constitutional Law পরীক্ষা দিয়া সে পরীক্ষায়ও উত্তীর্ণ হয়, এবং নরেন্দ্র বাবু ও মিঃ এণ্ডার্সনের পরামর্শমতে নির্ম্মল তাহার পাঁচ মাস বন্ধ (Recess) সময়ে দেশে ফিরিয়া আসে। জানি না অন্য কোনও বালক ত্রিদিবোপম ইংলণ্ডের আকর্ষণ কাটাইয়া পিতামাতার স্নেহে আকৃষ্ট হইয়া এরূপ বন্ধের সময়ে ইতিপূর্ব্বে বাড়ী আসিয়াছে কি না। নির্ম্মল জুলাইএর শেষ ভাগে পঁহুছিল, এবং অনুমান তিন মাস কাল আমাদের প্রাণ জুড়াইয়া আবার কুমিল্লা হইতে অক্টোবরের মধ্যভাগে বিলাত ফিরিয়া গেল। তাহার বড় সাধ ছিল যে বাড়ীতে গিয়া দুর্গোৎসবের সময়ে গৈরিক পরিয়া সংকীর্ত্তন করিবে। কিন্তু নবমী পূজার দিবস ইংলিশ মেল ছাড়িবে বলিয়া তাহা পারিল না। তাহার এ যাত্রার আঘাতও আমাদের হৃদয়ে কম লাগে নাই। আবার তিনটি প্রাণী মৃতপ্রায় ইংলিশ মেলের দিকে চাহিয়া জীবন কাটাইতে লাগিলাম। দিন আফিসে কাটিত। সন্ধ্যার সময় বউ গান বাজনা শিখিত, এবং রৈবতক, কুরুক্ষেত্র, প্রভাস পড়িত। তাহার এমনই তীক্ষ্ণ বুদ্ধি সে 'ভানুমতীর' পর এ তিন খানি কাব্য পুত্র বিলাত হইতে প্রত্যাগত হইবার পূর্ব্বেই পড়িয়া শেষ করিল। দেখিলাম ইহার দ্বারা তাহার চরিত্র আশ্চর্য্যরূপ পরিবর্ত্তিত ও গঠিত হইল। আর প্রাতঃকাল কাটাইতাম আমার 'অমিতাভের' উপসংহারে প্রতিশ্রুত শ্রীচৈতন্যদেবের লীলা লিখিয়া। পুত্র যে দিন কুমিল্লা হইতে ইংলণ্ড যাত্রা করিল, তাহার মঙ্গলার্থ উহা সে দিনই আমি লিখিতে আরম্ভ করি। তাহার প্রত্যেক সর্গের শেষে শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যদেবের কাছে পুত্রের মঙ্গল প্রার্থনা করিব এবং তাহার প্রত্যাবর্ত্তনের পূর্ব্বে তাহা শেষ করিব সঙ্কল্প করিয়াছিলাম। ইহার নাম 'অমৃতাভ'। পুত্র তাহার পত্রে এই 'অমৃতাভেরই' উল্লেখ করিয়াছে।

নিষ্কাম হিংসা ও রাজদ্রোহিতা।

"For some of you there present
Are worse than devils"

The Tempest.

কলিকাতা ছাড়িয়া আমি ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে চট্টগ্রাম পার্সনেল এসিষ্টেন্ট হইয়া আসিলেও আমাকে কি আমার 'পলাশির যুদ্ধকে' টেক্স্‌ট বুক কমিটির ত্রিমূর্ত্তি ভুলিলেন না।

"এ বিষম জ্বালা যদি পারি ভুলিবার।"—তবে ত ভুলিবেন। তাঁহারা প্রতিজ্ঞা করিলেন—

"প্রতিহিংসা! প্রতিহিংসা! প্রতিহিংসা সার!
প্রতিহিংসা বিনা মুখে কথা নাহি আর।"

প্রথমতঃ তাঁহাদের বাহন নিধিরাম একখানি তৃতীয় শ্রেণীর মাসিকে ২২ বৎসর পূর্ব্বে প্রকাশিত 'পলাশির যুদ্ধের' এক বহু প্রবন্ধ পূর্ণ সমালোচনা লিখিলেন। 'সাহিত্য পরিষদে' আমি তাঁহার কুড়ি টাকা মূল্যের চাকরিটির মাথা খাইয়াছিলাম। অতএব তাঁহার গরজ বেশী। এই 'নিধির' মূল্য কুড়ি টাকা হইলেও, এ প্রবন্ধ সকল অমূল্যনিধি। ইহাতে তিনি পাণ্ডিত্যের সহিত প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে 'পলাশির যুদ্ধ' কাব্যই নহে। উহাতে কবিত্ব নাই, ভাব নাই, ভাষা নাই, কিছুই নাই। আছে কেবল ব্যাকরণের শ্রাদ্ধ ও ঘোরতর 'ছিডিসন' (রাজদ্রোহিতা)। অতএব আমার ফাঁসি হওয়া উচিত। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে নিধিরামের এ অমূল্যনিধির মূল্য কেহই বুঝিল না। তখন এক সাপ্তাহিক ব্রাহ্মিকা ভগিনী উহার দ্বিতীয় সংস্করণ মুদ্রিত করিয়া নিধিরামের নিষ্ফল প্রতিহিংসায় ভ্রাতৃপ্রেমরূপ সঞ্জীবনী সুধা বর্ষণ করিলেন। আমি 'হিতবাদীর' মোকদ্দমায় সাক্ষ্য দিয়াছিলাম, আমি উহার নায়ক নায়িকা কাহাকেও চিনি না, অতএব

নায়কার সত্তাস্থটা বোমের মত বিরাট শব্দে ফাটিয়া উড়িয়া গিয়াছে, তাহা আমি বুঝিতে পারি নাই। এ কারণে ব্রাহ্মিকা ভগিনীর প্রেমটা আমার প্রতি অসাধারণরূপে প্রবাহিত হইয়াছিল। কেবল নিধিরামের এ প্রবন্ধনিধি ছাপিয়া তাঁহার প্রেমের পরিতৃপ্তি হইল না, প্রবন্ধগুলিন 'ডিরেক্টারের' কাছে প্রেরিত হইল, এবং তাঁহার দ্বারা উহা টেক্সট বুক কমিটিতে প্রেরিত হইল। যেখানের মাল সেখানে পঁহুছিল। অতএব বলা বাহুল্য সেখানে আবার একটা কিষ্কিন্ধ্যা কাণ্ড হইল। কলিকাতা হইতে অকস্মাৎ একদিন চট্টগ্রামে এ পত্রখানি পাইলাম।

শ্রীশ্রীদুর্গা

সহায়।

৪৮।১ হেরিসন রোড,

কলিকাতা, ২১শে এপ্রিল।

কল্যাণবরেষু—

আপনার 'পলাশীর যুদ্ধ' লইয়া আবার পলাশীর যুদ্ধ হইয়া গেল। বই ত পাশ হ'লো, কোর্স ও হ'লো। কিন্তু আপনার প্রিয় সুহৃদগণের হৃদয় নানারূপ 'সু'ভাবের লালন পালন করিতে লাগিল। বিদ্যানিধি 'অনুসন্ধানে' article লিখিতে লাগিলেন। সেই article যথাকালে ডাকযোগে ডিরেক্টারের হাতে পৌঁছিল। ডিরেক্টার তাহা কমিটির হাতে অর্পণ করিলেন। কমিটি তখন দু বছরে ১৫৬টি মিটিং করিয়া একান্ত ক্লান্ত হইয়া সেশন বন্ধ করিয়াছেন। সুতরাং শকুন্তলার পঞ্চম অঙ্কে কঞ্চুকী যেমন বিচারক্লান্ত রাজার নিকট ঋষিদিগের আগমনবার্ত্তা লইয়া যাইতে কুণ্ঠিত হইয়াছিলেন সেক্রেটারী মহাশয়ও সেইরূপ পরিশ্রান্ত ভারাক্রান্ত কমিটির মেম্বরগণকে আর মিটিং করিতে বলিতে সাহস করিলেন না, circulation আরম্ভ হইল। দুজন বেজায় সাপক্ষে, আর দুজন বেজায় বিপক্ষে। আর দুজন 'আদা' 'আদা'। ক্রমে খোলস ছাড়ার পর সাপ যেমন দিন কতক নির্জীব হইয়া পড়িয়া থাকে, তাহার পর ফণা তুলিয়া সতেজে বাহির হয়, সেইরূপ কমিটি মহাশয় 'শয়ন' হইতে উঠিয়া ২রা এপ্রিল প্রকাণ্ড ফণা তুলিয়া আপনাকে দংশন করিলেন। কাজটা আমের

দিন হইলেই একটু ভাল হইত। আপনার পুস্তক লিষ্টে থাকিবার অযোগ্য বলিয়া অধিকাংশ সভ্যের মতানুসারে স্থিরীকৃত হইল। ৪ বিপক্ষে, ২ সপক্ষে। কিন্তু ইহাতে একটা বড় গোল হইয়াছিল, notice short হইয়াছিল। সেই সূত্র ধরিয়া একজন বড় উকিল আপত্তি তুলিলেন। তাই আজ আবার বৃহস্পতিবারের বারবেলায় মিটিং হইয়াছিল। এ দিনটী ঢেঁকি বাহন দেবর্ষির বড় প্রিয় দিন। তিনি পূর্ণ মাত্রায় সভাস্থলে বিরাজ করিতেছিলেন। অনেক কচ্‌কচির পর তৃতীয় সর্গটি বাদ দিয়া বহি খানি রাখা হইল। যে ৪ জন সে দিন বিরুদ্ধে ছিলেন, আজও তাঁহারা বিরুদ্ধই রহিলেন। কিন্তু আপনার অদৃষ্ট ও আমার হাতযশের গুণে আজ তাঁহারা ছাড়া আরও ৭ জন ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। সুতরাং এবারকার পলাশীর যুদ্ধে সেনাপতি মোহনলাল হারিয়া গেলেন ও মীরমদনের পা উড়িয়া গেল। মুসলমানেরা আপনার বিরুদ্ধে ছিল। পলাশীর যুদ্ধে তাহাদের হারত নিশ্চয়ই। কলিকাতায় থাকিলে আমাদের পোলাওটা আশটা মিলিত; চাটগাঁ হইতে আর কি মিলিবে? ইতি।

শুভার্থী—

পত্রখানি পাইয়া আমি স্তম্ভিত হইলাম। আমি এই ঘোরতর ষড়যন্ত্রের বিন্দু বিসর্গও জানিতে পারি নাই। এমন কি নিধিরাম আমার প্রতি এরূপ মহাস্ত্র ত্যাগ করিয়াছেন তাহাও শুনি নাই। চট্টগ্রাম ও কলিকাতা; একপ্রকার কাঞ্চিপুর ও বর্দ্ধমান, 'ছয় মাসের পথ।' ব্যাপারখানা কি জানিবার জন্য কলিকাতায় পত্র লিখিয়া তবে "শুনিতে পাইনু সমাচার।"

এ 'দংশন'ও এরূপে নিষ্ফল হইলে তখন 'প্রিয় সুহৃদ্‌গণ' আর এক ষড়যন্ত্র স্থির করিলেন।

"বল্ দেখি কার কি করেছি?
কার বুকেতে ভাত রেঁধেছি!"

তাহাদের বুকে ভাত রাঁধা দূরে থাকুক, আমি তাহাদের কোনও অনিষ্টই করি নাই। কিছুদিন পরে এক পাঁড়েজির নামে "উনবিংশ শতাব্দির মহাভারত" নামক আমার 'রৈবতক' 'কুরুক্ষেত্র' ও 'প্রভাসের'

এক সমালোচনা পুস্তক বাহির হইল। পাছে আমি গালিপূর্ণ এই মহা-মূল্য গ্রন্থ না দেখি, পাঁড়েজি নিজে এক খণ্ড পাঠাইয়া দিয়াছেন, এবং এক পত্রে লিখিয়াছেন যে আমি তাঁহার কাছে সম্পূর্ণ অপরিচিত, তিনি কেবল হিন্দু ধর্ম্ম ও সমাজ রক্ষার্থ এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। সংসারে এমন লোক আছে জানিতাম না। তাঁহার পত্রের উত্তর না দিলে তিনি আমাকে তাকিদের পর তাকিদ দিতে লাগিলেন। তখন আমি তাঁহার জন্য নিম্নলিখিত ঠনঠনেটি ব্যবস্থা করিলাম, এবং পত্রখানি পাঠান উচিত হইলে যথাস্থানে পাঠাইতে ভ্রাতা হীরেন্দ্র বাবুর কাছে পাঠাইলাম।

লক্ষ্মী নিকেতন।

চট্টগ্রাম ১৭।৭।১৮৯৭।

মহাশয়,

যথাসময়ে প্রথমতঃ আপনার মাসিক পত্রিকা, তাহার পর আপনার পুস্তক ও পত্র প্রাপ্ত হইয়া পরম প্রীত হইয়াছি। এখানে যাঁহারা আমার সেই 'সর্ব্বনেশে' কাব্য তিন খানি পড়িয়াছেন, তাঁহাদিগকে পূর্ব্ব পুরুষগণের নিন্দা শিক্ষা,—হিন্দুধর্ম্মের ও সমাজের বিলোপ সাধন শিক্ষা—হইতে উদ্ধার করিবার জন্য আপনার মোহমুদ্গর স্বরূপ গ্রন্থখানি পাঠ করিতে দিয়াছিলাম। আমি নিজে কার্য্যভারে নিশ্বাস ফেলিবার সময় পাইতেছিলাম না। তাহাতে আপনাকে এই উপহারের জন্য ধন্যবাদ দিতে বিলম্ব হইয়াছে, ক্ষমা করিবেন।

জগতের কোনও কবিরই—"কেবল নিন্দার" জন্য ২৫০ পৃষ্ঠায় একখানি পুস্তক আজ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। অতএব আপনি আমাকে বিশেষরূপে গৌরবান্বিত করিয়াছেন। তজ্জন্য আমার কৃতজ্ঞতা গ্রহণ করিবেন। এই পুস্তকে প্রকাশ যে আপনি জানেন আমি একজন বাঙ্গালের 'বাঙ্গাল,' হীন চট্টগ্রামের 'বাঙ্গাল', আমার মাতৃভূমির রীতি বড়ই ঘৃণাস্পদ, আমি নিজে এত মূর্খ যে ভবিষ্যত্ ব্যাস বলিয়া আপনি শ্লেষ করিয়াছেন, ইতিহাস জ্ঞান এত অল্প যে আমি কুম্ভকর্ণের সঙ্গে ভীমের যুদ্ধ উপস্থিত করিতে পারি, ভূগোল তত্ত্বেও এমনি পণ্ডিত যে পুরীতে এক বৎসর চাকরি করিয়াও পুরী এবং গুজরাট কোথায় তাহা জানি না, অঙ্ক বিদ্যায়ও এমন পারদর্শী যে সামান্য যোগেও বিষম ভুল করিয়া ফেলিয়াছি,

ভাষাজ্ঞান নাই বলিলেও চলে। যখন আদর্শ হিন্দু সাপ্তাহিক প্রমাণ করিয়াছেন ৺বঙ্কিমচন্দ্র বাঙ্গালা ভাষা জানিতেন না, আদর্শ ব্রাহ্ম মাসিক প্রমাণ করিয়াছেন তিনি নীতিজ্ঞান সম্বন্ধেও পাপিষ্ঠ "নর পশু" তখন আমার আর কথা কি? তথাপি এ সকল জানিয়া শুনিয়া যে আপনি কেবল "কর্ত্তব্যপালনার্থ" এতাদৃশ ক্লেশ স্বীকার করিয়া এরূপ অবদ্ধ তিনখানি অপাঠ্য পুস্তক পাঠ করিয়াছেন, এবং মুদ্রাকরের ভ্রম প্রমাদ পর্য্যন্ত লক্ষ্য করিয়াছেন, তজ্জন্ত কৃতজ্ঞতা প্রকাশ না করিলে ঘোরতর অধর্ম্ম হয়। কেবল তাহা নহে, 'কর্ত্তব্যপালনার্থ' নিজের অর্থ ব্যয় করিয়া, এবং বহুমূল্য সময় নষ্ট করিয়া ২৫০ পৃষ্ঠা পুস্তক মুদ্রিত করিয়াছেন, এবং বিনামূল্যে আমাকে উপহার দিয়াছেন। আমার মাতৃভূমির 'বর্ব্বরতার,' ও আমার নিজের শাস্ত্র বিরুদ্ধ চুম্বন প্রিয়তার উল্লেখও আছে, কেবল আমার পিতা মাতার নাম আপনি জানেন না বলিয়া যাহা এই মহামূল্য গ্রন্থখানি কিঞ্চিৎ অঙ্গহীন হইয়াছে।

আপনি একজন মহাপণ্ডিত। আপনার সমালোচনা সম্বন্ধে আমার কিছুই বলিবার নাই। আমার সঙ্গেও আপনার বিশেষ বিবাদ নাই। আপনার যাহা বিবাদ তাহা কেবল খ্যাতনামা দেশীয় বিদেশীয় পণ্ডিত মণ্ডলীর সঙ্গে। আর বাবু হীরেন্দ্রনাথ দত্তের সঙ্গে। কলিকাতার এই অহিন্দু বিদ্রোহিতার দিনে, আপনি এই অহিন্দু ও পিতৃপুরুষ নিন্দুকদের মস্তকে আপনার পাঁড়ের লাঠিটি প্রহার করিবেন। তবে কর্ত্তব্যের অনুরোধে একটি কথা বলিতে হইতেছে। এক মহাপ্রভু এক বৎসর কাল 'আর্য্য দর্শনে' আমাকে গালি দিবার সময়ে লিখিয়াছিলেন যে "পলাশির যুদ্ধ" খানির দ্বারা দেশের স্ত্রীলোকদিগের চরিত্র স্খলিত হইতেছে। বোধ হয় আপনিও বলিবেন না যে উহাই 'পলাশির যুদ্ধের' উদ্দেশ্য। তদ্রূপ, আপনি বিশুদ্ধ ধর্ম্মপরায়ণ, বিদ্যা-বিনয়-সম্পন্ন ব্রাহ্মণ, আমি আপনার পা ছুঁইয়া দিব্যি করিয়া বলিতে পারি যে "পূর্ব্বপুরুষগণের ও ঋষিগণের নিরতিশয় নিন্দা," "হিন্দুধর্ম্ম ও হিন্দু সমাজের বিলোপ সাধন", ও "হিন্দুর অস্তিত্ব" লোপ করা আমার তিনখানি পাপিষ্ঠ কাব্যের উদ্দেশ্য নহে। উপন্যাসের লিখিত বৃদ্ধারমণী "Rectangled parallelogram" নামে অভিহিত হইয়া আমার অপেক্ষা অধিক বিস্মিতা হয় নাই।

যাহা হউক আপনি "ধর্ম্ম রক্ষারূপ কর্ত্তব্য পালন" করিয়াছেন। শ্রীভগবান্ এখন আপনার হৃদয়ে শান্তিপ্রদান করুন!

নিবেদক—

শ্রীনবীনচন্দ্র সে

শুনিয়াছি ঐ পত্র হীরেন্দ্রবাবু পাঁড়েজির কাছে পাঠাইয়া দেন। ইহার কিছুদিন পরে পাঁড়েজি সশরীরে চট্টগ্রাম কমিসনারের আফিসে আমার কক্ষে উপস্থিত হইয়া আত্মপরিচয় দিলেন। দেখিলাম তিনি প্রকৃত পাঁড়েজি বটেন। তবে বগলের নীচে লাঠির স্থানে কয়েকখানি পুস্তক। উহা চট্টগ্রাম বিভাগের স্কুলে প্রচলিত করিবার জন্য তিনি অতিশয় কাতরতার সহিত আমার সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। আমি কেবল সেই সাহায্য দিতে প্রতিশ্রুত হইলাম তাহা নহে, তাঁহাকে আমার গাড়ীতে তুলিয়া সমস্ত চট্টগ্রাম দেখাইয়া আমার গৃহে লইয়া একান্ত বন্ধুভাবে আহার করাইলাম। তিনি ইতিমধ্যে বারংবার আমার কাছে সে পুস্তক প্রণয়নের জন্য ক্ষমা চাহিলেন। আমি শেষবার তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"আচ্ছা সত্য কথা বলুন দেখি, পুস্তকখানি কি অমুকের লেখা ?" আমি হিং টিংছট্ মহাশয়ের ও তাঁহার বৃষভেন্দ্রের নাম করিলাম। তিনি মস্তক কণ্ডূয়ন করিতে করিতে বলিলেন—"না, না, উঁহার লেখা, না, উঁহার লেখা, তা ঠিক নহে। তবে তাঁহারা দুজনেই উহা আগাগোড়া দেখিয়া দিয়াছিলেন, এবং অনেক স্থান পরিবর্ত্তন করিয়াছিলেন।" আমি—"আচ্ছা, যাক্ সে কথা। পুস্তকখানি অমুক বিনামূল্যে ছাপিয়াছেন ?" এবার একজন স্বনামধন্য কলিকাতার পুস্তকবিক্রেতার নাম করিলাম। ইঁহাকে এবারকার স্কুলপাঠ্য "পলাশির যুদ্ধ" বিক্রয় করিতে, ও তাহার টীকা (key) লিখিতে না দেওয়াতে তিনি ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিয়াছিলেন, এবং আমার সন্দেহ যে এরূপে তাঁহার গাত্রদাহ নিবারণ করিয়াছিলেন। পাঁড়েজি বড় মুস্কিলে পড়িলেন। আবার মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে বলিলেন—"না, না,—বাবু,—বাবু,—না, তিনি বিনা ব্যয়ে ছাপাইয়া দেন নাই। তবে তিনি বলিয়াছিলেন যে নবীন বাবুর বহির সমালোচনা, উহা একচোটে বিক্রয় হইবে। কিন্তু

সেরূপ কিছুই হয় নাই। মোটে খান কতক বহিমাত্র বিক্রয় হইয়াছে। আমি বড় ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছি।” আমি হাসি চাপিয়া ম্লানমুখে বলিলাম—“আমি তজ্জন্য বড়ই দুঃখিত হইলাম। দেখিতেছি আপনি দরিদ্র ব্রাহ্মণ। অতএব বাকি বহিগুলিন আমার কাছে পাঠাইয়া দিবেন। আমি তাহার মূল্য দিব এবং আমার দ্বারা ধ্বংসিত 'হিন্দুত্ব' রক্ষার্থ আমি উহা বিনামূল্যে বিক্রয় করিব।” তাঁহাকে এগারটার সময়ে পরমাদরে বিদায় দিলাম। বুঝিলাম যে এ সমালোচনা পুস্তক ইঁহার লেখাও নহে, এবং ইঁহার ব্যয়ে মুদ্রিতও নহে। তাহার পর 'কলিকাতা গেজেটে' প্রকাশ্যভাবে 'প্রভাসের' উপর তীব্র আক্রমণ বাহির হইল। 'হিতবাদী', তাহার জন্যও ঠন্‌ঠনে ব্যবস্থা করিতেছিলেন। আমি বারণ করিলাম। শুনিয়াছি এই সমালোচনার ফলেই বৃষভেন্দ্রের মূল্যবান সমালোচনা 'কলিকাতা গেজেটে' নিষিদ্ধ হইয়াছে। কি পরিতাপের কথা!

এই ষড়যন্ত্রও নিষ্ফল হইল। 'পলাশির যুদ্ধের' দ্বারা আমাকে বিপন্ন করিতে না পারিয়া ইঁহারা মনে করিয়াছিলেন যে 'রৈবতক', 'কুরুক্ষেত্র' ও 'প্রভাসের' এরূপ সমালোচনা প্রকাশিত হইলে, উহাদের বিক্রয় বন্ধ হইবে। কিন্তু পুস্তকবিক্রেতা মহাশয় বোধ হয় বলিয়াছিলেন যে এরূপ কিছুই হয় নাই। তিনি লোকের কাছে বলিতেন যে বঙ্কিমবাবুর পর আমার মত কাহারও পুস্তকের বিক্রয় নাই। তখন আমার জন্য আবার 'ছিডিসনাস্ত্র' প্রস্তুত হইল। হঠাৎ একদিন 'বঙ্গবাসীতে' উক্ত “উনবিংশ শতাব্দির মহাভারতের” এক সমালোচনা বাহির হইল। তাহা আমি দেখি নাই। তাহার পরদিনই উহার এক মন্তব্য 'ইংলিশমেনে' প্রচারিত হইল। চট্টগ্রামের কলেক্টর মিঃ এণ্ডার্সন তাহাতে নীল পেন্সিলের চিহ্ন দিয়া বড় ব্যস্ত হইয়া আমাকে পাঠাইয়া দিয়াছেন। দেখিলাম তাহাতে লেখা আছে 'বঙ্গবাসী' বলিয়াছেন যে আমার কাব্যত্রয়ের উদ্দেশ্য হিন্দুধর্ম্ম

ও সমাজ ধ্বংস নহে। উহার চাবি তাঁহাদের হাতে আছে। তাহা এই যে, এই কাব্য তিনখানির আর্য্যজাতি ইংরাজ, এবং অনার্য্য জাতি ভারতবাসী, উহার আগাগোড়া seditious (রাজদ্রোহিতাপূর্ণ)। হা ভগবান! যে তিনখানি বহি আমি তোমার প্রেমে আত্মহারা হইয়া, অশ্রুজলে বক্ষ ভাসাইয়া লিখিয়াছিলাম, সেই ভগবৎপ্রেমেও 'ছিডিসন'। 'ইংলিসমেন' ইহার সত্যাসত্যের তদন্তের জন্য গবর্ণমেণ্টকে বিশেষরূপে অনুরোধ করিয়াছেন। "প্রিয় সুহৃদগণ" এবার একেবারে ফাঁসিকাষ্ঠ তুলিয়াছেন। মাথায় বজ্রাঘাত হইল। বন্ধু বিজয়রত্ন সেন কবিরাজ মহাশয়ের কাছে পত্র লিখিলাম, কারণ তিনি একজন 'বঙ্গবাসীর' পৃষ্ঠপোষক। তিনি লিখিলেন যে প্রবন্ধটি এমন একজন লোকের লেখা যাহার রচনা প্রিণ্টারেরা সম্পাদককে না দেখাইয়া ছাপে। অতএব সম্পাদক এই প্রবন্ধের কিছুই জানিতেন না, এবং আমার কাছে অনুতপ্ত হৃদয়ে ক্ষমা চাহিয়াছেন। বিজয়রত্নও ক্ষমা করিতে বিশেষরূপে অনুরোধ করিয়াছেন। অন্য দিকে বন্ধু হীরেন্দ্র লিখিলেন যে বড় গুরুতর ব্যাপার। তাঁহার বিশেষ অনুরোধ যেন এ প্রবন্ধ হিংটিংছটের লেখা বলিয়া আমি কাহারও কাছে না বলি, এবং এই বিষয়ে কোনওরূপ নাড়াচাড়া না করি। শুনিলাম উহা গবর্ণমেণ্ট হিংটিংছটের কাছেই রিপোর্টের জন্য পাঠাইয়াছেন। তিনি কি রিপোর্ট দিয়াছিলেন, তাহা জানি না। তবে তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। এজন্যই হীরেন্দ্র তাঁহার নাম না করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন, কারণ তাহা হইলে তাঁহার বিষ আরও উগ্রতর হইবে। জানি না কিরূপে, বোধ হয় চিফ সেক্রেটারী মিঃ বোলটন্ স্বয়ং কিঞ্চিৎ বাঙ্গালা জানিতেন এবং আমাকে চিনিতেন বলিয়া, এই ষড়যন্ত্রও নিষ্ফল হইল।

ইহার পর আমি ময়মনসিংহ, ও তাহার পর কুমিল্লায় বদলি হইয়া এপ্রিল মাসে কুমিল্লায় আসি। ইহার কিছুদিন পরে কলিকাতার জনৈক বন্ধু সাপ্তাহিকা ব্রাহ্মিকা ভগিনীর এক প্রবন্ধ আমাকে পাঠাইয়া দিলেন। তাহাতে লেখা আছে যে স্কুলপাঠ্য পুস্তকের পরীক্ষক উড়িষ্যা স্কুল ইন্‌স্‌পেক্টার রাধানাথ রায়ের এক পুস্তকে, এবং আমার 'পলাশির যুদ্ধে' রাজদ্রোহিতা (sedition) আছে বলিয়া রিপোর্ট করাতে, গবর্ণমেণ্ট রাধানাথ রায়ের 'রায় বাহাদুরি' রহিত হইবে না কেন, এবং আমার পেনসন বন্ধ হইবে না কেন, কৈফিয়ত চাহিয়াছেন। কলিকাতা হইতে অনেক বন্ধু এ সম্বন্ধে মহা ব্যস্ত হইয়া পত্র লিখিলেন। আমি লিখিলাম যে আমি ইহার কিছুই জানি না, গবর্ণমেণ্ট হইতে এরূপ কোনও আদেশ পাই নাই,বোধ হয় এ প্রবন্ধও ব্রাহ্মিকা ভগিনীর আমার প্রতি অসাধারণ প্রেমোদ্ভূত মঙ্গলেচ্ছা মাত্র। আমি উহা হাসিয়া উড়াইয়া দিলাম। ইহার কিছুদিন পরে গবর্ণমেণ্ট হইতে নিম্নলিখিত পত্র পাইলাম।

CONFIDENTIAL.

No. 2275.
General Department.
Education Branch.

From

F. A. SLACK, ESQR. C.S.
Offg. Secretary to the Government of Bengal.

To

BABU NOBIN CHANDRA SEN,
Deputy Magistrate and Deputy Collector.
TIPPERA,
Dated Calcutta, the 28th July 1899.

Sir,

I am directed to inform you that the attention of His Honour the Lieutenant Governor has been drawn, by the report

of the Examiner appointed to inquire into the character of the books approved by the Text Book Committee, to the objectionable nature of several passages, quoted in the annexed sheet,—of your book "Palasir Yuddha." I am to say that you will be held responsible for the elimination of these passages from any future Edition of that book.

I have the honour to be,
Sir,
your most obdt. servt.,
F. A. SLACK,
Offg. Secy. to the Govt. of Bengal.

অনুবাদ—"টেক্সট-বুক পরীক্ষক আপনার 'পলাশির যুদ্ধের' সঙ্গীয় পদ সকল আপত্তিজনক বলিয়া রিপোর্ট করিয়াছেন। অতএব ঐ পুস্তকের ভবিষ্যত্‌ সংস্করণ হইতে উহাদের বাদ দেওয়ার জন্য আপনি দায়ী হইবেন।"

1. *Palasir Yuddha* (*School Edition*), *Page 28, Stanza 49:*—The writer puts the following words in the mouth of the well-known Rani Bhabani of Natore in the course of her address at the secret meeting of the conspirators against Siraj-ud-doula, held at the house of the banker, Jagat Set :—

"We now find ourselves standing in a situation of great doubt and difficulty. A terrible revolution is inevitable. Let us not swim in the sea of destiny ; but let us glide along obedient to the current and see the dispensation of Providence. Why for nothing let in the crocodile by cutting a canal or set fire to your house with your own hands ?

"What good would you gain by inviting (lit. selecting) Clive and striking the sword on the Nawab's head with the force of conspiracy ? Say, O Chief of Princes (to Raja Krishna Chandra of Nadia), will this put a stop to oppression ? Subjection and oppression are constant companions."

2. *Page 29, lines 1—8.*—"...........After deposing Siraj-ud-doula the English will not remain quiet ; they will, on the contrary, be mad with the thirst of dominion. The force that will shake the throne of Bengal will not stop then ; becoming fiercer, even

as a tiger maddened by the taste of blood, it will make its way among the Mahratta soldiers, and there will be a war for the destiny of India. I tremble to think of the consequence."

3. The Third Canto (Page 59) opens thus :—

"Is this the field of Plassy? Is this the ground where—what shall I say, and how shall I say—the mind of a Bengali sinks in the depth of sorrow (lit. in the water of sorrow) to call to memory those events, and tears trickle down his eyes—where dropped down, alas, the priceless jewel in the crown of the Moghul in the battle of Plassy? Where the unrightious Yavanas lost through neglect the ever-desired treasure of independence. Oh imagination, the weak Bengali will now, with moistened eyes, sing that tale of woe."

4. *Page 108*—Siraj's death is thus described :—

"The severed head of Siraj fell to the ground and kissed the earth ; the blood gushed out like a stream. The light in the room was extinguished—at that moment was extinguished the last hope of India—it (hope) became a dream of the books on Indian History."

পাঠকদের বিচারার্থ আপত্তির বিষয়ীভূত মূল কবিতাগুলিন নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি।

(১) রাণী ভবানী ষড়যন্ত্রকারীদের বলিতেছেন—

বিষম বিকল্প স্থানে আছি দাঁড়াইয়া
আমরা, অদূরে রাজবিপ্লব দুর্ব্বার।
নাহি কায অদৃষ্টের সিন্ধু সাঁতারিয়া,
ভাসি স্রোতাধীন, দেখি বিধি বিধাতার।
কেন মিছে খাল কাটি আনিবে কুমীরে?
প্রদানিবে স্থির গৃহে স্বহস্তে অনল?
বরিয়া ক্লাইবে, খড়্গ নবাবের শিরে
প্রহারি চক্রান্ত বলে; লভিবে কি ফল?
ঘুচিবে কি অত্যাচার বল নৃপবর!
অধীনতা অত্যাচার নিত্য সহচর।

(২) সেই রাণী ভবানী বলিতেছেন—

জ্ঞানহীনা নারী আমি, তবু মহারাজ!
দেখিতেছি দিব্য চক্ষে, সিরাজদ্দৌলায়
করি রাজ্যচ্যুত, শান্ত হবে না ইংরাজ।
বরঞ্চ হইবে মত্ত রাজ্য-পিপাসায়।
যেই শক্তি টলাইবে বঙ্গ-সিংহাসন
থামিবে না এইখানে ; হ'য়ে উগ্রতর
শোণিতের স্বাদে মত্ত শার্দ্দূল যেমন,
প্রবেশিবে মহারাষ্ট্র সৈন্যের ভিতর।
হবে রণ ভারতের অদৃষ্টের তরে ;—
পরিণাম ভে'বে মম শরীর শিহরে।

(৩) কবি বলিতেছেন—

এই কি পলাশি ক্ষেত্র? এই সে প্রাঙ্গণ?
যেই খানে—কি বলিব?—বলিব কেমনে?
স্মরিলে সে কথা হায়! বাঙ্গালীর মন
ডুবে শোকজলে, অশ্রু ঝরে দুনয়নে,—
যেই খানে মোগলের মুকুট রতন
খসিয়া পড়িল আহা! পলাশির রণে?
যেই খানে চিররুচি স্বাধীনতা ধন
হারাইল অবহেলে পাপাত্মা যবনে?
দুর্ব্বল বাঙ্গালী আজি, সজল নয়নে,
গাইবে সে দুঃখ কথা।—

(৪) কবি বলিতেছেন—

সিরাজের ছিন্নমুণ্ড চুম্বিয়া ভূতল
পড়িল, ছুটিল রক্ত স্রোতের মতন।
নিবিল গৃহের দীপ ; নিবিল তখন
ভারতের শেষ আশা,—হইল স্বপন।

পাঠক! ইহাতে কোনওরূপ বৃটিশ রাজদ্রোহিতা দেখিলেন কি? বাইশ বৎসর যাবৎ ইহার দ্বারা ত' বৃটিশ রাজ্য ধ্বংস হয় নাই, ভবিষ্যতে হইবার সম্ভাবনা কিছু দেখিলেন কি?

এই পত্র বিনা মেঘে বজ্রের মত আমার মস্তকে পতিত হইল। স্কুলপাঠ্য পুস্তকের এ পরীক্ষা কেন, পরীক্ষক কে, কিছুই বুঝিলাম না। পরে শুনিলাম ভারতীয় পণ্ডিত-কুলতিলক তিলকের বিরুদ্ধে রাজদ্রোহিতা মোকদ্দমায় তাঁহার কাউন্সেল বম্বে হাইকোর্টে দেখাইয়াছিলেন যে তিলক তাঁহার বক্তৃতায় যাহা বলিয়াছিলেন বলিয়া অভিযুক্ত, তাহা অনেক প্রচলিত স্কুলপাঠ্য পুস্তকে পাওয়া যায়। তাহাতে ভারতীয় গবর্ণর-জেনেরল-কজ্জল লর্ড কর্জ্জন ভারতব্যাপী সমস্ত পাঠ্যপুস্তকে 'ছিডিসন' খুজিবার আদেশ দিয়াছেন। অবশ্য তাঁহার আশঙ্কা এতকাল পরে পাঠ্যপুস্তক তোপে ভারত হইতে বৃটিশ সাম্রাজ্যটা উঠিয়া যাইবে। বঙ্গদেশের এই স্কুলপাঠ্য-পরীক্ষক বা ঘৃণিত পৃষ্ঠদংশক কে তাহা জানি না। তবে তিনি যে আমার 'প্রিয় সুহৃদ্‌গণের' তিনজনের মধ্যে একজন, কিম্বা তাঁহাদের কোনও 'প্রিয় সুহৃদ' তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ হইতে পারে না। হিং টিং ছট্ মহাশয় আমার 'পলাশির যুদ্ধের' স্কুলপাঠ্য সংস্করণ টেক্সট্-বুক কমিটির দ্বারা পাঠ্য লিষ্টভূক্ত হইলে অন্তর্দাহ নিবারণ করিতে না পারিয়া আমাকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহার সঙ্গে এ পরীক্ষকের অপূর্ব্ব ইংরাজী মন্তব্যের পারিবারিক সম্পর্ক দেখিলে বোধ হয় তিনিই খোদ বা বিনামা এ পৃষ্ঠদংশক। তাঁহার পত্রের সঙ্গে এ মন্তব্য মিলাইয়া দেখিলে বোধ হয় সে বিষয়ে কাহারও সন্দেহ থাকিবে না। ত্রিমূর্ত্তির যে মূর্ত্তিই হউন, এবার তাঁহারা আমাকে একান্তই ফাঁসি কাঠে তুলিয়াছিলেন। মুর্শিদাবাদ হইতে সমাগত একজন ডেঃ মেজিষ্ট্রেট বলিলেন যে একদিন হঠাৎ তাঁহাকে মুরশিদাবাদের মেজিষ্ট্রেট,

তিনি আমাকে চিনেন কি না, জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি আমাকে চিনেন না বলিয়া এ প্রশ্নের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে মেজিষ্ট্রেট বলিলেন —"Poor man! তাহার বিরুদ্ধে তাহার পলাশির যুদ্ধে রাজবিদ্রোহিতার জন্য State prosecution (রাজকীয় অভিযোগ) করা উচিত কি না, গবর্ণমেণ্ট তাঁহার ও কয়েকজন বিশিষ্ট প্রাচীন মেজিষ্ট্রেটের মত চাহিয়াছিলেন।" ডেপুটি আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন যে তিনি কি মত দিয়াছেন। তখন তিনি বলিলেন যে তিনি তাহার প্রতিবাদ করিয়া লিখিয়াছেন যে বাইশ তেইশ বৎসর পুরাতন একটি বহুল প্রচারিত বহুল পঠিত কাব্যের জন্য 'ষ্টেট প্রসিকিউসন' উপস্থিত করিলে দেশটা উলট পালট হইবে। এরূপে এ সকল মেজিষ্ট্রেটেরা আমাকে এবার রক্ষা করিয়াছিলেন। তাহার পর গবর্ণমেণ্ট এ পথ ত্যাগ করিয়া আমার কাছে উপরোক্ত আদেশ প্রেরণ করিয়াছেন। বুঝিলাম যে ফাঁসি হইতে রক্ষা পাইয়া থাকিলেও এবার আমার চাকরির দফা শেষ। আমি কলিকাতার উপরোক্ত সমস্ত ষড়যন্ত্র উচ্ছেদ করিয়া, ও তাহার ইতিহাস লিখিয়া, এক দীর্ঘপত্র মুসুবিদা করিলাম, এবং তাহা দেখিয়া দিতে ভ্রাতা হীরেন্দ্রের কাছে পাঠাইলাম। কারণ কুমিল্লায় এমন কেহ নাই, যাহার সঙ্গে পরামর্শ করিতে পারি। হীরেন্দ্র লিখিলেন যে আমি এই ত্রিমূর্ত্তির কোনও অনিষ্ট করি নাই, তাহাতেও তাহারা যখন বারম্বার আমার ঘোরতর অনিষ্টের চেষ্টা করিয়া নিষ্ফল হইয়া এবার একেবারে আমার ফাঁসির ব্যবস্থা করিয়াছে, তখন তাহাদের বিরুদ্ধে এরূপ পত্র গবর্ণমেণ্টে লিখিলে, তাহাদের হিংসা শতগুণ বর্দ্ধিত হইবে। তাহারা তিনজনেই গবর্ণমেণ্টের ক্ষমতাপন্ন ও পদস্থ লোক। অতএব তাহারা আমার আরও অনিষ্টের চেষ্টা করিবে। সুতরাং এ সময়ে তাহাদের আঘাত করা উচিত নহে। তিনি কেবল আমার পত্রের

উপসংহার ভাগ মাত্র পাঠাইতে পরামর্শ দিলেন। হা হতভাগিনী বঙ্গভূমি! ইহারাই, এই নিষ্কাম হিংস্রকেরাই, ত মা! তোমার বড় লোক! হায় মা! তোমার কি আর কোনও আশা আছে? যাহা হউক হীরেন্দ্র বাবুর মতানুসারে নিম্নলিখিত পত্র আমি গবর্ণমেণ্টের পত্রের উত্তরে প্রেরণ করিলাম।

Sir,

I have the honour to acknowledge receipt of your letter No. 2275 General Department, Education Branch, dated the 28th ultimo and in reply to state that the passages of my book "Palashir Yuddha" referred to in your letter will be eliminated from any future editions of the book.

2. At the same time I venture to submit that though the passages in question, some of which have not been properly translated, may seem objectionable when divorced from the context, and without regard being had to their dramatic propriety as put in the mouth of the several characters in the poem, there is in reality nothing objectionable in them. The book I may mention here was twice considered by the Text Book Committee and four times prescribed as a text book for the Eastern Circle by Dr. Martin, the late Director of Public Instruction.

অনুবাদ—"পলাশির যুদ্ধের ভবিষ্য সংস্করণ হইতে উল্লিখিত পদ সকল বাদ দেওয়া যাইবে। তবে ইহাও আমি নিবেদন করিতেছি যে পদগুলির ঠিক অনুবাদ হয় নাই, এবং যদিও মূল হইতে সতন্ত্রভাবে দেখিলে, এবং যাহাদের মুখে কাব্যে এ সকল পদ দেওয়া হইয়াছে, তাহা বিবেচনা না করিলে, উহারা আপত্তিজনক বোধ হইতে পারে, কিন্তু বাস্তবিক ঐ সকল পদে আপত্তিজনক কিছুই নাই। এ পুস্তক টেক্সট্ বুক কমিটি কর্ত্তৃক বিবেচিত হইয়া চারিবার ভূতপূর্ব্ব ডিরেক্টার ডাঃ মার্টিন কর্ত্তৃক পূর্ব্ববিভাগে পাঠ্যরূপে নির্দ্ধারিত হইয়াছিল।"

গবর্ণমেণ্ট ইহার কোনও উত্তর দিলেন না। কিন্তু এত কালের এত চেষ্টার পরে এরূপ জয়লাভ করিয়া কি ত্রিমূর্ত্তি সিংহনাদ না করিয়া

থাকিতে পারেন? তখন 'টেক্স্‌ট বুক কমিটির' পক্ষ হইতে আমার মৃতদেহের উপর এক পেরেক ঠুকিয়া এ পত্র পাঠাইলেন।

No. 7202

From

The Inspector of Schools, Presidency Circle.
and Secretary, Central Text Book Committee.

To

BABU NABIN CHANDA SEN,

4, Dalhousie Square, Calcutta, 15/17th July, 1899.

Sir,

Palasir Yuddha (school edition) page 28, stanza 49, page 29 lines 1—8, opening of 3rd canto page 59. Page 108—Siraj's death.

I am directed to state that objections having been taken by Government to certain passages in your book as noted in the margin, it is desirable that you should take immediate steps for the removal of these and other passages of similar import from the book, and submit a revised edition of it before the end of September, 1899 for the consideration of the Committee

2. Should you fail to comply with the Committee's request within the time prescribed, they would be obliged to recommend the removal of your book from the list of authorised text books.

3. By a former resolution (dated 21st April 1898) of the Committee, the omission of the 3rd canto of your book was considered necessary.

I have the honour to be,
Sir,
Your most obedient servant,
CHANDRA MOHAN MAJUMDAR,
Offg. Secretary, Central Text-Book Committee.

অনুবাদ—

"(১) আপনার পলাশির যুদ্ধের স্কুলপাঠ্য সংস্করণে গবর্ণমেণ্ট পার্শ্বের লিখিত পদ্য সকল সম্বন্ধে আপত্তি করাতে ইহা বাঞ্ছনীয় যে আপনি এ সকল এবং এ ভাবের অন্যান্য পদ সকল উক্ত পুস্তক হইতে তৎক্ষণাৎ উঠাইয়া দিবেন এবং কমিটির বিবেচনার জন্য আপনি ১৮৯৯খৃঃর সেপ্টেম্বর মাস শেষ হইবার পূর্ব্বে উহার নূতন সংস্করণ উপস্থিত করিবেন।

"(২) না করেন, কমিটি আপনার পুস্তক তাঁহাদের পাঠ্য পুস্তকের তালিকা হইতে উঠাইয়া দিবার জন্য অনুরোধ করিবেন।

"(৩) ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দের ২১শে এপ্রিলের প্রতিজ্ঞায় কমিটি উহার তৃতীয় সর্গ বাদ দেওয়া আবশ্যক বিবেচনা করিয়াছেন।"

গবর্ণমেণ্ট কেবল ভবিষ্যৎ সংস্করণ হইতে এ সকল আপত্তির বিষয়ীভূত কবিতা সকল বাদ দিতে আদেশ দিয়াছিলেন। তাহা হইলে ত কিছুই হইল না। কারণ 'পলাশির যুদ্ধ' এখন আর প্রচলিত স্কুলপাঠ্য নহে। শিক্ষা প্রণালীর ও নীতির 'কার্জ্জনিক' পরিবর্ত্তন হওয়াতে ভবিষ্যতে কখনও হইবেও না। গবর্ণমেণ্ট আদেশে ত আমার কোনও ক্ষতি হইল না। অতএব ত্রিমূর্ত্তি আদেশ দিলেন যে সেপ্টেম্বর মাসের শেষের পূর্ব্বে আমাকে 'পলাশির যুদ্ধের' এক পরিবর্ত্তিত সংস্করণ ছাপাইয়া তাঁহাদের দরবারে পাঠাইতে হইবে। তাহা না হইলে উহা তাঁহাদের 'লিষ্ট' হইতে খারিজ করিয়া দিবেন। এ সময়ে আরও লিখিলেন তাঁহাদের গত এপ্রিল মাসের ব্যবস্থা মতে উহার তৃতীয় অধ্যায় বাদ দিতে হইবে। তৃতীয় অধ্যায়টি সিরাজদৌলার পাপের জন্য তীব্র পরিতাপ। উহাই বরং বালকদের বিশেষরূপে পড়া উচিত। তাহা বাদ না দিলে টেক্সট বুক কমিটি যে সমস্ত বঙ্গ দেশের উপহাসের পাত্র হইয়া উঠিয়াছিল তাহার সার্থকতা হয় কিরূপে? আমি বিদ্রূপাত্মক ভাষায় প্রথমতঃ জিজ্ঞাসা করিলাম তাঁহাদের পত্রের তারিখ $\frac{১৫}{১৭}$ জুলাই, ১৭ কাটা ১৫ জুলাই। উহা

আমি ১০ই আগষ্ট তারিখে, অর্থাৎ একমাস পরেই বা পাইলাম কেন? কলিকাতা হইতে কুমিল্লায় চিঠি দ্বিতীয় দিবসে পাওয়া যায়। অতএব কুড়ি দিনে আমি কুমিল্লায় বসিয়া একটা নূতন সংস্করণ কিরূপে সেপ্টেম্বরের শেষের পূর্ব্বে বাহির করিব? দ্বিতীয়তঃ গবর্ণমেণ্ট ত এরূপ সংস্করণ বাহির করিতে আদেশ দেন নাই। বিশেষতঃ বহিখানি এখন প্রচলিত স্কুলপাঠ্যও নহে,কখনও হইবারও সম্ভবনা নাই। অতএব নূতন সংস্করণটার প্রয়োজনই বা কি? সর্ব্বশেষ ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দের ২১ এপ্রিল তারিখের ব্যবস্থা আমি দেড় বৎসর যাবৎ পাই নাই কেন? এই ব্যবস্থাই 'টেক্সট বুক কমিটির' অনৈক সভ্যের উপরোক্ত বিদ্রূপাত্মক পত্রের বিষয়। ইহা এত দিন পরে পাঠাইবার কারণ এই যে, যদি আমি তৃতীয় সর্গ বাদ দিয়া আর এক সংস্করণ ছাপাই, এবং উহা আবার পাঠ্য হয়, তখনও পলাশির যুদ্ধের পক্ষপাতী ডাঃ মার্টিন ডিরেক্টার ছিলেন, তবে ত আর ত্রিমূর্ত্তির মনস্তাপের সীমা থাকিবে না। কিন্তু নূতন সংস্করণ ছাপা না হইলে তাঁহাদের এ ব্যবস্থার পর ডাঃ মার্টিন উহা আর স্কুল পাঠ্য করিতে পারিবেন না। এই তৃতীয় সর্গ বাদ দেওয়ার রহস্য এই যে, উল্লিখিত packed meeting ধরা পড়িয়া যখন দ্বিতীয় মিটিঙ্গে এগার জন সভ্য উপস্থিত হইয়া সাত জন 'পলাশির যুদ্ধের' অনুকূলে, ও ত্রিমূর্ত্তি ও তাঁহাদের এক বাহন তাহার প্রতিকূলে হইলে, 'পলাশির যুদ্ধ' আবার কমিটির তালিকাভুক্ত হইল, শুনিয়াছি তখন ত্রিমূর্ত্তি ঘোরতর অপমানিত হইলেন বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন। তখন গুরুদাস বাবু তাঁহাদের কোন্ অংশ সম্বন্ধে বিশেষ আপত্তি জিজ্ঞাসা করিয়া তৃতীয় সর্গ বাদ দিয়া তাঁহাদের শান্ত করিলেন। কিন্তু পাঠকেরা দেখিবেন যে ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দের ২১শে এপ্রিলের এই ঐতিহাসিক কমিটিতেও ত্রিমূর্ত্তি অন্য কোনও সর্গের বাকী কবিতার উপর রাজবিদ্রোহিতা আরোপ করেন নাই। তাঁহারা আমার পত্রের আমূতা

আমন্ত্রী করিয়া উত্তর দিয়া লিখিলেন—"it is for you to decide whether you should act according to this order." ইহার অর্থ—"আমরা ত আমাদের কায করিলাম, তুমি বহি না ছাপাও তোমার ক্ষতি। আমাদের কি ?" আমি তখন এই কালাচাঁদদের এক পার্শ্বে ঠেলিয়া ফেলিয়া ডিরেক্টর মিঃ পেডলারের কাছে তাঁহাদের কার্য্যের অযৌক্তিকতা দেখাইয়া পত্র লিখিলাম। তিনি তাঁহার ১৩ই সেপ্টেম্বরের পত্রে আদেশ করিলেন যে বহিখানির একটা নূতন সংস্করণ ছাপাইবার কিছুই প্রয়োজন নাই। কেবল যে যে পৃষ্ঠায় এ সকল আপত্তিজনক কবিতা আছে তাহা বদলাইলেই হইবে, এবং তজ্জন্য গ্রন্থকারকে উপযুক্ত সময় দেওয়া উচিত! এজন্যই না ইংরাজেরা আমাদের রাজা ? এ পাদুকাঘাত ত্রিমূর্ত্তি মস্তক পাতিয়া লইলেন, এবং এবার ডিরেক্টরের এ আদেশ বঙ্গচন্দ্রের দস্তখতে না আসিয়া 'টেক্টবুক কমিটি' হইতে একজন ইংরাজের দস্তখতে আসিল। সেই কয়েক পৃষ্ঠা বদলাইয়া তখনই কুড়ি খানি স্কুলপাঠ্য "পলাশির যুদ্ধ" প্রেরিত হইল।

কিন্তু আমি বুঝিলাম এ পালা এখানে শেষ হইল না। ভাবিতে লাগিলাম ব্রাহ্মিকা ভগিনী আমার পেন্‌সন্ বন্ধ হইবার খবর কি প্রকারে পাইলেন ? অবশ্য ত্রিমূর্ত্তির কেহ এ খবর তাঁহাকে দিয়াছিলেন, এবং যখন তাঁহারা গবর্ণমেণ্টের এ বিভাগের উচ্চ কর্ম্মচারী এবং আমার সর্ব্বনাশকারী, অবশ্য তাঁহাদের এ খবর জানিবার কথা। বোধ হয় 'ষ্টেট-প্রসিকিউসন' বিশিষ্ট মেজিষ্ট্রেটেরা অনুমোদন না করাতে, গবর্ণমেণ্ট আমার পেন্‌সন্ বন্ধ সঙ্কল্প করিয়া এ কৈফিয়ত চাহিয়াছিলেন। কি ভাবিয়া সে হুকুম রহিত করিয়াছেন, কি স্থগিত রাখিয়াছেন। তাহা হইলে আমার যে প্রথম শ্রেণীতে 'প্রোমোশনের' সময় উপস্থিত হইয়াছে, এ 'প্রোমোশন' কি আর তাঁহারা দিবেন ? তখন মিঃ হেরিস কুমিল্লার মেজিষ্ট্রেট হইতে

বদ্‌লি হইয়া উড়িষ্যার কমিশনার হইয়া যাইতেছেন। তাঁহাকে এ সকল কথা কিছু না বলিয়া কেবল আমার কার্য্যে তিনি সন্তুষ্ট হইয়া থাকিলে আমার 'প্রোমোশনের' জন্য দুটি কথা লিখিতে বলিলে, তিনি বলিলেন—"You are bound to get your step when a vacancy occurs"—"তুমি নিশ্চয় প্রোমোশন পাইবে।" কিন্তু তাহার পরের অর্থাৎ ১৯০০ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসের 'প্রোমোশন' গেজেটে দেখিলাম আমার আশঙ্কা অমূলক হয় নাই। গবর্ণমেণ্ট আমাকে ডিঙ্গাইয়া আমার নীচের দুইজনকে প্রথম শ্রেণীতে 'প্রোমোশন' দিয়াছেন। এত কালের চেষ্টার পরে, এত ষড়যন্ত্রের পর, আমার 'প্রিয় সুহৃদগণের' নিষ্কাম প্রতিহিংসা বৃত্তির চরিতার্থতা হইল! ঈশ্বর তাঁহাদেরে ক্ষমা করুন! সমস্ত বঙ্গদেশ ইহা লক্ষ্য করিল। কুমিল্লার কত লোক এবং নানা স্থান হইতে বন্ধুগণ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন—আমার মত কর্ম্মচারীর 'প্রোমোশন' হইল না কেন? যে দুজন আমাকে ডিঙ্গাইয়াছেন, তাঁহারা পর্য্যন্ত গবর্ণমেণ্টের এ অবিচারের জন্য দুঃখ প্রকাশ করিয়া পত্র লিখিলেন। কি উত্তর দিব? গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদের 'পলাশির যুদ্ধ' সম্বন্ধীয় পত্র বড় অক্ষরে লাল কালীতে Confidential (গোপনীয়) বলিয়া লিখিয়া দিয়াছেন। সংবাদপত্রেও আন্দোলন উঠিতেছিল, তাহা বন্ধ করিয়া দিয়া বন্ধুদিগকে বলিলাম ও লিখিলাম—"আমি 'প্রোমোশনের' উপযুক্ত নহি, তাই পাই নাই।" কিন্তু তাঁহারা তাহা বিশ্বাস করিবেন কেন? তাঁহারা, এবং আমার উপরিস্থ অনেক মেজিষ্ট্রেট কমিশনার বলিয়াছিলেন যে যদি আমার সার্ভিস হইতে কেহ জেলার মেজিষ্ট্রেটের ভার পায়, তবে আমিই পাইব। আর একেবারে আমার 'প্রোমোশন' পর্য্যন্ত বন্ধ! মিঃ হেরিস উড়িষ্যা হইতে লিখিলেন—I am very sorry to hear that you have been passed over for promo-

tion to the first grade। তাঁহার স্থানে মিঃ মোরসেড আসিয়াছেন তিনিও এক ডেপুটির মুখে শুনিয়া তখনই আমাকে লিখিলেন—"I am sorry to hear you have not got your promotion. It must have been a great disappointment"। ডেপুটি মহাশয় তাঁহাকে আন্দাজে বলিয়াছিলেন যে 'আমার পলাশির যুদ্ধই' ইহার কারণ। তিনি আমার কাছে একখানি বহি চাহিলেন, এবং বলিলেন যে গবর্ণমেণ্ট যে এরূপ নীচ ব্যবহার করিবেন এবং এরূপ কারণে আমার 'প্রোমোশন' বন্ধ করিবেন, তিনি তাহা বিশ্বাস করিতে পারেন না। বটে সাহেব! আচ্ছা দেখা যাক্। ফলেন পরিচীয়তে!

মধুরেণ সমাপয়েৎ।

গবর্ণমেণ্টের পত্র 'রেভিনিউ ডিপার্টমেণ্ট' হইতে সেক্রেটারি মিঃ শ্লেকের স্বাক্ষরে আসিয়াছিল। তিনি আমাকে বেশ জানেন। আমি তাঁহার কাছে আমার 'প্রোমোশন' না হওয়ার কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া পত্র লিখিলে, তিনি নিম্নলিখিত উত্তর পাঠাইলেন।

U. S. CLUB
CALCUTTA
2ND APRIL 1900.

Dear Sir,

I had not noticed that you had been superseded. I spoke today to Mr. Bourdillon who did not know why you had been superseded—I do not also—but is going to took into the matter.

Trusting you are keeping good health.

BELIEVE ME
YOURS SINCERELY
(SD) F. A. SLACK.

"প্রিয় মহাশয়!

আপনি যে প্রোমোশন পান নাই আমি লক্ষ্য করিয়াছিলাম না। আমি মিঃ বোর্ডিলনকে বলিলাম। আপনার কেন প্রোমোশন হয় নাই, তাহার কারণ তিনিও জানেন না—আমিও জানি না—তিনি উহা দেখিবেন।

ভরসা করি আপনি ভাল আছেন।"

তখন মিঃ বোর্ডিলন চিফ সেক্রেটারি হইয়াছেন। 'প্রোমোশন' গেজেট বাহির হইবার সাত দিন পূর্ব্বে মিঃ বোলটন ফার্লো লইয়া চলিয়া গিয়াছিলেন। তবে কি তিনি আমার এ সর্ব্বনাশ করিয়া গিয়াছিলেন? তিনি বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিলে তাঁহাকে এক পত্র লিখিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম যে তিনি চিফ সেক্রেটারি হইলে আমি আলিপুর থাকিতে

যখন তাঁহার সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ করিতে যাই, তিনি চেয়ার হইতে উঠিয়া আসিয়া সাদর করমর্দ্দন পূর্ব্বক আমাকে বলিয়াছিলেন যে আমার সঙ্গে পরিচিত হইয়া তিনি সম্মানিত হইলেন, কারণ আমার নাম বাঙ্গালা দেশের household word (গৃহে গৃহে); এখন তিনি তাঁহার সেই করের দ্বারাই কি আমার উপর এ অস্ত্রত্যাগ করিয়াছিলেন? তিনি নিম্নলিখিত উত্তর লিখিলেন—

My dear Sir,

I have received your letter of the 4th inst, and regret to hear that you are still in bad health.

I cannot recall your being passed over for promotion to the first grade in march last, or that the promotion then made came before me at all. I will, however, take an opportunity of speaking to Mr. Buckland about you. The promotions are, I know, made on full consideration of each officer's case, and, no doubt, yours has been, and will again be, considered. For the first grade specially the Government is most particular.

I was not aware that you contracted a fatal disease at Mymensingh, and hope that your health will permanently improve under good treatment.

YOURS TRULY
(SD) C. W. BOLTON.

"আমার প্রিয় মহাশয়!

"আপনার ৪ঠা তারিখের পত্র পাইলাম এবং আপনি এখনও পীড়িত শুনিয়া দুঃখিত হইলাম।

"গত মার্চ্চ মাসে যে আপনাকে অতিক্রম করিয়া প্রোমোশন দেওয়া হইয়াছে, কিম্বা ঐ সময়ের প্রোমোশন আমার সমক্ষে উপস্থিত করা হইয়াছিল, আমার স্মরণ হইতেছে না। যাহা হউক আমি মিঃ বাকলণ্ডকে আপনার বিষয় বলিব। আমি জানি প্রত্যেক অফিসারের বিষয় বিশেষরূপে বিবেচিত হইয়া প্রোমোশন সকল দেওয়া হইয়া থাকে। অবশ্য আপনার বিষয়ও বিবেচিত হইয়াছে এবং ভবিষ্যতে হইবে। প্রথম শ্রেণীর প্রোমোশন সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্ট বিশেষ সাবধান।"

"আপনি যে ময়মনসিংহে সাংঘাতিক রোগগ্রস্ত হইয়াছেন আমি জানিতাম না। ভরসা করি ভাল চিকিৎসায় আপনি স্থায়ী আরোগ্য লাভ করিবেন।"

বড় বিচিত্র কথা! তিনিও কিছু জানেন না, তাঁহার পরবর্ত্তীও কিছু জানেন না! তবে কি আকাশ হইতে এ ব্রহ্মাস্ত্র আমার মাথায় পড়িয়াছিল? তবে কি ইহা স্বয়ং তদানীন্তন লেঃ গবর্ণর সার জন উডবার্ণের কার্য্য? মিঃ মোরসেড তাঁহার কাছে একখানি আবেদন পাঠাইতে আমাকে বারম্বার বলিতে লাগিলেন। এখনও মিঃ কলিয়ার চট্টগ্রামের কমিশনার। তিনি আমাকে ইতিমধ্যে আবার তাঁহার পার্শনেল্ এসিষ্টাণ্ট করিয়া লইতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট দেন নাই। অথচ না দেওয়ার কারণ কি তাহা মিঃ কলিয়ারকে জানান নাই বলিয়া তিনি বলিয়াছিলেন। তিনিও এক আবেদন পাঠাইতে পরামর্শ দিলেন। তদনুসারে আবেদন গেল। মিঃ মোরসেড আমার কার্য্যের বেশ প্রশংসা করিয়া আমাকে 'প্রোমোশন' দেওয়ার জন্য লিখিলেন। মিঃ কলিয়ার এ পর্য্যন্ত লিখিলেন—"I have always considered Babu Nabin Chandra Sen as an exceedingly able officer." কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। গবর্ণমেণ্ট নিম্নলিখিত বিস্ময়কর উত্তর ১৯০০ খৃষ্টাব্দের ১০ই মে তারিখে প্রেরণ করিলেন—

No 384 A. D.
Appointment Department.

From

C. L. S. RUSSELL ESQRE.
Under-secretary to the Government of Bengal,

To

THE COLLECTOR OF TIPPERA,
DATED DARJEELING, THE 10TH MAY 1900.

SIR,

With reference to the representation dated the 29th March 1900, submitted by Babu Nabin Chandra Sen, Deputy Magis-

trate and Deputy Collector, Tippera, for promotion to the first grade, I am directed to say that promotion to the first four grades of Deputy Magistrates and Deputy Collectors is given by selection for *special merit* and without regard to seniority, and that after consideration of the reports received regarding the work of Babu Nobin Chandra Sen, the Lieutenant Governor did not consider him deserving of advancement to the first grade.

I am to request that the Deputy Collector may be informed accordingly.

I have the houour to be,
Sir,
Your most obedient servant
(sd) C. L. S. Russell
Uuder secretary to the Govt. of Bengal.

অস্যার্থ ঃ—"লেঃ গবরনর আমাকে বলিতে আদেশ দিয়াছেন যে প্রথম চারি শ্রেণীতে প্রোমোশন বিশেষ গুণের জন্ত দেওয়া হইয়া থাকে, পর্য্যায়ক্রমে নহে। বাবু নবীন চন্দ্র সেনের কার্য্য সম্বন্ধীয় রিপোর্ট সকল বিবেচনা করিয়া লেঃ গবরনর তাঁহাকে প্রথম শ্রেণীতে প্রোমোশনের উপযুক্ত বিবেচনা করেন নাই।"

আবার পরের সেপ্টেম্বরের 'প্রোমোশনে' আমাকে ডিঙ্গাইয়া আমার নীচের কর্ম্মচারীর প্রমোশন হইল। আমি তখন আবার মিঃ স্লেকের কাছে পত্র লিখিলে, তিনি এই সংক্ষিপ্ত উত্তর দিলেন—

U. S. club
20 th Septr. 1900.

Dear Sir.

With regard to your letter received today all I can say is that you appear to have forgotten the recent episode concerning your work "The Battle of Plassey."

Yours faithfully
(Sd). F. A. Slack,

"প্রিয় মহাশয়,

আপনার পত্র আজ পাইলাম। তৎসম্বন্ধে আমি এই মাত্র বলিতে পারি যে আপনার "পলাশির যুদ্ধ" পুস্তক সম্বন্ধে সে দিনের ঘটনা আপনি ভুলিয়া গিয়াছেন বোধ হইতেছে।"

এতদিনে আসল কথা প্রকাশ হইল, কিম্বা ইংরাজদের আপন প্রবাদ মতে "cat is out of the bag"—"ব্যাগ হইতে বিড়াল বাহির হইয়া পড়িল।" তবে গবর্ণমেণ্ট যে আমার আবেদনের উপরোক্ত উত্তর দিয়াছিলেন, উহা কি সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা, ইংরাজ রাজ্যের লেঃ গবর্ণর কি, এরূপ মিথ্যাবাদী হইতে পারেন? একজন বাঙ্গালি ডেপুটিত একটা মশক বিশেষ। তাহাকে বঙ্গাধিপ মহাশয় ডলিয়া মারিতে পারেন। তবে এক জন গরিব ডেপুটির গলা কাটিবার জন্য এ কূটনীতি অবলম্বন না করিয়া পরিষ্কার কথাটা খুলিয়া বলিলেই ত হইত? তাহার কারণ এ কথা 'অফিসিয়েলি' খুলিয়া বলিবার যো নাই। গবর্ণমেণ্টত আর গর্দ্দভের সমষ্টি নহে। ত্রিমূর্ত্তির মত তাঁহারা প্রতিহিংসার দ্বারাও এরূপ পরিচালিত নহেন, যে উপরোক্ত কবিতা সকলে যে 'সিডিসনের' গন্ধ মাত্র নাই, তাঁহারা বুঝিতে পারেন নাই। তাই তাঁহারা এ সকল কবিতাকে seditious (রাজদ্রোহী) না বলিয়া objectionable (আপত্তিজনক) মাত্র গবর্ণমেণ্টের পত্রে বলিয়াছেন। তাঁহাদের হয় ত সন্দেহ হইয়াছিল যে টেকষ্ট বুক পরীক্ষক বা পৃষ্ঠদংশক মহাশয়ের সঙ্গে আমার কোনওরূপ ব্যক্তিগত বিদ্বেষ আছে। শুনিলাম যে এজন্য লেঃ গবরনর এ ঘৃণিত নরাধমকে তলব দিয়া এ কথা বলিয়াছিলেন। তখন তিনি বলিয়াছিলেন 'পলাশির যুদ্ধের' টেকষ্ট বুক সংস্করণে যদিও 'সিডিসন' কিছু না থাকুক, উহার মূল সংস্করণে লেঃ গবরনর মহাশয়দের স্বজাতিগণকে

"বানর ঔরসে জন্ম রাক্ষসী উদরে"

পর্য্যন্ত আমি বলিয়াছি। পাঠকগণ দেখিবেন যে প্রেসিডেন্সি বিভাগের ইনেস্‌পেক্টার এবং টেকষ্টবুক কমিটির সেক্রেটারি মহাশয় এজন্য তাঁহার পূর্ব্বোদ্ধৃত পত্রে "these and other *passages of similar import* "(এ সকল কবিতা এবং এ ভাবের অন্যান্য কবিতা) উল্লেখ

করিয়াছিলেন। গবর্ণমেণ্টের পত্রে "অন্যান্য কবিতার" উল্লেখ মাত্র নাই। এখন এরূপ ঘৃণিত চুকলির উপর নির্ভর করিয়া "পোড়াকাষ্ঠ" (Woodburn) আমার কপাল পুড়াইয়াছেন তাহা কিরূপে খুলিয়া বলিবেন ? কাযেই আমার প্রতি অন্ধকারে এ গুপ্তাস্ত্র ত্যাগ করিয়াছেন। ইংরাজ রাজ্যে একজন নরহন্তাকেও তাহার প্রকৃত অপরাধ কি না বলিয়া, এবং তাহার 'সাফাই' না শুনিয়া দণ্ড দেওয়া হয় না। কিন্তু হতভাগ্য ডেপুটিদের এমনই শোচনীয় অবস্থা যে মেজিষ্ট্রেট কমিশনারগণ তাঁহাদের 'গুপ্ত রিপোর্ট' (confidential character statement) কিম্বা গুপ্ত-ডেমিঅফিসিয়েলে কিছু লিখিলে কিম্বা কোনও পিশাচ চুক্‌লিখোর কোনও ডেপুটির বিরুদ্ধে কিছু লিখিলে, কি গোপনে বলিলে, তাহাকে একটি কথাও না বলিয়া, তাহাকে একটি কথা বলিবার সুযোগ না দিয়া, তাহার মস্তকে বঙ্গের বিধাতাপুরুষ অকস্মাৎ গুপ্ত অসি প্রহার করেন। হতভাগ্য ব্যক্তি ইহার কারণ মাত্রও জানিতে পারে না। ভারতব্যাপী যে বিচার বিভ্রাট ঘটিতেছে, এবং ইংরাজ রাজ্যের বিচার যে সময় সময় প্রহসনে পরিণত হইয়া দেশে হাহাকার উঠিয়াছে, ইহাই তাহার প্রকৃত কারণ। অন্ধ 'পলিটিসিয়েন' মহাশয়েরা মনে করেন কেবল বিচার ও শাসন বিভাগ স্বতন্ত্র হইলে, অর্থাৎ ডেপুটিগণ মেজিষ্ট্রেটের গোলাম না হইয়া জজের গোলাম হইলেই বুঝি ভারত উদ্ধার হইবে। পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টেরা না মাছ, না পাখী। অথচ পুলিস মোকদ্দমা খালাস দিলে মেজিষ্ট্রেটগণ ইহাদের চুক্‌লিতে ডেপুটিদের সর্ব্বনাশ করেন। মেজিষ্ট্রেট ও জজ উভয়েই 'সিভিলিয়েন' ও 'একদল'। অতএব মেজিষ্ট্রেট জজের কাছে ডেপুটিদের বিরুদ্ধে লাগাইলে, তাহা আরও কত শতগুণ বেশী লাগিবে, তাহা সহজেই বুঝা যায়। অতএব কেবল বিচার ও শাসন বিভাগ স্বতন্ত্র করিলে কিছুই হইবে না। কেবল কোনও ডেপুটির বিরুদ্ধে মেজিষ্ট্রেট,

কমিশনার, কি কোনও শ্বেতকৃষ্ণ চুক্‌লিখোর, কিছু বলিলে তাহা তাহাকে জানাইয়া এবং তাহার কৈফিয়ত লইয়া উহার বিচার করিবার ভার চিফ সেক্রেটারি ও একজন দেশীয় উচ্চ কর্ম্মচারীর উপর দেওয়া হয়, তবে বিচার ও শাসন বিভাগ স্বতন্ত্র না হইলেও এরূপ বিচার বিভ্রাট ঘটিবে না। উপরোক্ত কবিতাদির জন্য আমার প্রোমোশন বন্ধ হইবে না কেন বলিয়া যদি গবর্ণমেণ্ট আমার কৈফিয়ত চাহিতেন, এবং এ কবিতাগুলি সম্বন্ধে 'এডভোকেট জেনারেল' কি হাইকোর্টের কোনও দেশীয় জজের মত চাহিতেন, তাহা হইলে গবর্ণমেণ্ট কি আমার সম্বন্ধে এ মহা অবিচার করিতেন?

যাহা হউক গবর্ণমেণ্টের পত্রে লেখা আছে যে special merit (বিশেষ গুণ) ভিন্ন প্রথম শ্রেণীতে 'প্রোমোশন' দেওয়া হয় না। এখন 'স্পেসিয়েল মেরিট' শব্দের অর্থ ত কোনও অভিধানে পাওয়া যায় না। অতএব আমি ইহার উত্তরে গবর্ণমেণ্ট 'স্পেসিয়েল মেরিট' কাহাকে বলেন, এবং যাহারা আমাকে ডিঙ্গাইয়া লঙ্কায় গিয়াছেন তাঁহাদের কি 'স্পেসিয়েল মেরিট' আছে, যাহা আমাতে নাই, জানিতে প্রার্থনা করিলাম। তাঁহারা সকলেই আমার মত সদর ষ্টেশনে কায করিতেছেন। মিঃ মোরসেড বলিলেন এই 'স্পেসিয়েল মেরিট'টা একটা অশ্বডিম্ব, মিথ্যা বাহানা মাত্র। মোট কথা, কি কারণে গবর্ণমেণ্ট আমার প্রতি এরূপ অত্যাচার করিতেছেন, তাহা খুলিয়া বলিতে পারেন না, তাই এই 'স্পেসিয়েল মেরিট' ধূয়া ধরিয়াছেন। তিনি এবারও আমার আবেদন পাঠাইতে লিখিলেন যে আমি বেচারি সদর ষ্টেশনে ট্রেজারি ও কতক গুলি ডিপার্টমেণ্টের কার্য্য করিতেছি. অতএব একটা 'স্পেসিয়েল মেরিট' দেখাইবার আমার কিছু মাত্র সুযোগ নাই। তথাপি এ সকল কার্য্য আমি যেরূপ কৌশলের ও অভিজ্ঞতার সহিত করিয়াছি

আমাকে 'প্রোমোশন' দেওয়া উচিত। এবার গবর্ণমেণ্ট একেবারে মৌনব্রত অবলম্বন করিলেন। Silence is golden। তথাপি মিঃ মোরসেড বলিতে লাগিলেন গবর্ণমেণ্ট যদিও পত্রে খুলিয়া বলিতেছেন না, আমি যদি লেঃ গবরনরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করি, তিনি আসল কথা খুলিয়া বলিবেন, এবং আমার যেরূপ আলাপ শক্তি (Conversational power) মিঃ মোরসেডের দৃঢ় বিশ্বাস যে লেঃ গবরনর নিশ্চয় 'খোস' হইবেন। তিনি আমাকে তজ্জন্য সাত দিনের ছুটী পর্য্যন্ত দিতে চাহিলেন। আমি তখন প্রাইভেট সেক্রেটারিকে এক পত্র লিখিলাম, এবং তাহার এই 'খোস' উত্তর পাইলাম।

19. 2. 01

'Sir,

With reference to your telegram asking for an interview with the Lieut. Governor, I am desired to inform you that His Honour has nothing to add to what was said to you, under his orders, in Chief Secretary's letter no. 385 A. D. dated 10th May 1900 to the Collector of Tippera.

But if you wish to see His Honour you may call any Saturday, the day on which the Lieut. Governor receives visitors.

You should bring this letter with you.

I am Sir

yours faithfully

Babu Nabin chandra Sen. (sd) J, Strachey.

অনুবাদ—

গবর্ণমেণ্টের ১৯০০ খৃঃ ১০ মে তারিখের পত্রে যাহা বলা হইয়াছে, তাহার অধিক আর লেঃ গবরনরের কিছুই বলিবার নাই।

তথাপি যদি আপনি তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে চাহেন, তবে কোনও শনিবারে আসিবেন ; যে দিন তিনি দর্শকদের দর্শন দিয়া থাকেন।"

মিঃ মোরসেড বলিলেন—"ইহার পর আর দেখা করিয়া যে কিছু ফল হইবে আশা নাই। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট আপনার আর বেশী ক্ষতি কি করিবেন! আমি হইলে দেখা করিতাম।"

আমি মিঃ ব্লেকের পত্র পাইয়া বুঝিয়াছিলাম যে 'চুকলিব্যাধির ঔষধ নাই। গবর্ণমেণ্ট আরও বেশী ক্ষতি করিতে পারেন বই কি? হয়ত 'পোড়া কাষ্ঠ' বলিয়া বসিবে—"তোমার পাঠ্য পুস্তক সংস্করণ হইতে এ সকল কবিতা বাদ দিয়াছ, কিন্তু তোমার মূল সংস্করণে এ সকল ও এ ভাবের অন্যান্য বহুতর কবিতা আছে। তুমি সে সংস্করণের মুদ্রাঙ্কণ ও বিক্রয় বন্ধ না করিলে তোমার 'প্রোমোশন' হইবে না।" তাহা হইলে একেবারে সর্ব্বনাশ! 'পলাশির যুদ্ধ' কেবল আমার কবিযশের ভিত্তি নহে, উহার বৎসরে অনুমান সহস্র টাকার বিক্রয়। চাকরি আমার আর দুই বৎসর বাকী। 'প্রোমোশনে' অনুমান দুই হাজার টাকা লাভ। উহার মুদ্রাঙ্কন বন্ধ করিলে আমার কত সহস্র টাকার ক্ষতি! সাহিত্য হইতেও উহা লুপ্ত হইবে। বন্ধ না করি, 'পোড়া কাষ্ঠ' আমার কপাল আরও পোড়াইবে। তাহার আর কোনও গুণ না থাকুক 'কপালে আগুন'' আছে। হয় ত আমার চাকরির নৌকা ঘাটে ডুবাইবে কিম্বা ব্রাহ্মিকা ভগিনীর শুভ কামনা মতে পেনসন্ বন্ধ করিবে। অতএব আমি স্থির করিলাম—

"নাহি কায ঘাটাইয়া হেন বাঘিনীরে।"

স্থির করিলাম—

নাহি কায অদৃষ্টের সিন্ধু সাঁতারিয়া,
ভাসি স্রোতাধীন, দেখি বিধি বিধাতার?"

তাহাতেও রক্ষা পাইলাম না। পাহাড় মহম্মদের কাছে গেল না, কিন্তু মহম্মদ পাহাড়ের কাছে উপস্থিত হইল। 'বাঘিনী' আমার গৃহদ্বারে

উপস্থিত হইল। এ বর্ষায় 'বাঘিনী' কুমিল্লায় 'পরিদর্শনে'—ইহার অর্থ ভগবান জানেন—উপস্থিত হইলেন। দস্তুর মোতাবেক গরিব কেরাণীদের উপর পর্য্যন্ত টেক্স বসিল, কদলি বংশ ধ্বংস হইল, বাঁশের 'গেট' খাড়া হইল, পঞ্চ ক্রোশের মধ্যে বৃক্ষ পত্রশূন্য হইল, এবং লাল, কাল, হলদে 'নেকড়া' উড়িল। এ পরিদর্শন, না পরিহাস ? অভ্যর্থনা, না আত্মবঞ্চনা ? এ উৎপীড়নে দেশ অস্থির হইয়াছে। আশ্চর্য্যের বিষয় নহে যে এরূপ অভ্যর্থনা ও পরের অর্থে ভোজ উদরস্থ করিতে করিতে 'পোড়া কাষ্ঠের' উদরাময় উপস্থিত হইয়াছিল। বরং আশ্চার্য্যের বিষয় যে সকল 'পোড়াকাষ্ঠের' হয় না। তখন মিঃ বাক্‌লেণ্ড চিফ সেক্রেটারি। শুনিয়াছি তিনি শক্ত লোক। আমি তাঁহার কাছে 'হাজিরি' দিব না স্থির করিয়াছিলাম। কিন্তু 'সিনিয়ার ডেপুটি' বলিয়া 'পোড়া কাষ্ঠের' দর্শক তালিকায় মেজিষ্ট্রেট আমার নাম দিয়াছেন। কাযেই নবমীর অজ-শিশুর মত হাড়িকাষ্ঠে পড়িয়া ম্লানমুখে দর্শনকক্ষে বসিয়া আছি, এমন সময়ে ডেপুটিরা আসিয়া বলিলেন যে মিঃ বকলেণ্ড আমার কথা বার বার জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। তাঁহারা এবং গবর্ণমেণ্ট প্লিডার মহাশয় বলিলেন এরূপ অবস্থায় তাঁহার কাছে আমার না যাওয়া বড় অন্যায় হইবে। অথচ ডেপুটিদের সঙ্গে তিনি যেরূপ ব্যবহার করিয়াছেন শুনিয়া অন্তরাত্মা শুকাইয়া গেল। কাহাকেও বিদ্রূপ, কাহাকেও তিরস্কার, কাহাকেও কটু বাক্য বলিয়া বিদায় দিয়াছেন। কি করিব, প্রাইভেট সেক্রেটারি মহাশয়কে 'এত্তেলা' দিয়া আমি পার্শ্বস্থিত গৃহে গিয়া মিঃ বাকলণ্ডের কাছে 'কার্ড' পাঠাইলাম। অন্য দর্শকদের ফেলিয়া তিনি আমাকে তৎক্ষণাৎ 'সেলাম' দিলেন। কক্ষে প্রবেশ করিবা মাত্র আমার কার্ড খানি হাতে রাখিয়া আমাকে আপাদমস্তক এরূপভাবে নীরবে দেখিতে লাগিলেন যে আমি মনে করিলাম, গতিক

নহে। তখন আমি নিজে বলিলাম—"দুই বৎসর যাবৎ যাহার প্রমোশন বন্ধ, আমি সেই হতভাগ্য কর্ম্মচারী।" তিনি আমার দিকে সেরূপ স্থির নয়নে চাহিয়া বলিলেন—"আপনি না 'পলাশির যুদ্ধের' প্রণেতা?" বস্। গৌরচন্দ্রিকা না হইতেই পালা আরম্ভ! আমাকে তখন বসিতে বলিলেন।

আমি। হাঁ, আমিই সেই হতভাগ্য। তবে আমি যখন 'পলাশির যুদ্ধ' লিখি তখন আমি তরুণ যুবক। এ বৃদ্ধ বয়সে কি তাহার জন্য দণ্ডিত হইলাম? বাইশ তেইশ বৎসর যাবৎ 'পলাশির যুদ্ধের' লক্ষ খণ্ড বিক্রয় হইয়াছে। বাইশ তেইশ বৎসর যাবৎ উহা সমস্ত বঙ্গ দেশব্যাপী অভিনীত হইয়াছে, এবং এখনও সময়ে সময়ে হইতেছে। উহা বঙ্কিমবাবু, কৃষ্ণদাস পালের মত লোকের দ্বারা প্রশংসিত, এবং চারিবার টেকস্‌ট বুক কমিটির দ্বারা পাঠ্য বলিয়া নির্ব্বাচিত ও প্রচলিত হইয়াছিল। উক্ত কমিটির সভাপতি একজন হাই কোর্টের খ্যাতনামা দেশীয় জজ। তথাপি কি একজন অজ্ঞাতনামা পৃষ্ঠদংশকের গুপ্ত কথায় এই 'পলাশির যুদ্ধের' জন্য এত কাল পরে আমার এ বৃদ্ধ বয়সে ফাঁসি হইবে? আমার ত্রিশ বৎসরের ঊর্দ্ধ চাকরিতে যে এত স্থানে গবর্ণমেণ্টের এত কার্য্য করিলাম, তাহার কি কোনও মূল্য নাই?" তিনি বিস্মিত হইয়া বলিলেন—"ত্রিশ বৎসর! আপনার ত্রিশ বৎসরের ঊর্দ্ধ চাকরি? আপনার বয়স কত? আমি ত আপনার বয়স ৪৫।৪৬ মাত্র অনুমান করিয়াছিলাম। আপনি এ ত্রিশ বৎসর কি করিয়াছেন?" তখন আমি তাঁহাকে আমার দাসত্ব জীবনীর সংক্ষিপ্ত ও সরল ইতিহাস বলিতে লাগিলাম। তিনিও 'ডেস্‌ডেমোনার' মত তাহা শুনিয়া যেন মুগ্ধ হইলেন। তিনি অধোমুখে নীরব হইয়া রহিলেন। আমি তখন বলিলাম—"আমি শীঘ্রই পেন্‌সন্ লইব। অতএব বিদায়কালে আমার সুনামের

উপর এরূপ একটা দাগ লইয়া যাইব ইহাই কেবল আমার দুঃখ। অন্যথা এ 'প্রোমোশনের' দ্বারা আমার আর্থিক উপকার বিশেষ কিছুই নাই।" তিনি আরও বিস্মিত হইলেন—"আপনি এখনই 'রিটায়ার' করিবেন কেন? আপনি কি একটা টাকার স্তূপ (pile) করিয়াছেন?" আমি বলিলাম একজন ডেপুটি টাকার স্তূপ করিতে পারে কিনা জানি না। আমি করিতে পারি নাই। আমার এক শ্যালক বিলাত গিয়া আমার সতর হাজার টাকা এটলেন্টিক গর্ভে ডুবাইয়াছে। আমার একমাত্র পুত্র এখনও বিলাতে। না হইলে যে দিন 'প্রোমোশন' বন্ধ হয়, সে দিনই আমি চাকরি ছাড়িয়া দিতাম। রাত্রি প্রভাত হইলে পঞ্চাশটি পোষ্যের অন্ন দিতে হয়।" তিনি, আরো বিস্ময়ে—"ইহারা কে?" উত্তর—"সহোদর ও খুড়তত ভাই ও তাহাদের পরিবার। তাহাদের তিন কন্যার বিবাহ দিয়াছি। এখনও ছয় জন হাতে আছে।" তিনি বলিলেন—"Poor man!" আবার নীরব থাকিয়া বলিলেন—"আপনি যে আরও দশ বৎসর চাকরি করিতে পারেন। এখন এরূপ বলিতেছেন, কিন্তু 'প্রোমোশন' পাইলেই 'এক্‌সটেন্‌সন' চাহিবেন। আমি বলিলাম—"না। আমার স্বাস্থ্যের অবস্থা যেরূপ, আপনি এই বর্ষার শেষেই আমার 'ফার্লোর' দরখাস্ত পাইবেন। আমি এই ফার্লো হইতে ফিরিব না।" তখন তিনি লঘুকণ্ঠে বলিলেন—"আপনি কি 'এল জির' সঙ্গে দেখা করিয়াছেন?" আমি বলিলাম—"না"। তিনি সহৃদয় কণ্ঠে বলিলেন—"তাঁহার সঙ্গে দেখা করুন। আমি এ মাত্র বলিতে পারি, আমি মিঃ মোরসেডকে জিজ্ঞাসা করিয়া আপনার প্রোমোশনের জন্য যতদূর পারি চেষ্টা করিব?" আমি বিস্মিত হইলাম—এ কি সেই ভয়ানক মিঃ বাকল্যাণ্ড! আমি তাঁহাকে শত ধন্যবাদ দিয়া বিদায় হইলে, বাহিরে সমবেত ডেপুটিরা এ উপাখ্যান এবং বাকলেণ্ডের এ ব্যবহার শুনিয়া অবাক হইয়া আমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

আমার বড় ভয় ছিল মিঃ বকলণ্ডকে। শুনিয়াছিলাম, 'উডবরণ' একজন ভালমানুষ। 'অমৃতবাজার' বলিয়াছিলেন যে তিনি একটি পোকারও ক্ষতি করিতে অক্ষম। ইদানীং মতি ভায়া লিখিয়াছিলেন যে লোকটাকে তাঁহারা এত দিন চিনিতে পারেন নাই। এখন চিনিয়াছেন। আমিও আজ চিনিলাম। আমি প্রফুল্ল হৃদয়ে তাঁহার দর্শনকক্ষে প্রবেশ করিলাম। একটি হল। এখানে অনেক দর্শক তীর্থ-কাকের মত বসিয়াছিলেন। আমি কক্ষে প্রবেশ করিবামাত্র প্রাইভেট সেক্রেটারি আমাকে লইয়া দাখিল করিলেন। হলের সম্মুখের বারণ্ডায় 'উডবরণ' এক লাউঞ্চ চেয়ারে বসিয়া আছেন। এখানে আসিয়াই তাঁহার উদরাময় হইয়াছে। গত রাত্রিতে মিঃ মোরসেডের ডিনারে যাইতে পারেন নাই। সে গরীবের ছয় মাসের সঞ্চয় জলে গিয়াছে। তাঁহার পার্শ্বে মিঃ মোরসেড বসিয়া আছেন। দেখিলাম তিনি প্রকৃতই Woodburn। আকৃতি সরল কাষ্ঠ বিশেষ। আরক্তিম মুখমণ্ডলে দাড়ি গুম্ফ শূন্য। মস্তকও প্রায় কেশহীন। তিনি কর প্রসারণ করিয়া আমার কর-মর্দ্দন করিয়া সম্মুখের চেয়ারে বসিতে বলিলেন, এবং কতকাল আমার চাকরি, কতকাল এখানে আছি ইত্যাদি মামুলি প্রশ্নে আমাকে আপ্যায়িত করিতে লাগিলেন। আমি তাহা বন্ধ করিয়া বলিলাম—"ইওর অনারের (ইহার মাথামুণ্ড বাঙ্গালা কি জানি না) শরীর অসুস্থ। আমার একটুক খানি দুঃখের কথা (a little grievance) বলিবার আছে। যদি ইওর অনার অনুমতি করেন তবে আমি খুব সংক্ষেপে নিবেদন করিতে পারি।

তিনি। বটে! উহা কি?

আমি। আমি জানি না কেন আমি ক্রমাগত দুই বৎসর যাবৎ প্রথম শ্রেণীতে 'প্রোমোশন' হইতে বঞ্চিত হইলাম।

তিনি এতক্ষণে আমাকে চিনিলেন, এবং চক্ষু প্রসারিত করিয়া আমাকে আপাদ মস্তক নিরীক্ষণ করিয়া বলিলেন—"প্রথম শ্রেণীতে প্রোমোশন দিতে গবর্ণমেণ্টকে স্থানীয় কর্ম্মচারিদের রিপোর্ট খুব সাবধানের সহিত বিবেচনা করিয়া দিতে হয়।"

আমি। তাহা হইলে, ইওর অনার! আমার আশঙ্কার বিষয় কিছুই নাই। আমি আলিপুর থাকিবার সময়ে আমার কালেক্টর মিঃ কলিন্‌স্ নিজে চিফ সেক্রেটারি মিঃ কটনের কাছে সুপারিস করিয়া আমাকে দ্বিতীয় শ্রেণীতে 'প্রোমোশন' দেওয়াইয়াছিলেন। তাহার অব্যবহিত পরে আমি চট্টগ্রামে পার্শনাল এসিস্‌টেণ্ট হইয়া আসি। সেখানের 'গোপনীয় রিপোর্ট' আমার হাত দিয়া গিয়াছে, এবং আমি জানি যে কমিশনর আমার অত্যন্ত প্রশংসা করিয়াছিলেন। তাহার পর তিনমাস মাত্র ময়মনসিংহে জইণ্ট মেজিষ্ট্রেটের স্থানে কার্য্য করিয়া খাটুনিতে আমার স্বাস্থ্য ভঙ্গ হয়, এবং আমার প্রার্থনা মতে আমার ছুটীর পর মিঃ বোলটন আমাকে এখানে বদলি করেন। আমার এখানের মেজিষ্ট্রেট আপনার পার্শ্বে বসিয়া আছেন। তিনি এবং কমিশনর আমার প্রোমোশনের জন্য দুইবার রিপোর্ট করিয়াছেন। অতএব স্থানীয় রিপোর্টের উপর নির্ভর করিয়া প্রোমোশন দেওয়া হইলে, ইওর অনার! আমার প্রোমোশন না হইবার কোনও কারণ নাই।"

এতক্ষণ তিনি 'লাউঞ্চ চেয়ারে' অর্দ্ধশায়িত ছিলেন। এবার আহত ভুজঙ্গের মত উঠিয়া গর্জ্জন করিয়া বলিলেন—"You have not seen the reports that I have seen. You do not know what I know. You say you have a grievance against Government. But Government has a greater grievance against you. So long I remain Lieutenant Governor,

there is absolutely no chance of your promotion. Good bye !"

অনুবাদ—আমি যে সকল রিপোর্ট দেখিয়াছি, তুমি দেখ নাই। আমি যাহা জানি, তুমি জান না। তুমি বল গবর্ণমেণ্টের প্রতিকূলে তোমার অভিযোগ আছে। কিন্তু গবর্ণমেণ্টের তোমার প্রতিকূলে ততোধিক অভিযোগ আছে। আমি যতদিন লেঃ গবরনর থাকিব তত দিন তোমার প্রমোশনের কোনও সম্ভাবনা নাই। গুড বাই !" বস্। পরিষ্কার কথা। ক্রোধে তাঁহার গোঁফ দাড়ি শূন্য সাদা মুখ লাল হইয়াছিল। তিনি কাঁপিতেছিলেন। বোধ হইল, পারিলে তিনি আমাকে সেখানেই ফাঁসি দিতেন।

"কহে বীর সিংহ রায়, কহে বীর সিংহ রায়,
কাটিতে বাসনা, কিন্তু ঠেকিছি মায়ায়।"

আমি মনে মনে ভাবিলাম—সোভান্ আল্লা। মধুরেণ সমাপয়েৎ,—আমার দীর্ঘ দাসত্ব জীবন এখানেই এরূপ মধুর ভাবে সমাপ্ত হইল। আমি দাঁড়াইয়া, আমার দীর্ঘ দেহ দীর্ঘতর করিয়া, থিয়েটারি ধরণে তাঁহাকে "গুড বাই ! ইওর অনার !" বলিয়া উন্নত শিরে সগর্ব্বে চলিয়া আসিলাম।

বেলাটের বা দেশের সহানুভূতি।

বলিয়াছি 'হলে' বহুতর লাট-দর্শক উপস্থিত ছিলেন। তাঁহারা স্তম্ভিত হইয়া এ লাটাভিনয় দেখিতেছিলেন,ও লাটগর্জ্জন শুনিতেছিলেন। আমি 'হলে' প্রবেশ করা মাত্র তাঁহারা আমাকে ঘেরিয়া ক্রোধে অধীর হইয়া বলিলেন—"আপনি এখনই এই বেটার মুখে——করিয়া চাকরি ছাড়িয়া দিন! আপনার কি ভাবনা! একখানি বহি লিখিলে এ 'প্রোমোশনের' দশ গুণ টাকা পাইবেন।" আমি বলিলাম—"তথাস্তু।" সন্ধ্যার সময়ে মিঃ মোরসেডের গৃহে 'ইভিনিঙ্গ পার্টিতে' (সান্ধ্যোৎসবে) আমি মিঃ মোরসেডকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"Why the old man lost his temper?—বুড়া কেন এরূপ ক্ষেপিয়া উঠিয়াছিল?" তিনি বলিলেন—"For the life of me I could not understand the cause of it—আমার দিব্বি, আমি তাহার কিছু কারণ বুঝিতে পারি নাই।" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"আমি কি কিছু অন্যায় বলিয়াছিলাম?" তিনি বলিলেন—"O dear no. On the contrary you spoke so well, and your manner was so respectful!—না বরং আপনি এমন সুন্দর ও সসম্মানভাবে বলিয়াছিলেন।" যাহা হউক এ লাট-ডেপুটি সংবাদ বিদ্যুৎবেগে কুমিল্লায়, এবং ক্রমে ক্রমে অন্য স্থানে প্রচারিত হইল। সকলেই একবাক্যে বলিতে ও লিখিতে লাগিলেন—"এ প্রোমোশনের জন্য আমাদের কোনও দুঃখ নাই। আপনিও কোন দুঃখ করিবেন না। 'পলাশীর যুদ্ধে' আপনার দেশ-ভক্তি এবং হতভাগ্য সিরাজদ্দৌলার প্রতি সহানুভূতির জন্য গবর্ণমেণ্ট একটি জীবন আপনাকে ভোগাইয়া

এবং আপনাকে ডিষ্ট্রিক্ট মেজিষ্ট্রেট ও অন্য 'স্পেসিয়াল' পদ হইতে বঞ্চিত করিয়া, শেষে যে এরূপে বলিদান দিতেছে ইহা বঙ্গসাহিত্যে আপনাকে চিরগৌরবান্বিত করিয়া রাখিবে। আপনি চাকরি ছাড়িয়া দিন।"

টেক্‌ষ্টবুক পরীক্ষকের মন্তব্য হিংটিংছটের পত্রের দ্বিতীয় সংস্করণ। সে পত্রে তিনি লিখিয়াছিলেন—"পলাশির যুদ্ধে মুসলমান বাঙ্গালা হারাইল। হিন্দুর তাহাতে উচ্ছ্বাস কিসের ও কেন? * * * মোহনলালের মুখে এরূপ আক্ষেপোক্তি দিয়া তুমি কি বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের প্রতি disloyalty দেখাও নাই?" এ দিকেত এই! ইহার জন্য আমার আজীবন দুর্গতি ও শেষে এই বলিদান! অন্য দিকে নবোদিত মুসলমান লেখকেরা আমাকে মুসলমান বিদ্বেষী বলিয়া গালি দিতেছেন! আমার বহুতর মুসলমান বন্ধুরা জানেন যে হিন্দু মুসলমানে অভিন্ন জ্ঞান আমার মত বুঝি কোন হতভাগ্য বাঙ্গালির নাই।

পুত্রও বিলাত হইতে বারম্বার জিদ করিয়া লিখিতেছে—"বাবা! আমাকে শ্রীভগবানের চরণে সমর্পন করিয়া তুমি ফার্লো লইয়া চাকরি ত্যাগ কর।" আমিও প্রথম হইতে এ সঙ্কল্প করিয়াছি, কিন্তু ভাবনা—পুত্র বিলাতে। শিশুদের ছড়ায় আছে—'মা বড় ধন।' কোন কোন সাংসারী বন্ধু লিখিলেন—"টাকা বড় ধন। ফার্লো ও পেনসন লইলে আধা বেতন মাত্র পাইবে। তোমার পুত্র বিলাতে, তুমি এমন কর্ম্ম করিও না। কিসের মান, অপমান—সাত শত টাকা বেতন কি সহজ কথা?" তাহা ত বটে। দীনবন্ধু বাবুর রাম মাণিক্যের হিসাবে 'পাঁচডা মুনসেফের ব্যাতন।' কিন্তু শ্রীভগবানের কি বিচিত্র লীলা! এ সময়ে একদিকে অফিসিয়েল প্রভুদের হইতে পূর্ব্বোদ্ধৃত পত্র সকল পাইতেছিলাম; অন্য

দিকে 'আন্‌অফিসিয়েল' মহল হইতে আর এক রকমের পত্র আসিতে-ছিল। মিঃ এণ্ডার্সনও বিলাত হইতে লিখিলেন—

I think you take official success and failure *much* too much to heart. We all do it, when we are in harness. But once you are released from the official plough, you will laugh at your official rebuffs and successes, and instead of letting poor dear old—haunt your dreams, will study the memory of him as a human document, one who lived and made mistakes, and went prematurely where we must all go soon—to be forgotten, if we are mere Collectors or Deputies,—to be remembered as the author of 'Palasir juddha' is bound to be if we can write. Bankim Babu will be remembered long after the civil list of his time has been eaten by white ants. * * * I often used to wish that you would quit official work and give yourself up to literature—literature without any Collectors in it—literature like your "Palasir yuddha".

অর্থ—আমার বোধ হয় আপনি অফিসিয়েল কৃতকার্য্যতা ও অকৃতকার্য্যতা কিছু অতিরিক্ত মাত্রায় আপনার হৃদয়ে অনুভব করেন। যতক্ষণ অফিসিয়েল রশ্মিতে থাকি, আমরা সকলে তাহা করিয়া থাকি। কিন্তু একবার অফিসিয়েল লাঙ্গল হইতে মুক্ত হইলে, আপনি আপনার অফিসিয়েল আঘাতে এবং কৃতকার্য্যতায় হাসিবেন, এবং সেই হতভাগ্যকে (সয়তান দাসকে) আপনার স্বপ্নে অনুসরণ করিতে না দিয়া, সে একটি মানুষের মত ছিল, এবং ভুল করিয়াছিল বলিয়া মনে করিবেন। সে অকালে যেখানে গিয়াছে আমরা সকলেই শীঘ্র যাইব। যদি কেবল কালেক্টর ও ডেপুটির স্বরূপ যাই, তবে বিস্মৃত হইব, এবং যদি 'পলাশির যুদ্ধের' গ্রন্থকারের মত লিখিতে পারি, তবে চিরস্মরণীয় হইব। 'সিভিল লিষ্ট' সকল পোকায় গ্রাস করিবার বহু পরেও বঙ্কিম বাবু স্মরণীয় থাকিবেন। * * * আমি সর্ব্বদা ইচ্ছা করিতাম যে চাকরি ছাড়িয়া যে সাহিত্যে কালেক্টর নাই,, পলাশির যুদ্ধের মত সাহিত্যে আপনি আত্ম সমর্পণ করুন।"

কয়েক খানি পত্রও নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম। লেখকেরা সকলেই আমার অপরিচিত।

(১)

শ্রীশ্রীহরি

সহায়

বিহিত সম্মান পুরঃসর নিবেদন—

মহাত্মন্, পাঠ্যাবস্থায় একবার আপনার 'রৈবতক' পড়িয়াছিলাম—পড়িয়া মুগ্ধ হইয়াছিলাম। যে কবির লেখনী হইতে—

"তরঙ্গ বিহীন, সে প্রেম কি প্রেম
ক্ষুদ্র সরসীর জল
মহা পারাবারে, কভু শান্তি, কভু
উত্তাল তরঙ্গ দল"

বাহির হইয়াছে, তাঁহাকে শত ধন্যবাদ দিয়াছিলাম এবং সেই দিন হইতেই সাহিত্য সম্পর্কে আমি একজন আপনার তীব্র—যদিচ অজ্ঞাতনামা ভক্ত।

আজি প্রবীণ বয়সে আবার একবার রৈবতক হাতে পড়িল। পড়িলাম, পড়িতে পড়িতে একটা বিষম খট্‌কা লাগিল। ১৫৮ পৃষ্ঠায় অরৎকারু যুধিষ্ঠিরকে পতিত্বে বরণ না করিবার কারণ দেখাইতেছেন।—

——"যে ধর্ম্ম 'স্বার্থের আবরণ"

সত্য বটে কথা হইতেছে সখীর সহিত—বিষয়টাও বড় বাছাবাছির। কিন্তু কথা গুলা যে একেবারে নিরর্থক ও উদ্দেশ্যবিহীন এবং সখীর মুখ চাপা দিবার নিমিত্ত ব্যবহৃত হইয়াছে' এরূপ মনে করিবার কোন কারণ দেখি না। বরং ইহাই মনে হয় যে যুধিষ্ঠির চরিত্রের কোন বিশেষ অধ্যায়কে উদ্দেশ করিয়াই আপনি ঐ কথাগুলি ব্যবহার করিয়াছেন। যদি আমার ধারণাই সত্য হয়, তাহা হইলে মহাশয়কে সবিনয়ে অনুরোধ করিতেছি, যে যুধিষ্ঠিরের কোন্ কার্য্যগুলিকে আপনি স্বার্থের আবরণে জড়িত বিবেচনা করেন, অনুগ্রহ করিয়া দুই এক কথায় আমাকে বুঝাইয়া দিতে আজ্ঞা হয়।

জানি, অধুনা আপনার শারীরিক অবস্থা অতিশয় মন্দ,—তাহার উপর যে কার্য্যে শরীর পাত করিতেছেন, তাহাতে আশানুরূপ এবং আমাদের ইচ্ছানুরূপ পুরস্কার লাভে কৃতকার্য্য হন নাই। ইহাও জানি যে আমার মত নগণ্য কেরাণীর পক্ষে আপনার নিকট হইতে পত্রের উত্তর প্রার্থনা করা ধৃষ্টতার পরিচায়ক। কিন্তু যে ধর্ম্ম প্রতিপাদন করিবার জন্য

আপনার মহাভারত ব্যাখ্যা এবং যে ধর্ম্ম আমি বিশ্বাস করি—আপনার নিকটই শিখিয়াছি সে ধর্ম্মে উচ্চ নীচের ভেদ নাই, আর্য্য অনার্য্যে ভেদ নাই। সেই শিক্ষার গুণেই বলুন—আর দোষেই বলুন—আজি এই সন্দেহ ক্ষালনার্থ আপনাকে এই পত্র লিখিলাম। আশা করি সদুপদেশ দানে চিত্তের প্রসন্নতা বিধান করিবেন।

আপনার বর্ত্তমান কায়িক কুশলসংবাদেরও আশা করি। জানিবেন ইহা মৌখিক আলাপ রক্ষার নিমিত্ত নহে—প্রাণে প্রাণে আপনাকে ভালবাসি এবং আঠার বৎসর বাসিয়া আসিতেছি।

বিনীত নিবেদক (স্বাঃ) শ্রীসিদ্ধেশ্বর দাস দে
প্রেসিডেন্সি কমিশনারের পেস্কার।

(২)

ওঁ হরি ওঁ

কল্যাণবরেষু উত্তরপাড়া, জেলা হুগলী. পোঃ উত্তরপাড়া

মহাশয়! ২৭শে বৈশাখ, ১৩০৮ সাল।

আপনার পদ্যানুবাদ গীতা দেখিয়া বড় সন্তোষ লাভ করিয়াছি। ইতিপূর্ব্বে গীতার এরূপ পদ্য বঙ্গানুবাদ হইতে পারে তাহা কল্পনাতেও আসে নাই। আপনার পদ্যানুবাদ গীতাতে এমন কোনও শব্দ ব্যতিক্রম পড়ে নাই কিম্বা অতিরিক্ত শব্দ পড়ে নাই, যাহার দ্বারা কোন অর্থ-ব্যতিক্রম হইতে পারে।

আপনার 'প্রভাসে' গীতার কর্ম্ম ও কর্ম্মফলকে যেরূপ মূর্ত্তিমানরূপে দেখাইয়াছেন তাহা এ পর্য্যন্ত কোন কবি কিম্বা কোন টীকাকার দেখাইতে পারেন নাই। উহা অতি উপাদেয় হইয়াছে।

প্রভাসের পঞ্চম সর্গে সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর রসের প্রাণ মাতোয়ারা যে উচ্ছ্বাস দিয়াছেন তাহা অতি মধুর হইয়াছে। কিন্তু ঐ উচ্ছ্বাস এক সর্গেই পর্য্যবসিত হইয়াছে, উহা দ্বারা তৃষ্ণা নিবারণ হইল না, তৃষ্ণা আরও দ্বিগুণ বাড়িয়া গেল। তাই অদ্য তৃষ্ণা নিবারণার্থ স্বচ্ছস্নিগ্ধ সলিলা নবীন সরোবরের নিকট উপস্থিত হইলাম, দেখা যাক তৃষ্ণা নিবারণ হয় কিনা। তৃষ্ণা নিবারণের অন্য কোন উপযুক্ত সরোবর পাইলাম

না যেখানে যাইয়া তৃষ্ণা নিবারণ করি। আমার নিম্নলিখিত বিষয় আপনি যদি আলোচনা করেন তাহা হইলে উহা পূর্ণ হইতে পারে, নচেৎ আর কেহ দ্বারা হইবে না।

প্রার্থনা এই ;—

'বিরহ' এই পদার্থটি অতি উচ্চ অঙ্গের। ইহা দ্বারা হৃদয়ের কাঠিন্য ও মালিন্য যত পরিহরি হয় আর কিছু দ্বারা তত হয় না, ইহা কঠিন হৃদয়কে কোমল করে, পাষাণকে দ্রবীভূত করে। এ পর্য্যন্ত অনেক কবি বিরহ সম্বন্ধে নানা প্রকার কবিতা লিখিয়াছেন কিন্তু তাহা পর্য্যাপ্ত হয় নাই। তাই প্রার্থনা করিতেছি নিম্নলিখিত বিষয়ে দৃষ্টি রাখিয়া যদি 'বিরহ' বলিয়া একখানা কাব্য প্রকাশ করেন তাহা হইলে বড় সন্তোষ লাভ করি। বৈষ্ণব কবিরা সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর ভাবের অনেক বিরহ বর্ণনা করিয়াছেন তাহার অনেক স্থানে ভাল ভাল বর্ণনা আছে, যাহা পড়িলে কাঁদিতে হয়, কিন্তু বৈষ্ণব কবিরা মধুর ভাবের বিরহ বেশী বর্ণনা করিয়াছেন, সখ্য বাৎসল্য খুব কম, আমার প্রার্থনা সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর এই তিনটাই প্রচুর পরিমাণে থাকে অর্থাৎ পুস্তকখানা হাতে নিলে পুস্তকের প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত চক্ষের জলের বিশ্রাম না হয় অর্থাৎ অনবরত কাঁদিতে পারি, এই "বিরহ" ব্রজের ভাবের হওয়া দরকার। কৃষ্ণচন্দ্র যখন শত বৎসর বৃন্দাবন ত্যাগ করিয়াছিলেন, যশোদা তখন হা গোপাল, হা গোপাল বলিয়া কাঁদিয়াছিলেন। কোথারে আমার ননীচোরা মাখন খাওসে, সখারা যখন কোথায় ভাই কানাই একবার আয় কাঁধে চড়াই, আয় ভাই বনফল খাওয়াই এবং রাধিকা এবং অন্যান্য গোপীদের বিলাপ এই ব্রজের ভাব বর্ণনা হওয়া দরকার। ইহার উপযুক্ত পাত্র আপনাকে ছাড়া আর কাহাকে পাইলাম না। আপনি যদি এই 'বিরহ' বিষয়ে কোন কাব্য লেখেন, তাহা হইলে বৈষ্ণব সমাজ এবং বঙ্গসাহিত্যে একটা প্রধান অভাব মোচন হয় এবং চিরঋণী হইয়া থাকে।

৺মধুসূদন কিন্নরের ঢবগানের প্রভাস পালাতে বাৎসল্য রসের বিরহ ভাল বর্ণনা আছে যাহা পড়িলে প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত কাঁদিতে হয় এবং ভোলানাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত প্রভাস যজ্ঞ বলিয়া একখানা পুস্তক আছে তাহাতে শ্রীমতীর বিরহ যাহা বর্ণনা আছে তাহা পড়িলেও কাঁদিতে হয়, এবং অন্যান্য বিরহ সম্বন্ধে কবিতা আছে যাহাতে কান্না আসে কিন্তু তাহা অল্প। "বিরহ" সম্বন্ধে একখানা কাব্য হওয়া চাই যাহার প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত কাঁদিতে পারা যায়। সেই প্রকার উচ্ছ্বাস প্রকাশ করিবার ক্ষমতা আপনার আছে. সেই জন্যই আপনার নিকট প্রার্থনা করিলাম। যদি প্রার্থনা পূর্ণ করেন আপনি

এ বিষয়ে হাত দিবেন কিনা জানিতে পারিলে সুখী হই। আপনার সময় কম তাহা জানি; কিন্তু প্রাণের আবেগে আপনাকে ত্যক্ত করিতে উদ্যত হইয়াছি, দোষ ক্ষমা করিবেন। ইতি

আশীর্ব্বাদক—

(স্বাঃ) শ্রীজানকীনাথ মুখোপাধ্যায়

(৩)

ওঁ হরি ওঁ

উত্তরপাড়া

২৬-৫-১৯০১

কল্যাণবরেষু

আপনার পত্র পাইয়া সন্তুষ্ট হইলাম। আপনার "গীত" ভগবৎচরণে প্রদত্ত উপহার। যাহা ভগবৎচরণে অর্পিত হয় পার্থিব হইলেও তাহা অপার্থিব অপ্রকৃতরূপ ধারণ করে; তাই আপনার "গীতার" পদ্যানুবাদ কল্পনাতীত অপূর্ব্বরূপ ধারণ করিয়াছে। এমন কোন শব্দবৈলক্ষণ্য হয়} নাই যাহার দ্বারা মূল গীতার ভাব এবং অর্থ ব্যতিক্রম হয়, এমন কি মূল গীতা পাঠে যে ফল হয় আপনার পদ্যানুবাদ গীতা পাঠেও প্রায় সেই ফল হয়। এই পদার্থটী হৃদয়বানের, হৃদয়হীনের পক্ষে ইহা ধারণা সুকঠিন. হৃদয়বান ব্যক্তি কয়জন আছে যে ইহা বুঝিবে বা ধারণা করিবে। তবে যদি কোন ভক্ত বা প্রেমিক কেহ থাকে তাহাদেরই বোধগম্য এবং তাহারাই ইহা ধারণ করিতে পারে। সেই প্রকার ব্যক্তি বিরল। ইহার জন্য অক্ষয় বাবুর দুঃখ প্রকাশ বিড়ম্বনা এবং ইহার জন্য সংবাদপত্রের আশ্রয় লইতে আমি ইচ্ছুক নহি।

আপনি প্রভাসের দ্বাদশ সর্গে গীতারূপ বৃক্ষ হইতে যে কর্ম্মফল পাড়িয়াছেন,উহার ভোক্তা কে? কার খাবার জন্য উহা পাড়িয়াছেন? আপনি মনে করিয়াছেন উহা সকলেই ভক্ষণ করিতে পারে তাহা ভ্রম। যদি তাহাই হইত তাহা হইলে অক্ষয় বাবুকে দুঃখ করিতে হইত না। তবে কি ইহার ভোক্তা কেহ নাই? আছে, সুধীভোক্তা সুধীগণ ইহা খাইয়া জীবন ধারণ করিবে। বিষ্ঠাভোজী বরাহ অমৃতের স্বাদ কোথা হইতে পাইবে? বরাহের বিষ্ঠাতেই আগ্রহ। তাহাকে যদি অমৃত দেওয়া যায় অমৃত খাওয়া দূরে থাক, যে খেতে দেয় তাহাকেই দন্তে বিদারণ করে।

অর্জ্জুন। কিন্তু কর্ম্মফল-রেখা করিতে মোচন,
নাহি কি পারেন হরি পতিতপাবন।

ব্যাস। পারেন—পতিত যদি আত্ম সমর্পণ
করে পাদপদ্মে তাঁর পাণ্ডব যেমন।
পতিতের পাপ কর্ম্মে, প্রবৃত্তি তখন
থাকে না কৃপায় তাঁর, পুণ্য কর্ম্ম ফলে
পাপ কর্ম্মফল-রেখা হয় বিমোচন।
অঙ্গারের রেখা যথা নিরমল জলে।
জন্মান্ধ দেখে না চন্দ্র, কর্ম্মান্ধ তেমন
দেখে না বিশ্বের কৃপাময় সুধাকর।

কি মধুর! ইহার স্বাদ বরাহের আস্বাদনীয় কি সুধীর আস্বাদনীয়? ইহা সুধীরই আস্বাদনীয়। সুধী বিরল। বরাহের দল প্রবল। তাহা না হইলে আপনার এ সব গ্রন্থের এত হতাদর হইবে কেন?

প্রভাসের পঞ্চম সর্গে নিগমকল্পতরোর্গলিত শুকমুখাচ্যুত নবরসের একটি স্বচ্ছ স্নিগ্ধ সরোবর প্রস্তুত করিয়াছেন। ইহা কি হস্তীর স্নানের জন্য কি ত্রিতাপে তাপিত জীবের অবগাহনের জন্য? হস্তী কি শীতল জল ভালবাসে কি কর্দ্দম পঙ্কিল জল ভালবাসে? আপনার এই সরোবরে কয়জন স্নান করিয়াছে? ই হাতেই বুঝিতে পারেন হস্তিযূথ কত!

সকল কবিদেরই এই প্রকার দুর্দ্দশা। ইহার জন্য আক্ষেপ বৃথা। উপস্থিত শিক্ষিত-দিগের মধ্যে হস্তী বরাহ দলই যথেষ্ট, ইহাদিগের শিক্ষা দীক্ষা বিজাতীয় সাহিত্য চর্চ্চাতেই পর্য্যবসিত। আমাদের নিজস্ব উপাদেয় কত উচ্চ এবং মধুর যে কত আছে তাহা একবার হেলাতেও দেখে না ইহা হইতে দুঃখের বিষয় আর কি হইতে পারে?

আপনি কবি স্বভাবতই ভাবুক, তাহাতে প্রেমিক। প্রভাসের পঞ্চম সর্গই তাহার স্পষ্ট নিদর্শন। আপনি যে আমার কথিত বিরহ বর্ণনা করিতে পারিবেন তাহার বিলক্ষণ আশা করি এবং আপনি সে শক্তি রাখেন। শক্তিমান যিনি তাঁহার বিষয় বর্ণনা করিতে প্রবৃত্ত হইলে তিনিই শক্তি দিবেন। বৈষ্ণব কবিরা মধুর রসের বিরহ বিস্তর বর্ণনা করিয়াছেন, কিন্তু সখ্য, বাৎসল্যের বিরহ বর্ণনা অতি অল্পই করিয়াছেন। চৈতন্যদেবের লীলা বর্ণনাতে

তিন রসেরই বর্ণনা করিতে সুবিধা আছে। যথা, বাৎসল্য বর্ণনা চৈতন্যদেব নিজেও কম করিয়াছেন। মধুরই বেশী বর্ণনা করিয়াছেন। কবির কল্পনা সীমাবদ্ধ নয়, তাহা অসীম এবং স্বাধীন, যে কোন বর্ণনার ভিতর তাহাদের অভীপ্সিত বিষয় অক্লেশেই বর্ণনা করিতে পারে। তাহা আপনিও অন্যান্য কাব্যে যথেষ্ট বর্ণনা করিয়াছেন। যথা বাৎসল্যের বিরহ যাহাতে যথেষ্ট থাকে তাহার চেষ্টা করিবেন এবং সেই অনুযায়ী মধুর রসের বর্ণনা হওয়া চাই।

অজাত পক্ষ শাবক ছানার জন্য আহার অন্বেষণে নির্গত মাতার আশাপথ নিরীক্ষণ করিতেছে, কতক্ষণে মাতৃমুখ দেখিয়া শীতল হইবে। ক্ষুধাতুর বালক ঔৎসুক্য ভাবে মার আগমন নিরীক্ষণ করে। স্বামী বিরহে উৎকণ্ঠিতা প্রোষিতভর্তৃকা যেরূপ স্বামীর আগমন আশাপথ নিরীক্ষণ করিয়া থাকে, আমিও তদ্রূপ "চৈতন্যদেবের লীলাকাব্যের" জন্য আশাপথ নিরীক্ষণ করিয়া রহিলাম।

শীঘ্র আশা পূর্ণ হইবে কি?

আশীর্ব্বাদক

(স্বাঃ) শ্রীজানকীনাথ মুখোপাধ্যায়।

শেষ পত্রখানি লইয়া পড়িতেছি, এবং আমার অশ্রুধারা পড়িতেছে, এমন সময়ে আমার স্নেহাস্পদ জ্ঞাতি খুড়তত ভাই তারাচরণ আসিল। তারা মধ্যে চট্টগ্রাম বদলি হইয়াছিল। আবার কুমিল্লার সবজজ হইয়া আসিয়াছে। আমি বলিলাম—"তারা! আমি চাকরির আর 'প্রোমোশনের' ভাবনা ভাবিয়া মরিতেছি, আর দেশের লোক আমার কাছে কি চাহে দেখ! পত্র গুলিন তাহার হাতে দিলাম। তাহার নিষ্পাপ পবিত্র হৃদয় ভক্তির উৎস। দেখিলাম পত্র পড়িতে পড়িতে তাহারও গণ্ড বাহিয়া ভক্তির অশ্রুধারা পড়িতে লাগিল। এই তিন পত্র পড়া শেষ হইলে, আমি বলিলাম—"এখন অপরিচিতা, অস্বাক্ষরিতা এক রমণীর পত্রখানি পড়িয়া দেখ।"

(৪)

জগদীশ্বর

পরম শ্রদ্ধাস্পদেষু

কবিবর,

আপনার "পলাশির যুদ্ধ" হইতে আরম্ভ করিয়া "প্রভাস" পর্য্যন্ত পড়িয়াছি—আগা গোড়া যেন মধুমাখা! রৈবতক, কুরুক্ষেত্র ও প্রভাস প্রাণের স্তরে স্তরে মিশিয়া আছে, বঙ্গীয় সাহিত্য কুলগুরু বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার কৃষ্ণচরিত্র ও ধর্ম্মতত্ত্বে মনুষ্যের প্রাণে যে কৃষ্ণ প্রীতি উচ্ছ্বসিত করিতে পারেন নাই, আপনার লালিত্যমাখা কবিতায় তাহা পারিয়াছে। দেব, আপনাকে কি আর বলিব, আমি মূর্খা, হীনবুদ্ধি রমণী, আমার প্রাণের ভাব মুখে প্রকাশ করিবার শক্তি নাই, আপনি আমার হৃদয়ের অকৃত্রিম ভক্তিপুষ্প গ্রহণ করুন, হৃদয়ের শত ধন্যবাদ গ্রহণ করুন! কবিবর আপনার "অমিতাভের" উপসংহারে লিখিয়াছিলেন চৈতন্যের লীলাও লিখিবেন আমি করযোড়ে প্রার্থনা করিতেছি এ হতভাগ্য দেশ, এ হতভাগ্য বাঙ্গালী জাতি যেন স্বদেশপ্রেমিক, স্বধর্ম্মাবলম্বী মহাপুরুষের হৃদয়-কানন নিঃসৃত সেই অপূর্ব্ব কবিতা লহরী হইতে বঞ্চিত না হয়। শ্রীশ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর ও মহম্মদের লীলা প্রকাশ করিলে আমরা পরম উপকৃত হইব। দেব, তাহা হইতে আমাদিগকে বঞ্চিত করিবেন না! আকুল নয়নে আপনার সেই দুইখানি পুস্তকের জন্য চাহিয়া আছি।

আপনি এবং আপনার সাধ্বী সহধর্ম্মিণী আমার অসংখ্য প্রণাম গ্রহণ করুন।

আপনার প্রবাসী পুত্রের মঙ্গল ইচ্ছা করি।

আপনার বালিকা পুত্রবধূকে আমার সস্নেহ সম্ভাষণ জানাইবেন।

আর একটি নিবেদন এই, আবার উক্ত প্রার্থনা পূর্ণ হইবার আশা আছে কিনা আমি জানিতে পারিলে নিরতিশয় সুখী হইব। কৃপা করিয়া জানাইবেন কি? আপনাকে সাহস করিয়া বলিতে পারি না, কারণ একে সরকারী দুরূহ কার্য্যভার আপনার হস্তে, অপর দিকে বঙ্গীয় সাহিত্য কাননের রচয়িতা আপনি, সময় অতি অল্প জানি। তবু যদি কৃপা করিয়া বালিকার বাঞ্ছা পূর্ণ করেন তবে বড়ই পরিতৃপ্ত হইব।

আমার পত্রের উত্তর ডাকযোগে আসিবার উপায় নাই। "বামাবোধিনী" অথবা "ভারতী"তে উত্তর লিখিলে তাহা মুদ্রিত হইলেই আমি পাইব। এই আমার শেষ ভিক্ষা।

কবিবর, এখন মাইকেল নাই, বঙ্কিমচন্দ্র নাই, হেমচন্দ্র থাকিয়াও না থাকার মধ্যে; শুধু আপনার আর রবি বাবুর দিকে বঙ্গীয় পাঠকসমিতি চাহিয়া আছে। ঈশ্বর আপনাদিগকে নিরাময় করুন, দীর্ঘজীবী করুন এই প্রার্থনা।

দেব, ভক্তের হৃদয় নিঃসৃত ভক্তিরাশি গ্রহণ করুন। ইতি

ভক্তিমুগ্ধা একটি রমণী"।

পত্রপাঠ শেষ করিয়া তারা বলিল,—"কি ছাই চাকরি, আর প্রোমোশন! আপনাকে আজই ফার্লোর দরখাস্ত করিতে হইবে। দরখাস্ত না করাইয়া আমি যাইতেছি না।" সে দিনই ছয় মাসের ফার্লোর দরখাস্ত প্রেরিত হইল, এবং স্থির হইল যে ফার্লো হইতে আমি আর ফিরিব না। পেন্‌সন্ লইব। 'ফার্লো' মঞ্জুর হইয়াছে সংবাদ পাইয়া 'কৃষ্টমাসের' বন্ধের দিবস সপরিবার সমস্ত উপকরণ (furniture) সহ চট্টগ্রামে চলিয়া গেলাম, এবং আফিস খুলিবার দিন আমি একা ফিরিয়া আসিলাম, কারণ কালেক্টর সেই দিনই আমার কার্য্যভার অন্যকে দিয়া ফার্লোতে যাইতে দিবেন বলিয়াছিলেন। কিন্তু ফিরিয়া আসিলে তিনি বলিলেন আমার ছুটী তখনও 'গেজেট' হয় নাই, অতএব তিনি ছাড়িয়া দিতে পারিবেন না। আমি ফার্লোর অপেক্ষায় তারার বাসায় রহিলাম।

'ফার্লো' লইবার আর একটি বিশেষ কারণ ছিল। একে অনারোগ্য রোগগ্রস্ত, তাহাতে গুরুতর কার্য্য ভারে প্রপীড়িত। 'অমৃতাভ' লিখিবার সময় পাইতেছি না। নির্ম্মল কুমিল্লা হইতে বিলাত রওনা হইবার দিন 'অমৃতাভ' লিখিতে আরম্ভ করি এবং সেই দিনই সূচনা স্বর্গ লিখি। তাহার শেষে লিখিয়াছিলাম—

এস নাথ! এস ওই মনোহর বেশে,
নবীনের হৃদয়েতে! যায় দূর দেশে
আমার নির্ম্মল শিশু কাতর অন্তরে,
শিক্ষাকাঙ্ক্ষী সার্দ্ধ দুই বৎসরের তরে।

তাহার দ্বিতীয় নাই, তার শূন্য স্থান,
করিবে পূরণ নাথ! জুড়াইবে প্রাণ।
তার রূপে, তার স্থান, করিয়া গ্রহণ,
নিবারিও হৃদয়ের রক্ত প্রস্রবণ।
রাখিও বিদেশে তারে শ্রী-অঙ্গে তোমার!—
পাইব তোমার লীলা প্রেম পারাবার।
জুড়াইতে এই দীর্ঘ বিরহ দাহন,
এস বক্ষে, পাতিয়াছি কমল আসন।

মনে করিয়াছিলাম এই বিশ্রাম সময়ে 'অমৃতাভ' লিখিয়া প্রত্যেক সর্গের শেষে শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য দেবের কাছে এরূপে পুত্রের মঙ্গল প্রার্থনা করিব, এবং তাহার প্রত্যাবর্ত্তনের পূর্ব্বে উহা শেষ করিব। কিন্তু শ্রীভগবান্ আমার এই আশাও পূর্ণ করিলেন না। আমি এক ষড়যন্ত্রের বিষদন্ত হইতে অন্য এক ষড়যন্ত্রের বিষদন্তে পড়িলাম।

হিন্দু ধর্ম্ম ও হিন্দু সমাজ।

যেই "হিন্দু" — হিন্দু"—চীৎকারে আজ কর্ণ বধির হইতেছে সেই "হিন্দু" শব্দের অর্থ কি জানি না। শুনিয়াছি কোনও সংস্কৃত অভিধানে কি গ্রন্থে এই "হিন্দু" শব্দ পাওয়া যায় না। কোনও ব্যাকরণানুসারে উক্ত শব্দ প্রতিপন্ন হয় না। যাঁহারা দেশের ইংরাজি শিক্ষিত সম্প্রদায়কে 'বাবু' বলিয়া রসিকতা করেন, কই সেই "মহাশয়েরা"ও শব্দটার অর্থ কি, কই হতভাগ্য "বাবুদের "বুঝাইয়া দেন নাই। কেহ বলেন "হিন্দু" যাবনিক শব্দ— উহার অর্থ গোলাম। যবনবিজয়ের পর ভারতবাসীরা পরাধীন বা গোলাম হইলে, জেতারা তাহাদের ধর্ম্মের ও সমাজের নাম হিন্দু ধর্ম্ম ও হিন্দু সমাজ রাখিয়াছিল। এই ব্যাখ্যা যদি প্রকৃত হয় তবে "মহাশয়দের" ধর্ম্মের ও সমাজের হিন্দু নামটা উপযুক্ত হইয়াছে বলিতে হইবে। হা অদৃষ্ট! আপনারাত গোলাম হইয়াছিই, আপনাদের ধর্ম্ম ও সমাজকেও গোলামের ধর্ম্ম ও সমাজ বলিয়া নিজমুখে পরিচয় দিয়া আপনাকে গৌরবান্বিত ও চরিতার্থ মনে করি !! অন্য কেহ বলেন যে যবনেরা স উচ্চারণ করিতে পারে না উহাকে হ উচ্চারণ করেন। তাহারা সিন্দুনদ পর্য্যন্ত জয় করিলে উক্ত নদকে "হিন্দুনদ" বলিত! এবং তৎতীরবাসীদিগকে হিন্দু ও স্থান-টিকে "হিন্দুস্থান" বলিত। এই ব্যাখ্যা সত্য হইলে যদিও মুখ দেখাইবার একটুক পথ থাকে, কিন্তু এরূপ বিজাতীয় নামে আমাদের ধর্ম্ম ও সমাজকে পর্য্যন্ত পরিচিত করা কি আমাদের পক্ষে সম্মানের কথা ?"মহাশয়েরা" এই ব্যাখ্যা গ্রহণ করিবেন কি না জানি না। তাঁহারা হয়ত বলিবেন শাস্ত্র গ্রন্থ সকলের মত—মনসার পুথিও ইহাতে আছেন—এই শব্দও স্বয়ম্ভু—শব্দ ব্রহ্মা। সংস্কৃতের মত ভাষায়, এবং অনন্ত শাস্ত্র গ্রন্থে কি আমাদের ধর্ম্মের

কোনও নাম নাই? কেহ বলেন কেমন করিয়া থাকিবে? বুদ্ধ, খৃষ্ট, মহম্মদ প্রচারিত ধর্ম্ম যাহারা অনুসরণ করে তাহারা সহজে তাহাদিগকে বৌদ্ধ, খৃষ্টান, ও মহম্মদিয়ান বলিয়া পরিচয় দেয়। আমাদের ধর্ম্মশিক্ষক ও ধর্ম্মগ্রন্থ অনন্ত। অতএব উহা কাহারও নামে পরিচিত হইতে পারে না। আবার অন্য কেহ বলেন, আমাদের ধর্ম্মের নাম আছে বই কি? উহার নাম আর্য্য ধর্ম্ম বা সনাতন ধর্ম্ম। তাহা হইলে "হিন্দু!—হিন্দু!"—গোলাম! গোলাম!—বলিয়া চীৎকার না করিয়া আমরা এই দুই নামের এক নাম গ্রহণ করি না কেন? তাহা হইলে বোধ হয় 'মহাশয়দের' মহাশয়ত্ব থাকে না। যাক সে কথা।

"চাতুর্বর্ণং ময়া সৃষ্টং গুণ কর্ম্ম বিভাগশঃ"

যত দিন হিন্দুদের বর্ণ বা জাতি এরূপে গুণ ও কর্ম্মগত ছিল, তত দিন হিন্দুজাতিরা উন্নতি লাভ করিয়া অবশেষ জগতে আদর্শ স্থান গ্রহণ করিয়াছিল। পরবর্ত্তী শাস্ত্রকারেরা বোধ হয় মনে করিয়াছিলেন এই জাতিত্ব জন্মগত করিলে হিন্দুদের উন্নতি আরও বর্দ্ধিত হইবে। একটি তাঁতির সন্তান যেরূপ শীঘ্র ও সুচারুরূপে কাপড় বুনিবে, অন্য জাতির সন্তান তাহা পারিবে না। কিন্তু ফল ঠিক বিপরীত হইল। ব্রাহ্মণের সন্তান ঘোরতর মূর্খ ও পশু হইলেও সে যখন ব্রাহ্মণ হইতে পারে, তবে সে কেন এত ক্লেশ স্বীকার করিয়া ব্রাহ্মণের গুণ ও কর্ম্ম অনুশীলন করিবে? এরূপে যে ব্রাহ্মণ জগতে নিষ্কামত্বের আদর্শ ছিল, এবং অন্য জাতির জন্য নানাবিধ ব্যবসায় নির্দ্দিষ্ট করিয়া আপনার জন্য ভিক্ষা মাত্র রাখিয়াছিল, সেই ব্রাহ্মণ আপনার উচ্চাদপি উচ্চ আদর্শ হারাইয়া পতিত হইল, এবং তাঁহাদের অধঃপতনের সহিত হিন্দু ধর্ম্ম ও হিন্দু সমাজের এরূপ অধঃপতন ঘটিল যে, যবন ও মুসলমান ও ইংরাজেরা সহজে ভারত জয় করিয়া ক্রমান্বয়ে তাহাদের রাজ্য স্থাপন করিল। এই পরাধীনতা ও

অধঃপতনে হিন্দুধর্ম্মের ও হিন্দু সমাজের কি শোচনীয় অবস্থাই ঘটিয়াছে !! স্বর্ণ ভস্মাচ্ছাদিত হইয়াছে, এবং আমরা আজ সেই ভস্ম ঘাঁটিয়া মরিতেছি এবং ওই ভস্মই হিন্দু ধর্ম্ম বলিয়া চীৎকার করিয়া দেশ ফাটাইতেছি। অধঃপতন এত দূর হইয়াছে যে ব্রাহ্মণেরা এখন সকল জাতি অপেক্ষা পতিত ও মূর্খ। যে সকল ক্রিয়া কলাপ করে, তাঁহার মর্ম্ম বুঝা দূরে থাকুক, সংস্কৃত মন্ত্রগুলির অর্থ বুঝা দূরে থাকুক, উহা উচ্চারণও করিতে পারে না। ইহাদের এখন এক মাত্র কার্য্য—দলাদলি। এই দলাদলির কারণ ধর্ম্ম কি কর্ম্ম নহে। কেবল ব্যক্তিগত কুৎসা ও বিদ্বেষ। আমি একবার ছুটী লইয়া বাড়ীতে গিয়া কোনও উৎসব উপলক্ষে ব্রাহ্মণদের নিমন্ত্রণ করিয়া দেখি যে গ্রামে ব্রাহ্মণের তেরটা দল হইয়াছে !! আমার আত্মীয়েরা, আমি চেষ্টা করিলে, উহা মিটিবে বলিলেন। আমি দেখিলাম তাহার ভিতর এত সব জঘন্য কুৎসা ও কলঙ্ক আছে যে আমি দেবতাদের অনুনয় করিয়া বলিলাম যে আমি এই সকল মহাপাতকে হস্তক্ষেপ করিব না। আমার বাড়ীতে কোনও নিমন্ত্রণে তিন শত ব্রাহ্মণ আহার করিতে বসিয়াছেন। আমার একজন পুরোহিত মাথা গণিয়া বলিলেন যে তাহার মধ্যে চারি পাঁচ জন সংস্কৃত, এবং পনর ষোল জন বাঙ্গলা সামান্যরূপ জানেন। অবশিষ্ট ঘোর মূর্খ। আমি একবার একটা টোল স্থাপন করিয়া ইহাদের শিক্ষা দেওয়ার চেষ্টা করিলে, আমার ভাই সবজজ তারা বলিল—"আপনি এমন কর্ম্ম করিবেন না। ইহারা কখনও লেখা পড়া শিখিবে না। এখন ব্রাহ্মণদের মত এমন সস্তা চাকর আর কোনও জাতিতে নাই। আমি চারি আড়ি ধান মাত্র বেতন দিয়া থাকি, আর দুই জন বামন দেবতার নাম করিবার উপলক্ষে সারা রাত্রি আমার বাড়ীতে পাহারা দেয়। অন্য জাতীয় দুইজন প্রহরী আমি দশ টাকা বেতনের কম পাইব না !!"

শুধু বামন বলিয়া নহে, সকল জাতি, এমন কি মুসলমান জাতি পর্য্যন্ত এই দলাদলিতে সর্ব্বস্বান্ত হইতেছে। প্রত্যেক গ্রাম ইহার দরুণ নরকে পরিণত হইয়াছে। দুই জনের কোনও কারণে বিবাদ ঘটিল, অমনি গ্রামে দুটা দল হইল, এবং পরস্পর পরস্পরের বাড়ী ঘর পোড়াইয়া সর্ব্বস্বান্ত করিল। আমি এক মোকদ্দমায় দেখিয়াছিলাম, এক গ্রামে এরূপে উভয় দল উভয় দলের বাড়ীঘর পঁচিশবার পোড়াইয়াছিল, এবং বিষ খাওয়াইয়া মারিয়া গ্রাম গো মহিষ শূন্য করিয়াছিল। উপরে যাহা লিখিলাম এ সকলই প্রকৃত ঘটনা। দলাদলিতে ভারত পরাধীন হইয়াছে। সেই দলাদলিতে ভারত বিশেষতঃ বঙ্গদেশ এখনও অধঃপাতে যাইতেছে। আজ যে দেশে অন্নজলের হাহাকার, এই দলাদলি ও মোকদ্দমা তাহার এক প্রধান কারণ। চট্টগ্রামের একটা বিখ্যাত দলাদলির ইতিহাস এখানে দিয়া হিন্দু ধর্ম্ম ও হিন্দু সমাজের কিরূপ অধঃপতন ঘটিয়াছে তাহার একটা জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত দেখাইব।

কিরূপে আমার সরল সংসারজ্ঞানহীন প্রপিতামহ তাঁহার এক ভ্রাতুষ্পুত্রের দ্বারা পৈত্রিক জমীদারি হইতে বঞ্চিত হইয়াছিলেন, এবং কিরূপে আমার পিতৃদেব সেই 'ধৃতরাষ্ট্রের' দ্বারা সে জমীদারি উদ্ধারে অকৃতকার্য্য হইয়াছিলেন তাহা আমার বাল্য-জীবন আখ্যায়িকায় বলিয়াছি। মানুষের দুষ্প্রবৃত্তিগুলি দোধারা অসি। অন্যের প্রতি উহা পরিচালন করিলে আপনাকেও তাহার প্রতিঘাত খাইতে হয়। পুরুষানুক্রমে গুণ বর্দ্ধিত হইবে বলিয়া শাস্ত্রকারেরা যেমন জাতি জন্মগত করিয়াছিলেন, তাহাতে তেমন দুষ্প্রবৃত্তিগুলিও পুরুষানুক্রমে বর্দ্ধিত হয়। এই পরিবারেও এই ভ্রাতৃ-হিংসা প্রবৃত্তি পুরুষানুক্রমে বর্দ্ধিত হইয়া তাহাদের অধোগতি সাধন করিয়াছে। আমার পিতার প্রতাপে যেমন 'ধৃতরাষ্ট্র' দগ্ধ হইতেন, তাঁহা অপেক্ষাও তাঁহার পুত্র 'দুর্য্যোধন' আমার

সাংসারিক উন্নতিতে ও তাহার অবনতিতে মর্ম্মাহত। কিন্তু আমি এক জীবন তাহার প্রতি এরূপ সস্নেহ ব্যবহার করিয়াছি যে তাহার সেই হিংসাবৃত্তি প্রজ্বলিত হইয়া উঠিবার সুযোগ পায় নাই। আমার পরামর্শে তাহার পুত্রের বিবাহ চট্টগ্রামের একজন প্রধান জমীদারের কন্যার সঙ্গে হইয়াছিল। জমীদার মহাশয় এ সময়ে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্রের সঙ্গে আমার এক ভ্রাতুষ্পুত্রীর বিবাহের প্রস্তাব করিলে 'দুর্য্যোধনের' মাথায় বজ্রাঘাত হইল। সে জমীদার মহাশয়ের, তাঁহার মাতা ও পত্নীর কাছে আমাদের কলঙ্ক রটনা করিয়া রাশি রাশি পত্র লিখিল; কিন্তু তাহাতেও বিবাহ বন্ধ হইল না। তাহার আজীবনের নির্জীব হিংসা বিষ আগ্নেয়গিরির মত এত দিনে জ্বলিয়া উঠিল। সে তখন তাহার চরিতার্থতার জন্য বংশের অন্য কয়েক ঘর তাহার ষড়যন্ত্রে ধ্বংস করিয়া, সংসার-জ্ঞানহীন দুই ধনুর্দ্ধরের স্কন্ধে আরোহণ করিল। আমার বংশীয় এক খুড়া ও বন্ধু দাসদাসী হইতে পর্য্যন্ত টাকা কর্জ্জ করিয়া অপমানিত হইলে, হাজার টাকা ধার দিয়া তাঁহাকে এ অপমান হইতে উদ্ধার করিতে অশ্রুপূর্ণ লোচনে আমাকে ধরিয়া পড়িলেন। আমার পত্নী বলিলেন আত্মীয় জনকে টাকা দিলে সাদা দিয়া কাল পাইতে হয়। অতএব তিনি টাকা দিবেন না। আমি বলিলাম— "খুড়া একজন দ্বারে বসিয়া কাঁদিতেছে। টাকা কি তবে আমার মড়ার জন্য?" তখন স্ত্রী ক্রোধে অধীরা হইয়া টাকা দিলেন। দশ বৎসর মেয়াদে শতকরা বার্ষিক দশ টাকা মাত্র সুদে তাঁহাকে কিঞ্চিৎ জমী বন্ধক লইয়া টাকা দিলাম। তখন দেশে শতকরা বার্ষিক সুদ ত্রিশ চল্লিশ টাকা, এবং ছয় মাসের বেশী মেয়াদ কেহ দেয় না। দশ বৎসর অতীত হইলে, খুড়া মহাশয় দক্ষিণ হস্তের ব্যাপার করিলেন না। তখন নালিশ করিতে গিয়া দেখি যে জমী বন্ধক দিয়াছিলেন তাহার অধিকাংশ 'ভুয়া'। তাহার অস্তিত্ব পর্য্যন্ত নাই। আমি তাঁহাকে এত বিশ্বাস

করিতাম যে বন্ধক লইবার সময়ে তমুস্থকখানি পড়িয়া পর্য্যন্ত দেখি নাই। তিনি নিজে উহা মুসাবিদা করিয়া দিয়াছিলেন। তখন নিরুপায় হইয়া শ্রীভগবানের দিকে চাহিয়া রাণাঘাট বদলি হইয়া চলিয়া গেলাম। ইহার পরে খুড়া মহাশয়ের মৃত্যু হইল। তাঁহার দুই পুত্র দুই 'ধনুর্দ্ধর'। ইহারা আরও কর্জ্জ করিয়া বিপদস্থ হইয়া রাণাঘাটে গিয়া 'ধর্ণা' দিয়া পড়িল। স্ত্রী কিছুতেই টাকা দিবেন না। অগত্যা আমার জ্ঞাতি খুড়তত ভাই উমেশ বাবুকে তাহারা আনিয়া স্ত্রীকে সম্মত করাইল। তাহাদের পূর্ব্বের টাকা শুদ্ধ সাত হাজার টাকা কর্জ্জ তাহাদের জমীদারি বন্ধক লইয়া দিলাম। মেয়াদ তিন বৎসর অতীত হইল, এক পয়সাও পাইলাম না। আলিপুর হইতে চট্টগ্রাম বদলি হইবার ইহাও এক কারণ। তাহাদের মাতুল মধ্যস্থ হইয়া জমীদারির এক-তৃতীয়াংশ মাত্র লইয়া আপোষ করিতে বলিলেন। আমরা তাহাতেও সম্মত হইলাম। তাহারা 'দুর্য্যোধনের' সঙ্গে জমীদারির অংশীদার। পুরুষানুক্রমিক রক্তগত হিংসাবশতঃ 'দুর্য্যোধন' তাহাদের আপোষ ত করিতে দিলই না, বরং তমস্থকের নকল এক 'সয়তানের' হাতে দিয়া আমাকে ময়মনসিংহ বদলি করাইয়া আমার সর্ব্বনাশ করিল। আমি তখন নালিশ করিলে পাপিষ্ঠ নালিশ মিথ্যা বলিয়া জবাব দেওয়াইয়া কৌরব সভায় দ্রৌপদীর মত আমার স্ত্রীকে চট্টগ্রামের উকিল সভায় পাঁচ দিন যাবত অপমানসূচক 'জেরা' করে। কমিশন দ্বারা জবানবন্দি। কমিশনারের প্রশ্ন অগ্রাহ্য করিবার ক্ষমতা নাই। এরূপে তাঁহাকে ঘোরতর অপমানিত করাই যদিও বংশধরদের উদ্দেশ্য ছিল, কিন্তু ফল তাহার বিপরীত হইয়াছিল। পত্নীর নিজের পত্র এবং বন্ধু ৺ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়ের পত্রাংশ নিম্নোদ্ধৃত হইল।

শ্রীচরণেষু চট্টগ্রাম

শুক্রবার

কাল রাত্র নয়টা পর্য্যন্ত তাহাদের মাথা মুণ্ড জেরা হইয়া গিয়াছে। দুই ভ্রাতাই উপস্থিত ছিলেন। রসিক (তাহাদের লোক) কলার চড়াইয়া আসিয়াছিল। কনিষ্ঠ ভ্রাতা আমাকে এক দণ্ডবৎ দিয়া হারমোনিয়মের দ্বারে পাহারাদার স্বরূপ দণ্ডায়মান ছিলেন। কেবল ঘাড়ে বন্দুক ছিল না। আমি চক্ষু তুলিয়াও চাহি নাই। মানুষ এরূপ নীচ ও নির্লজ্জ কিরূপে হইতে পারে তাহা বুঝিতে পারিলাম না। তাহাদের ও আমাদের পক্ষের উকিল সব ছিলেন। কাল সন্ধ্যা ৭টা হইতে ৯টা পর্য্যন্ত জেরা হইয়াছে। পরশু ৬টা হইতে ৯॥ পর্য্যন্ত সাক্ষী ও জেরা হইয়াছিল। আজ একবার আপিস হইতে ৪টা কি ৫টার সময় আসিবে। সব প্রশ্ন পূর্ব্ব জমীদারি সম্পর্কে হইয়াছিল। আর তাহাদের মাথা মুণ্ড আমার বিবাহের পুর্ব্বে তুমি কি কি করিতে ইত্যাদি ইত্যাদি। পরশু কৌরব-সভার দ্রৌপদীর ন্যায় আমার বড় অপমান লাগিয়াছিল। আমার বংশে ও পিতৃকুলে এই কার্য্য আর কেহ কখনও করে নাই। ঘর হইতে টাকা দিয়া এত কষ্ট! দশভুজা কুলমাতা বিচার করিবেন। আমরা নিরাপরাধী। তোমরা কোন চিন্তা করিও না। ভগবান আমাদিগকে অবশ্য জয়ী করিবেন। নির্ম্মলের তোমার অসুখ শুনিয়া আমার চক্ষে নিদ্রা হইতেছে না। আমার নির্ম্মলের মুখ শুকাইয়া যায় নাই ত? তাহার পত্রে আমি অঝোরে কাঁদিয়াছি। আমার প্রাণে আর তোমাদের শারীরিক কষ্ট সহ্য হইতেছে না। আমি তোমার চরণ ছাড়া ও পুত্রমুখ না দেখিয়া সংসার অন্ধকার দেখিতেছি। পাখী হইলে উড়িয়া গিয়া দেখিয়া প্রাণ জুড়াইতাম। আমি এতদিন আমার পাগলাকে ছেড়ে কোথায়ও থাকি নাই। তুমি বোঝ না আমার চক্ষের মাণিক নির্ম্মল। আমি যে তাহার মুখ না দেখিয়া থাকিতে পারি না। সে বিলাত গেলে কি আমি বাঁচিব! আমি বুকে পাষাণ বাঁধিয়া এই পাহাড়ে ঘুরিয়া বেড়াইতেছি। আমার বাবার মুখে কপালে আমার চুম্বন দিও। তুমি আমার সকল অপরাধ ক্ষমা করিয়া পায়ে স্থান দিও। আমি শতদোষে দোষী, ক্ষমা করিও। সকল ভুলিয়া তোমার স্ত্রী বলিয়া গৌরবে আসিতে পারি আশীর্ব্বাদ করিও।

তোমার চরণ আকাঙ্ক্ষিণী

সেবিকা দাসী লক্ষ্মী।

* * * * * * *

সে যাহা হউক বৌদিদি, সেই কাপুরুষ—সেই কাল পেচকের মত মহামারি গুণ্ডার মণ্ডলীর মধ্যে—তাহাদের সাংঘাতিক সংশপ্তকের মধ্যে যে সংযত তেজ, যে সত্যনিষ্ঠা, যে বিপুল বুদ্ধিমত্তা, উক্তি শৃঙ্খলা, গাম্ভীর্য্যের শীতলতা ও উচ্চতর সম্ভ্রান্ততাব্যঞ্জক সুদৃঢ় সৌম্যভাবের এবং সুনিয়ন্ত্রিত শিক্ষার ও অসাধারণ স্বাভাবিক শক্তির পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহা যথার্থই বীর রমণীরই যোগ্য—তাহা তাঁহারই মত মহিলার উপযুক্ত। পুরুষ-পাংশুল প্রেতগুলার পৈশাচিক বিবরণ শুনিয়া একদিকে যেমন আমার অপরিসীম ঘৃণার উদ্রেক হইয়াছিল, অপর দিকে তেমনই বৌদিদির dignified উত্তর প্রত্যুত্তরাদির বৃত্তান্ত শুনিয়া ধন্য ধন্য করিয়াছিলাম; আমার মনে যথার্থই এক অতি উচ্চ অঙ্গের অনাবিল রকমের গৌরবের উদয় হইয়াছিল। তিনি যে প্রকৃতই নবীন চন্দ্র সেনের সহধর্ম্মিণী পত্নী—পত্নীর উপযুক্তা আর তিনি যে গৌরবান্বিত পিতামাতার সন্তান সে পরিচয় তিনি কয়েক দিন ধরিয়া কলির কুরুক্ষেত্রে অতি উপযুক্ত রূপেই দিয়াছিলেন। বৌদিদিকে খোসামুদি করিয়া ইহা বলিলাম না; লোকের মুখে শুনিয়া যাহা অনুভব করিয়াছি তাহাই আজ প্রসঙ্গক্রমে লিখিলাম মাত্র।

বন্ধু উপরে আমার পত্নীর একটি ফটোগ্রাফ তুলিয়াছেন। দুর্য্যোধন আমাকে মুখের উপর ধমকাইয়াছিল, এত খট্‌কা আছে যে নালিশ করিলে আমি এক পয়সাও পাইব না। মোকদ্দমা ডিক্রি হইল, এবং হতভাগ্য ভ্রাতা দুটির বাড়ী ভিটা পর্য্যন্ত আমরা ডিক্রি জারিতে ক্রয় করিলাম। বিশ্বরাজ্য ধর্ম্মরাজ্য। বিশ্ব সংসার ধর্ম্মক্ষেত্র। এই ধৃতরাষ্ট্রেরা প্রপিতামহকে বঞ্চিত করিয়া যে সম্পত্তি লইয়াছিল, তাহার চতুর্গুণ সম্পত্তি আমার ঘরে আসিল এমন নহে, দুর্যোধনদের পৈত্রিক ভদ্রাসন বাটীর অর্দ্ধাংশও আমার হাতে আসিল। এরূপে এ ষড়যন্ত্রও নিষ্ফল হইলে দুর্য্যোধন হিংসায় উন্মত্ত হইয়া উঠিল।

এমন সময়ে আমার পুত্র বিলাত গেল। আমি জানিতাম যে এমন একটা সুযোগ সে ছাড়িবে না। সকল দিকে পরাভূত হইলে এ সকল গ্রাম্য পাটোয়ারিরা হিংসা চরিতার্থতার জন্য সর্ব্বশেষ একটা সামাজিক

দলাদলি সৃষ্টি করে। কিন্তু আমি দেশে না গেলেত একটা দলাদলি করিবার উপায় নাই। অতএব খুব গোপনে দলাদলির আয়োজন করিয়া 'দুর্য্যোধন' ও তস্য পুত্র কুমিল্লায় আমার পীড়ার সময়ে দেখিতে আসিয়া আমাকে পরম আত্মীয় ভাবে বলিতে লাগিল—"আর কেন? আপনার শরীর একেবারে পড়িয়া গিয়াছে। চাকরি ছাড়িয়া দিয়া এখন বাড়ী বলুন। আপনার চরণতলে বসিয়া ধর্ম্মকথা শুনিয়া আমরা জীবন চরিতার্থ করিব।" পুত্র ত স্ত্রীর বুকে মাথা রাখিয়া কাঁদিয়া বলিল—"জেঠা মা! আপনি নির্ম্মলের জন্য কাঁদিবেন না। দুই বৎসর দশ মাস কত দিন! যত দিন নির্ম্মল ফিরিয়া না আসে, আমি আপনার বুকে থাকিব। জেঠা মহাশয়কে বাড়ী লইয়া চলুন। তাঁহার জন্য আমাদের বড় চিন্তা হইয়াছে।" পত্রেও পিতা লিখিল—"আপনার অঙ্কে লক্ষ্মী, (স্ত্রীর নাম লক্ষ্মী) কণ্ঠে সরস্বতী ও মাথায় শ্রীকৃষ্ণ।" পুত্রও লিখিল—'আপনি নর-নারায়ণ, স্ত্রী লক্ষ্মী।' সে যতক্ষণ আমাদের কাছে থাকে, যেন স্বর্গে থাকে। আমি এখন দেশে গিয়া কর্ণধার না হইলে দেশের রক্ষা নাই। তাহার পিতা আমার অনুবাদিত 'গীতা' পড়িয়া উহা যখন তখন আওড়ায় এবং গীতা তাহার সকল দুষ্কর্ম্মের সাফাই। ইহাদের ব্যবহার ও ভক্তি শ্রদ্ধা দেখিয়া মনে করিলাম তবে বুঝি তাহারা এত দিনে প্রকৃতিস্থ হইয়াছে। ভাই তারাচরণ এবং দেশস্থ আত্মীয়েরাও লিখিলেন যে দলাদলির কোনও সম্ভাবনা নাই। দুর্য্যোধনও আর এক বংশধর স্ত্রীকে বাড়ী যাইতে অনুনয় করিলে তিনি আমার কুমিল্লা হইতে ছুটী লইয়া প্রত্যাবর্ত্তনের অপেক্ষা না করিয়া বাড়ী চলিয়া গেলেন। তাহারা জানিত যে আমি উপস্থিত থাকিলে এমন পিতার পুত্র নাই যে আমার সম্মুখে আমার বিরুদ্ধে দল করিবে। পত্নী বাড়ীতে পঁহুছিয়া লিখিলেন—"তোমার কবি-বাক্য ব্যর্থ হয় না। আমি বাড়ীতে পা দেওয়া মাত্র

তোমার বংশধরেরা 'বামনের'দল বাঁধিবার 'কমিটি' বসাইয়াছে। এরূপ ঘোরতর বিশ্বাসঘাতকতায় ও ষড়যন্ত্রে তুমি ঘুমন্ত বাঘ জালে পড়িলে।"

আমার পুরোহিত ও ভ্রাতৃপ্রতিম রমেশচন্দ্র পুরোহিত চট্টগ্রামের ব্রাহ্মণ-কুলতিলক বলিলেও চলে। আমি তাহাকে বি, এল পাশ করাইয়াছি, এবং সে এখন আমার নিজ মুনসেফির সর্ব্বপ্রধান উকিল। আমার বরাবর সন্দেহ ছিল যে আমার শ্যালক বেরিষ্টার রজনীর বেলায় আমার বংশে দলাদলি অসম্ভব দেখিয়া যখন দুর্য্যোধন তাহাকে নবমী পূজায় নিমন্ত্রণ করিতে চাহিয়াছিল, অতএব সে বংশে হাত দিতে সাহস করিবে না। তবে বামন লইয়া গোলযোগ করিবে। কিন্তু রমেশ ও তারাচরণ তাহা অসম্ভব বলিয়া বারম্বার বলাতে আমি নিশ্চিন্ত ছিলাম। অতএব প্রকৃতই আমি ঘুমন্ত অবস্থায় পাপিষ্ঠদের জালে পড়িলাম। আমি স্থির করিলাম এক পদাঘাতে এ জাল ছিঁড়িব। আমি তারাকে বলিলাম যে আমি কলিকাতা হইতে আমার পুত্রকে বিবাহ করাইলে যৌতুকই দশ হাজার টাকা পাইতাম, তাহার বিবাহে আমার দশ হাজার টাকা ব্যয় হইত না, এবং আজ যে আমি পীড়িত ও বিপদস্থ, এ বিলাতের খরচও দশ পনর হাজার টাকা তাহার শ্বশুর দিত। আমি আমার শ্যালক রজনীর দ্বারা আমার জন্মভূমিরও উন্নতির পথ খুলিয়াছিলাম। তাহার মৃত্যুর সঙ্গে তাহা বিলুপ্তপ্রায় হইয়াছে। অতএব জন্মভূমির মঙ্গলের জন্য আমি এ ত্রিশ পঁয়ত্রিশ হাজার টাকার ক্ষতি স্বীকার করিয়াছি। এ গোলযোগ একবার উঠিলে সহজে থামান যাইবে না। আমার জন্য ভারতব্যাপী সমাজ পড়িয়া আছে। অতএব আমি চট্টগ্রামের সমাজ চাহি না বলিয়া জবাব দিয়া এ জাল কাটিব। তারা বলিল— "আপনি চট্টগ্রাম সমাজ ও আমার বংশ ছাড়িলে, তাহাদের আর কি থাকিবে? আপনাকে কখনও এরূপ করিতে দিব না। এ ছাই গোলযোগ

ক দিন থাকিবে ?" প্রায় মাসেক কাল তাহার বাসায় দেববৎ শ্রদ্ধায় কাটাইয়া যখন 'ফার্লো' লইয়া বাড়ী রওনা হইতেছি, তারা আমাকে নমস্কার করিয়া আমার পা দুখানি জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিয়া বলিল—"আপনি প্রতিজ্ঞা করুন যে আপনি চট্টগ্রামের সমাজ চাহেন না বলিয়া বলিবেন না।" আমি বলিলাম—"তারা! তুমি বুঝিতেছ না আমি বাড়ী যাইতেছি না, বাড়ী হইতে হিংস্র জন্তু পূর্ণ বনে যাইতেছি। তুমি জান, আমার এ অবস্থা, নাম ও প্রতিপত্তির জন্য দেশের অনেকে মর্ম্মাহত। তুমি জান না এ হিংস্র জন্তুরা কতরূপ ইতরতা করিবে। তোমার একটী বিবাহযোগ্যা কন্যা রহিয়াছে। তোমাকে বড় উৎপাতে পড়িতে হইবে।" কিন্তু তারা কিছুতেই আমার পা ছাড়িল না,—আমার এমন ভাই—কোথায় গেল! কেবল বলিতে লাগিল—"যাহা হয় হইবে, আমাকে আপনার চরণ ছাড়া করিবেন না।" আমি তখন বলিলাম—"তারা! এ কর্দ্দমে ঝাঁপ দিয়া আমার কোনও স্বার্থ সাধন হইবে না। আমার আর পুত্র কন্যা নাই যে আমি দেশে বিবাহ দিব। তবে তুমি যদি দৃঢ় হইয়া আমার পার্শ্বে দাঁড়াও, তবে আমি শেষ জীবনে এই দেশহিতকর কার্য্যটি করিয়া যাইব। শ্রীভগবান আমাদের সহায় হউন।" তারা তখন আমার চরণ ছাড়িয়া দিল। আমি রোগে অর্দ্ধমৃতাবস্থায় বাড়ী পঁহুছিয়া শুনিলাম যে দুর্য্যোধন নিরীহ মূর্খ বামনদের বুঝাইয়াছে—আমার অনেক টাকা। তাহারা একটুক গোলযোগ করিলে আমি তাহাদের মুঠে মুঠে টাকা ও পণ্ডিতদের জোড়া জোড়া শাল দিব। ইহারা প্রায় সকলেই নিরক্ষর ও দরিদ্র। দুপয়সা দক্ষিণার জন্য দশ ক্রোশ হাঁটিয়া যাইবে। ইহারা সহজে ঐ বর্ষি গিলিয়াছে। ভাবিয়াছে যদি এত সহজে মুঠে মুঠে টাকা ও জোড়া জোড়া শাল পাওয়া যায়, মন্দ কি ? আমি যে দিন বাড়ী পঁহুছিলাম, তাহার পরদিনই দুর্য্যোধন

দল বাঁধিবার জন্য তাহার পিতৃশ্রাদ্ধে গ্রামের সমস্ত ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রণ করিল। আমি এক দিনেই তাহার এ শ্রাদ্ধ মাটি করিলাম। গ্রামের তিন শ বামনের মধ্যে সত্তর জন—অধিকাংশ শিশু—ভিন্ন আর কেহ গেল না। তখন দুর্য্যোধন ও তস্য পুত্র উক্ত জমীদার মহাশয়ের পত্নীর পায়ে পড়িয়া ধন্না দিল। ইঁহারই জিদে তাঁহার স্বামী এক ব্রতপ্রতিষ্ঠায় আমার পণ্ডিত ও পুরোহিতদের বাদ দিয়া দেশের সমস্ত পণ্ডিত নিমন্ত্রণ করিলেন, এবং এরূপে একটা পণ্ডিতের দল বাঁধাইয়া দিলেন। আমি এতদিন চুপ করিয়াছিলাম। এ ব্রহ্মাস্ত্র বা ব্রাহ্মণাস্ত্র আমার প্রতি বিক্ষিপ্ত হইলে, আমি কেবল আমার কণিষ্ঠ অঙ্গুলিটি মাত্র সঞ্চালন করিয়া উহা নিষ্ফল করিলাম। আমি চট্টগ্রাম সহরে গিয়া দুটা নিমন্ত্রণ দেওয়াইলাম। তাহাতে আমার বংশের সমস্ত প্রধান ও পদস্থ ব্যক্তি ও দেশের সমস্ত প্রধান বৈদ্যঘর আমার সঙ্গে যোগ দিল। জমীদার মহাশয়ের মামার ও শ্বশুর বাড়ীও আমার দিকে আসিল। তিনি ছুটিয়া আসিয়া বলিলেন—"আমার ভুল হইয়াছে। এখন আপনি যাহা আদেশ করিবেন তাহা করিব।" আমি বলিলাম—"এক জনের গৃহে আগুন দেওয়া বড় সহজ, কিন্তু উহা নির্ব্বাণ করা বড় কঠিন। এ আগুন আর তুমি নিবাইতে পারিবে না। পারিবে কেবল—সময়।" সমস্ত দেশ 'বেরিষ্টারের দলে' ও 'বেল্লিকের দলে' বিভক্ত হইল। আমাদের পক্ষের হাসিতে ও তাহাদের পক্ষের হাহাকারে দেশ পূর্ণ হইল। বামনদের কারও পিতা এক দিকে, পুত্র অন্য দিকে। কারও এক ভ্রাতা এক দিকে, আর এক ভ্রাতা অন্য দিকে। কারও শ্বশুর এক দিকে, জামাতা অন্য দিকে। তখন দেবতারা পালে পালে আমার কাছে আসিয়া কাঁদিয়া বলিলেন—"বাবু! রক্ষা কর। ঐ শ্রীনাশা এক নিমন্ত্রণ দিয়া আমরা গরিব বামনদের সর্ব্বনাশ করিয়াছে। তোমার ক্ষমতা ও মাথা ভিন্ন এ আগুন আর কেহ

নিবাইতে পারিবে না।" আমি বলিলাম—"দেবতারা তোমাদের দলপতি কে বলিলে আমি তাঁহাকে ডাকাইয়া এ আগুন এক মুহূর্ত্তে নিবাইতে পারি। তিনি আসিয়া যদি শাস্ত্রমতে কিছু করিতে বলেন আমার তাহাতে কিছুমাত্র আপত্তি নাই।" তাঁহারা শিরে করাঘাত করিয়া বলিলেন—"আঃ শ্রীনাশারা! ভিতরে ভিতরে গরিব বামনকে উস্কায়, কিন্তু প্রকাশ্যে আপনার বিপক্ষ বলিয়া কেহ বলিতে চাহে না।"

কিন্তু এ সম্বন্ধে শাস্ত্র কি তাহা জানিবার জন্য আমার বড় কৌতূহল হইল। চট্টগ্রামের সকলেই পাতা পঞ্চানন। দু পাত 'ন্যায়' ও দু পাত 'রঘুনন্দন' পর্য্যন্ত অধিকাংশের বিদ্যা। কলিকাতায় পত্র লিখিয়া জানিলাম যে প্রথম প্রথম সমুদ্রযাত্রাই শাস্ত্রমতে পাতক বলিয়া পণ্ডিতেরা কোন কোন বিলাত ফেরতের প্রায়শ্চিত্ত করাইয়াছেন। তাহার পর স্বনামখ্যাত পণ্ডিতশ্রেষ্ঠ তারানাথ বাচস্পতি মহাশয় এক ব্যবস্থা মুদ্রিত করিয়া তাহা উড়াইয়া দিয়াছেন। তাহার পর কাশীতে পত্র লিখিলে নিম্নলিখিত ব্যবস্থা আসিল—

"জ্ঞানতো বর্ষত্রয় ম্লেচ্ছান্ন ভক্ষণ জনিত পাপ ক্ষয়ার্থিনাহম্বষ্ঠেন . দ্বাদশ বার্ষিক ব্রতাদ্যশক্তৌ অশীত্যুত্তর শত সংখ্যক ধেনু মূল্যদানং তদশক্তৌ চত্বারিংশদধিক পঞ্চশত কার্ষাপণদান তল্লভ্য রজতাদিদানং বা প্রায়শ্চিত্তং করণীয়ং, বিপ্রে তু সকলং দেয়ং পাদোনং ক্ষত্রিয়ে মতং। বৈশ্যেহর্দ্ধং পাদশেষস্তু শূদ্রজাতেস্তু সর্ব্বতঃ ইত্যভক্ষ্য ভক্ষ প্রবচনীয় বিষ্ণুচরণে জ্ঞানকৃত মহাপাতকদন্ধাদি প্রায়শ্চিত্ত শ্রুতেরিতি বিদাং মতং।"

কিন্তু কই, ইহাতে ত বিলাত-যাত্রার কোন উল্লেখ নাই। বর্ষত্রয় ম্লেচ্ছান্ন ভক্ষণ জনিত পাপমাত্র উক্ত হইয়াছে। অতএব আমি জিজ্ঞাসা করিলাম যে দেশে যাহারা হোটেলে বা গৃহে মুসলমান বাবুর্চ্চি রাখিয়া খাইতেছে তাহাদের কথা ছাড়িয়া দিয়াও, যাহারা কলের জল, সোডা, লেমনেড, রুটি, বিস্কুট এমন কি ইউরোপীয় ঔষধ খাইতেছে, তাহারাও ত

ম্লেচ্ছায় খাইতেছে। ইহারা প্রায়শ্চিত্ত করিবে না, অথচ যাহারা বিলাত গিয়া অক্ষম হইয়া ম্লেচ্ছায় খাইতেছে, কেবল তাহারা প্রায়শ্চিত্ত করিবে কেন? তাহা ছাড়া ম্লেচ্ছ শব্দের স্মৃতিতে যে ব্যাখ্যা আছে তাহা ত কোনও সভ্য জাতিতে খাটে না। স্মৃতিমতে আর্য্যাবর্ত্তের বাহিরে সমস্তই ম্লেচ্ছভূমি। এমন কি বঙ্গদেশে পদার্পণ করিলেও ম্লেচ্ছদেশ বলিয়া প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা আছে। সর্ব্বশেষ ম্লেচ্ছের চাকরি স্মৃতিমতে মহাপাতক। ব্যবস্থাদাতা পণ্ডিতেরা ইহার উত্তরে আমার বন্ধুকে বলেন বিলাত-যাত্রা কোনও পাপ বলিয়া আমাদের শাস্ত্রে নাই। 'সার্ভিস কমিশনের' সমক্ষে বঙ্গদেশের তদানীন্তন সর্ব্বপ্রধান পণ্ডিতও সে কথা বলিয়াছিলেন। থাকিবারও কথা নাই। কারণ শেষ স্মৃতি সংগ্রহকার রঘুনন্দনের সময়েও ভারতবর্ষে বিলাত নামের গন্ধ পর্য্যন্ত ছিল না। কাশীর পণ্ডিতেরা বন্ধুকে বলিলেন—"একটা ভূয়া প্রায়শ্চিত্ত না করাইয়া নবীন বাবুকে লিখিবেন তাঁহার পুত্র বিলাত হইতে ফিরিলে তাহাকে যেন গঙ্গাস্নান ও কালী দর্শন করাইয়া বাড়ীতে লন, এবং বামনকে কিছু সোণা দান করেন।" ও হরি! তবে কি বিলাত প্রত্যাগতদের লইয়া যে হিন্দুধর্ম্মের চীৎকার সমস্তই অমূলক? কেবল হিংসা প্রবৃত্তির চরিতার্থতার অমোঘাস্ত্র মাত্র!

একটা বড় বিচিত্র ঘটনা ঘটিয়াছিল। বংশধরদের লক্ষ্য ছিল যে এবার আমার বাড়ীর দুর্গোৎসব বন্ধ করিবে। কিন্তু ফলে তাহাদের বাড়ীর পূজা বন্ধ হইবার উপক্রম হইল। আমার বাড়ীতে বি, এ বি, এল পূজক, এফ, এ পাশ করা তন্ত্রধার, এবং যাহারা পূজার ফুল ইত্যাদি পূজকের হাতে তুলিয়া দিতেছিল, তাহারাও সংস্কৃতজ্ঞ এন্ট্রেন্স পাশ করা। আর বংশধরদের একমাত্র পুরোহিত সেও ঘোরতর মূর্খ। চারি বাড়ীতে পূজা, সে একা কি প্রকারে চালাইবে?

অতএব তাহার কাচ্চা বাচ্চা, সিকি, তুয়ানি, সাত বৎসরের শিশুকেও তখনই দীক্ষিত করাইয়া পূজায় বসাইয়া দেওয়া হইয়াছে। এমন দৈব ঘটনা যে পুরোহিত নিজে যে বাড়ীতে পূজক, পূজার সঙ্কল্প হইবামাত্র মহাদেব উপরের পাটি সহ তাহার মস্তকের উপর পড়িলেন। বংশধরদের আতঙ্ক উপস্থিত হইল। দেশের লোকের মধ্যে হাঁসির তুফান ছুটিল। আমি বলিলাম শিবঠাকুর নিশ্চয় ইওরোপীয়। কারণ তাঁহার বর্ণ সাদা, তাঁহার খাদ্যাখাদ্যের পেয় অপেয়ের বিচার নাই। অধিকাংশ ইওরোপীয়দের মত, তিনিও ভবঘোরা, বাড়ী ঘর কিছুই নাই। অতএব বিশুদ্ধ হিন্দু পুরোহিতকে সম্মুখে দেখিয়া তিনি তাহার ঘাড়ে লাফাইয়া পড়িবেন তাহাতে আর বিস্ময়ের বা হাসির বিষয় কি?

যাহা হউক, জমীদার মহাশয়ের নির্ম্মিত ব্রহ্মাস্ত্রও নিষ্ফল হইল দেখিয়া দুর্য্যোধন ও তাহার সহরের বাসায় স্থাপিতা অবিদ্যা আদ্যাশক্তির অনুগৃহীত আমার বংশীয় কয়েকটি অজাতশ্মশ্রু বালক, এবং বৃদ্ধ নিরক্ষর এক পাটোয়ারি বংশধর সনাতন হিন্দু ধর্ম্মের নেতা হইলেন। এক দিকে যে স্থানীয় সংবাদপত্রের জন্য আমি চট্টগ্রাম হইতে স্থানান্তরিত ও বিপদস্থ হইয়াছিলাম, সেই কৃতজ্ঞ পত্রে আমি "বামনদের জুতা মারিতে" এবং "ভদ্রলোকদের পিপীলিকার মত পায়ে ডলিয়া মারিতে" বলিয়াছি বলিয়া সনাতন হিন্দুধর্ম্ম-সঙ্গত এবম্বিধ সনাতন মিথ্যা কথা প্রচার করিতে, এবং 'কায়েত কারণের' পায়ে পড়িয়া, দল বৃদ্ধি করিতে লাগিলেন, এবং অন্য দিকে সনাতন হিন্দু শাস্ত্রমতে আমার ব্রাহ্মণদের ও প্রজাদের হাটে মাঠে প্রহার, তাহাদের গৃহাদি দগ্ধ ও গাভী ইত্যাদি হত্যা করিতে লাগিলেন। আমি ফৌজদারি আদালতের সাহায্যে এ সকল হিন্দু যাগ যজ্ঞ নিবারণ করিতে অর্থহীন হইয়া আবার বাধ্য হইয়া চাকরিতে ফিরিলাম। ফিরিবার আরও একটি বিশেষ কারণ

হইয়াছিল—কুমিল্লায় যে উদরাময় হইয়াছিল উহা বোধ হয় এই বৃটিশ রাজ্য-বিদ্রোহীর দর্শন নিবন্ধন মাসের পর মাস বৃদ্ধি হইয়া ইতিমধ্যে ছোটলাট স্বধাম চলিয়া গিয়াছিলেন। তখন চট্টগ্রামের কমিশনার ও বন্ধুগণ বলিলেন—"তোমার যিনি শত্রু ছিলেন, তিনি যখন চলিয়া গিয়াছেন, তুমি চাকরিতে ফিরিয়া যাও।" শুনিয়াছিলাম মিঃ বাকলেও তাঁহার প্রতিশ্রুতি মতে প্রত্যেক বার প্রোমোশনের সময় আমার জন্য বিশেষ করিয়া লিখিয়াছিলেন, কিন্তু 'পোড়াকাষ্ঠ' কিছুতেই তাহা গ্রাহ্য করেন নাই—"চোরা নাহি শুনে ধর্ম্মের কাহিনী।" অতএব ১৯০৩ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসে আবার কুমিল্লায় চাকরিতে ফিরিলাম।

পূর্ব্ববর্ত্তী কলেক্টর চলিয়া গিয়াছেন। তাঁহার স্থানে অন্য ব্যক্তি আসিয়াছেন। আমাকে দেখিয়াই তিনি বড় আগ্রহের সহিত কর মর্দ্দন করিয়া ও আনন্দ প্রকাশ করিয়া বলিলেন—"আপনি ফিরিয়া আসিয়াছেন, আমি অত্যন্ত সুখী হইলাম। আপনার মত বিখ্যাত লোকের সঙ্গে পরিচিত হওয়াও সম্মানের বিষয়।" তাহা হউক, আমি পূর্ব্ববৎ ট্রেজারির ও আমার অন্য ডিপার্টমেণ্ট গুলির চার্জ্জ চাহিলে তিনি বলিলেন যে একজন জীর্ণ শীর্ণ বৃদ্ধ কর্ম্মচারীকে তিনি উহার ভার দিয়াছেন। আমি বলিলাম যে তিনি বয়সে আমার অপেক্ষা অনেক ছোট। শুনিয়া সাহেবের বিস্ময়ের ইয়ত্তা রহিল না। তিনি বলিলেন তিনি আমার বয়স পঁয়তাল্লিশ ছচল্লিশমাত্র মনে করিয়াছিলেন। তিনি বলিলেন, উহার দ্বারা কোন মতেই ফৌজদারির কার্য্য চলিবে না। অতএব আমাকে ফৌজদারির ভার লইতে হইবে। আমি বলিলাম আমি চিরদিন "খালাসী হাকিম" (acquitting officer) বলিয়া পরিচিত। তিনি তাহাতেও ছাড়িলেন না। শেষে বলিলাম—"আমি কৃষ্ণভক্ত বৈষ্ণব! লোককে বেত মারা ও জেল দেওয়া আমার ধর্ম্মবিরুদ্ধ কার্য্য।" তিনি এবার বড় চিন্তিত হইয়া বলিলেন যে জইণ্ট মেজিষ্ট্রেট একজন আসিলেই তিনি আমাকে এ কার্য্য হইতে অব্যাহতি দিবেন। কাযে কাযে ফৌজদারির ভার আমার স্কন্ধে পড়িল, এবং তাহাতে পুলিশে এরূপ হাহাকার উঠিল যে কুমিল্লার পুলিশ আমাকে জব্দ করিবার জন্য আমার গৃহে সিঁদ দেওয়াইয়া এক হাজার টাকার গহনা ইত্যাদি চুরি করাইল। শুনিবা

মাত্রই প্রভাতে মেজিষ্ট্রেট ও পুলিস প্রভু আসিলেন। আমি বলিলাম বর্ষা আসিলেই কুমিল্লায় চুরির প্রাদুর্ভাব হয়। লোকের বিশ্বাস পুলিসই চোর। আমার হিন্দুস্থানী দাসীটি পুলিসের আশ্রিত একটি চোরের সর্দার বাহির করিয়া লইয়া তাহার দ্বারা গৃহের অবস্থা অবগত হইয়া এ চুরি করাইয়াছে। কিন্তু এখানেও একজন 'ওসমান আলি' ছিল। মেজিষ্ট্রেট ও পুলিস সাহেব তাহার ক্রীড়া পুতুল। সে তদন্ত ত কিছুই করিল না। বরং একটি গরিব কাবুলি, যে কিছু দিন পূর্ব্বে পুলিসের বিরুদ্ধে আমার কোর্টে সাক্ষী দিয়াছিল, এবং আমি সেই মোকদ্দমায় দুই দুষ্ট কনেষ্টবলকে শাস্তি দিয়া জামিন মোচ্‌লকা লইয়া পদচ্যুত করাইয়াছিলাম, সে রসিকতা করিয়া ইহাকে এ চুরিতে সংশ্লিষ্ট ও বদমায়েস বলিয়া চালান দিল। যাঁহার কাছে তাহার বিচার হয়, তিনি আমাকে এক দিন ইহার বৃত্তান্ত বলিয়া বলিলেন যে বদমায়েসি মোকদ্দমাটি সম্পূর্ণ মিথ্যা। কিছু দিন পরে বলিলেন—"মহাশয়! কি করিব মেজিষ্ট্রেট ও পুলিস সাহেব যেরূপ পীড়াপীড়ি করিতে লাগিল! তাহাকে ছয় মাস মেয়াদ দিয়াছি।" হায়! বৃটিশ রাজ্যের বিচার ও বিচারক ধর্ম্মাবতারগণ! অথচ ইনি একজন উচ্চ কালা সিবিলিয়ানের আত্মীয়!

বহির্জগতের মত মানবজীবনেও নিশার পর দিন, কৃষ্ণপক্ষের পর শুক্লপক্ষ, মেঘের পর জ্যোৎস্না, বর্ষার পর শরৎ, এবং ঝটিকার পর শান্তি আছে। পুত্র ইতিমধ্যেই তাহার অবশিষ্ট দুই পরীক্ষা Constitutional Law and Final উত্তীর্ণ হইয়া এ সময়ে ইংলিশ 'বারে' called (ভুক্ত) হইল। জুলাই মাসের প্রথম ভাগে তাহার স্বদেশে রওনা হইবার টেলিগ্রাম পাইয়া পতি, পত্নী, পুত্র-বিরহ-বিধুর শোকাশ্রু মুছিয়া এবং ভূতলে প্রণত হইয়া শ্রীভগবানের চরণে আনন্দাশ্রু বর্ষণ করিলাম। কত যুবক সাত আট বৎসর বিলাতে কাটাইয়াও এ সকল

পরীক্ষা পাশ করিতে না পারিয়া পড়িয়া আছে। কত যুবক পথভ্রষ্ট হইয়া পিতামাতার সর্ব্বস্বান্ত করিয়াছে। শ্রীভগবানের অসীম কৃপায় ও আমার দেব পিতা ও দেবী মাতার পুণ্যে নির্ম্মল দুই বৎসর আট মাস মাত্র ইংলণ্ডে থাকিয়া 'বারে' প্রবেশ লাভ করিয়া ফিরিতেছে। তিন বৎসর যাবৎ উপর্য্যুপরি নীচাশয় পাপিষ্ঠদের ষড়যন্ত্রে বিপদস্থ হইয়া শরীর ও মন ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল। হৃদয়ে অবসাদে ডুবিয়া গিয়াছিল। তিন বৎসর পরে সেই বিপদ ঘনঘটাচ্ছন্ন হৃদয়াকাশে আনন্দের বিদ্যুল্লেখা দেখা দিল। কিন্তু হা ভগবন্! উহা দেখা দিবা মাত্রই শোকের অন্ধকারে লুকাইল। আমার পরম স্নেহাস্পদ ভাই তারাচরণ বহুদিন হইতে বহুমূত্র রোগে ভুগিতেছিল। তারা এখন কুমিল্লায় পাকা সবজজ্। আমি ছুটী লওয়ার পর সেও ছুটী লইয়া বাড়ী হইয়া কলিকাতায় চিকিৎসার জন্য গিয়াছিল। কলিকাতায় না থাকিয়া, কি বাড়ী না গিয়া, ছুটীর অনেক সময় বাকি থাকিতে সে কুমিল্লায় ফিরিয়া আসিল। আমি তজ্জন্য তাহাকে ভর্ৎসনা করিলে সে বলিল— "কলিকাতা বড় গরম, তাহার উপর প্লেগ। বাড়ী আমার ভাল লাগে না। কুমিল্লা স্বাস্থ্যকর স্থান। বিশেষতঃ আপনি ফিরিয়া আসিয়াছেন। অতএব আমি এখানে শীঘ্র সারিয়া উঠিব।" কিন্তু তাহার শরীরের অবস্থা দেখিয়া আমার প্রাণে কিরূপ অমঙ্গল ছায়া পড়িল। তখন রোগ 'এল্‌বিউমিনোরিয়া' দাঁড়াইয়াছে। চুরির দিন প্রাতে চুরির সংবাদ পাইয়া আসিয়া দশটা পর্য্যন্ত থাকিয়া যাইবার সময় বলিল যে আবার বৈকালে আসিবে। আমি তাহাকে মাথা কুটিয়া নিষেধ করিলাম। কিন্তু পাঁচটা না বাজিতে সে সপরিবারে উপস্থিত হইল। আমি তজ্জন্য ভর্ৎসনা করিলে সে হাসিয়া বলিল—"আমি ঘরে বসিয়া না থাকিয়া সকালে আপনার কাছে আসিয়াছিলাম বলিয়া বেশ

আহার করিতে পারিয়াছি। আমি এখন বেশ আছি। আপনার কাছে যতক্ষণ থাকি, আমার রোগ থাকে না।”

স্ত্রী চুরির জন্য অশ্রুপাত করিতেছিলেন বলিয়া সে তাঁহাকে ভর্ৎসনা করিয়া বলিল—“আপনি একটুকুও দুঃখ করিবেন না। আপনাদের গ্রহদশা কাটিয়া গেল। নির্ম্মল আসিতেছে; আমার বিশ্বাস দাদার এখন প্রোমোশনও হইবে। আপনি দেখিবেন, নির্ম্মল মাসে হাজার টাকা পাইবে, এবং আমার বিশ্বাস নির্ম্মল জজ হইবে।” তাহার পর রাত্রি আটটা পর্য্যন্ত বসিয়া একজন বন্ধুর সঙ্গে নির্ম্মল পঁহুছিলে নির্ম্মলকে নিজে, কাহারও নিষেধ না মানিয়া, ষ্টেশন হইতে অভ্যর্থনা করিয়া আনিবে, এবং কিরূপে গৃহসজ্জা করিয়া ও খুব সমারোহ করিয়া বন্ধুবর্গকে নিমন্ত্রণ করিবে, এ সকল কথার সমালোচনা কত আনন্দের সহিত করিল। রাত্রি হইয়াছে, হিম লাগিবে বলিয়া আমি জিদ করাতে সেই আনন্দের হাসি মুখে লইয়া নিতান্ত অনিচ্ছায় চলিয়া গেল। আমি ও স্ত্রী সেরূপই বসিয়া আছি, এমন সময়ে সেই ভাড়াটিয়া গাড়ী নক্ষত্রবেগে ছুটিয়া আসিল, এবং কোচমান বলিল—“সব জজ বাবু গাড়ী হইতে নামিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছেন। আপনাকে লইতে আমি ফিরিয়া আসিয়াছি।” আমাদের মস্তকে যেন গৃহের ছাদ ভাঙ্গিয়া পড়িল। স্ত্রী চীৎকার ছাড়িয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। দুজনে আর দ্বিতীয় বস্ত্রখানি না লইয়া ছুটিলাম। যাইয়া যাহা দেখিলাম আমার হৃদয় ভাঙ্গিয়া পড়িল। আমি বসিয়া পড়িলাম। শুনিলাম গাড়ী হইতে নামিয়া ভৃত্যকে পায়ের একটা আঙ্গুল টানিতেছে বলিয়া তাহার স্কন্ধে ভর দেওয়া মাত্র মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছিল। তখন ভৃত্যেরা ধরাধরি করিয়া গৃহে আনিল। তাহার পর হইতে এরূপ ‘ফিট’ হইতেছে যে যেন প্রত্যেক ‘ফিটে’ জীবন শেষ হইবে। গলায় এক প্রকার ঘর্ঘর

শব্দ হইতেছে। সিবিল সার্জ্জন আসিয়া বলিলেন জীবনের কোনও আশা নাই। তবে তিন দিন তিন রাত্রি টিকিলে জীবন রক্ষা হইতে পারে। তিনি বলিলেন যে ছুটীতে যাইবার পূর্ব্বেই তিনি বুঝিয়াছিলেন তারা আর বেশী দিন বাঁচিবে না। সে নিজে বরাবর বলিত যে তাহার বাথব্যাধি কি 'ফিট' হইয়া এরূপে অকস্মাৎ মৃত্যু হইবে যে কথাটি কহিতেও পারিবে না। এ অবস্থায় দুই রাত্রি ও এক দিন থাকিয়া আমার ভ্রাতা, পুত্র ও পরম সুহৃদ তারা দেবলোকে চলিয়া গেল। অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া শেষ হইলে আমার গৃহ হইতে যে আনন্দ হাসি লইয়া আসিয়াছিল, সেই আনন্দহাসি মুখে প্রকটিত হইল।

"তুলসি কহে যব জগ্‌মে আয়া
জগ হাসে তু রোয়ে,
ওয়েছা কুচ্ করনি করো,
যে তু হাসে জগ রোয়ে।"

অনুবাদ—

"তুলসি কহে এ জগতে আসিলে যখন,
জগত হাসিল, তুমি করিলে ক্রন্দন।
কর হেন কিছু, তুমি যাইবে যখন
কাঁদিবে জগত, তুমি হাসিবে তখন।"

তারা সর্ব্বদা বলিত—"আপনার আমার মৃত্যু-ভয় নাই। আমরা জগতে কাহারও অনিষ্ট করি নাই। আমরা যখন মরিব, তখনও এক 'গ্রেড প্রোমোশন' পাইব।" আজ সেই প্রোমোশন পাইয়া তারা, হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেল। আমার দীনহীনা জন্মভূমির তারা 'আমার অধঃপতিত বংশের তারা অস্তমিত হইল। জানি না ইহাদের ভাগ্যাকাশে এরূপ তারা আর কখনও উদয় হইবে কি না। আমার এক নয়নের তারা

চলিয়া গেল। আমার এক বাহু, অর্দ্ধেক হৃদয়, ভাঙ্গিয়া পড়িল। তাহারা চারি সহোদর ও আমি আমরা যেন পাঁচ সহোদর ছিলাম। তিন জন আগে চলিয়া গিয়াছে। আমরা, আমি ও তাহাদের সর্ব্বকনিষ্ঠ রমেশ; দুই জন মাত্র অর্দ্ধমৃত অবস্থায় আছি। আমার নিজ সহোদর সাত জনের মধ্যে মাত্র দুজন আছে। আমাকে ও আমার স্ত্রীকে দিনে যতবার দেখিত তারা ততবার নমস্কার করিত। আমরা বিরক্তি প্রকাশ করিলে বলিত—"দেব দর্শন যখনই ঘটিবে, তখনই নমস্কার করা উচিত।" আমার এমন ভাই আমাকে ফেলিয়া কোথায় গেল? এ সময়ে অশ্রুজলে যে কবিতাটি লিখিয়াছিলাম, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।

শোকাশ্রু।

১

তুমিও চলিয়া গেলে!
জন্মভূমি পুণ্যালোক নিবিয়াছে হায়!
নিবিয়াছে ভক্তি, শ্রদ্ধা, জ্যোৎস্না প্রীতির!
সেই হিংসা রঙ্গালয়ে,
আত্মহত্যা অভিনয়ে,
আছিল হৃদয় তব প্রেম-পারাবার,—
মরুভূমে সরোবর শীতল সুধার॥

২

নয়ন করুণাসিক্ত শীতল সজল;
অধরে প্রীতির হাসি সজল শীতল।
সে বরুণা, সেই অসি,
কি পবিত্র বারাণসী

স্বজেছিল সুপবিত্র হৃদয়ে তোমার।
জন্মভূমি অঙ্কে নহি তুলনা তাহার।

৩

ধীর, স্থির, অমায়িক বিচার আসনে ;
গৃহে স্নেহময় পিতা, পতি প্রেমময়,
সমাজে মধুর ভাষী,
অধরে সস্নেহ হাসি,
চলে গেলে সেই হাসি অধরে লইয়া,
কাঁদিল একটি দেশ আকুল হইয়া।

৪

এইত কহিতেছিলে কত কথা হায় !
এইত হাসিতেছিলে আনন্দে, আদরে।
অধরে থাকিতে কথা,
নয়নে পলক তথা।
অকস্মাৎ একি বজ্র হইল পতিত
বিনা মেঘে! ফুরাইল আনন্দের গীত।

৫

তুমি বজ্রাহত ভাই! হইলে নিদ্রিত,
আমি বজ্রাহত হায়! রয়েছি জীবিত।
আমার দক্ষিণ অঙ্গ পড়েছে ভাঙ্গিয়া,
অৰ্দ্ধ দগ্ধ তরু; তবু রয়েছি বাঁচিয়া।

৬

আষাঢ়ের অমাবস্যা হইল প্রভাত ;
আমাদের অমাবস্যা হইল সঞ্চার।

দিনে তুমি কতবার,
করিতে যে নমস্কার ;
মানুষ মানুষে ভক্তি করে না এমন।
অন্তিমেও এ ভক্তিতে ত্যজিলে জীবন।

৭

ভ্রাতা-পুত্র-প্রিয়তম সুহৃদ্ আমার ;
বিপদে ভরসা, শান্তি সন্তাপে শীতল ;
তুমি জন্মভূমি তারা,
তোমার নয়ন তারা
আমার নয়ন তারা আছিল যুগল,
তোমার বিহনে আমি অন্ধ দুরবল !

৮

বর্ষিলাম অর্জ্জুনের শোকে শান্তিজল।
আজি সেই শোকে মম দহে অন্তঃস্থল।
নারায়ণ ! অন্তর্যামি !
বুঝি পারি নাই আমি
সেই পুত্রশোক চিতা করিতে নির্ব্বাণ ;
জ্বালাইলে এ হৃদয়ে তাই এ শ্মশান !

৯

না, না, ভাই ! নাহি মৃত্যু তোমার কখন।
তুমিই ত বীরমত কহিতে সতত—
"নাহি মম মৃত্যুভয় ;
আমাদের মৃত্যু হয়,
পাব জীবনের উর্দ্ধতর দুইজন।"
তুমি পাইয়াছ ; আমি পাব কি তেমন ?

১০

বসি সেই উর্দ্ধতর জীবন সোপানে
দেব আশীর্ব্বাদ তব করিও বর্ষণ।
আঁকিয়া কর্ত্তব্য রেখা,
দেখাইও সেই লেখা
যুগল ভ্রাতায়, দুই অনাথ সন্তানে।
বড় ব্যথা পাইয়াছি, দিও শান্তি প্রাণে।

কুমিল্লা
২৭শে জুন, ১৯০৩ } শ্রীনবীনচন্দ্র সেন।

এ সময়ে মিঃ ফৌল্ডার (Foulder) চট্টগ্রামের কমিশনার, কুমিল্লায় পরিদর্শনে আসিয়াছিলেন। আমাকে দেখিবামাত্র বলিলেন আমার প্রোমোশন সম্বলিত কাগজপত্র গবর্ণমেণ্ট তাঁহার কাছে পাঠাইয়াছেন। তিনি দেখিয়াছেন সে সকল আমার অনুকূল নহে, এবং তিনিও আমার কার্য্য পরিদর্শনে সন্তুষ্ট হন নাই। আমি বুঝিলাম তবে এবারও পালা শেষ হইয়াছে।

আমি। আপনি আমার কি কার্য্যে অসন্তুষ্ট হইয়াছেন ?

তিনি। আপনি অনেক পুলিসের মোকদ্দমা খালাশ দিয়াছেন।

আমি। আমি চিরকালই 'খালাসি হাকিম' বলিয়া খ্যাত। অথচ এ ভাবে আমি মাদারিপুর ও বেহারের মত সবডিভিসন প্রতিপত্তির সহিত শাসন করিয়াছি।

তিনি। আমি আপনার পূর্ব্বে বেহারের সবডিভিসনাল অফিসার ছিলাম, এবং ইদানীং পাটনার কমিশনার হইয়া বেহারে আপনার অনেক কার্য্য দেখিয়াছি। আপনি একজন

খ্যাতনামা 'একজিকিউটিভ' অফিসার। ভাল জুডিসিয়েল অফিসার নহেন।

আমি। কোন মোকদ্দমা আমি অন্যায়রূপে খালাস দিয়াছি তাহা বলিলে আমি আমার কৈফিয়ৎ দিতে পারি।

তিনি। তাহা ছাড়া আপনি শাস্তি বড় কম দিয়াছেন।

আমি। শাস্তির ওজনটা আমার হাতে চিরদিন বেশী উঠে না। যাহাদের শাস্তি দিই, আমরা তাহাদের অবস্থায় পড়িলে, বোধ হয় ওজনটা ঠিক করিতে পারিতাম। বিশেষতঃ আমার 'সামারি' ক্ষমতা থাকাতে, আমি 'সামারি' বিচার্য্য মোকদ্দমাই বেশী করিয়া থাকি। তাহাতে ত আমি কাহাকে ফাঁসি দিতে পারি না। তিন মাসের বেশী মেয়াদ দেওয়ার আইনমতে আমার ক্ষমতা ত নাই। সে দোষ আমার নহে, আইনের।

ইহার পর আমি তাঁহাকে বলি যে বেতের ও জেলের দ্বারা শাসনের উপর আমার বিশ্বাস নাই। তাহাতে বরং মোকদ্দমা বেশী হয়। মোকদ্দমায় দেশ উৎসন্নে যাইতেছে। আমাদের দেশে পূর্ব্বে গ্রাম্য পঞ্চায়তেরা সমস্ত গ্রাম্য বিবাদ নিষ্পত্তি করিত। না ছিল মোকদ্দমা, না ছিল ষ্ট্যাম্প, না ছিল উকিল, মোক্তার, ও আমলা, না ছিল বেত ও জেল। অতএব আমি আমার এক নূতন প্রণালী মতে এখনকার পঞ্চায়তদের কাছে ক্ষুদ্র মোকদ্দমা সকল পাঠাইয়া যথাসাধ্য আপোষ করাইয়া থাকি। তাহাতে মোকদ্দমা কমে, দেশ রক্ষা পায়। তিনি বলিলেন, তিনিও এরূপ করেন।

তিনি এক দিন রোডশেস অফিস দেখিতে আসেন, এবং সমস্ত দিন আমাকে কাছে বসাইয়া রাখেন। এখানেও ঐরূপে মধুর ভাবে আলাপ হয়। ইহার এক সপ্তাহ পরে একদিন প্রাতে উঠিয়া দেখি

আমি প্রথম শ্রেণীতে "প্রোমোশন" পাইয়াছি!! বড় বিচিত্র সংবাদ! দুই বৎসর কাল মেজিষ্ট্রেট কমিশনারেরও এত চেষ্টা নিষ্ফল হইল। এক বৎসর গ্রামের সুশীতল বৃক্ষচ্ছায়ায় একটা সামাজিক যুদ্ধের 'কমেণ্ডারি' করিয়া এবং ইতিমধ্যে আমার যে এক নাতিনী ঠাকুরাণী জন্মিয়াছেন—তাঁহার নাম 'কল্পনা' রাখিয়াছি—এই Her Majestya সেবা করিয়া বৃটিশ রাজ্যের এমন গুরুতর উপকার সাধন করিয়াছি যে ছুটী হইতে ফিরিয়া আসিবামাত্র 'প্রোমোশন' হইল! কি আশ্চর্য্য! পতি পত্নী উভয়ের মনে ধারণা হইল যে এ অকস্মাৎ ও অপ্রত্যাশিত 'প্রোমোশনের' মূলে তারাচরণ। সে স্বর্গ হইতে এই 'প্রোমোশন' দেওয়াইয়া তাহার শেষ বাক্য রক্ষা করিয়াছে।

পরদিন কমিশনারের পত্র পাইয়া আরও বিস্মিত হইলাম। তিনি লিখিয়াছেন যে আমার 'প্রোমোশনের' জন্য তিনি বিশেষরূপে লিখিয়াছিলেন। কালেক্টরও বলিলেন যে মিঃ ফোল্ডারের আমার উপর বড় high opinion। ইতিমধ্যে নূতন লেঃ গবরনরের আগমন এবং আমার সেই ইটপাটকেলি ব্যবহারের পর মিঃ ফোল্ডারের আমার সম্বন্ধে এ উচ্চ মত,— এ সকল কি দৈবিক ঘটনা বলিয়া বোধ হয় না? নেপোলিয়ান বলিতেন নিদ্রাতে তাঁহার সৌভাগ্য আসিত। মিঃ ফোল্ডার বড় সহৃদয় লোক, ঠিক আনারসের মত। বাহিরে কর্কশ, ভিতর সরস। ইংরাজের মধ্যে এরূপ লোক দুর্লভ। যাঁহারা বিশ্বাস করেন যে ইংরাজেরা কেবল খোসামুদিতে সন্তুষ্ট হন, তাঁহারা দেখিবেন উহা কেবল ইতর ইংরাজের পক্ষে মাত্র খাটে। তাঁহারা যেরূপ স্বাধীন জাতি তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা প্রকৃত মানুষ, তাঁহারা পরকে স্বাধীনচেতা দেখিলে তাহাকে সম্মান করেন। ইনি আমার স্বাধীন ব্যবহার ও কথায় এত সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন যে চট্টগ্রাম হইতে আবার পাটনার কমিশনার হইয়া যাইবার সময়ে আমাকে তাঁহার

একখানি 'ফটোগ্রাফ' উপহার দিয়া অযাচিতভাবে আমার চাকুরির 'একস্‌টেনসনের' জন্য নোট রাখিয়া যাইতেছেন বলিয়া আমাকে লিখিয়াছিলেন। ইহার অল্পদিন পরেই তাঁহার পরলোক হয়। এমন লোক 'সিবিল সার্ব্বিসে' থাকিবে কেন? তাঁহার প্রতিকৃতিটি দেবতার প্রতিমূর্ত্তির মত শ্রদ্ধার সহিত আমার গৃহে পুরুষানুক্রমে রক্ষিত হইবে। মনুষ্য জীবনই এরূপ—

"হাসি অন্তরালে থাকে অশ্রু জল,
অশ্রু অন্তরালে, হাসি সমুজ্জ্বল।"

এরূপ না হইলে মানুষ এ দুর্ব্বিসহ জীবন ভার বহিতে পারিত না। পুত্র এত অল্প সময়ে সমস্ত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ফিরিয়া আসিতেছে,—এ আনন্দে, এ হাসির অন্তরালে তারাচরণের জন্য শোকাশ্রু। আবার এ শোকাশ্রুর অন্তরালে এই প্রোমোশন জনিত আনন্দের হাসি দেখা দিল। পতি পত্নী এক চোকে কাঁদিলাম, এক চোকে হাসিলাম। নির্ম্মল ১৯০০ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বরের প্রথম ভাগে বিলাত যাত্রা করিয়াছিল, এবং ১৯০৩ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসের শেষে বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিল। সে কুমিল্লা হইতে গিয়াছিল, কুমিল্লায় ফিরিয়া আসিল। অতএব কুমিল্লার সহিত তাহার ও তাহার পিতামাতার জীবনের একটা সুখস্মৃতি জড়িত থাকিবে। সর্ব্বাপেক্ষা আনন্দের বিষয়—যে নির্ম্মল গিয়াছিল, সে নির্ম্মলই ফিরিয়া আসিয়াছে। তাহার চরিত্রে পাশ্চাত্য কোনও পাপের ছায়ামাত্র পড়ে নাই। আমাদের নির্ম্মল আমাদের বুকে ফিরিয়া আসিয়াছে। পুত্র বিলাত যাইবার সময়ে অশ্রুজলে গাইয়াছিলাম—

"লেখ হৃদয়ে ভরসা, শিরে নারায়ণ,
জীবনের ব্রত অন্তরে।
নাহি ফলে সাধনায়, নাহি হেন কায,
অমরত্ব মিলে সাধনে।

দেখ শ্রম সফলতা সুবর্ণ অক্ষরে,
অঙ্কিত মানব-জীবনে।"

আবার বলিয়াছিলাম—

"এ তিনের অশ্রু ত্রিবেণীর মত,
ঝরিবে নীরবে অঝোরে;
তুমি জয়মাল্য পরি আসি শিরোপরে,
জুড়াইও প্রাণ আদরে!"

পুত্র সেই জীবনের ব্রত পূর্ণ করিয়া, তাহার শ্রমের সফলতা সাধন করিয়া আসিয়াছে; তাহাকে বুকে লইয়া বুক জুড়াইলাম। আর সেই দয়াময়ের চরণে চারিটি প্রাণী উচ্ছ্বসিত হৃদয়ে আনন্দাশ্রু উপহার দিলাম। আমাদের প্রতি তাঁহার কি অসীম দয়া! তাঁহার দয়ায় আমরা এ অকূল সাগরে কূল পাইলাম,—যে শিশু সঙ্গী ভিন্ন ঘরের বাহিরে যাইত না, সে একা ছয় হাজার মাইল পথ কত উত্তালতরঙ্গসঙ্কুল সমুদ্র ও কত অজ্ঞাত দেশ অতিক্রম করিয়া আপনার লক্ষ্য সিদ্ধি করিয়া আসিল! বিপদভঞ্জন! আমি চৌদ্দ বৎসর অশ্রুজলে তোমার লীলা ধ্যান করিয়াছি। তুমি এত দিনে আমাকে সকল বিপদ হইতে উদ্ধার করিলে! তোমার কি সূক্ষ্ম নীতি! তুমি এরূপে সোণা আগুনে পোড়াইয়া তাহার পরীক্ষা কর ও তাহার নির্ম্মলতা সম্পাদন কর।

পুত্রও তারাচরণের শোকে বড় কাতর হইল। অবিমিশ্র সুখ আমি এ জীবনে পাই নাই। বোধ হয় মানব জীবনে নাই। অতএব কিছু দিন কোনও রূপ উৎসব করিতে ইচ্ছা হইল না। প্রায় এক মাস পরে আমার বৃহৎ অট্টালিকা ও তাহার বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণ—আমি তখন আগরতলার হতভাগ্য 'বড় ঠাকুরের' বাড়ীতে ছিলাম—পত্র, পুষ্পে, পতাকায় ও 'চাইনিজ' লণ্ঠনে সজ্জিত করিয়া খুব সমারোহের সহিত

এক সান্ধ্যোৎসবে (Evening party) বন্ধু বান্ধবদের লইয়া আনন্দ করিলাম। এই আনন্দোৎসব যাহার জীবনের শেষ আশা, ইহার প্রস্তাবনা যাহার জীবনের শেষ কার্য্য, আমার সেই প্রেমাস্পদ তারা আজ কোথায়? সমস্ত উৎসবের সময়ে যেন তাহার 'ফটো' খানি হাসিতেছিল। উহা আমার 'রাইটিঙ্গ টেবলের' উপর সজ্জিত কক্ষের ও বিবিধ আলোকের নীচে ও পত্রপুষ্পমধ্যে ছিল। আমি উহা বারম্বার সাশ্রুনয়নে দেখিতেছিলাম। সমস্ত উৎসব-গৃহে যেন আমরা তারার কণ্ঠ শুনিতেছিলাম। তাহার মূর্ত্তি দেখিতেছিলাম। তারা! আমার 'প্রোমোশন' হইয়াছে, তোমার নির্ম্মল তাহার ব্যবসায়ের আরম্ভেই হাজার টাকার অধিক পাইতেছে, কিন্তু তুমি যে তোমার উভয় ভবিষ্যৎ বাণীর সফলতা দেখিলে না, এ দুঃখ কোথায় রাখিব? দেখিলে না?—না তুমি দেখিতেছ। তুমি ইহলোক হইতে এক গ্রেড 'প্রোমোশন' পাইয়া উচ্চতর ও শ্রেষ্ঠতর লোকে গিয়াছ। তুমি সকলই দেখিতেছ, এবং তুমি দেবলোক হইতে তোমার এই শেষ আকাঙ্ক্ষার সফলতা সাধন করিতেছ, এবং নির্ম্মলের ও তোমার সন্তানদিগকে অজস্র আশীর্ব্বাদ বর্ষণ করিতেছ। তাহারা সুখী ও দীর্ঘজীবী হউক।

পূজার পর নির্ম্মল কলিকাতা হাইকোর্টে কার্য্য শিক্ষা করিবার জন্য enrolled (ভর্ত্তি) হইল। খৃষ্টমাসের বন্ধে কুমিল্লা আসিলে খুব একটা বড় Land Registration (নাম জারির) মোকদ্দমা পাইল। এ মোকদ্দমা হোসনাবাদের-নওয়াব সাহেবা ফয়েজান্নেছার কন্যা তাঁহার মাতার স্থানে তাঁহার নাম জারির প্রার্থনা করিয়াছেন, এবং তাঁহার আত্মীয় খাঁ বাহাদুর আপত্তি করিয়াছেন। নির্ম্মল নওয়াব সাহেবার কন্যার পক্ষে দৈনিক একশত টাকা ফিসে নিযুক্ত হইল। প্রথম মোকদ্দমায়ই নির্ম্মল পনরশো টাকা পাইল এবং এ প্রথম মোকদ্দমায় কুমিল্লায় তাহার খুব নাম পড়িয়া গেল। প্রত্যহ কোর্ট লোকারণ্য হইত এবং কত লোক আসিয়া আমাকে তাহার কত প্রশংসার কথা বলিত। মোকদ্দমা স্বয়ং কালেক্টর মিঃ স্কুপের সমক্ষে। তিনি মোকদ্দমার পরে আমাকে একদিন বলিলেন—"নির্ম্মল এখনও বালক। সে যে এরূপ দক্ষতার সহিত এ মোকদ্দমা চালাইতে পারিবে আমি বিশ্বাস করি নাই। সে যে বক্তৃতার দ্বারা মোকদ্দমা আরম্ভ করে (opening speech), আমি সে বক্তৃতা করিতে পারিতাম না। তাহা ছাড়া তাহার ইংরাজী উচ্চারণ এরূপ বিশুদ্ধ যে তাহার পশ্চাৎ হইতে যাহারা শুনিয়াছিল, তাহারা উহা একজন ইংরাজের বক্তৃতা বলিয়া মনে করিয়া থাকিবে। বিশেষতঃ তাহার ব্যবহার এরূপ অমায়িক ও ভদ্রোচিত! নবীন বাবু! আপনি নির্ম্মলের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কিছু মাত্র আশঙ্কা করিবেন না। নির্ম্মল নিশ্চয় একজন বড় বেরিষ্টার হইবে।" তাহার সহযোগী কুমিল্লার প্রধান উকিল মহাশয়ও এরূপ বলিলেন।

পুত্রের সংসারপ্রবেশের সঙ্গে সঙ্গেই পিতার বিজয়ার বাজনা বাজিয়া উঠিল। বৃটিশ রাজ্যের চিত্রগুপ্ত (Accountant General) মহাশয় আমাকে জানাইলেন যে আগামী জুলাই মাসের প্রথম তারিখে আমাকে চাকরি হইতে বিজয়া করিতে হইবে। এই বিজ্ঞাপন পাইয়া আমি extension (চাকরির সময় বৃদ্ধি) চাহি কি না কালেক্টর জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি উত্তর দিলাম না। নির্ম্মল আমাকে কোনও মতে আর চাকরিতে থাকিতে দিবে না। আমার পক্ষে চাকরি এমন কুসুম শয্যা নহে যে আমিও থাকিতে চাহিব। এমন সময়ে চট্টগ্রামের বর্ত্তমান কমিশনার মিঃ গ্রিনসিল্ড (Greenshield) কুমিল্লায় আসিলেন। আমি তাঁহাকে ডেপুটিদের সঙ্গে সেলাম দিতে গেলাম। তিনি সর্ব্বাগ্রে আমাকে ডাকিলেন এবং কক্ষে প্রবেশ করিবামাত্র বলিলেন—"নবীন বাবু সে কি কথা! আপনি এখন যাবৎ 'এক্‌স্‌টেন্‌সনের' জন্য আবেদন প্রেরণ করেন নাই কেন? আপনার এখনও যেরূপ চেহারা আপনি ত আরও দশ বৎসর কার্য্য করিতে পারিবেন। বিশেষতঃ আপনি সম্প্রতি ত 'প্রোমোশন' পাইয়াছেন। আপনি আরও দুই বৎসর চাকরিতে না থাকিলে আপনার পুরা পেন্‌সন হইবে না। মিঃ ফৌল্ডার আপনার 'এক্‌স্‌টেন্‌সনের' জন্য নোট রাখিয়া গিয়াছেন এবং আমিও উহা সমর্থন করিতে প্রস্তুত।" একি কথা! আমি বিস্মিত হইলাম। যে 'একস্‌টেনসন' চাহে সে তেলের বাটি হাতে করিয়া ইঁহাদের দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া বেড়ায় ও শ্রীচরণের বুট তৈলাক্ত ও অশ্রুসিক্ত করে। আমি একটি কথাও বলি নাই। আমার প্রতি এ অযাচিত অনুগ্রহ! আমি স্বপ্নেও ভাবি নাই তিনি অযাচিত ভাবে এরূপ প্রশ্ন করিবেন। আমি কি উত্তর দিব? আমি তাঁহাকে ধন্যবাদ দিয়া বলিলাম আমি 'একস্‌টেনসন' চাহি না। তিনি তথাপি ছাড়িলেন না। বিস্ময়ের সহিত বিস্তৃত

নয়নে জিজ্ঞাসা করিলেন—"কেন ?" আবার কি উত্তর দিব ? বলিলাম—"আমার জীবনের ৩৬ বৎসর আমি বৃটিশ গবর্ণমেণ্টকে দিয়াছি। তাহার অপেক্ষাও একটি উচ্চতর গবর্ণমেণ্ট আছে। জীবনের যাহা বাকি আছে তাহা সেই গবর্ণমেণ্টকে আমার দেওয়া উচিত।" ইঁহারা সেই গবর্ণমেণ্টের বড় ধার ধারেন না। বৃটিশ রাজ্যই ইঁহাদের সর্ব্বস্ব। তাঁহার মুখের ভাবে বুঝিলাম যে তিনি এ কথা বিশ্বাস করিলেন না। আমি তখন বলিলাম—"আমার চাকরিতে থাকিয়া বিশেষ লাভ নাই। পুত্রকে কলিকাতায় মাসে মাসে তাঁহার ইউনাইটেড বেঙ্গল ক্লাবের খরচ তিনশো টাকা দিতে হয় এবং কুমিল্লায় আমার প্রায় চারিশত টাকা খরচ হয়। আমি যদি পেনসন লইয়া গ্রামের বাড়ীতে বসিয়া থাকি, কি পুত্রের সঙ্গে গিয়া থাকি, তবে আমার কুমিল্লার খরচ বাঁচিয়া যায়।" তিনি এবার বুঝিলেন, বলিলেন—"বটে! তাহা আমি ভাবি নাই। আমি মনে করিয়াছিলাম আপনার পুত্র এই মাত্র 'বারে' প্রবেশ করিয়াছে। তাহার ত আর এখনই পশার হইবে না। অতএব আপনার আরও কিছুকাল চাকরিতে থাকা উচিত। যাহা হউক বোধ হয় আপনার মাথায় আরও কয়েকখানি বহি আছে। তাই আপনি চাকরি ছাড়িয়া যাইতেছেন। তাহার পর 'বঙ্গবিভাগ' লইয়া অনেক কথা হইল। আমি বাহির হইবামাত্র ডেপুটিরা আমাকে পাকড়াও করিলেন। তাঁহারা সকল কথা বারাণ্ডা হইতে শুনিয়াছিলেন। বলিলেন—"এ কি মহাশয়! কমিশনার আপনা হইতে এরূপ জিদ করিতেছে তথাপি আপনি চাকরিটি পায়ে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিতেছেন। তাহা হইবে না, অন্ততঃ আমরা আপনাকে ছাড়িব না। আপনি যেরূপ ফৌজদারী মোকদ্দমা কমাইয়াছেন, এবং কৌশলের সহিত চালাইতেছেন, আমরা কি আরামেই আছি। দোহাই আপনার! আমাদের আবার কষ্টে ফেলিবেন না।

আর দুটা বৎসর থাকিয়া যান।” আমি তাঁহাদের ধন্যবাদ দিয়া চলিয়া গেলাম। তাহার পর দিন কালেক্টর আবার লিখিয়া ‘একৃস্‌টেনসন’ চাহি কিনা জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি আবার অস্বীকার করিলে, তিনি আমাকে এরূপ বারম্বার বিরক্ত করিবার জন্য ক্ষমা চাহিলেন। আমি বুঝিলাম তিনি কিছু চটিলেন। দেখা করিতে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম— “আমি ‘একৃস্‌টেনসন’ আপনার অনুগ্রহ ঠেলিয়া চাহিলাম না বলিয়া কি আপনি বিরক্ত হইয়াছেন।” তখন তাঁহাকেও উপরোক্ত ভাবে বুঝাইলাম। তিনি বলিলেন—“না, না, নবীন বাবু! আমি জানি এ ছাই আফিসের কায আপনার নহে। ইহাতে আপনার মন লাগিবে কেন? আপনার যেরূপ উচ্চশক্তি উহা উচ্চতর কার্য্যে নিয়োজিত হওয়া উচিত। আপনি ‘একৃস্‌টেনসন’ না চাহিয়া ভালই করিয়াছেন। অবশ্য চাহিলে আপনি যত দিন ইচ্ছা পাইতেন।” তাহার পর আমি কিরূপে এত ক্ষিপ্রতার সহিত এত অল্প সময়ের মধ্যে এত কার্য্য নির্ব্বাহ করি তাহার নিগূঢ় তত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিয়া তাঁহার অবিশ্রান্ত খাটুনির কথা বলিলেন।

আমি। খাটেন কেন? এ বঙ্গ বিভাগের একমাত্র কারণ কি না, লেঃ গবর্ণরের বড় বেশী খাটুনি। কিন্তু তাঁহাকে খাটিতে কে মাথার দিব্য দিতেছে। বিভাগীয় কমিশনার পূর্ব্বে ডেপুটী পর্য্যন্ত নিযুক্ত করিতে পারিতেন। প্রথম পার্শন্যাল এসিষ্টাণ্ট পর্য্যন্ত কত জনকে তখন ডেপুটি করিয়া দিয়াছে। আজ কমিশনার একটি আবগারির দারোগা পর্য্যন্ত নিযুক্ত করিতে পারেন না বলিয়া সে দিন মিঃ কৌল্ডার আমার কাছে দুঃখ করিতেছিলেন। কমিশনারের তিন হাজার টাকা বেতন, আপনার দুই হাজার। আপনারা দেশের হর্ত্তাকর্ত্তা বিধাতা। কিন্তু সময়ে সময়ে এক পয়সার খরচের মঞ্জুরির জন্য আপনাদিগকে একরাশি পত্র লিখিতে ও কৈফিয়ত দিতে হয়। আমার স্মরণ আছে, আমি বালক

অবস্থায় যখন ভবুয়া সবডিভিসনের ভার পাই, আমার হেডক্লার্কের পদ খালি ছিল। আমি বালক বলিয়া কালেক্টরকে একজন ভাল হেডক্লার্ক নিযুক্ত করিতে লিখিলে তিনি লিখিলেন—"উহা তোমার কায। আমার কায নহে। তুমি বিজ্ঞাপন দিয়া তোমার পছন্দমত ভাল লোক নিযুক্ত কর।" কিন্তু আজ কাল আপনি কি আপনার কোনও সবডিভিসন্যাল অফিসারকে তাহার হেডক্লার্ক নিযুক্ত করিতে দিবেন? হেডক্লার্ক দূরের কথা, তাহার নিজের চাকর আর্দ্দালিটি পর্য্যন্ত নিযুক্ত করিতে দিবেন? একটি গ্রাম্য চৌকিদার পর্য্যন্ত আপনারা নিজে মোকরর করিবেন। আর তার পর বলিবেন যে খাটিয়া খুন হইলাম।"

তিনি। সে দোষও আপনার দেশের লোকের। তাহারা এত আপিল করে, যে আপিল নিষ্পত্তি করিতে যে সময় যায়, তাহার অপেক্ষা নিজে মোকরর করা অল্প আয়াসসাধ্য।

আমি। কে এত আপিল শুনিতে আপনাদের মাথার দিব্য দেয়? আপনি আপনার কার্য্যের জন্য, আমি আমার কাযের জন্য দায়ী। আপনি আপনার মনোমত আপনার আমলা নিযুক্ত করুন, আমি আমার আমলা নিযুক্ত করি। যদি তাহা অন্যায়রূপে করি, আপনি দেখিবেন। অন্যথা আপনি আমলা নিযুক্ত করিবেন আর তাহার কাযের জন্য দায়ী করিবেন আমাকে। ইহা কি সঙ্গত কথা? আর আপনি নিযুক্ত করিলেই কি কমিশনারের কাছে আপিল হয় না? এখন লোকে জানে যে আপিল করিলেই হইল। অমনি মামুলি কৈফিয়ত তলব হইবে, এবং একরাশি উপাদেয় দোষারোপের উত্তর দিতে হইবে। যখন লোকে জানিবে যাহার আমলা সে নিযুক্ত করিবে, নিতান্ত অন্যায় না হইলে আপিল চলিবে না, তখন একরাশি আপিল একদিনে উড়িয়া যাইবে। একরূপে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কার্য্যগুলি লেঃ গবর্ণর কমিশনারকে, এবং কমিশনার

কালেক্টরকে এবং কালেক্টর ডেপুটি কালেক্টরকে দিলে, আজ যে কালী কলমের ও লাল ফিতার শ্রাদ্ধ, তাহার চতুর্থাংশও থাকিবে না। আপনারা রক্ষা পাইবেন, দেশটাও এ red tapism (লাল ফিতার) যন্ত্রণা হইতে রক্ষা পাইবে। পুলিসে কায করিবে কখন ? ডায়রি আর রিপোর্ট লিখিয়া খুন। ডেপুটিরা কায করিবে কখন, চিঠি ও কৈফিয়ৎ লিখিয়া খুন। প্রত্যহ আপনার কাছে যে ডাকে একরাশি পত্র আসে তাহার কয়খানি আবশ্যক ? কয়খানি আপনি পড়েন ও নিজে উত্তর দেন ?

এরূপে অনেক কথা হইল। তিনি শেষে নীরব হইয়া গবাক্ষ পথে পুষ্করিণীর দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া রহিলেন। আমি বিদায় চাহিলে বলিলেন—"নবীন বাবু! আপনার কাছে আজ আমি অনেক কথা শিখিলাম, এবং অনেক চিন্তা করিবার বিষয় পাইলাম। ঠিক কথা, আমাদের গবর্ণমেণ্ট একটা কাগজের গবর্ণমেণ্ট (paper Government) হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আমি আশা করি আপনি শান্তিতে আপনার অবসর কাল কাটাইবেন। এবং আপনার উচ্চশক্তি উপযুক্ত কার্য্যে নিয়োজিত করিবেন।"

প্রথম জুলাই তারিখে ৩৬ বৎসরের চাকরি হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া হাসিতে হাসিতে কোর্ট হইতে বহির্গত হইলাম, এবং গৃহে যাইতে যাইতে আকাশের দিকে চাহিয়া বলিলাম—"দয়াময়! তোমার দয়ায় এই ঘোরতর বিপদসঙ্কুল চাকরি জীবন শেষ করিলাম। বাকি জীবন আমাকে শান্তি দিও এবং পুত্রকে তোমার শ্রীচরণে স্থান দিও!" গৃহে পঁহুছিয়া জনৈক আত্মীয় আর একজন আত্মীয় সবজজের উল্লেখ করিয়া বলিলেন—"আপনি চাকরিটি পায়ে ঠেলিয়া হাসিতে হাসিতে বাড়ী আসিলেন, আর তিনি 'একস্‌টেনসন' না পাইয়া সাত দিন কাঁদিয়াছিলেন।" সেই রাত্রিতেই সপরিবার চট্টগ্রাম রওনা হইলাম।

চট্টগ্রামের বৈদ্যবংশ, বিশেষতঃ নয়াপাড়া ও পরৈকোড়া গ্রামের বৈদ্য জমীদারবংশীয়েরা ৯ পুরুষ যাবৎ চট্টগ্রাম হিন্দুসমাজের উপর আধিপত্য করিয়া আসিয়াছেন। এখন যে সকল যদু, মধু ভুঁইফোড়া বড়লোক হইয়াছে, বলা বাহুল্য ইহা তাঁহাদের অসহ্য। তাহারা দেখিল যে বৈদ্য জাতির এই আত্মদ্রোহিতা তাহাদের জন্য একটা মাহেন্দ্রক্ষণ উপস্থিত করিয়াছে। জমীদার মহাশয় যে ব্রহ্মাস্ত্র বা ব্রাহ্মণাস্ত্র আমার জন্য অজ্ঞাতসারে প্রস্তুত করিয়াছিলেন—তিনি নিজে একজন আমার ভক্ত—তাহারা উহা সাপটিয়া লইয়া আমার কুমিল্লায় অনুপস্থিতি সময়ে সমস্ত বৈদ্য জাতির বিশেষতঃ জমীদার মহাশয়ের মস্তকে উহা নিক্ষেপ করিয়াছে। এ যাবৎ তাঁহার আর দুর্গতির সীমা নাই। তিনি আপনি মজিয়াছেন এবং চট্টগ্রামের বৈদ্যজাতির কনকলঙ্কাও মজাইয়াছেন। চট্টগ্রামের একজন মুসলমান কবি সাময়িক ঘটনা লইয়া চট্টগ্রামী ভাষায় আমাকে কবিতা লিখিয়া পাঠায়। সে এবার লিখিয়াছে—ভাষা শুদ্ধ করিয়া দিলাম—

নয়াপাড়ায় পরৈকোড়ার এবার হ'লো বনবাস,
সমাজের কর্ত্তা হ'লো পিতার নাম অপ্রকাশ।"

যাহা হউক সেই ব্রহ্মাস্ত্র এখন দুইখণ্ড হইয়া একখণ্ড এই "পিতার নাম অপ্রকাশদের" গ্রীবার উপর পড়িয়াছে। তাহাদের অবস্থা বড় হাস্যকর। দেশ এখন ঠাণ্ডা। কেহ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন—আপনি যে আপনার জন্মভূমির মঙ্গলার্থ নিঃস্বার্থভাবে এ নির্য্যাতন সহ্য করিতেছেন, আপনার দেশীয় 'শিক্ষিত বাবুরা' অবশ্য আপনার সাহায্য করিতেছেন? এ প্রশ্নের উত্তর তাঁহারাই দিবেন। আমি জানি না, কিন্তু লোকে বলে, যে সকল শিক্ষিত বাবুদের উদরে টিপ দিলে রাম পাখিটি "প্লুতরব" করিয়া উঠে, তাহারাই "বেল্লিক দলের পিতার নাম

অপ্রকাশ” নেতা। এই বড়লোকদের আমার অমৃতভায়া আরও ক্ষেপাইয়া দিয়াছেন। তাঁহার এ সময়ে প্রকাশিত 'অমৃত মদিরা' কাব্যে আমার নামীয় এক কবিতায় লিখিয়াছেন—

"চাট গেঁয়ে, ভা নেয়ে ছিল সংস্কার।
লোণাজলে মুক্তাফলে তোমাতে প্রচার।"

একজন 'শিক্ষিত' বন্ধু অমৃতবস্থুকে খুব গালি দিয়া এক দীর্ঘ পত্র আমাকে লিখিয়াছিলেন। তিনি বলেন, কালকের কলিকাতা আবার কবে হিন্দুর স্থান হইল? চট্টগ্রাম খালাসীর স্থানকে আমিই হিন্দুরস্থান বলিয়া পরিচিত করিয়াছি, চট্টগ্রামে এত বড়লোক থাকিতে আমি একাই লোণা জলের মুক্তা—ইহাই তাঁহার রাগের কারণ। কিন্তু এই বড়লোক ও বিশুদ্ধ হিন্দুদের আমার প্রতিকূলাচরণ করিবার কারণ কি? একদিন একজন প্রধান উকিলকে আমি ভাগ্যবান বলিলে তিনি বলিলেন—"আমি ত ভারি ভাগ্যবান। আমি কাল মরিলে পরশু কেহ নাম করিবে না। আর আপনার নাম শত সহস্র বৎসর, এমন কি যতকাল বাঙ্গালা ভাষা থাকে, তত দিন থাকিবে।" আর একজন প্রধান উকিল বলিলেন—"আপনাকে হিংসা করিবে না কেন? আপনার এত বড় নাম, এ উচ্চ রকমের চলাফেরা, এ সুখের অবস্থা! আপনার বহিগুলিত এক একটা লক্ষ টাকার জমীদারি।" আমি বলিলাম—"ইহাতে আমার অপরাধ কি? নাম পরে করে আমি কি করিব? চট্টগ্রামের অন্য বড় লোকেরা টাকা জমা করিতেছেন। আমি উচ্চ রকমের চলা-ফেরায় আপনার টাকা উড়াইতেছি। ইচ্ছা করিলে তাঁহারা এরূপ চালে চলিতে পারেন। বহিগুলি পোড়াইয়া ফেলিলে যদি চট্টগ্রামের লোকদের সান্ত্বনা হয়, না হয় পোড়াইয়া ফেলি।" পণ্ডিতপুঙ্গবদের দল দুই খণ্ড হওয়াতে তাঁহাদেরও বড় শোচনীয় অবস্থা হইয়াছে। আমার

কাছে দুই বৎসরেও মুঠো মুঠো টাকা উশুল হইল না, আর তাহার সম্ভাবনাও নাই। যখন আরম্ভে কেহ কেহ কিছু চাহিয়া নিষ্ফল হইয়াছেন, এখন আর সম্ভাবনা কি? অথচ এ উৎপাত থামাইবারও উপায় নাই, কারণ 'শিক্ষিত' ফিরিঙ্গি মুসলমানের উচ্ছিষ্ট রামপোথী সেবক বিশুদ্ধ হিন্দুরা ইহার পশ্চাতে আছেন। অতএব কেহ কেহ আবার এবারও আমার কাছে আসিয়া বলিলেন—"বাবু! রক্ষা কর। তুমি না হইলে এ উৎপাত আর কেহ থামাইতে পারিবে না।" আমি বলিলাম—"আমার অপরাধ কি? আপনারা ধর্ম্ম ও শাস্ত্র সঙ্গত যাহা করিতে বলিবেন আমি করিব।" তাঁহারা মাথায় হাত দিয়া বলিলেন—"মাথা মুণ্ড শাস্ত্রসঙ্গত কার্য্য কি আছে যে করিতে বলিব! এ যে কেবল হিংসা!" আমি বলিলাম—"কৃষ্ণ ধর্ম্মরাজ্য স্থাপন করিলেন কিন্তু আপনার জ্ঞাতিবর্গেরা ঘোরতর অধার্ম্মিক রহিল। শেষে আত্মহত্যা করিয়া মরিল। এক জীবন তাহাদের হিংসায় জ্বলিয়া তাঁহারও অপমৃত্যু ঘটিল। বুদ্ধদেব জ্ঞাতির হিংসায় রাজ্যত্যাগ করিয়া যোগী হন। খৃষ্টের স্বদেশীয়েরা তাঁহাকে নিষ্ঠুর ভাবে 'ক্রুশে' হত্যা করে। চৈতন্যদেব নবদ্বীপের পণ্ডিতদের যন্ত্রণায় সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। তাঁহারা ঈশ্বরাবতার। যখন তাঁহারা পর্য্যন্ত স্বজ্ঞাতি ও স্বদেশীয়দের হস্তে এরূপ নিগ্রহ ভোগ করিয়াছেন তখন ক্ষুদ্র মানুষ আমাকে আমার মূর্খ জ্ঞাতিরা ও দেশীয় 'বড় লোকেরা' একটু হিংসা করিলে তাহাদের কি দোষ?" যাহা হউক আমার জীবনের এই শেষ কার্য্যও শেষ হইয়াছে। ভাগিরথী ছুটিয়াছেন, ঐরাবতেরও সাধ্য নাই, তাঁহার অবরোধ করিবে। ইতিমধ্যেই দেশের সর্ব্বপ্রধান উকিল মহাশয়ের এক পুত্র ও এক আত্মীয় বিলাত চলিয়া গিয়াছে। হে ভগবান! তোমার কার্য্য তুমিই কর—"নিমিত্তমাত্রং

ভব সব্যসাচিন্!”—আমরা তোমার হস্তের ক্ষুদ্র নিমিত্ত মাত্র। আমার কার্য্য শেষ হইল। তুমি আমার দীনহীনা মাতৃভূমিকে অভাগিনীর আত্মদ্রোহী ‘শিক্ষিত’ পুত্রগণের, এবং অধঃপতিত ব্রাহ্মণদের দন্ত হইতে রক্ষা করিও।

পূজার বন্ধে পুত্র কলিকাতা হইতে আসিল। পূর্ব্ব বৈশাখ মাসে সে বিলাত হইতে ফিরিয়া প্রথমবার বাসন্তী পূজার সপ্তমী সন্ধ্যায় বাড়ী পঁহুছিয়া ও আমার পুরোহিত রমেশের বাড়ীতে নৌকা হইতে উঠিয়া তিন বৎসর পরে প্রতিমা দেখিয়া ‘মা! মা!’ বলিয়া কাঁদিয়াছিল। এবারও পূর্ব্বের মত গৈরিক বস্ত্র পরিয়া তিন দিন সংকীর্ত্তন করিল। বেরিষ্টারের সঙ্কীর্ত্তন এবং বি এ, বি, এল্ পুরোহিত পূজক—এ দৃশ্য বোধ হয় বঙ্গদেশে আর কোথায়ও কেহ দেখে নাই। পিতাপুত্রে খুব সমারোহে পূজা সম্পাদন করিয়া ও একদিনে আমার পিতার শ্মশানস্থ শিবালয়ের সম্মুখে একটি হাট বসাইয়া সপরিবার রেঙ্গুন রওনা হইলাম। কলিকাতা হাইকোর্টে ব্যবসায় করিতে হইলে এটর্নিশ্রেষ্ঠ ভ্রাতা হীরেন্দ্র বলিয়াছিলেন পুত্রকে ছয় সাত বৎসর বসিয়া থাকিতে হইবে। আমি এত টাকা কোথায় পাইব? আর ছয় সাত বৎসর বসিয়া থাকিলে মানুষের উদ্যম উৎসাহই বা থাকিবে কেন? তাই নির্ম্মল রেঙ্গুন চিফকোর্টে ব্যবসায় করিতে স্থির করিয়াছে। গ্রাম হইতে চট্টগ্রাম নগরে আসিয়া মেজিষ্ট্রেট কমিশনারকে অনুনয় করিয়া নগরের অস্বাস্থ্যতা নিবারণ, নির্ঝরের জল পরিচালন ও নৌকারোহীর নগরে উঠিবার কষ্ট নিবারণ, কয়েকটি নদীর বাঁক কর্ত্তন, নদীতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ষ্টীমার পরিচালন, গ্রামে জলকষ্ট নিবারণ, শিল্প ও কৃষির উন্নতি সাধন, প্রভৃতির প্রয়োজনীয়তা বুঝাইয়া দিয়া রেঙ্গুনে যাত্রা করিলাম। ষ্টীমার যখন কর্ণফুলী নদী হইতে বহির্গত হইয়া বঙ্গোপসাগরে পড়িল, তখন শৌধশিখর শোভিত

মাতৃভূমির রাজধানীর দিকে চাহিয়া, খৃষ্ট "জেরুজেলমের" প্রতি শেষবার চাহিয়া যে আক্ষেপ করিয়াছিলেন আমার তাহা মনে পড়িল—

রে ধর্ম্মযাজকগণ! ওরে ভণ্ড নরাধম!
তোদের ঘটিবে পরিতাপ!
মানুষের স্বর্গদ্বার তোরাই করিস্ রুদ্ধ,
করিস্ রে স্বর্গ অপলাপ!
আপনি যাবি না তোরা, তাদেরেও নাহি দিবি
স্বর্গ রাজ্যে করিতে প্রবেশ;
রে ধর্ম্মযাজকগণ! ওরে ভণ্ড নরাধম!
তোদের ঘটিবে ঘোর ক্লেশ!
অনাথা বিধবাদের, করিস্ সর্ব্বস্ব গ্রাস,
ধর্ম্মের করিয়া মিছা নাম।
এহেতু তোদের, ওরে! ঘটিবে অধিকতর
নরকেতে বাস অবিরাম।
একটি শিষ্যের তরে খুঁজিস্ সসিন্ধু ধরা,
যদি বা মিলিল এক জন,
তাহাকে তোদের চেয়ে করিস্ দ্বিগুণতর,
নরক-সন্তান, নরাধম!
রে ভণ্ড যাজকগণ! পাইবি রে পরিতাপ!
দিস্ যত তুচ্ছ উপহার;
দয়া, ভক্তি. ন্যায়, নীতি; করিস্ না কদাচিৎ
ঈশ্বরের নামে অনুসার।
দিস্ উপহার তাহে নাহি ক্ষতি, কিন্তু বল
এ সবে কি নাহি প্রয়োজন?
রে অন্ধ শিক্ষকগণ! মশাটি গিলিতে কষ্ট,
কিন্তু উষ্ট্র করিস্ ভক্ষণ।

রে ধর্ম্মযাজকগণ ! ওরে ভণ্ড নরাধম !
তোদের ঘটিবে পরিতাপ !
তোদের ভোজনপাত্র বাহিরেতে পরিষ্কার,
অন্তরেতে পরিপূর্ণ পাপ !
রে ধর্ম্মযাজকগণ ! ওরে ভণ্ড নরাধম !
পরিতাপ পাবি ঘোরতর !
শ্বেত সমাধির মত, বাহিরে সুন্দর তোরা,
কদর্য্যেতে পূর্ণিত অন্তর ।
তেমনি বাহিরে তোরা ধার্ম্মিক, পূর্ণিত কিন্তু
পাপ প্রবঞ্চনায় হৃদয় ।
রে ধর্ম্মযাজকগণ ! ওরে ভণ্ড নরাধম !
পরিতাপ পাইবি নিশ্চয় !
ধর্ম্ম প্রচারকদের সমাধি নির্ম্মাণ করি
কত মতে করিস্ সজ্জিত ;
কহিস্—এদেরে হত্যা পূর্ব্ববর্ত্তীদের মত
করিতি না তোরা কদাচিৎ ।
থাক সাক্ষী, ইহাদেরে যাহারা করিল হত্যা
তোরাই ত তাদের সন্তান ।
ভুজঙ্গ ! বৃশ্চিক বংশ ! নরক হইতে তোরা
কেমনে পাইবি পরিত্রাণ ?
আমি যেই জ্ঞানীগণ শিক্ষক, যাজকগণ,
প্রেরিব তোদের শিক্ষাতরে ।
বধিবি তাদেরে তোরা কিম্বা করি বেত্রা ঘাত
তাড়াইবি নগরে নগরে ।
মন্দিরে, বেদীর আগে, পুণ্যাত্মাগণের তোরা
যত রক্ত করেছিস্ পাত,—

পূর্ব্ব পুরুষের পাপ পূর্ণ কর! এ পুরুষে
ঘটিবেক সে অভিসম্পাত!
হায়! হত রাজধানি! শিক্ষকগণেরে তুমি
কর হত্যা, প্রহার প্রস্তর।
কুক্কুট-জননী যথা করে নিজ পক্ষতলে
একত্রিত শাবক নিকর,
হায়! আমি কত বার, চাহিয়াছি করিবারে
একত্রিত তোমার সন্তান!
কিন্তু কেহ আসিল না! ঐ দেখ গৃহ তব
শূন্য আজি যেন মরুস্থান।

ক্রমে যখন জন্মভূমি অদৃশ্য হইতে লাগিল, তখন উদ্বেলিত হৃদয়ে গলদশ্রু নয়নে ও উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলিলাম—"মা! মা! —আমার বড় আদরের, বড় গৌরবের মা! ক্ষুদ্র, একক, অসহায়, আমি একজীবন হৃদয়ের রক্ত দিয়া তোর মঙ্গল সাধনের চেষ্টা করিয়াছি মা! যাহা পারিলাম না, তোর অন্য কোনও পুণ্যবান পুত্র তাহা করিবে, এই আশা বুকে লইয়া চলিলাম।" ক্রমে জন্মভূমির শৈল-সরিত-শোভিত শোভা অদৃশ্য হইল, এবং অনন্ত সিন্ধু অনন্ত আকাশের সহিত মিশিয়া গেল। তখন অনন্ত সিন্ধু ও অনন্ত আকাশরূপী অনন্তদেবের দিকে চাহিয়া পিতা পুত্র গাইলাম—"ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ তৎসবিতুর্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি ধিয়োযোনঃ প্রচোদয়াৎ।" সেই অনন্তদেবের দিকে চাহিয়া ভক্তিপ্লুত কণ্ঠে বলিলাম—"হে দেব! তোমার অনন্ত কৃপায় আমার সুখের দুঃখের, শোকের শান্তির, বিপদের সম্পদের, হিংসার প্রেমের ছায়ালোক পূর্ণ কর্ম্ম জীবন নাটক শেষ হইল; এখানে তাহার যবনিকা পতিত হইল; আমার জীবন স্রোত পুত্রের জীবন স্রোতে এখানে মিলিত ও তিরোহিত হইল। আমার পিতার জীবন যেরূপ আমার জীবনকে শক্তিসম্পন্ন

করিয়াছিল, আমার পুত্রের জীবনও যেন তাহার পিতার জীবন দ্বারা সেরূপ শক্তি সম্পন্ন হইয়া উন্নতির দিকে, গৌরবের দিকে, ধর্ম্মের দিকে, হে দেব! তোমার দিকে, প্রবাহিত হয়!" আবার গাইলাম—

"হে দেব! হে দয়িত! হে ভুবনৈক বন্ধো!
হে কৃষ্ণ! হে চপল! হে করুণৈক সিন্ধো!
হে নাথ। হে রমণ। হে নয়নাভিরাম!
হাহা! কদানুভবিতাসি পদং দৃশোমে?"

সমাপ্ত

[?]RAJAH'S LIBRARY
19 DEC 1913
COOCH BEHAR.